সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

৪

ভর্তৃহরি : ভট্টনারায়ণ

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
ডঃ মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী /
তারাপদ ভট্টাচার্য / ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় /
শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসন্ন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২১ অক্টোবর ১৯৫৮

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. IV

প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' সেই কর্তব্য-পালনের প্রথম উদ্যোগ—প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়াই ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক; কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া সুধীজন ইহাকে অভিনন্দিত করিবেন এবং সুচিন্তিত পরামর্শদানে ইহার ক্রমোৎকর্ষের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিবেন—ইহাই প্রত্যাশা।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

অনুবাদক

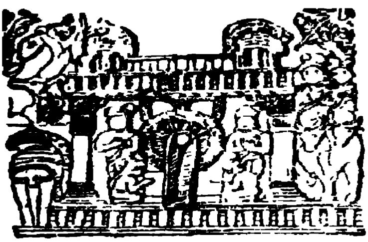
ভর্তৃহরি	:	ভট্টিকাব্যম্	:	ডঃ মুরারিমোহন সেন
ভট্টনারায়ণ	:	বেণীসংহারম্	:	শ্রীজগদীশ তর্কতীর্থ

প্রকাশকের নিবেদন

'সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার'-এর চতুর্থ খণ্ড আজ গ্রাহকবর্গের হাতে তুলে দিলাম। গত তিন খণ্ড প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একটি মহৎ অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, প্রকাশক ও গ্রাহকের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে—এক গভীর প্রীতির সেতু সেই ব্যবধান লুপ্ত করে দিয়েছে। আজ বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করা চলে, নবপত্র গ্রাহকদেরও প্রতিষ্ঠান—প্রকাশক ও গ্রাহক সেখানে একই স্বার্থের এবং একই আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে বাঁধা ; যেখানে প্রীতির বন্ধন সেখানে বিচ্যুতির প্রশ্ন ওঠে না।

আমরা প্রস্তুত ছিলাম যথানির্দিষ্ট সময়ে কর্তব্য পালন করতে পারব—কিন্তু অপ্রস্তুত হতে হল দৈবদুর্যোগে। পর পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ঘটেছে। অপ্রাকৃতিক বিঘ্নও ছিল—ঈপ্সিত কাগজ দুর্লভ হওয়ায় সংগ্রহে বেগ পেতে হয়েছে ; প্রকাশনায় কোনো ক্ষেত্রেই আমরা 'জোড়াতাড়ার' পক্ষপাতী নই বলেই বিলম্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তৎ মর্ষয়ন্তু ভবন্তঃ !

আমাদের এই অভিযানের কর্ণধার পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী—তাঁর উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই। অনুবাদকর্মে, ভূমিকারচনায় অন্যান্য রূপপরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের ভাষা-শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত রীডার, সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ডক্টর মুরারিমোহন সেন। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ডটির প্রকাশনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ব্রতীশ ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি চাকী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।



সূচীপত্র

ভর্তৃহরি

ভট্টিকাব্যম্



ভূমিকা

প্রাক-কথন

কাব্যের আসরে একটু দ্বিধার সঙ্গেই কবি ভট্টির প্রসঙ্গ আনতে হল। ইনি যে কাব্য রচনা করেছেন তার নাম ভট্টিকাব্য—কাব্যের ভিত্তি রামায়ণের কাহিনী। 'দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন' বলে কাব্যের সুরু, শেষ হয়েছে রাবণবধের পরে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ফিরে আসা পর্যন্ত। আর একটি নামেও এই কাব্য পরিচিত—'রাবণ বধ'।

অবশ্য, রামায়ণের কাহিনী শোনানো কবির উদ্দেশ্য ছিল না—কাহিনী বলতে বলতে তিনি ব্যাকরণ শিখিয়েছেন; শুধু ব্যাকরণ নয়, অলংকারও। কাব্যের শর্করায় তিক্ত ব্যাকরণ-বটিকার এই পরিবেশনরীতি পরবর্তীকালের লেখকদের রীতিমতো প্রভাবিত করেছিল—ভট্টভীম, হেমচন্দ্র, বাসুদেব, হলায়ুধ, নারায়ণভট্ট প্রভৃতি অনেকেই শাস্ত্রতত্ত্ব শেখাবার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এমন কি, কবি শ্রীহর্ষও সুবিধে পেলেই তাঁর কাব্যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলেছেন। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'সুবৃত্ত-তিলক' গ্রন্থে এদের নামকরণ করেছেন—'শাস্ত্রকবি'। সংস্কৃত সাহিত্যের শাস্ত্র কাব্যগুলির মধ্যে ভট্টিকাব্যের স্থান প্রথমে।

কিন্তু ভট্টি শাস্ত্রকবি—একথা বললে কিন্তু সব কথা বলা হয় না। একথা মনে রাখতে হবে যেখানে উদ্দেশ্য ব্যাকরণ বা অলংকার শেখানো সেখানে কাব্যোৎকর্ষ প্রকাশের অবকাশ কম—কবিকে সেখানে অত্যন্ত সতর্কভাবে চারদিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলতে হয়।

ভট্টি রামায়ণের কাহিনী বলতে বলতে ব্যাকরণ আর অলংকার শিখিয়েছেন। কাব্যের প্রধান আবেদন পাঠকের অনুভূতিময় মনের কাছে, অন্ততঃ ভট্টির পূর্ব পর্যন্ত রসিকমহল তা-ই মেনে নিয়েছিলেন—কিন্তু ভট্টির কাব্য নতুন এক আবেদন নিয়ে এল; এই আবেদন পাঠকের মস্তিষ্কের কাছে। সেযুগে ভট্টিকাব্য যেন কাব্যরস আস্বাদনের পথকে একটি নতুন মোড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল—এই মোড়ে যাঁরা কাব্যের সঙ্গী হবেন তাঁদের হৃদয়ে শুধু রসের যোগান থাকলে চলবে না, শুধু হৃদয় নয়, চিন্তা ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করতে হবে। সংস্কৃত রস-সাহিত্যে একে যেন এক নতুন যুগের প্রবর্তন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক কথায় সাহিত্যে কালিদাসীয় 'প্রেরণাবাদে'র পরে যেন এলো 'প্রজ্ঞাবাদ'!

কবি ও তাঁর কাল

ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভট্টি বা ভর্তৃহরি। 'ভর্তৃ' শব্দের প্রাকৃত রূপ ভট্টি। টীকাকার ভরতও বলেছেন—'ভর্তৃহরি নাম কবিঃ শ্রীরামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার'।

কিন্তু এই ভর্তৃহরি—বিখ্যাত তিনটি শতক কাব্য (শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক) এবং বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরি থেকে পৃথক। 'বাক্যপদীয়' (দুইটি অধ্যায়ে নিবন্ধ); 'প্রকীর্ণক' এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর একটি টীকার রচয়িতারূপে বিখ্যাত এই বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি। বৈয়াকরণ-কবি ভর্তৃহরির একমাত্র কাব্য—ভট্টিকাব্য।

ভট্টিকাব্যের বিংশতি সর্গে ভট্টি নিজেই উল্লেখ করেছেন—তিনি বলভীতে শ্রীধরসেনের শাসনকালে বাস করতেন—

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেন নরেন্দ্র পালিতায়াম্।

বলভীর ইতিহাসে চারজন ধরসেনের উল্লেখ রয়েছে—প্রথম ধরসেন ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ; দ্বিতীয় ধরসেন ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ; তৃতীয় ধরসেন ৬২০ খ্রীষ্টাব্দ; চতুর্থ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ। চতুর্থ ধরসেন যে উপাধি ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি ছিলেন সার্বভৌম সম্রাট—মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী। কিন্তু ভট্টি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে শুধু বলেছেন—'নরেন্দ্র'। দ্বিতীয় ধরসেন স্বকীয় বিশেষণ দিয়েছেন—মহারাজ, সামন্ত, মহাসামন্ত (সামন্ত-মহারাজ শ্রীধরসেন)। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তৃতীয় ধরসেন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না—শুধু জানি, তিনি ৬২১-২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরাপদে ও শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। কাব্যালোচনায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে ভট্টি শৈব ছিলেন (দ্রষ্টব্য ১ম সর্গ শ্লোক ৩, একবিংশতিতম সর্গ শ্লোক ১৬)। দ্বিতীয় ধরসেন নিজেও ছিলেন শৈব-মতাবলম্বী। তার অনুশাসনগুলির অধিকাংশ থেকেই আমরা জানতে পারি—'পরম মাহেশ্বরঃ' এই বিশেষণটি তাঁর সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর-একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ভট্টিকাব্যের কোথাও বৌদ্ধধর্মের কোনো প্রভাব নেই। ইতিহাস বলে, বলভীতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি হয়েছিল চতুর্থ ধরসেনের আমলে। আগেই বলেছি, ভট্টিকাব্যে শৈবধর্মের প্রভাবচিহ্ন রয়েছে। দেশে যখন শৈবধর্মের প্রভাব ও প্রচার সেই সময়েই ভট্টিকাব্য রচিত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। এই শৈবধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল দ্বিতীয় ধরসেনের সময়ে। সুতরাং দ্বিতীয় ধরসেনই ছিলেন ভট্টি-কবির পৃষ্ঠপোষক।

ভট্টির কাল-নির্ধারক আর একটি যুক্তির কথাও এখানে ভেবে দেখা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয় দুইটি শ্লোক। ভট্টিকাব্যের শেষ অর্থাৎ দ্বাবিংশ সর্গে এই শ্লোকটি রয়েছে—

ব্যাখ্যাযোগ্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।

অর্থাৎ এই কাব্য ব্যাখ্যাযোগ্য—ব্যাখ্যাত হলেই পণ্ডিতবর্গের আনন্দ সৃষ্টি করবে। আমি এই পণ্ডিতবর্গের প্রিয় হতে গিয়ে বুদ্ধিহীন মূর্খদের মৃত্যুর কারণ হয়েছি।

অনুরূপ একটি শ্লোক ভামহরচিত কাব্যালংকারেও দেখতে পাওয়া যায়—

কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ
উৎসবঃ সুধিয়ামলমহো দুর্মেধসো হতাঃ।

অর্থাৎ যেমন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝতে হয়—এই ধরনের কাব্যও তাই। এই ধরনের কাব্য সুধী ব্যক্তির আনন্দের কারণ মূর্খের পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা!

এই শ্লোক দুটির ভাবসাম্য কৌতূহলজনক। প্রশ্ন এই কে ঋণী—ভট্টি না ভামহ? প্রসঙ্গটি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বটুকনাথ শর্মা এবং বলদেব উপাধ্যায় এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ভামহ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের লেখক—ভট্টি তাঁর পরবর্তী। সুতরাং ভট্টি এই শ্লোকের জন্য ভামহের নিকটে ঋণী। কিন্তু ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং পি. ভি কানে বলেছেন ভামহ এসেছিলেন খ্রীষ্টীয় ৭০০ থেকে

৭৫০-এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। ভামহ রচিত শ্লোকে 'ইমানি' পদের দ্বারা ভট্টিকাব্যের মতো জটিল ও ব্যাখ্যাগম্য কাব্যকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ভামহ তাঁর গ্রন্থে কতকগুলি নতুন অলংকারের প্রসঙ্গ তুলেছেন যা ভট্টিকাব্যে নেই; এতেও বোঝা যায় ভট্টিকাব্য ভামহ-রচিত অলংকার গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তি রচয়িতা জয়াদিত্য ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন, তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায় তিনি ভট্টিকাব্যের সংবাদ রাখতেন। সব মিলিয়ে দেখলে অনুমান অসঙ্গত হবে না যে ভট্টি দ্বিতীয় ধরসেনের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যখন ধরসেন 'মহারাজ' উপাধি লাভ করলেন সেই সময়ে তাঁর ভট্টিকাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন।

ভট্টিকাব্যের টীকাকার

বহু টীকাকার আলোচ্য 'শাস্ত্রকাব্যে'র ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এদের মধ্যে খ্যাত ও অখ্যাত দুই দলই আছেন—কেউ কেউ বিস্মৃত। একটি তালিকা এখানে উপস্থিত করা হল ঃ

১. অনিরুদ্ধ—টীকার নাম ভট্টিকাব্যলঘুটীকা। অনিরুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

২. কন্দর্পশর্মন্—বৈজয়ন্তী টীকার রচয়িতা। ইনি 'কন্দর্প চক্রবর্তী' নামেও পরিচিত। কন্দর্প চক্রবর্তী দ্বাদশ শতকেরও পরবর্তী কালের—কেননা ইনি কাব্যপ্রকাশ (একাদশ শতক), দণ্ডী (অষ্টম শতক), ক্ষীরস্বামী (একাদশ শতক) এবং দুর্ঘটবৃত্তি (দ্বাদশ শতক) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই টীকাকার তাঁর ব্যাখ্যায় পদ্মনাভ-রচিত 'সুপদ্ম ব্যাকরণ' অনুসরণ করেছেন।

৩. কুমুদানন্দ—ইনি টীকায় পাণিনির সূত্র অনুসরণ করেছেন।

৪ কেশবশর্মন্—এঁর টীকা অসম্পূর্ণ; দশম সর্গ পর্যন্ত এসে টীকা থেমে গেছে, অবশ্য মূল থেমে থাকেনি।

৫. জয়মঙ্গল টীকার নাম জয়মঙ্গলা, ভট্টিকাব্যের প্রাচীনতম ভাষ্য। টীকাকার যতীশ্বর বা জয়দেব নামেও পরিচিত। ইনি ভামহ ও দণ্ডীর উল্লেখ করেছেন—সুতরাং এদের পরবর্তীকালে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিদগ্ধমহলের অনুমান, ৮০০-১০৫০-এর মধ্যবর্তী কোনো খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব। ভট্টিকাব্যের টীকাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তায় জয়মঙ্গলার স্থান প্রথম, এর পরেই মল্লিনাথের টীকা।

৬ নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ—নারায়ণ নামেই পরিচিত; টীকার নাম 'ভট্টিবোধিনী'। ইনি সপ্তম শতকের পরবর্তী, টীকায় পাণিনির সূত্রানুসারী।

৭. পুণ্ডরীকাক্ষ—টীকার নাম 'কলাপদীপিকা', নামেই বোঝা যায় ইনি কলাপ ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করেছেন।

৮ পেদ্দভট্ট—তেলেগু ভাষায় রচিত এঁর টীকা অসম্পূর্ণ (কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, সূক্তিবারিধি, নৈষধীয় চরিত প্রভৃতির উপরেও ইনি টীকা রচনা করেছিলেন।

৯ বিদ্যাবিনোদ—দ্বাদশ শতকের পরবর্তী ; টীকার নাম 'ভট্টিচন্দ্রিকা'।

১০ বিদ্যাসাগর—ভাষ্যের নাম কলাপদীপিকা। ইনি সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী।

১১. বৈজয়ন্তী—এটি টীকার নাম, টীকাকারের নাম অজ্ঞাত ; রচয়িতা সুপদ্ম ব্যাকরণ অনুসরণ করেছেন।

১২. ভট্টিকাব্য টীকা টীকাকার অজ্ঞাতনামা।

১৩. ভট্টিকাব্যবিমর্শ—এই টীকারও রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

১৪. ভরত সেন (ভরত মল্লিক)—টীকার নাম মুগ্ধবোধিনী, রচনাকাল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ। কিরাত, কুমারসম্ভব, নলোদয়, নৈষধ, অমরকোষ, মেঘদূত, শিশুপালবধ প্রভৃতির উপরেও ইনি টীকা রচনা করেছেন। ভট্টিকাব্যের টীকায় ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অনুসরণ করেছেন—অলংকার অংশে ইনি আশ্রয় করেছেন ভামহ-রচিত কাব্যালংকার।

১৫. মল্লিনাথ—চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এঁর আবির্ভাব। মল্লিনাথ পাণিনির সূত্রানুসারী - টীকার নাম 'সর্বপথীন'।

১৬. রামচন্দ্র বাচস্পতি—টীকার নাম 'সুবোধিনী'।

১৭. শ্রীধর - তেলেগু ভাষায় টীকা রচিত। ইনি নৈষধীয় চরিতের উপরেও টীকা রচনা করেছেন।

১৮. শ্রীনাথ—টীকার নাম ভট্টিরূপ প্রকাশিকা।

১৯. শ্রীনিবাস—টীকা অসম্পূর্ণ। ইনি তার ব্যাখ্যায় কলাপ ব্যাকরণ অনুসরণ করেছেন।

এ ছাড়াও ভট্টিকাব্যের আরও টীকাকার আছেন — উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

বিষয়সূচী বিশ্লেষণ

সমগ্র ভট্টিকাব্য বাইশটি সর্গে সমাপ্ত। মল্লিনাথ একে বলেছেন 'উদাহরণ-কাব্য' অর্থাৎ ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়াই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যাকরণ কাব্য হিসেবে একে চারটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) প্রকীর্ণ কাণ্ড (ব্যাকরণের বিবিধ সূত্র) সর্গের নাম
প্রথম সর্গ থেকে পঞ্চম সর্গের
ছিয়ানব্বই সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত।

প্রথম সর্গ	রামসম্ভবঃ (রামের জন্ম)
দ্বিতীয় সর্গ	সীতা পরিণয়ঃ (সীতার বিবাহ)
তৃতীয় সর্গ	রামপ্রবাসঃ (রামের নির্বাসন)
চতুর্থ সর্গ	রামপ্রবাসঃ (রামের নির্বাসন)
পঞ্চম সর্গ	রামপ্রবাস, সীতাহরণঃ (রামের নির্বাসন ও সীতাহরণ)

(খ) অধিকার কাণ্ড (প্রধান সূত্র) সর্গের নাম
পঞ্চম সর্গের সাতানব্বই সংখ্যক
শ্লোক থেকে নবম সর্গ সম্পূর্ণ

দ্বাবিংশ সর্গ
লুট্ অযোধ্যাপ্রত্যাগমনম্

এই হল দ্বাবিংশ সর্গে সমাপ্ত ভট্টিকাব্যের ব্যাকরণ সূচী। সূচীপাঠে মনে হতে পারে এ যেন শুষ্ক ও জটিল ব্যাকরণ-পাণ্ডিত্যের এক ভয়াবহ প্রদর্শনী। একটি কথাই এখানে বলা প্রয়োজন, শাস্ত্রকার শাস্ত্র রচনা করেন, কবি প্রতিভাবলে কাব্য রচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের এক আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে ভট্টিকাব্যে। এদিক দিয়ে ভট্টিকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভট্টির পাণ্ডিত্য

কথা প্রসঙ্গে কবির পাণ্ডিত্যের প্রসঙ্গ উঠেছে। মূল প্রশ্নটি এই, ভট্টি কি শুধুই ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন?

অলংকার সম্পর্কে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একটা আভাস মিলবে ভট্টিকাব্যেরই দশম সর্গে—এই সর্গে তিনি প্রধান প্রধান কাব্যালংকারের উদাহরণ দিয়েছেন। ছন্দঃশাস্ত্রেও তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যে—কাব্যে ছাব্বিশটি ছন্দের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যে উপন্যস্ত হনুমান, বিভীষণ, রাবণ, সুগ্রীব ও ইন্দ্রজিতের ভাষণগুলিতে কবি তাঁর রাজনীতি ও সামাজিক জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভট্টি যে অলংকারের আলোচনা করেছেন—অলঙ্কার সাহিত্যে তার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আলংকারিক ভামহের আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টম শতকে; তাঁর পূর্ববর্তী অলঙ্কার ভাবনার বিলুপ্ত ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দলিল ভট্টিকাব্যের এই দশম সর্গ।

যিনি যথার্থ পণ্ডিত তাঁর সামান্য দু-একটি কথাতেই সেই পাণ্ডিত্য ব্যক্ত হয়—প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যিনি তাঁর কাব্যের শ্রদ্ধান্বিত পাঠক তিনি অনায়াসেই বলতে পারবেন—ভট্টির জ্ঞানের জগৎ ছিল বহুদিকে প্রসারিত: উপনিষদ্ (পঞ্চম সর্গ ৬৩), সাংখ্য (প্রথম সর্গ ১৮), যোগ (প্রথম সর্গ ১৮-১৯), আয়ুর্বেদ (তৃতীয় সর্গ ২৩) প্রভৃতিতেও কবির নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ বিশেষ উল্লেখের দাবি করতে পারে। এই সর্গের নাম—'ভাসাসম'; রামচন্দ্রের 'সেতুবন্ধ' বর্ণিত হয়েছে এই সর্গে—যে সব শ্লোক এই সর্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সবই সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। মল্লিনাথ এই সর্গের টীকা রচনায় বলেছেন—'অথাস্মিন্ সর্গে ভাষাসঙ্করম্যাপি চমৎকার কবিতয়া কাব্যে অলংকারত্বেন তন্নিবধ্নন্ অপভ্রংশাদীনাং তথা প্রাকৃতভেদেষু চ দেশিতদ্ভয়োশ্চ সংস্কৃতে সমাবেশসম্ভবাৎ'—ইত্যাদি। এই সর্গে ভট্টি শুধু বৈয়াকরণ নন—তিনি ভাষাবিদ্; কিন্তু যা-ই হোন, সর্বোপরি তিনি কবি।

কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে (১৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) কবি নৃত্যের প্রসঙ্গ এনেছেন—কবির মূল বক্তব্য—বনবাসের পথে রামচন্দ্র গোপাঙ্গনাদের নৃত্য দেখে তৃপ্ত হয়েছিলেন; কিন্তু যেভাবে নৃত্যের বর্ণনা করা হয়েছে, মনে হয়—কবি নিজেও প্রসন্ন হয়েছেন এবং তিনি নৃত্যকলায় অনুরাগী। তৃতীয় সর্গেও (৪৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) কবির এই অনুরাগ সুস্পষ্ট। সেখানে ভরত তার অনুচরদলের সঙ্গে এসেছেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মুনি তাদের অতিথি সৎকার

করতে গিয়ে যোগবলে সব ব্যবস্থাই করলেন—কিন্তু কবি মুনির যোগবলে ঐ আশ্রমেই তিলোত্তমাদের আনিয়ে এবং নাচিয়ে দিলেন। নৃত্যের প্রতি কবির পক্ষপাতই এটি সম্ভব করেছে—নইলে ভরত বা পুরবাসীদের মনে কোনো প্রত্যাশা নিশ্চয় ছিল না।

ভাষা ও কাব্যরীতি

বৈয়াকরণ কবির কাছে ভাষার স্বচ্ছতা বা মাধুর্য আশা করা কঠিন। আলংকারিক ভামহ ভট্টির কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—'ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ'। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন ব্যাকরণের প্রদীপ হাতে না থাকলে এ কাব্যের সৌন্দর্য দৃষ্টি পথে পড়বে না।

না পড়ুক, সমালোচক বলেছেন ভট্টি বৈদর্ভী রীতির কবি; প্রকাশের সরলতা ভাষার স্বচ্ছতা ও ভাবের সুষমতার জন্য তাঁকে বিনা দ্বিধায় 'বৈদভী' বলে চিহ্নিত করতে পারি। অনর্থক দীর্ঘসমাসের আসক্তি তাঁর নেই. ভারবি বা অন্য কবির ন্যায় অবান্তর বিষয়ের বাহুল্যে কাব্য ভারাক্রান্ত করেন নি। রৌদ্র বা ভয়ানক রসের বর্ণনায় কবি রূঢ় শব্দের সাহায্য নিয়েছেন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাষাও হয়েছে শুষ্ক ও কর্কশ। কুম্ভকর্ণের ভাষা কর্কশ হলে আপত্তি নেই। বিষয়-বস্তুর প্রকাশ করতে গিয়েও কবিকে অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ শব্দের আমদানী করতে হয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় ভাষা প্রয়োগ শুধু উদাহরণেই নিঃশেষিত।

ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দের নির্বাচন, প্রয়োজন বুঝে দুর্লভ শব্দের প্রয়োগ বা নতুন শব্দের সৃষ্টি—এই সব ভেবে দেখলে মনে হবে ভট্টি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ভাষাশিল্পী—ভাষার উপর তাঁর অধিকার ছিল অপ্রতিহত।

পাঠকের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হবে না জেনেও ভট্টি প্রযুক্ত কয়েকটি দুর্লভ শব্দ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

হিমাদ্রিটঙ্ক—(১.৮) হিমালয়ের ভিত্তিতট, শীর্ষস্থ সমতলভূমি।
ঘস্মর—(২ ৩৮) ভক্ষক।
অট্টম্—(১৩.৪ শুষ্ক।
ব্রাতীন, ব্যালদীপ্রাস্ত্র, সুত্বণঃ ৪.১২)।
কান্ডীরঃ (৪.১০)।
অমুকা—কামুকী (৪ ১৯);
বাসতেয়ঃ—বসতিযোগ্য (৪.৮)।
অভীকা—কামুকী (৪.১৫)।
অনুপদী—যিনি অনুগমন করেছেন (৫ ৫১)।
পুরুষিকা—পুরুষকার (৫ ২৭)।

আগেই বলেছি শব্দগুলো এসেছে কোথাও বর্ণনার তাগিদে, কোথাও রূপসৃষ্টির দাবিতে কোথাও আবার নিরর্থক ভাবেই। তথাপি ভট্টি বৈদর্ভী রীতির কবি; রচনায় তিনি কালিদাসকেই অনুসরণ করেছেন, ভবভূতিকে নয়।

তিঙন্ত কান্ডে কবিকে বিচিত্র ধাতুর প্রয়োগ শেখাতে হয়েছে, সুতরাং অপ্রচলিত ধাতু অজ্ঞাত রূপ তিনি তুচ্ছ করতে পারেন নি—যেমন জুজুরে (ক্রুদ্ধ হল),

জিহেষিরে (শব্দ করল), আচিচায় (আচ্ছাদিত করল), ফেলুঃ (সফল হল) চতুর্দশ সর্গ।

কিন্তু এইভাবে মক্ষিকাবৃত্তি অনুসরণে কবির প্রতি অবিচারই করা হবে। কেননা যেখানে ব্যাকরণ শিক্ষাই মূল লক্ষ্য সেখানে এই জাতীয় প্রয়োগ অনিবার্য। এদিক দিয়ে কবি ভাগ্যহীন, কেননা ব্যাকরণ শিক্ষাই তাঁর মূল লক্ষ্য—তবু একথা নিশ্চয়ই বলা চলে, এই পথে যারা এগিয়েছেন তাদের তুলনায় ভট্টি কৃতী। যে কবিত্বশক্তি স্বভাবতই তাঁর ছিল পদে পদে তা বাধা পেয়েছে মূল লক্ষ্যের ভ্রূকুটিতে; অবশ্য সমালোচক এই কথা ভুলে গিয়ে উন্নাসিক হয়ে উঠেন—কবির মূল্যায়নে ত্রুটি ঘটে। ডকটর সুশীল কুমার দে বলেছিলেন—

'Few read his worst, but even his best is seriously flawed by his unfortunate outlook, and, unless the delectable pursuit of poetry is regarded as a strenuous intellectual exercise, few can speak of Bhatti's work with positive enthusiasm'

অর্থাৎ তৃপ্তিকর কাব্যানুশীলনের অর্থ যদি পীড়াদায়ক মস্তিষ্কের কসরত বলে ধরে না নেওয়া হয় তবে ভট্টির কাব্যের 'ওকালতি' করতে খুব কম লোকেরই উৎসাহ হবে। ভবভূতি তাঁর কাব্যের উপলব্ধির জন্য উত্তরকালের রসবেত্তাদের উপর নির্ভর করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন, 'কালোহয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।' ভবভূতি-বিরোধী এখন আর বোধ হয় নেই—কিন্তু ভট্টি কি মাত্র দু'-একটি সর্গ সম্বল ক'রে শুধু পাঠ্যতালিকার গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকবেন? পান্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের এই মিশ্রণকে আমরা কি কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারবো না?

এটা নিশ্চয়ই অবিসংবাদিরূপে সত্য যে ভট্টি তার কাব্যের ভাবপ্রবাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অনর্থক উদাহরণের বাহুল্যে তিনি কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেন নি—খুবই জটিল বা অপ্রচলিত দৃষ্টান্ত তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। তিনি সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্র কয়েকটি মাত্র অধিকারে বিভক্ত ক'রে নিয়েছেন—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন কাব্যপ্রকাশের দিকে—মূল লক্ষ্য তার যা-ই থাক।

ভট্টির কাব্যপ্রতিভা প্রধানতঃ প্রকাশিত হয়েছে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায়—ও দশম সর্গে অলংকার ব্যাখ্যানে। তাছাড়া বিভিন্ন সর্গে নগর, ঋতু, আশ্রম, অরণ্যাণী, প্রভাত, সমুদ্র ও যুদ্ধবর্ণনায়। অলংকার শাস্ত্রসম্মত সকল প্রকার রসের বিশ্লেষণেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

বিভিন্ন সর্গ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল।

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ
প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্
লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ। ২৭

শরতের চিত্র। স্বভাব চঞ্চল হরিণ ছুটে যাচ্ছিল—ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে। ওদিকে হরিণকে বধ করতে এসেছে ব্যাধ; হংসের কলধ্বনিতে সে-ও আকৃষ্ট, তাই লক্ষ্যে মন দিতে পারছে না।

ন ভবতি মহিমা বিনা বিপত্তে
রবগময়ন্নিব পশ্যতঃ পয়োধি।
অবিরত মভবৎ ক্ষণে ক্ষণেহসৌ
শিখরি পৃথুপ্রথিত প্রশান্তবীচি ॥১০.৬২

উন্নতি মাত্রই বিপত্তির সঙ্গে জড়িত এই সত্য দর্শকদের বোঝাবার জন্যই সমুদ্র অনবরত বিশাল তরঙ্গের বিস্তার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপসংহার করছেন।

দূরন্তরে পংক ইবান্ধকারে
মগ্নং জগৎসন্ততরশ্মিরজ্জুঃ।
প্রনষ্ট মূর্তি প্রবিভাগমুদ্যান্
প্রত্যুজ্জহারের ততো বিবস্বান্ ॥ ১১.২০

গাঢ় পংকরূপ অন্ধকারে এ জগৎ মগ্ন হয়েছিল—লুপ্ত হয়েছিল তার অবয়ব সংস্থান। এখন অরুণোদয়ের সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন ; মনে হচ্ছে কিরণের রজ্জু বিস্তার করে তিনি জগৎকে উদ্ধার করছেন।

এটি লংকার প্রভাতবর্ণনার অন্তর্গত। এ রকম সহজ ও মধুর শ্লোকের অভাব ভট্টিকাব্যে নেই কিন্তু এই কাব্যে কবিকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন ব্যাকরণ শিক্ষক। তাই তাঁকে 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ শেখাতে গিয়ে লিখতে হয়েছে—

নিরাকরিষ্ণু বর্তিষ্ণু বর্দ্ধিষ্ণু পরিতো রণম্
উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণু চ চেরতুঃ খরদূষণৌ। ৫. ১

খর ও দূষণ কখনো শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ প্রতিহত করতে লাগল, কখনো শত্রুর সামনে অটল হয়ে রইল, কখনো মায়াবশে বিরাট দেহ ধারণ করতে লাগল। কখনো আবার তারা ঊর্ধ্বে লম্ফ প্রদান করল - কখনো শত্রুর শরাঘাত সহ্য করতে লাগল।

শ্লোকে জানা গেল এখানে ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হচ্ছে। ব্যাকরণ শিক্ষার্থী তৃপ্ত হলেন। ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের দাবিতে খর ও দূষণ না হয় শত্রুর শরাঘাত সহ্য করলেন—কাব্যরসিক এই সূত্র-শরাঘাত সহ্য করবেন কি ?

কিন্তু তারা যে সহ্য করেছেন এবং সাগ্রহে প্রায় দেড় হাজার বছর স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। উপাধি পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভট্টিকাব্যের কোনো একটি সর্গ এখনো পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়– এটি আশার কথা। কিন্তু আক্ষেপের কথা এই সম্পূর্ণ ভট্টিকাব্যের কোন বাংলা সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গে দুর্লভ। এ যাবৎ সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নি।

সংস্কৃতের যুগে সাহিত্যের বিচারে ভট্টিকাব্যকে খুব একটা আমল দেওয়া হয় নি। ভাষ্যকার স্বয়ং মল্লিনাথ এই কাব্যের টীকা রচনা করেছেন কিন্তু সূচনায় একে 'উদাহরণ কাব্য' রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উক্তি এই—'রামকথামাশ্রিত পাণিনীয় সূত্রানাম্ 'উদাহরণ কাব্যং' চিকীর্ষুঃ'—ইত্যাদি। আমাদের ধারণা ভট্টিকাব্যকে শুধু 'উদাহরণ কাব্যং' হিসেবে দেখলে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কাব্য সম্পর্কে ডক্টর কীথ বলেছিলেন—

'Bhatti whose epic is at once a poem and an illustration of the rules of Grammar and Rhetorics

সুতরাং তাঁর মতে ভট্টির এই রচনা ব্যাকরণের 'উদাহরণ ভান্ডার' হয়েও 'মহাকাব্য'।

কীথের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি এইভাবে তুলে ধরা যেতে পারে – ভারতীয় বিচারে ভট্টিকে বিনা দ্বিধায় মহাকবির মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে ; তবে একটু ভেবে দেখলে এই মত নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া হয় তো কঠিন হতে পারে। আসল কথা এই যে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু গতানুগতিক রামায়ণ কথা—তা ছাড়া তার পথে ছড়ানো ব্যাকরণ সূত্রের অজস্র কন্টক—কবির মূল উদ্দেশ্যও তাঁর কাব্যরীতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে। তা সত্ত্বেও এই কাব্যে কবি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কবির লক্ষ্য যে তাঁর রচনারীতিকে প্রভাবিত করেছে তার একটি সুন্দর উদাহরণ ডক্টর কীথ উল্লেখ করেছেন। কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে কুম্ভকর্ণকে লক্ষ্য করে রাবণ বলেছেন—

'নাজ্ঞাসী ত্বম্ সুখী রামো যদ অকার্ষীৎ রাক্ষসান্।
উদতারীদ্ উদন্বন্তম্ পুরং নঃ পরিতোহরুধৎ ॥
ব্যজ্যোতিষ্ঠ রণে শস্ত্রৈঃ অনৈষীদ্ রাক্ষসান্ ক্ষয়ম্।
ন প্রাবোচম্ অহং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং যাবদ্ অজীবিষম্ ॥
বন্ধুস্তবম্ অর্চিতঃ স্নেহান্ মা দ্বিষো ন বধীর্মম ॥
বীর্যম্ মা ন দদর্শস্ত্বম্ মা ন ত্রাস্থাঃ ক্ষতাং পুরম্।
তবাদ্রাক্ষ্মঃ বয়ং বীর্যং ত্বমজৈষীঃ পুরা সুরান্ ॥

রামচন্দ্র রাক্ষসদের কি করেছে, তোমার সুখের জীবনে তা কি তুমি জানো না? সে সমুদ্র অতিক্রম করে এসে লংকাপুরী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করেছে। সে বীরের মতো যুদ্ধ ক'রে বহু রাক্ষস সৈন্য নিহত করেছে! সারা জীবনে আমি কারও সম্পর্কেই কখনো স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করি নি—স্নেহবশতই তোমাকে আমি সম্মানিত করেছি। আমার শত্রুদের বধ করতে উদ্যত হও, ভুলো না তোমাকে তোমার শক্তি প্রদর্শন করতে হবে, প্রতিহত লংকাপুরীকে রক্ষা করতে হবে। তোমার শক্তি আমরা দেখেছি, তুমি পূর্বে দেবতাদের পরাজিত করেছিলে।'

এখানে আছে বিপন্ন অবস্থায় কুম্ভকর্ণকে শক্তি প্রয়োগ করার জন্য রাবণের অনুরোধ কিন্তু কবিকে সতর্ক থাকতে হয়েছে 'লুঙ্'-এর প্রয়োগটাও দেখিয়ে যেতে হবে। রাবণের ক্ষুদ্র ভাষণের মধ্যেই প্রতি ছত্রে প্রায় দুটো করে লুঙ্ উপস্থিত। কবিকে কাহিনী বলতে হবে, কবিত্ব প্রকাশ করতে হবে—লুট্, লিট, লুঙ্ প্রভৃতিদেরও ভুললে চলবে না। বিপদ এখানেই।

আর একটি কথাও কবিকে মনে রাখতে হয়েছে—কাহিনী বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কিছু ভাবগভীর বাণীর আকর্ষণ রেখে যাওয়া। সে তো প্রত্যেক কবিরই স্বভাবধর্ম ভট্টিকাব্য থেকে এ জাতীয় কিছু সুভাষিত এখানে উদ্ধৃত হল।

সূক্তি রত্নাবলী

১. উপায়বিদ্ভিঃ সিধ্যন্তি কার্যানি সুমন্ত্রিতাণি। ১২ ১৪
নীতিজ্ঞ বান্ধবের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে কাজ করলে তা সফল হয়ে থাকে।

২. প্রজ্ঞা তু মন্ত্রেঽধিকৃতা, ন শৌর্যম্।
মন্ত্রণা ব্যাপারে বুদ্ধিই প্রয়োজনীয়—শক্তি নয়।

৩ বিত্তস্য পূর্ণেন বৃথা বিনাশঃ
পূর্ণস্য ভঙ্গে বহু হীয়তে তু। ১২ ৪৩

যে নিঃস্ব তার বিনাশ ঘটলে ক্ষতি নেই, কিন্তু যে সমৃদ্ধ তার বিনাশ হলে বহু ক্ষতির আশংকা।

৪. মূর্খাতুরঃ পথ্যকটূননশ্নন্
যৎ সাময়োঽস্ৌ ভিষজাং ন দোষঃ। ১২ ৮২

মূর্খ রোগী কটু ঔষধ পান না ক'রে যে চিরদিন রোগ ভোগ করে তা চিকিৎসকের দোষ নয়।

৫. ব্যথয়তি সৎপথাদতিগতাথবেহ সম্পন্নকম্ ? ১০ ৩৬

এ জগতে অত্যধিক সম্পদ্ কাকে না সৎপথ থেকে বিচলিত করে?

৬. পর্যাপ্তা প্রেমিনু কুতো বিরুদ্ধা। ১১.১১

প্রেমাস্পদ বস্তু অতিমাত্রায় ভোগ করলেও তাতে যথেষ্ট তৃপ্তি হয় না।

৭ ভবতি মহান্ হি পরার্থ এব সর্বঃ। ১০.৬৬

মহান্ ব্যক্তিমাত্রেই পরার্থনিষ্ঠ হয়ে থাকেন।

৮ সন্দেহমারোহতি যঃ কৃতার্থো
নূনং রতিং তস্য করোতি ন শ্রীঃ। ১২ ৪৪

পূর্ণকাম হয়েও যিনি সন্দেহজনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, লক্ষ্মী তার অনুরাগিনী হন না।

৯ হনিষ্যামি রিপুন্তূর্ণং ন জীবিষ্যামি দুঃখিতঃ। ১৮.১৩

আমি অচিরেই শত্রুবধ করব. ব্যথিতচিত্তে জীবন ধারণ করব না।

১০ দীপতুস্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্। ২২.৩৩

যাদের ব্যাকরণের দৃষ্টি আছে, এই রচনা তাদের কাছে দীপতুল্য।

১১. ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্। ২২.৩৪

এই কাব্য উপযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝা কঠিন; বিদ্বান ব্যক্তিদেরই এটি আনন্দজনক।

১২. কো বা হেতুরনার্যানাং ধর্মোর্ত্মানি বর্ত্তিতুম্। ১০.৩৭

অনার্যদের ধর্মসঙ্গত পথে প্রবৃত্ত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

কাহিনী

কাব্য রচনায় ভট্টি মোটামুটিভাবে রামায়ণের মূল কাহিনীকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে সর্গানুযায়ী কাহিনীবিন্যাস প্রদত্ত হল:

প্রথম সর্গ

অযোধ্যায় দশরথ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন; তাঁর কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন মহিষী। রাজার কোনো সন্তান ছিল না; তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন—ফলে, কৌশল্যার ছেলে হল রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত আর সুমিত্রার দুই পুত্র শত্রুঘ্ন আর লক্ষ্মণ।

রাজপুত্রগণ ক্রমে বড় হলেন, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। একদিন

বিশ্বামিত্র মুনি এলেন রাজসভায়। তিনি জানালেন রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। রাক্ষসবধের জন্য শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে তাঁর চাই।

অনিচ্ছা থাকলেও রাজাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হল। দুই রাজপুত্রকে নিয়ে বিশ্বামিত্র অশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ

তখন চারদিকে শরতের শোভা। জলে, তীরে, তীরস্থ বনে, পর্বতে, আকাশে সর্বত্র নিসর্গের চারু সৌন্দর্য। রামচন্দ্র এই অনুপম শোভা দেখতে দেখতে অগ্রসর হলেন '

আশ্রমে যজ্ঞনিরত তপস্বিগণ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। এদিকে রামচন্দ্রকে তপোবনে যেতে দেখে তাড়কা রাক্ষসী ছুটে এল— রামচন্দ্র তীক্ষ্ন অস্ত্রে তাকে বধ করলেন। রামচন্দ্র তপস্বিগণকে বললেন—আপনারা নির্ভয়ে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করুন।

যজ্ঞ আরম্ভ হল। যজ্ঞীয় হবির লোভের ছুটে এল নিশাচরের দল। তারা নিহত হল লক্ষ্মণের বাণে। রামচন্দ্র দেখতে পেলেন মায়াবী রাক্ষস মারীচকে। তিনি বললেন— এই সব সদাচারী, পরহিতব্রতী ঋষিদের প্রতি তোমার দয়া হয় না কেন? মারীচ বলল— ব্রাহ্মণ আমাদের ভোজ্য, তাই দেখলেই বধ করি। বেদের আচরণ আমি জানি না।

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন— আমি ক্ষাত্রিয়, ব্রহ্মদ্বেষী রাক্ষসদের বধ করাই আমার ধর্ম। এই বলে রাম তীর নিক্ষেপ ক'রে মারীচকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করলেন।

মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসদের বধে যজ্ঞের বাধা দূর হল— নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল মুনিদের যজ্ঞকর্ম। বিশ্বামিত্র তৃপ্ত হয়ে রামচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে। সেখানে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করলেন। রাজর্ষি জনক রামের সঙ্গে নিজ কন্যা সীতার বিবাহ প্রস্তাব ববে দূত পাঠালেন অযোধ্যায়। সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ দশরথ অশ্বারোহণে এলেন মিথিলায়।

রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার পরিণয় সমাপ্ত হল। সকলকে নিয়ে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন দশরথ। পথে ধনুর্বাণ হাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন পরশুরাম— রামকে বললেন, 'আমার এই ধনুতে বান আরোপ কর'।

রামচন্দ্র ধনুতে গুণ আরোপ ক'রে বাণ যোজনা করলেন—এবং সেই বাণে পরশুরামের পুণ্যার্জিত লোকের পথ রুদ্ধ ক'রে দিলেন। পরশুরামের দর্প চূর্ণ হল।

দশরথের বাহিনী ফিরে এল অযোধ্যায়।

তৃতীয় সর্গ

বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে রাক্ষসদের বধ করেছেন রামচন্দ্র, ক্ষাত্রিয়-শত্রু পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেছেন তিনি— সুতরাং তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন; তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

দশরথ ঘোষণা করলেন তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। রাজ্যে সাড়া পড়ে গেল, বিপুল উদ্যমে অভিষেকের আয়োজন চলতে লাগল। কিন্তু রাজ্যের মোহে কৈকেয়ী এই অভিষেকের আয়োজন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করলেন রামকে বনে নির্বাসিত করতে হবে। ভরত তখন মাতামহের গৃহে ছিলেন—তাকেও তিনি কিছু জানালেন না। তিনি আর একটি বরও প্রার্থনা করলেন—রামের পরিবর্তে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে। কৈকেয়ীকে দুটি বর দেবেন বলে পূর্ব থেকেই দশরথ তার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

ঘোর অন্ধকার নেমে এল রাজ্যে। নিরুপায় বৃদ্ধ দশরথ—রামের বনবাস অনুমোদন করলেন। পিতার আদেশ মাথায় তুলে নিলেন রাম। লক্ষ্মণ রামের অনুগামী হলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যাত্রা করলেন।

অসহ পুত্রবিরহে দশরথের মৃত্যু হল।

ভরতকে আনতে গেল দূতের দল। অযোধ্যায় ফিরে এলেন ভরত। অযোধ্যা শ্রীহীন—অন্ধকার! রাম-সীতা নেই, লক্ষ্মণ নেই—রাজা দশরথও লোকান্তরিত। মাতার কুকীর্তির কথা শুনে ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শোকাহত চিত্তে তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

ভরত রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য পুরবাসীদের সঙ্গে অরণ্যে রওনা হলেন। তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গেলেন। মুনি তাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করলেন। সেখান থেকে ওরা গেলেন চিত্রকূট পর্বতে : এইখানেই ভরতের সঙ্গে বনবাসী রামচন্দ্রের মিলন হল। রামচন্দ্র ভরতের মুখে শুনলেন পিতার মৃত্যুর সংবাদ—কিন্তু তিনি অযোধ্যায় ফিরে যেতে সম্মত হলেন না। তিনি ভরতকে বললেন—'আমার বনবাসের জন্য শোক কোরো না, পিতৃদত্ত রাজ্যভার বহন কর'।

চতুর্থ সর্গ

ভরত ফিরে গেলেন অযোধ্যায়—রামচন্দ্র চিত্রকূট ছেড়ে অত্রিমুনির তপোবনে গেলেন, সেখান থেকে দণ্ডকারণ্যে।

দণ্ডকারণ্যে বিরাধ নামে এক ক্ষুধার্ত রাক্ষস দুই বাহুতে তুলে নিয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করল তাঁরা তার বাহু দুটি ভেঙ্গে দিলেন, রাক্ষসের মৃত্যু হল।

ওরা এলেন শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে—অদূরে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম। এই আশ্রমের কাছে পর্ণশালা নির্মাণ ক'রে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

একদিন রামচন্দ্র পর্ণকুটিরে বসে আছেন এমন সময় এক কামুকী রাক্ষসী সেখানে এল। লক্ষ্মণের কাছে আসতেই তিনি বললেন--শ্রীরামের কাছে যাও তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি গুণবান্। শূর্পণখা এলো রামের কাছে। রাম বললেন—আমার সুন্দরী স্ত্রী আছে, লক্ষ্মণের স্ত্রী নেই, সে-ই তোমার পতি হবার যোগ্য। ক্ষুণ্ণ হয়ে সে আবার লক্ষ্মণের কাছেই ফিরে এলো। তখন অসির আঘাতে লক্ষ্মণ তার নাসিকা ছেদন করে দিলেন।

নাসিকাহীনা শূর্পণখা লক্ষ্মণকে শাসাতে লাগলো ; তারপর দণ্ডকারণ্যবাসী খর ও দূষণের কাছে গিয়ে বিলাপ করতে লাগল। তারা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—

'তোমাকে রক্ষা করার জন্যই আমরা দণ্ডকারণ্যে আছি ; তুমি স্বস্থানে যাও আমরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা করছি।'

তারপর বিরাট এক রাক্ষসবাহিনী নিয়ে খর ও দূষণ রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করল। ভীষণ যুদ্ধ বাধল।

খর ও দূষণের অন্য এক ভাই—তার নাম ত্রিশিরা ; তিনটি মাথা ছিল বলেই এই নাম। সে এই যুদ্ধে রামচন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসতেই তীক্ষ্ণ বাণে তিনি ত্রিশিরার তিনটি মাথাই ছিন্ন করলেন।

পঞ্চম সর্গ

খর ও দূষণ যুদ্ধ ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু অচিরে তাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হল। ছিন্ননাসিকা মৃতবান্ধবা শূর্পণখা তখন সমুদ্রের পারে লংকাপুরীতে রাবণের কাছে এসে সব সংবাদ জনাল। এটুকুও জানাতে ভুলল না যে রামের প্রিয় পত্নী সুন্দরী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—শূর্পণখার এই নিগ্রহের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তিনি চলে এলেন সমুদ্রতীরবাসী মারীচের কাছে।

রাবণের মুখে শূর্পণখার বৃত্তান্ত শুনে মারীচ বলল—রামের পরাক্রম তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। তার সঙ্গে কলহ করতে যেয়ো না : বিরোধে কোনো লাভ হবে না। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোমাকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে, না করলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। প্রাণের ভয়ে মারীচ রাজী হয়ে গেল। তারপর স্বর্ণময় মৃগের রূপ ধারণ করে বনবাসিনী সীতার আশ্রমের কাছে এসে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সীতা প্রলুব্ধ হলেন—রামকে বললেন - তার সোনার হরিণ চাই! সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য লক্ষ্মণকে রেখে রাম চলে গেলেন হরিণের পিছনে।

সন্ধান মিলল। রামচন্দ্র তীরবিদ্ধ করলেন। মায়াবী হরিণ 'রাম রাম! হায় লক্ষ্মণ' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

কুটীরে সীতা—আর প্রহরী লক্ষ্মণ। আর্তনাদ এলো কানে। সীতার নির্দেশে লক্ষ্মণ ছুটে গেলেন রামচন্দ্রের সন্ধানে। কুটীরে আবির্ভূত হলেন রাবণ। সীতাকে অপহরণ করে তিনি যাত্রা করলেন লংকায়। পথে বাধা দিলেন পক্ষিরাজ জটায়ু—কিন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন।

ষষ্ঠ সর্গ

লংকায় ফিরে আপন পাপের গুরুত্ব সম্পর্কে যেন অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন রাবণ। রামচন্দ্রের ভয়ে তিনি অভিভূত হলেন। তিনি সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে সাহস করলেন না।

এদিকে মারীচবধের পর দূরে থেকে লক্ষ্মণকে দেখেই রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন একটা কোনো অমঙ্গল ঘটেছে। কুটীরে ফিরে এসে দেখলেন সীতা নেই। বিলাপ করতে করতে তিনি বহু স্থানে ঘুরেও সীতার কোনো সন্ধান পেলেন না।

সীতার অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা দেখতে পেলেন এক বিশাল পক্ষী মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। তার মুখেই রাম শুনলেন রাবণের কথা। রাম জানতে পারলেন—ইনি তার পিতৃবন্ধু জটায়ু।—বোধহয় সীতার সংবাদটুকু দেবার জন্যেই জটায়ু বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাম তাঁর সৎকার করলেন।

রামলক্ষ্মণ অস্থির হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। পথে কবন্ধ নামক এক বিরাট রাক্ষস তাদের গ্রাস করতে এগিয়ে এলো। তাদের অস্ত্রে রাক্ষসের দুই বাহু ছিন্ন হলো। মৃত্যুর আগে কবন্ধ বলল—দেবশত্রু রাবণ সীতাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে গেছে। ঋষ্যমূক পর্বতে বিক্রমশালী সুগ্রীব আছেন—সীতা উদ্ধারের জন্য আপনি তাঁকে মিত্ররূপে বরণ করুন।

এর পর বহু নদী অতিক্রম করে রামলক্ষ্মণ এলেন সিদ্ধ শবরীর আশ্রমে। শবরী বললেন—সুগ্রীব আপনার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবেন। সীতার সঙ্গে আপনার শীঘ্রই সাক্ষাৎ ঘটবে।

অনেক ঘুরে ঋষ্যমূক পর্বতে এলেন রামলক্ষ্মণ। এই পর্বতে সুগ্রীবের বাস।

সুগ্রীবের দূতরূপে এলেন হনুমান। তার প্রশ্ন উন্নত গিরিতরু ও হিংস্র-জন্তুতে পূর্ণ এই পর্বতে আপনারা এলেন কি করে? এতো মানুষের অগম্য। কেনই বা এখানে এলেন?

রামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—এক দুর্দান্ত রাক্ষস আমার স্ত্রীকে অরণ্য থেকে হরণ করেছে। আমরা তারই সন্ধানে এসেছি।

হনুমান বললেন—বানররাজ বালী মহাপরাক্রমশালী, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন। বর্তমানে সুগ্রীব এই ঋষ্যমূক পর্বতের অধিবাসী—তাঁর সাহায্যেই আপনি দশাননকে বধ করতে পারবেন।

এরপর রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হলো। তাঁরা দু'জনেই পরস্পরের মঙ্গল করে যাবেন এই হলো তাঁদের মিত্রতার শপথ।

নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে সুগ্রীব বালীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রামের বাণে বালিবধ হলো, নিষ্কণ্টক হলেন সুগ্রীব। মৃত্যুকালে অনুতপ্ত বালী নিজপুত্র অঙ্গদকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।

সপ্তম সর্গ

বর্ষার প্রারম্ভে রামলক্ষ্মণ এলেন মাল্যবান পর্বতে। গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর সীতাবিরহিত দিনগুলি কাটতে লাগল। শরৎ এলো। সুগ্রীবের বানর সেনাদল দিকে দিগন্তরে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হলো। বালীপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে হনুমান এবং নীলের সঙ্গে জাম্বুবানও প্রেরিত হলো—তারা রাক্ষসগণের গৃহে গৃহে সীতার সন্ধান করবে। এক মাস অতিক্রান্ত হবার আগেই সীতার সন্ধান চাই।

রামচন্দ্র হনুমানের হাতে আংটি দিলেন—এই অভিজ্ঞান দেখে সীতা বুঝতে পারবেন যে এরা তারই প্রেরিত দূত।

কঠোর উদ্যমে সর্বত্র সন্ধান চলেছে এমন সময়ে বানরদলের সঙ্গে একদিন জটায়ুর সহোদর সম্পাতির দেখা। সম্পাতি বলল—তোমরা দক্ষিণ দিক বেষ্টন কর,

সেখানে স্বর্ণময়ী এক পুরী দেখতে পাবে। সেইখানেই সীতার সন্ধান মিলবে। ভীত হয়ো না, বিমর্ষ হবারও কোন কারণ নেই।

বানর সেনার সামনে এবার অন্তহীন সমুদ্র। উপরে আকাশস্পর্শী তরঙ্গরাশি—নিচে হিংস্র প্রাণীর অবাধ বিচরণ।

সমুদ্রের ওপারে কে যাবে? কেমন করে যাবে? অনেক আলোচনার পর কপিশ্রেষ্ঠগণ হনুমানের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

অষ্টম সর্গ

সাগরলংঘন করলেন হনুমান।

পথে মৈনাক পর্বত মাথা উচু ক'রে দাঁড়ালেন। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন হনুমানকে—খানিকক্ষণ এখানে বিশ্রাম ক'রে যাও। হনুমান উত্তরে জানালেন—নারীর লাঞ্ছনাকারী দশাননকে দেখতে চাই, তার শক্তিনাশ করতে চাই, বিশ্রামের সময় কোথায়? এই ব'লে আবার আকাশপথে যাত্রা—তারপর সমুদ্রতীর। সেখানে ভীষণ রাক্ষসেরা বিচরণ করছে।

সূক্ষ্মদেহে আত্মগোপন ক'রে হনুমান সারাদিন কাটিয়ে দিলেন—ভাবলেন, রাত্রিতে সব সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে।

রাত্রিকালে খুব সতর্ক হয়ে হনুমান লংকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। নগরীর ঐশ্বর্যে তিনি মুগ্ধ হলেন—লংকাপুরী যেন ইন্দ্রপুরী। কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে তিনি এগিয়ে চললেন। তারপর দশাননের প্রাসাদ। দশানন নিদ্রিত, কিন্তু সীতা নেই! হনুমান ফিরে এলেন।

অদূরে পুষ্পশোভিত অশোকবন।

হনুমান সেই বনে প্রবেশ করলেন—সেই বনে সারারাত্রি ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর দেখতে পেলেন সীতাকে—রুক্ষকেশা ও মলিনা, কিন্তু তেজস্বিনী। কিছুক্ষণ পরে রাক্ষসপতি রাবণও সেইখানে এলেন। তিনি প্রথম সীতাকে অনুনয় করলেন, পরে ব্যর্থ হয়ে তর্জন করে উঠলেন, একমাসের মধ্যে তাঁর কথায় সম্মত না হলে তাঁকে মরতে হবে। ক্রুদ্ধ রাবণ যাবার আগে রাক্ষসীদের আদেশ দিয়ে গেলেন সীতাকে ভয় দেখাতে। রাক্ষসীরা সীতার সামনে এসে নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল। শেষে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী তাদের তিরস্কার করায় তারা নিবৃত্ত হলো।

ওরা চলে যেতেই হনুমান কাছে এসে দাঁড়ালেন—বললেন, আমি রামের ভৃত্য। রামচন্দ্র এখন মাল্যবান পর্বতে আছেন—বানরাধিপতি সুগ্রীব তাঁর সখা, আমি তাঁদের দূত হয়ে এসেছি। এই বলে হনুমান সীতাকে রামচন্দ্রের দেওয়া আঙটি দিলেন, আর সান্ত্বনা দিলেন, ভাবনার কারণ নেই—তাঁর উদ্ধারের সমস্ত আয়োজনই করা হয়েছে।

সীতা অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমানের হাতে দিলেন নিজের চূড়ামণি; তারপর নানাভাবে রামের কুশল প্রশ্ন করে হনুমানকে বিদায় দিলেন।

যাবার আগে হনুমান অশোকবন বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলেন। রাম যা আদেশ করেছেন তারও বেশী কিছু করে যেতে হবে তো! নইলে তাকে 'উত্তম দূত' বলা হবে কেন?

নবম সর্গ

বৃক্ষের শাখাভঙ্গের শব্দ শুনে রাক্ষসেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—তারা রাবণের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করল। ক্রুদ্ধ রাবণের আদেশে আশি সহস্র রাক্ষসসেনা অস্ত্র নিয়ে অশোকবনে উপস্থিত হলো। কিন্তু হনুমানের প্রচণ্ড প্রতাপের কাছে তারা দাঁড়াতে পারল না।

এবার এল রাবণের অন্তরঙ্গ মন্ত্রিদল। আবার যুদ্ধ! মুমূর্ষু রাক্ষসের আর্ত চীৎকারে আকাশ ও দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সকল রাক্ষসকেই প্রাণ দিতে হলো হনুমানের হাতে। রাবণের পুত্র অক্ষ এলো—হনুমানের প্রহারে প্রহারে সে-ও ধরাশায়ী হলো। তারপর অশোকবন ভঙ্গকারী হনুমানকে শাসন করতে এলেন ইন্দ্রজিৎ।

দুজনেই বীর। তুমুল যুদ্ধ বাধল দুজনের মধ্যে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবসানে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধা পড়লেন হনুমান।

রাক্ষসেরা হৃষ্টচিত্তে হনুমানকে নিয়ে ক্রুদ্ধ রাক্ষসপতির নিকটে উপস্থিত হলো। রাবণ তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। রাজভ্রাতা বিভীষণ বললেন—মহারাজ ক্ষান্ত হোন! অপরাধ করলেও দূত অবধ্য।

রাবণ বিভীষণের পরামর্শ শুনলেন না, তিনি হনুমানকে বধ করবেন—এই তাঁর সংকল্প। তখন হনুমান বললেন—একটা সামান্য বানর দূত হয়ে এসেছে, তার উপর সে ব্রহ্মাস্ত্রে আবদ্ধ, তার প্রতি আপনার এই ক্রোধ কেন? তপস্বী রামের প্রতিই বা আপনি এত বিরূপ কেন? আপনার সমৃদ্ধির জন্যই রাম ও সুগ্রীবের সঙ্গে আপনি মিলিত হোন—মৈথিলীকে মুক্তি দিন। রামের যে শক্তি তা তো বিরাধ, তাড়কা, কবন্ধ, খর, দূষণ ও মারীচই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে।

রাবণ শান্ত হলেন না। তিনি বললেন—নর, বানর ও রাক্ষস স্বভাব, কর্ম ও ধর্মে পৃথক, এদের মধ্যে মৈত্রী হতে পারে না।

হনুমান ধীরকণ্ঠে বললেন—নর-বানরের সঙ্গে সখ্য আপনি চান না, কিন্তু নর-বানরের সঙ্গে শত্রুতাই কি আপনি চান? আপনি বিগ্রহের পথ ত্যাগ করুন—সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দিন।

রাবণ হনুমানকে অগ্নিদগ্ধ করবার আদেশ দিলেন।

দশম সর্গ

বল্কল, বস্ত্র ও কুশ প্রভৃতি দ্বারা হনুমান বেষ্টিত হলেন—তাঁর পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করা হলো। সেই অবস্থাতেই হনুমান সহসা লাফিয়ে শূন্যপথে উঠলেন, তারপর গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগের পালা শুরু হলো—কাঞ্চনময় গৃহগুলি গলে পড়তে লাগল। রাক্ষসেরা বিহ্বল হয়ে নানাদিকে ছুটে পালাতে লাগল—বীরের দল বিনা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করতে লাগল। রাবণের স্বর্ণপুরী গলে যাচ্ছে—গলিত স্বর্ণধারা এসে পড়ছে ভূতলে।

অশোক কাননে তরুতলে শায়িতা সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে হনুমান যাত্রা করলেন মাল্যবান পর্বতে রামের কাছে। তারপর সেখানে গিয়ে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে তাঁর হাতে সীতার অভিজ্ঞান দিলেন।

সমাদরে রাম তুলে নিলেন সীতার চূড়ামণি। অনেকটা যেন শ্রীহীন এবং ধূলিস্পর্শে মলিন। হনুমান সব কথাই খুলে বললেন—রাবণের ঐশ্বর্য, দর্প ও শক্তি, রাক্ষসের পরাক্রম, বন্দিনী সীতার বিবরণ—কোন কথাই গোপন করলেন না।

এর পর সীতা-উদ্ধারের আয়োজন শুরু হলো। নীল, অঙ্গদ, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতিদের পরিচালনায় এক বিরাট বানরসেনা উপস্থিত হলো মহেন্দ্রাচলে, তখন রাত্রি; তাদের সামনে তরঙ্গমুখরিত অনন্ত সাগর, ওপারে লঙ্কা—সেখানে অশোক কাননে বন্দিনী সীতা!

একাদশ সর্গ ও দ্বাদশ সর্গ

লঙ্কায় শ্রীমণ্ডিত সুন্দর প্রভাত। প্রভাতে পুরবাসিগণ রাজভবনের দিকে চলেছে।

রাবণ রাজসভায় এলেন। ওদিকে বিভীষণও জেগে উঠেছেন। তিনি যোগ্যমতো প্রসাধন করলেন। মাতা নৈকষী এসে তাকে বললেন—সীতাকে যাতে রাবণ ত্যাগ করে তার ব্যবস্থা কর। সম্প্রতি জনস্থানবাসী রাক্ষসগণ নিহত, বীরগণ পরাজিত, অশোকবন বিধ্বস্ত ও গৃহগুলি দগ্ধ—এখন লঙ্কার যাতে মঙ্গল হয় তাই তুমি কর।

বিভীষণ রাবণমন্দিরে এলেন। সেখানে মন্ত্রণাসভায় রাবণ বলছিলেন—লঙ্কার বিপর্যয় যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে। এখন শত্রুসৈন্য সাগর পার হতে উদ্যত—আমাদের কি করণীয় তাই বলুন! প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসেরা বলল—সামান্য একটা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? কিন্তু বিভীষণ অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি করাই বাঞ্ছনীয়। রাবণের মাতামহ মাল্যবান বিভীষণকেই সমর্থন করলেন।

কিন্তু রাবণ কোন হিতবাক্যই গ্রহণ করলেন না। তিনি ক্রোধে বিভীষণকে পাদপ্রহার করলেন।

বিভীষণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ ক'রে চলে এলেন রামচন্দ্রের আশ্রয়ে।

রামচন্দ্র হনুমানের মুখে বিভীষণের পরিচয় পেয়ে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

রাবণসৈন্যের বিনাশের জন্য প্রস্তুত হলো অগণিত বানরসেনা।

ধীরে ধীরে পর্বত বিন্যস্ত করে সেতুবন্ধের কাজ চলতে লাগল। রামের আদেশে বানরসৈন্যের উত্তরণের জন্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করলেন নল। রামচন্দ্র প্রসন্ন হলেন, সুগ্রীব হৃষ্ট হলেন, শত্রুদল ত্রস্ত হলো।

যুদ্ধোদ্যত দুই দল সম্মুখীন হতেই গুরুগম্ভীর ভেরী পটহ, ঘণ্টা, বেণু, গুঞ্জা প্রভৃতি ভীষণ রবে বেজে উঠল। তীরভূমি, উচ্চতরু, গিরিকন্দর ও গিরিভিত্তিতে লীন কপিসৈন্যগণ প্রজ্বলিত অগ্নির মতো দীপ্যমান হয়ে উঠল।

চতুর্দশ সর্গ

রাম রাবণের সেই ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাবণের আদেশে প্রহস্ত পূর্বদ্বারের প্রহরী; মহাপার্শ্ব ও মহোদর রাক্ষস ভার নিল দক্ষিণদ্বারের।

ইন্দ্রজিৎ গেলেন পশ্চিমদ্বারে, রাবণ স্বয়ং রইলেন উত্তরদ্বারে। পুরমধ্যে রইল বিরূপাক্ষ।

রক্তের নদী প্রবাহিত হলো, রক্তকর্দমে গজগণ মগ্ন হলো, দুই পক্ষের সৈন্যই আহত হলো, বহু সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। বানর সম্পাতির নিক্ষিপ্ত বৃক্ষের আঘাতে মৃত্যু হলো প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষসের। প্রতপন নামক রাক্ষসের চক্ষু উৎপাটিত করলেন নল—জম্বুমালী রাক্ষসকে প্রস্তরের আঘাতে নিহত করলেন হনুমান। বিভীষণ গদাঘাতে মিত্রঘ্ন নামক রাক্ষসের অঙ্গ চূর্ণ করলেন, সুগ্রীব প্রঘসের প্রাণনাশ করলেন, রাম বহু রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করলেন। বিরূপাক্ষের মৃত্যু ঘটল লক্ষ্মণের শরে। অঙ্গদের মুষ্ট্যাঘাতে ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও রথ—দুই-ই চূর্ণ হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ নাগপাশ নিক্ষেপ ক'রে নিজে অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন—তাঁর শরসমূহ সর্পে পরিণত হলো; রাম-লক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন—বানরসেনাপতিগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন।

রাবণের আদেশে রামের মূর্ছিত দেহ দেখানো হল সীতাকে—সীতা রথের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন; পরে মূর্ছাভঙ্গে হাহাকার করতে লাগলেন। রাবণের ভগিনী ত্রিজটা সীতাকে আশ্বস্ত ক'রে অন্যত্র নিয়ে গেল।

ক্রমে রাম-লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ করলেন। আবার যুদ্ধ বাধল। পর পর রাক্ষস সেনাপতিদের মৃত্যু হতে লাগল—একে একে ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত—সবাই নিহত হলেন। রাবণের বিজয়লাভের আশা আর রইল না।

পঞ্চদশ সর্গ

অগত্যা কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। ঘুম থেকে উঠে রাবণের মুখ থেকে যুদ্ধের বিবরণ শুনলেন—তারপর মহাদর্পে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন।

বিভীষণ রামের কাছে কুম্ভকর্ণের অমিত পরাক্রমের কথা বলেছিলেন। কুম্ভকর্ণের প্রচণ্ড আঘাতে সুগ্রীব মূর্ছিত হলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে সুগ্রীব তার কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন ক'রে দিলেন। এর পর বানরসৈন্যের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। বানরসৈন্য লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখে লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের মুকুট ও কবচ ছিন্ন করে শরের আঘাতে দেহও ক্ষতবিক্ষত করলেন। তিনি বায়ব্য অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের অস্ত্রযুক্ত হাত ছিন্ন করলেন। পরে ঐন্দ্রশরে তার হৃদয় বিদ্ধ করলেন। কুম্ভকর্ণের যখন পতন হল, অসংখ্য সৈন্য তার দেহের চাপে পড়ে মৃত্যুবরণ করল।

ভ্রাতৃবধের সংবাদ পেয়ে রাবণ শোকগ্রস্ত হলেন কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। রাবণের চারপুত্র যুদ্ধে প্রেরিত হলো—অতিকায়ের মৃত্যু হলো লক্ষ্মণের ব্রহ্মাস্ত্রে; নরান্তককে নিহত করলেন অঙ্গদ, দেবান্তকের মৃত্যু হলো হনুমানের হাতে। কুম্ভ ও নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের দুই পুত্রকে বধ করলেন সুগ্রীব। সুগ্রীবের মনে জয়ের আশা দেখা দিল।

ষোড়শ সর্গ

ওদিকে লঙ্কাপুরীতে নেমে এলো শোকের করুণ দৃশ্য! যুদ্ধে হত পুত্র, ভৃত্য, বান্ধব প্রভৃতির জন্য রাবণের শোকের অন্ত নেই। তিনি বড় বড় বীরের কথা

স্মরণ করে বিলাপ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ বিলাপের পর এলো ক্রোধ! শপথ করলেন—যারা লঙ্কা অবরোধ করেছে সেই নর-বানরের ধ্বংস না ক'রে তিনি লংকায় ফিরবেন না। তখন কাছে এসে দাঁড়ালেন ইন্দ্রজিৎ—তিনিও নানা বাক্যে পিতাকে উৎসাহিত করলেন।

সপ্তদশ সর্গ

শেষ আশা ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি অতি দ্রুত শর-নিক্ষেপ করতে লাগলেন—তাতে হতাহত হলো অসংখ্য বানরসৈন্য। নিরুপায় হয়ে লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের কথা ভাবলেন কিন্তু রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ নিষেধ করলেন—কেননা তাতে অনেক নিরপরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ঘটবে। তখন আকাশে সীতাবধের এক মায়াদৃশ্য উদ্ঘাটিত করলেন ইন্দ্রজিৎ—সীতাকে তরবারির আঘাতে বধ করা হচ্ছে। রাম-লক্ষ্মণ শোকাকুল হয়ে পড়লেন। বিভীষণ প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন—এইভাবে সকলকে মোহগ্রস্ত রেখে ইন্দ্রজিৎ গেলেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। যজ্ঞ সমাপ্ত করলে তিনি ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রের অধিকারী হবেন, কিন্তু যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য এইরূপই ব্রহ্মার নির্দেশ।

রামচন্দ্রের আদেশে যজ্ঞে বাধা সৃষ্টির জন্য বানরসেনা যজ্ঞগৃহের দিকে যাত্রা করল। দ্বাররক্ষী সৈন্যদের পরাজিত করে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দ্রুত প্রবেশ করলেন যজ্ঞগৃহে। ইন্দ্রজিৎ তখন একাগ্রচিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। লক্ষ্মণ গর্জন করে তাঁকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে সঙ্গে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তিনি বিভীষণকে এই নিন্দিত কাজের জন্য ভর্ৎসনা করলেন।

কিন্তু বাগ্‌যুদ্ধের পর অস্ত্রযুদ্ধ! ইন্দ্রজিৎ বীরের মতোই যুদ্ধ করলেন—তাঁকে অনায়াসে বধ করলেন লক্ষ্মণ।

শোকার্ত রাবণ এবার শেষ যুদ্ধের আয়োজন করলেন। অমিত পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন রামচন্দ্র—অতি ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ ক'রে রাবণ এলেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু এ তো অসম-যুদ্ধ—রাবণ রথে আর রাম ভূমিতে দাঁড়িয়ে। তখন ইন্দ্র মাতলিসহ নিজের রথ পাঠালেন রামের কাছে। সেই রথে আরোহণ করলেন রাম। রাবণবধের জন্য প্রজাপতি যে অস্ত্র কল্পনা করেছিলেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মাতলি। সেই অমোঘ অস্ত্রে রাবণের পতন হলো।

অষ্টাদশ সর্গ

রাবণের মৃত্যুতে বিভীষণ আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন; নীতিজ্ঞান-হীনতার জন্যই তাঁর এই দশা—এই বলে বার বার আক্ষেপ করতে লাগলেন। সব কথা জানতে পেরে পুরললনাগণও [illegible] অংশগ্রহণ করলেন—লংকার পুরবাসীরাও এলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করলেন; বর্তমানে তার কি করণীয় সে সম্পর্কেও উপদেশ দিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ

রাবণের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হলো। বিভীষণ অগ্রজের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

রামচন্দ্র স্বর্ণকুম্ভের জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলেন। লংকার শাসনকার্যে রাজপদে তিনি অভিষিক্ত হলেন।

বিংশ সর্গ

জনকনন্দিনী সীতার কাছে গিয়ে হনুমান যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। হনুমানকে সীতা জানালেন—তিনি রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষিণী। রাম সীতার অভিলাষের কথা জানতে পেরে বিভীষণকে বললেন—সালংকারা সীতাকে আনয়ন কর। বিভীষণ অশোকবনে গিয়ে সীতাকে প্রণাম করে বললেন—'দেবি! স্নান, অলংকরণ, অনুলেপন সমাধা ক'রে স্বর্ণ শিবিকায় রামচন্দ্রের নিকটে আসুন'।

যথানির্দিষ্টরূপে সজ্জিতা হয়ে সীতা এলেন রামের কাছে। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে গ্রহণে অনিচ্ছা জানালেন—সীতাকে বললেন, 'তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।'

সীতা লক্ষ্মণকে চিতা রচনা করতে বললেন—রামের সন্দেহের পর তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। চিতা রচিত হলো—সীতা প্রার্থনা করলেন—'অগ্নিদেব! যদি আমি বিশুদ্ধা হই, তুমি আমাকে রক্ষা করো'।

সীতা চিতায় প্রবেশ করলেন।

একবিংশতিতম সর্গ

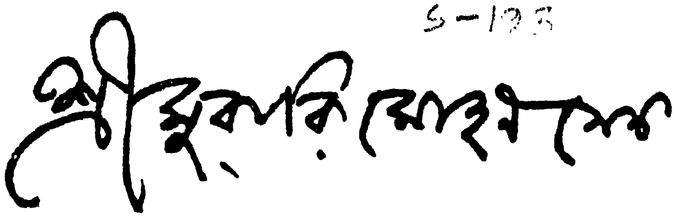
সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন বহ্নিদেবতা। তিনি রামকে বললেন—আপনার স্ত্রী রূপেই এঁকে দেখবেন। তখন বিমানে এলেন শিব, ব্রহ্মা, দশরথ। রাম সকলকেই প্রণাম করলেন। সকলেই সীতার অনুপম চরিত্রশুদ্ধির কথা বললেন।

ইন্দ্র এসে জানালেন, তাঁর বরে তাঁরই আনন্দ সম্পাদনের জন্য, যুদ্ধে নিহত বানরদল প্রাণ ফিরে পেয়ে তরু শাখায় বিচরণ করছে।

দ্বাবিংশতিতম সর্গ

সীতা উদ্ধারের পর রাম পুষ্পকবিমানে সকলকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। রামের অনুরোধে সুগ্রীবও সঙ্গী হলেন। রাম সমস্ত স্থান সীতাকে দেখাতে দেখাতে চললেন—সেতুবন্ধ, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, মাল্যবান্, ঋষ্যমূক, দণ্ডকারণ্য, পম্পা। বিচ্ছেদের পর রামের বৃত্তান্ত সীতা শুনলেন হনুমানের মুখে।

আনন্দোৎসবের মধ্যে সকলে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। রামের রাজ্যাভিষেক হলে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন ভরত।



প্রথম সর্গ

পূর্ববৃত্তান্ত

পুরাকালে দশরথ নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবগণের[১] সখা। তিনি শত্রুদের দমন করেছিলেন; গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই স্বয়ং ভগবান জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁকে পিতৃরূপে গ্রহণ করার ছলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।১ তিনি বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দেবগণের অর্চনা এবং 'শ্রাদ্ধতর্পণ' করে পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করেছিলেন। স্বজনদেরও তিনি দানের দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তিনি কামাদি ষড়-রিপু দমন করেছিলেন এবং নীতিপ্রয়োগে নিরত থাকতেন। তিনি শত্রুদলকে সমূলে বধ করেছিলেন।২ মেঘ যেমন (জগতের কল্যাণে) বারিবর্ষণ করে তিনিও তেমনি ধনদান করতেন; তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে এক আসনে বসতেন। মহেশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা তিনি করতেন না। তিনি অন্য সব ধনুর্ধর বীরের কীর্তি ম্লান করে দিয়েছিলেন।৩ তিনি পুণ্যবান, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁর সেবা করতেন, যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি স্বর্গের[২] দেবগণের তৃপ্তিবিধান করতেন—তিনি ছিলেন সকলের বরেণ্য। যজ্ঞে যেমন মন্ত্রপূত অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তেমনি লোক রক্ষার জন্য তিনিও দীপ্যমান থাকতেন।৪

অযোধ্যার বর্ণনা

পুণ্যকীর্তি ইন্দ্রতুল্য দশরথ সমৃদ্ধিতে অমরাবতীতুল্য অযোধ্যা নগরীতে বাস করতেন। এই অযোধ্যা ছিল সকল ঋতুতে সুখকর এবং প্রদীপ্তজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি।৫ বিধাতা তাঁর সংকল্পিত বিষয়ে নির্মাণনিপুণ; কিন্তু মনে হয়, এই অযোধ্যানগরী তাঁরও নৈপুণ্যের শেষ সীমা। এখানে কত মণিরত্ন—তাদের দীপ্তি কিরণরেখার মতো উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন, এই নগরী অমরাবতীকে লক্ষ্য করে উপহাস করছে।৬ অযোধ্যার গৃহগুলি মেরু শিখরগুলির ন্যায় রমণীয়। মেরু পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গের মতো এখানে উচ্চ প্রাসাদ সমূহ. মেরু পর্বতে বিচিত্র ধাতুর ঐশ্বর্য, এখানেও নানারকম মণিমুক্তা হীরকের দীপ্তি; মেরুতে দিব্য উপবন—অযোধ্যাতেও কত সুন্দর কানন! মেরু পর্বতে অপ্সরাদের বাস, অযোধ্যার ঘরে ঘরেও পুরাঙ্গনাগণ অপ্সরাতুল্য।৭ অযোধ্যানগরীর উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে শোভিত রয়েছে উজ্জ্বল রত্ন; সেই রত্নের দীপ্তি গবাক্ষপথে বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই দীপ্তিপ্রবাহ যেন উচ্চ হিমালয়ের ভিত্তিভূমি[৩] থেকে নির্গত গঙ্গার শুভ্র জলধারা।৮ যে সকল বিদ্যা ধর্মের অবিরোধী, অর্থ কাম ও যশের উপায়স্বরূপ, সকলের সমাদৃত এবং যথাকালে অর্জিত হয়েছে সেইসব বিদ্যায় যেমন বিদ্বান ব্যক্তি অনুরক্ত থাকেন—রাজা দশরথও তেমনি তাঁর তিন উত্তম পত্নীতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করতেন; এঁরাও ধর্মপরায়ণা, অর্থ কাম ও যশের সহায়স্বরূপ, সর্বলোক পূজিতা এবং যথাকালে বিবাহিতা।৯ পুত্রকামনায় দশরথ (পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে

ইচ্ছুক হয়ে) বরাঙ্গনাদের সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গ[৪] মুনিকে নিজের পুরীতে নিয়ে এলেন। এই মুনি বিদ্বান্, যজ্ঞকর্মে নিপুণ, পরিণত জ্ঞানের অধিকারী, উদারচিত্ত এবং সকলের মাননীয়।১০ রাজা দশরথ সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাবার সংকল্প করলেন। কর্মনিপুণ ঋষিও রাজার অভিলাষের কথা জানতে পেরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।১১ বরেণ্য সেই ঋষি বেদীর চারদিকে উপস্থিত যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের অপসারিত করলেন। তারপর প্রধান যজ্ঞের আগে এবং পরে অন্যান্য অঙ্গ যাগ সমাপ্ত করলেন। শেষে রাজার পুত্রলাভের জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানালেন।১২ সেই যজ্ঞ বিধি অনুযায়ী সমাপ্ত হলো। উপস্থিত সদস্যদের দক্ষিণাদানে তুষ্ট করা হলো। উচ্চকুলজাতা তিন রাজমহিষী চারটি পুত্র প্রসব করবার জন্য যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট পরমান্ন ভক্ষণ করলেন।১৩ কৌশল্যা পূর্বে অক্লেশে রামচন্দ্রকে প্রসব করলেন ; তারপর কৈকেয়ীর গর্ভ থেকে জন্ম নিলেন ভরত ; সুমিত্রা একা পরাক্রমশালী শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণ এই দুই যমজ সন্তান প্রসব করলেন।১৪ বিদ্বান, সংযমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি বশিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের যথাবিধি অর্চনা করলেন। উদ্বেগজনক ভূতপ্রেতগণকে মন্ত্র উচ্চারণে অপসারিত করলেন এবং যথাসময়ে এই চারজন রাজপুত্রের উপনয়ন করালেন।১৫ তাঁরা ছয়টি অঙ্গের[৫] সঙ্গে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন— জয়শীল সকল শস্ত্রবিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁরা গুণী ছিলেন বলেই প্রজাদের মনোবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবার মনই সমান অধিকার করেছিলেন।১৬

বিশ্বামিত্রের আগমন

তারপর একদিন গাধিনন্দন[৬] এলেন দশরথের নিকটে ; রাক্ষসগণ যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তাই যজ্ঞ রক্ষার জন্য তিনি রামকে বরণ করতে চান। রাজা দশরথও মধুপর্কের[৭] উপহার হাতে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।১৭ আপনি পুনর্জন্ম জয়ের জন্য (অর্থাৎ মুক্তির জন্য) যে ধ্যানে মগ্ন আছেন—যে ধ্যান রূপাদিবিষয়ের দর্শন থেকে নিবৃত্ত, যে ধ্যানের সাহায্যে আপনি অতি সূক্ষ্ম মহদাদি তত্ত্ব জানতে পেরেছেন, আপনার সেই ধ্যানের কুশল তো? —এই কথা বলে রাজা মুনিকে ধ্যানের কুশল সংপর্কে প্রশ্ন করলেন।১৮ মুনি তাঁর তপস্যার কুশল রাজাকে জানালেন ; কিন্তু তিনি বললেন—বনে রাক্ষসগণ যজ্ঞের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে ; এজন্য আমার প্রার্থনা, শত্রুর শক্তি বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে রাক্ষসগণকে সংহার করুক।১৯ রাজা মুনির সেই কথা শুনে পুত্রবিরহের আশংকা সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হলেন। তখন কল্যাণযুক্ত রাজাকে অহংকারী মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বললেন, ২০ রাক্ষসের ভয়ে আমি যেমন তোমার শরণ নিয়েছি, তুমিও তেমনি পুণ্যবৃদ্ধির আশায় আমার শরণাগত হবেছ। ক্ষাত্রশক্তি ও দ্বিজশক্তি পরস্পরের জন্যই। কোনরূপ অমঙ্গলের আশংকা করো না—পুত্রকে আমার সঙ্গে প্রেরণ কর।২১

রাক্ষসবধে রামলক্ষ্মণের যাত্রা

যুদ্ধে রামচন্দ্র পুরোভাগে থেকেই মহাশত্রু রাক্ষসকে বধ করবে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে অপমান করবেন না। আমাদের ন্যায় ব্যক্তি কখনও অযোগ্যপাত্রে

গুরুভার অর্পণ করে না।২২ (পুত্রকে প্রেরণ না করলে) এই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ অগ্নি রাজকুলকে ভস্মীভূত করবে; কিন্তু পুত্র চলে গেলে শোকে কেবল আমারই কষ্ট হবে। পূর্বে মনে মনে এইরূপ আলোচনা করে রাজা পুত্রগমনের অনুমতি দিলেন।২৩ মুনি প্রীত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদের দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন, তারপর প্রসন্নচিত্তে আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। হিংস্র রাক্ষসগণের উদ্দেশ্যে প্রদীপ্ত ও সমর্থ ধনু সঙ্গে নিয়ে নতচিত্তে রাম অগ্রগামী মুনির পিছনে যেতে লাগলেন।২৪ জয়শীল রামচন্দ্র পুণ্য তপোবনের দিকে দীপ্তমুখে যাত্রা করলেন; সকল সময় রামের শুভ চিন্তা করতেন লক্ষ্মণ, তিনিও তাঁর অনুগামী হলেন। তৃতীয় জননীর পুত্র[৮] লক্ষ্মণও ছিলেন সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত।২৫ হিংস্র রাক্ষসদের[৯] বধ করতে ধনুর্বাণ নিয়েছেন রঘুশ্রেষ্ঠ রাম; শত্রুর পক্ষে অসহ্য সেই ধনু তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছেন—হাতে পরা আছে বিচিত্র অঙ্গুলিত্রাণ[১০] (চর্মাবরণ)। তাঁরা যখন যাত্রা করলেন তখন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পুর-নারীগণ ভাবী বিরহে শোকার্ত হলেও অতিকষ্টে অশ্রুসংবরণ করলেন।২৬ তারপর ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন; বাদকগণ তুমুলশব্দে তূর্যধ্বনি করতে লাগলেন, রামচন্দ্রের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হতে লাগল—এই স্পন্দন ইষ্টার্থসিদ্ধিসূচক! চারদিকে তরুশাখাগুলিতে শুভসূচক পক্ষিগণ উচ্চস্বরে শব্দ করতে লাগল।২৭

।। ভট্টিকাব্যে রামসম্ভব নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।।

দ্বিতীয় সর্গ

শরৎ বর্ণনা

অযোধ্যাপুরী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন রামচন্দ্র, তিনি চারদিকে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় তরুরাজি, সরোবর, নদী ও দিক সমূহের শোভা দেখলেন—বুঝতে পারলেন শরৎ সমাগত।১ তরঙ্গের আঘাতে রক্তপদ্মের দলগুলি চঞ্চল—তাই ভ্রমরের দল তাদের উপর বসতে পারছে না, শুধু উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, রক্তপদ্মগুলি যেন ধূমাচ্ছন্ন প্রজ্বলিত অগ্নি—পদ্ম-পলাশ যেন অগ্নিশিখা, ভ্রমরপুঞ্জ যেন ধোঁয়া।২ তীরস্থ বনরাজির প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে জলে; তীর ভাবল, জল তার শোভা হরণ করছে, অসহিষ্ণু হয়েই যেন সে স্থলপদ্মের শোভা বিস্তার করল।৩ প্রভাতে তীরস্থিত বৃক্ষে পক্ষীরা কলরব করছে, পাতা থেকে হিমবিন্দু ঝরে পড়ছে—ওদিকে চন্দ্রের বিরহে দুঃখার্তা কুমুদিনী! মনে হয়, তীরস্থিত তরু যেন কুমুদিনীর প্রতি সমবেদনায় কাঁদছে, হিমকণা তার অশ্রুবিন্দু!৪ বনরাজি তাদের ভ্রমরযুক্ত নয়নতুল্য পুষ্পের দ্বারা এবং জলরাশি তাদের ভ্রমর শোভিত নয়নতুল্য পদ্মের দ্বারা যেন বিস্মিত হয়েই পরস্পরের শোভা দেখছিল।৫ প্রভাত সমীরণের আঘাতে পদ্মিনী কাঁপছিল; ক্রুদ্ধা পদ্মিনী যেন ভ্রমরকে তার উপরে বসতে নিষেধ করছে—ভ্রমরের দেহ যে কুমুদিনীর পিঙ্গল রেণুতে রঞ্জিত। মানিনী[১] স্ত্রী কখনও পতির অন্য রমণী সংসর্গ সহ্য করতে পারে না।৬ ভ্রমরগুঞ্জনে চিত্ত আকৃষ্ট তাই হরিণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওদিকে হরিণকে বধ করতে অভিলাষী হয়েছে ব্যাধ—কিন্তু হৃষ্ট হংসের ধ্বনি শুনে সে লক্ষ্যের উপরে তার মনে একাগ্রতা স্থির রাখতে পারছে না।৭ কোন পর্বতের মধ্যদেশে

মেঘপুঞ্জ বর্তমান ; তার অবশিষ্ট জলের বর্ষণে নদীমুখ স্ফীত হয়েছে—সে এখন তুষারের মতো শুভ্রবর্ণ। তাকে মনে হচ্ছিল যেন হিমালয়ের সৌন্দর্যের অনুকরণ করছে।৮ জলপূর্ণ পর্বতকুঞ্জে কোন সিংহ নিজেই গর্জন ক'রে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছে—তার মনে হলো এবুঝি অন্য সিংহের গর্জন, তখন সে ক্রোধে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।৯ রামচন্দ্র নববিকশিত পদ্মে শোভিত জলাশয় দেখতে পেলেন, ভ্রমর দলের গুঞ্জন শুনতে পেলেন এবং পদ্মস্পর্শে সুগন্ধ বহমান বায়ুর ঘ্রাণ নিতে লাগলেন।১০ রামচন্দ্র কৌতূহল বশে প্রত্যেকটি লতা নত করে বার বার পুষ্প চয়ন করতে লাগলেন, প্রত্যেক নদীর নিকটে বার বার গিয়ে মুখ প্রক্ষালন করলেন, প্রত্যেক শিলাতলে বার বার উপবেশন করে হাসিমুখে বসতে লাগলেন।১১ প্রভাতে রামচন্দ্র কিছু দূরে পূর্বদিকে অরুণরাগে রঞ্জিত জলরাশি দেখতে পেলেন ; তাঁর মনে হলো যেন সূর্যের তেজোরাশি গলিত হয়ে কিরণের ধারায় পৃথিবীতে এসে জমে আছে।১২ তিনি পরিষ্কার ও যেন তৈলাক্ত, ঋজু এবং আয়ত শস্যশ্রেণী দেখে তুষ্ট হলেন সেই শস্যশ্রেণী দিগন্ত বিস্তৃত এবং নয়নের লোভনীয় ; তাদের মধ্যে কোন আগাছা নেই।১৩ রামচন্দ্র গোচারণ ভূমিগুলি দেখলেন ; সে সব ভূমি জুড়ে আছে অকপট গোপগণ—তাদের কোন কৃত্রিম বেশভূষার শোভা নেই, স্ত্রী পুত্রের বিচ্ছেদজনিত দুঃখ কি তারা জানে না, তারা যথাসময়ে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে থাকে।১৪ গোপাঙ্গনাদের স্ত্রীজাতির অলংকার স্বরূপ অপ্রগল্ভ চলন, অপাঙ্গদৃষ্টি না হলেও রমণীয় দৃষ্টি, আর সরল ও বিশ্বাসযোগ্য স্বভাব দেখে রামচন্দ্র আনন্দিত হলেন।১৫ দধি মন্থনের সময়ে দেহের দুই পার্শ্ব এদিকে ওদিকে আন্দোলিত হচ্ছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধুরভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সুন্দর নিতম্ব উপরে ও নীচে উঠছে-নামছে, মন্থনদণ্ডের গম্ভীর শব্দের তালে তালে তাদের দেহ সঞ্চালন হচ্ছে—নৃত্যের মতো এই দৃশ্য দেখে তিনি প্রীতিলাভ করলেন।১৬ রামচন্দ্রের কৌতূহল বর্ধিত হলো বিচিত্র বর্ণে শোভিত মৃগদলকে দেখে : ওরা ভীরু স্বভাব, কাছেই উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, ছুটে যাচ্ছে বাতাসের অনুকূলে। ওরাই বর্ষার শেষে বনের শোভা বর্ধিত করছে।১৭ শ্বেতপদ্মরাজি এবং শ্বেতফেনপুঞ্জে আবৃত তীরভূমিতে শ্বেতকলহংসশ্রেণী মিশে অদৃশ্য হয়ে আছে—তাদের চেনা যাচ্ছে শুধু শ্রুতিসুখকর শব্দে।১৮ এমন জলই ছিল না যেখানে সুন্দর পদ্ম ছিল না। এমন পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রমর বসে থাকে নি। এমন ভ্রমর ছিল না যে মধুর গুঞ্জন করে নি, আর এমন গুঞ্জন হয় নি যা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে নি।১৯ তপস্যায় শীর্ণ নিত্যযাজ্ঞিকগণ[৩] ভিক্ষুমুখ্যগণ সহ শান্তিজলপূর্ণ কুম্ভ হাতে, যাযাবরগণ এবং অন্যান্যরা—যাঁরা নিজেরাই অর্চনার যোগ্য তাঁরাই—জগৎ-পূজ্য রামচন্দ্রকে ফুল ও ফল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।২০ তারপর রাগদ্বেষাদি বর্জিত বিশ্বামিত্র[৪] যুদ্ধে রাক্ষসদের বিনাশ করবার ইচ্ছায় রামচন্দ্রকে জয়া ও বিজয়া মন্ত্রে যথাবিধি দীক্ষিত করলেন—এই মন্ত্র রাক্ষস বধে সমর্থ।২১ আসন্ন মহাযুদ্ধে রাক্ষসবধের জন্য মুনি তাঁকে যুদ্ধে স্থায়ী এবং অমোঘ অস্ত্রগুলি দান করলেন—তিনি ছিলেন রামের শুভবিষয়ে সচেতন।২২ রাম তপোবনের দিকে যাবেন এমন সময় এক রাক্ষসী তাঁর দিকে ছুটে এলো—ব্রাহ্মণ দেখামাত্র সে তাকে বধ করত। কাউকে জিঘাংসু বলে বুঝতে পারলেই রাম উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ ক'রে উঠতেন। তাড়কা নাম্নী সেই রাক্ষসীকে রাম বধ করলেন।২৩ এরপর রামচন্দ্র তপোবন দেখতে পেলেন ; তপোবনে বৃক্ষের পুষ্পফল

সমৃদ্ধ শাখাগুলি হোমাগ্নি শিখায় স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল—বেদপাঠ ধ্বনিতে চারিদিক থেকে উত্থিত পাখিদের মধুর কূজন সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না।২৪ সেই তপোবনে পশুরাজগণ হরিণদের ভক্ষণ করত না, পাখিরা সর্বত্র বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করত—লতাগুলিও যেন ফলদানের ইচ্ছায় অত্যন্ত নত হয়ে শোভা পেত।২৫ অতিথিসেবাকুশল প্রধান তাপসগণ পা ধোবার জল, আসন ও মালা দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। দুই রাজপুত্রও মধুপর্কের সঙ্গে সেই আসন প্রভৃতি গ্রহণ করলেন।২৬ তপস্বিগণ তাঁদের দুজনকে বললেন—দৈত্যদের দ্বারা পীড়িত হয়ে পৃথিবী যখন জলে মগ্ন হয়েছিল তখন আপনারা দুজনে বাহুবলে তার ভার ধারণ করেছিলেন। এখন আপনারা আমাদের যজ্ঞের হবি[৫] (অর্থাৎ যজ্ঞ) রক্ষা করুন।২৭ তারপর রামচন্দ্রও ঋষিদের বললেন—আপনারা ইচ্ছানুরূপ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান প্রস্তুত করুন। আপনাদের তপস্যারূপ বায়ুতে আমাদের শররূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে শত্রুরূপ ইন্ধনকে দগ্ধকরুক।২৮ তারপর ঋষিগণ পর্যাপ্ত যজ্ঞিয় উপকরণ দিয়ে যথাবিধি যজ্ঞ শুরু করলেন। দক্ষিণার যোগ্য[৬] মহর্ষিদের উপদেশে ঋত্বিকগণ[৭] যখন যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করলেন তখন রাক্ষসগণ তা জানতে পারল।২৯

তখন বর্ষাকালীন মেঘের মতো রাক্ষসেরা এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল। ঘোর পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ ও ঊর্ধ্বমুখী তাদের কেশ, জঙ্ঘা শিরাযুক্ত, পর্বতশৃঙ্গের মতো তারা উচ্চ এবং তাদের চক্ষু বৃহৎ ও পিঙ্গলবর্ণ।৩০ লক্ষ্মণ ধনুতে জ্যা আরোপণ ক'রে দৃঢ়-মুষ্টিতে স্থিরভাবে তা ধারণ করলেন। তারপর ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তীক্ষ্ন শরধারী লক্ষ্মণ দক্ষিণ ঊরু সামান্য কুঞ্চিত করে, বাম জঙ্ঘাকে সম্পূর্ণ নত করে দ্রুত শর নিক্ষেপে সেই রাক্ষসদের বধ করলেন।৩১

মারীচের পরাজয়

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র দেখিয়ে দিলেন মায়াবী মারীচকে, যুদ্ধে যাকে হঠান যায় না—সে তখন উৎকট চীৎকার করছিল। অস্পষ্টু রামচন্দ্রও স্মিতমুখে তার উদ্দেশে এই সারগর্ভ বাণী উচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন।৩২ তুমি নরমাংসে উদর পূরণ কর—এদিকে যাঁরা ফলাহারী তাঁদের হিংসা কর। যাঁদের সম্পদ কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় না[৮] তাঁদের তুমি দয়া কর না কেন?৩৩ আমরা ব্রাহ্মণ বধ ক'রে খাই, যারা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা তাদের হত্যা করি আর নগরকে শ্মশানে পরিণত করি—এই আমাদের স্বধর্ম। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে আমাদের অধিকারই নেই।৩৪ হে রাক্ষস! তোমার এই ধর্ম আছে সত্য, কিন্তু আমারও অন্য একটি ধর্ম আছে। (সেই ধর্মানুসারে) আমি ক্ষত্রিয়, ধনুর্বাণ ধারণ করে আমি তোমার মতো ব্রাহ্মণবিদ্বেষীকে বধ করব।৩৫ রাম ও নিশাচর এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বাক্‌যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর রাম রাক্ষসকে তৃণের মতো জ্ঞান করে শরনিক্ষেপ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিক্ষেপ করলেন[৯]।৩৬ ব্রাহ্মণদের মন প্রসন্ন হল, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হলো, যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো। তখন বিশ্বামিত্র কুমারকে পুনরায় এই বাক্যে বললেন,৩৭ দেবতাদের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞে তুমি রাক্ষসবিজয়ী, তোমার মতো বীরপুরুষকে লাভ ক'রে পৃথিবী ইন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের সম্মুখেও লজ্জিতা হন না।৩৮ যিনি বলিকে বন্ধন করেছিলেন,[১০] সমুদ্র মন্থন করেছিলেন,[১১] অমৃত

হরণ করেছিলেন,[১১] যিনি দানবজয় করেছিলেন এবং যিনি প্রলয় কালে দুর্গত পৃথিবীকে বহন করেছিলেন[১৩] তাঁর পক্ষে এ ভার তত গুরুতর নয়।৩৯

জনক রাজার সভায় রামলক্ষ্মণ : হরধনু ভঙ্গ

এইভাবে যজ্ঞান্তে প্রীতচিত্ত মুনি বিশ্বামিত্র মধুর ও হিতকর বাক্য বলতে বলতে রামচন্দ্রকে নিয়ে মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন—উদ্দেশ্য তাঁকে দিয়ে রাজাদের কীর্তি লোপ করা।৪০ এঁরা কি মিত্র এবং বরুণ না দুই অশ্বিনী-কুমার যজ্ঞে সোমরস পানের ইচ্ছায় এসেছেন?—সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ নিজেদের রূপে জনকাশ্রম স্থিত সকলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করলেন।৪১ রামের বাহুবল পরীক্ষা করবার জন্য, পিনাকধারী শিব যে ধনুর দ্বারা দৈত্যপুরী ধ্বংস করেছিলেন[১৪] রামকে বললেন সেই ধনু গ্রহণ করতে ; রঘুনন্দন রাম হাসতে হাসতে সেই ধনুভঙ্গ[১৫] করলেন।৪২

রামসীতার পরিণয়

তারপর মিথিলারাজ[১৬] জনক রামকে কন্যাদান করবার ইচ্ছায় দক্ষ দূতগণকে পাঠালেন অযোধ্যায়—উদ্দেশ্য দশরথকে আমন্ত্রণ ক'রে আনানো। দূতগণ ছিলেন নদীসন্তরণকুশল, কোথায় কোন্ পর্বত আছে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অযোধ্যার পথের সঙ্গে পরিচিত। যোদ্ধাবহন করতে পারে এমন অশ্বে তাদের পাঠানো হলো।৪৩ রাজা দশরথ দূতগণের মুখে পুত্রদের কীর্তিকথা শুনে, বৃদ্ধ হলেও যুবাপুরুষদের ন্যায়, দ্রুতগামী অশ্বে যাত্রা করলেন এবং পথে কোনরূপ কষ্ট অনুভব না ক'রে ক্ষিপ্রগতিতে মিথিলায় উপস্থিত হলেন।৪৪ রাজা দশরথ নৃপতিগণের মান্যতম প্রিয়তম, পূজ্যতম ও পুণ্যের আধার ; শ্রেষ্ঠ যশসম্পন্ন মহান সেই দশরথ আজ গৃহে সমাগত। নিজেও বিপুলকীর্তি এবং দশরথের মতোই মহান গুরুজন-সদৃশ জনক তাঁকে অর্চনা করলেন।৪৫ মিথিলাধিপতি জনক দশরথকে বললেন 'আপনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পারগামী। ইন্দ্র আপনাকে তার সঙ্গে একই আসনে বসিয়ে দেবগণের মধ্যে 'বিবেকী'[১৭] বলে পরিচিত হয়েছিলেন।৪৬ সীতা ছিলেন শালবৃক্ষে আশ্রিতা সঞ্চারিণী স্বর্ণলতার মতো, অন্তরীক্ষ থেকে বিচ্যুতা স্থিতিশীলা বিদ্যুতের মতো এবং চন্দ্রকান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার[১৮] মতো। এই সীতা তিনি রামচন্দ্রকে[১৯] দান করলেন।৪৭ বিশ্বহিতে ব্রতী রামচন্দ্র তাঁর নিজের পক্ষে হিতপরায়ণা, উত্তম রত্ন, মুক্তা ও সুবর্ণে ভূষিতা এবং রঘুবংশের সৌভাগ্যবর্ধনকারিণী সেই সীতাকে জনকের কাছে থেকে লাভ ক'রে বিবাহ করলেন।৪৮ তারপর এক মঙ্গলসূচক প্রভাতে দীর্ঘ পথযাত্রায় দক্ষ হস্তী, অশ্ব ও রাজন্যবর্গে পুষ্ট, বন্দীদের দ্বারা স্তূয়মান হৃষ্ট সেই বাহিনী রাজা দশরথের সঙ্গে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করল।৪৯

পরশুরামের দর্পচূর্ণ

পথে ভীষণ দর্শন জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন—তাঁর বিশাল বক্ষ, তাঁর দেহ পরিণত তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, দুই বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত, হাতে ধনুর্বাণ।৫০ তিনি স্পর্ধিতকণ্ঠে রামচন্দ্রকে আহ্বান ক'রে বললেন – 'আমার এই

ধনুতে বাণ আরোপ কর, উপেক্ষা করে চলে যেও না'। সন্তানবৎসল রাজা দশরথ — যিনি পরশুরামের পরাক্রমের কথা জানতেন, তাঁকে অনুনয় করতে ইচ্ছুক হয়ে নম্রভাবে বললেন ৫১ হে পরশুরাম! আপনি বহুবার ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাজিত করে তাদের রক্তে পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছেন। বর্তমানে আপনার কোন বিপক্ষ নেই; তাই ক্রোধ সংবরণ করুন, এই বালক রাম আপনার ক্রোধের লক্ষ্য এ রকম প্রত্যয় হতে পারে না।৫২ যখন পরশুরাম গর্বশত দশরথের উক্তি গ্রাহ্য করলেন না তখন রামচন্দ্র মহাশক্তিশালী বাণ যোজনা ক'রে ধনু আকর্ষণ করলেন, তারপর যে সমস্ত দিব্যলোক পরশুরাম অর্জন করেছিলেন সেই সমস্ত লোকে তাঁর গতি চিরকালের জন্য বন্ধ ক'রে দিলেন[২০]।৫৩ ক্ষত্রিয়গণের শত্রু পরাজিত হবার পর বৃদ্ধ রাজার আদেশক্রমে সৈন্যগণ প্রসন্ন চিত্তে বিভিন্ন পথে বিভক্ত হয়ে গেল এবং নির্ভয়ে উচ্চকণ্ঠে শব্দ করতে করতে অগ্রসর হলো।৫৪ সেই বাহিনী দ্রুত বেগে যাচ্ছিল। তার ফলে দূরের স্থান নিকটস্থ এবং নিকটস্থ স্থান দূরে রেখে চলতে লাগল—'কতদূর এলাম' এই সম্পর্কে কোন চেতনা তাদের ছিল না, এই ভাবে তারা ক্লান্তিহীন থেকে দ্রুত ধূলিহীন ও শোভাসম্পন্ন অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হলো।৫৫

।। ভট্টিকাব্যে সীতাপরিণয় নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।।

তৃতীয় সর্গ

যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করায় এবং ক্ষত্রিয়শত্রু পরশুরামের পরাজয় সম্পাদনে রামচন্দ্র যশে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি যার প্রিয় হন নাই এমন কোন লোকই অযোধ্যায় ছিল না।১

রামচন্দ্রের অভিষেক

পূর্ব থেকেই পুরবাসী প্রজা ও রাজকর্মচারী রাজার সুশাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজা যখন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন—'আমি জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব' তখন তাঁরা আরও অধিক সন্তুষ্ট হলেন।২ মহারাজ তখন একটি সিংহাসন নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন; সেই সিংহাসন হবে তপ্ত সোনার মতো সুন্দর কঠিন ধাতু দিয়ে নির্মিত, বিশেষ বিশেষ স্থানে থাকবে মূল্যবান রত্নের শোভা। ঐ সিংহাসন দেখতে হবে প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য, আর তার সঙ্গে থাকবে একটি পাদপীঠ।৩ তিনি তীর্থজল আনাবার জন্য স্বর্ণ কলস সঙ্গে দিয়ে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন দলে দলে পদচারী মানুষের দল; ওরা ছিল মহারাজ দশরথের নিজের অর্থে পুষ্ট, ব্যায়াম করা দৃঢ় দেহবন্ধনের অধিকারী।৪ রাজা কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করলেন স্ব স্ব কর্মে নিপুণ পুরুষদের—তাদের মধ্যে একদল নগরের পথগুলিকে জলসিক্ত করতে লাগল, একদল ধ্বজা উত্তোলন করতে লাগল, কোনদল আকাশে ধূপ[১] নিক্ষেপ করতে লাগল—কোন দল আবার বিচিত্রবর্ণের পুষ্পরাশি চারদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগল।৫

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা

কৈকেয়ী রাজ্যমোহে অন্ধ হয়ে রামের অভিষেক সহ্য করতে পারলেন না। ভরত তখন মাতামহগৃহে ছিলেন, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তিনি রাজার নিকটে

রামচন্দ্রের বনবাসের[২] বর প্রার্থনা করলেন।৬ কানে কানে পরামর্শদাতাদের কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রাজ্যলোভে আকৃষ্টা হলেন, তাছাড়া স্ত্রীসুলভ ক্ষুদ্রচিত্ততায় তাঁর মন এমনই বিকৃত হলো যে রাম বনবাস গেলে দশরথের মৃত্যু হবে, এবং তাতে জনসমাজে তাঁরই কলংক ছড়াবে—এই সব দোষের কথা তিনি বিচারই করলেন না।৭ রামচন্দ্রের বনবাসকে নিবৃত্ত করার জন্য দশরথ বহু ধন ও দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কৈকেয়ী তা অবজ্ঞা করলেন এবং তাঁর (রাজার) বুদ্ধিতে ভরতের রাজ্যাভিষেক: আর (সেই সঙ্গে) এক শোক-শল্য বিদ্ধ ক'রে দিলেন।৮

বনবাসযাত্রা

কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করার পরে রামকে বনে নির্বাসিত করতে উদ্যোগী হয়ে রাজা শোক করতে করতে বনগমন অনুমোদন করলেন—সীতা ও লক্ষ্মণ এই দুই অনুচরের সঙ্গে সুমন্ত্র পরিচালিত রথে রাম বনে যাবেন।৯ প্রজাদের মধ্যে অনেকে রাজাকে নিষ্ঠুর বলে নিন্দা করতে লাগল, কেউ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগল, কেউ কেউ বলতে লাগল, এটি ভরতের চক্রান্ত[৪]। অন্য সকলে ধিক্কার দিতে লাগল কৈকেয়ীকে।১০ আগামীকাল রাম বনে যাবেন এই কথা ভেবে প্রজাসাধারণ দুঃখে দগ্ধ হতে লাগল। তাদের মধ্যে যারা ধীরচিত্ত তারা শোক সম্বরণ ক'রে স্থির করল রামের সঙ্গে তারাও বনে যাবে।১১ বনে গমনের সময়ে শোকে মুহ্যমান জনতা যখন রাম-লক্ষ্মণের কাছে এলো তখন তাঁরা তাদের বললেন—আমাদের সৌভাগ্যে আপনারা শোক করছেন কেন? আমরা তো পিতার আদেশ পালন করতে পেরে কৃতার্থ।১২ যে পিতা আমাদের এই দেহ সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের বিপদে রক্ষা করেছেন এবং যিনি সর্বদা নিজের সম্পদে আমাদের পোষণ করেছেন—সেই পিতার মহোপকারের ঋণশোধ কি তুচ্ছ বনবাস দিয়ে সম্ভব?১৩ বনবাস তো তুচ্ছ, পিতামাতা যদি দুঃসাধ্য কার্যও সাধন করতে বলেন—তাও পুত্রের কর্তব্য। যে তা করে না তার বিদ্যুতের মতো জন্মেই মৃত্যু হওয়া ভালো, কিংবা তৃণের মতো উপর থেকে শুকিয়ে যাওয়া ভালো।১৪ 'হে পুরবাসিগণ! আপনারা ফিরে যান। আমার পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর শোক দূর করুন—আমাকে ও ভরতকে ভিন্ন মনে করবেন না: পুরবাসীদের এই কথা বলে রামচন্দ্র সারথিকে বললেন 'তুমি রথ ফিরিয়ে নাও।'১৫ ঐ কথা বলার পরেও রামচন্দ্র ইঙ্গিতে বুঝতে পারলেন তাদের অনুগমনের সংকল্প। তিনি একরাত্রি তাদের সঙ্গে বনে কাটালেন, বনবাসের ভয় থেকে তাদের রক্ষা করলেন—তারপর প্রভাতে ছল ক'রে সেখান থেকে চলে গেলেন।১৬ পুরবাসিগণ করুণকণ্ঠে বিলাপ করতে করতে রোদন করতে লাগল—অশ্রুধারার সঙ্গে তাদের ঘন ঘন ঈষদুষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। অবশেষে 'হায় রাম, হায় কি কষ্ট!' বলতে বলতে তারা অনিচ্ছুক চিত্তে ফিরে গেল।১৭ সারথি সুমন্ত্রও অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে গঙ্গার জলে অশ্ব ও নিজের দেহ পবিত্র করলেন: তারপর রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্মরণ করতে করতে ঈষদুষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করলেন।১৮ ফিরে এসে প্রজাসাধারণ দেখল, অযোধ্যা নগরীর সকল কর্মচাঞ্চল্য শোকান্ধাকারে স্থগিত হয়ে গেছে, রাজন্য-নক্ষত্র যুক্তা হয়েও রামলক্ষ্মণবিরহিতা অযোধ্যানগরী যেন সূর্যচন্দ্রহীন নিস্তব্ধ আকাশের মতো[৫]।১৯ রাম বিনা সুমন্ত্রকে ফিরে আসতে দেখে রাজা দশরথ

হতাশায় সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুত হলেন। তিনি মধুপান করতেন না, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করতেন না, এমন কি সুন্দর বস্ত্র ও উত্তরীয়ও পরিধান করতেন না।২০ শোকের আধিক্যবশতঃ তিনি একস্থানে থাকতে পারতেন না। তিনি সকল প্রকার রাজকার্যে বীতস্পৃহ হয়ে পড়লেন। জ্বালাশান্তির জন্য চন্দন, উশীর, মৃণাল প্রভৃতি দেহে লেপন করলেও শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে দেবত্ব লাভ করলেন।২১ রাজার পত্নীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন, কেশ উৎপাটিত করতে লাগলেন, নিজেদের দেহে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর অলংকার খুলে ফেলে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হলেন— হাতের কংকণ ভেঙে ফেললেন।২২ রাজার আত্মীয়গণ মহিষীদের সান্ত্বনা দিলেন; ভরতের প্রতীক্ষা ক'রে অবিলম্বে তাঁরা মৃতদেহ তৈলপাত্রে নিক্ষেপ করলেন এবং মন্ত্রীদের মত নিয়ে ভরতকে আনার জন্য সব যুবক দূত পাঠিয়ে দিলেন।২৩

ভরতের আগমন

ভরতও মাতামহের গৃহে অবস্থানকালে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, সূর্য আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে জ্বলছে, (তার তাৎপর্যে) রাজার অমঙ্গল দেখে বন্ধুদের বললেন।২৪ দূতগণ ভরতের কাছে গিয়ে তাঁর গমনের ইচ্ছা জাগিয়ে তুললেন— মৃত্যুরূপ অমঙ্গলের কথা শোনালেন না। গমনের ইচ্ছার সঙ্গে গুরুজনদের সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হয়েই ভরত অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন।২৫ দুঃস্বপ্ন দেখে এবং দূতের আগমনে স্নেহবশত বিহ্বল ভরত গুরুজনের মৃত্যু আশংকা করতে লাগলেন। (যাওয়ার পথে) শৃগাল ও হরিণগণ প্রতিকূলে যেতে-যেতে অমঙ্গলসূচক ভয়ানক শব্দ করতে লাগল।২৬ প্রবাসী ভরত অযোধ্যায় এসে পুরীতে প্রবেশ করবার সময়ে জনসমাগমজন্য কোন কোলাহল বা বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন না; বণিকদের ক্রয়বিক্রয়ের চিহ্নও ভরত দেখলেন না।২৭ ভরতকে উপস্থিত দেখে কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ তাঁর কাছে এসে রাজার উদ্দেশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রীরা তাঁদের পেছনে যোদ্ধারাও—যাদের গলা এবং শিরা শোকের আতিশয্যে ফুলে উঠেছিল তারাও সকলে রোদন করতে লাগল।২৮ সীতার সঙ্গে রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে ইচ্ছুক হয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করেও ভরত যখন তাদের দেখতে পেলেন না তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করলেন—তাঁরা তখন কৈকেয়ীর কীর্তিকথা সবই তাঁকে বললেন।২৯ ভরত ক্রোধে ললাটে ভয়ানক ভ্রূকুটি ক'রে শোকবশত স্ফীত, রক্তবর্ণ ও ভীষণ দৃষ্টিতে কৈকেয়ীকে বার বার তিরস্কার করতে লাগলেন। তিনি বার বার শোক-সাগরে নিমগ্ন হতে লাগলেন।৩০ কৈকেয়ীর নীচ কাজ[৭] কতই না অনর্থ ডেকে এনেছে - দুই রাজপুত্র সীতার সঙ্গে দুঃখ ভোগ করছেন, রাজা মৃত্যুবরণ করলেন, আপনারা বিধবা হলেন, আমরা নিন্দনীয় হলাম, পৃথিবী অরাজক হলো।৩১ 'এ মত আমার নয়'—এই বলে ভরত বার বার শপথ করলেন। অত্যধিক রোদন করতে করতে তিনি রাম ও পিতাকে আহ্বান ক'রে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হতে লাগলেন।৩২ ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মন্ত্রিগণ এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। নগর-সন্নিহিত শ্মশানে নরপতির মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হল এবং পুরোহিত ভরতকে দিয়ে শেষ আহুতি দেবার জন্য যজ্ঞপাত্র সমূহ আহরণ করালেন।৩৩ রাজকর্মচারিগণ পট্টবস্ত্রের ধ্বজা উত্তোলন

করলেন ; বাদ্যকারগণ বেণু, মৃদঙ্গ, প্রভৃতি বাদ্য এবং উচ্চধ্বনিবিশিষ্ট শঙ্খ বাজাতে লাগল—সেখানে রাশি রাশি কুঙ্কুম ও চন্দন কাষ্ঠও তারা নিয়ে এলো।৩৪ ঋত্বিক ভরত রাজার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ সুবর্ণযুক্ত করে মৃগচর্মের উপরে পূর্বদিকে মস্তক রেখে শয়ন করালেন। তারপর তিনি শাস্ত্রানুযায়ী পাত্র আহরণ করে প্রজ্বলিত চিতার অগ্নিতে হোম করলেন।৩৫

ভরতের বনযাত্রা

পিন্ডদান, তর্পণ ও অস্থিসঞ্চয় প্রভৃতি শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হলো। এর পর প্রজাগণ ভরতের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করল। কিন্তু ভরত সবিনয়ে অভিষেক ত্যাগ করে পুরবাসিগণের সঙ্গে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করলেন।৩৬ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈনাবাহিনীর সঙ্গে পুরবাসিগণ সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে অতি দ্রুত পথ চলতে লাগল, অসংখ্যতা বশতঃ অগম্য পথ ধরেও তারা অগ্রসর হলো। শোকের জন্য তারা বেশভূষা শূন্য হলেও তাদের দ্বারা পৃথিবী অপূর্ব শোভা ধারণ করল।৩৭ সৈন্যগণ বন থেকে পুষ্প ও ফল চয়ন করল, নদীতে স্নান করে পিতৃপুরুষের তর্পণ করল, সৈকত ভূমিতে নির্ভয়ে ক্রীড়া করতে লাগল। এই ভাবে ছায়া আশ্রয় করে বিশ্রাম করতে করতে তারা পথ চলতে লাগল।৩৮ তারা তমসানদীর তীরে উপস্থিত হলো : এই তীরভূমি গঙ্গাজলের সম্পর্কে অতি পবিত্র। তারা শ্রমের কাজ স্থগিত রেখে যমুনার পুণ্য সলিলে অবগাহন করতে গেল।৩৯ তারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গেল : এখানে রামচন্দ্র এসে বিশ্রাম করেছিলেন, বৃক্ষের ফলে ক্ষুধা দূর করেছিলেন এবং নদীর শীতল জলে পিপাসা শান্ত করেছিলেন।৪০ তারা দেখল ভরদ্বাজমুনি শিষ্যদের পড়াচ্ছেন। এই শিষ্যগণ সংযতবাক্, তৃণভূমিশায়ী, সর্বদা যোগাভ্যাসী এবং মুক্তিকামী। তারা বিনয়বশতঃ পদব্রজে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।৪১ মুনি এদের অতিথি সৎকার করতে ইচ্ছা করলেন ; তেজস্বী তাঁর যোগবলে কল্পবৃক্ষে ফল ফলালেন আর সুকোমল সুদীর্ঘ বস্ত্র নিঃসৃত করলেন।৪২ মুনির যোগবলে তপোবনে তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আবির্ভূত হলেন[৮] ; তাঁরা মুনির আদেশ নিয়ে রাগসহকারে গান, শৃঙ্গারাদিভাবে নৃত্য, বিভ্রমের সঙ্গে প্রণাম এবং সুরুচিসঙ্গত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।৪৩ মুনি সকলের ইচ্ছানুরূপ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়ে অবসর সময়ে এসে তাদের বললেন—তোমরা সকলে ইচ্ছানুযায়ী বস্ত্র পরিধান কর। যথেচ্ছ স্থানে উপবেশন কর, যথেচ্ছ পানীয় পান কর এবং যথেচ্ছ শয্যায় শয়ন কর।৪৪ তারা পরমানন্দে ভোজন করল। যথেচ্ছ উত্তম বস্ত্র পরিধান করল—তারপর সুখে রাত্রি কাটিয়ে প্রভাতে পথে এসে মন্দাকিনী নদীর দিকে দ্রুত যাত্রা করল। মন্দাকিনীর দুই তীরে রমণীয় বনের শোভা ; তাদের সঙ্গে রইল রথী, অশ্বারোহী এবং হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় সৈন্যবাহিনী।৪৫ তারা বানপ্রস্থী মুনিদের কাছে রামের চিত্রকূট গমনের বৃত্তান্ত জেনে চিত্রকূটপর্বতের দিকে যাত্রা করল। এই চিত্রকূটের শিখর ছিল মেঘস্পর্শী ; সেখানে পাখিরা মধুর সুরে গান করে—অতি উচ্চ শিখরের সাহায্যে এই পর্বত সূর্যের ভ্রমণপথকেও রুদ্ধ করে দেয়।৪৬ সুমিত্রা-নন্দন (লক্ষ্মণ) যখন দেখলেন চারদিক আচ্ছাদিত করে সৈন্যদল আসছে তখন তিনি কবচ পরিধান করলেন। ধনুতে জ্যা আরোপ করে তীক্ষ্ণ শর হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবার

ইচ্ছায় চক্ষু ও ভ্রূ উন্নত করে অপেক্ষা করতে লাগলো ।৪৭ শস্ত্রবস্ত্রপরিহিত এবং নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের ধীরে ধীরে শোকার্ত হয়ে আসতে দেখে রামচন্দ্র বুঝলেন—ওঁরা নিজেরই বংশজাত, কোন দুর্বুদ্ধি নেই তাদের, তাঁকেই বন্দনা করতে তারা আসছে ।৪৮ রামের সমীপবর্তী স্থান তারা শোকাবেগে অস্থির হয়ে দেহ লুণ্ঠিত করে আলোড়িত করতে লাগল আর রামবিচ্ছেদশোকে মৃত রাজা দশরথের নাম উচ্চারণ করে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগল ।৪৯ পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে রাম ও লক্ষ্মণ দুইজনে দীনকণ্ঠে উচ্চস্বরে বহুক্ষণ রোদন করলেন ; পরে নদীতে গিয়ে স্নান করে দুই অঞ্জলি জল নিয়ে পিতার উদ্দেশে তর্পণ করলেন ।৫০ রামচন্দ্র এই কথাগুলি অনুজ ভরতকে বললেন —পিতা অনায়াসসাধ্য বনবাসে আমাকে নিযুক্ত করেছেন, দুষ্কর রাজকার্যে নিযুক্ত করেছেন তোমাকে। সুতরাং হে বীর! তুমি শোক পরিত্যাগ কর এবং পিতৃদত্ত রাজ্যভার বহন কর ।৫১ তুমি জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপদেশ শুনেছ—তুমি কৃতী ও বুদ্ধিমান। তা সত্ত্বেও তুমি যদি পিতার আদেশ পালন না কর, তবে অন্য লোকের বংশলোপের উপক্রম হলেও পুত্রলাভের কামনা কেন হবে ?৫২ যদি আমার কথায় শ্রদ্ধা পোষণ কর, যদি জ্যেষ্ঠ আমি থাকতেও প্রভুত্ব করতে না চাও এবং যদি পিতার নির্দেশের অবাধ্য হওয়াকে লজ্জাকর মনে কর তবে শংকা দূর কর। অযোধ্যায় ফিরে যাও এবং রাজ্য পালন কর ।৫৩ যে-রাজ্যভার বহন করবার জন্য উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান, আমি কনিষ্ঠ হয়ে তার বহনে কেন উৎসাহিত হব ? সুতরাং বংশের কীর্তি-লোপকারী এই কাজে আমাকে নিযুক্ত করবেন না—ভরতও রামচন্দ্রকে এই ধর্মানুমোদিত বাক্য বললেন ।৫৪ এই বলশালী হস্তী ও অশ্ব, এই রাজযোগ্য রত্নরাজি এবং এই ক্ষত্রিয়কুল সবই আপনার। আপনি থাকতে আমি রাজা হব—এই পাপবার্তা শান্ত হোক ।৫৫ ভরত এই কথা বললে রামচন্দ্র বললেন - ভরত! আমার পাদুকা নিয়ে তুমি যাও। সর্বপ্রকার শঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে, জনসাধারণের পূজিত হয়ে, আমার মত অনুযায়ী সমগ্র রাজ্য শাসন কর ।৫৬

॥ ভট্টিকাব্যে রামপ্রবাস নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ সর্গ

বিরাধ-বধ

ভরত চলে যাবার পর রামচন্দ্র অত্রি মুনির তপোবনে গেলেন। সেখানে মুনিগণ তাঁকে বন্দনা করলেন ; তারপর তিনি গেলেন দণ্ডকারণ্যে ।১ লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র যখন মহারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করছেন এমন সময় এক ভয়ংকর ক্ষুধার্ত রাক্ষস বলপূর্বক রামলক্ষ্মণকে তুলে নিয়ে অপহরণ করল ।২ সেই রাক্ষসের নাম বিরাধ। যমের পক্ষেও দুর্দমনীয় সেই রাক্ষসের দুইটি বাহু ভেঙে ফেলে তাঁরা তারা মাথা নীচে ও পা উপরে রেখে মাটিতে প্রোথিত করলেন ।৩ বিরাধ-বধের পর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ বৈদিকশ্রীমণ্ডিত শরণার্থিগণের আশ্রয়স্থল শরভঙ্গমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন ।৪ শরভঙ্গমুনি নিকটবর্তী সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রম নির্দেশ ক'রে রামের সামনেই অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি প্রদান করলেন ।৫ আপনারা এখানে আসবেন এই আশায় আমি এতকাল এই বনে আছি। আপনাদের দর্শন পেয়েছি,

আপনাদের মঙ্গল হোক। আমি এখন নিজের পুণ্যে অর্জিত লোকে যাত্রা করছি।৬ শরভঙ্গমুনি অগ্নিতে ভস্মীভূত হবার পর রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমের নিকটে এক কুটিরে বাস করতে লাগলেন। তিনি সকল সময় মুনিদের আশ্রমে ভ্রমণ করতেন।৭ বাসযোগ্য বনে বনে রামচন্দ্র পর্ণশয্যায় শুয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। অতিথি সংকার করবার জন্য তিনি শয্যা ত্যাগ করেই পশু শিকার ক'রে বিচরণ করতেন।৮ ঋক্, যজু ও সামবেদে অভিজ্ঞ মুনিগণকে রামচন্দ্র যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি নিত্য হোম করতেন এবং কাষ্ঠাগ্রে সংস্কৃত মাংস দেবতাদের নিবেদন ক'রে নিজে আহার করতেন।৯ রাক্ষসশত্রু শ্রীরামচন্দ্র তাঁত থেকে উৎপন্ন নতুন বস্ত্রের ন্যায় বল্কলদ্বয় পরিধান করতেন, বর্ম পরিধান ক'রে তিনি খড়্গ ও ধনুর্বাণে সজ্জিত হয়ে ব্রাহ্মণদের বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।১০ যে সকল বনে গাভীসমূহ বিচরণ ক'রে তৃপ্ত হয় এবং যে সকল বনে মুনিগণ ফলাহারে তৃপ্ত হন—এইরূপ বন ত্যাগ ক'রে হিংস্রজন্তুসংহারক তিনি অন্যবনে নির্ভয়ে ভ্রমণ করতেন।১১ নানাদেশে ভ্রমণ ক'রে দৈহিক ক্লেশে জীবিকার্জনে রত লোকদের উপর যারা অত্যাচার করে রামচন্দ্র দীপ্ত অস্ত্র ধারণ ক'রে তাদের শাসন করতেন, সোমযাজীদের[১] পূজা করতেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ভূয়িষ্ঠ নিকটস্থ আশ্রমগুলিতে বিচরণ করতেন।১২ তিনি আজ, গতকাল, আগামীকাল, পরশু—প্রতিদিন মাঠ থেকে গাভীদের আগমন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের স্থিতিকাল পর্যন্ত সন্ধ্যার মন্ত্র জপ করতেন; প্রভাতে পাখিদের আগে শয্যা ত্যাগ করে সূর্য প্রণাম করতেন, প্রাতঃসন্ধ্যা জপ করতেন—তারপর মুনিশ্রেষ্ঠদের ভালোমন্দের তত্ত্বাবধান করতেন। এভাবে তিনি তাঁদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।১৩-১৪

শূর্পণখা

তারপর একদিন রামচন্দ্র পর্ণকুটিরে বসে আছেন এমন সময় এক লজ্জাহীনা রাক্ষসী[২] তাঁকে দেখতে পেল। কিন্তু তাঁকে বিবাহিত দেখে উপেক্ষা করে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে সেই পাপীরাক্ষসী কামনা প্রকাশ করল।১৫ তার কটিদেশ বলিমণ্ডিত, দু'টি নয়ন আকর্ণবিস্তৃত—তার বাক্যমাধুরী এবং চর্মের মসৃণতা সর্বোৎকৃষ্ট। সে দেখতে প্রতিপদের চন্দ্রের মতো অতি সুন্দরী[৩]।১৬ তার দু'টি চরণ দেখতে সুন্দর, দু'টি উরু হস্তিশুণ্ডের ন্যায়, দুই হাতের তলদেশ ও অঙ্গুলি কোমল এবং নিবিড় জঘনদেশ স্থূল।১৭ উন্নত নাসিকা, শুভ্র দন্ত, কর্ণে দোলায়মান দুই কুণ্ডলযুক্ত মুখ নিয়ে আর গলায় মালা ও মুখে সুমধুর হাসি—তাকে যে দেখবে তাকেই আনন্দিত করবে।১৮ যৌনভঙ্গিতে বিচরণ করতে করতে সেই রাক্ষসী রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে পতিরূপে কামনা করল। তারপর তার কাছে গিয়ে মধুর ভাষায় তাঁকে অনুকূল করবার জন্য নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করল।১৯ হে সুমিত্রা নন্দন! আমি তোমার অভিলাষিণী—তোমার বশবর্তিনী, তোমার ভোগের অনুকূল। আমি আজীবন তোমার সহচরী হয়ে থাকব; তুমি নিশঙ্ক হয়ে কমনীয়া পুরুষজীবনবর্ধিনী আমাকে বিবাহ কর!২০ লক্ষ্মণ তাকে বল্লেন—পূর্বে গোষ্ঠ থাকলেও এখন এই বন হিংস্র জন্তুর বাসভূমি, স্ত্রী-পুরুষের ভয়জনক। তুমি অসূর্যম্পশ্যা, তুমি এখানে কেন এমন বেপরোয়া বিচরণ করে বেড়াচ্ছ?২১ তুমি দীপ্তিময়ী, দেবতার ন্যায় রূপময়ী!—তবে

কেন মানুষকে পতিরূপে কামনা ক'রে এই বনে অপসরাদের মতো স্বৈরিণী হয়ে বিচরণ করছ ?২২ এই বন ভীষণদর্শন জন্তুতে পূর্ণ ; তুমি এখানে শালীনতা ত্যাগ করে কামুক পুরুষের প্রার্থনায় দক্ষতা অর্জন করেছ। তোমার কি পতি নেই ?২৩ কুটিরে রাঘব আছেন, তাঁর আয়ত লোচন। কান্তাসমন্বিত তিনি আমার প্রভু, তুমি নিভৃতে তাঁকে পতিরূপে কামনা কর।২৪ তাঁর স্কন্ধদেশ চন্দনে লিপ্ত, মুখ কুন্ডলে শোভিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত এবং যুদ্ধে তিনি সর্ব কর্মসাধনে সমর্থ—তাঁকে তুমি বরণ কর)।২৫ তিনি দুর্বলের রক্ষার জন্যই কটিদেশে অসি এবং অন্যের পক্ষে দুর্বহ শরযুক্ত যেন পাথরের ধনু ধারণ করেন।২৬ তিনি যুদ্ধে যজ্ঞবিঘ্নকারীদের পরাজয়কারী, সর্বদা ধর্মাচরণরত। এই বনে মুনিগণ তাঁকে পেয়ে স্ত্রী ও হোমধেনুদের সকল ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন।২৭ তখন ফিরে গিয়ে সেই রাক্ষসী 'হে রাম, আপনি আমাকে বিবাহ করুন'—আদরের সঙ্গে এই কথা বলতে বলতে রামচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করল।২৮ রামচন্দ্র তাকে বললেন, ঐ লক্ষ্মণের স্ত্রী নেই। আমার স্ত্রী আছে ; সে তোমাকে পতিরূপে অধিক পোষণ করবে তুমি তার কাছেই যাও, ছেড়ে দিও না।২৯ কামার্তা গাভী যেমন বৃষের দিকে ছুটে যায় তেমনি মদন শরাহত কামবেদনাতুর রাক্ষসী পুনরায় লক্ষ্মণের কাছে ছুটে গেল।৩০ তাকে আবার কাছে আসতে দেখে তাকে ছেদন করবার জন্য লক্ষ্মণের আগ্রহ হল। তিনি কটিদেশ থেকে অসি নিষ্কাসিত করে তার মুখ থেকে নাসিকা ছেদন করলেন।৩১ সেই রাক্ষসী বলল—আমি রাক্ষসী, শূর্পণখা। তুমি আমাকে জান না, তাই আমাকে এমন দন্ড দিতে সাহস করলে যার চিকিৎসা একমাত্র পরজন্মেই সম্ভব।৩২ রাক্ষসী আকাশে উঠে গিয়ে ভীষণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল এবং ধ্বংস করতে ইচ্ছুক হয়ে আক্রোশ প্রকাশ করতে লাগল আর জ্ঞাতিবর্গের শক্তির কথা বাড়িয়ে বলতে লাগল।৩৩

খরদূষণ সংবাদ

রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার জন্য সেই রাক্ষসী দন্ডকারণ্যবাসী তার দুই ভ্রাতা খর ও দূষণের সামনে গিয়ে বিলাপ করতে লাগল।৩৪ রাক্ষসী বলল—ভাগ্যবতী কৈকেয়ীর পুত্র ভরতের জন্য ভাগ্যহীনা কৌশল্যা ও সুমিত্রার যে দুই পুত্র নির্বাসিত হয়েছে তারা আমার কি করেছে একবার দেখ।৩৫ রাবণ আমার প্রভু আর তোমরা আমার দুই ভাই থাকতে এই ক্ষুদ্র তপস্বী আমার নাসিকা ছেদন করেছে। এটি যদি তোমরা ক্ষমার যোগ্য মনে কর তবে ক্ষমা কর।৩৬ যারা অসংস্কৃত বসন (অর্থাৎ বল্কল) পরিধান করে, বন্য ফল আহার করে এবং যারা পরিবার পালন করে না—তারা নীচ হয়েও আমাকে অপমানিত করল।৩৭ খর ও দূষণ—দুই ভাই তখন সেই রাক্ষসীকে বলল—কালই (অর্থাৎ শীঘ্রই) তুমি শ্রেষ্ঠ কল্যাণের অধিকারী হবে। তোমার সম্মান রক্ষার জন্যই আমরা প্রাণ ধারণ করছি।[৪] তুমি স্বস্থানে গমন কর, আশ্বস্ত হও, রোদন করো না।৩৮ হে ভীরু। অপরাধ না করলেও আমরা দিনরাত মানুষ ভক্ষণ ক'রে থাকি। সেই ক্ষেত্রে যারা আমাদের ক্ষতি করে তাদের আমরা ক্ষমা করবো—এ কি ক'রে সম্ভব ?৩৯ তখন খর ও দূষণ চতুর্দশ সহস্র সৈন্যে গঠিত এক বিশাল বাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রা করল—এই বাহিনীতে ছিল পারশ্বধিক (পরশু বা

কুঠার নিয়ে যারা যুদ্ধ করে), ধানুষ্ক (ধনু যাদের অস্ত্র), শাক্তিক এবং প্রাসিক (প্রাস অর্থাৎ বর্শা যাদের অস্ত্র)।৪০ রাম ও লক্ষ্মণ দেখলেন অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসদল সামনে এগিয়ে আসছে—তাদের কারও বহু মস্তক, কারও বা দুইটি, কারও তিনটি। তাঁরা তীর নিক্ষেপ ক'রে তাদের সংহার করলেন।৪১ সেই সকল রাক্ষসের মধ্যে কারও অঙ্গ ছিন্ন হল, কারও ভেঙে, কারও বেঁকে, কারও পিষ্ট হয়ে, কারও বা বিদীর্ণ বা বিপন্ন হয়ে গেল। কেউ মরল, কেউ ভয়ে পালাল, অনেকে উদ্বিগ্ন, আবার অনেকে যুদ্ধ করতে না পেরে লজ্জিত হল, অনেকে পুত্রাদির শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল। পৃথিবী আচ্ছন্ন হল এই সব বিচিত্র সৈন্যে।৪২ এদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁপতে লাগলো, কেউ গভীর পরিতাপে আচ্ছন্ন হল, কেউ রক্ত বমি করতে লাগলো—কিন্তু কেউ দীপ্তি লাভ করল না।৪৩ তারপর দক্ষিণ দিকে ব্যাধের বাণে বিদ্ধ মৃগ যেমন ব্যাধের দিকেই মরবার জন্য ছুটে আসে, তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন মরুভূমিতে তপ্ত বালুকার দিকেই ধাবিত হয়, ভীত সর্প যেমন উগ্রমুখ পক্ষিরাজ গরুড়ের দিকেই ছুটে চলে, তেমনি খরদূষণের অন্য ভ্রাতা ত্রিশিরা নামক রাক্ষসও রঘুনন্দন রামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হল।৪৪ রামচন্দ্রের তীক্ষ্ন বাণে সব মস্তকই ছিন্ন হওয়ায় মনে হল ত্রিশিরা যেন একটি পর্বত—যার শৃঙ্গগুলি ভূমিকম্পে ভিন্ন ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। মনে হল সে যেন সমস্ত রাক্ষসবংশ বিনাশের পূর্ব-চিহ্নস্বরূপ, সুতরাং রাক্ষসগণের ভীতির কারণ।৪৫

॥ ভট্টিকাব্যে রামনির্বাসন নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম সর্গ

খর ও দূষণ যুদ্ধ ঘিরে কখনও শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ প্রতিহত করতে লাগল, কখনও শত্রুর সামনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কখনও বা মায়াবশে দেহ ধারণ করল, কখনও বা ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠলো আবার কখনও শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত সহ্য ক'রে ফিরতে লাগলো[১]।১ খর ও দূষণ হস্তে খড়্গ, মুসল, বর্শা, চক্র, বাণ ও গদা ধারণ ক'রে ধূলি সমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে অস্ত্রজালের ছায়া বিস্তার করল।২ তারপর যুদ্ধে অপ্রমত্ত রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ্ন লোহফলকযুক্ত বাণের দ্বারা বার বার মর্মস্থলে বিদ্ধ ক'রে দুই শত্রু খর ও দূষণকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন।৩

রাবণ সমীপে শূর্পণখা

বান্ধবহীনা শূর্পণখা[২] তখন সেই বন থেকে সমুদ্রের পারে স্থিত লঙ্কাবাসী প্রভু রাবণের শরণাপন্না হল।৪ সে রাক্ষসগণের সভায় উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলো এবং ক্রোধে বিহ্বল হয়ে খর ও দূষণের নাম উচ্চারণ ক'রে ভাইদের জন্য রাবণের নিকটে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।৫ হে বীর! যে দুই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দণ্ডকারণ্যে বাস করতো দু'জন মানুষ যুদ্ধে ভৃত্যগণের সঙ্গে তাদের ভূমিশায়ী করেছে[৩]।৬ বৃহস্পতি যাঁর পুরোহিত, কার্তিকেয় যাঁর সেনাপতি সেই ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার কলহ অথচ তুমি উদ্যমহীন! এ তোমার কী নীতি?৭ হে প্রভু! যদি আমি বিকৃতনাসিকা[৪]

ও বান্ধবশূন্যা হয়ে না আসতাম তাহলে তুমি এসব কথা জানতেই পারতে না। কারণ তোমার গুপ্তচর ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল।৮ শত্রুদল ভবিষ্যতে যা করবে রাজার তা জানা উচিত। যা তারা ক'রে ফেলেছে তা তো অবশ্যই জ্ঞাতব্য। কিন্তু তুমি শত্রুকৃত অপকারের কথাও জানো না। সুতরাং তুমি মোটেই জয়ে আগ্রহী বিজিগীষু নৃপতি নও।৯ তুমি স্থায়ী ঐশ্বর্যলাভ করতে পারবে না। কেননা, অনুরূপ অনুচরপরিবৃত হয়ে তুমি অলস শয্যাশায়ী, প্রমাদযুক্ত, পাননিপুণ, উদ্ভ্রান্তচিত্ত হয়ে পড়েছ।১০ ইন্দ্র এখন সোমযাজী মুনি-অধ্যুষিত আশ্রমগুলিতে আহিতাগ্নি-মুনি-পরিবৃত নিজের যজ্ঞগুলিতে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে আসছেন। (সেই ভাগ এতকাল রাক্ষসদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।)১১ রাক্ষসগণ এখন আর ছানা,[৫] যজ্ঞীয় পিষ্টক বা হোমের ঘৃত[৬] কিছুই নষ্ট করে না।১২ রামচন্দ্রের যুবতী ভার্যা আছে। তিনি ধনু ধারণ ক'রে ভূমিতে থেকেও আকাশবিহারী যজ্ঞদ্বেষী রাক্ষসগণকে যমতুল্য শরের দ্বারা নিহত করছেন।১৩ দেবগণ ওষ্ঠের দ্বারা গ্রহণযোগ্য[৭] কোমল যজ্ঞীয় পশুর মাংস আহার করছেন। কিন্তু রাক্ষসগণ রামের ভয়ে ভীত হয়ে দশদিকে পালিয়ে যাচ্ছে।১৪ বুদ্ধিকে কুশাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ন কর, যথেচ্ছ বিচরণ ত্যাগ কর এবং পুরুষ-পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐশ্বর্য যাতে পুত্রপৌত্রাদির অধিকারে আসে সেই ব্যবস্থা কর।১৫ সহায়সম্পন্ন, উদ্যোগী ও মন্ত্রকুশল পুরুষগণ যে লক্ষ্মীকে লাভ করেও মনে করেন অলব্ধ—তুমি সেই লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করে আশ্বস্ত থেকো না।১৬ পুরুষসঙ্গকামা লক্ষ্মী পতির নিকটে থেকেও কৌতূহলে কুলটা রমণীর ন্যায় ছলে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে।১৭ সেই রামচন্দ্রের প্রিয় পত্নী রূপবতী নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,[৮] এবং হংসগামিনী। তিনি দূর্বাকাণ্ডের ন্যায় ক্ষীণকটি[৯] এবং বটকাণ্ডের ন্যায় বিশালনিতম্বা।১৮ যে তার মুখ দেখে নি, যে তার অধরে চুম্বন করে নি কিংবা যে তার মধুর বাক্য শোনে নি, বৃথাই বিধাতা তাকে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়েছেন।১৯ ঐ রমণী ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য রূপরস প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ রমণী যার অঙ্কশায়িনী তারই আনন্দ, তাকে ত্যাগ ক'রে অন্য রমণীর সঙ্গে শয্যায় শয়ন ধিক্কারের যোগ্য বলেই আমার মনে হয়।২০ ঐ রমণীকে দেখে তাকে পাবার জন্য চিত্তের উদ্বেগ হবে না, এমন লোক তো আমি দেখি না। সুতরাং ত্রৈলোক্যের বিনিময়েও তাকে আয়ত্ত ক'রে তুমি সার্থক হও।২১ ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, বরুণানী, রোহিণী, অগ্নায়ী, (অগ্নির স্ত্রী) বা মনাবী (মনুর স্ত্রী) কোন সীমন্তিনীই তাঁর তুল্য নয়।২২ রাক্ষসরাজ রাবণ প্রত্যুত্তরে শূর্পনখাকে বললেন - হে নিশাচরি! তুমি আশ্বস্ত হও। তুমি কেন ভয় করছ? ক্ষোভ ত্যাগ কর। হে বহুভাষিণি![১০] আমি রাবণ।২৩ ইন্দ্র আমার উপাসনা করে। আমার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলে আমার দণ্ডধর প্রহরীরা তাকে বাধা দেয়, আমি কুৎসিত কটাক্ষে তার দিকে অনাদরে দৃষ্টিপাত করি—তবু সে আমার আজ্ঞালাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।২৪ ইন্দ্রের কঠিন বজ্র আমার বক্ষে পতিত হওয়ায় তার কোটির অগ্রভাগ চূর্ণ হয়েছিল কিন্তু শতধা বিদীর্ণ হয় নি—এই জন্যই সে নিজেকে বলবান ও দৃঢ় মনে করে।২৫ আমি ঐরাবত হস্তীকে লঙ্কার বৃক্ষে বন্ধন করেছিলাম; কিন্তু বন্ধনের অনুপযোগী বুঝে আমি কি তাকে তৃণের মতো ত্যাগ করি নি?২৬ তুমি আমার পুরুষকার[১১] দেখ। আমার এই লঙ্কাপুরী উৎকৃষ্ট রত্নের আলোকেই অন্ধকারশূন্য; তবু আমার ভয়ে এখানে নিত্য পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়।২৭ আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সমস্ত

রত্নহরণ করেছি, রাক্ষসগণের বিরুদ্ধে তার সমস্ত উদ্যোগ নষ্ট করেছি। সে এখন স্বর্গে বাস করেও আমাকে কর দিয়ে থাকে। এইভাবে সর্বপ্রকারে লাঞ্ছিত ইন্দ্র কি নিজ পত্নীর নিকটে সলজ্জভাবে গমন করে না ?২৮ আমার শক্তির কোন তুলনা হয় না। তাই রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার কলহ লজ্জাজনক। তবু তোমার প্রার্থনায় আমি তার নিগ্রহের ব্যবস্থা করছি।২৯ এই কথা বলেই মনের তুল্য বেগশালী দশানন তীক্ষ্ণাস্ত্র নিয়ে আকাশে উঠে সমুদ্রতীরবাসী মারীচের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।৩০

রাবণ ও মারীচ

মারীচের নিকটে অবতীর্ণ হয়ে দশানন তাকে শূর্পণখা বর্ণিত বৃত্তান্ত শোনালেন। তখন বৃত্তান্ত শুনে ভীত হয়ে মারীচ দশাননকে বলল, ৩১ হে রাক্ষসরাজ ! যুদ্ধে শত্রুগণ যাঁর কাছে যেতে পারে না যিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ধনু ধারণ করেন, তাঁর কাছ থেকে তুমি পালিয়ে যাও।৩২ যে কার্তবীর্যার্জুন[১২] তোমাকে হীনজনোচিত সন্ধি করিয়েছিলেন তার যিনি সর্বলোকজয়ী হন্তা সেই পরশুরামকে এই রামচন্দ্র জয় করেছেন।৩৩ তাড়কা যমের মুখ দেখে তাঁর বিক্রম জেনেছে। আমি নিজেকে বীর মনে করতাম কিন্তু সিংহনাদী রামের এক বাণে আমি রণস্থল থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমিও তার বিক্রম জানি।৩৪ রামচন্দ্র যেমন তোমার পরাক্রম জানেন না, তুমি তেমন তার পরাক্রম জান না। আমি তাঁকে জেনেছি, তিনিও আমাকে জেনেছেন।৩৫ রামচন্দ্র অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে আমরা হীনবীর্য। তিনি মিথিলার যজ্ঞান্তে সেই ধনু ভেঙেছেন যার গুণারোপে কন্যা ছিল শুল্করূপে দেয়।৩৬ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এমন খর ও দূষণ তাঁর শক্তি বুঝেছে। আর সোমযাজী মুনিগণের সঙ্গে আহিতাগ্নি মুনিগণ যাদের রামচন্দ্র যজ্ঞে রক্ষা করেছিলেন—সবাই তাঁর শক্তি জানেন।৩৭ তুমি সুখী, সুরাপায়ী, নরখাদক ও মাল্যধারী হয়ে নারীগণের সঙ্গে লংকায় বিহার কর। বলবান্ রামচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ করো না।৩৮ রাবণ তখন মারীচকে ভয়ংকর গর্জন করে বললেন, রামচন্দ্র যদি অতিবৃদ্ধ পরশুরামকে জয় করেই থাকেন তাতে তার কি পৌরুষ প্রমাণিত হয়েছে ?৩৯ লজ্জা ও ভয় যার অলংকার রামচন্দ্র সেই তাড়কাকে বধ করেছেন। স্ত্রীলোকের প্রতি এই আচরণ যদি প্রশংসনীয় হয় তবে ক্ষুদ্রচিত্ত মানুষে পূর্ণ এই পৃথিবীকে ধিক্।৪০ তুমি তো ভীরু, গৃহেই তোমার বীরত্ব? তোমাকে যে রামচন্দ্র কুৎসিত ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের কুযজ্ঞে শরনিক্ষেপে ভয় দেখিয়েছিলেন এটিকে পৌরুষব্যঞ্জক কাজ বলা চলে না।৪১ হীন ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে একখানা বহু পুরাতন এবং ঘুণক্ষত ধনু যদি ভেঙেই থাকেন তাতে বিস্মিত হবার কি আছে ?৪২ ‘বনবাসী এই ক্ষুদ্র তাপস আমার কি করবে ?’ এই মনে করে অবহেলায় যুদ্ধ করে বীর খরদূষণ যদি মরে থাকে তবে তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে ?৪৩ হে দুর্বুদ্ধি মারীচ ! তুমি অত্যন্ত ভীরু তাই নিজের রক্ষক তুমি চাও। তুমি আমাদের গুণগুলি অস্বীকার করে শত্রুদের প্রশংসা করে থাক।৪৪ সুতরাং আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে বধ করবো কিংবা বনবাসী রাম ও লক্ষ্মণের নিগ্রহ করতে চাই বলেই

তোমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবো।৪৫ উদ্যত তীক্ষ্ন খড়্গধারী রাবণকে দেখে মারীচ ভীত হল ; সে তো বাঁচতেই চায়। সে রাবণকে মিনতি করে বলল আমি তোমার শত্রুর অভিমুখী হব।৪৬

মৃগরূপী মারীচ

আমি মৃগরূপ ধারণ ক'রে মৃগয়াসক্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অন্য স্থানে নিয়ে যাব, তখন তুমি শত্রুর অভিমুখী হয়ে স্বকার্যসাধনে যত্ন নিতে পারবে।৪৭ তখন মারীচ (মায়াবলে) স্বর্ণরত্নময় মৃগরূপ ধারণ করে সীতাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ ক'রে তাঁর সামনে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।৪৮ মৃগলোচনা সীতা স্বর্ণরত্নময় মৃগচর্ম পরতে ইচ্ছুক হয়ে বিশালবক্ষ রামচন্দ্রকে সেই মৃগের সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করালেন।৪৯ তারপর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ক'রে গজগতিতে সেই হেমরত্নময় মৃগের সন্ধানে গেলেন।৫০ সেই মৃগ কোথাও থেমে থেমে চলছিল, কোথাও লাফিয়ে চলতে চলতে থামছিল ; তার এই আশ্চর্য চেষ্টা দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন।৫১ মৃগের পশ্চাৎধাবনে বহুক্ষণ ক্লেশ ভোগ করে মর্মভেদে নিপুণ রামচন্দ্র লোভনীয় গতিসম্পন্ন পলায়মান সেই ভয়ংকর নিশাচরের মর্মবিদ্ধ করলেন : সে করুণ আর্তনাদ করে উঠলো[১৩]।৫২ বজ্র নির্ঘোষতুল্য সেই আর্তনাদ শুনে সীতা বিলাপ করতে করতে রামকে বিপন্ন মনে ক'রে লক্ষ্মণকে যেতে অনুরোধ করলেন, ৫৩ হে লক্ষ্মণ! এই তোমার ভ্রাতা বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে আর্তনাদ করছেন ; এই সময় তুমি জ্ঞাতির উপযুক্ত কার্য কর—রাঘবকে ভয় থেকে উদ্ধার কর। ৫৪ লক্ষ্মণ সীতাকে বললেন—এ তো রামচন্দ্রের শব্দ নয়, রামকণ্ঠস্বরের তুল্য প্রবঞ্চনাকারী মৃগের চিৎকার।৫৫ যাঁর স্কন্ধ, কন্ঠ ও অংস অত্যন্ত স্থূল, যিনি ককুৎস্থ বংশের গৌরব, সেই রাম ক্রুদ্ধ হয়ে বাণের দ্বারা দশদিক আচ্ছাদিত করতে থাকলে যুদ্ধে তাঁর সামনে দাঁড়াবে, অয়ি ভীরু, এমন কে আছে?৫৬ নিজের প্রাণ নিয়ে খেলা করতে, না হয় অস্ত্রাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়েই ঐ মৃগ যাঁর অঙ্গুষ্ঠ জ্যা নিষ্পেষণে কঠিন সেই রামচন্দ্রের নিকট মরিবার ইচ্ছায় এসেছে।৫৭ যাঁকে দেখলে শত্রু ভীত হয় সেই রামকে জয় করে কে বিস্মিত করবে? সুতরাং তুমি ভয় পেয়ো না—এখনই দেখতে পাবে, তোমার স্বামী কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছেন।৫৮ সীতা লক্ষ্মণকে বললেন—আমার ইচ্ছে, তুমি রামের অন্বেষণে যাও কিন্তু তুমি যেতে ইচ্ছুক নও। নিশ্চয়ই মনে মনে তুমি আমাকে (স্ত্রীরূপে) কামনা করছ।৫৯ 'তুমি শত্রুর করায়ত্ত হবে'—মিথ্যাপবাদদায়িনী সীতাকে অমঙ্গল বাণী শুনিয়ে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ সেই স্থান ত্যাগ করলেন।৬০

সীতার কুটীরে রাবণ

লক্ষ্মণ চলে যাবার পর সেখানে এলেন স্নানশুদ্ধ শুভ্রদন্তবিশিষ্ট শিখাধারী রাবণ। তিনি অক্ষমালায় গর্হিতভাবে জপ করছেন,[১৪] গোপীচন্দনের তিলক ধারণ ক'রে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসেছেন।৬১ তার ছিল কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র, কেশহীন

স্নিগ্ধ মস্তক, অঙ্গে কাষায়বসন এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি বাঁধা দণ্ড। তিনি উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে এলেন; সন্ন্যাসীর ব্রত ধারণ করেছেন তাই আঙ্গুলের ইঙ্গিতেই বেশী কথা বলছেন, আর ভ্রূ উত্তোলন করে দেখছেন।৬৩ নিজের রাক্ষসভাব গোপন ক'রে শান্তভাবের অভিনয় করতে করতে কুটিলগতিতে সেখানে এসে সীতাকে বললেন—আমার কথার আনুকূল্য করে সুখবিধান কর।৬৪ তোমার নিজের নিত্য সৌন্দর্যে চন্দ্রের[১৫] নৈশ শোভা ও পদ্মের দিবাকালীন শোভাকেও লজ্জিত ক'রে মধুরহাসিনী কে তুমি, অয়ি ভীরু, একাকিনী এই জনশূন্য বনে বাস করছ? হিংস্র জন্তুরা ক্ষুধিত হয়েও তোমাকে অসহায় দেখে কেন ভক্ষণ করে নি?৬৫-৬৬ এই বন অতি ভয়ংকর হলেও তোমার মোহিনী মূর্তি একে রমণীয় ক'রে রেখেছে। কেন তুমি এই ভীষণ বনে এসেছ তাই বল।৬৭ তুমি অনুকূল হয়ে কোন পুণ্যবান্ পুরুষের সঙ্গে নির্জনে সঙ্গম কর? কোন্ পুণ্যবান্ পুরুষ শৃঙ্গারকালে তোমার কাছে ভৃত্যের ন্যায় প্রিয়বাদী হয়ে থাকে?৬৮ তোমার এই রূপ সাগরবেষ্টিত ভূমণ্ডলে এমন কী স্বর্গলোকেও দুর্লভ। এই রূপদর্শনে আমার জীবনও ধন্য হল।৬৯ আমি মনে করি উৎকৃষ্ট পরিমলের সৌভাগ্যেভরা, সুন্দর দিনে ভ্রমর যার প্রাণভ'রে মধুপান করেছে, এমন পদ্মিনীর ন্যায় তুমি ভর্তৃহীনা[১৬] নও।৭০ তুমি লক্ষ্মীর শোভাহরণকারিণী! তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যের অভিমান মিথ্যা এবং বিষ্ণুও মিথ্যাই নিজেকে লক্ষ্মীবান বলে অভিমান করেন।৭১ মদন যদি তোমাকে দেখত তাহলে নিশ্চয়ই সে রতির জন্য অধিক উৎকণ্ঠিত হতো না কিংবা তার সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়াসক্ত হয়ে থাকতে পারতো না।৭২ তুমি মনোহারিণী, তোমাকে দেখে এমন কোন্ নারী আছে যে ঈর্ষা না করবে? জড় অথবা শিবতুল্য (জিতেন্দ্রিয়) এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তোমার কান্তি দেখে উৎসুক না হবে?৭৩ যার সঙ্গে তুমি সঙ্গমসুখে উৎসুক হয়ে প্রতিকূল আচরণ করো না, এজগতে সেই একমাত্র সুখী পুরুষ, অন্য সবাই দুঃখী।৭৪ শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে কোন্ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি লোভনীয়-দ্রব্যতুল্য তোমাকে এনে জনশূন্য বনে বসতি স্থাপন করেছে?৭৫ মূর্ততেজঃ স্বরূপা জনকনন্দিনী অর্ঘ্য প্রস্তুত ক'রে সাদরে গদগদ-কণ্ঠে রাবণকে এই কথা বললেন—৭৬ আমার স্বামী মহাকুলীন এবং ইক্ষ্বাকু বংশে জাত। তিনি পিতার প্রিয় কর্মকারী এবং তপস্বিগণের কল্যাণকারী।৭৭ তিনি শত্রুগণের নিহন্তা, সর্বদা সাধুগণের উপকারী এবং যুদ্ধে পরশুরামের গর্বখর্বকারী।৭৮ যিনি যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণের রক্ষক, সর্বদা কর্মসমূহের পূরণকারী এবং যিনি পিতার আদেশ পালনের জন্য বনে এসেছেন—তিনিই আমার স্বামী।৭৯ এই ভীষণ বনে তাঁর বাণের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, পক্ষিশৃগালের দ্বারা ভক্ষিত রাক্ষসগণ রাশীকৃত হয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে।৮০ যে রাম তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে ক্রীড়া করেন, বিশাল গদা নিক্ষেপ করেন এবং শত্রুদের বধ করেন তুমি সেই রামকে জান না এ কিরূপ কথা!৮১ মৃগবেধী সেই রামচন্দ্র আমাকে রক্ষার ভার তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর ন্যস্ত করে মৃগয়া করতে বনে গিয়েছেন, আমি যাঁর সন্ধানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রেরণ করেছি।৮২ সীতার কথা শুনে ক্রোধে রাবণের দেহ ঘর্মাক্ত এবং নয়ন রক্তবর্ণ হল; সমস্ত অঙ্গ থেকে নিসৃত স্বেদকণায় শরীর ব্যাপ্ত হল। নিজ হৃদয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে রাবণ সীতাকে

বললেন—৮৩ কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত ভরতের জন্য জ্যেষ্ঠা মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রামকে নির্বাসিত করা হয়েছে সে রাম সেই পুরুষের তুল্য যার পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত চোর অপহরণ ক'রে তাকে নগ্ন করেছে। এই রামকে কে শ্রদ্ধা করবে ?৮৪ হে কূপ-মাণ্ডূকি ![১৭] কু-ব্রাহ্মণের যজ্ঞে ভোজনবীর রাক্ষসদের যদি তিনি মেরেই থাকেন তাতে এত গর্ব বা বিস্ময়ের কি আছে ?৮৫ আমার পরাক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য, ভোগ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি অপহৃত হয়েছে ; এতে তার যে দুর্গতি হয়েছে তা কি আমার নিজের মুখে বলা উচিত ?৮৬ যার কারণে ধনাধিপতি কুবের লঙ্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন ; তাঁর দর্প চূর্ণ হয়েছিল, তাঁর পুষ্পক রথও অপহৃত হয়েছিল, তিনি এখন কৈলাসের অধিবাসী—সেই কারণের কথা কে না জানে ?৮৭ জলের মধ্যে ভগ্নতরণী বণিক যেমন চিন্তায় আকুল হন—সেইরূপ আমার ভয়ে ভীত স্বয়ং যম মুখ কালো করে উদ্যোগহীন হয়ে অবস্থান করছেন।৮৮ হে মৈথিলি ! ত্রিকূট পর্বতের উপরে সমুদ্র পরিখার দ্বারা বেষ্টিত, সকল রত্নের উৎস, স্বর্ণময়ী, আমার পুরী আছে—তার নাম লঙ্কা।৮৯ সেই পুরীতে ধৌত ও মার্জিত গৃহে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে দেহ লিপ্ত কর, সুবাসিত কর ; তারপর সুগন্ধ মালা প'রে আমার সঙ্গে সেখানে বাস কর।৯০ হে সুন্দরী, তুমি পুরুষের হিতকারিণী ; আমি স্ত্রীজনের হিতকারী যুবা পুরুষ—আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর। রামচন্দ্র নির্বাসিত, সুতরাং ভাগ্যহীন ; সে দরিদ্র—দরিদ্র রামচন্দ্রকে ত্যাগ ক'রে, আমার সঙ্গে বাস কর।৯১ ভৃত্যগণকে 'পান কর, ভোজন কর' প্রভৃতি নির্দেশ দানে নিরত থেকে, শৃঙ্গার বিলাসে মগ্ন থেকে দশাননকে আয়ত্ত করে শ্রেষ্ঠ গৃহে তুমি বাস কর।৯২ হে ভীরু, তুমি আমার প্রতিকূল হয়ো না—লঙ্কায় যেতে উৎসাহিনী হও। রত্নালঙ্কারে চারদিক উদ্ভাসিত ক'রে আমাকে আলিঙ্গন কর।৯৩

সীতাহরণ

নিশাচর রাবণ যখন বুঝলেন, সীতা প্রতিকূলভাবাপন্না, তখন তিনি তাকে হরণ করতে ইচ্ছুক হলেন। তারপর তাকে বাহুদ্বারা বলপূর্বক গ্রহণ ক'রে আকাশে উত্থিত হলেন।৯৪ ভীতা সীতাকে নিয়ে যখন রাবণ যাচ্ছিলেন তখন মৃগপক্ষীরাও তাঁর ভয়ে নীরব হয়ে রইল।৯৫

জটায়ু

দীনা অসহায়া সীতা তখন হা রাম ! হা লক্ষ্মণ ! ব'লে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে পক্ষিরাজ জটায়ু রাবণের উদ্দেশে কর্কশ বাক্য বলতে বলতে সীতার নিকটে উপস্থিত হলেন।৯৬ জটায়ু বললেন—তুই মুনিদ্বেষী রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করে পালিয়ে যাচ্ছিস্ ! তুই নীচাশয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—কিন্তু আমাকে অতিক্রম ক'রে তুই যেতে পারবি না।৯৭ যাঁর আচরণ যশস্কর, যিনি পৃথিবীতে খ্যাত, যিনি দয়ালু এবং পিতার আদেশ পালনকারী—তুই নির্লজ্জ তাই সে রামকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছিস্ ! তোকে ধিক !৯৮ আমি রামচন্দ্রের ভৃত্যতুল্য, আমি তাঁরই অনুগত ! অন্ধকারকে যেমন সূর্য নাশ করেন তেমনি আমিও তোকে নাশ করবো।৯

তখন ঐ কলহকারী পক্ষী জটায়ু সাধুজনের পীড়ক শ্রীরামের শত্রুতাকামী সেই রাক্ষসকে বধ করবার জন্য সশব্দে আকাশে উঠলেন ।১০০ আকাশের সমস্ত দিকে বিস্তৃত পক্ষ দুইটিকে কম্পিত করতে করতে মুখের আঘাতে রাবণের দেহ থেকে মাংস ও রক্ত বার ক'রে যুদ্ধ করতে লাগলেন ।১০১ জটায়ু রাবণকে মুখ ও পক্ষের দ্বারা আঘাত করতে গিয়ে ভীত, লজ্জিত বা ব্যথিত হলেন না। রাবণ তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেন, তবু তিনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন না ।১০২ পিশাচের মুখ বিশিষ্ট অশ্বের দ্বারা চালিত রাবণের রথ! ছত্র, কবচ ও ধ্বজযুক্ত সেই ভয়ানক রথকে জটায়ু কুৎসিত রথের মতই ভেঙে ফেললেন ।১০৩ জটায়ু শত্রুর ত্রাস সৃষ্টি করলেন, সেই যুদ্ধ দর্শনরত দেবতাদের প্রসন্ন করলেন—তারপর সেই বিংশতিবাহু রাবণকে সীতা পরিত্যাগে বাধ্য করলেন ।১০৪ রাবণ আকুল হলেন না, অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি কুৎসিত তর্জন করতে লাগলেন। পক্ষী জটায়ুও নখ ও চঞ্চুর অস্ত্রে তাকে বার বার ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন ।১০৫ ক্রোধের বশে সেই পক্ষী ও রাক্ষস পরস্পরকে বধ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। পক্ষীও[১৮] যেমন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন না, রাবণও তেমনি তাকে আঘাত করতে গিয়ে কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করলেন না ।১০৬ জটায়ু ও রাবণের যুদ্ধ দেখবার জন্য দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন কোন ছলে সেই মাংসাশী রাবণ পক্ষীর দুইটি পক্ষ সম্পূর্ণ ছেদন করলেন ।১০৭ ছিন্নপক্ষ জটায়ু ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। তা দেখে প্রসন্নচিত্তে রাবণ ভীষণ বেগশালী অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে (পুষ্পক রথে) রামের পত্নী সীতাকে নিয়ে নিজের বাসভূমি লংকাপুরীতে প্রস্থান করলেন ।১০৮

॥ ভট্টিকাব্যে সীতাহরণ নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ সর্গ

কামাগ্নি রাবণকে রাত্রিদিন দগ্ধ করতে লাগল। রাবণ বুঝতে পারলেন, বিদেহনন্দিনী রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য পুরুষে নিরুৎসুক ।১ রাবণ শত্রুর চেষ্টা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হলেন এবং রামচন্দ্রের আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠলেন ।২ তিনি সীতাকে প্রার্থনা ক'রে তিরস্কৃত হলেন কিন্তু তাতেও লজ্জিত হলেন না। সীতার প্রতি একান্ত আসক্ত হয়েও তিনি তাঁর প্রতি বলপ্রয়োগ করলেন না ।৩ তিনি নিজের চরদিগকে বললেন—'রামের বৃত্তান্ত জেনে নাও'; তারপর যত্নবান্ হয়ে রাক্ষসদের আদেশ দিলেন—'তোমরা সীতাকে রক্ষা কর' ।৪ এদিকে রামচন্দ্র মারীচকে নিহত ক'রে যখন ফিরে আসছেন তখন শুনলেন শৃগালের দল উচ্চস্বরে ভীষণ চীৎকার ক'রে অশুভ সূচনা করছে[১] ।৫ হয়তো বিদেহনন্দিনীকে খেয়ে ফেলেছে অথবা নিহত করেছে অথবা নিজেই মরেছে এই রকম আশংকা করতে করতে তিনি দূর হতে দেখলেন, শত্রুঘ্ন-সহোদর লক্ষ্মণ আসছে ।৬ রামচন্দ্র নিজের সহচারিণী সন্ত্রস্তা সীতাকে লক্ষ্মণ একাকিনী রেখে এসেছেন জেনে বুঝলেন—সীতা অসহায়া, গৃহে আর মঙ্গল নেই ।৭ তিনি দেবগণের নিকট সীতার কুশল প্রার্থনা করে লক্ষ্মণকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। বিহ্বল ভ্রাতা যথাবৎ ঘটনা রামের কাছে নিবেদন করলেন ।৮

রামের বিলাপ

গৃহ শূন্য দেখে রামচন্দ্র বনবাসীর নিকট সীতাকে প্রার্থনা করলেন ; তিনি আত্মা থেকে প্রাণ দোহন করেই যেন চিত্তকে শোকাবরুদ্ধ করলেন ।৯ (তিনি ভাবলেন) যেখানে সুতীক্ষ্ণ ঋষি তাপসগণকে ধর্মোপদেশ দান করেন হয়তো বা সীতা আশ্রমবৃক্ষ থেকে পুষ্পচয়ন করতে করতে সেইখানেই গিয়ে থাকবেন ।১০ রামচন্দ্র এই বলে নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন—কি কষ্ট! কি অদ্ভুত! হায় মাতঃ![২] দেবগণকে ধিক্! হায় পিতঃ! ওগো সুভ্রূ কোথায় আছ তুমি!১১ এখানে সীতা বসেছিল, এখানে শুয়েছিল, এই পথে লীলাভরে গিয়েছিল—মৈথিলীর এই সকল বিষয় স্মরণ ক'রে রামচন্দ্র গ্লানি অনুভব করতে লাগলেন ।১২ এই তো রাত্রিকালের পুষ্পমালা, এই তো দিবসের পুষ্পমালা যেন সীতা বিনা শোকভারেই শাখায় লম্বিত থেকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে ।১৩ যে সীতা অধিকক্ষণ নিদ্রিত থাকলে সে মৃতা এই আশঙ্কায় বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখতাম, এখন সেই সীতা বিনা যে আমরা বেঁচে আছি—এতে বুঝলাম অকালে মৃত্যু হবার নয় ।১৪ হে সীতে! তোমার এই পরিহাস কল্যাণকর নয় । তুমি আমাকে পরীক্ষা কোরো না, আমার কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ো না, আমার জীবন নিয়ে খেলা কোরো না ।১৫ আমি অসহ্যবিক্রম ভীষণ রাক্ষসকে (মারীচকে) বধ করেছি । আমি পতি, আমার কাছে তুমি আত্মগোপন করো না । ওগো প্রিয়ে! প্রিয় আমি, আমাকে তুমি আলিঙ্গন কর[৩] ।১৬ তুমি অকারণ আমার দোষদর্শিনী হয়ো না ; ভক্ত আমি, আমাকে অধিক ক্লেশ দিয়ো না । তুমি প্রতিকূল হয়ে কি পর্বত আশ্রয় করেছ, অথবা নদীতে নিমগ্ন হয়েছ ।১৭ ওগো প্রিয়ে—উত্তর দাও ; তোমার জন্য আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে ; তুমি অদৃশ্য থাকায় আমাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত এবং দেহ নিষ্প্রাণ ।১৮ তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে আমার চোখ ফুলেছে, মুখ ফুলেছে ; তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর তবে আমার মৃত্যু হবে আর তুমি কি করতে চাও তা যদি আমাকে না বল ।১৯ লক্ষ্মণ! কোপের কারণ যা কিছু সে বলেছে তা তুমি বল । দোষ না জানলে তার প্রতীকার কিরূপে সম্ভব ?২০ এখানে সীতা গান্ধদ্রব্যে দেহ বিলেপন করেছিল, স্নান করতে গিয়ে এখানে সে জলে অভিষিক্ত হয়েছিল, এখানে আমি তাকে দেখবো ব'লে ডেকেছিলাম । —রামচন্দ্র এসব কথা স্মরণ করতে করতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ।২১ কাঠের আগুন জ্বলতে লাগলে যেমন কাঠের সরটায় ছড়িয়ে পড়ে তেমনি প্রজ্বলিত শোকাগ্নিও রামের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করতে লাগল । বনের শীতল বায়ু যেন তাঁকে স্পর্শই করল না এমনিভাবে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি ।২২ রাম প্রিয়াবিরহে রোদন করতে করতে স্নানকালে চোখের জলেই অভিষিক্ত হতে লাগলেন, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যেও সে শোকাত অবস্থাতেই অশ্রুর তর্পণ করেছিলেন ।২৩ ঐরকম আর্ত হয়েও রাম কালোচিত ধর্মক্রিয়া কখনই ত্যাগ করেননি । প্রকৃতপক্ষে বিপদ উপস্থিত হলেও মহৎলোকের নিত্যক্রিয়া বাধা পায় না ।২৪ রাম এই বলে বীরদের ও রাক্ষসদের আহ্বান করতে লাগলেন—হে সীতাদ্রোহিগণ এস, রামের সঙ্গে যুদ্ধ কর ।২৫ মৃগপক্ষিশাবকগণ[৪] ! যিনি তোমাদের নিজের ন্যায় পোষণ করতেন, যিনি চন্দ্রের মতো দীপ্তিমতী ছিলেন—তিনি কোথায় গেলেন তার বিবরণ আমাকে বল ।২৬ জনকনন্দিনীকে লাভের আশায় রাম

পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে যে একটি মহাযুদ্ধ ঘটেছিল, লক্ষ্মণকে তা জানালেন।২৭ লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই সীতাকে বধ করতে ইচ্ছুক দুই রাক্ষস এখানে এসেছিল; তাদের পরস্পরের প্রহারের ফলেই ক্ষরিত হয়েছে এই অভিনব রক্তধারা।২৮ এখানে কবচ ভ্রষ্ট হয়েছে, এখানে অশ্বসহ রথ চূর্ণ হয়েছে; এস, সীতার অন্বেষণে অবিলম্বে আমরা এই পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করি।২৯ শোক আমাকে স্তব্ধ করেছে, বিষাদ আমার উদ্যম নষ্ট করেছে, প্রজ্ঞা যেন জীর্ণ হয়েছে, শোকে আমার শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।৩০ লক্ষ্মণ, দেখ এখানে সেই পাখীর ছিন্ন পাখা দু'টি ফুলে উঠেছে। সীতাকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল যে নিশাচর তার থেকেই এই ধ্বংস সম্পাদিত হয়েছে নিশ্চয়।৩১ রঘুব্যাঘ্র রাম ক্রুদ্ধ হয়ে জ্বলে উঠলেন, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর নয়ন রক্তাভ হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল ত্রিলোকই দুঃস্থ, তিনি সূর্যের মতো তেজঃপুঞ্জের দ্বারা ব্যাপ্ত হলেন।৩২ তাঁর উত্তম মনঃশক্তি জাগ্রত হয়ে যেন কৃতকৃত্যতায় ভরে উঠল। ক্রোধযুক্ত তাঁর সামর্থ্য অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল।৩৩ আপনা থেকেই তাঁর বিষাদ নির্গলিত হয়ে গেল। তাঁর বিক্রমও যেন আপনা থেকেই একত্র সঞ্চিত হচ্ছিল; তাঁর ক্রোধ ফেঁপে উঠল, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন।৩৪ তারপর গজবিক্রম রাম ধনু হাতে নিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন—আমি সূর্যের পথ রোধ করব, আমি কুলপর্বতগুলিকে বিদীর্ণ করব।৩৫ আমি সাগর জলশূন্য করব, স্বর্গ থেকে দেবগণকে বিতাড়িত করব, পাতালে সর্পকুল চূর্ণ করব এবং রাক্ষসদের ছেদন করব।৩৬ আমি অস্ত্রজালে কৌশল বিস্তার করে যমকেও মৃত্যুর অধীন করব এবং শ্রান্ত না হয়ে নিজের তেজে পৃথিবীকেও শুষ্ক করে চূর্ণ করব।৩৭ আমি রাক্ষসগণের ঐশ্বর্য হেলায় নাশ করব, ইন্দ্রের বিক্রম বিনষ্ট করব, সকল ধর্মমর্যাদা ভেঙে ফেলব এবং আকাশের বিস্তার সংকুচিত করব।৩৮ আমি বিনাশ করতে পারি না—এই মনে ক'রে এই জগতের লোক আমাকে শক্তিহীন মনে করে—এই কথা বলতে বলতে দশরথতনয় ধনুতে শরযোজনা করলেন।৩৯ এইভাবে ক্ষাত্রশক্তি বিস্তারে উদ্যত দহনেচ্ছু অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত রামচন্দ্র জগৎক্ষয় করতে ইচ্ছুক হ'লে সুমিত্রানন্দন[৫] লক্ষ্মণ তাঁকে নিবারণ করলেন।৪০

জটায়ু সংবাদ

তারপর তাঁরা আশ্রমের কিছু দূরে পর্বতাকার এক পক্ষী দেখলেন। রাম সীতাঘাতী মনে করে তাকে বধ করবার জন্য অগ্রসর হলেন।৪১ তখন সেই পক্ষী বলে উঠল—হে রাম, আমি জটায়ু[৬]। আমাকে মেরো না, আমি সীতাকে দেখেছি। তখন রামচন্দ্র পিতৃসখা জটায়ুর প্রতি সম্মান দেখালেন এবং তাঁর কাছে সীতার সংবাদ ও যুদ্ধের সংবাদ জানতে চাইলেন।৪২ তারপর সেই পক্ষিশ্রেষ্ঠ রাবণকে শত্রু বলে নির্দেশ করলেন এবং আঘাতের বেদনায় ব্যথিত হয়ে গিরিগুহায় প্রাণত্যাগ করলেন।৪৩ রাম-লক্ষ্মণ তাঁর অগ্নিসংকার করে অস্থি জলাঞ্জলি দিয়ে তর্পণ করলেন; তারপর বিষণ্ণচিত্তে চারদিকে সীতার সন্ধান করতে করতে আবার বনপ্রদেশে উপস্থিত হলেন।৪৪

কবন্ধ কাহিনী

তখন দীর্ঘবাহু কবন্ধ[৭] নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস তাঁদের দু'জনকে গ্রহণ

করল, ক্ষুধিত ঐ রাক্ষস বনের প্রাণীদের সবলে আকর্ষণ করে সর্বদা ভক্ষণ করত ।৪৫ রঘুশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাতে তার দুই বাহু ছেদন করলেন। ছিন্নবাহু ঐ রাক্ষস বিহ্বলভাবে পৃথিবী কাঁপিয়ে ভূপতিত হল ।৪৬ রাক্ষস রামকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করল। রাম তার কাছে নিজের বিবরণ, বনবাসবার্তা এবং জেতব্য শত্রুর বিষয় ব্যক্ত করলেন ।৪৭ কোন্ উপায়ে বৈদেহীকে পাওয়া যাবে ? কিরূপে শত্রুর সাক্ষাৎ মিলবে ? কি উপায়েই বা বিচ্ছেদ সহ্য করবো—তুমি আমাকে ব'লে দাও ।৪৮ রাক্ষস রামচন্দ্রকে বলল— হে রাম ! আমি শ্রীনাম্নী অপ্সরার পুত্র, মদ্যপায়ীর ন্যায় ভ্রমণ করতে করতে অবিবেকবশতঃ অপরাধ করেছিলাম তাই মুনির শাপে এই পাপাত্মা রাক্ষস হয়েছি ।৪৯ এখন তোমার বধ্য এবং তোমার অস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হয়েছি। তোমাকে বলছি — দেবশত্রু রাবণ সীতাকে হরণ ক'রে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে গেছেন ।৫০ ঋষ্যমূক পর্বতে শক্তিশালী সুগ্রীব নামে বিখ্যাত এক বানর বাস করেন। তিনি সীতার উদ্ধারের বিনিময়ে নিজের ভ্রাতৃবধ করাতে প্রস্তুত ; তা হলেও তা নিন্দনীয় নয়। তাঁকে আপনি মিত্ররূপে গ্রহণ করুন ।৫১ সেই ইন্দ্রদ্বেষী (সুগ্রীবকে) ক্রূরকর্মা রাক্ষসরাজ রাবণ দূর দেশের অধিবাসী ; আপনি তাঁকে সহায় করে নরখাদক শত্রুকে বিনাশ করতে পারবেন ।৫২ যেমন দণ্ডাহত বৃষ কোন ঋতুমতী গাভীকে স্মরণ ক'রে গোষ্ঠে অবস্থান করে তেমনি সেই বানর বালিকর্তৃক অপহৃতা নিজের স্ত্রীকে স্মরণ করে দিন কাটাচ্ছেন ।৫৩ হে রামচন্দ্র, আপনি শীঘ্র সেই সুগ্রীবের সঙ্গে সময়োচিত সখ্য স্থাপন করুন। এর ফলে আপনি লংকায় গিয়ে পাপী রাবণকে বধ করতে পারবেন ।৫৪ আমি সত্য কথাই বলছি। সেই সুগ্রীব মিথ্যা কথা বলেন না। আপনি তাঁর মিত্র হয়ে শত্রুহত্যা করুন ।৫৫ আপনি আদরণীয়, পূজ্য এবং অনুকরণীয় ; সুগ্রীব আদরণীয় এবং সেবার যোগ্য ; গুরুতুল্য আপনি শিষ্যসম সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈপ্সিত ফল লাভ করবেন ।৫৬ কার্যক্ষম কর্মচারি-পরিবৃত সেই সুগ্রীব অপর একটি সাগরও খনন করতে সমর্থ। আপনি তাঁর দুঃখ দূর করুন · তিনিও আপনার শোক দূর করবেন ।৫৭ সেই রামপ্রিয় রাক্ষস রাজসূয়যাজীর ন্যায় তেজে সূর্যের মতো দীপ্যমান হয়ে এইরূপ সত্যোক্তি করতে করতে স্বর্গে প্রস্থান করল ।৫৮ বিনা কর্ষণে যেসব লতা আপনা থেকেই ফলে উঠে[৮] তাদের দেখতে দেখতে রাম ও লক্ষ্মণ যেতে লাগলেন; রত্ন, অন্ন, পান ও ধাতু দ্রব্যাদির স্মৃতি[৯] তাঁদের হৃদয়ে আর জেগে রইল না ।৫৯ ব্যথাশূন্য, রাম-লক্ষ্মণ বনমধ্যে ভিদ্য ও উদ্ধ্য নামক নদদ্বয়ের মতো আরও নদ অতিক্রম ক'রে কার্যসিদ্ধিকরী তারকার মতো বিখ্যাত সিদ্ধ শবরীর[১০] নিকটে উপস্থিত হলেন ।৬০

সিদ্ধ শবরীর বর্ণনা

রাম দেখলেন সেই শবরীর পরিধানে বিশুদ্ধ বল্কল ; কটিতে মুঞ্জমেখলা, ব্রতচারণে দেহ ক্ষীণ, অঞ্জনপুঞ্জের মতো আকৃতি, হাতে পলাশদণ্ড এবং চর্মের আস্তরণ ।৬১ ব্যাকরণে প্রগৃহ্যপদের[১১] যেমন সন্ধিপ্রযুক্ত কোন বিকার হয় না তেমনি তিনিও বিকারহীনা। তিনি স্বতন্ত্রা দেবপক্ষপাতিনী এবং অনিন্দিতা ।৬২ তিনি নিরন্তর ধর্মকর্মে রতা, অবীর্যকর ফলেই তাঁর প্রাণধারণ ! রামচন্দ্র এই শবরীকে

দর্শন ক'রে এমন শ্রমের অভাব বোধ করলেন যেন তিনি কোন বাহনে সেখানে এসেছেন (অর্থাৎ তিনি শবরীকে দেখে প্রসন্ন হলেন) ।৬৩

শবরীর প্রতি রামের উক্তি

তারপর রাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন—তুমি অমাবস্যায় এমন ফলে পিতৃকর্ম করো তো যে ফল সুস্বাদু এবং অগ্নিতে পক্ক হয় নি ?৬৪ তুমি অবশ্য-শোধনীয় দেবভোগ্য হবি মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন করো তো ? তাছাড়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যজ্ঞে আহরণযোগ্য সোমলতাকে বন্দনা করো তো ?৬৫ প্রভাত ও সন্ধ্যায় তোমার আচমন সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় তো ? যথাকালে তুমি দক্ষিণাগ্নির ন্যায় অতিথির সম্মান করো তো ?৬৬ হে মহোদয়া ! দেবকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য কোন ধর্মদ্রোহী, অপ্রিয় ব্যক্তি তোমার আবাস আক্রমণ করে না তো ?৬৭ কুন্ডপায্য[12], উপচায্য এবং অগ্নিচিত্য[13] প্রভৃতি যজ্ঞ যাঁরা অনুষ্ঠান করেন তাঁদের কথায় তুমি প্রসন্ন হও তো ?৬৮ হে ভীরু ! তোমার তপোবৃদ্ধি হচ্ছে তো ? তপোবিঘ্নকারীদের তুমি জয় করেছ তো ? কাম এবং মোহকেও পরাভূত করেছে তো ? বিনয় তোমাকে আশ্রয় করেছে তো ?৬৯ তুমি তপশ্চর্যায় ক্লান্ত হও নি তো ? আচার্যদের সম্যক্ তুষ্ট করেছ তো ? যম থেকে তোমার কোন উদ্বেগ নেই তো ? নিজের তপস্যায় তুমি তুষ্ট হয়েছ তো ?৭০ তখন শবরী সাদরে মধুপর্কযুক্ত অর্ঘ্য নিয়ে এসে পূজ্য রাম-লক্ষ্মণকে ফল দিয়ে অর্চনা করলেন এবং নিজের সর্বাঙ্গীণ কুশল জানালেন ।৭১ কপিকুলের আনন্দদায়ক সুগ্রীব আপনার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবেন, আপনি শীঘ্রই মৈথিলীকে দেখতে পাবেন—এই কথা বলে শবরী অন্তর্হিত হলেন[14] ।৭২ তারপর বীর রাম ও লক্ষ্মণ পম্পার নিকটবর্তী বনে বাস করতে লাগলেন—সেই বনস্থলী মুনিশ্রেষ্ঠদের আনন্দদায়ক ; বনবাসীদের কাছে মনোরম ।৭৩ লক্ষ্মণ, ঐ দেখ আমাদের হৃদয়ভেদী পম্পা-সরোবরের শোভা ; ঐ সরোবর শব্দায়মান ভ্রমরশ্রেণী, কোকিল ও ক্রৌঞ্চের দ্বারা শোভিত ।৭৪ দেখ, দীপ্তিতে তারাকেও পরাজিত করে এমন সব পদ্ম বিকশিত হয়েছে—ঐগুলি উদ্ভাসিত হয়ে প্রিয়াবিরহিত ব্যক্তিকে হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে আরও পীড়িত করছে ।৭৫ যা কিছু রমণীয়তা তার সব কিছুই প্রিয়জনের অধীন। কারণ প্রিয়ার অভাবে আজ হংস ও কোকিলের শব্দও কটু ব'লে মনে হচ্ছে ।৭৬ যুবজনের হৃদয়বিদারী বিহঙ্গ এবং পুষ্পবর্ষী বৃক্ষ এই দুটি দ্বারা সেই ব্যক্তিই ব্যথিত হয় না যে অজ্ঞ অথবা যার কোন প্রিয়জন নেই ।৭৭ এই সব বিহঙ্গ কূজন করছে, বার বার মধুপান করছে এবং পুষ্পগন্ধের আঘ্রাণ নিচ্ছে—এতে আমি অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছি ।৭৮ এই সকল বৃক্ষ পুষ্পতরঙ্গের ধারক, জনগণের পীড়ক এবং হৃদয়ের মত্ততাজনক – এদের দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হচ্ছি ।৭৯ আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃখদায়ক এই বায়ু উত্তম সৌরভ বহন করে দেহে যেন লেপন করে দিচ্ছে। এতে কোন্ সচেতন পুরুষ বিরহানলে দগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে ?৮০ প্রচলিত পত্রের[15] অগ্রভাগে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তাফলের সৌন্দর্য ধারণ করে আমার হৃদয় দ্রবীভূত করছে ।৮১ কবে আমি এই দুঃখের অবসান করতে পারব ? যিনি জীবকে সংহার করেন সেই যম আমাকে সুখী করছেন না ।৮২ প্রচন্ড দাবানল যেমন পর্বত দগ্ধ করে তেমনই

ভ্রমরদল আমাকে দগ্ধ করছে। এখন এমন কি উপায় আছে যাতে আমি সন্তাপশূন্য হতে পারি ?৮৩ সমগ্র বনপ্রদেশই আমার কাছে যেন মদনমন্দির। এই সব দেখে আমার মন যেন সূর্যাদি গ্রহের দ্বারা আবিষ্ট কিংবা সমুদ্রের জলজন্তু দ্বারা আক্রান্ত মনে হচ্ছে।৮৪ এই সকল বৃক্ষের শাখা বায়ুর আঘাতে চঞ্চল। গুঞ্জনরত ভ্রমর গায়কের দ্বারা এরা পরিবৃত। মনে হচ্ছে এরা যেন নর্তক। এই দৃশ্য আমার পক্ষে একান্তই অসহ হয়ে পড়েছে।৮৫ শত্রুশক্তি-হননকারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন এক বৎসর বয়স্ক হস্তীর ন্যায় গতিশীল। ক্রমে তাঁরা ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন।৮৬ কপিবর সুগ্রীব আশংকা করলেন—ত'ারা বালীর চর। তিনি ভাবতে লাগলেন —আমি ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধ ক'রে কিভাবে জীবনধারণ করব ?৮৭ রঘুনন্দনদ্বয়কে শত্রুঘাতী মনে ক'রে সুগ্রীব সপরিবারে মলয়াচলে চলে গেলেন। ঐ অচল (এত উচ্চ যে মনে হয়) যেন আকাশের পরিমাণ স্থির করতেই উত্থিত হয়েছে।৮৮

দূত হনুমান

কপিবর সুগ্রীব বিপন্ন হয়ে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দূতরূপে প্রেরণ করলেন ; হনুমান অচঞ্চল, হিতকারী এবং দুঃখদূরকারী।৮৯ হনুমান পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, অভ্রান্তচিত্ত, এবং জিগীষুদের অভিপ্রায় নির্ণয়ে নিপুণ। তিনি বিশ্বাসপ্রদ ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করে আকাশে উঠলেন।৯০ হনুমান ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন। ঐ পর্বতে পবনচালিত বৃক্ষগুলি ভ্রমণশীল সুরাপায়ীদের মতো, গুঞ্জনরত ভ্রমরদল যেন সোমপায়ীদের মতো।৯১ সুখাহরণে দক্ষ হনুমান ভিক্ষুবেশে উপস্থিত, তাঁর আকৃতিও ভিক্ষা পাবার যোগ্য। তিনি মনোহর ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হয়ে কবচধারী বীর রঘুনন্দনদ্বয়কে বলতে লাগলেন,৯২ আপনারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বলশালী—কিন্তু এই গিরিশ্রেষ্ঠ ভগবান শংকরের পক্ষেও দুর্গম। এখানে আপনারা কি উদ্দেশ্যে এলেন তা বলুন।৯৩ এই পর্বতের অধিবাসী নিষ্ঠুর ও হিংস্র জন্তুগণ—এর গুহায় গুহায় থাকে রাক্ষস, এরা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। উন্নত গিরিতরুতে আচ্ছন্ন বলেই এই স্থান মানুষের অগম্য।৯৪ এই সকল গিরিপথে সিংহ বিচরণ করে—তারা প্রাণীদের পক্ষে ভয়াবহ ; এই পথ নতোন্নত প্রস্তরস্তূপে আচ্ছন্ন ; এই পথে ভ্রমণকালে নিঃশ্বাসের দ্বারাই নাড়ীর তাপ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—বালকোচিত দীপ্তি আপনাদের—আপনারা কেন এখানে এলেন ?৯৫ কত কূলপ্লাবিনী ভীষণ নদী এখানে তা-ই বা আপনারা পার হলেন কিভাবে ? বলুন ত, কুলধ্বংসী হস্তিগণই বা কেন আপনাদের বিনাশ করেনি ?৯৬ রাম হনুমানকে বললেন—হে বিজ্ঞ, আমরা স্বল্পসন্তুষ্ট মুনিদের রক্ষা করবার জন্য পিতার ইচ্ছানুসারে এই আকাশস্পর্শী গিরিপথে উপস্থিত হয়েছি।৯৭ জানবে, আমাদের পিতার নাম দশরথ ; তিনি প্রচুর অন্নদাতা ও ঐশ্বর্যশালী। তিনি সর্বজনের ভোগসুখবিধাতা, শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীতে বিখ্যাত।৯৮ এক মর্মঘাতী রাক্ষস আমার অসূর্যম্পশ্যা ভার্যাকে বন থেকে হরণ করেছে। আমরা তাঁরই সন্ধান করছি।৯৯ হনুমান রামচন্দ্রকে বললেন—বালী নামে এক বানর আছে যে সকলের উপরে স্থিত সূর্যকেও পরাভূত করতে পারে।১০০ সেই পাপদর্শী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ

সুগ্রীবকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। সেই মৈত্রীপ্রার্থী সুগ্রীবের অনুকূল দূতরূপে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।১০১ আমি প্রিয়ংবদ হলেও কখনও মিথ্যা বলি না। হে পরন্তপ! সখা সুগ্রীবের সাহায্যে আপনি শত্রুতাপন দশাননকে হনন করতে পারবেন।১০২ যা অসত্য তাতেই আমি মৌনী হয়ে থাকি। তাই একথা তোমাকে সত্যই বলছি,—তুমি এস, এসে সর্বকার্যক্ষম সুগ্রীব নামক বানরকে মিত্র করে নাও।১০৩ তারপর হনুমান রামচন্দ্রকে নিয়ে গগনস্পর্শী মলয় পর্বতে প্রস্থান করলেন। রাম হলেন কল্পতরু যশ হল তাঁর শাখা! ইনি হলেন কল্পতরুর মতোই ফলদায়ী।১০৪ ক্লান্ত সুগ্রীব বর্ষাঋতুর মতো রামচন্দ্রকে আসতে দেখে বালিরূপ সূর্যকে আর ভীষণ মনে করলেন না।১০৫

সুগ্রীব-সখ্য

রাম ও সুগ্রীব অগ্নিসমীপে[১৬] সখ্য করলেন, বললেন—এখন থেকে আমরা পরস্পরের প্রিয় কাজ করবো। তারপর তাঁরা দুজনেই দুজনের কল্যাণকর কাজগুলির আলোচনা করতে লাগলেন।১০৬ রামচন্দ্র কপিগণের স্বেচ্ছাকৃত ভোজন, চীৎকার, চলন শয়ন ও অবস্থান সবই প্রশংসার বিষয় ব'লে মনে করতে লাগলেন।১০৭ অতঃপর বানর সুগ্রীব বিষ্ণুপ্রতিম পৃথ্বীপতি রামচন্দ্রের নিকটে যুদ্ধে বালীর বিক্রমের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন।১০৮ সমগ্র ভূমণ্ডলে বালীর তুল্য শক্তিশালী কেউ নেই—এই আমার অন্তরের ধারণা; কিন্তু তাই ব'লে বালীর কাছে আপনার পরাভব ঘটবে এমন কথা আপনাকে বলছি না।১০৯ আপনি ক্রুদ্ধ হ'লে দূরগামী অমোঘ বাণের দ্বারা ইন্দ্রেরও ঐশ্বর্য নষ্ট করতে পারেন,—বালীর আর কথা কি!১১০ প্রভাতে উদীয়মান সূর্যের গতি কেউ রোধ করতে পারে না,—তার মত সেই দস্যুঘাতী বালীও মুনির বরপ্রভাবে সমরে এমন বিক্রমের অধিকারী হয়েছে যে তা অদম্য।১১১ হে রাম! বর্তমানে বালিবধ আমার সমস্ত দুঃখ দূর করতে পারে; কিন্তু আমার দুর্বল চিত্ত অতি প্রিয় ব'লে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।১১২ আপনি শত্রুকুলের শীর্ষচ্ছেদী; আপনাকে আসতে দেখে আমি মনে ভাবছি—যেন বালীর স্ত্রী পতিঘাতী চিহ্নে মণ্ডিত হয়েছে।১১৩ যদিও বালী অমিত শক্তিশালী, সর্ববিধ যুদ্ধোপায়ের অধিকারী এবং যুদ্ধে শত্রুসংহারপটু, পর্বতক্ষেপনে হস্তিবধে সমর্থ, তথাপি আপনি পাণিবাদক[১৭] সুনিপুণ বানরবৃন্দের সাহায্যে বালীকে জয় করতে পারবেন।১১৪ শ্লাঘ্যবিক্রমশালী বালী দেবশত্রু মহিষের (মহিষরূপী দুন্দুভি নামক অসুরের) বধ সাধন করেছে; ঐ বধব্যাপার অন্যের দুষ্কর তাই ইন্দ্রের তুষ্টিকর হয়েছিল।১১৫ বালী সেই মৃত মহিষটিকে এক যোজন দূরে নিক্ষেপ ক'রে সকলেরই প্রিয় হয়েছিল এবং শক্তি সত্ত্বেও সমস্ত লোকের পীড়ন না করায় সে স্বর্গেও প্রীতিভাজন হয়েছিল।১১৬ স্বল্পবুদ্ধি কপি রামের অস্ত্রশক্তি জানতে উৎসুক হলেন; রাম তাঁর প্রত্যয়ের জন্য ব্যোমস্পর্শী সপ্ততালতরু ভেদ করলেন।১১৭

সুগ্রীব-বালীর যুদ্ধ

তারপর বালীরূপ যজ্ঞীয় পশু বধ্য বলে নিশ্চিত হ'লে রামরূপ ঋত্বিকের দ্বারা সুগ্রীবের ভয় দূরীভূত হলো; ধৃষ্ট সুগ্রীব তখন সিংহনাদ করতে করতে ভ্রাতার

বাসস্থানের দিকে ধাবিত হলেন।১১৮ সিংহ যেমন মৃগের দিকে ধাবিত হয় তেমনি যুদ্ধে ভয়ংকর বালী সিংহনাদে দিগদিগন্ত পূর্ণ ক'রে গুহা থেকে নির্গত হয়ে ভ্রাতার দিকে ধাবিত হলো।১১৯ সেই সমরূপ বালী-সুগ্রীব কলহে প্রবৃত্ত হলে ইক্ষ্বাকু-কুল-নন্দন রাম তাদের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন; উদ্যত বাণ উপসংহৃত হলো।১২০ ক্লান্ত বানর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বালী কর্তৃক অত্যন্ত নিষ্পিষ্ট হয়ে ঈষৎ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে হরিণের মত দ্রুত প্রস্থান করলেন।১২১ রামচন্দ্র মালা দ্বারা সুগ্রীবকে চিহ্নিত করে বালীকে নিহত করবার জন্য সুগ্রীবের দ্বারা পুনর্বার তাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করালেন।১২২

বালীর মৃত্যু

সেই বানর সেনানীদ্বয়ের যুদ্ধকালে রামচন্দ্র দূরে বালীর প্রাণঘাতী বাণ নিক্ষেপ করলেন।১২৩ অর্থিদের প্রার্থনাপূরণকারী, বীরগণের অগ্রণী, সর্ববিধ শত্রুর পরাভবকারী, সুখপরায়ণ, স্থিরবুদ্ধি মহাকপি বালী (রাম নিক্ষিপ্ত) বেগবান বাণে বিদ্ধ হয়ে শকুনি ও শৃগালের ত্রাসজনক ভীষণ শব্দ করতে করতে সহসা ভূতলে পতিত হলেন।১২৪-১২৫ শত্রুঘাতী বালীকে পতিত দেখে অনাথ বানরগণ পুত্র-কলত্রাদির মতোই কাঁদতে কাঁদতে দশদিকে প্রস্থান করল।১২৬ বনবাসী মুনিগণ রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিলেন। মধুপায়িণী অর্থাৎ দুঃখে অনভিজ্ঞা কপিকামিনীরা বিলাপ করতে করতে বালীর নিকটে উপস্থিত হলো।১২৭

রামের প্রতি বালী

শূরমানী[১৮] বানররাজ, আঘাতের বেদনায় কাতর হয়ে সাধুমন্য রামচন্দ্রকে অসাধুর ন্যায় উচ্চকণ্ঠে তিরস্কার করতে লাগলেন।১২৮ হে রাঘব! আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম এ অবস্থায় আমাকে বধ করায় তুমি ব্রহ্মঘাতীদের পাপে লিপ্ত হয়েছ। কপট তাপস তুমি! মিথ্যা তোমার হবির্যজ্ঞ!১২৯ রে দুরাচার! তুমি পুণ্যকারী রাজা দশরথের পুত্র হলেও বিনা পাপে আমাকে নিহত করে নিজে পাপাচারী হলে। যারা সুকৃতিশালী তাদের কাছে তুমি কি বলবে?১৩০ তোমার পিতা দশরথ আহিতাগ্নি,[১৯] সোমযাজী[২০] এবং রথচক্রচিৎ[২১] প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অগ্নিতে যজ্ঞকার। তুমি কেন তার অনুসরণ করলে না?১৩১ তুমি পাপদর্শী[২২]! আমাকে নিঃশঙ্ক অবস্থায় বধ করে তুমি মাংস বিক্রয়ী ব্যাধ অপেক্ষাও গর্হিত কর্ম করেছে।১৩২ আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত এবং নিরপরাধ—তথাপি তুমি আমাকে বধ করলে! সুতরাং তোমার পিতা যে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন নি তা তিনি তোমাকে খল জেনে বুদ্ধিপূর্বকই করেছেন!১৩৩ হে কৌশল্যানন্দন! সত্যযুগের ব্রাহ্মণেরা যে পাঁচটি পঞ্চনখ[২৩] জন্তুকে খাদ্যরূপে নির্দেশ করেছেন, আমি কপি—সেই সকল শশকাদির মধ্যে একটিও নই।১৩৪ তুমি নিজেই ধর্মহীন, প্রজাপুঞ্জের পালন করবে কিরূপে? তুমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের কাছেই বা লজ্জিত হচ্ছ না কেন?১৩৫ রে লক্ষ্মণাগ্রজ দুর্বৃত্ত! অনুজের[২৪] প্রেরণায় তুমি

অক্ষত্রিয়োচিত রণে আমাকে নিহত করেছ—তোমাকে আমি অন্য কোন কুলজাত (নীচ কুলোদ্ভব) ব'লেই মনে করছি ।১৩৬

বালীর প্রতি রাম

রামচন্দ্র বালীর কথার উত্তরে বললেন – হে কপিরাজ, যাজ্ঞিকগণ, সোমযাজিগণ বা প্রাচীন বৃদ্ধ সম্প্রদায় যা করেন নি, আমি এমন কিছুই করি নি ।১৩৭ জালের দ্বারা কিংবা গলায় বন্ধনের দ্বারা নিকটস্থ মৃগপক্ষীদের যারা বধ করে, অথবা যারা পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে[২৫] তাদের নিধন করাই সেই প্রাচীন বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের অভিমত ।১৩৮ আমি শুনেছি, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপভুক্ত ভার্যায় তুমি উপগত হয়েছ, সুতরাং হে কপিরাজ,[২৬] তুমি বেদজ্ঞগণের নিন্দিত ।১৩৯ তখন বালী লজ্জিত হয়ে রামচন্দ্রকে অনুনয় করতে লাগল এবং প্রিয়পুত্র অঙ্গদকে সযত্নে রামের হাতে অর্পণ করল ।১৪০ ম্রিয়মাণ বালী সদ্ভাবসম্পন্ন হয়ে সুগ্রীবকে বলল – মনে রেখো, আমরা একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি ।১৪১ আমরা উত্তম পর্বতে বাস করেছি, প্রচুর মধু পান করেছি - সেই সব কথা মনে রেখো । কারণ এই হলো বন্ধুতার সময় ।১৪২ নিশ্চয়ই দৈব আমাদের এককালীন সুখ বিধান করেন নি । তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিকূল হয়েছিলেন । তাই এরকম করেছেন ।১৪৩ বালী ভ্রাতাকে প্রিয়তমা স্ত্রী এবং উত্তম স্বর্ণময়ী মালা দান করলেন । পরের রাজ্য এবং ভোগ্যবস্তু দান ক'রে ব্রণবেদনায় প্রাণত্যাগ করলেন ।১৪৪ সুগ্রীব রামের আদেশে বালীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন । এর পর তিনি অবিলম্বে গুহায় প্রবেশ করতে আগ্রহী হলেন ।১৪৫ চারদিক থেকে কপিগণ সুগ্রীবের নাম উচ্চারণ ক'র স্তব করতে লাগল । বানররাজ সুগ্রীব রঘুশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের অনুকূল হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন । ক্রমে বর্ষাকাল এলে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতের সানুসকল গাছের পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল । মধুমত্ত ভ্রমরগণ গুঞ্জন করতে লাগল । সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে প্রবেশ করলেন ।১৪৬

॥ ভট্টিকাব্যে 'বালিবধ' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

সপ্তম সর্গ

তারপর একদিন বন কাঁপিয়ে বর্ষার বায়ু প্রবাহিত হল এবং মেঘরাশি আকাশ ছেয়ে উত্থিত হল ।১ দীপ্ত মেঘমালা বজ্রের ধ্বনিতে ভরা—সেই মেঘপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন হয়েই যেন উৎপন্ন শস্যের পক্ষে তৃপ্তিকর নির্মল জল বর্ষণ করতে লাগল ; ঐ মেঘজাল সূর্যকে ঢেকে ফেলল, আকাশের সকল দিক ব্যাপ্ত করে বিদ্যুৎমালায় বেষ্টিত হয়ে শোভা পেতে লাগল ।২-৩

বর্ষাবিরহে রামের বিলাপ

রাম মাল্যবান্ পর্বতে থেকে ঐ মেঘ দেখে, জয়শীল হয়েও, অধৈর্য ব্যক্তির ন্যায় সহিষ্ণু এবং প্লানিযুক্ত হয়ে উন্মাদের ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন ।৪ বাতাস

মেঘখণ্ডের স্পর্শে শীতল, কদম্বপুষ্পের সুগন্ধ। এই প্রবহমান স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ বায়ু শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তিদের মনেও গ্লানি সৃষ্টি করে[১] ।৫ আমি রোগগ্রস্ত মন নিয়ে যেন ক্লেশ পাচ্ছি, আর এই জোনাকিখচিত, অনিষ্টকর, দৃষ্টিলোপী অন্ধকার আমার দুঃসহ হয়ে উঠেছে।৬ শব্দায়মান চাতকেরা আমাকে আহত করছে ; সর্বত্র সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎও তাদের সঙ্গে মিলে আমাকে শোকগ্রস্ত করে তুলেছে।৭ বর্ষার জলকণা শীতল হলেও দেহলগ্ন হয়ে দহনকারীর মতো মনে হচ্ছে ; আর ময়ূরেগণ নৃত্যপরায়ণ হলেও আমার দোষ দিচ্ছে বলে অসহ্য হয়ে উঠেছে।৮ অদৃষ্টবলে প্রবর্তিত এই বর্ষণধারা বিদ্বেষ ক'রে যেন অনপকারী নির্দোষ ব্যক্তিকেও নিপতিত হয়ে পীড়ন করছে।৯ এই বজ্রধ্বনিময় জলবর্ষী ঋতু সুখদুঃখপরিত্যাগী যোগিজনের চিত্তকেও মুগ্ধ করে ফেলবে।১০ ঐ গর্বিত চাতক[২] যেন আমার চিত্তকে পীড়িত করার জন্যই জল পেয়েও অবিশ্বাসীর মতো বার বার মেঘের নিকটে জল প্রার্থনা করছে।১১ এই পাপিষ্ঠ ভেকের দল বৃথাই চীৎকার করে যাচ্ছে, এরা (কর্কশতার জন্য প্রাণিমাত্রেরই পীড়ক—বিরহীদের এরা হিংসা করে। এরা কামনাহীন হবে কবে ?১২ রামচন্দ্র বর্ষাকালীন রাত্রি ও রাত্রিতুল্য[৩] দিনের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন, কখনও বা শোক প্রকাশ করতে লাগলেন ; এইভাবে বর্ষায় তিনি অতি কষ্টে রাত্রি ও দিন কাটাতে লাগলেন।১৩

মাল্যবান পর্বতে শরৎ

অনন্তর শরতের অভ্যুদয়ে রামচন্দ্র দেখলেন—বলধ্বনিতে মুখর উড়ন্ত ক্রৌঞ্চশ্রেণীতে শুভ্র আকাশ ব্যাপ্ত হয়েছে ; এদের দর্শনে উৎকণ্ঠা বর্ধিত হচ্ছে।১৪ উদ্ভাসিত চন্দ্র দেখে রামচন্দ্র শোকগ্রস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—লক্ষ্মণ ! দেখ, কেমন জোর গতিতে হংসগণ পদ্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।১৫ ঐ কামপরায়ণ কপি আজও যাত্রার কোন উদ্যোগ করছেন না ; তাই বিরহব্যথার উদ্দীপক আকাশের তারা আমাকে (সুগ্রীবের প্রতি) ক্রুদ্ধ ক'রে তুলছে।১৬ অন্ধকার ধ্বংস করে, পদ্মদল বিকশিত করে সূর্য যে দিনের আরম্ভে দীপ্তি পাচ্ছেন একথা কি কপি (সুগ্রীব) জানেন না ? (বর্ষার শেষে শরৎ এলো এ খবরও কি সুগ্রীব রাখেন না ?) ১৭ বর্ষা অতিক্রান্ত, তবু সুগ্রীব প্রমত্ত হয়ে গৃহে অবস্থান করছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি বালীর অবলম্বিত পথেই গমন করবেন !১৮ লক্ষ্মণ ! তুমি জয়শীল, দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে সেই মধুরভাষিণী রমণীদের সঙ্গে আসীন সুগ্রীবকে নিষ্ঠুর বাক্য বলবে।১৯ তুমি সত্বর সেই পাপী, শৈলাশ্রয়ী, আমার প্রতি অনাদর প্রকাশ করতে উদ্যত নিষ্ঠুর কপিকে তিরস্কার করে ন্যায্য কথা শোনাও।২০ তুমি দ্রুত সেই পর্বতে গিয়ে স্ত্রীকামী, নিদ্রাসক্ত, ভ্রমরের ন্যায় মধুপায়ী[৪] বানরকে কাঁপিয়ে দিয়ে নির্দয়বাক্য বলো।২১ লক্ষ্মণ উত্তমগতিসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ এবং জয়শীল[৫] ; তিনি দীপ্ত ধনু গ্রহণ ক'রে অস্থিরপ্রকৃতি বানরদের নিকট উপস্থিত হলেন।২২ সেই শত্রুঘাতী, তেজস্বী ও অচঞ্চল লক্ষ্মণকে কর্তব্যকার্যে অবহিত পবননন্দন হনুমান বিনীতভাবে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন।২৩ কামাসক্তা কামিনীগণে পরিবৃত সুগ্রীব নিজের মঙ্গল ব্যক্ত করলেন এবং প্রভুর অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে লক্ষ্মণকে প্রণাম ক'রে বললেন—২৪ প্রভো ! আমি আপনার প্রসাদে

রাজা হয়ে স্তুতিশীলা উজ্জ্বল রমণীদের সঙ্গে যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে নির্ভয়ে এখানে বাস করছি।২৫ আমি রামপ্রদত্ত ভোগে আসক্ত থেকে বিদ্যুতের লয়, সূর্যের দীপ্তি, দীপ্যমান চন্দ্রের আলো—কিছুই জানতে পারিনি।২৬ হে প্রভো! এই আমি সম্প্রতি ভূতল, পর্বত ও সমুদ্রের অন্তগামী বীর বানরসেনাদের পাঠাচ্ছি। তারাই রামের শোক দূর করতে পারবে।২৭ তারপর রামের কায সম্পাদনে উদ্যোগী হয়ে সুগ্রীব সমস্ত বানরসেনাকে দ্রুত উপস্থিত হতে আদেশ দিলেন।২৮ সুগ্রীব আরও বললেন—সীতালাভের উদ্দেশ্যে মিত্রকার্য করবার জন্য আমরা আজই দ্রুত রামদর্শনে যাত্রা করব।২৯ তারপর ভীষণ বানরসংঘ রামের সাহায্যে দশদিক ব্যাপ্ত করে সহর্ষে সেখানে উপস্থিত হলো।৩০ শত্রু সংহার করব—এই বলে সহসা পৃথিবী রাবণহীন করতে উদ্যত হয়েই যেন বানরসেনাদল সুগ্রীবের নিকটে এসেছিল।৩১ আগত এই কপিসেনার সাহায্যেই আমি কার্য সমাপ্ত করব—এই স্থির করে সুগ্রীব এলেন রামের কাছে। রাম যেন শীতলতরু আর সুগ্রীব এলেন তাঁর ছায়ায়।৩২ রামচন্দ্র বানরদের সমাগম দেখে মনে করলেন—এই সমাগম কার্যসাধনের যোগ্য! তিনি ভাবলেন—রাবণের বিনাশ যেন সুসম্পন্নই হয়েছে।৩৩

সীতার অন্বেষণ

তারপর সুগ্রীব এই কার্যসাধনে স্থির নিশ্চয়ে সমাগত কপিদের গুরুর মতোই কোন্ দিকে কতদূর যেতে হবে তার সীমা নির্দেশ ক'রে দিলেন।৩৪ সুগ্রীব সজলজলদনাদী চারুগতি হনুমানকে বললেন—তার সঙ্গে ছিলেন অঙ্গদ জাম্ববান আর নীল।৩৫ তোমরা যমস্থান দক্ষিণ দিকে যাও। নীতি প্রয়োগ ক'রে চলবে। সমুদ্রের জলগর্জনকে নিজেদের গর্জনদ্বারা তর্জন করতে করতে, পর্বতের উচ্চতা ছুটে গিয়ে জেনে নিয়ে নিয়ে, সুন্দর বিক্রম প্রকাশ করে ইচ্ছামতো বন ভাঙার কাজ করে সকল সময় উদ্গার-সুগন্ধি ফলরাশি পর্যাপ্তভাবে ভোজন করতে করতে, আর ধান্যরাশির উপর হস্তক্ষেপ অভীষ্ট না করে চলতে থাকবে।৩৬-৩৮ মহাযজ্ঞে সামবেদিগণের কণ্ঠে উচ্চারিত স্তবের ন্যায় পুষ্পগত ফলশায়ী মধুকরের গুঞ্জন শুনতে শুনতে, দক্ষিণসাগরের জলবিস্তার আলোচনা করে, মুষ্টিবদ্ধ নিপীড়িত ফলরস পান করে তোমরা যাবে।৩৯-৪০ তোমরা একমত হয়ে যেখানে যা ন্যায্য তা পর্যায়ক্রমে করবে; সকলে সমবেত হয়ে ফলসংগ্রহ ও রাত্রিতে শয়ন করবে।৪১ তোমরা ক্ষুদ্রকায় হয়ে আবার ছল করে ও শত্রুদের উপহাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করে রাক্ষসের গৃহগুলিতে সীতার সন্ধান করবে।৪২ যে পর্যন্ত বিদেহনন্দিনীকে তোমরা দেখতে না পাবে সেই পর্যন্ত কোন কোলাহল কোরো না। তার দেখা যখন মিলবে তখন তোমাদের শত্রুনিগ্রহ সার্থক হবে।৪৩ তোমরা ভিক্ষাপাত্রধারী ভিক্ষুকের বেশে ধর্মানুমোদিত চেষ্টার দ্বারা পতি মিলনের জন্য ধ্যানমগ্না সীতার সন্ধান করে জানতে চেষ্টা করবে।৪৪ একমাস কাল অতীত হবার আগেই তোমরা যাগনিষ্ঠ দ্বিজগণ কর্তৃক পরিগৃহীত সুসংস্কৃত বেদীর মতো সেই অনিন্দিতবেশধারিণী সীতাকে দেখে আসবে।৪৫ যাঁর অবিচলিত গুণরাশি নীবারফলমূলাহারী ঋষিগণকে অতিক্রম করে থাকে তোমরা তাঁকে গিয়ে দেখে এসো, শীঘ্র যাও।৪৬ উন্নতদেহ মেঘনাদী গজমতি রাম মেঘনাদী দূরগামী হনুমানকে

বললেন।৪৭ বৃষ্টির অভাব ঘটলে কৃষকেরা যেমন বৃষ্টি প্রার্থনা করে তোমরাও তেমনি 'সীতাপ্রাপ্তি' প্রার্থনা করো। সুগ্রীবের নির্দেশে তোমরা তাঁর অন্বেষণে যাও।৪৮ বণিক যেমন তুলাদণ্ডের সূত্র হাতে নিয়ে সিদ্ধির জন্য যোগ্যকালে যোগ্যদেশে গমন করে তেমনি তোমরাও এই অঙ্গুরীয়ক নিয়ে যথাকালে সীতার অধিষ্ঠিত দেশে যাও।৪৯ তারপর বানরগণ অভিজ্ঞান নিয়ে সূর্যের রথবাহী মুক্তরশ্মি অশ্বের ন্যায় দ্রুত আকাশ-পথে লাফিয়ে উঠল।৫০ বানররাজ সুগ্রীব ত্বরান্বিত হয়ে কোটি বানরের সঙ্গে শতবলি নামক বানরসেনানীকে উত্তরদিকে এবং সুষেণ নামক বানরসেনানীকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করলেন।৫১ বিনত নামক অন্য এক বানরসেনানী অব্যাকুল চিত্তে মুক্তরশ্মি দূরগামী অশ্বযুক্ত সূর্যের ন্যায় কোটিসংখ্যক কপিসৈন্য সঙ্গে নিয়ে পূর্বদিকে প্রস্থান করল ৫২ হনুমানপ্রমুখ বানরগণ সীতার দর্শনলাভের জন্য উত্তম আস্তরণতুল্য শারদ মেঘে আচ্ছন্ন বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হলো।৫৩ গিরিশিখরে সিংহগণকে তুচ্ছ করেই যেন সূর্য-পথের বাধাস্বরূপ বিন্ধ্যাচলে বানরগণ বিচরণ করতে লাগল।৫৪ শত্রুর বিনাশ এবং সীতার সন্ধান এই দুটি লক্ষ্যে স্থির থেকে বানরগণ উচ্চ পর্বতগুলিতে ভ্রমণ করতে লাগল এবং দুস্তর নদীগুলি পার হতে লাগল।৫৫ সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করে সিংহদের ভোজনে বঞ্চিত ও প্রহারে আক্রান্ত করে বানরগণ নিজেরা অনাহারে থেকেও সমাদরে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ স্থানে যেতে লাগল।৫৬ কতকগুলি বানর হাসতে হাসতে যেতে লাগল, কতকগুলি বানর মুনির মতো মৌনীভাবে সংযত হয়ে চলল, অন্য বানরেরা কোলাহল করতে করতে অগ্রসর হল।৫৭ ক্লান্তিবশতঃ বাকস্ফূর্তিহীন এবং ধনের ক্ষতিতে আনন্দহীন মানুষ যেমন একান্তে উপবেশন করে তেমনি সেই বানরেরা সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত, নীরব এবং অবসন্ন হয়ে এক গিরিনিতম্বে উপবেশন করল।৫৮ তারপর সেই বানরগণ হৃষ্ট হয়ে উঠল। তারা দেখল পশুপালের ন্যায় বহু পক্ষী দলে দলে গুহাদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।৫৯ বানরেরা দেখলো পক্ষীগুলি কপট পাশাখেলায় পণকারী ধূর্তের মতো চোরের মতো গিরিগুহা থেকে চলে যাচ্ছে।৬০ পক্ষিকুলের উপসর্পণ দেখে সেখানে জল আছে এ বিষয়ে বানরেরা নিশ্চিন্ত হলো।[৭] তখন রণপণ্ডিত বানরগণ জলাধার লাভের আশায় পরস্পরকে আহ্বান করে অথবা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করল।৬১ তৃষ্ণা দূর করতে ইচ্ছুক হয়ে বানরেরা অভিজ্ঞদের আহ্বান ক'রে ঘন অন্ধকারতুল্য গুহাদ্বারে দ্রুত উপস্থিত হলো।৬২ লৌহবুটের ন্যায় কঠিনস্কন্ধ বানরেরা সেই গুহাদ্বারের পরবর্তী একটি মুক্ত স্থানে—সৌধগৃহের অলিন্দে এক ললিতাঙ্গী রমণীকে দেখতে পেল ৬৩ সেই বানরদের মুষ্টি লৌহমুদ্গরের মতো দৃঢ়—তাদের মুষ্টির আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন বৃক্ষের অংশ দেখে মনে হতো যে কুঠারের দ্বারা কর্তিত। সেই বানরগণ রমণীকে কুশল প্রশ্ন করল।৬৪ রমণীর চন্দ্রকান্তি যেন অন্ধকারকেও দূর ক'রে দিচ্ছিল। অথবা সেই রমণীর ছিল মেঘমুক্ত চন্দ্রের দ্যুতি)। বানরেরাও পদভরে তৃণগুল্ম মর্দন করতে সমর্থ[৮]; তাদের বাহু লৌহনির্মিত অর্গলের মতো; এই বানরদেরই রমণী মৃদু হেসে কুশল প্রশ্ন করলেন।৬৫ সেই রমণী গিরিগুহাশ্রয়ী, দলবদ্ধভাবে আগত ও প্রশস্ত সেই বানরদের রসেভরা বহুবিচিত্র ফল ও সুস্বাদু শীতল জলের দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন।৬৬ বিভিন্ন ধরণ এবং আকারের তরুরাজিতে সমাচ্ছন্ন সেই সৌধগৃহ; সেই গৃহেরই এক স্থানে বানরের দল প্রচুর ফলভোজনে তৃপ্ত হয়েছিল। তৃপ্ত হয়ে তারা সেই

দীপ্তিময়ী[9] রমণীকে জিজ্ঞাসা করল —এ কার পুরী ?৬৭ হে কল্যাণি ! তুমি কার থেকে এ পুরী সযত্নে রক্ষা করছ —তা বলো। তোমার দর্শনলাভ আমাদের কাছে স্বপ্নে পাওয়া রত্নের মতোই মনে হচ্ছে।৬৮ সমুদ্রবৎ গম্ভীর সেই বানরসংঘকে রমণী বললেন —এটি শিল্পকলার নির্মিত দানবরাজের পুরী।৬৯ দানবরাজ মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিল, সেইজন্য বলিদ্রোহী ইন্দ্র তাকে নিহত করেছেন। আমি মেরুসাবর্ণি নামক সেই দানবের কন্যা, আমার নাম স্বয়ংপ্রভা।৭০ তোমরা যদি এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে ও প্রভুর কার্য ক'রে আত্মকীর্তি রক্ষা করতে চাও তবে নিজের নিজের করতল দিয়ে চক্ষু আবৃত করো —আমি তোমাদের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।৭১ বানরগণ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল —তারা চক্ষু আচ্ছাদন করল। তখন সেই প্রশস্তগতি রমণী মন্ত্রবিদ্যার মতোই কুটিলগতি বানরদের বাইরে পাঠালেন।৭২ তার উপদেশে বানরগণ রসাতল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে জানতে পারল নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হয়েছে; তখন তারা লজ্জিত ও ব্যথিত হলো।৭৩ বানরগণ (রাজজগতের) পরীক্ষাভঙ্গভয়ে ভীত হলো এবং রাজকার্য সমাধা না ক'রে কিরূপে আমরা সমাদর লাভ করব এইরূপ চিন্তান্বিত হয়ে আলোচনা শুরু করল।৭৪ বালিপুত্র অঙ্গদ ভাবলেন প্রায়োপবেশনের দ্বারা কল্যাণ হবে, এই ভেবে হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করে তিনি সেই পর্বতের উপরে যোগে অধিষ্ঠিত হলেন।৭৫ জাম্ববান যেন ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করে বললেন কাল্পনিক শোভা করে শালভঞ্জিকাতুল্য[11] বিষয়সমূহকে ধিক্।৭৬ এই রাজপুত্র অঙ্গদ যে কাজ করছেন, আমিও সেই কাজ করব এই ব'লে জাম্ববানও প্রায়োপবেশন করলেন।৭৭ হনুমান বানরদের বললেন—'এই বৃদ্ধ জাম্ববান যখন সন্ন্যাসী হলেন, আমিও পর্যায়প্রাপ্ত প্রায়োপবেশন করব'।৭৮ 'আপনাদের অভাবে যে বেঁচে থাকবে তার জীবনে ধিক্' —এই বলে সমস্ত বানরই যোগাসনে বসলো।৭৯ বানরগণ বলতে লাগল —কবন্ধের মৃত্যুই প্রকৃষ্ট হয়েছিল; অসি দ্বারা বধ করায় তা ক্লেশকর হয়নি তার অগ্নিসংস্কারও হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই অনাথবৎ মৃত্যু ধিক্কারের যোগ্য।৮০ তারপর বানরগণের সেই প্রায়োপবেশন তার ভোজ্যরূপে মনে করিয়ে এক বিরাট কদাকার পক্ষী[12] মন্দগতিতে সেখানে এল।৮১ দেহভেদনক্ষম চঞ্চুবিশিষ্ট সেই অশুভকর পক্ষীকে দেখে বানরগণ নিজেদের পাপাশ্রিত আত্মার জন্য বার বার শোক করতে লাগল।৮২ দণ্ডকারণ্যবিহারী পক্ষী জটায়ুই পুণ্যবান্; সে রামের কার্য সম্পাদন ক'রে অগ্নিসংস্কৃত হয়ে স্বর্গে আরোহণ করেছে।৮৩ এই নরকের অবতার আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে আগত হয়েছে। আমরা নিশ্চেষ্ট, তাই এ আমাদের অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবে।৮৪ এই পক্ষী যেন কৃতান্তের জাল; এর আকৃতি আমাদের প্রাণ বয়ে নিয়ে যাবার ভাজন; এর চঞ্চুর অগ্রভাগ আমাদের দেহখননে সমর্থ। একে পেয়ে আমাদের সুখ দুর্লভ হয়ে গেল।৮৫ এই পক্ষী আমাদের একটুও সমৃদ্ধি করবে না কেননা ও জন্মান্তরেও শুভকর্ম করেনি, তাই ক্ষুধায় আর্ত হয়ে আমাদের ভোজন করতে এদিকে আসছে।৮৬ পক্ষী বানরদের কাছে এসে মধুরকণ্ঠে বলল —এই পর্বতশিখর মনেরও অগম্য; এখানে কে তোমরা রামকথা কীর্তন করে বিলাপ করছ এবং সাদরে আমার সহোদর জটায়ুর প্রশংসা করছ ?৮৭-৮৮ পক্ষীর শঙ্কানিরসন বাক্য শুনে বানরগণ তাকে বলল —আমরা শত্রুদমনেচ্ছুক রাজা রামচন্দ্রের দূত।৮৯ কোন এক দুষ্কুলজাত ব্যক্তি সেই মহাকুলীন

রামের কুলোচিতা উচ্চ বংশজাতা প্রিয়া পত্নীকে হরণ করেছে— আমরা যাঁর সন্ধান করতে চাই।৯০ আমাদের ফিরে যাবার সীমারূপে নির্দিষ্ট ছিল ত্রিংশতম দিন। সেই দিন অতীত হয়েছে জেনে প্রয়োজনসাধনে অক্ষম আমরা পরলোকগমনে ইচ্ছুক হয়েছি।৯১ হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! আমরা সেই স্তবযোগ্যা লক্ষ্মীরূপা রামপ্রিয়াকে না দেখে মৃত্যু বরণ করব, তবু ফিরে যাব না।৯২

সম্পাতির কথা

পক্ষী বানরদের বললেন— নিশ্চয়ই ধর্মশাস্ত্রে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, তাই তোমরা এই সময়ে মৃত্যুর সংকল্প গ্রহণ করেছ।৯৩ রাম রাজ্যচ্যুত হয়েছেন, তাঁর ভার্যা হৃত হয়েছে, তিনি ভার্যার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। প্রভুর কার্য ত্যাগ করবার এটা উপযুক্ত সময় নয়।৯৪ তোমরা সত্বর দক্ষিণদিক বেষ্টন করবার জন্য চেষ্টা করো; সেখানে নভঃস্পর্শী স্বর্ণনির্মিত পুরী দেখতে পাবে।৯৫ গিরিশিখরস্থিত লঙ্কানাম্নী নগরী রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক পালিত; ইন্দ্রবিজয়ান্তে আনীত সুর-নারীগণ ঐ পুরী দর্শন করে থাকেন।৯৬ ঐ লংকানগরী সুমেরু পর্বতে স্থিত ইন্দ্রপুরীকে অভিভূত করেই যেন বিরাজমান। মনে হয়, জগতের সমস্ত সারভাগ সংগ্রহ করেই ঐ একমাত্র পুরী ভূতলে নির্মিত হয়েছে।৯৭ ইন্দ্রকে অসুখী ক'রে এবং স্বকৌশলে দীর্ঘদিন পরিশ্রম ক'রে আমি 'এই এই করব' একথা ব'লে বিধাতা সযত্নে সেই একমাত্র পুরী নির্মাণ করেছেন, এও আমার ধারণা।৯৮ পাপাত্মা রাবণ কুবেরকে প্রতারণাপূর্বক ঐ লঙ্কা অধিকার করে সেখানে বাস করছেন। অসাধ্য বলেই সাশ্রুনেত্রে ইন্দ্র এই উপেক্ষা সহ্য করছেন, সেখানে যাও।৯৯ নিজের শক্তির কথা জেনে তোমরা যদি রাবণের সঙ্গে বিরোধ করতে উৎসুক হও তবে আর আলস্য কোরো না। তোমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝেই আমি এই সব কথা তোমাদের বললাম। ১০০ অবিবেকী এবং রোদনপরায়ণ (নিশ্চেষ্ট) ব্যক্তির নিকটে সম্পদ কখনও উপস্থিত হয় না। শত্রুর অপকারকামনায় তোমরা কি চোরের মতো ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হয়ে সেখানে যাবে না?১০১ তোমরা নিশ্চয়ই সীতার সংবাদ জানতে উৎসুক হয়েছে। সুতরাং তাঁর অন্বেষণে উদ্যোগী হও, এই কথাই আমি বলছি। আমার কথা মিথ্যা ভেবো না— প্রভুর মঙ্গলসাধন করো।১০২ তোমরা রাবণের সম্মুখে যাও, রঘুরাজকে প্রসন্ন করো। ভীত হয়ো না, রাবণ সীতাকে বিবাহবন্ধনে স্বীকৃত করতে পারেনি।১০৩ তারপর বানরগণ কলরব করতে করতে দ্রুত প্রস্থান করল— তাদের লক্ষ্য মহেন্দ্রনামক গিরীন্দ্র। তারা গভীর ধৈর্য ধারণ ক'রে রইল।১০৪ সেই পর্বতের রমণীয় কুঞ্জে থেকে অদূরে মণিরত্নাধিষ্ঠিত সমুদ্র দেখে তারা সিংহনাদ করতে শুরু করল।১০৫

সমুদ্র দর্শন

ঐ সমুদ্র যেন ক্রুদ্ধ হয়েই জলতরঙ্গে তটশৈলগুলিকে আঘাত করছে। নিজের পূর্ণশোভায় সজ্জিত হয়ে যেন মদাবেশে ঘূর্ণিত হচ্ছে। শীতল বায়ুপ্রবাহে যেন পবিত্র হচ্ছে— যেন (সকল সময়) দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়েই রয়েছে যেন তরঙ্গরাশি একত্র ক'রে আবার চারদিকে তাদের ছড়িয়ে দিচ্ছে, অম্বর অতিক্রম করেও সমুদ্র নিজের

স্বরূপে অবস্থিত ; তৃষ্ণার্ত হয়েই যেন দিনরাত্রি নদীসমূহের জল পান করছে : রাত্রিতে উদিত চন্দ্রের কিরণে যেন বর্ধিত হচ্ছে ; মনে হচ্ছে মেরু পর্বতের উচ্চতা জয় করবার জন্য ঊর্ধ্বে নিজেকে বিস্তৃত করবার জন্য উৎসুক ।১০৬-১০৯ কপিশ্রেষ্ঠগণ সমুদ্রের উপরে নভঃস্পর্শী তরঙ্গরাশি দেখলেন ; বুঝলেন যে নীচের জলরাশি ভ্রাম্যমাণ মকর থাকায় সংকটপূর্ণ । তারা বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমানকে সত্বর প্রেরণ করলেন । হনুমান ঐরাবতের মতো গুরুবিক্রম এবং যাতায়াতে সমর্থ ।

॥ ভট্টিকাব্যে 'সীতান্বেষণ' নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

অষ্টম সর্গ

তারপর বিপুলদেহ হনুমান সাগর লংঘনের জন্য আকাশপথে প্রস্থান করলেন ; গরুড় সূর্য বা পবনও তার বেগ অতিক্রম করতে পারলেন না ।১ শরতের সুপ্রভাতে সূর্য যেমন দীপ্তি পেয়ে থাকেন তেমনি দীপ্যমান হলেন হনুমান। সূর্য আগে আগে যে পথ অতিক্রম করলেন হনুমানও সেই সমস্ত পথ পার হয়ে গেলেন ।২ হনুমান এবং সমুদ্র নিজের নিজের দেহ আকাশে বিস্তার ক'রে সূর্য চন্দ্র ও ইন্দ্রসেবিত উত্তম পথে যেতে লাগলেন ।৩ গতিমান হনুমানের ধৈর্য সমুদ্রও জয় করতে পারলেন না এবং পবন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়েও তার গতির সমকক্ষতা লাভ করতে অক্ষম হলেন ।৪ পথের মধ্যে পবননন্দন একটা রাক্ষসীর মুখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তার উদর বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এলেন । এইভাবে তিনি রাক্ষসীকে বধ করলেন—ঐ রাক্ষসী ঘাতক ব্যক্তির প্রাণনাশ করত ।৫ বায়ুবিক্ষুব্ধ সাগর এবং ম্রিয়মাণা রাক্ষসী উভয়ের ভীষণ শব্দ পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল ।৬ সেই রাক্ষসী একাই অসংখ্য জলজন্তুর ভোজনের তৃপ্তি বিধান ক'রে জলজন্তুসমন্বিত সাগরগর্ভে প্রবেশ করল ।৭ পবননন্দন দেখলেন, তার পিতা ইন্দ্রের হাত থেকে যাকে রক্ষা করেছিলেন সেই মৈনাক পর্বত সাগর থেকে উত্থিত হয়ে অপেক্ষা করছেন । বিশ্রাম-দানরূপ প্রত্যুপকারের দ্বারা তিনি ঋণশোধ করবেন এই তাঁর ইচ্ছে ।৮

হনুমানের প্রতি মৈনাক

মৈনাক তাঁর উচ্চতায় আকাশেকও যেন পরাজিত করতে উদ্যত হয়ে পবননন্দনকে বললেন—তুমি আমার উপরে বিশ্রাম করে, পরে শত্রু জয় করতে যাও ।৯ তুমি এখানে বিচিত্র ফল গ্রহণ করো ; ক্রীড়ামত্ত পাখীদের দেখতে দেখতে সানুদেশে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াও ।১০ হে ভদ্র ! তুমি এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করো, পরে আবার চলে যেয়ো । তুমি কার্যনিপুণ, যে কাজ করতে সংকল্প করেছ তা অসম্পন্ন থাকবে না ।১১ তোমার প্রতি আমাদের প্রীতি রয়েছে - তাই তোমার কাছে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বললাম । তুমি মিত্রের কার্য সাধনে উদ্যোগী হয়েছ, কে না তোমার যথেষ্ট সম্মান করবে ?১২ যে সব ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করে ত্রিসন্ধ্যায় সূর্যের উপাসা করেন তাঁরাও এখন রাক্ষসপীড়িত হয়ে তোমার সিদ্ধি কামনা করছেন ।১৩

হে বীর! তুমি অচঞ্চল চিত্তে আমার কাছে এসো। আমি (তোমার পিতা) পবনের সখা। সূর্য অধিক তাপ বিতরণ করছেন, আমার কাছে বিশ্রাম নিয়ে তুমি যাও।১৪ এখন সূর্যের তীব্র উত্তাপ; এই তাপ যেন দীপ্ত অঙ্গারে সর্বাঙ্গ পড়িন করেই সকলের অসহ্য হয়েছে।১৫ হে কপি, আমার কথা শোনো, আমার এই সুন্দর বনগুলিতে তুমি বিহার করো। তোমার আগমনে আমার ঈপ্সিত সংকল্পগুলি সত্য ব'লে মনে হচ্ছে।১৬ মৈনাক পর্বত বায়ুর সখা—একথা কে জানে জানে? তাই আমি প্রীতির সঙ্গে সযত্নে তোমাকে আহ্বান করছি; তুমি আমার নিকটে নিজের বক্তব্য বলো।১৭

মৈনাকের প্রতি হনুমান

মৈনাকের আহ্বান ছিল যেন আকাশের আহ্বান। সেই অত্যন্ত উপকারী পর্বতকে হনুমান্ ভূত্যবৎ সম্মানে ক'রে বললে।১৮ হে গিরীন্দ্র! আমি কুলনারীর লাঞ্ছনাকারী রাবণকে দেখতে দ্রুত ছুটে যাচ্ছি—সুতরাং আপনার কোন উপকার করবার প্রয়োজন নেই।১৯ যে রাবণ সীতাকে বন থেকে অপহরণ করেছে, ইন্দ্রও যাকে পরাজিত করতে পারেন নি, আমি আজ বিবিধ স্বরবিকার ক'রে তার শক্তি নাশ করব।২০ রামের শত্রু সেই পাপী রাবণের নগরে আজ আমি নানাভাবে বিক্রম প্রকাশ করব। হয় আমার প্রিয় প্রাণ বিসর্জন করব, না-হয় তাকে জয় করে যশ অর্জন করব।২১ এখন আমি শত্রু সভায় উপস্থিত হয়ে আমার ক্রোধ শান্ত করব—পবননন্দন হনুমান এই কথা বলে আকাশপথে দ্রুত প্রস্থান করলেন।২২ (তখন) কেতু তারার ন্যায়[৩] ভয়ংকর এক রাক্ষসী আকাশপথ জুড়ে হনুমানের শক্তি পরীক্ষার জন্য আক্রমণ করতে এল।২৩ জলের উপরে পদক্ষেপ করে সেই রাক্ষসী এগিয়ে আসছে—তার শতযোজনবিস্তৃত মুখ। হনুমান সেই মুখে প্রবেশ করে সূক্ষ্মদেহে রাক্ষসীর অজ্ঞাতসারেই উদর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলেন।২৪

হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশ

তারপর হনুমান সীতাদর্শনে আগ্রহী হয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন—সেখানে ভীষণ রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করছিল।২৫ প্রাজ্ঞ এবং কর্মনিপুণ হনুমান শশকের ন্যায় ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে সকলের অজ্ঞাতে দিনটা কাটিয়ে দিলেন; শপথ করলেন—'রাত্রিতে আমি সমস্ত তথ্য জানবো।'২৬ হনুমান রাত্রিতে রাবণের বহুসংখ্যক সতর্ক অনুচর পরিহার ক'রে হুংকার সহকারে শত্রুর পক্ষে দুরধিগম্য সেই লংকাপুরীতে প্রবেশ করলেন।২৭ লংকায় প্রবেশ ক'রে হনুমান শুনতে পেলেন—পরস্পর আলাপেরত জনগণ রাবণের গুণগান করছে। তিনি কারও সঙ্গে কোন কথা বললেন না—কারও সঙ্গে বিবাদ করলেন না।২৮ বাক্যালাপ, আহ্বান, সঙ্গীত, নৃত্য, অট্টহাসি[৪] এবং মত্তবচনের দ্বারা সেই লংকাপুরী যেন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীরই শব্দানুকরণ করছিল।২৯ পরস্পর বিবাদকারী ব্রহ্মরাক্ষসগণ এবং মাংসশোণিত ভক্ষক পিশাচগণে পরিবৃত লংকানগরীতে হনুমান উপস্থিত হলেন।৩০ ঐসকল পানাসক্ত ব্রহ্মরাক্ষস

ও পিশাচ সভায় প্রভু রাবণের গুণকীর্তন করছে এবং দলে দলে অপথে ভ্রমণ করছে।৩১ অন্যেরা হস্তী, অশ্ব ও রথে ভ্রমণ করছে আবার কেউ কেউ বন্দিনী নারীদের দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও ফল দিচ্ছে।৩২ কোন কোন কামিনী ক্রোধে প্রিয়জনপ্রদত্ত মদ্য প্রত্যাখ্যান করছে—কামী প্রিয়জন প্রেমজিজ্ঞাসু রমণীদের কাছে শপথবাক্য উচ্চারণ করছে।৩৩ বিরহদুঃখিত রামচন্দ্রকে সবদা স্মরণ করতে উৎসুক ছিলেন বলে হনুমান লংকায় কোন নৃত্যদর্শনে ইচ্ছুক হলেন না বা কোন গান শুনতেও আগ্রহ বোধ করলেন না।৩৪ হনুমানের লংকাদর্শন অনুমোদন করতে আগ্রহী হয়েই যেন পূর্বদিকে চন্দ্র উদিত হয়ে তাঁর অন্ধকারনাশী কিরণমালা পাঠিয়ে দিলেন।৩৫ চন্দ্রোদয়ে রাক্ষসদের বাসগৃহগুলিতে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। হনুমান চারদিক থেকে সীতার সংবাদ শুনতে ইচ্ছুক হয়ে সেই সকল গৃহে নির্ভীক-ভাবে বিচরণ করতে লাগলেন।৩৬ লংকাপুরীর মধ্যে হনুমান শতসহস্র নগররক্ষক রাক্ষস দেখলেন; সেই ভয়ংকর রাক্ষসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে অন্যের তো কথাই নেই, স্বয়ং কৃতান্তেরও মৃত্যু হবে।৩৭ তারপর চন্দ্র মধ্যগগনে উদিত হল; লংকাপুরী দীপ্ত ও শুভ্র সৌধসমূহে অপূর্ব শোভা ধারণ করল।৩৮ পানগোষ্ঠীরত জনগণ চাটুবাক্য বলতে বলতে মদ্য পান করছে—মদ্যপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে চন্দ্রমা। সেই প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমাকে তারা অমৃতের মতোই উপভোগ করতে লাগল[৫]।৩৯ জ্যোৎস্না-লোকে যুবক রাক্ষসদের মান দূর হলো; তারা প্রিয়জনের প্রেমতৃষ্ণা উত্তেজিত ক'রে যেন অধিক মাত্রায় সুরা পান করতে লাগল।৪০ রাক্ষসেরা নিজের নিজের প্রণয়িনীর কাছে পদ্ম সংযুক্ত সুরা বার বার পান করতে লাগল - ফলে তাদের সুরতসম্ভোগে বিশ্বাস সৃষ্টি হলো।৪১ যে সকল রণকুশল রাক্ষস ইন্দ্রকেও ভীতিগ্রস্ত করে তুলতো হনুমান তাদের বিস্মিত না করে (অর্থাৎ তাদের অজ্ঞাতসারেই) গৃহ থেকে গৃহান্তরে যেতে লাগলেন।৪২ হনুমান সীতাদর্শনাভিলাষী; তিনি প্রচ্ছন্ন থেকে রাক্ষসদের বিমোহিত করলেন, নিজের মায়া দ্বারা রাক্ষস-মায়া ব্যর্থ করে দিলেন।৪৩ শত্রুদের বঞ্চিত করবার পর হনুমানের ধারণা হল, রাক্ষসপতি রাবণ যে চরের দ্বারা ঘোষণা করিয়েছেন[৬] তা নিষ্ফল।৪৪ নিজের পরাক্রম গোপন রেখে হনুমান (রাবণের) মন্ত্রিমন্ডলীর গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়ালেন; তারপর গেলেন নর সমাজের অসূয়াকারী রাবণের গৃহে।৪৫ হনুমান দেখলেন দিব্য রমণী সমাজের দ্বারা রাবণের গৃহ সর্বদা ব্যাপ্ত।—তারা ছিল চারদিক আলো-করা, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারিণী উত্তম সব রমণী। তারা সম্ভোগশৃঙ্গারকর্মে নিত্যই পুরুষদের তাদের কামকলা দ্বারা উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল। মকরধ্বজ[৭] তাদের দ্বারা নিজের কর্ম করিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত, তারা মদমুগ্ধ যুবজনের দ্বারা নিজের প্রয়োজন সাধন করিয়ে নিচ্ছিল। তারা দর্শকদের চিত্ত শুধু দৃষ্টি দিয়েই পান করে থাকে—তারা মনোজ্ঞ-কান্তিধারিণী এবং কামিজনে দেহদায়িনী।৪৬-৪৯ হনুমান সেই গৃহ ত্যাগ ক'রে পুষ্পক নামক বিমানের[৮] (দেবযান) নিকটে উপস্থিত হলেন সেই বিমান যেন মন্দরপর্বতের শোভা অনুকরণ করছে।৫০ হনুমান সেখানে দেখলেন (কৈলাস পর্বতের মতো শোভমান রাবণ অন্যান্য পর্বতের শোভা অতিক্রম করে বিরাজিত। তার দুই বাহু বৃক্ষতুল্য এবং তার মস্তক যেন পর্বতের শৃঙ্গ।৫১ হনুমান দেখলেন, ইন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং কামদেবের প্রতি একান্ত অনুরাগী রাবণ পরিবার-বর্গের সঙ্গে শয়ান রয়েছেন—

চারিদিকে কস্তুরী, পরিমল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য বিক্ষিপ্ত।৫২ ইন্দ্র যে রাবণের নিকট ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন, পবননন্দন তাকে দেখতে পেয়ে ক্ষণকালের জন্য তুষ্ট হলেন।৫৩ শ্বাসতরঙ্গে রাবণের মুখ ও মস্তক কম্পিত হচ্ছিল। হনুমান তাকে সেই অবস্থায় দেখে নিজের কর্তব্য 'সীতান্বেষণ' থেকে ক্ষণেকের জন্য বিরত হলেন। তাঁর মনে হল, রাবণ পবনান্দোলিত বনযুক্ত রম্য মেরুপর্বতের মতো।৫৪ হনুমানের হৃদয় সীতাদর্শনের জন্য ব্যাকুল। কান্তার সঙ্গে রাবণকে নিজনে আশ্লিষ্ট দেখে তিনি বুঝলেন, সীতা এখানে নেই। তখন পবননন্দন দুঃখিত চিত্ত (সীতাকে না পেয়ে) হলেও মনে মনে খুশি (সীতা রাবণের কামনার বলি হয় নি দেখে)।৫৫ তারপর হনুমান সীতাদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় রাক্ষসদের জাগিয়ে না দিয়ে প্রাকারের উপরে উঠলেন; শক্তি থাকলেও তিনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন।৫৬ কীভাবে আমি রামচন্দ্রের শোক দূর করব কীভাবেই বা বিদেহনন্দিনী সীতার পরম আনন্দ সৃষ্টি করব? হনুমান এইসব চিন্তা করতে লাগলেন।৫৭ আগে আমি রাঘবপ্রিয় সীতাকে দেখবো—পরে রাক্ষসদের বিতাড়িত করব! কেননা তাঁকে দেখার আগে বিক্রম প্রকাশে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।৫৮

অশোকবনে হনুমান

এইরূপ চিন্তা করতে করতে হনুমান অদূরে অশোকবন দেখতে পেলেন। তার উন্নত বনরাজি আকাশে ব্যাপ্ত—পুষ্পস্তবকে সেই বন শোভিত।৫৯ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বনবাসী শাখাসুপ্ত পক্ষীদিগকে ভীত না করে—তরুরাজি কম্পিত না করে ধীরে ধীরে সেই অশোকবনে প্রবেশ করলেন।৬০ সেখানে বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে শুধু লতাগুলিকে একটু নাচিয়ে দেওয়াই তার কাজ; সেখানে রাবণের ভয়ে ভীত হয়েই ঋতুগণ পরস্পরের সমৃদ্ধিতে বাধা দিচ্ছে না; সেখানে রাবণের আদেশে সর্বদা পূর্ণচন্দ্র পদ্মযুক্ত সরোবরগুলিকে জোৎস্নামৃত পান করাচ্ছে। সেখানে বন্দী স্ত্রীগণ সমাহৃত হয়ে মায়াবিনী রাক্ষসীদের দ্বারা সমাবৃত থেকে অতি দুঃখে মনের শৃঙ্গার ভাব দমন করছে; সেখানে দশানন কেবল কামবশেই সীতাকে অশোক-বনবাসের ব্যবস্থাও করেছে—কিন্তু চতুর এবং বুদ্ধিমান হয়েও সীতার প্রীতিপাত্র হতে পারেনি।৬১—৬৪ তারপর মন্দগতি হনুমান সেই হরিদ্বর্ণ তরুরাজিপূর্ণ অশোকবনের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। বায়ুর ঘর্ষণে বনের তরু শক্‌শক্ শব্দ করতে লাগল।৬৫ যে বনে চন্দ্রকান্ত মণিগুলি ক্ষরিত হচ্ছে—সরোবরগুলি শোভিত এবং যেখানে পবনান্দোলিত পুষ্পস্তবকগুলি লুণ্ঠিত হচ্ছে হনুমান সেই বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন।৬৬ হনুমানের সীতাদর্শনরূপ সিদ্ধি আসন্ন হয়েছিল। তিনি সীতার নিকট যেতে উদ্যত হয়েছিলেন—সেই সময়ে শুভসূচক পক্ষীরাও গম্ভীর শব্দ ক'রে তাঁকে আনন্দিত করতে লাগল।৬৭ সেই সময়ে ইষ্টদর্শনের 'নিমিত্ত'-সূচক ঘটনাবলী লক্ষ্য করে সীতা দেখতে পেলেন তিনি অদূর ভবিষ্যতে যেন পতির নিকটে থাকবেন। ৬৮ সীতার সংবাদ যদি না পাওয়া যায় তবে আমাদের সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাবে—হনুমান এই সব কথা ভাবতে লাগলেন।৬৯ রামচন্দ্রের বার্তবহ কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গিয়ে নিজে

অদৃশ্য থেকে জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন—জনকনন্দিনী রাবণের ভয়ে অত্যন্ত ভীতা, শত্রুর হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না। রাবণের প্রীতিপ্রকাশ তাঁর সহ্য হচ্ছে না ; তাঁর মনে হল, রাবণের কবল থেকে সবরকমে তাঁকে রক্ষা করা প্রয়োজন। রাক্ষসদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকার জন্যই তিনি চেষ্টা করছেন। তিনি মলিনা এবং রুক্ষকেশা। তাঁর মুখে একটুও হাস্যরেখা নেই ; অথচ তিনি এতই তেজস্বিনী - দেখে মনে হয় যে, সূর্য থেকেই আবির্ভূতা হয়েছেন।৭০-৭২

অশোকবনে রাবণ ও সীতা

(তারপর) কুৎসিতদর্শন দুরাত্মাদের প্রীতিবিধায়ক, রাক্ষসদের সম্পদবর্ধক, পরনারীদের নিকট আত্মশ্লাঘী রাক্ষসপতি রাবণ সেই অশোকবনে উপস্থিত হলেন।৭৩ রাবণ কামমোহিত হয়ে সীতার কাছে শপথ করতে লাগলেন। তিনি কপট সৌজন্যের অভিনয় করলেন - নিজের অভিপ্রায় জানাতে ইচ্ছুক হয়েই যেন অধমর্ণের মতো তাঁকে ধন দেবারে অঙ্গীকার করতে লাগলেন।৭৪ রাবণ সীতার প্রতি স্পৃহা প্রকাশ ক'রে অনুনয় সহাকারে অনেক প্রিয়বাক্য বলতে লাগলেন—ক্রুদ্ধও হলেন না বা অসূয়াও প্রকাশ করলেন না।৭৫ ওগো মৃগনয়নে, আমি তোমাকে দেখতে চাই, তুমি বৃথা আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর কেন ? দেখো, পরনারীদের দেখতে হবে, এই হলো রাক্ষসদের স্বধর্ম।৭৬ হে ভীরু ! মাধ্যম শ্রেণীর প্রভুরাই অধীন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কাজ করে উত্তমরা নয়। এবং তারাই স্তাবকদের ধনদান করে—কিন্তু আমাদের মতো কৃতকৃত্য কার্যজ্ঞ প্রভু তা করেন না।৭৭ আমি ভুবনাধিপতি : বিষয়-সুখে বিলাস করতে ইচ্ছুক হয়ে সপ্রেমে আমাকে বরণ করো : সম্ভোগের জন্য যদি দাস-রূপে আমাকে ক্রয় কর, তাহলে আমিও তোমার অপ্রিয় আচরণ করবো না।৭৮ আমার সঙ্গে প্রাসাদে বাস করবে, চলো ; নির্জন বনে থেকো না : ভূতলে শয়ন কোরো না, কামাসক্তা হয়ে শয্যা আশ্রয় করো।৭৯ তুমি যেমন অব্যাহতভাবে আমার মনে প্রবেশ করেছ, তেমনি আমিও তোমার হৃদয়ে বাস করতে ইচ্ছুক,—আমাকে তুমি বাধা দিও না।৮০ হে কর্তব্যজ্ঞানহীনে ! আমি জগতের পতি, তোমার কাছে নত, আমাকে তুমি অবমানিত কোরো না ; আমাকে দেখলে কোন্ নারীই বা সেই ভাগ্যহীন রামকে কামনা করবে ?৮১ যে পাষাণ থেকে দুগ্ধ দোহনের প্রত্যাশী সে রাম থেকে ঐশ্বর্য লাভ করুক। তুমি হিতাহিতবক্তা রাবণেরই প্রীতি উৎপাদন করো।৮২ আমি প্রীত হয়ে তোমাকে ত্রিভুবনের সুখভোগ করাবো। কেন আমাকে বেশি কথা বলাচ্ছ - রাবণকে নিজের পার্শ্বে শয়ন করাও।৮৩ তুমি রাক্ষসগণকে তোমার আজ্ঞাবহ করো ; আমাকে প্রিয় উপহার দাও। ইন্দ্র মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন ক'রে থাকবেন এটি কে না চায় ?৮৪ পতিপরায়ণা সীতা রাক্ষসপতির বচনের পর ক্রুদ্ধ হলেন এবং পাপিষ্ঠ রাবণকে বলতে লাগলেন - ৮৫

রাবণের প্রতি সীতা

ওহে দুষ্ট, তুমি যদি রামচন্দ্র থেকে হীন না হবে, অথবা যদি তুমি বীরসমাজে শ্রেষ্ঠই হবে তবে সে দুই রঘুবীরকে ছলনা করে অন্যত্র নিয়ে আমাকে এখানে হরণ করে

আনলে কেন ?৮৬ হে রাক্ষসাধম ! তুমি সমস্ত লোক ত্যাগ করে ভয়ে লংকায় বাস করছ। সুতরাং তোমার চরিত্র বীরের সমাজ থেকে হীন হবে না কেন ?৮৭ রে পাপাচারী ! তুমি সাধুদের পীড়ন করে এবং পরনারীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে—যে পর্যন্ত না রামের দর্শন হয় সেই পর্যন্তই লক্ষ্মীযুক্ত হয়ে শোভা পেতে থাকো, রামের দর্শন হলে তোমার বিনাশ অনিবার্য ।৮৮ যিনি সংগ্রামে শরযোজনা করলে নারায়ণের মতো প্রতিভাত হন সেই রাম অচিরেই এখানে আসবেন ; তাঁর তেজ তোমার অসহ্য হয়ে উঠবে ।৮৯ রে নৃশংস ! তুমি যুদ্ধে রামের শরে প্রহৃত হয়ে কোথায় পালাবে ? রে মদদর্পিত ! তুমি রামকে তুচ্ছ করে তীব্র বাক্য প্রয়োগ ক'রে ভাল কাজ কর নি ।৯০ প্রভু রাম তোমার নামেরও শেষ রাখবেন না। তিনি মহাদেবকেও পরাজিত করতে পারেন - তোমার নিগ্রহ তো সামান্য কথা !৯১ হে রাক্ষস, তুমি আমার স্তুতিই কর বা নিন্দাই কর—আমি ঠিক কথাই বলেছি। তুমি আমার প্রতি কামুক হয়েছ ; তোমার এ বীর্য অনলে নিক্ষেপ করো ।৯২ প্রভু রামচন্দ্র পরাক্রম প্রদর্শন করে তোমার ধ্বংসসাধন করবেন রাবণকে এই কথা বলে মৈথিলী নীরব হলেন ।৯৩ সীতার কথা শেষ হলে ক্রুদ্ধ এবং ভয়স্কর মূর্তি রাবণ সীতার উদ্দেশ্যে খড়্গ উদ্যত ক'রে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, ৯৪ হে মৈথিলি ! আমি বহুদিন ধ'রে তোমায় অনুকূল কথা বলা সত্ত্বেও তুমি প্রতিকূল হয়েই আছ। যাই হোক, যদি একমাসের মধ্যে আমাকে স্বীকার করে না নাও তবে তোমার মৃত্যু অবধারিত ।৯৫ রাবণ গৃহে ফিরে যাবার সময় ভীষণা রাক্ষসীদের এই ব'লে নিযোগ করলেন - 'তোমরা সকলে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সীতাকে ভয় প্রদর্শন করো ।'৯৬ রাবণ চলে গেলে তাঁর প্রীতিবিধানের জন্য রাক্ষসীরা সীতার কাছে এল এবং তাকে ভয় দেখাতে বার বার অত্যন্ত ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগল ।৯৭ 'হে সীতে। তুমি রাবণকে নমস্কার করো, তাতে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হবে। যদি না কর, তোমাকে আমরা প্রাতর্ভোজন রূপে নির্দেশ করব ।'৯৮ এমন সময় ত্রিজটানাম্নী রাক্ষসী তাদের সকলকেই তৃণের মতো অবজ্ঞা করে বলল—ওরে দুর্বৃত্তাগণ ! তোরা নিজেদেরই হনন কর্,—নিজেদের মাংসই ভোজন কর্ !৯৯ আজ আমি স্বপ্ন দেখেছি, ক্ষীণমধ্যা নবযৌবনা সুদর্শনা সীতা চন্দ্রসহ সূর্যকে স্পর্শ করছে[১০] ।১০০ ভীষণবদনা, ক্রূরকর্মা, কঠোরভাষিণী রাক্ষসীরা মাননীয়া ত্রিজটা কর্তৃক যথাযথ তিরস্কৃত হয়ে নিজের নিজের শয্যায় চলে গেল ;১০১ সেই রাক্ষসীরা চলে গেল। পবননন্দন সীতাকে চিনতে পারলেন। তিনি রাবণের আগমনে দীর্ঘকাল অন্তর্হিত হয়ে ছিলেন। এখন ঋণী যেমন ঋণ থেকে মুক্ত হয় তেমনি যজ্ঞদ্বেষী রাবণের প্রস্থানের পর স্বচ্ছন্দচিত্তে সীতাকে জানাবার জন্য রাম-বিষয়ক কথা শুরু করলেন ।১০২-১০৩ তাকে দেখে সীতা ভাবলেন—রাবণ বানরমূর্তি গ্রহণ করে বৃক্ষ থেকে নেমে তাঁর কাছে কেন আসছে ?১০৪ এই ব্যক্তি ভাবাবেশে রামের স্তব করতে করতে আসছে, পূর্বাগত রাবণ ভিন্ন অন্য কেউ হবে বলে দেখাচ্ছে ; তবে কি ক্রূরতা ত্যাগ ক'রে রাবণই আমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য ফিরে এল ?১০৫ এ যদি রাবণ না হয়ে রামের অনুচর হয় তাহলে রাত্রি প্রভাতের আগে দেখা আমার স্বপ্নের শুভ লক্ষণগুলি সবই সফল হল ।১০৬ কিন্তু সমুদ্রের উত্তর তীরে থেকে রাম লবণসমুদ্রের দক্ষিণ তীরবর্তী রাক্ষসপুরীর কথা কী করে জানতে পারলেন ?১০৭ দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে স্থিত নদী, পর্বত, বন ও সাগর অতিক্রম ক'রে

মানুষের অগম্য স্থানে রাক্ষস আমাকে নিয়ে এসেছে।১০৮ প্রচণ্ড পবন অথবা বিনতাপুত্র গরুড় ছাড়া অন্য কেউ সাহস করে এখানে আসতে পারে না—সামান্য বানরের কথা কী বলব ?১০৯

সীতার প্রতি হনুমান

সীতা এই সব কথা ভাবছেন, রাক্ষসেরা তাঁকে অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে গেছে। এই সময়ে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান অতিকষ্টে তাঁর কাছে এসে বললেন—'আমি শ্রীরামের ভৃত্য!১১০ মহেন্দ্র পর্বত থেকে দূরে ও বিন্ধ্য পর্বতের অদূরে সমুদ্রের নিকটেই মাল্যবান্ পর্বতে আপনার প্রিয় রামচন্দ্র আছেন।১১১ রাবণ এই স্থানে উপস্থিত হবার আগেই আমি এ বনে প্রবেশ করেছি ; পরে রাবণ চলে গেলে আপনাকে দেখতে উদ্যত হয়েছি—আমাকে কেউ জানতে পারে নি।১১২ দেবি! রাবণ যখন কথা বলছিল, আমি রুষ্ট হয়েও কার্যে বিঘ্ন হবার আশঙ্কায় চিন্তা করেই কোন বিক্রম প্রকাশ করিনি।১১৩ বানরাধিপতি কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এখন নরাধিপতি রামের সখা। আমি তাঁদের দূত হয়ে এখানে এসেছি।১১৪ আমি অন্বেষণে দক্ষ ; দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হয়ে রাক্ষসাধিপতির সমস্ত পুরী এবং দিব্যনারীগণের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় তাদের দেখে ভুজঙ্গ অপেক্ষা হিংস্র রাক্ষসদের তুচ্ছ করে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।১১৫-১১৬ রামচন্দ্র আপনার জন্য উদ্বিগ্ন ; তিনি আপনার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত ; মঘানক্ষত্রযুক্ত কালে[১১] তিনি পিতৃগণের পিণ্ডোদক প্রভৃতি দান করে আমাকে (দূতরূপে) প্রেরণ করেছেন।১১৭ দেবি মৈথিলি! রামচন্দ্র তাঁর এই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান রূপে আপনাকে গভীরভাবে স্মরণ করতে করতে সাদরে আমাকে অর্পণ করেছেন।১১৮ দেবি, আমি আপনার প্রভু রামচন্দ্রের প্রিয় দূত—এই অভিজ্ঞান দেখে বিশ্বাস করুন তিনি কুশলে আছেন। আপনিও তাঁর প্রত্যয়ের জন্য কোন অভিজ্ঞান দিন।১১৯ লক্ষ্মণ রামের শোক দূর করবার জন্য নানাভাবে প্রবোধ দিতে দিতে আপনাকে স্মরণ করছেন। সেই দুই ক্ষত্রিয় বীর এখানে আসবার জন্য সংকল্প করেছেন—আপনি ভীত হবেন না।১২০ বৈদেহি, ভীমবিক্রমশালী বানরসেনা এখানে এসে রাবণকে ধ্বংস করবে। আপনি ধৈর্যধারণ করুন, মনোব্যথা দূর করুন।১২১ আমি গেলে রামচন্দ্র এসে রাক্ষসদের বিনাশ করবেন। কেননা আপনাকে এখানে এনে রাবণ তাদের সকলের প্রাণই বিক্রয় করেছেন।১২২ রাবণ তার বন্ধু ও ভোগের উপকরণ এমনকি নিজের সমস্ত সম্পদই বিক্রয় করেছেন। রঘুশ্রেষ্ঠ দিনে শতবার এক আপনাকেই স্মরণ করছে।১২৩ মৈথিলি! আপনার সহচারিণীরা যতক্ষণ না জাগরিত হয় ততক্ষণ আপনি সেই ধনুর্ধর প্রভুর প্রতি বক্তব্য সংবাদ বলুন।১২৪ হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ আশ্চর্য ব্যাপার মনে ক'রে সীতা তার কাছে রামচন্দ্রের সর্বদা পরিচিত নিজের চূড়ামণি অভিজ্ঞানরূপে অর্পণ করলেন।১২৫ তারপর রামচন্দ্রের শয়ন, ভোজন, বচন, হাস্য, স্থিতি ও চলাফেরা সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন ক'রে হনুমানকে বিদায় দিলেন।১২৬ হনুমান অভিজ্ঞান গ্রহণ করে প্রভুর নিকট যেতে উৎসুক হয়েও বনভঙ্গ প্রভৃতি দারুণ কর্ম করতে উদ্যত হয়ে ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করলেন।১২৭ যে ব্যক্তি প্রভুর পূর্বকার্যের বিরোধ না ঘটিয়ে আদেশ অনুযায়ী কার্য সমাপ্ত ক'রেও আরও অধিক কার্য সম্পাদন করে পণ্ডিতগণ বলেছেন তিনিই 'উত্তম দূত'।১২৮

অশোককানন ধ্বংস

আমি বিদেহনন্দিনীকে দেখেছি ; এখন আরও কিছু দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন ক'রে যশোলাভের অধিকারী হয়ে প্রভুর নিকটে সংবাদ দিতে যাব।১২৯ আমি রাক্ষসরাজের সংরক্ষিত এই বন ছিন্নভিন্ন করব—হনুমান এই ভেবে সেই নন্দনকাননতুল্য বন ধ্বংস করলেন।১৩০ রাঘবযুগলের মঙ্গল হোক ! আমি তাঁদের দূত ; রামের হিতকারী দূত আমি এই বন ধ্বংস করছি। কোন্ রাক্ষস আমাকে বাধা দিতে পারে?১৩১ তখন পবননন্দন হরিণনয়না সীতার বাসভূমি সেই শত্রুবন ধ্বংস করলেন। ফলে, বনফুলের পরাগে বন পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠল ; পত্র, কলি ও পুষ্প ছিন্নভিন্ন হলো, পুষ্পের পতনে বনতল বিচিত্র শোভা ধারণ করল। বৃক্ষরাজি সশব্দে ধূলিসাৎ হতে লাগল—বৃক্ষস্থ পক্ষীরা উড়ে গেল। তাদের কলরবে সমস্ত দিক আচ্ছন্ন হলো—হরিণদল ব্যাকুলভাবে ছুটে যেতে লাগল।১৩২

॥ ভট্টিকাব্যে 'অশোকবনিকাভঙ্গ'[১১] নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

নবম সর্গ

বৃক্ষশাখা ভঙ্গের শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল রাক্ষসীরা ; তাদের মত পক্ষীর কূজনে চঞ্চল হয়ে উঠল—তারা রাবণের নিকটে গিয়ে সব কথা নিবেদন করল।১ সূর্য যেখানে অল্প তাপ বিতরণ করতেন, বায়ু যেখানে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হত, চন্দ্রের কিরণে যা বর্ধিত হচ্ছিল একটা বানর এসে সেই উপবন ভেঙে ফেলছে।২ তখন ইন্দ্রজিতের পিতা রাবণ[১] ক্রোধান্ধ হয়ে পবননন্দনের বিনাশের জন্য আশি হাজার অনুচরকে আদেশ করলেন।৩ এই সকল অনুচর দৃষ্টিমাত্রেই প্রাণান্তকারী ; এরা হাতে শক্তি, ঋষ্টি, পরিঘ, প্রাস, গদা, ও মুদ্গর[২] নিয়ে দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত করে অশোক বনে প্রবেশ করল।৪ হনুমান ভীষণ পরিঘ নিয়ে মেঘের ন্যায় ধ্বনি করলেন। দীপ্ত অস্ত্রধারী সেই অনুচরেরাও বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের মতোই শব্দ করতে লাগল।৫ বর্ষাকালীন উদ্বেল জলরাশিপূর্ণ নদীর ধারাগুলি যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, রাক্ষসসেনার দলও তেমনি হনুমানের সামনে উপস্থিত হলো। হনুমানও সাগরতুল্য ধীর।৬ হনুমান সেই ভারী পরিঘ উচ্চ ক'রে ধরে উদ্ধত লাঙ্গুল নাড়াতে নাড়াতে তোরণে আরোহণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে রাক্ষসদের প্রহার করলেন না।৭ রাক্ষসরূপী মেঘেরা বাণরূপে জলরাশি হনুমানের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু হনুমানরূপী পর্বত তাতে বিচলিত হলেন না, ভয় পেলেন না।৮ হনুমান উচ্চৈঃস্বরে বললেন 'দাঁড়াও', আর পরিঘ দিয়ে এমনভাবে প্রহার করতে লাগলেন যে সেই যুদ্ধে বহু শত্রুর প্রাণ গেল।৯ আহত রাক্ষসদের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তধারা গড়াতে লাগল, মৃত রাক্ষসেরা নিজেদের দেহ দিয়ে ভূতল আচ্ছাদিত করল—এবং অন্য অনেকে ভীত হয়ে নানাদিকে পালিয়ে যেতে লাগল।১০ প্রাণ যাদের কাছে প্রিয় তাদের দেহ বিদীর্ণ হওয়ায় যুদ্ধের উৎসাহ তাদের রইল না—তারা কেবল চীৎকার করতে লাগল ; সিংহধ্বনি শ্রবণে হস্তী যেমন ত্রস্ত হয়—বানরের গর্জনে ওরা

সেইরূপ ভীত হয়ে উঠল।১১ এরপর পবননন্দনের হাতে মার খাবে বলে মায়াধর শস্ত্রধারী রাক্ষসেরা রথারোহণে সেখানে ফিরে এল।১২ হনুমান তোরণের উপরেই ছিলেন—যুদ্ধে উৎসাহী উপস্থিত সেই-সব রাক্ষসদের ভূতলে পুঞ্জীভূত করবেন ব'লে 'পরিঘ' ঘুরিয়েই বধ করলেন।১৩ তারপর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিজেদের প্রাণরক্ষার আশায় এবং সব ঘটনা বলার অভিপ্রায়ে রাবণের নিকটে এল।১৪ 'আমরা বহুবীর গর্বিতভাবে অগ্রসর হয়েছিলাম কিন্তু একমাত্র বানরের প্রভাবে প্রমত্তের মতো আমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছে'—এই কথা তারা উচ্চকণ্ঠে রাবণের কাছে বলল।১৫ রাবণ সেই সব রাক্ষসকে ভীত মনে করে রোষঘূর্ণিতনয়নে নিজের অন্তরঙ্গ মন্ত্রীদের প্রেরণ করলেন—মাংসভোজনে মন্ত্রীদের দেহ বেশ স্থূল।১৬ সেই মন্ত্রিগণ নিজের নিজের নিজের পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নির্গত হলো; তারা সকলেই স্নিগ্ধগাত্র, সুশান্তচিত্ত, অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং নিঃশব্দধ্বনিকারী রঙ্গকদ্রব্য-বিশেষে তাদের হাতের অস্ত্র বিচিত্রিত।১৭ হনুমান দেখলেন, কতকগুলি দুর্বৃত্ত রাক্ষস তাদের প্রভুর আজ্ঞায় যুদ্ধ করতে এসেছে—তারা কর্কশনাদী হিংস্র ও শস্ত্রপাণি, তাদের আকৃতি গিরিশৃঙ্গের মতো, এক-একজন মহাকর্মী, অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ এবং দেবগণেরও অদম্য। হনুমান নিজে অপীড়িত থেকে তাদের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রহার করতে লাগলেন। ১৮-১৯ শত্রুদমনকারী প্রশান্তবীর্য (হনুমান) ক্রোধিত হলেন, চারিদিক গর্জনে মুখরিত করে ছুটে আসা ক্রুদ্ধ (রাক্ষসগুলিকে) অবিলম্বে বধ করলেন। ২০ হনুমান যখন রাক্ষস-নিধন করছিলেন তখন তাদের কর্ণভেদী চীৎকারে জগৎ ত্রস্ত হয়ে উঠল, সকল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হলো।২১ তারপর হনুমান ভীতি-রোমাঞ্চিতদেহ, ক্ষীণবিক্রম সে-সব শক্তিহীন রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই বিনাশ করলেন।২২ রাক্ষসদের নিহত ক'রে হনুমান শত্রুর শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করলেন—তারপর পুনরায় অশোকবন বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হলেন।২৩ সেই অশোকবন যেন আকাশ আবৃত করার জন্য কিম্বা পক্ষীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই নির্মিত হয়েছিল। [illegible] সেই [illegible] বিধ্বস্ত করতে লাগলেন তাঁর মনে কিছুমাত্র দয়ার উদয় হলো না।২৪ যে-সব কল্পবৃক্ষ স্বর্গ থেকে আনিয়ে অশোকবনে রোপিত হয়েছিল হনুমান তাদের যথাস্থানে বিন্যাস করে সীতার কল্যাণ কামনা করলেন অন্য অনেক বৃক্ষ তিনি ইতস্ততঃ বিন্যস্ত করলেন, সেইগুলি যেন পৃথিবীকে ঢেকে ফেলার উপক্রম করল।২৫ দশানন রাবণ নিজের মনোভাব গোপন করে আদেশ প্রচারে আগ্রহী হলেন এবং এই অসহ্য বানরকে হনন করতে (নিজের পুত্র) অক্ষকে দ্রুত প্রেরণ করলেন।২৬ রাবণ বললেন—'তুমি যাও, শত্রুর পরাক্রম প্রতিহত করো। শত্রুকে পীড়িত ক'রে যুদ্ধে মায়া বিস্তার ক'রে তার সামনে কুটিল নীতির আশ্রয় নাও। প্রবল যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রু নাশ করো।'—রাবণ এই কথা বলার পর সেই মায়াময় অক্ষ হনুমানের প্রতাপ ধ্বংস করার জন্য যাত্রা করল।২৭-২৮ হনুমান দ্রুত অশোকবন আলোড়িত ক'রে তুলেছেন। তিনি শত্রুবিনাশ করেছেন—লঙ্কার রাক্ষসদের তিনি সংহারক; এখন তিনি অক্ষকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন।২৯ বন থেকে বৃক্ষ উন্মূলিত ক'রে রাবণপুত্র অক্ষের দেহ থেকে আকর্ষণযোগ্য প্রাণ বিচ্ছিন্ন করার জন্য হনুমান পরিঘ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।৩০ যুদ্ধোৎসাহী, সহিষ্ণু, ক্রুরস্বভাব অক্ষ যুদ্ধেচ্ছু প্রহারসহিষ্ণু রোষপরবশ হনুমানকে হনন করবার জন্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।৩১ যশোবৃদ্ধিলিপ্সু

হনুমান পরিঘ দ্বারা ক্রীড়া করতে ইচ্ছুক, যুদ্ধে শস্ত্রের ক্রীড়ায় আগ্রহী কীর্তিবৃদ্ধি-প্রয়াসী অক্ষকে বৃক্ষদ্বারা তাড়িত করলেন।৩২ রাজপুত্র অক্ষ বঞ্চনা করতে ইচ্ছুক হলে হনুমানও তাকে বঞ্চনা করতে উদ্যত হয়ে তাকে যুদ্ধে আহবান করলেন। তারপর তিনি তাকে আহত করলেন। অক্ষ মূর্ছাপন্ন হয়ে পতাকাদণ্ড আশ্রয় করতে চাইল।৩৩ ক্ষণকালের মধ্যেই অক্ষ সুস্থ হয়ে উঠল—তারপর নিজের তেজে জগৎ দগ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়েই অক্ষ অগ্নিতুল্য হনুমানের প্রতি ক্রোধে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করল।৩৪ অক্ষ শর নিক্ষেপ করে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করতে উদ্যত হলো – হনুমানও তাকে বৃক্ষদ্বারা প্রতিহত করতে উদ্যোগী হলেন। যুদ্ধে বিক্রমের প্রকাশে তিনি যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করলেন।৩৫ অক্ষ অস্ত্রের দ্বারা হনুমানকে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়ে আপন মহিমায় দীপ্ত পেতে লাগল – হনুমানও বৃক্ষ আর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ ক'রে অক্ষকে দমন করতে ইচ্ছুক, তিনিও আপন বীর্যে দীপ্যমান হলেন।৩৬ সেই বানর ও রাক্ষস নিজের নিজের শক্তি ঘোষণার জন্যই কি শস্ত্রের দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করতে উদ্যত? - দর্শকদের মনে তাঁরা যুদ্ধে এই ধারণাই সৃষ্টি ক'রে দিলেন।৩৭ রাক্ষস মায়াবলে দীর্ঘকাল ক্লেশ স্বীকার করে অপ্রতিহতকর্মা সেই বানরের নিকটে উপস্থিত হলো এবং পরিঘের আঘাতে ভূপাতিত হলো।৩৮ হনুমান সাগরজলে স্নান ক'রে অনুকূল শীতল পবনে পবিত্র হলেন; তাঁর লাঙুল ঊর্ধ্বে উঠল – তিনি উন্নত মস্তকে শোভিত হলেন। তার কেশর বায়ুকম্পিত অগ্নিশিখার মতো পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করল। তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পুনরায় পক্ষিগণাধিষ্ঠিত বন ধ্বংস করলেন।৩৯-৪০ অন্য অনেক তরু পবননন্দনের বেগে যেন শুকিয়ে গিয়েই ধূলিসাৎ হলো, অন্য বিবশ অনেক তরু তিনি বলপূর্বক ছেদন করে তাদের শাখাপল্লব ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করে নিপাতিত করলেন।৪১ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান শত্রু সমূহ দমন করেও ক্লান্ত হলেন না। তিনি নৃত্যের অভিলাষেই যেন বন ছেদন করে অপ্রতিহতগতিতে বিচরণ করতে লাগলেন।৪২ তারপর লংকাবাসী শত্রুদল ফিরে আসতে পারে এই আশায় হনুমান তাদের পরাভূত করবার ইচ্ছায় মত্তহস্তীর ন্যায় বনের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন।৪৩ যদি স্বয়ং রাক্ষসপতি রাবণেরও এ যুদ্ধের অভিলাষ হয় তাহলে আজ আমি তাকেও পরাজিত করব – এই কথা বলে হনুমান বনে বিচরণ করতে লাগলেন।৪৪ রাক্ষসপতি রাবণ নিহত হলে সেই প্রিয় সংবাদ শুনে প্রভু রামচন্দ্র পরম আনন্দ প্রকাশ করবেন আর সীতার অন্তরেও আজই গভীর সন্তোষ সৃষ্টি হবে।৪৫

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিকটে ডেকে বললেন – তুমি বনচারী মত্ত ও ক্রুদ্ধ গজেন্দ্রের ন্যায় সমরে বিচরণ ক'রে শত্রুকে ধ্বংস করেছ। আবার তুমি বহুবার তাই করবে। তুমি দেবগণকেও জয় করতে সমর্থ। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি বহু মায়ার উদ্ভাবন করতে পার।৪৬-৪৭ তুমি বহু শস্ত্র সৃষ্টি করেছ – বহু দুঃসহ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে তোমার সাক্ষাৎকারও ঘটেছে। প্রধান প্রধান যোদ্ধার (ইন্দ্র প্রভৃতির) নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তুমিই নিজের অস্ত্রদ্বারা গ্রাস করেছ।৪৮ সেই তুমি আমার আদেশে দুর্বৃদ্ধি বানরকে বিনাশ করতে যাও; কিন্তু রাক্ষসী মায়া ত্যাগ কোরো না, নিজের শক্তি প্রকাশেও

ত্রুটি করো না।৪৯ তুমি শঙ্কাহীন হয়ে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করো। যুদ্ধে মহাস্ত্রগুলির সন্ধান করো; শত্রুদের সন্ত্রস্ত করো এবং বানরকে বধ করো।৫০ রাবণ এই কথা বললে ইন্দ্রজিৎ স্বগৃহ থেকে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। তিনি পিতার চরণ বন্দনা করলেন এবং পিতার আশীষ পেয়ে পরম প্রীতিলাভ করলেন।৫১ ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করার পর রাক্ষসপতি ক্রোধ সংবরণ করলেন। তিনি ইন্দ্রজিতের বিক্রম জানতেন, তাই তিনি বানরকে বিজিত বলেই মনে করলেন।৫২ প্রলয়কালে লোকনাশে উদ্যত কৃতান্তের তুল্য, কল্পান্ত-বায়ুর মতো জগদ্‌গ্রাসে উদ্যত দুর্বার ইন্দ্রজিৎ, বনে বৃক্ষনিক্ষেপে প্রয়াসী বানরের সামর্থ্যনাশে উদ্যত ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়ে, বিপক্ষকে পরিহাস করতে আগ্রহী হয়েই যেন বনের দিকে প্রস্থান করলেন।৫৩-৫৪ সেই ইন্দ্রজিৎ এলে পাখীরা বন্ধুর আগমনে বন্ধুজনের মতোই বিধ্বস্ত বৃক্ষগুলির জন্য শোকে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে লাগল।৫৫ ইন্দ্রজিৎ এলে তার বায়ুবেগে আহত হয়েই যেন বনস্থলী আশ্বস্ত হলো, কারণ সেই বন বিচিত্র স্তবকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং মনোহর পল্লবে শোভিত হলো।৫৬ হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বললেন, রে দুরাচার, তুমি যদি রামচন্দ্রের পূজা না কর, তবে প্রাণে মরবে। তোমার মায়াও আমার উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।৫৭ সসৈন্য ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে আচ্ছাদিত করতে প্রবৃত্ত হলেন—সব দিক থেকে মুহুর্মুহু শত শত শর, অর্ধচন্দ্র অস্ত্র এবং মায়াব প্রভাবে।৫৮ কুলপর্বততুল্য হনুমান অজস্র শরবর্ষণ সহ্য করলেন এবং যশোলাভের ইচ্ছায় রাক্ষসদের আক্রমণ করলেন—এরা অন্ধকারের মতো কুৎসিত।[৫]৫৯ এই সকল রাক্ষস ছিল ইন্দ্রজিতের অগ্রবর্তী; এরা দুর্বিনীত এবং এদের হাতের ধনও কুৎসিত। অগ্নিবর্ণের বৃহৎ কেশরশালী হনুমান যুদ্ধে এদের কাঁপিয়ে তুললেন।৬০ হনুমান নিজের বিক্রম প্রকাশ করে প্রভু সুগ্রীবের ঋণ শোধের কামনায় শত্রুদের বধ করে সমরে বিরাজ করতে লাগলেন—পলায়নের পাপ তাঁকে স্পর্শ করল না[৬]।৬১ হনুমান চারদিকে বৃক্ষ নিক্ষেপ ক'রে শত্রুদের অভিভূত করতে লাগলেন; নিজের দেহ ও বৃক্ষে সমস্ত দিক যেন আচ্ছাদিত হলো—অর্থাৎ একা বিচরণ করলেও সমস্ত দিকেই তাঁকে বহুরূপে দেখা যেতে লাগল।৬২ যুদ্ধক্ষেত্রে হনুমানের অগ্নির মতো পিঙ্গল দীপ্তি! শত্রু দুবার আঘাত করলে তিনি বৃক্ষের দ্বারা তাদের চারবার আঘাত করতে লাগলেন; সংগ্রাম থেকে তাদের বিতাড়িত করবার জন্য তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।৬৩ হনুমান এক হয়েও চারদিকে নিজের প্রভা বিকিরণ করে যেন অসংখ্য পুরুষের মতোই[৭] সমরে পরিক্রমা করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ[৮] ধনু হাতে নিয়ে সেই প্রাণান্তকর হনুমানের সামনে উপস্থিত হলেন।৬৪ সূর্যসদৃশ প্রভাশালী ইন্দ্রজিৎ দেহভেদী বহুবাণ নিক্ষেপ করলেন; বাণের প্রহারে যশস্কর (ইন্দ্রজিৎ) যশোলিপ্সু হনুমানকে আকীর্ণ (আচ্ছন্ন) করলেন।৬৫ হনুমান শূন্যপথে যেতে যেতে অন্ধকারের মতো কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় ও মর্মভেদী বাণে বহুবার বিদ্ধ হয়েও ভূতলে অবতরণ করলেন না।৬৬ হনুমান ইন্দ্রদ্বেষী[৯] ইন্দ্রজিতের রথবাহী অশ্বগুলির চর্ম বিদীর্ণ করে তাদের প্রাণনাশ করলেন।৬৭ সেই অশ্বগণ যখন ভূপতিত হলো তখন নির্ভীক ও কর্কশপ্রকৃতি ইন্দ্রজিৎ সারথিকে অন্য অশ্ব যোজনা করবার জন্য আদেশ দিলেন।৬৮ ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়ে হনুমানকে ভীত করবার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে আগ্রহী হলেন এবং এই

উদ্দেশ্যে তিনি রথে আরোহণ করলেন।৬৯ হনুমান তখন বৃক্ষ নিক্ষেপ করে রাক্ষসদের আচ্ছাদন করে রেখেছেন—তাঁকে মনে হচ্ছিল মেঘের মতো। ইন্দ্রজিৎ তাঁকে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে আবার এক দুর্জয় ব্যূহ রচনা করলেন।৭০ কপির প্রহারে ইন্দ্রজিতের দেহের ক্ষত থেকে ক্ষরিত হচ্ছে ঈষদুষ্ণ রক্তধারা। এই রক্তধারা যেন ক্রোধবশতঃ হনুমানকে অভিষিক্ত করছিল।৭১ তোরণে অবস্থিত থেকেই অক্লান্ত হনুমান যুদ্ধে অদুরস্থ নরভোজী রাক্ষসদের আয়ত্ত ক'রে পুরতোরণ আক্রমণ করলেন।৭২ রাক্ষসেরা হনুমানের অস্ত্রাঘাত সহ্য ক'রে ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগল। যা ইন্দ্রেরও অসহ্য হনুমান তা সহ্য করলেন।৭৩ হনুমানের দেহ থেকে রক্ত ক্ষরিত হতে লাগল তথাপি তিনি অবিচলিত থেকে শোণিতধারায় রক্তবর্ণ ইতস্ততঃ ধাবমান শত্রুদের পরিঘপ্রহারে আহত করতে লাগলেন।৭৪ মেঘনাদ ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে বিচরণরত শত্রু হনুমানকে শীঘ্রই ব্রহ্মাস্ত্রে[১০] বন্ধন করে থামিয়ে দিলেন।৭৫ হনুমান হর্ষোদ্বেলিত নরভোজী রাক্ষসগণ কর্তৃক গৃহীত হলেন। তিনি চলে যেতে পারতেন কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি গৌরব প্রদর্শনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।৭৬ ইন্দ্রজিৎ স্বপক্ষীয় সৈন্যদের উচ্চকণ্ঠে আদেশ জানালেন—'তোমরা প্রভুর জয় ঘোষণা করো, বানরকে সত্বর নিয়ে যাবার জন্য আকাশ পথে উত্থিত হও'।৭৭ পবননন্দনকে নিয়ে যেতে যেতে রাক্ষসেরা বলতে লাগল—'তুই আমাদের হস্তগত হয়েছিস, তুই ভীরু মানুষের বাসস্থান থেকে এখানে এসেছিস—তোকে আমরা খেয়ে ফেলব।'৭৮ যে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমাদি[১১] তুল্য জ্যোতিষ্টোমাদি[১২] যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা ক'রে থাকেন সেই মানুষ রামের এই দূত তারা এই কথাও বলল।৭৯ যে কিনা রাবণের মাতৃষ্বসার কন্যা শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেছে; মাতৃষ্বসার পুত্র খরদূষণ প্রভৃতিকে বধ করেছে; রাক্ষস-সংঘর্ষে যে ভীত হয়নি সেই ক্ষত্রিয়কুলাধম রামের চর এখানে আগত হয়েছে। ৮০-৮১ এই চারকর্মকুশল দুরাত্মা পাপিষ্ঠ হনুমান রাজেন্দ্র রাবণকে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন দেখে প্রমদা বনে প্রবেশ করেছিল।৮২ যিনি সূত্রপ্রণেতা কপিলাদি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সমকক্ষ আচারে প্রতিষ্ঠিতা; যিনি গুণে সকল নারীর অগ্রণী; যিনি আসনস্থা সত্যভাষণা, ভূতলশায়িনী; যিনি আকাশস্থ তারার ন্যায় নির্মলা, সুভাষিণী, তন্বী, কল্যাণী, সর্বতেজোমধ্যে তেজোময়ী, নিজের তেজে যিনি নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন এবং বনপ্রদেশকেও জ্যোতির্ময় ক'রে রেখেছেন; যিনি পুষ্পকেশরে বন্দীকৃত ভ্রমরে আকুল পুষ্পশোভিত স্বর্ণময়ী রত্নলতার ন্যায় বিরাজিতা, যিনি পুণ্যদেহা এবং যিনি অশ্রুমোচন করে শোকসন্তপ্ত হৃদয়েরই তাপ দূর করছেন—এই হনুমান রাত্রিকালে সেই মৈথিলীকেই দেখেছিল।৮৩-৮৭ হনুমান তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ইতস্ততঃ পলায়নরত শত্রুদের সংহার করেছিল এবং সাক্ষাৎ পবনের মতো বহু বৃক্ষ উৎপাটন করে চারদিকে নিক্ষেপ করেছিল।৮৮ অপ্রতিহতবীর্য মেঘনাদ মহাসমরে অস্ত্রাঘাত-সহিষ্ণু, অজেয়প্রভাব সেই হনুমানকে বন্দী করেছেন।৮৯ হনুমান রক্ত দিয়ে তাদের অভিষেক করতে উদ্যত এই কথা জানতে পেরে রাক্ষসগণ ভীতচিত্তে দীর্ঘ চর্মরজ্জু ও শৃঙ্খল প্রভৃতি দিয়ে তার দেহ বেঁধে নিল।৯০ যেহেতু দিব্যবন্ধন (ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন) অন্য বন্ধন সহ্য করে না সেইজন্য ইন্দ্রজিৎ অন্য বন্ধনের কথা বুঝতে পেরে বিষণ্ণ হলেন।৯১

রাবণসকাশে হনুমান

পুরোভাগে হনুমানকে নিয়ে রাক্ষসেরা দশাননের সম্মুখে উপস্থিত হলো। বিশালবক্ষসম্পন্ন দশানন যেন সূর্যপ্রভৃতি সকলের তেজঃপুঞ্জ হরণ করছিলেন।৯২ বানরদ্বেষী রাক্ষসের মর্মস্থল নানাস্থলে বিদীর্ণ—তাদের নাসিকা গর্দভের নাসিকার মতো কুৎসিত। তারা রাবণের কাছে গিয়ে বলল—পশ্চিমদিগন্থ বনাগ্রভাগে যখন চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত তখন এই বানর আপনার দেবদারু ও আম্রবনশোভিত উদ্যান বৃক্ষহীন করেছিল।৯৩-৯৪ রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হনুমানকে নিয়ে পূর্বাহ্নে ক্রোধাবিষ্ট রাক্ষসপতির নিকটে উপস্থিত হলো [১৩]।৯৫ সুরাপায়ী রাক্ষসেরা সুরাপানমত্ত শত্রুদর্পহরণকারী পরস্ত্রীভোগী প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত রাবণের নিকটে উপস্থিত হলো।৯৬ স্পর্ধাশালী রাক্ষসেরা শত্রুপক্ষের বুদ্ধিলোপকারী হনুমানকে এনে দেবদ্বেষী রাবণের পাদবন্দনা করল।৯৭ রাক্ষসপতি রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভামধ্যে বললেন—'আমি এই বনধ্বংসকারী বানরের মস্তক ছেদন ক'রে ভূমিতে পাতিত করব।'৯৮

তারপর রাক্ষসপতির স্বার্থসাধনে অবহিতচিত্ত বিভীষণ যেন মেঘের মতো গর্জ্জন করেই হনুমানের হননে উদ্যত রাবণকে বলতে লাগলেন।৯৯ হে দশানন শান্ত হোন; ক্রোধপ্রকাশ অর্থহীন। মনে রাখবেন, দোষ সত্ত্বেও দূতগণকে বধ করতে নেই।১০০ রাবণ হনুমানের জীবন-রক্ষক বিভীষণকে বললেন—যে পাপিষ্ঠ আমার প্রমদবন ভেঙেছে, সে কখনই বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক নয়।১০১ যে ব্যক্তি বনমধ্যে আমার বিশ্বস্ত রাক্ষসগণকে বধ করেছে—সে পূর্বেই আমার অপকার করেছে; সেই পাপিষ্ঠকে কেন বধ করব না, বলো।১০২ আমি ক্রোধের বশে গৃহের মধ্যেই শত্রুর বধসাধন করব। তুমি বাধা দিও না; একে তুমি 'মহাপ্রস্থানের' [১৪] যোগ্য বলেই মনে করো।১০৩ শত্রুকে হাতে পেয়েও যারা তার বিনাশ না ক'রে তারা কুলক্রমাগত লক্ষ্মীকেও বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে।১০৪ কোন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, এমন কি ইন্দ্রও রাবণের ক্রোধ উদ্দীপিত ক'রে তার জীবন রক্ষায় সমর্থ হতে পারে না।১০৫ বনে বিচরণকারী 'ফলভোজী' এই বানর আমাদের উপেক্ষা করে আবার যেন মধুপান করতে না পারে।১০৬ আমার রক্ষিত বনমধ্যে ইন্দ্রের বিচরণ করবার শক্তি নেই, সূর্যেরও অধিক তাপ বিকিরণের অধিকার নেই, এমনকি বায়ুরও অতি-প্রবাহ সেখানে রুদ্ধ।১০৭ এই দুর্বিনীত বানর পুনরায় অশোকবনের ভৃঙ্গসঞ্চিত, স্বাদু, উৎকৃষ্ট পুষ্পমধু পান করতে পারবে না।১০৮

রাবণের প্রতি হনুমান

ক্রোধে তখন রাবণের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ রাবণ এই কথা বলার পর হনুমান স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাবণকে সানুনয়ে বলতে লাগলেন,১০৯ আপনি ত্রিভুবনের পতি, একটিমাত্র দূতরূপী বানর—তাকেও আবার বদ্ধ অবস্থায় গৃহে আনা হয়েছে, তাকে দেখে আপনার এই তৃণতুল্য অসার ক্রোধের কারণ কি?১১০ তাপস রাম যাজ্ঞিক জনের প্রতি বিনীত, কোন বিজয়লাভের আগ্রহ তাঁর নেই; আপনি নীতিজ্ঞ হয়েও তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন?১১১ যাকে জয় করে সর্বরাত্রিবিনোদিনী রমণী, রত্ন

বা ভূমি লাভ করা না যায় কে তার সঙ্গে বিরোধ করে ?১১২ হিমালয় যেমন রত্নপূর্ণ পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আপনি ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য রাম ও সুগ্রীবের সঙ্গে যুক্ত হোন।১১৩ আপনি পরস্ত্রী ফিরিয়ে দিলেই রামকে এবং সুগ্রীবকে বন্ধুরূপে এবং বানরদলকে সেবকরূপে লাভ করতে পারেন; সুতরাং মৈথিলীকে ত্যাগ করুন।১১৪ সীতাকে অর্পণ করে ধর্ম, রামের সঙ্গে মিত্রতারূপ অর্থ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাস ক'রে কামভোগ এই ত্রিবর্গ আপনি সীতাকে দিয়ে লাভ করুন।১১৫ রামচন্দ্র কিরকম শত্রু তা-তো বিরাধ, তাড়কা, বালী, কবন্ধ, খর, দূষণ ও মারীচই আপনাকে জানিয়েছেন।১১৬ রামচন্দ্র খর দূষণ প্রভৃতিকে যে বধ করেছেন তা আপনি শত্রুতার কারণ বলে ভাববেন না। কারণ, আত্মরক্ষার জন্যই তিনি তা করেছেন, জয়লাভের ইচ্ছায় করেন নি।১১৭

রাবণের মুখপদ্ম[১৫] ক্রোধপবনে কম্পিত হ'তে লাগল। মহাদ্রুমের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি হনুমানকে বলতে লাগলেন—।১১৮ তুমি রাক্ষসসৈন্য সংহার করেছ, উদ্যানের বৃক্ষগুলি বিধ্বস্ত করেছ অথচ দূত বলে আত্মপরিচয় দিচ্ছ; এই সব কাজ কি দূতের মতো হয়েছে ?১১৯ পঙ্গু কবন্ধকে, বালক খর এবং নারী তাড়কাকে নিধন ক'রে রাম যদি তপস্বী ব'লে গণ্য হয়, তবে বলো পাতকী কে ?১২০ অভিমানই মহত্ত্বের ফল একথা জেনেও রত্নাদি লাভ হবে না ব'লে রামের সঙ্গে বিরোধ নিষ্ফল—একথা তুমি কেমন ক'রে বললে ?১২১ পরনারী ভোগ এবং হরণ—এতো রাক্ষসদেরই ধর্ম; রাম থেকে আমার আশঙ্কার কথা তোমার মুখ আছে বলেই তুমি বলতে পারলে। কিন্তু তোমার রামে আমার আশঙ্কার কী আছে ?১২২ রে হনুমান! নর, বানর ও রাক্ষস—এরা সমৃদ্ধি, আচরণনীতি, কর্ম এবং বংশধারায় পরস্পরের থেকে অনেক পৃথক। তুমিই বলো, এদের মধ্যে সখ্যস্থাপন কিভাবে হবে ?১২৩ মূর্খ বিরাধ ছিল শৌর্যে অখ্যাত একা সে প্রথমে জয়ী হয়েও বিজিত রামলক্ষ্মণ কর্তৃক ছলে নিহত হয়েছে—এতেই বা তোমার গর্বের কী আছে ?১২৪ মারীচের যুদ্ধের ইচ্ছা ছিল না, আমার আদেশে সে রামকে বনে স্থানান্তরিত করতে গিয়েছিল, তারপর পালাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।১২৫ অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত বালীকে রাম নিধন করেছে বটে, কিন্তু তুমি বিবেচনা ক'রে বলো, সেই কাজ কি মহৎ ব্যক্তির যোগ্য ?১২৬ একটা ভক্ষণ-যোগ্য মানুষ আমার বন্ধুদের (খরদূষণ প্রভৃতিদের) নিহত করেছে আর রাবণ আত্মরক্ষার জন্য তা ক্ষমা করবে এমন দুর্বুদ্ধি কোথা থেকে হল ?১২৭

হনুমান বললেন—আমি দূত; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই হলো শ্রেষ্ঠ উপায়—এটি বুঝে ইচ্ছে করেই আমি বৃক্ষ বিধ্বস্ত করেছি এবং রাক্ষসদের নিহত করেছি।১২৮ হে দশানন, আপনার যে সব আত্মীয় ত্রিকূট থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত জগৎ প্রাণিহীন করেছে তারা মহাপতি রামচন্দ্রের অবধ্য, একথা আপনি কেমন ক'রে বললেন ?১২৯ আপনি রামের সঙ্গে বিরোধ সম্পর্কে অভিমানফলরূপ মহত্ত্বের কথা বলেছেন, (কিন্তু জানবেন), তাতেই অকারণ যুদ্ধে অসুর ও রাক্ষসদের শত শত বংশ বিনষ্ট হয়েছে।১৩০ আপনি যে অসার অধর্মকেই ধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন এবং রামচন্দ্রের ন্যায় শত্রু সম্পর্কেও আপনার যে নির্ভীকতা—তা চিরদিন আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।১৩১ নর-বানর বংশধারা প্রভৃতিতে পৃথক বলে আপনি যেমন তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন অনিষ্ট ভেবে নিলেন না, তেমনি নর-বানরের সঙ্গে বিরোধও

কিন্তু আপনার তেমনিই।১৩২ ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম বিজিত হয়েও যদি তপোবিঘ্নকারী বিরাধকে বধ ক'রে থাকেন তবে কিরূপে সে নিজের শৌর্য সম্পর্কে অবিদিত ছিল?১৩৩ বহু-মায়াভিজ্ঞ মারীচ পালাতে গিয়েও রামচন্দ্রের[১৬] বাণপথ অতিক্রম করতে পারেনি একথা আপনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন।১৩৪ সন্ধ্যোপাসনারত অন্যকার্যাসক্ত বালীর কী শক্তি আপনি তার বাহুপীড়িত হয়ে মূর্ছিত হয়েছিলেন[১৭] বলে নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন না।১৩৫ আপনি বলবান রামের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ করুন। সেই বিরোধের পরিণাম কী তা আপনার অসাধু বন্ধুদের বিনাশে প্রথমেই বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং কোষ, দন্ড, আত্মা ও ভূমিসহ সেই প্রণম্য রামচন্দ্রকে সীতা অর্পণ করুন।১৩৬

এইভাবে পবন-নন্দন কর্তৃক সভামধ্যে উচ্চকন্ঠে অসহ্য স্পষ্ট এবং পরুষবাক্যে তিরস্কৃত হয়ে রাবণ পরিজনদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বানরকে অগ্নিদগ্ধ করবার আদেশ দিলেন।১৩৭

ভট্টিকাব্যে 'মারুতিসংযমন' নামক নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ

তারপর বল্কল, বস্ত্র ও কুশ প্রভৃতির দ্বারা হনুমান পরিবেষ্টিত হলেন; তার উত্তোলিত পুচ্ছ জ্বলতে লাগল। সেই অবস্থায় হনুমান শূন্যপথে উত্থিত হলেন। রাক্ষসেরা ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল।১ রামপ্রিয়, রণপন্ডিত, রাক্ষস-বিরোধী, কৃতী হনুমানশ্রেষ্ঠ রাবণপুরী লংকায় কলহ বাধিয়ে দিলেন এবং রাবণের কলহংসাভিরাম গৃহ অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত করলেন।২ উৎপন্ন অগ্নি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল; সমগ্র পুরী সহসা আনন্দহীন হলো; পুরবাসিনী রাক্ষসবনিতাগণ ভয়ে শূন্যপথে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল—এবং ত্রিকূটপর্বতাশ্রিতা ঐ নগরী দহ্যমান ত্রিপুর-পুরীর দশা প্রাপ্ত হলো।৩ পক্ষীদল সরোবরের সরস আশ্রয় ত্যাগ করে বার বার নানাদিকে উড়ে যেতে লাগল। তাদের মধুর ও করুণ কূজন যেন ক্রন্দনের মতোই চারদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।৪ শিখাময় অগ্নির সঙ্গে হনুমান সমস্ত কাঞ্চনময় গৃহেরই সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। হিমনাশকারী অগ্নিশিখা সর্বত্র বিসর্পিত হয়ে সমস্ত কাঞ্চন-গৃহেরই দ্রবত্ব বিধান করলেন অর্থাৎ অগ্নিশিখার স্পর্শে স্বর্ণগৃহগুলি গলে পড়তে লাগল।৫ হাসি থেমে গেল, আনন্দ-বিলাস চলে গেল, প্রণয়কথা কমে গেল; প্রমদাগণ মত্ত হলেও তাদের দর্প রইল না। পুরীর যা হিতকর হত তার অনুষ্ঠান সেই সময়ে কিছুই চিন্তা করা হলো না।৬ যে শোভাময়ী লংকাপুরীর গৃহগুলি সর্বদাই উজ্জ্বল, যেখানে একমাত্র শিবতত্ত্বই আলোচিত হয়ে থাকে, সমিধ্যুক্ত মুনিদের বিনাশকারী রাক্ষসের উৎসাহদাতা রাবণকর্তৃক যে নগরী প্রতিপালিতা, পর্যাপ্ত ইচ্ছাপূরণ সমর্থা সেই লংকা দগ্ধ হলো।৭ নানাদিকে পলায়মান মাংসভোজী রাক্ষসদের বিহ্বলতা ব্যক্ত হলো। অন্য মহাজনেরাও পলায়নে উদ্যোগী হয়ে মহত্ত্বহীন নানারকম কাজ করলেন।৮ সেই সময়ে প্রিয় পার্বত্য হস্তীও রেহাই পেল না। যা-কিছু প্রিয়

কন্তু সবই নষ্ট হয়ে গেল। নারীগণ রোগপীড়িতার ন্যায় হর্ষহীন হলেন। কালবশে বিনাযুদ্ধে বীরগণের মৃত্যু ঘটতে লাগল।৯ ভীম বিক্রমশালী নর বা বালী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানর কর্তৃক পূর্বে অবরুদ্ধ হয় নি (অথবা মানুষ বা অতিমানুষ কাহারও দ্বারা যা পূর্বে জিত হয় নি)—সেই নগরী একা হনুমান দগ্ধ করলেন।১০ সেই পুরী অগ্নিসংযোগে অতি দ্রুত গলিত হয়ে ভূতলে পড়ে প্রভূত আলোকোদ্ভাসে সজ্জিত হল এমন করা হল; যা কি না শ্রেষ্ঠ শত্রুরাও পূর্বে অভিভূত করতে পারেনি আজ তা সর্বদিকেই সমতল করা হল, পুনর্বার আর রইল না।১১ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান দেখলেন—হারশোভিতা অবলা রমণীরা দলে দলে পালিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে।১২ গলিত সুবর্ণ-জাত নির্মল জল, সেই জলে পূর্ণ স্বর্ণস্থলীনিখাত দীর্ঘিগুলি নারীদের দেহের ক্লান্তি দূর করতে পারল না। পত্রপুষ্প অরিদের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছে, সেই দগ্ধ তরুর নিচে অবস্থান করে নারীদের শান্তি হলো না।১৩ তারপর হনুমান সীতাকে দেখবার জন্য অতি দ্রুত অশোকবনে গেলেন। ঐ বনে পাখীরা বিচলিত হয়েছিল, অসন, বাণ, নাগকেশর ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ ভগ্ন হয়েছিল এবং পবিত্র পুষ্পমালাগুলি ঝুলে পড়েছিল।১৪ মহাশৈললঙ্ঘী হনুমান[১] দেখলেন—জনগণ-পূজিতা কমললোচনা সীতা বনমধ্যে তরুতলে শয়ন করে আছেন।১৫ হনুমান দেখলেন, কমনীয়কান্তি রামের কান্তা বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য ক'রে, অলঙ্কার ত্যাগ ক'রে কিন্তু মানযুক্তা হয়ে বিরাজিতা।১৬ হনুমান হর্ষভরে সীতাকে এই উদারবাক্য বললেন—দেবি! আমি আপনার বিষাদভাব জেনেছি, লঙ্কারও সমস্ত রাক্ষস দেখেছি; এখন আমি শীঘ্র সতত শোভাময় মাল্যবান পর্বতে রঘুশ্রেষ্ঠ সমীপে প্রকাশ্যভাবে যাত্রা করব।১৭ আত্মীয়জনের প্রীতিভাজন শত্রুর অপরাজেয় হনুমান সীতার চরণে প্রণত হলেন, শত্রুগণের ভয়াবহ বিশাল মহাশক্তিশালী সুন্দর দেহ ধারণ করে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধজন-তেজোদীপ্ত উন্নত প্রাণিপূর্ণ আকাশে উত্থিত হলেন।১৮ পবননন্দন হনুমান নানারূপে বনভঙ্গ, নগরদহন প্রভৃতি সম্পন্ন করে সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান সহ আকাশে বিরাজিত হলেন; এতে রাবণ পরাজিত, হনুমান মারুতিরূপ মিত্রলাভে হৃষ্ট হলেন[২]; বাত্যাহত সমুদ্র উদ্বেল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন; এবং বায়ু (অপত্য স্নেহে অধীর হয়ে উঠলেন।১৯

হনুমান সর্বলোকপ্রিয় গুণোন্নত, বক্ষে রোমযুক্ত, তেজোময়, কমললোচন, রাজেন্দ্র রামচন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন। (অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ, উন্নতশৃঙ্গ, মনোহর, সানুশোভিত, অতিবিস্তৃত, সিদ্ধবিদ্যাধর প্রভৃতির বিশ্রামস্থান এবং বহুপ্রাণীর বাসভূমি মহেন্দ্রপর্বতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন)।২০ নানাবর্ণময়, চিত্রপটের ন্যায় স্থিত পর্বতের অভিমুখে আগত হনুমানের গতিবেগে ভীত হয়ে বানরগণ বার বার মূর্ছিত হতে লাগল।২১

হনুমান যেতে যেতে সাগরের জলরাশি বিক্ষিপ্ত করলেন; সেই জল তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে কম্পিত করল; তরুগণ কম্পিত হয়ে অঙ্গসুখাবহ পুষ্পাস্তরণ ছড়িয়ে দিল; কামী কিন্নরগণ সেই পুষ্পাস্তরণে উপবেশন করতে লাগল।২২ হনুমান ত্বরায় তরুরাজি-শোভিত মহেন্দ্রাচলে উপস্থিত হলেন। তার মৃদুহাসিতেই কৃতকার্যতার কথা জানিয়ে দিয়ে হৃষ্ট বানরবাহিনীতে অলঙ্কৃত হলেন।২৩ বেগগামীদের মধ্যে বেগবিষয়ে যদিও গরুড়, পবন এবং সূর্যই প্রসিদ্ধ, তবু বানরেরা হনুমানকেই তাদের

অপেক্ষা বেগবান বলে মনে করতে লাগল—কেননা, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছেন।২৪ যার ব্রণরূপ কন্দরে (গুহায়) অস্ত্ররূপ সর্প বিলীন রয়েছে; যার বিশাল বক্ষ এবং কর্কশ উরুই ভিত্তিস্বরূপ; ক্ষরিত রক্তধারা ঘনীভূত ধাতুরাগের মতো সেই বানররূপী পর্বত তখন সুশোভিত হলেন।২৫ তারপর পবননন্দন ফিরে এলে পর চঞ্চল ও পিঙ্গলবর্ণ কেশররূপ স্বর্ণলতাশালী, উন্মীলিত নেত্রপঙ্‌ক্তিরূপ মণিময় বানরগণ যেন কপিভূধর হনুমানের সানুদেশের ন্যায় বিরাজ করতে লাগল।২৬ হনুমান যেন চন্দ্র, বানরগণ যেন সমুদ্র; হনুমানচন্দ্র তাঁর মধুর দর্শনদানে এই বানর সমুদ্রকে আনন্দে উদ্বেলিত ক'রে বচনামৃত কিরণ বিস্তার ক'রে আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত করলেন।২৭ তারপর শ্রেষ্ঠ বানরগণ বিন্ধ্যপর্বতের লতা মর্দন ক'রে নির্ঝরের নির্মল জল পান করতে লাগল; হৃষ্টচিত্ত অঙ্গদের আজ্ঞায় তারা 'মধুবন' নামক সুগ্রীবের উদ্যানে ইচ্ছাবিহার করতে লাগল।২৮ হনুমান যেন সূর্য; তিনি বানরগণের বিষাদের অন্ধকার দূর করেছেন, প্রিয়সংবাদরূপ কিরণের বিস্তারে অর্থ (কার্যসিদ্ধি) রূপ পদ্মের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। এইবার তিনি উদয়গিরিরূপ মহেন্দ্র-পর্বতকে ত্যাগ ক'রে আকাশে উঠলেন—তাঁকে রামহৃদয়ের গুহাগত মোহরূপ অন্ধকার দূর করতে হবে।২৯

রামসকাশে হনুমান

তপোবনে জটাজিনবল্কলধারী, সমান শমগুণসম্পন্ন, সমান বেশধারী ও সমান সমাধিশালী অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বিরাজিত রয়েছেন রামচন্দ্র—যেন নরের সঙ্গে স্বয়ং নারায়ণ। হনুমান এই রামচন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়ালেন।৩০ হনুমানের করপুটে অভিজ্ঞানরত্ন—তার বিরল অঙ্গুলিদল থেকে অল্প অল্প দীপ্তি নির্গত হচ্ছে। তিনি জানু এবং মস্তক নত ক'রে রামচন্দ্রকে প্রণাম করলেন—রামচন্দ্র যেন অল্প কপিলবর্ণ মেঘের মধ্যস্থিত চন্দ্র!৩১ মহারত্ন থেকেও অধিক গৌরবশালী পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলবৎ সীতার শিরোমণি দেখে রামচন্দ্র ভাবলেন—'এতদিনে জীবিত হলাম'!৩২ রামচন্দ্র দেখলেন—সীতাবিরহিত বনাগত সেই মণি কতটা শ্রীহীন, পরিমাজন না করায় ধূলিস্পর্শে মলিন; এবং ঐ মণি যেন ক্ষীণকান্তি, বনবাসী, ধূলিধূসর সীতাবিরহিত নিজের ন্যায় কেবল গৌরবমাত্র বহন করছে।৩৩ সেই সময়ে রাম-লক্ষ্মণ ও বানর-সেনাপতি সুগ্রীব মনে মনে ভাবলেন—নিজের শক্তিতে অভীষ্ট সম্পাদন করায় হনুমান কি নিজেই চিন্তামণি নয়?৩৪

হনুমানের বিবরণ

হনুমান বললেন, সেই শত্রু রাবণ মূর্খ এবং অদূরদর্শী; সে আপনাদের প্রলয়-বায়ুতুল্য বুঝতে না পেরে সীতারূপ স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করে মরবার জন্য লংকারূপ বনে সিংহসম শয়ান রয়েছে।৩৫ যে মায়াবী রাবণ যুদ্ধে কুবেরের ধন হরণ করেছে, দেবগণের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধকারী সেই রাবণকে দেখে আমি এখানে এসেছি। যে সম্পদগর্ব মানুষকে নির্লজ্জ করে তোলে তারই গর্বে সে উদ্ধত। জগতে সম্পদ

অধিগত হলে কাকে না সৎপথ থেকে বিচলিত করে ?৩৬ ঐ সমৃদ্ধ অথচ মূর্খ রাক্ষস যে স্বভাবতই উদ্ধত হবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই। তাছাড়া অনার্যদের ধর্মসঙ্গত পথে থাকার হেতুই বা কী আছে ?৩৭ সীতাদেবী সেই রাবণের লঙ্কাপুরীতে রয়েছেন —আমি তাঁকে দেখে এসেছি। তিনি কৃশ হয়েছেন—একমাত্র রামই তাঁর পতি, পতির সঙ্গে মিলনে তিনি উৎসুক, বিচ্ছেদে তিনি একান্তই শোকগ্রস্তা ; আমার কৃতকার্যের এইটুকু সারাংশ আপনাদের কাছে বললাম, অবশিষ্ট উদ্ধত কার্যের বিবরণ দিয়ে আর কী হবে ?৩৮ যদি কলঙ্ক চন্দ্রলেখা থেকে অপক্রান্ত হয়, আবার আবির্ভূত হয়ে তাকে হীন না করে—তবে সেই শুদ্ধা শোককৃশা সীতা চন্দ্রলেখার সঙ্গে উপমিত হতে পারেন।৩৯ অবিমৃশ্যকারী রাবণ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণের সেবা করেন না, কেউ অপকার না করলেও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। এই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা আপনার সাধ্বী পত্নীকে উদ্ধার করার জন্য আপনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হোন, হে রাজন্।৪০ রামচন্দ্রের অবস্থা হলো এক শুকিয়ে যাওয়া মহাহ্রদের মতো ; জল শুকিয়ে গেলে হ্রদস্থ জন্তুসকল বিহ্বল হয়ে ওঠে ; এখন বিনা মেঘেই ইষ্ট জলবর্ষণ হয়েছে অর্থাৎ আকস্মিভাবে ইষ্ট সীতার সংবাদ শ্রবণরূপ জলবর্ষণ হয়েছে।৪১ হনুমানের কথা শুনে বানরগণ মিলিত হয়ে রামচন্দ্রের অনুবর্তী হলো। রামলক্ষ্মণের তুল্যরূপ ও তুল্যবেশ। গমনাদেশ দেওয়ার জন্য তাঁর দক্ষিণহস্ত প্রসারিত ; সুগ্রীব নত হয়ে তাঁর আদেশ গ্রহণে উদ্যত।৪২ তারপর হনুমান ও অঙ্গদের পৃষ্ঠারূঢ় রাম-লক্ষ্মণ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ পিঙ্গলাঙ্গ অন্যান্য বানরগণ ভূতল ত্যাগ করলেন, আকাশ-পথে যেতে লাগলেন এবং দ্রুত মহেন্দ্রপর্বতে উপস্থিত হলেন।৪৩ ঐ মহেন্দ্রপর্বত সাগরের জলপ্লাবন থেকে ধরিত্রীকে সর্বদা রক্ষা করার জন্যই যেন ভূতল ও আকাশের মধ্যভাগে সমুদ্রজলবেগ সহনক্ষম নিজের দেহ প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।৪৪ ঐ পর্বতের মূলভাগ পাতালে প্রবেশ করেছে, শত শত শিখরের দ্বারা পর্বত সুরলোক স্পর্শ করছে। তার নিবিড় ও বিপুল নিতম্বে সকল দিক ব্যাপ্ত এবং তাতে ফলকুসুমযুক্ত বৃক্ষের অনেক কুঞ্জ বর্তমান।৪৫ ঐ পর্বত ভ্রমরগুঞ্জনে প্রিয়ার আলাপ এবং প্রফুল্ল কমলে প্রিয়ামুখের হাস্যশ্রীর স্পষ্ট অনুকরণ করে সেখানে আসামাত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের আনন্দ বিধান করছে।৪৬ আকাশের বিপুল নিতম্ব—গ্রহপুঞ্জে নির্মিত তার মণিময় মেখলা—সর্বোত্তম তার সৌন্দর্য ! সেই নিতম্ব থেকে মেঘের বসনচ্যুত হয়ে পড়েছে, প্রেমাবেশে এ পর্বত তার শিখরহস্ত প্রসারিত করে নিতম্ব স্পর্শ করছে।৪৭ চঞ্চল, লঘু, ভারবহনে অক্ষম এবং দুর্বল মানহীন লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ঐ অত্যুন্নত, স্থির, তুঙ্গমেঘস্পর্শী মহেন্দ্র পর্বত যেন স্বসদৃশ সমুদ্রের তীরেই বাস স্থাপন করেছে।৪৮ কল্পবৃক্ষবহুল দুঃখ-সম্পর্কহীন ঐ পর্বত রত্নদীপময় স্ফটিকের মণিগৃহে এবং নবযৌবনশালী কিন্নরগণের গীতনিস্বনে সুরাঙ্গনাদের মনে স্বর্গের ভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।৪৯

তারপর রামলক্ষ্মণের সঙ্গে বানর সৈন্যগণ হনুমানের অঙ্গুলিনির্দিষ্ট দিকে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করল যে দিকে সমুদ্রের পারে সীতাদেবী অধিষ্ঠিতা—যে দিক ব্যাপক ধূমজালে আচ্ছন্ন।৫০ মহেন্দ্রকুঞ্জ উচ্চতায় সূর্যকিরণের আচ্ছাদনে সক্ষম; বানর সেনাগণ সেই কুঞ্জ ত্যাগ করে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলো—মহাতরঙ্গময় জল-

রাশিদ্বারা ভুবনভরণে সমর্থ হয়েও যে সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না। ৫১ ঐ সমুদ্রের বিপুল ভারশালী মণিযুক্ত শুক্তিসমূহের আভ্যন্তরীণ দীপ্তিতে রসাতল-সঞ্চিত অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে এবং উপরিস্থ অল্প স্পন্দমান হীরকসমূহে সূর্যকর বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।৫২ রাত্রিকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিমল নদীজলে ঐ সমুদ্রের জল বর্ধিত হয়; সুতরাং মহেন্দ্রপর্বতের চন্দ্রকান্তমণিময় সানুভাগ যেন জলমগ্ন হয়ে আছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।৫৩ বসুধাকে ধারণ করে তার পর্বত ও সর্প সকল ও ধারণ করে আছে ঐ সমুদ্র—এরা ভুবনভার সহনে সমর্থ; ঐ সকল পর্বত ও সর্প অজেয় প্রভাবশালী, মহাদ্যুতিময়, রত্নশালী বিশালকায় এবং শ্রমক্লান্ত কচ্ছপ ও কুমীরের আশ্রয়।৫৪ সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গগুলি অসংখ্য জলকণা নিক্ষেপ করছে, তাতে নির্মল মণির কান্তি সৃষ্টি করেছে ইন্দ্রধনুর শোভা, সেই তরঙ্গ থেকে একটা ধীর গম্ভীর ধ্বনি উঠছে, সেই ধ্বনিতে পৃথিবীর সন্তাপ দূর হয়ে যাচ্ছে। বানরেরা দেখল, সেই মহা-তরঙ্গগুলি যেন মেঘের মতোই বিরাজমান।৫৫ ঐ সমুদ্রের তীরভূমি ও তীরস্থিত পর্বতের সানুপ্রদেশ প্রবালের দীপ্তিতে ভূষিত, মুক্তা সমুদ্রের আলোয় রঞ্জিত ;—জল-হস্তীরা[৩] সেই সানু ভেঙে দিচ্ছে, এমনি ভাবে তারা শোভা ধারণ করেছিল।৫৬ সমুদ্র জলরাশিতে নিখিল রসাতল পূর্ণ করছে, নানারত্নে ভূষিত হয়ে বিরাজ করছে এবং পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গে অন্তরীক্ষ ঢেকে ফেলছে। এত জল এখানে প্রকৃতপক্ষে কোথায় আছে? এই ভেবে সমবেত বানরগণ সমুদ্রকে মনে করল—'মায়া'।৫৭ ঐ সমুদ্র চন্দ্রহীন হয়েও অশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী, দেবগণ কর্তৃক হৃতশ্রী হয়েও তার অক্ষুণ্ণ শোভা, দেবগণ কর্তৃক মথিত হয়েও জলরাশি দ্বারা আকাশ অতিক্রম করতে উৎসুক—সমুদ্রের মহিমা অন্তহীন।৫৮ ঐ তুঙ্গতরঙ্গশালী সমুদ্র জলস্থিত নৌকার মতো পৃথিবী, কুলপর্বত, নাগরাজ বাসুকি ও শ্রেষ্ঠ দিগ্গজদের ধারণ ক'রে যে নিজের শক্তিতে দুর্গত ধরণীধারণকারী পর্বতের তুল্য বিশাল বদনযুক্ত মহাবরাহকেও জয় করছে।৫৯ সমুদ্র গিরিসম্পর্কিত চঞ্চল নদীরূপা জলরাশি ধারণ করছে। জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছিল, নিজের মনোভিরাম স্বামিদর্শনে পুলকিতা পৃথিবীর শৈলরূপ স্তনযুগল থেকে স্খলিত শুভ্র পটাঞ্চল।৬০ অপরিমিত বৃহৎ অদ্ভুত ঘটনা দ্বারা বিচিত্র, নির্মল ও মহান্ সমুদ্র অপরাজেয়, শুদ্ধস্বভাব রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের[৪] সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যধিক শোভাশালী হয়ে উঠেছে।৬১ বিপত্তি ছাড়া উন্নতি হয় না একথা দর্শক রামলক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বোঝাবার জন্যই যেন সমুদ্র অনবরত ক্ষণে ক্ষণে বিশাল তরঙ্গ প্রসারিত করে আবার উপসংহার ক'রে নিচ্ছেন।৬২

অনর্থকুশল মদন কোমল পুষ্পশরেই রামচন্দ্রকে প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু ক্ষত উৎপাদন করলেন না; শিশিরসিক্ত বায়ুর দ্বারাই দহন করতে লাগলেন, কিন্তু জ্বালা উৎপাদন করলেন না।৬৩ তারপর দিনের অবসানে সূর্য ও রঘুনন্দন রাম সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের আকৃতির অনুকরণ করতে লাগলেন দুয়েরই মৃদু ও মলিন দীপ্তি, দুইজনই লোকাতীত! (সূর্য পূর্বাচল থেকে অস্তাচলগামী, রাম লোকালয় ত্যাগ করে সমুদ্রসমীপবর্তী)।৬৪ গাঢ় অন্ধকার রামের পক্ষে দিনের যা-কিছু চিত্তবিনোদনের উপায় সব অপহরণ করে নিল, প্রিয়াভাবনাকে একমুখী করে তুলল। তাই অন্ধকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামের হৃদয়ে মন্মথচিন্তারও বৃদ্ধি ঘটল।৬৫

তারপর চন্দ্রমা সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকাররাশি নিক্ষেপ করে উদিত হল—সকলের দৃষ্টির অবকাশ ঘটল, অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য জগৎকে পুনরায় আবির্ভূত করেই চন্দ্র দেখা দিল। বস্তুতঃ মহান্ ব্যক্তিমাত্রই পরার্থপর হয়ে থাকেন।৬৬ এ যে বজ্র! মেঘবিহীন আকাশে বজ্রই বা কোথায়? তবে কি তীক্ষ্ন শরবর্ষণ? কিন্তু সেও তো ধনু বিনা অসম্ভব! কামাভিভূত রামচন্দ্র এই ভাবেই বার বার সন্দিহান হতে লাগলেন—চন্দ্রকে তিনি চন্দ্র বলে বুঝতে পারলেন না।৬৭ কুমুদবনে, দিগবধূগণের মুখমণ্ডলে ও আকাশে কিরণ বিকিরণ ক'রে, তাদের অন্ধকার দূর ক'রে চন্দ্র এমনভাবে শোভিত হতে লাগলেন যে অন্য কেউ সেভাবে শোভা পেতে পারেন না।৬৮ বিশালশিলার অন্তরালে স্থিত সজল মেঘের মতো শ্যামবর্ণ অন্ধকার বৃক্ষ-বেষ্টিত নিকুঞ্জে ভীমবৎ শরণাপন্ন হয়েই যেন আশ্রয় নিল। নিকুঞ্জের এই বৃক্ষগুলি চন্দ্রের কিরণরূপ শত্রুকে অপসারিত করেছিল।৬৯ যিনি নয়নমনোহর সুন্দর মদনের মতো হৃদয়স্থ হয়েও সর্বদা অনুকূল—অতঃপর সেই অনুজ লক্ষ্মণ সজল মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে রামচন্দ্রকে বললেন - ৭০ আপনি শোক ত্যাগ করুন; শত্রু রমণীদের সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তাদের পতির মৃত্যুর জন্য কেশরাশি হয় বিক্ষিপ্ত ও আলুলায়িত; যাতে চোখের জলে তাদের কাজল ও ওষ্ঠরাগ হয়ে যায় লুপ্ত। কোথায় জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার তুল্য ব্যক্তি, আর কোথায় সামান্যজনোচিত এই মোহ!৭১ জগতে মহিমান্বিত ব্যক্তি প্রমাদে পড়লে একান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। বিশাল শৈলশৃঙ্গের মতো দেহধারী গরিষ্ঠ গজরাজ পঙ্কে অবসন্ন হয়—লঘু কাষ্ঠখণ্ড হয় না।৭২ এমন কী আছে যা আপনার বুদ্ধির আয়ত্ত নয়? আপনার চক্ষুর নিমীলনও বুদ্ধির বাইরে নয়। তবুও আপনার প্রতি আমার স্নেহরাশি আমাকে এইরকম বলতে উৎসাহিত করছে। স্নেহ স্বাভাবতঃই ইষ্টজনের অনিষ্ট শঙ্কা করে; আপনার প্রতি আমার এই স্নেহও আপনারই পুণ্যফলে জন্মেছে।৭৩

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই কথা শুনে রক্ষার জন্য দিকে দিকে বানরদের নিযুক্ত হতে আদেশ দিলেন; তারপর দুইবাহু বাঁকাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুললেন এবং ঘুমের আশায় প্রবালের শয্যা আশ্রয় করলেন।৭৪

ভট্টিকাব্যে 'সীতাভিজ্ঞানদর্শন' নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

তারপর চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হয়ে এল, যেন পুণ্যক্ষয়ের ফলেই তিনি অস্তাচলে গেলেন। তার মিত্রকল্প কুমুদ বিষণ্ণ হলো, শত্রুকল্প পদ্ম বিকশিত হলো।১ আকাশের দূর অংশে আরোহণ ক'রে পর্বত থেকে পতনের মতো অন্তরীক্ষ থেকে চন্দ্র পতিত হলে তার অনুরক্ত তারাদল অমল কীর্তির অধিকারী হয়েই উপকারী বন্ধুর অনুগমন করল।২ আমার সেই বিলাসময় কটাক্ষ কোথায়? কোথায় আমার মধুর বচন-বিন্যাস'—এই ভেবে চন্দ্র যেন লঙ্কার অঙ্গনাদের জাগরণকালে তাদের মুখসাম্য না দেখিয়ে (অভিমানে) অস্ত গমন করলেন।৩ অনেক চেষ্টাতেও স্ত্রীদের

প্রসন্ন করতে না পেরে তাদের পতিগণ পরাঙ্মুখ হয়ে শয্যায় কপট নিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছে। এখন রাত্রির অবসানে বিহ্বল স্ত্রীগণ দোষী জেনেও পতিদের অনুনয় করছে।৪ প্রিয়াদের প্রেমতরু দৃঢ়মূল হলেও তা ছিল ঈর্ষ্যায় রুগ্ণ; মানের কুঠারে তা ছিন্ন হওয়ায় সুখের শাখা লুপ্ত হয়েছিল। এখন চোখের জলের সেচনে আবার সেই তরু পল্লবিত হয়ে উঠল।৫ তারপর ভাবী বিরহের আশংকায় কামিজনের অনুরাগ আবার আগের মতোই নতুন হয়ে উঠল; তাই তাদের তৃষ্ণার উপশম হলো না—পূর্বানুবর্তী অনুরাগেরই যে নবোদয় ঘটেছে তা-ও তারা বুঝতে পারল না।৬

সমস্ত ইন্দ্রিয়জনিত সুখ যখন ব্যক্তরূপে অন্তরেই অনুভূত হতে লাগল তখন চক্ষু নিজেকে বঞ্চিত মনে ক'রে যেন সহ্য করতে না পেরেই অক্ষমের মতো সঙ্কুচিত হয়ে রইল।৭ কোন কৃশোদরী কামিনী তার সুরত-বীর প্রিয়ের পীন বক্ষে নিজের কোমল নখর ভগ্ন হল দেখে ইচ্ছাভঙ্গে ব্যাকুল চিত্তে নিজের অঙ্গে নখরক্ষতকারী ভর্তার প্রতি এবং তুচ্ছ নখররাজির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।৮ প্রিয়জন কর্তৃক গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত হওয়ায় কামিনীর অন্য চেষ্টা লুপ্ত হল, নয়ন নিমীলিত হয়ে এল এবং তার সমস্ত জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হল—সে যে জীবিত আছে তা কেবলমাত্র দেহজাত স্বেদজল এবং রোমাঞ্চ থেকেই বোঝা গেল।৯ কামুকেরা চৈতন্যলাভ ক'রে—এ কি সুষুপ্তি না মরণ বা সুখ কিংবা মূর্ছা না মনোভবের মায়া—ইত্যাদি বহু বিতর্ক ক'রেও এটি কী বা কী রকম—কিছুই বুঝতে পারল না।১০ কামিজন কামিনীর স্তনযুগলে বক্ষ, মুখে মুখ ও দেহে দেহ অবিরাম সংশ্লিষ্ট করেও তৃপ্ত হল না। বস্তুতঃ প্রেমে পর্যাপ্ততা-বোধ অর্থাৎ যথেষ্ট হয়েছে আর নয় এই রকম বিরুদ্ধ জ্ঞান কখনও হয় না।১১ নবোঢ়া নায়িকা প্রিয়কর্তৃক আলিঙ্গিত হয়ে নিজ দেহ শিথিল ক'রে দিল—তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও সে চক্ষু নিমীলিত করে রইল; শয্যায় শুয়ে সে পরোপকাররূপ রসেই তন্ময় হয়ে রইল (অর্থাৎ প্রতিকূল হয়েও সে প্রিয়তমের মনোহরণ করল)।১২ সুরতারম্ভে সহসা প্রিয়কর্তৃক আলিঙ্গিতা রমণীর কাম লজ্জা-বিজড়িত এবং ভয় ও বাসনার অনুগত হল। তারপর যখন রমণী বিশ্বস্ত হয়ে উঠল তখন বিশ্রস্তরমণে সেই কাম উপভোগ্য মনে হল।১৩ কোন কোন কুপিতা কামিনীকে তার প্রিয় সান্ত্বনাপূর্বক নখ দিয়ে সাদরে দেহ সংবাহন করে দিল, তখন পুলকে তার দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল—মনের কোপও দূরীভূত হয়ে গেল: তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় সবলে গ্রহণের দ্বারাই সেই সময়ে প্রিয়ের বশীভূত হয়ে পড়ল।১৪ গুরুনিতম্বিনী কোন কামিনী তার কান্তরূপী চন্দ্রের কিরণের (কান্তপক্ষে হস্তের) দ্বারা অভিমৃষ্ট হয়ে ক্ষোভবশে চন্দ্রকান্তশিলার মতো সত্বর স্বেদজল মোচন করতে লাগল। (কান্ত = চন্দ্র; কর = কিরণ, হস্ত; চন্দ্রশিলা – চন্দ্রকান্তমণি, রমণী)।১৫ তারপর কান্তবিরহে মূর্ছিতা, মলিনা, বিবেকরহিতা রমণীকে স্নেহশীলা সখী যেমন প্রবোধিত করে, সেইরূপ চন্দ্র অস্তমিত হওয়ায় রমণীয় অরুণোদয় শোভা ধূসর মলিন ও বিবর্ণ আকাশকে রঞ্জিত করে তুলল।১৬ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলনাভিলাষ পূর্ণ না হতেই অরুণোদয় হলো। তাদের মনে হলো ক্ষণকালের মধ্যেই যেন রাত্রি শেষ হয়ে গেল। সুতরাং তারা উৎসুক হয়েও যেন পরাধীনের মতো দুঃখের সঙ্গে নিদ্রাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।১৭ কোন কামী শয্যা থেকে অর্ধোত্থিত হতেই প্রিয়া এসে তাকে আলিঙ্গন করল। এই আলিঙ্গনে সে সুখমগ্ন হলেও

গমনোদ্যত হলো। কিন্তু প্রিয়াকর্তৃক এবারও গতিরুদ্ধ হওয়ায় সে যেতে অনিচ্ছুক হয়েও চলে গেল – আবার কোন ছলে[১] ফিরে এসে আজ যা করবার না করে অবস্থান করতে লাগল।১৮

তরুণী মঙ্গলগায়িকাগণ প্রভাতে রাজমন্দিরসমূহে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে মঙ্গলগীত গান করতে লাগল; ঐ সকল গীতের সাম্যশোভা তালের দ্বারা সম্পাদিত ছিল, রাগ ষড়্‌জাদি স্বরে নিবন্ধ এবং পদবিন্যাসে তার অর্থও পরিব্যক্ত।১৯ গাঢ় পঙ্কবৎ অন্ধকারে এ জগৎ মগ্ন হয়েছিল, লুপ্ত হয়েছিল তার অবয়বসংস্থান। এখন অরুণোদয়ের পর সূর্যদেব উদিত হয়ে যেন কিরণরূপ রজ্জু বিস্তার করে জগৎকে উদ্ধার করছেন।২০ বধূদের অধররাগ নেই, নয়নে অঞ্জন নেই; তবু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অলকগুচ্ছে কান্তিযুক্ত মুখমণ্ডলগুলি প্রিয়সঙ্গমে কৃতার্থ হয়ে প্রভাতে যেমন শোভা পেতে লাগল, আগের দিন সন্ধ্যায় অলংকৃত হয়েও তেমন শোভা পায় নি।২১ বিপ্রলব্ধা নায়িকা এবং পতিসঙ্গতা নায়িকা দুয়েরই যেন সমান অবস্থা। উভয় নায়িকারই রাত্রি জাগরণ হেতু নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ, নয়ন অঞ্জনহীন, দেহে অঞ্জন অলক্তক, পত্রলেখা প্রভৃতি মণ্ডনচিহ্নও নেই। উভয় নায়িকাই খেদ-খিন্না।২২ পতির সঙ্গে সহবাস করেছে যে সব রমণী তাদের অধর (স্বভাবতঃ) সুন্দর এবং প্রচুর তাম্বূলরাগ ধারণ ক'রেও দুর্ভাগ্যের সূচনা করছে - যেমন (রতিভঙ্গ-দুঃখজনিত অশ্রুনিপতনে) চোখের কাজলকালি সেখানে লেগে গিয়েছে।২৩ রমণীরা স্বভাবসুন্দর চক্ষু অঞ্জনযুক্ত করেছে; স্বভাবরক্তিম দুই ওষ্ঠ তাম্বূলে রাঙিয়েছে এবং স্বভাবসুগন্ধি মুখ অন্য গন্ধে সুবাসিত করেছে; এতে কতকগুলি তুচ্ছ প্রসাধন দ্রব্যে রমণীদের পক্ষপাতই সূচিত হচ্ছে।২৪ কামী ও রমণী মিলিত হয়ে অতিস্নেহবশতঃ সম্ভোগকালে পরস্পরের কৃত দন্তক্ষতাদির কথা বুঝতে পারে নি, প্রভাতে দেখতে পেয়ে একে অন্যের অপরাধ সম্পর্কে নানারকম আশংকা করছে[২]।২৫ রমণীরূপী শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার দল বিজয়ীরূপে বিচরণ করছিল অর্থাৎ তারা যেন সুরতসমরবিজয়িনী বীরাঙ্গনা, নানাভাবে তাই প্রকাশ করছিল; তাদের দীর্ঘ কেশপাশ যেন শূল, স্তনযুগল দুই চক্র, আয়ত কর্ণদ্বয় যেন পাশ, রোমরূপ পক্ষ্মযুক্ত আয়ত নয়ন যেন শর।২৬

সঙ্গমসুখ লাভ করে নি এমন রমণীদের চন্দনলিপ্ত পয়োধর তেমনিই আছে, শুদ্ধ বসনও বিপর্যস্ত হয় নি—তাদের এই বেশ দেখে তাদের সপত্নীরা প্রভাতে দুঃখ-কমে-যাওয়া মনে হৃষ্ট হয়ে উঠল। (সপত্নীর প্রসাধন ব্যর্থ হয়েছে, তাই আনন্দ)।২৭ কামিজনের চিত্তে উৎপন্ন অনুরাগ চঞ্চল হলেও গুণযুক্ত বিষয়ে স্থির। সেই অনুরাগ নয়নরূপ গবাক্ষপথে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের মুখশ্রী দেখেই যেন বিরাজ করতে লাগল।২৮ কামার্তজন অতিমাত্র প্রণয়ের বশে চেতনার লুপ্তি ঘটায় বুদ্ধিহীন যে উপচারকর্ম (দন্তনখক্ষতাদি) নিজেই করেছিলেন এখন আর তা স্মরণ করতে পারছেন না।২৯ সৌম্যসুন্দর বর্ণযুক্ত বস্ত্র, সুগন্ধি বিলেপনদ্রব্য এবং (সুরতসম্ভোগে) কৃতার্থতাজনিত আনন্দে কমনীয় মুখশ্রী দ্বারা কামিজন গোপনীয় সুরতসার্থকতার তত্ত্ব যেন প্রকাশ করে দিচ্ছে।৩০ যুবকদের দেহ চন্দনচর্চিত—প্রভাতে হস্তদ্বারা অধর আচ্ছাদিত করে নিমেষহীন দৃষ্টিতে কথা বলতে গিয়ে নখক্ষতাদি ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি গোপনীয় বিষয়ও অত্যন্ত প্রকাশ করে ফেলছে।৩১ হে কুটিলে! মধুর ব্যবহারেই যখন কামিজনকে জয় করা যায় তখন কেন আর

অসহনীয় ভ্রূধনু উদ্যত কর ; নয়নবাণ দিয়েই যখন বধ করা চলে তখন কেন আর বিষতুল্য কাজলে তাকে লিপ্ত কর ?৩২ রসিক যুবকেরা বিনোদনসভায় তরুণী নারীদের সঙ্গে এই বলে আলাপ করতে লাগল তোমাদের প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য অধরে তৃণভারতুল্য তাম্বুলরাগ কেন বিন্যস্ত করেছ বলো।৩৩ প্রভাতে সুখপ্রবেশ, শ্রীসম্পন্ন, শুচি, তাপহারী লোহিতাভ গৃহগুলি প্রভাতের সরোবরের মতো বিরাজ করতে লাগল— সেই গৃহগুলির মধ্যে নারীমুখগুলি যেন সদ্যঃপ্রবুদ্ধ পদ্ম।৩৪ প্রভাতে এই সব গৃহের শোভা যেন দেবগণের ভোগ্য নন্দনের শোভাকেও জয় করেছিল। গৃহগুলিতে আগে সব ধুলো ঝেড়ে নেওয়া হয়েছে, পরে জল দিয়ে মোছা হয়েছে। সবত্র সুন্দর ফুল আর কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে আমোদিত আর (গন্ধে আকৃষ্ট) ভ্রমরের দল ! নন্দনেও এইরকম।৩৫ একটি ভ্রমর নীলপদ্ম মনে ক'রে মুগ্ধাঙ্গনার নয়নে এসে পড়ল —সে তাকে হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিল ; কিন্তু তৃষ্ণার্ত ঐ ধৃষ্ট ভ্রমর রক্তপদ্ম ভেবে তার হাতেই দংশন করল।৩৬ নাট্যগুরু যেন নৃত্য-শিক্ষায় নৃত্যকারিণীর নয়ন-চাঞ্চল্য, কর-কম্পন, ভ্রূভঙ্গী, স্তনসঞ্চালন ও অলংকারের শিঞ্জন প্রভৃতি সম্পাদন করেন, ঐ ভৃঙ্গও সেই অঙ্গনার যাবতীয় অঙ্গক্রিয়া সমাধান ক'রে দিল ঃ।৩৭

রাবণের রাজসভা

তারপর প্রভাতে—প্রতিদিন যাদের মঙ্গলের মধ্যে কাটে এমন পুরবাসিগণ আপন বংশ ও সমৃদ্ধির অনুরূপ বেশবিন্যাস ক'রে ইন্দ্রদ্বেষী রাবণের নিদ্রাভঙ্গের সময়ে রাজভবনের দিকে যেতে আরম্ভ করল।৩৮ শৈলেন্দ্রশৃঙ্গ থেকে নিঃসৃত জলরাশি যেমন নদীসমূহ পূর্ণ করে সাগরের পুষ্টিসাধন করে, তেমনি পুরগৃহ থেকে নির্গত জনস্রোত রাজপথগুলি পূর্ণ করে রাজাঙ্গন পূর্ণ করল।৩৯ ইন্দ্রশত্রু রাবণের জাগরণের পূর্বে উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়ই সমানভাবে অবস্থান করতে লাগল—ত্রাসে তাদের মুখ, কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক (রাবণ কী করবেন এই তাদের ভয়)। দৌবারিকগণ তাদের সকলের দিকেই অবজ্ঞাকর্কশ চোখে চেয়ে দেখছিল।৪০ রাক্ষসগণ অনায়াসে আনীত মদস্রাবী গজেন্দ্রের সাহায্যে রাবণের সেবা করতে লাগল ; সেই হস্তীদের গুরু ও মহৎ শুণ্ড, কর্ণ ও জিহবা চঞ্চল হচ্ছিল, তারা অবজ্ঞার সঙ্গে অঙ্গুলির সাহায্যে সংযত হচ্ছিল এবং তাদের কপোলস্থলে লীন ছিল ভ্রমরের দল।৪১ অন্য রাক্ষসেরা নিয়ে এল শ্রেণীবদ্ধ বহু সিংহ ; তাদের চরণের অগ্রভাগে মত্ত হস্তীর ছিন্ন কুম্ভমাংস ও মুক্তাফল লগ্ন রয়েছে তারা পরস্পর পরস্পরের পুচ্ছে বাঁধা আছে।৪২ সেখানে দেখা গেল, পারিজাত প্রভৃতি দেবতরুর পুষ্পস্তবক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ত্রস্ত দেবগণ ঐসব ফেলে গিয়েছেন ; নির্ভীক রাক্ষসেরা কলিকাসহ ছিন্ন ক'রে এনেছে।৪৩ অশেষগুণের অবমাননাকারী দশানন গভীর অজ্ঞানহেতু দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণের পূজা বিসর্জন দিয়ে প্রথমে নিজের অভ্যুদয়ের জন্য প্রধান প্রধান পাপাত্মা ব্রহ্মরাক্ষসদের অর্চনা করলেন।৪৪ তারপর রাবণ ভূভাগ কম্পিত ক'রে সভায় প্রবেশ করলেন—তার সঙ্গে ছিল সেইসব বিশ্বস্ত রাক্ষসেরা, সাধুদের বিনাশ করাই যাদের একমাত্র স্বভাব, যারা মায়াবী সকলের ত্রাসকারী এবং প্রভুকার্য নিষ্পাদক।৪৫ তীক্ষ্ন অস্ত্রধারী নিশাচরগণ, দীর্ঘোদর ও দীর্ঘমুখী নিশাচরীগণ এবং ভীতচকিত

দেববন্দিগণে সমাকীর্ণ সভা গৃহে রাবণ প্রবেশ করলেন ; তখন ঐ সভাগৃহ শত শত কুক্কুর সহ ব্যাধগণে বেষ্টিত, মৃগবন্ধনরজ্জুতে সমাচ্ছন্ন এবং ভীত মৃগীসমূহে ব্যাপ্ত বনের মতো মনে হচ্ছিল ;৪৬ প্রভূত রত্নপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে, বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের মতো প্রতিদিকে ধীর ও গম্ভীর ধ্বনি ক্ষেপণ ক'রে তিনি সুমেরুশিখরতুল্য বিচিত্র মণিখচিত স্বর্ণাসনে উপবেশন করলেন ।৪৭

ভট্টিকাব্যে 'প্রভাতবর্ণন' নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ সর্গ

রাবণের সভায় বিভীষণ

বিভীষণ জেগে উঠে ইষ্টদেবতার অর্চনা করলেন ; তার চিত্তের প্রশান্তি দৃষ্টিতেই প্রকাশিত হচ্ছিল । অঙ্গের প্রসাধন করায় তিনি রম্যদর্শন হলেন । তখন তাঁর মাতা নৈকষী[১] তাঁকে বললেন—১ দেবগণের আনন্দবিধায়ক অমৃত জগদ্বিনাশক সহোত্থিত বিষকে যেমন প্রশমিত করেছিল তেমনি দেবতাদের আনন্দবিধায়ক তুমিও জগৎপীড়ক অতিবলদৃপ্ত সহোদর দশাননকে সত্বর প্রশমিত করো ।২ সীতার মূর্তি বিষাদরূপ হিমে আচ্ছন্ন ; অনুজ্জ্বল কেশরবিস্তার নিয়ে তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত—তিনি জনত্রাসকারী তারার মতো বিরাজিতা, যে তারা তার প্রশমিত শিখা বিস্তার নিয়ে মাটিতে পড়ে আছে । এই সীতাকে রাবণ যাতে ত্যাগ করে তুমি তারই ব্যবস্থা করো ।৩ হে কুলনন্দন ! মহেশ্বর যেমন দেবগণের ভীতিকর কালকূট বিষের পিণ্ড গ্রাস করেছিলেন সেইরূপ ঐ ভীষণ রাবণকে যাতে রামচন্দ্র নিহত না করেন তুমি সে বিষয়ে সচেষ্ট হও ।৪ জনস্থানবাসী রাক্ষসগণ নিহত হয়েছে, লংকাপুরীর বীরগণ পরাজিত ও বৃক্ষরাজি বিধ্বস্ত হয়েছে, গৃহগুলি ভস্মীভূত—এই সময় বন্ধুর যা কর্তব্য, তুমি তাই করো ।৫

সুবুদ্ধি বিভীষণ আগেই সেই কল্যাণকর কার্য করতে উৎসুক হয়েছিলেন, এখন এই শুভকার্যে মাতার উপদেশে বার বার প্রণোদিত হয়ে তিনি কর্তব্য সম্পর্কে সংকল্প দৃঢ়তর করলেন ।৬ সেখানে দৌবারিকেরা ইন্দ্রদূতকে বাধা দিচ্ছে, লোকপালগণ উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ভীমাকৃতি আত্মীয় নিশাচরগণ ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করছে, বিভীষণ সেই রাবণমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন ।৭ দ্বারী দূর থেকে তাকে প্রণাম করল । বিভীষণ 'মহারাজের অবসর আছে তো ?'—এই প্রশ্ন করে রাজার অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করলেন—নিশাচরেরা সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিল । তিনি প্রবেশ করে শৈলশৃঙ্গতুল্য ইন্দ্রশত্রু রাবণকে দেখলেন ।৮ বিভীষণ দেখলেন, রাবণ অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । তিনি প্রলয়মেঘের মতো ভীষণাকায় । স্বভাবতঃই-ক্রূর তাঁর নয়ন যেন স্ফুলিঙ্গ । তিনি প্রলয়বহ্নির ধূমরাশির মতো বিরাজমান ।৯ রাবণ প্রীতিবেশে দৃষ্টিপাত করলেও ভুজঙ্গরাজের মতো ভয় উৎপাদন করছেন ; তাঁর আকৃতি তমোরাশির মতো হলেও নিজের প্রভাবে যেন দীপ্তিময় সূর্য প্রভৃতিকেও অভিভূত করছেন ।১০

মৃত্যুলোকজয়ী তেজস্বী রাক্ষসেরা সেই বিভীষণকে রক্ষাদাতা মনে ক'রে তাকে অনুসরণ করল ; মনে হলো, যেন শ্রেষ্ঠ দেবগণ তৃষ্ণার্ত হয়ে মুক্তাফলবর্ষী জলধরের অনুগমন করলেন।১১ বিভীষণ রাবণকে প্রণাম করলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ ভৃত্যেরা তাঁর জন্য আসন নিয়ে এল—সেই আসন প্রথম সমাগত মন্ত্রীদের সঙ্কোচকারক[২]। বিভীষণ রাজসিংহাসনে নিজের সুন্দর বাহু স্থাপন ক'রে উপবেশন করলেন।১২ তারপর দশানন ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ নিজের হস্ত প্রসারিত করে সভাসদগণকে বলতে লাগলেন! তার হস্তের অঙ্গুরীয়সমূহের উপলখণ্ডগুলি সর্পের মণির মতোই প্রদীপ্ত হচ্ছিল এবং বিচিত্র চঞ্চল নখপঙ্‌ক্তিই জিহ্বারূপে বিরাজ করছিল।১৩ রাবণ বললেন, আপনারা কর্মক্ষম, কার্যদর্শী, নীতিজ্ঞ, উপায়শালী এবং বুদ্ধিমান; আপনাদের মতো বন্ধুজনের সঙ্গে যথাযথ মন্ত্রণা ক'রে কাজ করলে তা নিশ্চয়ই সফল হবে।১৪ (আমার পক্ষভুক্ত) বালী ও খর-দূষণাদির বিনাশ উপেক্ষিত, লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং সভৃত্য অক্ষকুমার নিহত হয়েছে। এখন শত্রুসৈন্য সাগরলঙ্ঘনে উদ্যত ; সুতরাং এর পর আমাদের কর্তব্য কী তা তোমরা বলো।১৫

প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসগণের বীরাভিমান প্রখ্যাত ; তারা বাহু, স্কন্ধ, বক্ষ এবং ধনু, অসি, গদা ও শূল স্পর্শ করে দশাননকে বলতে লাগলেন,১৬ হে প্রভো! আপনি মহাশক্তিশালী এবং নরভোজী রাক্ষসদের মধ্যে প্রধান। ইন্দ্র ছিলেন পণ্ডিতাভিমানী, তাঁর মানও ছিল অখণ্ডিত ; সেই ইন্দ্রকেও আপনি দমন করেছেন। আপনি বিচারপ্রবণ হয়েও সামান্য একটা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন?১৭ আমরা বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ পরিব্যাপ্ত ধূমরাশিময় সূর্যকে ভূতলে টেনে এনে চূর্ণ করব কি? অথবা দন্তনিষ্পীড়িত পীত, শুষ্ক ইক্ষুদণ্ড তুল্য চন্দ্রকে নিঃসার ক'রে উদ্গিরণ করব?১৮ সেই রাঘব ও বানরদের শক্তি কত? তারা তো আমাদের মধ্যে যে-কোন একজনের প্রাতরাশেরও যোগ্য নয়! হে শিবাধিষ্ঠিত কৈলাসপর্বতধারিন্! আপনি বলুন, আকাশকে কি নিচে আকর্ষণ করে আনব, না ভূমিতলকে আকাশে স্থাপিত করব? আমরা কী করব?১৯ হে রাজন্! চঞ্চল বানর তো শস্ত্রের দ্বারা বধ্য, সেই বানরের পুচ্ছে আপনার মূঢ় জনগণ অগ্নিসংযোগ করেছিল ; সেই আগুনে আমাদের দোষেই স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ হয়ে গলিত হয়েছে।২০

বিভীষণ কিছু বলবার ইচ্ছায় নিজের শোভিত বক্ষ ও দেহের উত্তরার্ধ অভিমুখী ক'রে (রাক্ষসদের দিকে) দৃষ্টিপাত করলেন : তারপর হস্ত বিরত ক'রে যথাযথ উত্তর দেবার জন্য রাক্ষসদের বলতে লাগলেন—২১

বিভীষণের ভাষণ

যুদ্ধের জন্যই রাজা আপনাদের পোষণ করছেন। সুতরাং প্রভুকৃত সম্মানের অনুরূপ যা বক্তব্য তা-ই আপনারা বলেছেন। প্রভুর কাজে আপনারা প্রাণ বিক্রয় করেছেন, আপনাদের কথা আপনাদেরই যোগ্য—কিন্তু মন্ত্রণার ব্যাপারে বুদ্ধিই প্রয়োজন, বীরত্ব নয়!২২ ইন্দ্রবিজয়ী রাজার পক্ষে নরশত্রুতা যে যত্নপূর্বক মন্ত্রণার বিষয় হয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে তার কৈফিয়ৎ দিয়ে গেছে লঙ্কাপুরধ্বংসী হনুমান।২৩ সেই বধ্য বানরের দেহে আমাদের প্রদত্ত অগ্নি আমাদেরই ভুলে লঙ্কা দগ্ধ করেছে—

এই যদি সত্য হয় তাহলে মধ্যস্থ বুদ্ধিতে বিচার করে বলুন—সেই বানরের যে ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ—তা-ও কি আমাদের ভুলেই হয়েছিল ?২৪ এই জগৎ বিচিত্রভাবে পূর্ণ ; এখানে বিচিত্র শক্তিশালী নিরভিমান বহু বিজেতাও আছেন। সুতরাং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে তোমরা আরও যত্নশীল হও—নীতি-পথাশ্রয়ী ধীর ব্যক্তিদের উপেক্ষা কোরো না।২৫ যে জয়কামী ব্যক্তি নিজের ও শত্রুপক্ষের বৃদ্ধি ক্ষয় ও সাম্য অবস্থা সকল সময় বিবেচনা করে সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি গুণ প্রয়োগ করেন—লক্ষ্মী চঞ্চলা হলেও তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করেন না।২৬ নীতিজ্ঞানহীন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, পানাদি ব্যসনাসক্ত শত্রুর বৃদ্ধি উপেক্ষা করা যেতে পারে—যা কিনা জনবিরাগের হেতু হয়ে পরিণামে সমূলে বিনষ্ট করে।২৭ যিনি ষড়্‌বর্গরূপ শত্রু জয় করেছেন তেমন নীতিজ্ঞ বুদ্ধিমান ও জিগীষু রাজা জনানুরাগসম্পন্ন হলে ভাবী ফলের দিকে দৃষ্টি রেখে নিজের ক্ষয়াবস্থাকেও সন্ধির মাধ্যমে উপেক্ষা করতে পারেন।২৮ বিজিগীষু রাজা শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহে যখন নিজ স্বার্থের অনুকূল নিজের বৃদ্ধি বা শত্রুর ক্ষয় দেখতে পারেন না তখন তাঁকে অবসরের প্রতীক্ষা করতে হবে ; সেই সময়ে তিনি ফলহীন ব্যর্থ প্রয়াস করবেন না।২৯ অথবা সন্ধির অবস্থায় থেকে তিনি নিজের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন। গোপনীয় উপায় প্রয়োগে তিনি শত্রুর বিনাশসাধন করবেন কিংবা গূঢ় পুরুষ প্রেরণে শত্রুর অমাত্য প্রভৃতিকে প্রলুব্ধ ক'রে আনবেন অথবা অন্যের সঙ্গে প্রবল বিগ্রহ ঘটিয়ে সেই অবস্থাতে শত্রুকে সন্ধিভঙ্গ করতে বাধ্য করবেন ; ৩০ অথবা, প্রীতির অভিনয় ক'রে কপট উপায়ে-অমাত্যদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে শত্রুর রাজ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করবেন। এইভাবে সন্ধির পথেই নানাভাবে বৃদ্ধিলাভের উপায় সন্ধান করবেন।৩১ জিগীষু নরপতি যুদ্ধ করেও নিজের অভ্যুদয় আনতে পারেন ; সেই ক্ষেত্রে তাঁকে জানতে হবে স্বপক্ষীয়গণ সহিষ্ণু কিনা এবং শত্রুর অবরোধ থেকে নিজেকে সামলাতে পারে কি না : তাকে থাকতে হবে গিরিতরু জলের দ্বারা বেষ্টিত দুর্গে।৩২ যিনি নিজে শত্রুকে বিনাশ করতে অক্ষম, আবার যাঁকে দুর্বল শত্রুও বিনাশ করতে পারে না—সেই জিগীষু ব্যক্তি নিজের শত্রুর সঙ্গে অন্যের 'শ্বাবরাহী' কলহ[১] বাধিয়ে দেবেন এবং সেই অবকাশে নিজের দুর্গ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সুদৃঢ় ক'রে তুলবেন।৩৩ নিজে অগ্রসর হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করলেই শত্রু বশীভূত হতে পারে এমন অবস্থায় নিজের দুর্গাদি দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। শত্রুনাশ বা আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করতে না পারলে তিনি অন্য কোন শক্তিমান ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবেন।৩৪ অথবা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখলে এক শত্রুর সঙ্গে সন্ধি অন্য শত্রুর সঙ্গে বিগ্রহ করা যেতে পারে ; — (একই কালে উভয়ের সঙ্গে বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া অনুচিত)। এইভাবে জিগীষু ব্যক্তি শত্রুর এবং নিজের সামর্থ্য বুঝে পূর্বোক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করবেন।৩৫

রাবণের প্রতি বিভীষণ

তুমি কিন্তু লোকের বিরাগ উৎপাদন করেছ—ইন্দ্র প্রভৃতি সমগ্র রাজমণ্ডলকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছ। হে রাজন্! রাম সম্পর্কে এই সব কিছু বিপরীত - এই

কারণে আমি তোমার চেয়ে তোমার শত্রুকেই প্রবল মনে করি।৩৬ শত্রু রামচন্দ্র যখন একটি শরে তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বালীকে নিহত ক'রে সুগ্রীব নামক বানরকে রাজা করেছেন[৫] তখনই বুঝে নেবে তোমার কার্য নষ্ট হয়েছে।৩৭ তোমার ত্রিভুবনব্যাপী প্রতাপ খর-দূষণাদি নিহত হওয়ায় লংকার প্রাকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন লংকাদহন, অক্ষ-কুমারাদির নিধন, অশোকবনের বৃক্ষভঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা সেই প্রতাপও অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গিয়েছে।৩৮ তুমি ষড়-রিপুর[৬] বশীভূত, মূর্খ অমাত্যের দ্বারা বেষ্টিত এবং বন্ধুহীন ; এই অবস্থায় তুমি শত্রুর সম্মুখীন। তুমি হস্তীর সঙ্গে পাদযুদ্ধ কোরো না। রামচন্দ্রের নিকটে প্রণত হও—তিনি প্রণতজনের উপভোগ্য।৩৯ তাছাড়া রামচন্দ্র ভার্যাহরণে পরিতপ্ত, আমরাও আত্মপ্রতিম বন্ধুজনের বিনাশে পরিতপ্ত। সুতরাং তপ্ত লৌহের সঙ্গে তপ্ত লৌহের সংযোগের মতো শত্রু রামচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হোক। তুমি সীতাকে মুক্ত করো।৪০ হে রাজন্! রাজা রামচন্দ্রের যে প্রতাপাগ্নি ইন্দ্রাদি রাজমণ্ডলের প্রচণ্ড পবনে সন্দীপিত এবং ক্রোধের অগ্নিতে তীক্ষ্ন হয়েছে, শান্তির জলে তা শান্ত হোক। তুমি প্রসন্ন হও, আমরা ভৃত্য-বন্ধুদের সঙ্গে জীবিত থাকি।৪১ হে রাজন্! শত্রু এবং জিগীষু যদি সমান হয় তাহ'লে অপক্ব ঘটের মতো উভয়ের সংযোগে উভয়েই নষ্ট হয় কিন্তু রাম সকলের অনুরাগভাজন এবং বীর্যবান্, আর তুমি প্রবল শত্রুবেষ্টিত।৪২ দণ্ডবলে[৭] ও ধনবলে শত্রু অপেক্ষা তুমি যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর তা হলেও তুমি তো পূর্ণ, তোমার দ্বারা রিক্ত রামের বিনাশ নিরর্থক। কিন্তু তুমি সমৃদ্ধ তোমার যদি নাশ হয় তবে সর্বনাশ।৪৩ যার দেহ এবং ভৃত্য ক্লিষ্ট হচ্ছে এবং যিনি সম্পদের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন সেই অভিমানী ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে যত্ন করতে পারেন ; কিন্তু যিনি পূর্ণকাম ও কৃতার্থ তিনি সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হলে লক্ষ্মী নিশ্চয়ই তার অনুরাগিনী হন না। ৪৪ যে কাজ শক্তির অনুযায়ী, যা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে নির্দোষ, যাতে মহৎ ফল হবার সম্ভাবনা—সেই জাতীয় কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে রাজা সকলের অনুরাগ সম্বল ক'রে যত্নশীল হবেন। এর বিপরীত ঘটলে তাঁর যত্ন নিষ্ফল হবে।৪৫

সুনীতিমান নরপতিকে জয় করা অসম্ভব - তার সঙ্গে বিগ্রহে মৃত্যু প্রভৃতি দোষ অবশ্যম্ভাবী। এই জাতীয় বিগ্রহ নিষ্ফল—কর্মসমাপ্তিও কল্যাণকর হয় না। সুতরাং সেই জনানুরাগভাজ। শত্রু রামচন্দ্রকে ভজনা করো।৪৬ একটি শরাঘাতে বালীবধের ফলে শত্রু রামের কোন্ প্রয়োজন না সিদ্ধ হয়েছে ? তোমার মিত্রনাশ, তাঁর মিত্রলাভ : তাঁর সঙ্গে বহু সৈন্য, তিনি মিত্রের বিপদে যথার্থ সহায় এবং একান্ত বশীভূত।৪৭ বানররাজ সুগ্রীব লোভে বা ভয়ে রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি : সুতরাং ভেদ সৃষ্টি করে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারবে না। রামের সাহায্যেই সে রাজ্যলাভ করেছে, তাই ধর্মপথে থেকে প্রত্যুপকার করার ইচ্ছাতেই সে রামের সঙ্গে এখানে এসেছে।৪৮ বানরদের মধ্যে যারা প্রধান তাদের মধ্যেও ভেদ জন্মাতে পারবে না ; কেননা, তারা হলো ফলভোজী, (পানার্থ) নির্ঝর ও (বাসার্থ) কুঞ্জই তাদের অবলম্বন। তারা দিব্যাঙ্গনাদের প্রেমরসে অনভিজ্ঞ। তারা নীচ জাতি—সুতরাং শ্রেষ্ঠ রত্নদ্বারাও অলোভনীয়।৪৯ তারার চিত্তানুসারী সুগ্রীবরাজ তারার পুত্র অঙ্গদকে পুত্রনির্বিশেষে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং সে কেন রাক্ষসের স্বার্থে ভেদের যোগ্য হবে ?৫০

রাম অপেক্ষা বড় বা রামের সমান কোন পুরুষ দেখি না যাকে বিরোধকালে আশ্রয় করব। ব্রহ্মা তোমাকে বর দিয়ে পরে অনুতপ্ত হয়েছেল—আর ইন্দ্রাদি দেবগণ তো তার আগে থেকেই তোমার বিরোধী।৫১ হে রাজন্! আমরা দুর্গাশ্রিত, শত্রু অবরোধ করলে বহু কালেও আমাদের পার্ষ্ণি গ্রহণাদির[৮] সম্ভাবনা নেই। কিন্তু হে দশানন ওদিকে দুর্গাবরোধকারী শত্রুপক্ষের চিরকালেও অপচয় ঘটবে না।৫২ আমাদের শত্রুপক্ষের কি দুরবস্থা হবে বল? বৃক্ষ, পর্বত তাদের অস্ত্র, জল পানীয়, ফল জীবিকা; তাদের হস্তী অশ্ব বা নারী নেই, পরবর্তীকালে রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজন নেই, রক্ষণীয় লোকও নেই।৫৩ সুতরাং শত্রুর সঙ্গে তোমার সন্ধিবন্ধনই হোক—এ ছাড়া অন্য কোনই উপায় নিরূপণ করা যায় না। তুমি সন্ধি না করলে বানরদল অচিরে নিশ্চয়ই এই সব বিনাশ করবে।৫৪

রাবণের মাতামহ মাল্যবান বিভীষণের উক্তি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তিনি তাঁর জরাবনত দেহ ঊর্ধ্বে তুলে রাবণকে বলতে লাগলেন—তখন শিথিল চর্ম স্খলিত হলো, বার্ধক্যবশে তার মস্তক কম্পিত হতে লাগল।৫৫ যে রাম একাকী পাদাচারী হয়ে ধনু নিয়ে আকাশস্থ চতুর্দশ সহস্র মায়াবী রাক্ষসকে বধ করল তাকে মানুষমাত্র মনে করবে কেন?৫৬ রাক্ষসপীড়িত দেবব্রহ্মর্ষিগণ রাক্ষস বধের জন্য এই বানরসৈন্যশালী জগতে অজেয় নরাকার উপায় প্রস্তুত করেছেন।৫৭ নমুচি অসুরের দেহ বজ্রাঘাতেও অক্ষত ছিল, শেষে মহেন্দ্র জলের ফেনায় তার মস্তক দ্বিধা করেছিলেন। এটিও তেমনি কোন দৈববস্তু বলেই জানবে।৫৮ স্ত্রীলোকের পক্ষে সুসহ নখর কোথায় আর পর্বতশিলার ন্যায় কঠিন হিরণ্যকশিপুর বক্ষই বা কোথায়? কিন্তু নৃসিংহমূর্তি ভগবান সেই নখরেই অর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। সুতরাং দেবগণের সুনীতি লক্ষ্য করো।৫৯ হে রাজেন্দ্র, তুমি প্রমোদগ্রস্ত হয়ে ধর্মপথ নষ্ট করেছ এবং মুনিদেরও শত্রু হয়েছ। যদি নিজের কুলের শান্তিবিধানই শ্রেষ্ঠ মনে কর তবে বিভীষণের উক্তিরই অনুসরণ করো।৬০

কুম্ভকর্ণের উক্তি

বিভীষণ প্রভৃতির কন্ঠরবে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তার নয়ন তখনও নিদ্রায় আচ্ছন্ন; মাল্যবান প্রভৃতির মুখে কার্যতত্ত্ব জানতে পেরে সে অন্তরীক্ষগত জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জন করে বলতে লাগল।৬১ কর্মারম্ভের উপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পত্তি, দেশকালনির্ণয়, বিপৎপ্রতীকার এবং অর্থসিদ্ধি—পন্ডিতগণ এই পাঁচটিকেই মন্ত্রাঙ্গ নামে অভিহিত ক'রে থাকেন।৬২ যে রাজা যথাযোগ্য দেশকাল অতিক্রম না ক'রে কর্মারম্ভ করেন তিনিই সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। কিন্তু হে রাক্ষসরাজ, যিনি অহঙ্কারী, কাল অতিক্রম করে কর্মারম্ভ করেন তিনি সফল হন না।৬৩ মধ্যাহ্নের সূর্য তাপ ত্যাগ করতে পারেন, চন্দ্র রাত্রিতে শীতলতা ত্যাগ করতে পারেন—কিন্তু হে রাক্ষসনাথ! আমি মনে করি মান অনর্থমূলক হলেও ভুবনাভিমানী ব্যক্তি তা ত্যাগ করতে পরেন না।৬৪ এ জেনেও আমার মতো ব্যক্তি মূর্খের উপহাসযোগ্য হয়েও উন্মার্গগামী আপনাকে হিতোপদেশ দিতে যত্নবান হয়েছি তা কেবল স্নেহময় তমোজালে আচ্ছন্ন রয়েছি বলেই।৬৫ হিংসাত্মক চেষ্টা, পরদারাদিভোগে আসক্তি—এসব পুণ্যক্ষয়ের হেতু বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট। হে রাজন্, পুণ্যক্ষয়ের ব্যাপারগুলি

আপনি অধিকমাত্রায় সম্পাদন করেছেন—এতে অনর্থই উৎপন্ন হবে।৬৬ আপনার প্রসাদে আমি প্রার্থীদের কি না দিয়েছি? কোন্ বিষয় ভোগ না করেছি? আর কাকেই বা পরাজিত না ক'রে উচ্চপদে আসীন হয়েছি? আপনার জন্য আমি এইভাবে কৃতার্থ, আপনার জন্য যদি আমার মৃত্যুও ঘটে তাতেই বা আমার কোন্ বস্তু লাভ না হবে?৬৭ অন্যেরা (প্রহস্ত প্রভৃতি) আপনার কাছে যে মিথ্যা, নিরর্থক এবং নীতিহীন বাক্য উচ্চারণ করেছে সেই সব বীরবাক্য বলে আর কি হবে। আমি বীর্যের দ্বারাই আমার বক্তব্য প্রকাশ করব।—এই বলে কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হলেন। বিভীষণ পুনরায় রাক্ষসরাজকে বলতে লাগলেন—৬৮ দিক্‌সমূহ অকারণ ধূলিজালে আচ্ছন্ন এবং ক্ষুব্ধ বায়ুপ্রবাহে বিকৃত; অস্বাভাবিক মৃগপক্ষিরবে ভয়ংকর দিক্‌সমূহ যেন বিপন্ন ভর্তার জন্যই রোদন করছে।৬৯ ঐ সূর্য মুখের আকৃতিযুক্ত উৎপাতজনিত ভয়ংকরদর্শন ছিদ্র বিবৃত ক'রে ধূসরবর্ণ রশ্মিরাশি ক'রে কেশরফোলা সিংহের মতো সর্বলোক গ্রাস করতে আসছে।৭০ অগস্ত্য যে বিন্ধ্যশৃঙ্গ আশ্রয় ক'রে আছেন, ভৃগু-বংশীয়গণের গোত্রগুরু সেই দক্ষিণাপথে গিয়েছেন; ইন্দ্রপুরোহিত বৃহস্পতিকে দিনেও দেখা যাচ্ছে, উল্কাপতন হচ্ছে—তাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হচ্ছে (এ সবই অমঙ্গল-জনক)।৭১ মাংসাশী শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ ভীষণ শব্দ করতে করতে আমাদের পুরীর চারদিকে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। ঐ সব উল্কামুখ শৃগালাদি জন্তুগণ যেন নিহত রাক্ষসদের মাংসলিপ্সুর মতো মনে হচ্ছে।৭২ গোপগণ 'স্থূলস্তনী' গাভী থেকেও অল্প, বিবর্ণ, বিরস দুগ্ধ দোহন করছে, ঘৃত প্রভৃতিতে কেশ ও কীট দেখা যাচ্ছে আর প্রচুর ইন্ধনযোগেও অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে না।৭৩ তাই বলছি, হে রাবণ! আমি স্নেহবশতঃ যা বললাম সে বিষয়ে তুমি প্রতিকারের ব্যবস্থা কর। প্রকৃতপক্ষে সেবক প্রভুকে আপাততঃ দুঃখজনক হলেও পরিণামরমণীয় বাক্য বলে থাকেন। হে রাবণ! ভগ্ন, সংশ্লিষ্ট, বিপন্ন, ভিন্ন ও চূর্ণিত রাক্ষসগণের দ্বারা শত্রুপক্ষ শবভোজী জন্তুদের ভোজনে তৃপ্তিবিধানের আগে তুমি তার কাছে নত হও।৭৫

তখন দশানন ধৈর্য ত্যাগ করে ভ্রূভঙ্গ সহকারে দেহ উন্নমিত করলেন এবং নিজের প্রভাব আরও অধিক প্রকটিত ক'রে বিভীষণের দিকে ভীষণ রক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। এইভাবে রাবণ বিভীষণকে কঠোর বাক্যে বললেন—৭৬ হে পুলস্ত্য পৌত্র[১০]! জলে শিলা ভাসবে কিন্তু পত্র ভাসবে না; সূর্য থেকে অন্ধকার আর চন্দ্র থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হবে; যুদ্ধে শত্রুর জয় হবে আর আমার পরাজয় ঘটবে—এসব কথা তুমি সমান বলেই ভাবতে পার।৭৭ সম্পদে অসন্তুষ্ট, বাইরে প্রসন্ন থেকেও অন্তরে ঈর্ষাসম্পন্ন, সমাদরকালেও দোষদৃষ্টিপরায়ণ এবং কর্ম, অভিপ্রায় ও বাক্য যার ভিন্ন—কুলের পাপস্বরূপ এমন গর্হিত জ্ঞাতি যেন পৃথিবীতে কারও না হয়।৭৮ জ্ঞাতিগণ বার বার নিজের ক্ষয় কামনা করে তবু সগোত্রীয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে না। শত্রুর নিকট প্রণত হবে তবু ঈর্ষাদগ্ধ হৃদয়ে বন্ধুর কল্যাণ কিছুতেই সহ্য করবে না।৭৯ লংকায় এখন সংকট উপস্থিত; এ সময়ে মনের আনন্দে তুমি তোমার দুষ্ট হৃদয়ের কথা অতিমাত্রায় ব্যক্ত করেছ। আমার সম্পর্কে তোমার এই দুঃখের ভাবনা মিথ্যা—অতএব ধিক্ তোমাকে,—এই বলে রাবণ বিভীষণকে পাদপ্রহার করলেন।৮০

অতঃপর বিভীষণ ক্ষমা দ্বারা কোপ, ধৈর্যের দ্বারা দৈন্য, বিনয়ের দ্বারা গর্ব, বুদ্ধির দ্বারা মান এবং উৎসাহ দ্বারা অশক্তি দমন করে নিজের চারজন মন্ত্রী সহ আসন ত্যাগ করলেন।৮১ বিভীষণ রাক্ষসরাজকে বললেন—মহারাজ! আমাকে ছাড়া তুমি সুখে বাস করো। মূর্খ রোগী কটু ঔষধ পান না করে চিরকাল রোগ ভোগ করে তা চিকিৎসকের দোষ নয়।৮২ যে প্রভু স্পষ্ট কথা শুনলে রেগে যায়, মিষ্ট কথায় অনিষ্ট হলেও ভুলে যায় তার মতো বিবেকশূন্য আত্মাভিমানী প্রভু আশ্রিত বন্ধুজনের বিশেষ অমঙ্গলের কারণ।৮৩ কোনো সাপুড়ে যেমন সাপ নিয়ে গৃহে গৃহে খেলা দেখিয়ে প্রাণ সংশয়কর কাজে লিপ্ত থেকে জীবন ধারণ করে তেমনি মূর্খ নৃপতিকে সেবা করে যতকাল জীবিত থাকে সেইটুকুই সেবকের লাভ।৮৪ আমি ধর্মপথে ছিলাম, নিজের দোষে তুমি আমাকে পদাঘাত করলে। কিন্তু তুমি তোমার প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখ, ঐ পাদপ্রহার আমাদের মধ্যেকার লঘুত্ব প্রতিপন্ন করল।৮৫ এইভাবে বিভীষণ রাক্ষসরাজকে বার বার মূল্যবান্ শুভবাক্য বলে নরপতি রামচন্দ্রের শত্রুবন্দিত চরণে প্রণত হবার জন্য রাক্ষসপুরী থেকে নির্ভয়ে নির্গত হলেন।৮৬

অনন্তর পর্বতবৎ অচলহৃদয় নৃপতি রামচন্দ্র পবননন্দনের কথায় সমাগত বিভীষণের সুচরিত কথা জানতে পারলেন। তিনি অভিষেকবারিতে বিভীষণকে লংকার আধিপত্যে অভিষিক্ত করলেন তাঁর সঙ্গের লোকজন (চার অমাত্য) আনন্দিত হলো।৮৭

।। ভট্টিকাব্যে 'বিভীষণাগম' নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ।।

ত্রয়োদশ সর্গ

শীতল সমীরণে মনোরম সমুদ্রতীর[১]! সেখানে চন্দ্রের কিরণে শোভমানা রাত্রি রামচন্দ্রের মোহ সৃষ্টি ক'রে প্রভাত হলো।১ প্রভাতে রাম চপল দিনের লবণ-সমুদ্রের প্রতি সহসা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর সেই ক্রোধ যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রচণ্ড।২ রামচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা গাঢ়ভাবে পীড়িত করে গুরুমূল, সধূম আগ্নেয়াস্ত্র সমুদ্রের দিকে নিয়োজিত করলেন; তখন নাগলোক এবং পর্বতসহ ধরণী নিজের জীবনাশের আশঙ্কা করলেন।৩

রামের নিক্ষিপ্ত বাণে লবণাক্ত জল সবদিকে শুষ্ক হয়ে গেল, ভয়ংকরদর্শন জলহস্তী বিশাল মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুগণ বর্মে আবৃত, প্রজ্বলিত বাণের অগ্রভাগে মহা-সর্পগুলি বিদ্ধ দেখা গেল, সঞ্চরণশীল মহাসর্পগুলির মস্তকস্থিত মণির দীপ্তিতে উজ্জ্বল এমন জলরাশি অপসারিত করে মূর্তিমান সমুদ্র সভয়ে তীরে উঠে এলেন। (সেই-খানেই রাম বাস করছিলেন।) তখন বানর সৈন্যের আগমনে তীরবর্তী পর্বতের গুহাগুলি আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।৪-৫ সেই সমুদ্রতীরে হরিণের দল চপল হয়ে ঘুরে বেড়াত, সেখানে বহু পুষ্পতরু সংবদ্ধ করে রামের বাসস্থান রচিত হয়েছিল, সেখানে নতুন কিশলয়গুলে তরুশ্রেণীতে শোভা পেত আর উজ্জ্বল ও উচ্চ তরুগণ শীতল ছায়া বিস্তার করত।৬ সেখানে বহু উৎকৃষ্ট হস্তী বিচরণ করত, পর্বত পৃথিবী আচ্ছাদনকারী সমুদ্রজল তীরভূমি অতিক্রম করত না; সেই তীরভূমি বহু ধন ধারণ করত এবং সমুদ্রের তরঙ্গ তুঙ্গ হলেও তীরভূমির নীচেই থাকত।৭

তারপর (বাণাঘাতব্যথিত) আয়তাকৃতি সমুদ্র বাহুদ্বারা পত্নী গঙ্গাকে অবলম্বন করে তীরে এলেন। নিবিড় নীল তমালতরুর ছায়ার ন্যায় কান্তি সমন্বিত রাম—সেই রামের চরণে প্রণাম করে উভয়ের পক্ষে ভবিষ্যতে যা হিতকর সেই বাক্য বললেন।৮ তুমিই পর্বতকে দুরারোহ, সাগরকে দুরবগাহ, সমীরণকে রসহারী এবং সূর্যকিরণকে হিমহীন করেছ। তুমি সংসারের কারণ, এ তোমারই মহতী মায়া।৯ দুঃখজনিত ক্রোধে তোমার দেহ অরুণ! প্রলয়কালের সূর্যের তুল্য এই বাণ তুমি সংহরণ করো। তুমি পুরাণ পুরুষ, তোমার ত্রিলোক-সুন্দর দেহাধার—এই জলরাশিকে তুমি রক্ষা করো।১০ এই যে বাণনিক্ষেপে সাগরের তলদেশ পর্যন্ত শুষ্ক করেছ, বল, এতে কি বানরগণের সাগর লঙ্ঘন সহজ হয়েছে? এতে কোমল কর্দমে বিস্তীর্ণ পথ রুদ্ধ হয়েছে এবং তিমি, শঙ্খ ও জলহস্তী থাকায় পথ ভীষণই রয়েছে।১১ বানরগণ গুরুভার বহনে সমর্থ; তারা অসংখ্য বিশাল প্রস্তরখণ্ড এনে জলে ভাসিয়ে দিয়ে সেতু নির্মাণ করুক—সেই সেতুপথে হেলায় লংকায় উপস্থিত হোক।১২ আমার অগাধ জল পর্বতের দ্বারা বন্ধ হলে যে মহাযুদ্ধ ঘটবে তাতে রামের শর শিরপ্রসাদে ছিন্ন হলেও পুনরায় জাত রাবণের মস্তকসমূহ ছিন্ন করুক।১৩ বানর-প্রধানগণ শ্রমের অভাবেই এখন সকৌতুক; তারা বিপুল বলশালী পর্বততুল্যদেহধারী নির্ভীক রাবণের সৈন্যসমূহ বিনাশের জন্য সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ুক।১৪

সেতুবন্ধন

রাম সমুদ্রের বাক্য অনুমোদন করলেন। বানরবাহিনী সমুদ্রের অভিপ্রায় জানতে পেরে গমনের ইচ্ছায় একত্র মিলিত হলো এবং পর্বত আহরণের কাজে চঞ্চল হয়ে উঠল।১৫ বিশাল পর্বতের আহরণে সমর্থ কালাগ্নিতুল্য পিঙ্গলবর্ণ রামসেনা সমুদ্রের নির্মল জলরাশির ন্যায় গম্ভীর আকাশে সহসা উত্থিত হলো।১৬ বানরেরা গিরিসমূহ উৎপাটিত করবার জন্য সেখানে নেমে এল; ঐ সকল পর্বতের বিশাল ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়, সেখানে দেবগণ সর্বদা বিচরণ করেন; তাদের তটভূমি নির্ভীক সিংহের গর্জনে ভয়ঙ্কর এবং গুহামধ্যস্থ জল হস্তীর মদগন্ধে মনোহর।১৭ সেখানে কুসুমরাশি ভ্রমরের দ্বারা আলোড়িত; কমলযুক্ত জল কুরর ও জলকুক্কুটগণের ক্রীড়াস্থল, সর্পসংকুল বলে গুহাগুলি ভয়ংকর এবং হস্তীর দন্তাঘাতে সিক্ত মৃত্তিকারাশি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত।১৮ সেখানকার সরোবরের বিমল, মনোহর এবং অগাধ জলে সারসগণ বিচরণ করে, পদ্মপরাগে তাদের দেহ পিঙ্গলবর্ণ হয় ও তাদের কণ্ঠস্বর মনোহরণ ক'রে থাকে; আবার সূর্যকান্ত মণি থেকে উদ্ভিন্ন অগ্নি দেবদারুতরুতে মিলিত হওয়ায় সুরভরু ধূপ উত্থিত হয়।১৯ সিংহগণের ভীষণ গর্জনে সেখানকার হস্তিগণ ত্রস্ত হয়ে মধুর ও গম্ভীর ধ্বনি করতে থাকে এবং মুখাগ্রে উত্থিত মলিন মৃত্তিকায় ভারসহনক্ষম প্রবল বরাহের দেহ লিপ্ত হয়।২০

তারপর বানরশ্রেষ্ঠগণ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন ক'রে পর্বতসমূহ উৎপাটিত করল—ঐ সকল পর্বতের মূল পাতাল পর্যন্ত প্রসারিত; তাই উৎপাটন কালে তলদেশের ঘর্ষণে বাসুকির শীর্ষ নিষ্পিষ্ট ও শৃঙ্গাঘাতে সূর্য-নক্ষত্রাদি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।২১ বানরেরা চেয়েছিল নানাভাবে লবণজলধির বন্ধন, তারা বাহুদ্বারা তুঙ্গ মহাগিরিসমূহ তটভিত্তিসহ বিদীর্ণ ক'রে অনায়াসে ধারণ করল এবং আকাশে উঠে

গেল। তখন ধবল বিপুল মেঘের অন্তরালে শ্রেণীবদ্ধ পক্ষি-পঙ্‌ক্তির বিমল খড়্গতুল্য শ্যামচ্ছায়া এসে পড়ল আকাশতলে ; আকাশ তখন মুখরিত হলো কুরব পাখির রবে ; মনে হলো সেই আকাশতল হিমগিরির শোভা ধারণ করেছে।২২-২৩ আকাশতল মনোহর কলহংসে সমাকুল, মৃদুমন্দ সঞ্চারী সারসের রবে ব্যাপ্ত। সেখানে আছে পুষ্পপরাগসহ প্রবহমান সমীরণ এবং বর্ষাকালীন জলবর্ষণের নির্মল বিশালতা।২৪ বানরগণ পর্বতধারণপূর্বক লবণসাগর বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়ে সহসা তীরপর্বতে এসে পড়ল। সেখানে রামাগমনে শঙ্কিত শত্রু রাক্ষসদের বিচরণ রুদ্ধ হয়ে গেল।২৫

তারপর বানরপ্রধানগণ কর্তৃক প্রস্তুত পর্বতখণ্ডগুলি অগ্নিপুত্র নীল মহাসমুদ্রের মধ্যে এমনভাবে ন্যস্ত করলেন যে তাদের ঊর্ধ্ব, মধ্য ও অধোভাগ নিশ্চল হয়ে রইল।২৬ তখন সেতুবন্ধন বিস্তৃত হলো, সমুদ্রজল বর্ধিত হলো। রামচন্দ্র তুষ্ট হলেন, বানররাজ সুগ্রীব আনন্দিত হলেন, শত্রু ত্রস্ত হলো, সুবেলপর্বত দেখা গেল ; বানরগণ পরপারে উত্তীর্ণ হলো— তারা হৃষ্ট হলো।২৭

তখন বানরগণের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ নানাদিকে যেতে শুরু করল, কেউ বা নাচতে লাগল ; কেউ খেতে চাইল, কেউ গান গাইল ; কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে লাগল, কেউ বসে রইল, কেউ বা গর্জন ক'রে উঠল ; কেউ সুন্দর শব্দ করতে লাগল, কেউ নানা সাজে শোভিত হলো, কেউ নানা দলে ছড়িয়ে পড়ল, কেউ কেউ বা একত্র মিলিত হলো।২৮ সেতুবন্ধনের ফলে নিরুদ্ধ সাগরজল পর্বতনিঃসৃত গৈরিকাদি ধাতুপঙ্কে রঞ্জিত হয়ে আর বকুল, লবঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সুরভিত হয়ে তীরভূমি প্লাবিত করল। তটভাগে চপল, মধ্যভাগে নির্মল ও তুঙ্গ তরঙ্গশালী, সুরগঙ্গা পূরণ করতে সমর্থ বিশাল বিস্তৃতিসম্পন্ন লবণসমুদ্র পর্বতের সেতুদ্বারা অবরুদ্ধ হলো।৩০

সুবেলপর্বত

রাবণের হৃদয়ে ভয়োৎপাদক ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ লোলকেশরশালী বানরের দল সুবেলপর্বতে আরোহণ করল। ঐ পর্বত তরুমালার বেষ্টনে মনোহারী এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র পর্বতে শোভিত।৩১ লংকাবাসী রাক্ষসদের তুমুল শব্দে ঐ সুবেলপর্বতের বিশাল ও গভীর গুহাগুলি পূর্ণ থাকত ; উত্তুঙ্গ তমালতরুর ছায়াময় ঐ পর্বত বীণাধ্বনির রসাস্বাদের জন্য সমাগত দেবগণে মুখরিত থাকত।৩২ সেই পর্বত বহু সরস পল্লবযুক্ত কেসর ও হিন্তালতরুর ঘনচ্ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকত এবং ঐরাবতমদগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হয়ে অন্য হস্তিগণের ক্রোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করত।৩৩ উঁচু তরুর ছায়ায় হরিতবর্ণ কোমল মনোহর চঞ্চলপল্লবযুক্ত দাড়িম্বতরু বিরাজিত। ঐসব দাড়িম্বকুঞ্জের কুসুমগুচ্ছ দেখতে দাবানলের মতো, তাই হরিণীদের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।৩৪ সেখানে সিংহের কণ্ঠ মনোরঞ্জন করত। সেতুবন্ধে বিশাল শালবৃক্ষগুলি যোজিত ছিল, চপল পল্লবে জলবিন্দু পতিত হওয়ায় মনে হতো তারা এক একটি মণি ধারণ ক'রে আছে।৩৫ সেই স্থান তুঙ্গ মণিসমূহের কিরণজালে উদ্ভাসিত ছিল এবং গিরিনির্ঝর জলের পরস্পরের আঘাতজনিত গম্ভীর শব্দে মুখরিত ছিল ; সুন্দর গুহাকন্দরে মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট দেব-চারণগণের সঙ্গ জাত— তাই সুবেলকে মনে হত সুরপুরী।৩৬

সেই সুবেলপর্বতের মহামণিময় বিমল ভিত্তিভূমি সিন্দুররেখায় পীত ও রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। বীর সিংহ ও হস্তিগণের বিচরণ হেতু সেখানে নৈশবিহারচেষ্টা নিবারিত হয়েছিল।৩৭ সেখানে ভয়ংকর বিবরে মহাসর্পদল বাস করত ; প্রচুর বিহঙ্গদের তুমুল কলরব উত্থিত হতো এবং হস্তী, বরাহ, সিংহ, গাভী ও সারঙ্গদের গাত্রঘর্ষণে শালবৃক্ষগুলি শীর্ণ হতো।৩৮ সেই সুবেল যেন চঞ্চল কিশলয়রূপে হস্তের দ্বারা বিলাস-বিন্যাস করত ; মনোহর স্থলপদ্মের পরাগে বসুধা পীত ও রক্তবর্ণে রঞ্জিত হতো ; কেশরের সঙ্গে কুসুম শররূপে গণ্য হতো এবং হাস্যরূপে প্রতিভাত হতো লবঙ্গতরুর নতুন পল্লববিকাশ।৩৯ নির্মল মণি ও স্বর্ণে নিবদ্ধ ছিল ; তার তটদেশ অতি উচ্চ এবং বিস্তৃত ছিল, তাই 'রুরু' নামক মৃগদের পক্ষে পংকপ্রাপ্তি রুদ্ধ হয়েছিল। অবিরল মন্দারতরু বিরাজিত তটভূমিতে দেবগণ বিচরণ করতেন—তাই তাকে মনে হতো সুমেরুপর্বত।৪০ সেখানে শ্রেষ্ঠ তরুগণ ফলভারে নত ; তাদের সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ এত নিকটে যে হস্তে তাদের চয়ন চলতে পারে। তাছাড়া, চন্দ্রকান্তমণি থেকে এত প্রচুর বারি নির্গত হতো যে তাতে গভীর গুহাগুলি সর্বদা পূর্ণ থাকত।৪১ সেখানে স্বর্ণপারদলিপ্ত সুন্দর ও শ্বেত গুহাগাত্রে জলার্থী হস্তিগণ জলভ্রমে আকুল হয়ে পড়ত ; ভূমিলগ্ন মরকতমণির চঞ্চল কিরণকে নবাংকুর তৃণ মনে ক'রে হরিণগণ লেহন করত।৪২ সেখানে স্থির বায়ু প্রবাহিত—তাই সুখসেব্য। উত্তুঙ্গ গর্জনশীল মেঘের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শ্বেতমেঘের শোভায় সুবেল যেন হিমালয়ের লীলা অনুকরণ করত।৪৩

যুদ্ধের ভূমিকা

লবণসমুদ্রে সেতু বন্ধনের জন্য রামসেনা আনন্দিত। সেখানকার বৃক্ষফল-ভোজনে তারা ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন। উৎসাহী এবং যুদ্ধকামনায় চঞ্চল এই রামসৈন্য লংকার তোরণদ্বারে উপস্থিত হলো।৪৪ যুদ্ধের ক্লেশ সহনে সমর্থ শত্রুসেনা রামসৈন্য দর্শনে যুদ্ধোদ্যত হলো, গুরুগম্ভীর পণব[৫], বেণু, গুঞ্জে[৬], পেল[৭], ঝল্লরী[৮], ঢাক ও ঘণ্টা প্রভৃতি যুদ্ধোবাদ্য তুমুল ও ভীষণ রবে বেজে উঠল।৪৫ শত্রুসৈন্য ধনুকে বাণ আরোপিত করে ভয়ংকর হলো, তাদের স্থূলদেহ বিমল লৌহবর্মে আবৃত হলো ; চঞ্চল অশ্ব ও হস্তিগণের পরস্পর সংঘর্ষে তারা রণনৈপুণ্য বিস্তার করল।৪৬ অসি, তোমর, কুন্ড, মহাপট্টিশ[৯], ভল্ল, বাণ ও প্রচুর মুষলাস্ত্র নিয়ে শত্রুসেনা প্রস্তুত হলো—পৌরুষ তাদের ভূষণ ; উচ্চশব্দকারী অশ্ব ও হস্তী দ্বারা তারা মেদিনী কম্পিত করে তুলল।৪৭ যুদ্ধের সূচনায় বানরসেনা রাক্ষসভয়ে ভীত হয়ে লংকার সমীপে তরুবনভঙ্গের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল ; কিন্তু তারা পলায়ন না করে এজন্য রামচন্দ্র তাদের ধীরকণ্ঠে নিবারিত করলেন।৪৮ জলতীর, উচ্চতরু, গিরিকন্দর, গিরিভিত্তি ও গুহাবিবরে লীন হয়ে কপিসেনা রামের উৎসাহবাক্যে প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ-মালার ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।৪৯ জলভারগুরু মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাবণ-সেনা, বানরসেনা কিরূপ তা জানবার জন্য প্রাকার, তরু, মঞ্চ, মন্দির, তোরণশ্রেণী ও উচ্চ গৃহ প্রভৃতিতে আরোহণ করল।৫০

॥ ভট্টিকাব্যে 'সেতুবন্ধ' নামক ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

চতুর্দশ সর্গ

যুদ্ধপর্ব

চরের মুখে রামের শক্তির কথা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কামবিহ্বল দশানন রামের মায়া-মুণ্ড সীতার কাছে পাঠিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন—তারপর যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন সেনাবাহিনী।১ তখন কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি করল, কেউ বানদণ্ড দ্বারা ভেরীতে আঘাত করল ; কেউ কেউ বংশীধ্বনি করল, আবার কেউ কেউ হাত দিয়ে গুঞ্জনাবাদ্য বাজাল।২ ঢাক বেজে উঠল, করাঘাতে পণব প্রতিধ্বনিত হলো, মুখমারুতে পূর্ণ কাহলে শব্দ জেগে উঠল, 'পের' নামক বাদ্যও[১] ধ্বনিত হলো।৩ গম্ভীর রবে মৃদঙ্গ ধ্বনিত হলো, করাঘাতে 'গোমুখ' বেজে উঠল, দীর্ঘনাদে ঘণ্টা নিনাদিত হলো, উচ্চনাদে শব্দিত হলো পটহ।৪ অশ্বগণ আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করল, হস্তিগণ গম্ভীর স্বরে গর্জন করে উঠল ; উষ্ট্রসকল (নানা বাদ্য শ্রবণে) ভীত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল, পক্ষীর শ্রেণীও শব্দ করতে লাগল।৫ মৃগগণ ভীত হয়ে দলভ্রষ্ট হলো, বৃষভদল হৃষ্ট হয়ে নিনাদ করল, রমণীগণ প্রিয়বিয়োগভয়ে ম্লান ও মূর্ছিত হয়ে পতির জন্য শোক করতে লাগল।৬ যুদ্ধের সম্ভাবনায় হৃষ্ট বীরগণ সিংহনাদ করলেন। বন্দিগণ তাদের স্তুতি করলেন ; তারা অঙ্গুলিত্রাণ ও বর্ম ধারণ ক'রে চারদিক থেকে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এলেন।৭ তারা ধনুকে গুণারোপণ করলেন এবং রথাশ্বগজাদি বাহনে আরোহণ ক'রে দীপ্ত অসি উদ্যত এবং গুরুভার গদা নিক্ষেপ করলেন।৮ পদাতিগণ যুদ্ধাস্ত্র ঘুরিয়ে এ ং উপযুক্ত বাণ গ্রহণ ক'রে যুদ্ধভূমিতে পাক খেতে লাগল, কুর্দন, চিৎকার ও উল্লম্ফন করতে লাগল।৯ তারপর অশ্বসমূহ কশাঘাতে লাফিয়ে উঠল, বল্গা আকর্ষণে নাসিকা কুঞ্চিত হওয়ায় সুশোভিত হলো, বল্গা মোচনে ধাবিত হলো এবং শ্রমবশতঃ রক্ত বমন করতে লাগল।১০ হস্তিগণের পৃষ্ঠে যুদ্ধযোগ্য উপকরণ স্থাপিত হলো, কম্বল বিলম্বিত হলো, মধ্যবন্ধন বিছিয়ে দেওয়া হলো, এবং উন্নত ধ্বজানাম উৎক্ষিপ্ত হলো।১১ যাত্রাকালে (যুদ্ধজয়ের পর আবার ফিরে আসব এই) বিশ্বাস জন্মাতে আগ্রহী হয়ে বীরগণ তাদের কান্তাদের আলিঙ্গন করলেন। পুত্রপ্রিয় বীরেরা বালকদের মস্তকঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করলেন।১২ মদান্ধ হস্তিগণ অংকুশাঘাত ছাড়াই সংকেত বুঝতে পারল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের মত্ততা বেড়ে গেল এবং (এই অবস্থায়) তারা শোভিত হলো। তারপর হৃষ্টচিত্তে লাফিয়ে ছুটে গেল।১৩ মৃগগণ বীরদিগকে দক্ষিণে রেখে ছুটে গেল, বামভাগে শৃগাল শব্দ করতে লাগল। রাক্ষসদের দক্ষিণ অঙ্গ স্ফুরিত এবং চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হলো[২]।১৪ রাবণের আদেশে প্রহস্ত পূর্বদ্বারে যেতে ইচ্ছুক হলো, মহাপার্শ্ব ও মহোদর নামক (দুই) রাক্ষস গেল দক্ষিণদ্বারে।১৫ ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বারে গেলেন, রাবণ স্বয়ং উপস্থিত হলেন উত্তরদ্বারে। বিরূপাক্ষ রইলেন পুরীর মধ্যে।১৬

রামচন্দ্র সবই শুনতে পেলেন ; তিনি সৈনিকসহ প্রস্থান করলেন। তারপর ধনুকে জ্যা আরোপণ ও পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করলেন।১৭ তারপর তিনি দৃষ্টিপাতের দ্বারাই লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থে আদেশ দিলেন এবং সেনাবাহিনীকেও যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি দেবগণকে প্রণাম করে পর্ণশয্যা ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।১৮ বানরসৈন্যগণ রণরাগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল—তারা উত্থিত হয়ে

দশদিক ব্যাপ্ত ক'রে নাদ করতে লাগল ; তারপর তারা পর্বতগুলি উন্মূলিত এবং তরুগুলি ভঙ্গ করল ।১৯ (তখন) পৃথিবী বিদীর্ণ হলো, আকাশ গোষ্পদ পূরণ ক'রে রক্ত বর্ষণ করল ; মৃগগণ বামভাগে বিচরণ করতে এবং পেচক প্রভৃতি প্রতিকূল পক্ষী কূজন করতে লাগল ৩ ।২০ দীপ্ত উল্কাজাল দেখা গেল, শৃগালদল অমঙ্গল শব্দ করল, পৃথিবী কম্পিত হলো। রাম অমঙ্গল আশংকা করতে লাগলেন ।২১ রাবণ শুনলেন, শত্রুরা যুদ্ধের জন্য রাক্ষসগণের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি প্রাকারে থেকে তাদের উৎসাহ দিতে অভিলাষী হলেন ।২২

তারপর রাক্ষসেরা শরবর্ষণ শুরু করল। শূল, পাট্টিস নিক্ষেপ করতে লাগল, অসি চালনা করতে লাগল এবং পাশ বিস্তার করে বিপক্ষীয়গণকে আকর্ষণ করতে লাগল ।২৩ তারা তীক্ষ্ন ভল্লের দ্বারা (শত্রুকে) বিদ্ধ করতে লাগল, তোমরের দ্বারা বিদীর্ণ করতে লাগল, গদার আঘাতে চূর্ণ করতে লাগল এবং শাণিত চক্রের দ্বারা ছেদন করতে লাগল ।২৪ বানরসেনা রাক্ষসদিগকে মুষ্টি দ্বারা আঘাত ও দন্ত দ্বারা দংশন করতে লাগল ; তাছাড়া উচ্চ পর্বত ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগল ।২৫ ক্রুদ্ধ বানরসেনা রাক্ষসদিগকে পুচ্ছ দিয়ে জড়িয়ে ধরে মথিত করতে লাগল, করতলের আঘাতে বধ, নখের আঘাতে ছেদন এবং বলপূর্বক ভূমিতে পেষণ করতে লাগল। ২৬ রাক্ষসেরা মস্তকহীন হলো, রক্তের নদী প্রবাহিত হলো—সেই রক্তের নদীতে সৈন্যদের মুখপদ্ম১ ভাসতে লাগল, ভূপতিত ধ্বজসমূহ দেখে মনে হলো যেন ফেনার স্রোত ।২৭ রক্তের কর্দমে হস্তী মগ্ন হলো, রথের গতি রুদ্ধ হলো, অশ্ব মগ্ন হলো, সেনাদল অগ্রসর হতে পারল না ।২৮ শত্রুদলের এক-একটি পুরুষবার কোটি কোটি বানরসেনা অবরুদ্ধ করল আর ছত্রিশ কোটি বানর সুগ্রীবকে বেষ্টন ক'রে রাখল ।২৯ দুই পক্ষের সৈন্যই আহত হয়ে বেদনায় চীৎকার করতে লাগল ; তারা ক্রোধে জ্বলে উঠল, অনেকে অবসন্ন দেহে বিহ্বল এবং ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়েছিল। তারা মূর্ছিত হয়ে রক্তবমন করতে লাগল এবং পিপাসার্ত হয়ে উঠল ।৩০

তারপর প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষস বানর সম্পাতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো ; বৃক্ষের আঘাতে তার দেহ কাঁপতে লাগল—সে আর্তনাদ ক'রে মৃত্যুবরণ করল ।৩১ যুদ্ধে নল প্রতপন নামক রাক্ষসের দুই চক্ষু উৎপাটিত করলেন ; হনুমানের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে জম্বুমালী নামক রাক্ষস আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করল ।৩২ বিভীষণ গদার আঘাতে মিত্রঘ্ন নামক রাক্ষসের দেহ চূর্ণ করলেন, সুগ্রীব প্রঘসের প্রাণনাশ করলেন এবং রামচন্দ্র বহু রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করলেন ।৩৩ মৈন্দ নামক এক বানরের আঘাতে বজ্রমুষ্টি নামক রাক্ষসের মস্তক বিচ্ছিন্ন হলো—আর নিকুম্ভের চঞ্চল মস্তক চক্রের দ্বারা ছেদন করলেন নল ।৩৪ বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষস লক্ষ্মণের বাণে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করল আর দ্বিবিদ নামক বানর যে রাক্ষসকে বধ করল—তার নাম অশনিপ্রভ ।৩৫ ইন্দ্রজিৎ গদাপ্রহার করলেন, বালীপুত্র অঙ্গদ তা ধরে ফেললেন। তারপর অঙ্গদ বৃক্ষের আঘাতে ঐ ইন্দ্রজিতের রথ অশ্বের সঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিলেন ।৩৬ বালীপুত্রের সেই কৃতিত্ব দেখে বিশ্ব বিস্মিত হলো, রাক্ষসগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ; রামচন্দ্র তার উচ্চপ্রশংসা করলেন ।৩৭ পুত্রের পৌরুষে সুগ্রীব আনন্দিত হলেন, দেবগণ সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—'সাধু ! সাধু !' বিভীষণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন ; বানরগণ প্রশংসা করতে লাগল ।৩৮ লক্ষ্মণ বললেন—'কি বিচিত্র' ! ইন্দ্রজিৎ

অন্তর্হিত হলেন ; রাম শরজাল নিক্ষেপ করতে লাগলেন ; শত্রুদল ত্রস্ত হলো ।৩৯ দীর্ণদেহ রাক্ষসেরা চীৎকার করতে শুরু করল ; শবমাংসাশীরা রাক্ষসগণকে ভক্ষণ করতে লাগল ; ক্ষতাঙ্গদের দেহ থেকে রক্তক্ষরিত হলো ; রাক্ষসদের ছিন্ন বাহু কিছুক্ষণ প্রচলিত ছিল ;৪০ বীরগণের ছিন্ন গ্রীবাও দৃঢ় ক্রোধ ত্যাগ করল না, হতাবশিষ্টগণ পলায়ন করল, বীরত্বাভিমানীরা লজ্জিত হল ।৪১ রামচন্দ্র কাউকে দয়া করলেন না, কেউ ধৈর্য অবলম্বন করে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারল না। বীরগণ পতঙ্গের মতো মারতে লগল এবং 'হা-হা' ব'লে উচ্চরবে চীৎকার করতে লাগল ।৪২

ইন্দ্রজিতের নাগপাশ

সূর্য অস্তমিত হলেন, রাত্রি এল ; সেই রাত্রি যেন কালরাত্রির ন্যায় বানর ও রাক্ষসদের গ্রাস করতে লাগল ।৪৩ অতঃপর ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি অত্যুগ্র নাগপাশ স্মরণ করে নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে শত্রুসৈন্যদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং (ভাবী জয়ের আনন্দে) হেসে উঠলেন ।৪৪ ইন্দ্রজিৎ রামের সমগ্র সেনাবাহিনীকে অভিভূত ক'রে ফেললেন ; শর নিক্ষেপ ক'রে তিনি সকলকে অস্থির ক'রে তুললেন। যেসব শর নিক্ষিপ্ত হলো রামসৈন্যের কাছে সবই সর্পে পরিণত হলো ।৪৫ ইন্দ্রজিৎ সেই নাগাস্ত্র দ্বারা বানরসেনা ও রামলক্ষ্মণকে আচ্ছন্ন ক'রে বললেন—'দেবরাজও আমার মায়া জয় করতে সমর্থ নন, মানুষের আর কথা কি !৪৬

ইন্দ্রজিৎ পুনরায় নাগাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে রামলক্ষ্মণকে অভিভূত করলেন ; তারা দুজন ব্যাকুল হয়ে মূর্ছিত অবস্থায় ধরাশায়ী হলেন ।৪৭ তখন সেনাপতিরা 'হায় রাম !' বলে ক্রন্দন করতে লাগল ; তারা ত্রস্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগল এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলতে লাগল —'আমাদের ধিক্' !৪৮ বানরসেনা শোক নিবারণে অক্ষম হলো, অশ্রুপ্রবাহ রোধ করতে পারল না ; ইন্দ্রজিৎ কোথায় আছেন বুঝতে না পেরে তার সন্ধানে চলে গেল ।৪৯ তারপর বিভীষণ মন্ত্রপূত জলে সুগ্রীবের নয়ন ধৌত করলেন, তখন পরিচ্ছন্ন নয়নে সুগ্রীব আকাশে মেঘনাদকে দেখতে পেয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন ।৫০ তারপর বানররাজ ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে পর্বত নিক্ষেপ করলেন ; রাবণনন্দন এতে ভীত হয়ে পিতার নিকট প্রস্থান করলেন ।৫১

ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে নাগপাশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। রাবণ হৃষ্ট হলেন ; তিনি ইন্দ্রজিৎকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে তার মস্তক আঘ্রাণ করলেন ।৫২

এদিকে নাগপাশবন্ধনের কথা শুনে রাক্ষসেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল ; তারা অত্যুচ্চ ধ্বজগুলি উৎক্ষিপ্ত করল, মাংসভোজন, মদ্যপান, গান এবং রমণীগণসহ রমণে মত্ত হয়ে উঠল ।৫৩ রাবণের আদেশ অনুসারে রাক্ষসেরা সীতাকে পুষ্পক রথে নিয়ে রামদর্শন করালো ; দেখে সীতার দুই নয়ন নিমীলিত হলো—তিনি রথের মধ্যেই লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ।৫৪ প্রিয়বিনাশে সীতার প্রাণ বিধ্বস্ত ও দেহ নিস্পন্দ হলো—তিনি দীর্ঘকাল পরে চৈতন্য লাভ করলেন। তারপর তিনি অনাথার মতো রোদন ও আর্তনাদ করতে লাগলেন ।৫৫ আমার মন কি লৌহবন্ধনে গঠিত না বজ্রের দ্বারা নির্মিত যে আমার রামহীন মন সহস্রধা বিদীর্ণ হলো না ?৫৬ তুমি আমার জন্য সমুদ্র পার হয়েছ, শত্রু সংহার করেছ, নিজে মৃত্যুবরণ করেছ ; আমার জীবনধারণ এখন অতি তুচ্ছ—

আমার এই নৃশংস জীবনে ধিক্।৫৭ তুমি যখন জীবিত, তোমার অদর্শনে পিতা দশরথ অসুখী হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন তুমি মৃত, আমি জীবিত! আমার মতো কুৎসিত ভার্যার জীবনে কি প্রয়োজন?৫৮ তিনি নিজ জীবনের নিন্দা করলেন, দেহস্থ অবৈধব্য সূচক সৌভাগ্য-লক্ষণগুলির বার বার কুৎসা কীর্তন করলেন, কেশ উৎপাটন করলেন এবং ভূমিতে লুণ্ঠিত হতে লাগলেন।৫৯ শোকবশতঃ সীতা ম্লান ও চিন্তাক্লিষ্ট হলেন। তিনি শোকাত্মক কণ্ঠধ্বনি করতে লাগলেন। বার বার তাঁর মূর্ছা হতে লাগল, মূর্ছাভঙ্গেও তাঁর ব্যথার উপশম হলো না। তিনি কখনও দৈবের নিন্দা করলেন কখনও ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হলেন। এইভাবে শোকানলে তিনি অত্যন্ত দগ্ধ হতে লাগলেন।৬০

তারপর ত্রিজটা[৫] নামে এক রাক্ষসী সীতাকে আশ্বস্ত করে অন্যত্র নিয়ে গেল। এদিকে বিভীষণসহ বানরগণ চৈতন্য লাভ করল।৬১ রামচন্দ্র নাগপাশবন্ধনের বৃত্তান্ত জানতে পেরে শোকে দগ্ধ হলেন—তাঁর শোক বর্ধিত হলো, তিনি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য ক'রে ক্রন্দন করতে লাগলেন।৬২ রাম প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রিয়বাক্যের দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে তুষ্ট করলেন এবং সুগ্রীবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে স্বদেশে ফিরে যেতে আদেশ করলেন।৬৩ সুগ্রীব অঙ্গদকে আদেশ দিলেন রামলক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় নিয়ে যাবার জন্য—তিনি নিজেই রাক্ষসবধ করবেন, এই প্রতিজ্ঞা করলেন।৬৪ 'এর নাম নাগাস্ত্র, এটি বাণ নয়, গরুড়কে স্মরণ করলেই এর প্রতীকার হবে।' বিভীষণের কাছে এই কথা শুনে রামচন্দ্র গরুড়কে স্মরণ করলেন।৬৫

নাগপাশ মোচন

তখন গরুড়ের পক্ষজনিত বায়ুবেগে পর্বত নড়ে উঠল, সাগর ক্ষুব্ধ হয়ে তীরভূমি অতিক্রম করল, বৃক্ষ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল এবং তাঁর তেজে সকল দিক প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।৬৬ গরুড়ের ভয়ে সর্পগণ সাগরে প্রবেশ করল, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হলো, চন্দ্রতারকাদির দীপ্তি প্রশান্ত হলো--নাগপাশ শিথিল হয়ে নিবৃত্ত হলো।৬৭ সব যোদ্ধা অক্ষতের ন্যায় দীপ্তি লাভ করলেন, লক্ষ্মণ চৈতন্য ফিরে পেলেন, বিভীষণ আরও দীপ্তি লাভ করলেন। তখন গরুড় এলেন রামের কাছে।৬৮ গরুড় রামলক্ষ্মণকে স্পর্শ করলেন—তাঁদের সব ব্যথা দূর হয়ে গেল। তারপর তিনি তাঁদের কাছে 'আমি গরুড়'—এই আত্মপরিচয়[৬] দিয়ে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন।৬৯ তারপর বানরসেনা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল, তারা প্রদীপ্ত এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, তারা বৃক্ষ ও পর্বত উৎপাটিত করল ; সেনাদল ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল এবং যুদ্ধের কামনা করতে লাগল।৭০

বানরসেনা পুনরায় লঙ্কায় প্রবেশ করল, দশানন তা জানতে পারলেন। শত্রু জীবিত আছে জেনে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।৭১ দিব্য নাগপাশবন্ধন শিথিল হয়েছে — রাবণ একথা শুনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, জয়লাভের আশা আর করলেন না।৭২ তখন রাবণের আদেশে ধূম্রাক্ষ নামে এক রাক্ষস যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হলো। তার রথ যে সব বিহঙ্গের দ্বারা শোভিত হলো তাদের সিংহ ও বাঘের মতো মুখ।৭৩ নরখাদক রাক্ষসেরা চর্মরক্ষক বর্মের দ্বারা দেহ আবৃত করে নিল ; অতপর বাহনে আরোহণ করে,

অস্ত্র গ্রহণ করে যুদ্ধভূমিতে প্রস্থান করল।৭৪ ধূম্রাক্ষ রথে আরোহণ করে পুরী থেকে নির্গত হলো ; যাত্রাকালে তাঁর হাঁচি পড়ল[৭]। (নিজে হাঁচি দেওয়া অশুভ বলেই) সে বন্দিগণের দ্বারা নিজের নাম কীর্তন করিয়ে সত্বর যুদ্ধে যাত্রা করল।৭৫ তখন শকুনি এসে বসল ধূম্রাক্ষের মাথায়, কাকেরা কর্কশ শব্দ করতে লাগল, আকাশ থেকে রক্তবর্ষণ হলো এবং পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল।৭৬

নতুন অভিযান

তারপর যুদ্ধ শুরু হলো। যোদ্ধারা পরস্পর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। তাদের দেহ ছিন্ন হয়ে গেল। কেউ কেউ চক্রাকারে ঘুরতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল, লাফালাফি করতে লাগল।৭৭ বীর বানর ও রাক্ষসগণ আহত হয়ে বিরাজ করতে লাগল ; তারা বিভিন্ন গতি অবলম্বন করল এবং নিজেরা ভীত না হয়ে শত্রুকে ভীত ক'রে তুলল।৭৮ কারও প্রহারে রক্তক্ষরণ হতে লাগল, কারও বা অস্ত্রের আঘাতে দেহস্ফীতি ঘটল ; বাণনিক্ষেপকারী বীরগণের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মুষ্টিবদ্ধ বাহু শরাঘাতে ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল ;৭৯ ধূম্রাক্ষ যেন সমরে ক্রীড়া করতে লাগল ; পবন-নন্দন হনুমান তাকে তর্জন করলেন, পরে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড গ্রহণ ক'রে তার রথ চূর্ণ ক'রে দিলেন।৮০

সেই রাক্ষস ধূম্রাক্ষ তখন ভূমিতলে নেমে এসে ভয়ংকর চিৎকার করতে লাগল, তারপর হনুমানের সম্মুখীন হয়ে তাকে গদা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। (শেষে) হনুমান ধূম্রাক্ষকে পর্বতের আঘাতে বধ করলেন।৮১ তারপর রাবণের আদেশে অকম্পন যুদ্ধাভিলাষী হয়ে উঠল। সে রথে আরোহণ করে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভীষণ চীৎকার করতে লাগল।৮২ অকম্পনের বাম নয়ন স্পন্দিত হলো, পেচক প্রভৃতি অশুভ পক্ষী কূজন করতে লাগল ; কিন্তু অকম্পন সে-সব তুচ্ছ ক'রে রণস্থলে শরের দ্বারাই শোভিত হলো।৮৩ অকম্পনের রজ্জুবৎ প্রসারিত শরসমূহ আকাশ ও ভূতল ব্যাপ্ত করল। তাকে দেখে বানরসেনা লজ্জিত হলো—কেউ তার সামনে প্রভাবের পরিচয় দিতে পারল না।৮৪ কৃতান্ততুল্য অকম্পন শত্রুদের কম্পিত ও ভস্মীভূত করলেন। শেষে মারুতি ক্রুদ্ধ হয়ে এক অতিদীর্ঘ তালবৃক্ষ উৎপাটিত করলেন।৮৫ মারুতি সেই তালতরুর দ্বারা মহাপশু অকম্পনকে যমের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। অকম্পন নিহত হলে শোকাগ্নি রাবণকে দগ্ধ করল।৮৬ রাবণ ভীত হলেন ; ক্রোধে নিকটস্থ বস্তু চূর্ণ এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন। অবিলম্বে তিনি লংকাপুরীর চারদিকে রক্ষী নিযুক্ত করলেন।৮৭

রাবণ অদ্ভুতবিক্রম প্রহস্তকে যুদ্ধের জন্য চাইলেন। প্রহস্ত বলল—'হে রাজেন্দ্র, যুদ্ধের জন্যই তো আমরা আছি, এ বিষয়ে আর বিচারের কি প্রয়োজন?' এই বলে শঙ্কাহীন চিত্তে সে মহাবীর যুদ্ধের জন্য উৎসাহী হলো। তখন তার সহায়ক যোদ্ধাদের রাবণ নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন—অশ্ব ও হস্তিবাহিনী সজ্জিত হলো।৮৮-৮৯ সারথিরা রথ অশ্বের সঙ্গে যুক্ত করল ; পুরোহিতগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন ; পূজিত ব্রাহ্মণগণ যজমানের কামনাপূরক আশীর্বাদ করলেন।৯০ সৈন্যগণ (মঙ্গলার্থে) মস্তকে মস্তকে শ্বেতসর্ষপ বহন করল এবং গাভী স্পর্শ করলেন। মহাস্ত্রগুলি শাণিত আছে কিনা, অশ্বগণ যুদ্ধ-কুশল কিনা সেই বিষয়েও পরীক্ষা

করল।৯১ তারা খড়্গ ও কুঠার গ্রহণ করে শোধিত করে নিল। অলঙ্কার ধারণ, অনুলেপন, পরিচ্ছদ পরিধান, ভোজন ও পান—সব কাজই যথারীতি সমাপ্ত করল।৯২ ক্ষণকাল আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে যোদ্ধারা তারপর রথাদিতে আরোহণ করে যাত্রা করল। প্রহস্ত বিপ্রগণের পূজা এবং অগ্নিদেবতার হোম করল।৯৩ প্রহস্ত বিশ্বাসী সৈন্যদের নিজের দলভুক্ত করল; সে চন্দন দ্বারা দেহ অনুলিপ্ত করল; দ্রাক্ষামদ্য পানের পর সে উত্তম চর্মরক্ষক কবচ ধারণ করল।৯৪ তারপর চারু শিরস্ত্রাণ বেঁধে সে সজ্জিত রথে আরোহণ করল, মহাস্ত্র ধারণ করে যাত্রায় প্রবৃত্ত হলো।৯৫ তূর্যসমূহ বাজিয়ে সেবকগণ স্তব করল, ভীষণ ধূলিজাল উত্থিত হলো; অভিযান-কোলাহল সকল দিক ব্যাপ্ত করল।৯৬ যুদ্ধ যাত্রায় উদ্যত প্রহস্তের পশ্চাতে গৃধ্রগণ ধাবিত হলো, মাংসাশী পশুরা বিচরণ করতে লাগল। ঘোর রবে চারদিকে বায়ু প্রবাহিত হলো, আকাশ থেকে উল্কাপতন শুরু হলো।৯৭ আকাশ রক্ত বর্ষণ করল, যুদ্ধাস্ত্রগুলি জ্বলে উঠল, অশ্বসহ রথ স্খলিত হলো, অশ্বহস্তীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল।৯৮ সারথির হাত থেকে অশ্বের তাড়নদন্ড স্খলিত হলো, যজ্ঞীয় মৃগদল বামদিকে বিচরণ করতে লাগল, ভূমি বিদীর্ণ হলো, বানরসেনার চীৎকারেও অন্তরীক্ষ পূর্ণ হয়ে গেল।৯৯ হস্তী ও অশ্বদল রক্ত প্রস্রাব করল, রাক্ষসেরাও রক্ত থুতু ফেলল; বানর ও রাক্ষস—দুই সেনাদলই নির্দয় প্রহারে প্রবৃত্ত হলো।১০০

দুই দল যোদ্ধাই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, পরস্পরের সম্মুখীন হল, আচ্ছন্ন করে ফেলল, অনেকে ক্লান্ত, অনেকে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারা শত্রুকে ভক্ষণ করল, শত্রুর দ্বারা ভক্ষিতও হলো; অনেকেই আবার বিলাপ করতে লাগল।১০১ বানরগণ প্রহস্তের সম্মুখে স্থিত অমাত্যদের আঘাত করল, ধর্ষণ করল—রাক্ষস সেনাপতি প্রহস্ত বানরসেনার সেই বীরকর্ম সহ্য করতে পারল না।১০২ প্রহস্ত শত্রুসমূহদ্বারা বানরসেনাকে আচ্ছাদিত করল, বহু বানরকে প্রহার করল, আবার অনেকের দেহ থেকে প্রাণ পৃথক ক'রে দিল।১০৩ প্রহস্ত বানরসেনার মনে ভয় উৎপাদন করল। সূর্যের মতোই তেজে জ্বলে উঠল। শত্রু বানরসেনার মৃতদেহে দশদিক আচ্ছাদিত হলো—এতে তার ক্লেশমাত্রও হলো না।১০৪ কেউ ভয়ে সংকুচিত, কেউ বা পরাজিত হয়ে লজ্জিত। কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল, আবার কেউ কেউ অভয় প্রার্থনা করল।১০৫

প্রহস্ত এইভাবে বানরসেনা জয় করল, জয়ের পর গর্বিত হয়ে উঠল। সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস শান্ত হলো না—সে রাক্ষসদের বিশেষভাবে রক্ষা করতে লাগল।১০৬ সেই বানরসেনার মধ্যে নীল ক্রুদ্ধ হয়ে এক প্রকান্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করলেন। তাতে আহত হয়ে প্রহস্ত বহু বাণ বর্ষণ করল।১০৭ সেই সকল শর সহ্য করে নীল আর-এক তরুর নিক্ষেপে শত্রুর অশ্বগুলি আহত করলেন, তখন প্রহস্ত মুষল নিয়ে ভূমিতে অবতরণ করল—কিন্তু সে অবসন্ন হল না।১০৮ সেই বানর ও রাক্ষস—দুইজনের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো—তাদের অস্ত্রের নৈপুণ্য বর্ধিত হলো। নীল বৃক্ষ নিক্ষেপ করলেন, প্রহস্ত শরবর্ষণে তা প্রতিহত করল।১০৯ সেই দুই বীর কখনও আকাশে উত্থিত হলো, কখনও ভূমিতে মন্ডলাকারে বিচরণ করতে লাগল, তবু শ্রান্ত হল না।১১০ তারপর নীল রাক্ষসের প্রতি শিলা নিক্ষেপ করলেন;

সেই শিলায় আহত হয়ে প্রহস্ত মৃত্যু বরণ ক'রে ধরাশায়ী হলো।১১১ বিচিত্র রাক্ষসসেনা পালিয়ে গেল—প্রসন্ন হলো বানর সেনাবাহিনী। দশাননের জয়ের আশা ক্ষীণ হলো। বানরসৈন্যগণ নীলের স্তব করতে লাগল।১১২ রামসৈন্যের অভিযানে যখন রাক্ষসজের মনোরথ ব্যর্থ হলো তখন তারা লংকায় গিয়ে অত্যন্ত দীনভাবে প্রহস্তের পতনসংবাদ রাবণের নিকটে উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করল।১১৩

।। ভট্টিকাব্যে 'শরবধ' নামক চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ।।

পঞ্চদশ সর্গ

কুম্ভকর্ণের জাগরণ

তারপর (প্রহস্তবধের সংবাদ শুনে) রাক্ষসরাজ ভীত হলেন, চারদিকে (রক্ষাস্থান) দেখতে লাগলে। এবং কুম্ভকর্ণকে জাগানোর জন্যে[১] রাক্ষসদের পাঠালেন।১ তারা তার ভবনে গিয়ে তাকে নিদ্রিত দেখল এবং তুমুল শব্দ করে (তার দেহে) দ্রুত লগুড় প্রহার করতে লাগল।২ তারা তার কেশ উৎপাটন করল, শরীরে হাতি চালাল, ঠান্ডা জল ঢেলে দিল এবং জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে পোড়াতে লাগল।৩ তারা তাকে তীক্ষ্ণ নখে চিড়ল, ঐ ভাবেই তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়াল, ধারাল শূলের আঘাত করল এবং শোভন ভেরী বাজাল।৪ সে (কুম্ভকর্ণ) এসব গ্রাহ্য করল না, স্বেচ্ছায় জেগে উঠে রাক্ষসদের প্রশ্ন করল, 'আমাকে জাগালে কেন?'৫ তারা বলল, 'হে নিশাচর, মহারাজ আপনাকে দেখতে চান।' তখন কুম্ভকর্ণ স্নান করল, চন্দনাদিতে দেহ লেপন করল, মাংস আহার করল এবং মদিরা পান করল।৬ তারপর সে রাবণের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উপযুক্ত পোশাক পরে বাড়ি থেকে বের হলো। রাবণ তাকে আসতে দেখে আসন থেকে একটু উঠে দাঁড়ালেন।৭ রাজা তুষ্ট হলেন। তাকে কাছেই সুবর্ণ আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কুম্ভকর্ণ একটু হাসল, তারপর কাছে গিয়ে বসল।৮ সে জিজ্ঞেস করল 'আমাকে ডেকেছেন কেন?' রাজা বললেন, 'তুমি সুখী, কারণ সেই রাম রাক্ষসদের কী করেছে তা তুমি জানো না[২]।৯ রাম সমুদ্র পার হয়েছে, আমাদের নগরী অবরোধ করেছে, যুদ্ধে শস্ত্ররাজিতে শোভমান হয়েছে, এবং রাক্ষসদের ধ্বংস করেছে।১০ যতদিন আমি নিশ্চিন্তে জীবিত (অনাক্রান্ত) ছিলাম ততদিন আমি কিছুই চাই নি। এখন স্নেহে অভ্যর্থিত সহোদর তুমি আমার শত্রু বধ না হয় নাই করলে (অর্থাৎ আমার শত্রুবধই তোমার কর্তব্য)।১১ তুমি পরাক্রম না হয় না-ই দেখালে, শত্রুপীড়িত লংকার রক্ষা না হয় না-ই করলে। আমরা তো তোমার পরাক্রম দেখেছি। তুমি তো দেবতাদের পরাজিত করেছ আগে।'১২ কুম্ভকর্ণ তাকে বলল, 'আমি মন্ত্রণাকালে যা বলেছিলাম আপনি তা সব শোনেন নি। তারই ফল হয়েছে এটা।১৩ আপনি বুদ্ধিমানের বাক্যকে অপমান করেছেন আর মূর্খের কথা শুনেছেন। আপনি শাস্ত্র পড়েছেন কিন্তু কিসে মঙ্গল তা বোঝেন নি।১৪ যারা আপনাকে যুদ্ধে কীরয়েছে সেই মূর্খেরাই আপনাকে প্রতারিত করেছে। (মাতামহ) মাল্যবান উচিত কথাই বলেছিলেন কিন্তু আপনি অহংকারে তার কথা সহ্যও করেন নি।১৫ আপনি রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করেছেন, বিশুদ্ধ বিভীষণাদি বললেও তাঁকে ফিরিয়ে দেন নি। আপনি নিজের দোষ দেখতেই

পান নি। এখন আপনি মোহগ্রস্ত বা ক্রোধের দ্বারা বশীভূত হবেন না।১৬ আমি সেই সময়ে যা বলেছিলাম তার সময়ও (সন্ধিকাল) এখন বিগত, কারণ শত্রুরা রাক্ষস বধ করছে, এবং আপনি কোশও নষ্ট করে ফেলেছেন (লংকাদাহে অরক্ষিত কোথাও বিনষ্ট হয়েছে)।১৭ আপনি এমন আচরণ করেছেন যে আপনার যে তেজ সন্ধির কারণভূত (শত্রুপক্ষ আপনার যে তেজ দেখে সন্ধিতে আগ্রহী হবে) তাও ক্ষীণ হয়েছে; যা আপনার শত্রুভাব এবং অর্থবলকে সৈন্যবলের মতোই ক্ষীণ করে ফেলেছে'।১৮ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন, 'কেন তুমি আমাকে নিন্দা করছ, তোমার শক্তিক্রমকে বর্ধিত করছ না।১৯ সুনীতি তুমি গ্রহণ করতে বোলো না, যুদ্ধে উৎসাহী না হতে বোলো না। যে দোষ করা হয়েছে তা নিয়ে আর নিন্দা কোরো না। শ্রেষ্ঠ হিতকে গ্রহণ না করতে বোলো না'।২০

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

তখন কুম্ভকর্ণ গর্জন করল, এবং অন্য রাক্ষসদের পাঠাল। সে মহাস্ত্র গ্রহণ ক'রে পুরী থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলো।২৩ কুম্ভকর্ণ মাথা দিয়ে যেন স্বর্গকে আঁচড় কাটল, বিশাল দেহে যেন আকাশ ব্যাপ্ত করল, দুই পায়ে যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ এবং দৃষ্টি মাত্রই যেন শত্রুদের দগ্ধ করে। ফেলল।২২ কুম্ভকর্ণকে জ্বলন্ত পর্বতের মতো মনে হলো। সে প্রলয়কালীন মেঘের মতো প্রস্থান করল; সমুদ্রকে প্রকম্পিত করল করল এবং রাক্ষসদেরও আতংকিত করে তুলল।২৩ কুম্ভকর্ণ পক্ষবান পর্বতের মতো[৩] চলল, প্রলয়বায়ুর মতো নিশ্বাস ছাড়ল, শব্দে ত্রিভুবন পূর্ণ করল এবং প্রলয় কালের অগ্নির মতো শোভমান হলো।২৪ কুম্ভকর্ণের ভারে পৃথিবী নুয়ে পড়ল, তার বেগে গাছ পড়ে গেল, সিংহ ভয়ে দৌড়াতে লাগল এবং মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতেরা[৪] বিচলিত হয়ে পড়ল।২৫ তার গমনকালে দুর্যোগ দেখা দিল। আকাশ রক্তবর্ষণ করল, ভয়ংকর বায়ু প্রবাহিত হলো এবং অলুক্ষণে পাখিরা ডাকতে লাগল।২৬ তার বাঁ চোখ কাঁপতে লাগল! অলুক্ষণে শিয়াল ডাকতে লাগল। মুষলের উপর শকুন এসে বসল এবং জ্বলন্ত উল্কা এসে পড়ল।২৭ কুম্ভকর্ণ এসব দুর্লক্ষণকে সগর্বে অবজ্ঞা ক'রে যুদ্ধ ভূমিতে চলল। তারপর সে গর্জন ক'রে আনন্দ অনুভব করল এবং যুদ্ধে শত্রুদের আহ্বান করল।২৮ ঘাতক কুম্ভকর্ণ খেয়েও তৃপ্ত হলো না। খেতে খেতে তার খিদে বেড়ে গেল। সে বনবাসীদের (বানরদের) চর্বি আর রক্ত পান করল।২৯ মাংসে তার কোঁক (কুক্ষি) ফুলে উঠল, পেটও হলো মস্ত বড়। সে অনেক বানরের প্রাণ হরণ করল আর যুদ্ধে অনেক বানরেরই খ্যাতি নাশ করল।৩০ সে শত্রুদের শক্তি রোধ করল, কিন্তু তার শক্তি কেউ রোধ করতে পারল না। বানরদের কেউ কেউ গাছে গিয়ে উঠল আর সমুদ্রে ডুব দিল।৩১ কেউ কেউ পাহাড়ে চড়ল, কেউ কেউ গুহায় লুকোল। কেউ কেউ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, কেউ কেউ ভয়ে ঘুরপাক খেল।৩২ অন্য বানরেরা সেতুপথে সমুদ্র পার হলো। তাদের জন্য অঙ্গদ লজ্জিত হলো এবং পরাক্রম অবলম্বন করল।৩৩ সে বানরদের শক্তিকে উদ্দীপিত করল এবং যুদ্ধও করল। তখন বানরেরা পাহাড় ছুঁড়ল এবং গাছ

তুলল।৩৪ শ্রেষ্ঠ বানরেরা ডাক ছাড়ল এবং যুদ্ধে যথাযোগ্য পরাক্রম দেখাল। কুম্ভকর্ণ তাদের মর্দিত করল, ভক্ষণ করল, এবং চপেটাঘাতে এদিকে ওদিকে নিক্ষেপ করল।৩৫ কুম্ভকর্ণ দুই পায়ে বানরদের পিষে ফেলল, তাদের দ্রুত আতঙ্কিত করল এবং শূলের আঘাতে তাদের মেরে ফেলল।৩৬ কুম্ভকর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বানরদের গদাঘাতে পীড়িত করল এবং গাঢ় আলিঙ্গনে তাদের মর্দিত করল। দুই হাঁটু দিয়ে বানরদের দমন করল এবং দুই হাতে তাদের পিষে ফেলল।৩৭ নিক্ষিপ্ত পাথর তার শরীরে এসে চূর্ণ হলো, বড় বড় গাছ ভেঙে টুকরো টুকরো হলো ; কুম্ভকর্ণ কিছু বুঝতেই পারল না। কোন ক্ষোভই তাঁর হলো না।৩৮ রঘুব্যাঘ্র দুজন (রাম ও লক্ষ্মণ) তাঁকে দেখলেন। বিভীষণ তাঁদের কুম্ভকর্ণের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'এ ইন্দ্রকে জয় করেছে, সূর্যকেও এ ভয় করে নি।৩৯ এ কুবেরের শক্তিকেও খন্ডন করেছে। এর শক্তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। রাজকুমারেরা! আপনারা দুজন একে ভয় করবেন না তা নয় (অর্থাৎ ভয় করবেন)।৪০ নিধনরত একে উপেক্ষা করবেন না। একে গণ্য করবেন না তা নয় (অর্থাৎ গণ্য করবেন)।' তখন রামচন্দ্র বানরদের বললেন, 'এঁকে বধ করো না তা নয় (অর্থাৎ বধ করো)।'৪১ বানরেরা আওয়াজ করে তাঁকে রণে আহ্বান জানাল, সমবেতভাবে তাকে যেন প্লাবিত করল এবং নিজেদের শক্তি প্রকাশ করে তার উপর গাছ ও পাহাড় ছুঁড়তে লাগল।৪২ তারা কুম্ভকর্ণকে ছেয়ে ফেলল, পদদলিত করল, দাঁত দিয়ে কামড়াল। শরভ নামে একটি বানর গাছ তুলতে চেষ্টা করল, নীল নামে বানর সেনাপতি পাহাড় নিল হাতে।৪৩ ঋষভ (ঐ নামের বানর) পাহাড় তুলল। এইভাবে শরাদি বানরেরা শত্রু কুম্ভকর্ণকে আঘাত করল। গন্ধমাদন (ঐ নামের বানর) বজ্রের মতো আওয়াজ করে পাহাড়চূড়া নিক্ষেপ করল।৪৪ গবাক্ষ (ঐ নামের বানর) ক্রীড়াচ্ছলে চেষ্টা করল এবং বহু পাহাড়ও ছুঁড়ল। ঐ বীর কুম্ভকর্ণ তাকে গ্রাহ্যই করল না, বেদনাবোধও করল না।৪৫ কুম্ভকর্ণ শত্রুসেনাকে মথিত করল। নিরঙ্কুশ হয়ে লাফাতে লাগল। শত্রু বধের জন্যে তাড়াতাড়ি করতে লাগল এবং তাঁর সামনে এসে-পড়া শত্রুদের খেয়ে ফেলল।৪৬ কুম্ভকর্ণ আসাতে বানরসেনা কাঁদতে লাগল এবং পালাতে লাগল। কুম্ভকর্ণ পলায়মান শত্রুকে দুহাতে টানলেন এবং ভয়ংকর মুখে পুরে দিল।৪৭ ক্রূর কুম্ভকর্ণ বানরদের রক্তে পৃথিবীকে আর্দ্র করে ফেলল এবং নিহত বানরসৈন্য পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল। বানর খেতে থাকলেও সে তৃপ্ত হলো না এবং বানর বধ করতে থাকলেও ক্লান্ত হলো না।৪৮ কিছু বানর যুদ্ধ করতে সমর্থ হলো না, কিছু (ভয়ে) কুম্ভকর্ণের কাছেই গেল না। কুম্ভকর্ণের মুখে পুরে দেওয়া কিছু বানর নাক আর মুখের ছিদ্র দিয়ে পালাল।৪৯ অন্যেরা পাতালের মতো কুম্ভকর্ণের পেটে জীর্ণ হয়ে গেল। কেউ কেউ চেঁচাতে লাগল, বন্ধুজনকে ডাকতে লাগল, কেউ কেউ পালাল আর পালাতে গিয়ে ঘামে ক্লেদাক্ত হয়ে পড়ল।৫০ চূর্ণিত হয়ে বানরেরা রক্তমোক্ষণ করল। আহত বানরেরা পিপাসায় আকুল হলো। রাজা রামচন্দ্র পলায়মান বানরদের ফিরিয়ে এনে সুগ্রীবকে সংগ্রামের প্রেরণা দিলেন।৫১ তিনিও (সুগ্রীবও) রুষ্ট হলেন এবং যুদ্ধ করবার জন্যে শত্রুর প্রতি প্রকান্ড গাছ নিক্ষেপ করলেন। শত্রু (কুম্ভকর্ণ) গায়ে লাগা এই গাছটিকে সহ্য করল এবং ভয়ংকর শক্তিকে (ঐ নামের অস্ত্র) তুলে ধরল।৫২ কুম্ভকর্ণ ভয়ংকর ঐ অস্ত্রকে ঘুরিয়ে সুগ্রীবের উপর নিক্ষেপ করলেন। ঐ শক্তি-অস্ত্র

নিক্ষেপের পর সেখানে হনুমান উপস্থিত হলো এবং সে উপরে উঠে-যাওয়া ঐ শক্তিকে ধরে নিল।৫৩

কুম্ভকর্ণের পতন

বীর হনুমান শোভিত হলো। সে শক্তি-অস্ত্রকে চূর্ণ করল কিন্তু কোনো আয়াস অনুভব করল না। সহস্র লৌহভারে নির্মিত শক্তি-অস্ত্রকে এ চূর্ণ করল, এই ভেবে রাক্ষস (কুম্ভকর্ণ) কুপিত হলো এবং সে বড় একটি পাহাড় উন্মূলিত করে সুগ্রীবের উপর ছুঁড়ল। ঐ পাহাড়ের আঘাতে সুগ্রীব মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।৫৪-৫৫ সুগ্রীব ভূমিতে পতিত হলেন। তাঁর দেহে রক্ত বইতে লাগল। কুম্ভকর্ণ তাঁকে নিয়ে পালাল এবং শৌর্যে শোভমান হল।৫৬

যুগ্মক

বানরেরা ভয় পেল। হনুমান কুম্ভকর্ণের অনুগমন করল। সুগ্রীব ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেল। তিনি কুম্ভকর্ণের নাক ও কান কেটে ফেলেছিলেন। তিনি ত্রস্ত হন নি, তবে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হলো এবং সুগ্রীবকে মাটিতে দলিত করতে শুরু করল।৫৭-৫৮ সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের হাত থেকে ছিটকে গেলেন এবং আকাশে উঠলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রামের কাছে এলেন বানরদের আনন্দিত করলেন।৫৯ সুগ্রীব বানরদের লড়াইয়ের জন্যে ত্বরান্বিত করলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকেও সংগ্রামের জন্যে সচেষ্ট করলেন। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হলো। বানরেরা লড়াই করতে লাগল।৬০ নৃপের আদেশে তারা (বানরেরা) রাক্ষসকে শীগ্‌গিরই ঘিরে ধরল এবং আক্রমণ করল। (রাক্ষস) তাদের ধাওয়া করল। তাড়া খেয়ে তারাও আকুল হয়ে ছিটকে পড়ল।৬১ কুম্ভকর্ণ কিছু বানরকে খেয়ে ফেলল, কিছু বানরের উপর চড়াও হল, কিছু বানরকে নিষ্ঠুরভাবে আলিঙ্গন করে মারল। বানরেরাও ভয়ঙ্কর শব্দ করতে লাগল এবং মুখ দিয়ে রক্তবমন করতে লাগল।৬২ কুম্ভকর্ণও রক্ত-মত্ত হয়ে আত্মীয় রাক্ষসদের উপরও সদয় হলো না। সে অন্য কিছু বানরের জীবন নিল এবং তাদের পরাক্রমকে রুদ্ধ করল।৬৩ সে ভীত বানরদের বলও অপহরণ করল। তখন লক্ষ্মণ তার মুকুট ও বর্ম ছেদন করলেন।৬৪ লক্ষ্মণ শরনিক্ষেপে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদীর্ণ করলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের প্রশংসা করল এবং রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল। রামচন্দ্র তার উপর বাণ নিক্ষেপ করলেন।৬৫ রামচন্দ্র যে-বাণে খর,[৬] বালী, মারীচ[৭] এবং দূষণকে বধ করেছিলেন সেই বাণই নিক্ষেপ করলেন। কুম্ভকর্ণ গর্ব ভরে সে সব বাণ উপেক্ষা করে মুদ্গর তুলল।৬৬ রামচন্দ্র বায়ব্য-অস্ত্রে মুদ্গরসমেত কুম্ভকর্ণের হাত কেটে ফেললেন। তখন কুম্ভকর্ণ গাছ হাতে নিয়ে শোভিত হলো এবং রামচন্দ্রের দিকে দৌড়ে গেল।৬৭ রাজা (রাম) ইন্দ্রাস্ত্রে গাছসুদ্ধ ইন্দ্রজিতের হাতটি কেটে ফেললেন। বাণবর্ষণে জঙ্ঘা দুটির গতি রুদ্ধ করলেন এবং মুখ ভরে দিলেন।৬৮ রামচন্দ্র ইন্দ্রাস্ত্রে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ করলেন। বাণবিদ্ধ হয়ে সে ভূমিবাস করল। তার দেহের চাপে দু-হাজার বানর পিষ্ট হলো।৬৯ কুম্ভকর্ণ নিহত হলে দেবতারা রামচন্দ্রের স্তুতি করলেন। ভয়ে রাক্ষসেরা নানা দিকে পালিয়ে গেল। মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতের সঙ্গে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সমুদ্রও বিচলিত হলো।৭০ রাক্ষসেরা রাজাকে (রাবণকে) কুম্ভকর্ণ-

নিধনের সংবাদ দিল। তিনি অশ্রুবর্ষণ করে শোক প্রকাশ করলেন এবং দারুণ মূর্ছায় আবিষ্ট হলেন।৭১ রাবণ ভাই কুম্ভকর্ণের গুণজ্ঞাপন করলেন, তার বিক্রমের কীর্তন করলেন। কুপিত হয়ে কুম্ভকর্ণ যে-শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তারা জীবিত রইল কেমন করে? এমন মহাবলেরও মৃত্যু হলো? এইভাবে তাঁর পরাক্রমের স্তুতিও করলেন।) রাজকুমারেরা তারপর রাবণকে আশ্বস্ত করে যুদ্ধ করতে চাইল।৭২-৭৩ দেবান্তক, অতিকায়, ত্রিশিরা, প্রসিক্ত, নরান্তক—এইসব বলবান রাবণ-পুত্রেরা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করল।৭৪ রাজা পুত্রদের রক্ষার জন্যে যুদ্ধোন্মত্ত আর মত্ত নামে দুই রাক্ষসকে পাঠালেন। এই দুই যুদ্ধ-কুশল রাক্ষস রওনা হলো।৭৫ রাক্ষসেরা বানরসেনাদের পরাজিত করল। এবং শত্রুদের আকুল করে তুলল। এরা শ্রেষ্ঠ বানরদের মেরে মাটিতে পাহাড়ের মতো পুঞ্জীভূত করে রাখল।৭৬ নারান্তক অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেষ্টা করল। সে তার উপর কুন্তাস্ত্র (কুন্ত নামে এক অস্ত্র নিক্ষেপ করল। তা গিয়ে অঙ্গদের বক্ষে বিচূর্ণ হলো।৭৭ অঙ্গদ নরান্তকের রথের ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলল এবং মুষ্টির দ্বারা তাড়না করল। নরান্তক বেদনা-হীন হয়ে মাটিতে নেমে এসে যুদ্ধ শুরু করল।৭৮ অঙ্গদ মুষ্টির আঘাতে নরান্তকের প্রাণ হরণ করলেন। তখন আর সব রাবণের পুত্রেরা কুপিত হয়ে অঙ্গদের কাছে এল।৭৯ তারপর নীল ও হনুমান রাবণতনয়দের ঘিরে ফেলল এবং তাদের উপর উঁচু পাহাড় নিক্ষেপ করল। ত্রিশিরা বাণ বর্ষণে তা রোধ করল।৮০ তারপর যুদ্ধে বলবান দেবান্তক পরিঘ (অস্ত্রবিশেষ) প্রয়োগ করল। হনুমান মুষ্টির আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করল।৮১ দেবান্তক নিহত হবার পর যুদ্ধোন্মত্ত নামে রাক্ষস নিজের পরাক্রম প্রকাশ করল এবং বাণঘাতে নীলকে পীড়িত করল। নীল পাহাড় নিক্ষেপ করে তাকে বধ করল;৮২ এবারে ত্রিশিরা হনুমানের কাছে শক্তি প্রকাশ করল। যুদ্ধে হনুমানের আঘাতে তার ঘোড়ারা মারা পড়ল।৮৩ হনুমান মাথায় আঘাত করলে মাটিতে পড়ে গেল। হনুমান তার খড়্গ কেড়ে নিল। সেই খড়্গেই তার শিরশ্ছেদ হওয়ায় সে প্রাণত্যাগ করল।৮৪

সরভ (ঐ নামের বানর) একটা বড় গদা নিক্ষেপ করল, তার আঘাতে মত্ত নিহত হলো। তখন যুদ্ধে অতিকায় (রাবণ পুত্র) হাজার-ঘোড়ার রথে চড়ে ক্রীড়ারত হলো। তারপর (ক্রীড়াচ্ছলেই যেন) সে শত্রুদের পীড়িত করে নিরঙ্কুশ হয়ে ঘুরতে লাগল। বিভীষণ রামচন্দ্রকে বলল, "এ হল মহারথী অতিকায়।"৮৫-৮৬ 'এ বজ্রকে স্তব্ধ করেছে, ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছে এবং মহাস্ত্রপ্রয়োগ শিখে রাক্ষসদের রক্ষা করেছে।"৮৭ 'এ (অতিকায়) অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, যমরাজের পরাক্রমকে রোধ করেছে। এবং নির্ভয়ে দেবতাদের যুদ্ধেও শোভিত হয়েছে।'৮৮ 'বানরদের কাছে ভীতিপ্রদ এই রাবণপুত্র (অতিকায়) উপস্থিত হয়েছে।" তারপর অতিকায় রামচন্দ্রকে রণে আহ্বান করল এবং প্রকাণ্ড ধনুক বিস্ফারিত করল।৮৯ সাপ সিংহকে যেভাবে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ সেইভাবে অতিকায়কে আক্রমণ করে পীড়িত করলেন। দুজনে জয়লাভের ইচ্ছায় অনেকানেক বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।৯০ মহাপ্রযত্নে, অতিকায় ও লক্ষ্মণ একে অন্যকে বাণবিদ্ধ লাগলেন। দীর্ঘ সময়েও কারোই ক্লান্তি এল না। এঁরা দুজনে এমন বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন যে অন্ধকার বিস্তার করে ফেললেন।৯১ রাক্ষস ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে সৌর্যাস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। এই দুই অস্ত্র

পরস্পর সম্মিলিত হয়ে বিনষ্ট হলো।৯২ তারপর রাক্ষস যুদ্ধে ঐষীক শস্ত্র প্রকাশিত করল। ঐ শস্ত্র লক্ষ্মণনিক্ষিপ্ত মাহেন্দ্র শস্ত্রের সংঘাতে বিনষ্ট হলো।৯৩ তারপর লক্ষ্মণ দুর্জয় ব্রহ্মাস্ত্রকে স্মরণ করলেন এবং সে অস্ত্র প্রকাশিত হলো। লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রে সেই নররিপুর (রাক্ষসের) শিরশ্ছেদ করলেন।৯৪ পুত্রশোকে রাবণ অশ্রু-বর্ষণ করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। কুপিত হয়ে তিনি রাবণের প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মার পুজো করলেন।৯৫ ইন্দ্রজিৎ অগ্নির হোম এবং অস্ত্র-রাশির পুজো করলেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে জয়প্রদ শস্ত্র এবং রথ পেলেন।৯৬ সেই রথের অগ্রভাগ দীপ্তিময়। ঐ রথে চড়ে ইন্দ্রজিৎ প্রসন্ন হলেন। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে রাবণশত্রু বানরদের দেহ বিদীর্ণ করতে লাগলেন।৯৭ রাবণি (ইন্দ্রজিৎ) ক্রুদ্ধ হয়ে বাণবর্ষণে সাতষট্টি কোটি বানরদের নিদ্রিত করলেন এবং নিশান্তে রাম ও লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করলেন।৯৮ ইন্দ্রজিৎ নিজের শক্তিকে উদ্দীপিত করলেন, বাণে বাণে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করলেন, মহাবেগে রব করে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে পাঠালেন।৯৯ তখন বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে নড়তে দেখে জীবিত বলে জানলেন। (অন্ধকারে) জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে যারা তখনো বেঁচে ছিল সেই বানরদের, শোক কোরো না, রাম-লক্ষ্মণ মরেন নি, একথা বলে প্রসন্ন করলেন। তিনি নীলাদি বানর সেনাপতিদের মৃত বলে জানলেন।১০০-১০১ তাদের মধ্যে জাম্ববান কিছু উদ্বেলিত হয়ে চোখ খুলে পৌলস্ত্যকে বলল, মারুতাত্মজ (হনুমান) জীবিত আছেন?১০২ 'হে মহারাজ! তাঁর কল্যাণেই আমরা সব মরি নি।' বিভীষণ জাম্ববানকে হনুমান জীবিত একথা শোনালেন।১০৩ হনুমান সেখানে উপস্থিত হলে দুজনে (জাম্ববান ও বিভীষণ) প্রসন্ন হলেন। তারপর দুজনে মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধানকরণী এবং বিশল্যকরণী নামে ওষধি আনবার জন্যে হনুমানকে হিমালয়পৃষ্ঠে স্থিত সর্বৌষধিমণ্ডিত পর্বতে পাঠালেন।১০৪-১০৫ হনুমান আকাশে উড়ে গেলেন এবং সেই মহাপর্বতে উপস্থিত হলেন, যেখানে রাতে সহস্র মহৌষধি সন্দীপ্ত।১০৬ হনুমান ওষধিভেদ স্থির করতে না পেরে ওষধিসমেত সম্পূর্ণ পাহাড়টিকে উঠিয়ে আনলেন।১০৭ (ওষধির সামীপ্যে এসেই) নিহতদের কেউ কেউ শ্বাস নিতে লাগল, কেউ কেউ চোখ খুলতে লাগল। অন্য যোদ্ধারা মূর্ছা ত্যাগ করল। কেউ কেউ হাই তুলতে লাগল।১০৮ যোদ্ধারা ঐভাবে কাউকে কাউকে ওষধির ঘ্রাণ গ্রহণ করালো, এবং কারো কারো দেহে ওষধি বুলিয়ে দিল। এতে সবাই চেতনা লাভ করল এবং অধিকতর শক্তি ধারণ করল।১০৯ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্লাদিত করলেন এবং অবশিষ্ট বানরদের বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর ঐ পুনর্জীবিত বানরেরা লঙ্কায় দ্রুত আগুন লাগাল।১১০ তারপর (যুদ্ধের জন্যে) রাবণসেনা সন্নিবদ্ধ হলো। তারা বল্লম, তোমর, তরবারি মার্জনা করল (পরিষ্কার করল) এবং কুঠারে ধার দিল।১১১ সেখানে নিকুম্ভ ও কুম্ভ নামে কুম্ভকর্ণের দুই মহাবল পুত্র সন্নদ্ধ হলো। তারা বানরদের কাছে পৌঁছল।১১২ নিকুম্ভ আর কুম্ভ লঙ্কাপুরীকে আর রাক্ষসসেনাকে রক্ষা করল, অস্ত্ররাশি নিক্ষেপ করল এবং শত্রুধ্বংস করল।১১৩ তখন বানরসেনা নিনাদ করল। তারা আকুল হয়ে পলায়ন করল, তাদের ক্ষত থেকে ঝরাতে লাগল, তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পতিত হলো।১১৪ অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে অকম্পন ও কম্পন নিহত হলো। প্রজঙ্ঘও (ঐ নামের রাক্ষস) ক্রুদ্ধ হয়ে বালিপুত্র অঙ্গদকে প্রহার করল।১১৫ অঙ্গদ মুষ্টির আঘাতে

প্রজঙ্ঘের মাথা ফাটিয়ে দিল। নিরাকুল (ঐ নামের বানর) যূপাক্ষের (ঐ নামের রাক্ষসের) শিরশ্ছেদ করল।১১৬ ঐ সময় দ্বিবিদ (ঐ নামের বানর) শোণিতাক্ষের (ঐ নামের রাক্ষসের) দেহ বিচূর্ণ করল। তারপর কুম্ভ কুপিত হয়ে দ্বিবিদের সঙ্গে মৈন্দকে (ঐ নামের বানরকে) বাণে বিদীর্ণ করল।১১৭

তারা দুজন (মৈন্দ ও দ্বিবিধ) কুম্ভের (কুম্ভকর্ণপুত্রের) বাণে বিদ্ধ হয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল। বালিপুত্র অঙ্গদ নিজের মাতুলদ্বয়কে বিহ্বল দেখে কুম্ভকে বৃক্ষে আচ্ছাদিত করল। রাক্ষস বাণবর্ষণে ঐ বৃক্ষ অপসারিত করল। রাম অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্যে অবিলম্বে বানরদের পাঠালেন।১১৮-১১৯ সুগ্রীব ভ্রাতুষ্পুত্রকে শত্রুসঙ্কট থেকে দ্রুত রক্ষা করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মুষ্টির আঘাতে কুম্ভকে বধ করলেন।১২০ তারপর নিকুম্ভ সুগ্রীবের দিকে পরিঘ নিক্ষেপ করল। হনুমান এসে তেড়ে আসা ঐ সাপের মতো অস্ত্রকে ভেঙে ফেললেন।১২১ হনুমান সতেজে শত্রু নিকুম্ভকে আকর্ষণ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করলেন। তিনি তার ঘাড় এমন করে আকর্ষণ করলেন যে সে আর জীবিত রইল না।১২২ বানরসেনা আনন্দে অভিভূত হলো। বানররাজ সুগ্রীব অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের বিষয়ে জল্পনাকল্পনা করলেন। রাজবুদ্ধি প্রাপ্তকাম হয়ে আনন্দিত হলো। রাক্ষসপতিদের শোক বর্ধিত হলো।১২৩

॥ ভট্টিকাব্যে 'কুম্ভকর্ণবধ' নামক পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষোড়শ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

রাবণের বিলাপ

তারপর হতবান্ধব রাক্ষসরাজ বিলাপ করতে লাগলেন—রাজ্য দিয়ে কী করব আমি? সীতাকে নিয়েই বা আমার কী হবে?১ বীর অতিকায় নিহত হবার পর আর আমার বেঁচে থাকারও উৎসাহ নেই। শত্রুদের কে আর লজ্জিত করবে? যমরাজকেই বা পরাজিত করবে কে?২ অতিকায় ছাড়া বরুণের পাশকেই বা ছিন্ন করবে কে? কে আর রাবণের প্রতিষ্ঠা আনবে? ব্রহ্মা আর কাকে সন্তুষ্ট করবেন?৩ আর কাকে নিয়ে আমি গর্ব করব? আর কে উন্নত হয়ে স্বজনদেরও উন্নত করে তুলবে? কে আর যথাসময়ে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করবে? (প্রশংসনীয়) কাজ করেও কে আর বড়াই করবে না?৪ (অতিকায়ের অভাবে এখন) ইন্দ্র বজ্র উদ্যত করবেন, নির্ভয়ে বিচরণ করবেন, যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করবেন এবং 'আমি বীর' এ গর্ব বহন করবেন।৫ সূর্য নিঃশঙ্ক হয়ে তাপ দেবে, বায়ু অবিরতভাবে বইবে। ঋতুরা ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হবে। চন্দ্র স্বেচ্ছায় উদিত হবে।৬ মেঘ প্রবলভাবে বৃষ্টি দেবে। যমরাজ ভয়ঙ্কর আচরণ করবেন। অতিকায়ের মৃত্যুতে (ইন্দ্রাদি) দেবতারা কোন্ বিপর্যয়ই বা না ঘটাবেন?৭ বিনীত, আজ্ঞালাভে উন্মুখ, নষ্ট নরান্তককে আমার চোখ আর দেখতে পাবে না, তাই বৃথাই চোখ উন্মীলিত হবে।৮ আজ আর ত্রিশিরাকে দেখতে পাব না, তাই ধিক্ আমাকে। ত্রিশিরার মৃত্যুর পর আর কে শত্রুবধ করবে?৯ মত্ত নিহত হবার পর যুদ্ধে শত্রুরা আমায় নির্ভয়ে দেখবে। রণে যুদ্ধোন্মত্ত ছাড়া (ঐ নামের রাক্ষস ছাড়া) শত্রুদের বিরুদ্ধে কে অভিযান করবে?১০ এখন ইন্দ্র যুদ্ধ করতে এলে নির্ভয়ে

আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করবে। যাকে বধ করা দুঃসাধ্য সেই নিকুম্ভ নিহত হবার পরে ইন্দ্রের প্রয়োজনও সংক্ষিপ্ত হবে।১১ কুম্ভ নিহত জেনে ইন্দ্রের আনন্দ হবে; শত্রুরা লঙ্কাকে বিনষ্ট করবে। অয়ে দেবান্তক, তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত আমি শত্রুর অধীন হয়ে যাব।১২ আমার পুত্রেরা নিহত হয়েছে, তাই হয় মরব না হয় শত্রু জয় করব। শত্রুদের অবিলম্বে বধ করব। শোকার্ত হয়ে আমি বাঁচব না।১৩ মুনিরা আনন্দে মুচকি হাসি হাসবেন। দেবতারা নিরন্তর বলবেন, 'রাবণের দুর্নীতিতে রাক্ষসকুল বিনষ্ট হয়ে গেল।'১৪ হে তাত! রাম যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের দেহ ছিন্ন করবেন এবং তার মর্মস্থানে আঘাত করবেন একথা কে ভাবতে পেরেছে?১৫ সূর্য ভূমিতে পড়বে; পৃথিবী ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হবে। বায়ুকে ভগ্ন করা যাবে, আকাশকে মুষ্টির আঘাতে প্রহার করা যাবে।১৬ চাঁদ থেকে আগুন বেরোবে। সমুদ্র শুকিয়ে যাবে; জল দহন করবে। সূর্য থেকে অন্ধকারের পুঞ্জ গলে পড়বে।১৭ রণে কুপিত কুম্ভকর্ণকে মানুষ পরাজিত করবে এসব (সূর্যপতন থেকে কুম্ভকর্ণ পরাভব পর্যন্ত) বিষয় লোকে ভাবতেই পারে না।১৮

কুম্ভকর্ণ নিহত হবার পর বানরেরা লঙ্কা আক্রমণ করবে। রাক্ষসদের দংশন করবে, সগর্বে আমার বাসভবনও চূর্ণ করবে।১৯ বানরেরা বালক ও বৃদ্ধদের মেরে ফেলবে, সহর্ষে নাচবে তারা। ঐ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস ছাড়া কে তাদের নিরোধ করবে?২০ আমার অত্যন্ত ক্রোধ এই ভেবে যে রাম সীতাকে কামনা করবে। সীতা ঐ রাজ্যভ্রষ্ট মানুষটির কাছ থেকে কোনো সুখ পাবে?২১ এই বিধ্বংসের কারণ সীতাকেই বধ করব, রাক্ষস দিয়ে খাওয়াব অথবা মাটিতে পুঁতে রাখব।২২ আমি জগতের লক্ষ্মীলাভ করতে চাইব না। বাঁচতেও চেষ্টা করব না। আমি স্বজনহীন ভবনে বিষয় ভোগ করব না।২৩ হে কুম্ভকর্ণ! তুমি ছাড়া আমি কার সুখে সুখী হব? কে বা আমার সুখে সুখী হবে? এখন কার জন্যে আর অন্যের সুখভোগ আমি ছিনিয়ে নেব?২৪ সুহৃদের বিপন্ন হওয়ায় যে সম্পদ আমার কাছে আসবে তা শোকে খণ্ডিত বলে অনুপভোগ্য। সেই সম্পদ কি বিপত্তিই হয়ে উঠবে না?২৫ 'সন্ধিতে অনিচ্ছুক তোমার পুরী অবিলম্বে বিনষ্ট হবে। বানরেরা দ্রুত এসে পড়বে।' বিভীষণ এই হিতকথা বলেছিল।২৬ মহারাজ অর্থব্যয়ে আমাদের পালন-পোষণ করেছেন, আমরা সন্ধির কথা বলব না, বরং যুদ্ধ করব।২৭ একথা বলেছিল প্রহস্ত। মানুষ পদাতিক হয়েও দিব্য অস্ত্র এবং রথ ব্যবহারে দুর্জয় রাক্ষসরাজকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করাবে এ অসহ্য।২৮ অথবা, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হব, বলহীনের মতো কাঁদব না। আজ মাংসাশীরা (গৃধ্রাদি) তৃপ্ত হবে। পৃথিবী শত্রুরুধির পান করবে।২৯ সমস্ত যোদ্ধার যশ হরণ করব। কর্ণকৌশলে শত্রুদের অপসারিত করব। আজ পতিনাশে সীতাকে শোক অনুভব করাব।৩০ (রামের নিধনবার্তা শুনে) কুবের দুর্মনা হবে। যমরাজ সন্তুষ্ট হবে না। বনে বানরপত্নীরা পতিপুত্ররহিত হওয়ায় শোকার্ত হবে।৩১ (রামবধের পর) রাক্ষসেরা সুখে নিদ্রা যাবে এবং নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে। রাক্ষসীরা কাঁদবে না এবং হর্ষিত হয়ে মানুষ খাবে।৩২ প্রাতঃকালে প্রথম মুহূর্তে আমি (রামকে বধ করে) অবশ্য সুখী হব। তারপর পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় মুহূর্তে দেবতা-সমেত ইন্দ্রকে জয় করবার জন্যে যাব। তারপর তৃতীয় মুহূর্তে ক্রোধ শান্ত হলে আবার লঙ্কায় ফিরে আসব।৩৩-৩৪

ইন্দ্রজিতের ভাষণ

মূঢ় রাবণ যখন এইসব বলছিলেন তখন 'আমি যুদ্ধ করতে চাই' এই বলতে বলতে শত্রুদের ভয়প্রদ ইন্দ্রজিৎ উপস্থিত হলেন।৩৫ 'হে মহারাজ! আপনার মনে নেই ইন্দ্ররক্ষিত দেববৃন্দে আকীর্ণ স্বর্গকে আমরা দুজনে জয় করেছিলাম[২]।৩৬ আপনার মনে নেই যে আমরা দুজন কুবেরের সঙ্গে যমরাজকে সবলে পরাজিত করেছিলাম এবং রত্ন আহরণ করে এই নগরীতে ফিরে এসেছিলাম।৩৭ এই আমি আবার শত্রুদের নিষ্পিষ্ট করব। হে রাবণ! আপনি শোক করবেন না, জগৎকে রামরহিত দেখবেন এবং (জয়গৌরবে) সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করবেন।৩৮ আপনি অনুচরদের সঙ্গে আবার স্বর্গে আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন, আজ ইন্দ্র আপনার কাছে 'আমি আপনার অনুগত' এই নিবেদন করবে। সে আপনাকে নমস্কার নিবেদন করবে।৩৯ মুনিরা আপনাকে ভয় পাবে। আপনি শত্রুদের অভিভূত করবেন; নিজেদের যারা বীর বলে মনে করে তারা সবাই আমাকে আজ যুদ্ধে জানবে।৪০ আজ আমি বীরম্মন্য শত্রুদের জানিয়ে যাব। আজ বানরদের ছিন্নদেহ পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করব।৪১ এখন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রলয়কালের মেঘরাশির পরস্পর ঘর্ষণের মতো গম্ভীর ধ্বনিতে যুক্ত উন্নত পতাকা আর ধনুতে শোভিত, এবং খড়্গের দীপ্তির মতো শোভমান রথে আরোহণ করব। আজ আপনি বিক্ষিপ্ত. ছিন্ন, বিমুখ এবং মৃত শত্রুতে পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে তৃপ্ত, রক্তে-লাল, এবং ভয়ঙ্কর-মুখ মাংসাসীদের (শৃগালাদির) চীৎকার শুনবেন।৪২

॥ ভট্টিকাব্যে 'রাবণবিলাপ' নামক ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা

তারপর (ইন্দ্রজিতের প্রতিজ্ঞার পর) যোদ্ধারা (উপদ্রব পরিহারের জন্যে) শান্তি (শান্তি অনুষ্ঠান) ইচ্ছা করল, স্নান করল, ব্রাহ্মণদের দিয়ে হোম ও স্বস্তিবান এবং মঙ্গলকর্ম করিয়ে নিল।১ তারা কুলজ্যেষ্ঠদের পূজা করল, বালকদের আলিঙ্গন করল, অনিষ্টের আশঙ্কায় অশ্রুমতী স্ত্রীদের আশ্বাস দিল এবং গৃহকর্মের নির্দেশ দিল।২ রাক্ষসেরা পরিচ্ছদ পরল, অঙ্গে অনুলেপন দিল, সুরাযুক্ত মাংস আহার করল, মহুয়া-ফুলের মধু পান করল, ইচ্ছানুসারে অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি ভোজন করল।৩ (যোদ্ধারা) অভীষ্ট শস্ত্রে (খড়্গাদি আয়ুধে) ধার দিল, বর্ম পরিধান করল, (অশ্বাদি) সুবাহনে আরোহণ করল এবং শত্রুদের উদ্দেশে শাপ দিল।৪ তারা চতুরানন ব্রহ্মার পূজা দিল, (দানাদিতে) ব্রাহ্মণদের সৎকার করল, একে অন্যের স্তুতি করল। ইন্দ্রজিৎ দেহে অনুলেপন দিলেন এবং উত্তম বাহনে অভিলাষ জানালেন।৫ তিনি রত্নখচিত বর্ম পরিধান করলেন; উজ্জ্বল খড়্গ বাঁধলেন এবং ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করে সম্মুখে অগ্রসর হলেন।৬ বাদকেরা মহানাদ ভেরী বাজাল. শুভশঙ্খ ধ্বনিত করল মৃদঙ্গে ধ্বনি তুলল এবং অব্যক্ত মধুর পেরা (কোহলা যন্ত্র) মুখমারুতে পূর্ণ করল।৭ বন্দীরা স্তব করল, সৈনিকেরা পরস্পর সাংগ্রামিকদের নাম উচ্চারণ করল এবং সিংহনাদ করল। অশ্ব ও গজরাজিও উচ্চরব করল।৮

তারপর তারা অনেক দুর্লক্ষণ দেখল—সূর্যমণ্ডল বিদীর্ণ হলো, মেঘ রক্তবৃষ্টি করল, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ হলো।৯ তারা বাঁদিকে কৃষ্ণমৃগ দেখল। যোদ্ধারা শস্ত্র ভুলে গেল। ঘোড়া ও হাতি রক্তবমন করল, অকারণে ক্ষীণ ও ক্লান্ত হতে লাগল।১০ তারা (রাক্ষসেরা) এসব দুর্লক্ষণকে গ্রাহ্য না করে শত্রুর সম্মুখীন হলো। তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে তারা শত্রুদের ছিন্ন করল এবং তোমর[১] দিয়ে বিদ্ধ করল।১১ চক্রধারায় তারা শত্রুদের ছিন্ন করল, শক্তি-অস্ত্রে অত্যন্ত পীড়িত করল, তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা বিঁধিয়ে এবং তোমর প্রয়োগে তাদের নিধন করল।১২ বানরেরা গাছ ছুঁড়ল, পাহাড় ছুঁড়েও বহু রাক্ষস মারল। ক্রোধে মুষ্টির আঘাত করল এবং দাঁত দিয়ে দংশনও করল।১৩ (বানরো) হাঁটু দিয়ে তাদের দ্রুত পীড়িত করল, চাপড় মেরে এবং কনুই দিয়ে তাদের ব্যথা দিল এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত নানারকম অস্ত্র তাদের উপরেই প্রয়োগ করল।১৪ ইন্দ্রজিৎ শত্রুদের হিংসা করলেন। তারা চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ভয়ঙ্কর শব্দ করতে লাগল। তিনি কাউকে পীড়িত করেন নি তা নয় (অর্থাৎ সবাইকেই বা অনেককেই পীড়িত করেছিলেন)।১৫ শত্রুরা শরসন্ধানকারী তাঁকে জানল না, ধনুর্ধর তাঁকে তারা দেখতেও পেল না। বাণ নিক্ষেপ করতে থাকলেও তাঁকে তারা (দেখতে) পেল না। শেষে শরবিদ্ধ হয়ে তারা তাঁকে জানল।১৬ (কিছু বানর) অন্য জায়গায় শব্দ শুনল। অন্য জায়গায় যারা ছিল তাদের কিছু পালিয়ে গেল। কেউ কেউ অন্য জায়গায় চিৎকার করতে লাগল। অন্য জায়গায় থেকেই কিছু বানরসেনা তাঁর হাতে নিহত হলো।১৭ তারা (ইন্দ্রজিতের) আঘাতে আহত হয়ে কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কেউ কেউ খণ্ডিত হলো, কেউ কেউ সারা গায়ে রক্ত ঝরাতে লাগল, কেউ কেউ পরিশ্রান্ত বা পিপাসার্ত হলো কেউ কেউ মরে গেল।১৮ (ইন্দ্রজিৎ ঐ সংহারমূর্তি ধারণ করলে) লক্ষ্মণ বিচলিত হয়ে সমস্ত রাক্ষসদের নিধনের জন্যে ব্রহ্মাস্ত্রকে আহ্বান করতে চাইলেন। রঘুনন্দন (রাম) তাঁকে নিবৃত্ত করলেন।১৯

তারপর দেখা গেল ইন্দ্রজিৎ আকাশগত হয়ে ছায়ানির্মিতা সীতাকে খড়্গাঘাতে বধ করছেন। হনুমান তাঁকে বলল—হে রাক্ষস! এই সীতা পতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। ইনি তোমাদের কাছে কোন অপরাধ করেন নি। হে ক্রূর শয়তান! দুঃখিতা এঁকে তুমি নিগ্রহ কোরো না।২০-২১ শত্রুদের যা দুঃখজনক সেই কাজই তো করা উচিত—এই বলে ইন্দ্রজিৎ তরবারি টেনে মায়ানির্মিত সীতার শিরশ্ছেদ করলেন।২২ 'যে সীতার জন্যে আমরা শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করলাম এবং সমুদ্র পার হলাম তিনি নিহত হলেন' -একথা বলতে বলতে হনুমান রামের কাছে গেলেন।২৩

ইন্দ্রজিতের পতন

তারপর বীর রাঘবেরা (রাম ও লক্ষ্মণ) মোহগ্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, দীর্ঘ ও উষ্ণশ্বাস নিতে লাগলেন এবং উচ্চস্বরে (সীতাকে) ডাকতে লাগলেন।২৪ পৌলস্ত্য[২] (বিভীষণ) তাঁদের দুজনকে বললেন, আপনারা কাঁদবেন না। সেই পাপী নিশ্চয় আমাদের মায়ায় মোহিত করে নিকুম্ভিলায় গিয়েছে।২৫ আপনারা বিলম্ব করবেন না। তত্রস্থ (নিকুম্ভিলায় অবস্থিত) ইন্দ্রজিৎ যে পর্যন্ত অগ্নিকার্য না করছেন এবং ব্রহ্মশিরা নামে দুঃসহ অস্ত্র আর রথ না পাচ্ছেন সেই সময়ের মধ্যে তাকে বধ করা সম্ভব।২৬ সেই কর্ম (যজ্ঞ) সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মা তার বধবিধান করেছেন। (একথা

শুনে) রাম, লক্ষ্মণের এবং সুগ্রীবাদি যূথপতিদের (ইন্দ্রজিৎ-বধের উদ্দেশ্যে গমনে) আজ্ঞা দিলেন ।২৭

তারপর বিভীষণসহ তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হয়ে রামের আজ্ঞা গ্রহণ করলেন, এবং নিকুম্ভিলা রওনা হলেন। তখন দিক্‌পাল রাক্ষসেরা তাদের বাধা দিল। সেখানে দুপক্ষের সেনারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। রাক্ষসদের পরাজিত করে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ দ্রুত সেখানে এলেন ।২৮-২৯ সেখানে বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎকে দেখলেন তিনি হোমাগ্নি প্রস্তুত করে সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছেন। উত্তম মন্ত্রের আবৃত্তি করে ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি দিলেন ।৩০ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি সমাধি থেকে বিচলিত হলেন না। লক্ষ্মণ তাঁকে রণে আহ্বান করলেন এবং ভীষণ গর্জন করলেন ।৩১ ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে পিতৃব্যকে বললেন—আপনি এখানে (এই রাক্ষসকুলে) জন্মেছেন এবং এখানেই আপনার দেহ সুরমাংসে পুষ্টিলাভ করেছে ।৩২ আপনি এখানেই জীবন ধারণ করেছেন। আপনি এখানেই ক্রুর কর্ম কেন আরম্ভ করেছেন? ভিজে হাতটাও আপনি দেখলেন না, বন্ধুত্বের অপেক্ষাও করলেন না[৩] ।৩৩ আপনি অধর্ম থেকেও ভয় পেলেন না, লোকাপবাদ থেকেও ভয় পেলেন না। হে পুণ্যোচ্ছেদক! একথা আপনার নিশ্চয় জানা নেই বা শোনা নেই যে লোকে স্বজন ত্যাগ করে অবশ্যই লঘু হয়। তারপর পিতৃব্য (বিভীষণ) ইন্দ্রজিৎকে বললেন—৩৪-৩৫ মিথ্যা ব্যতিক্রম (গুরুজনের অমর্যাদা) কোরো না। তুমি আমার আচরণ বোঝ নি। আমি সত্যিই এই পাপ রাক্ষসবংশে জন্মেছি, কিন্তু তোমার পিতার স্বভাব যেমন হয়েছে আমার তেমন হয়নি। ক্ষতিকর দোষ থেকে আমি তাঁকে বিরত হতে বললেও রাবণ তাতেই আসক্ত হয়েছেন ।৩৬-৩৭ আমি এই জন্যেই তাঁকে ত্যাগ করেছি, বিদ্বেষবশত নয়। দশানন অন্যকে দিয়ে পরধন গ্রহণ করিয়েছেন এবং পরকীয় পত্নীদের স্পর্শ করেছেন ।৩৮ তিনি দেবতাদের সঙ্গে সর্বদা বিগ্রহ করতে চেয়েছেন। গুণীদের হিতকথায় কান দেন নি, সুহৃদ্ ও আত্মীয়দের সন্দেহ করেছেন, অপণ্ডিতদের বহু সম্মান দিয়েছেন ।৩৯

এই সব দোষেই তোমার পিতার অনুরাগ। এই জন্যে আমি তাঁগে ত্যাগ করেছি! একথা শুনে ইন্দ্রজিৎ রুষ্ট হয়ে গর্জন করতে লাগলেন। তিনি চল্লিশটি বাণে বিভীষণকে এবং একশটি বাণে লক্ষ্মণকে আঘাত করলেন। লক্ষ্মণ তাঁর চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন ।৪০-৪১ ইন্দ্রজিতের সারথিকে কেটে ফেললেন তিনি এবং বাণাঘাতে তাঁর রথটিকেও ভাঙলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের চারদিকে বাণে আচ্ছন্ন করে দিলেন ।৪২ লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিৎ নিজেদের শক্তিকে বৃদ্ধি করলেন এবং বার বার পরস্পর বাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণ বরুণবাণ নিক্ষেপ করলেন, ইন্দ্রজিৎ রুদ্রবাণ ছুঁড়লেন ।৪৩ এই দুইটি শস্ত্র পরস্পরকে পেয়ে বিনষ্ট হলো! তারপর রাক্ষস (ইন্দ্রজিৎ) ঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ।৪৪ সেই অস্ত্র থেকে প্রচুর পাথর, শূল, তরবারি এবং মুদ্গর খসে পড়ল। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র প্রয়োগে দুর্জয় তাকে রোধ করলেন ।৪৫ তারপর লক্ষ্মণ রৌদ্র অস্ত্রে যুক্ত মাহেন্দ্র অস্ত্রকে স্মরণ করলেন। সেই ঘোর অস্ত্র এল এবং শত্রুর শিরশ্ছেদ করল ।৪৬

এতে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হলেন। বানরসেনার অধিপতিরা প্রসন্ন হলো। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করলেন ।৪৭ রাক্ষসসেনারা কাঁদতে লাগল। রাক্ষসপতিও কাঁদতে লাগলেন। তিনি সীতাকে গালি দিতে লাগলেন এবং

শোকপীড়িত হয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন।৪৮ অন্যান্য বিশ্বস্ত রাক্ষসেরা 'স্ত্রী হত্যা অনুচিত' একথা বলে রাবণকে নিবৃত্ত করল এবং তার পথরোধ করে দাঁড়াল। বন্ধুজনেরা তাঁর শোককে দূর করল।৪৯ রাবণের বীরত্ব বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর ক্রোধও হলো বিস্তীর্ণ। তিনি সমগ্র সেনাকে যুদ্ধের ইচ্ছায় যুক্ত করলেন (অনুপ্রাণিত করলেন)।৫০ রাক্ষসেরা ভীত হয়ে অগ্নিতে আহুতি দিল। মহাদেবের পূজা করল আর শান্তির (বিঘ্ননাশের) জন্যে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন করল।৫১ ঘৃতগন্ধি মনোরম বায়ু চারদিকে বইতে লাগল। পুণ্যাহশব্দযুক্ত সমুদ্গত স্বস্তিবাচন শোনা যেতে লাগল[৪]।৫২ যোদ্ধারা শান্তির জন্যে খে-জল মাথায় ধারণ করল। রত্ন এবং গাভী ব্রাহ্মণদের দিল। তারপর তাঁদের আশীর্বাদ চাইল।৫৩ তারা শ্বেতচন্দনে দেহ লিপ্ত করল, বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করল এবং সুন্দর মাল্য ধারণ করল। কেউ কেউ দ্রুত বর্ম ধারণ করল।৫৪ যোদ্ধারা অস্ত্রে ধার দিল, খড়্গগুলোকে পরিষ্কার করল, গজ প্রভৃতি বাহনে আরোহণ করল এবং অবিলম্বে যাত্রা করল।৫৫ একত্র সমাবেশ থেকে উদ্ভূত শব্দ আকাশকে ব্যাপ্ত করল! তুমুল তূর্যনাদে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হলো।৫৬ দ্বারে রথ, ঘোড়া, হাতি আর রাক্ষসদের প্রচণ্ড ভিড় হলো। ভয়ঙ্কর অশুভলক্ষণ দেখা গেল।৫৭ রাবণ নির্গত হলে বানরেরা ভয় পেল। তারা বড় বড় গাছ ভেঙে নিল, দ্রুত পাহাড় উৎখাত করল এবং বড় বড় পাথর নিল।৫৮

তারপর যুদ্ধ হলো, বানর আর রাক্ষস (পরস্পর) প্রহার করতে লাগল। বানর রাক্ষসের কাছে এবং রাক্ষস বানরের কাছে পরাভূত হতে থাকল এবং তারা পরস্পর প্রহার সহ্য করতে লাগল।৫৯ মাটি-থেকে-ওঠা ধুলো বেড়ে গেল। সে ধুলো চারদিক ব্যাপ্ত করল আর বানর আর রাক্ষসদের 'এ আপন এ পর' এই বোধ দূর করে দিল।৬০ তারপর অন্ধকারে রণক্ষেত্রে রাক্ষসেরা আপনজন এবং পরজনের (বানরাদির) উপর ক্রোধ করতে লাগল। এইভাবে বানরেরাও নির্দয় হয়ে বানর এবং রাক্ষসদের উপর ক্রোধ করতে লাগল।৬১ তারপর তারা মহাঘোর শব্দ করতে লাগল, রক্ত ঝরতে লাগল। ঐ রক্তে চারিদিকে রক্তকর্দমের সৃষ্টি হলো।৬২ ঐ রক্তে গভীর নদী বইতে লাগল। ঐ রক্তে হ্রদেরও সৃষ্টি হলো। এতে বেড়ে ওঠা ধুলো শান্ত হলো, শত্রুদেরও পরস্পরকে চেনা সম্ভব হলো।৬৩ তারপর রাম অস্ত্ররাজির প্রয়োগে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখালেন, প্রকাণ্ড একটি ধনুকও তিনি কম্পিত করলেন। তাঁর শরসন্ধান আপন পর (বানর বা রাক্ষস) কেউ-ই বুঝে উঠতে পারল না।৬৪ (বনভূমিতে স্থির সবাই) রামের বাণে ছিন্নভিন্ন পুরুষদের দেখল, 'হা হা' এই বিলাপগুলি শুনল কিন্তু রামই যে এসব করছেন তা তারা ধরতে পারল না।৬৫ রাম শত্রুদের বিদীর্ণ করলেন, ঘোড়া ও হাতিদের বিচূর্ণ করলেন, রথগুলো পিষ্ট করলেন, কিন্তু এইভাবে সঞ্চরণ করেও তাঁকে আপন-পর কেউ-ই জানতে পারল না।৬৬

রাবণ বধ

ধনুর্ধারী রাম দিনের অষ্টমভাগে (অর্ধপ্রহরে) দশ হাজার হাতি, চৌদ্দ হাজার মহামনা রথী এবং অশ্বসমেত অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট করলেন।৬৭-৬৮ রাম নিহত বড় বড় রাক্ষসে রণভূমিকে যেন যমালয়ে পরিণত করলেন, শ্মশানের মতো করে তুললেন এবং যেন পর্বতে আচ্ছন্ন করে দিলেন।৬৯ দেবতা ও গন্ধর্বেরা তাঁর

স্তুতি করল। বানরেরা বিস্মিত হলো। সুগ্রীবের প্রীতি বিস্তৃত হলো। বিভীষণও তাঁর নৈপুণ্যকে অদ্ভুত বলে মানলেন।৭০ রাক্ষসীরা উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল এবং রাবণের নিন্দা করতে লাগল। বালক ও বৃদ্ধ সংজ্ঞা হারাল। আর সবাই চেঁচাতে লাগল।৭১ 'রাবণ দেবাদি সকলের কাছে অভয় (বর) পেয়েছেন কিন্তু মানুষের কাছ থেকে অভয় তিনি চান নি। সেই ত্রুটিযুক্ত উক্তির ফল এখন এসে পড়েছে।' কেউ কেউ একথাও বলল।৭২ তারপর রাবণ অতি ভয়ঙ্কর রথে চড়ে ধাবিত হলেন। ঐ সময় পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং ভয়ঙ্কর শকুন ঘুরতে লাগল।৭৩ সবিদ্যুৎ মেঘেরা যতটা বর্ষণে কাপড় ভেজে ততটা রক্ত বর্ষণ করল। ভয়ংকর বায়ু বইতে লাগল এবং অলক্ষুণে শিয়াল ডাকতে লাগল।৭৪ রাবণ অলক্ষণগুলো গ্রাহ্য না করে রণক্ষেত্রে কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি ধনুক কম্পিত করলেন এবং অস্ত্ররাশিতে শত্রুদের সম্পূর্ণ আহত করে দিলেন।৭৫ তারপর সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত পর্বতরাজি শত্রুদের বিনষ্ট করল। সুগ্রীবনিপীড়িত নরমাংসভুক রাক্ষসদের সেনা চিৎকার করতে লাগল, গ্লানিগ্রস্ত হল, মাটিতে পড়ে গেল, রক্ত ঝরাতে লাগল, জল চাইল এবং অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল।৭৬-৭৭ এবারে বিরূপাক্ষ (ঐ নামের রাক্ষস) যুদ্ধে মত্ত হাতিতে চড়ে ঘুরতে লাগল। সুগ্রীব মুষ্টির আঘাতে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন।৭৮

তারপর তিনি যূপাক্ষকে (ঐ নামের রাক্ষসকে) পাথরের আঘাতে চূর্ণ করলেন। অঙ্গদ কুপিত হয়ে মহোদর (রাক্ষস)-কে মুষ্টির আঘাতে একেবারে মেরেই ফেললেন।৭৯ তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের প্রাণ আহরণ করে রাক্ষসদের রক্ষা করলেন আর শত্রুদের নানা দিকে বিতাড়িত করলেন।৮০ রাবণ রামকে দেখলেন। তিনি দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ালেন, ভয়ংকর শব্দ করলেন এবং ভয়ংকর ধনুক ঘুরিয়ে শত্রুদের ভীত করে তুললেন।৮১ জয়শীল রাবণ লক্ষ্মণকে বাণাঘাতে পীড়িত করে তাঁকে শীঘ্রই অতিক্রম করে গেলেন। রামচন্দ্রের সামনে এসে তিনি বাণবর্ষণে তাঁকে আহত করলেন।৮২ রাম বিচলিত না হয়ে সেই বাণবৃষ্টিকে 'ভল্ল' বাণে অপসারিত করলেন এবং সর্পতুল্য বাণে রাবণকে প্রত্যাহত করলেন।৮৩ দুই বীর বিচিত্রভাবে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন। একে অন্যের অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। জগৎকে বিস্মিত করলেন তাঁরা কিন্তু খিন্ন হলেন না কেউ।৮৪ তাঁরা বাণে আকাশ আচ্ছন্ন করে দিলেন। নিজেদের গতিতে পৃথিবীকে কম্পিত করলেন। দ্রুত একে অন্যকে বিদীর্ণ করলেন এবং অস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা বারবার প্রকটিত করলেন।৮৫ ক্রূরবিক্রম রাক্ষস (রাবণ) অসুর-অস্ত্র ধারণ করলেন। ঐ অস্ত্র ভীষণ বড় বড় সাপ এবং সিংহকে সৃষ্টি করল।৮৬ রাম ঐ অস্ত্র পাবকাস্ত্রে প্রতিরোধ করলেন। তখন রাবণ অতি ভয়ংকর রৌদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঐ অস্ত্র থেকে মুশলাদি অনেক অস্ত্র নির্গত হলো।৮৭ রামচন্দ্র রাবণের প্রেরিত ঐ রৌদ্রাস্ত্র গান্ধর্বাস্ত্রে নিবারিত করলেন। তখন রাবণ তীক্ষ্ণ বাণে রামের সমুদয় মর্মস্থানকে পূর্ণ করলেন।৮৮ তখন লক্ষ্মণ অগ্রভাগে ত্রিশূলচিহ্নযুক্ত রাবণের ধ্বজাটিকে ছিন্ন করলেন। রাবণের সারথিকে বধ করলেন এবং অজস্র শরে রাবণকেও সেই মুহূর্তেই পীড়িত করলেন।৮৯ বিভীষণ রাবণের ঘোড়াকে মেরে ফেললেন, রথকেও দ্রুত ভেঙে দিলেন। রাবণ ক্ষুব্ধ হলেন না। তিনি ভাইকে মারবার জন্যে গুরুতর শক্তি-শেল উদ্যত করলেন।৯০

ঐ শক্তি-অস্ত্র বিভীষণের উপর এসে পড়ার আগেই লক্ষ্মণ তাকে বাণে বাণে তিন

টুকরো করে দিলেন। এই কৃতিত্ব যারা দেখল তারা (সপ্রশংস) শব্দ করতে লাগল। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে আটটি ঘণ্টাযুক্ত মহাশক্তি-শেল অস্ত্র তুললেন। ঐ অস্ত্রে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।৯১-৯২ তখন রামের বাণ দ্রুতগতি হয়ে গেল। এরপর ঐ বাণে পীড়িত হয়ে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।৯৩ অগ্রজ (রাম) অন্তঃপ্রাণ লক্ষ্মণের (হৃদয়) থেকে শক্তিশেল উন্মূলিত করলেন। হনুমান যা বয়ে এনেছিল সেই ওষধি তিনি লক্ষ্মণে ক্ষতস্থানে লেপন করে দিলেন।৯৪ লক্ষ্মণ উজ্জীবিত হলেন। ভাই (রাম) তাঁকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। যথারীতি মস্তকাঘ্রাণ করলেন এবং কুশল প্রশ্ন করলেন।৯৫ তখন সকলে আনন্দিত হয়ে উঠল, শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অভিধাবিত হল।

রাবণ অন্য রথে এসে শত্রুদের সম্মুখীন হলেন এবং তাদের বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন।৯৬ ভূমিস্থিত রামের রথস্থিত রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ অনুচিত মনে করে ইন্দ্রের আজ্ঞায় মাতলি অতি ভয়ংকর এবং অস্ত্রমণ্ডিত এক রথ নিয়ে এলেন।৯৭ রাম মাতলির আনা রথে আরোহণ করলেন। তখন রাবণ পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। রাম ঐ অস্ত্রকে ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগে পরাস্ত করলেন।৯৮ তখন রাম লক্ষ বাণে রাবণকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। তার রথের ঘোড়াকে বধ করলেন এবং সারথিকেও দ্রুত পীড়িত করলেন।৯৯ (রাবণের সম্মুখে) দুর্লক্ষণ দেখা গেল! ভূমণ্ডল আন্দোলিত হতে লাগল। রাবণ ব্রহ্মার দেওয়া শূল নিক্ষেপ করলেন। তাকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে রাজা (রাম) ইন্দ্রের শক্তি নিক্ষেপ করলেন।১০০ শূল আর শক্তি পরস্পর মিলে বিনষ্ট হলো। ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ লক্ষবাণে রামের বক্ষ আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন রাম বাণে বাণে অদ্ভুত খেলা খেললেন। রাবণ মূর্ছিত হলেন। তখন সারথি তাঁকে রক্ষা করার জন্যে রথকে যুদ্ধভূমি থেকে দূরে নিয়ে গেল।১০১-১০২

রাক্ষস (রাবণ) সারথিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং রথকে যুদ্ধভূমিতে আনলেন। (রাম ও রাবণ) দুজনেই বাণ নিক্ষেপ করলেন। দুজনেই একে অন্যের ঘোড়াকে বিদ্ধ করলেন।১০৩ (রাম, রাবণ) দুজনেই একে অন্যের ধ্বজা ছিন্ন করলেন। দুজনের কেউ-ই পীড়িত বা বিচলিত হলেন না। দুজনেই শোভিত হলেন এবং ধর্ষণশীল হয়েও যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন।১০৪ দুজনেই কপট প্রয়োগ বিস্তার করলেন। দুই বীরের কেউ শ্রান্ত হলেন না। দুজনেই বিচিত্র মণ্ডল প্রদর্শন করে ঘুরতে লাগলেন।১০৫ মণ্ডলাচারের বেগে দুজনকে দেখাই গেল না! দুজনে একে অন্যের সারথির উপর আঘাত হানলেন। উজ্জ্বল অশ্বমণ্ডিত দুজনের রথ পরস্পর সম্পৃক্ত হলো।১০৬ তারপর যুদ্ধে রাবণ মায়াময় মুণ্ড বিস্তার করলেন। রাম এক-শো-একটি মস্তক বাণাঘাতে বিচ্ছিন্ন করলেন।১০৭ রাবণের খসে-পড়া মুণ্ডের ভারে সমুদ্র সঞ্চালিত হলো, পাহাড় কাঁপতে লাগল। ইন্দ্র ত্রস্ত এবং মুগ্ধ হলেন। ক্ষুভিতা পৃথিবীও মুগ্ধ হলেন।১০৮ ব্রহ্মা রাবণের বধের জন্যে ভয়ঙ্কর যে সব অস্ত্র রচনা করেছিলেন মাতলি রামকে সেই সব অস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।১০৯ যে অস্ত্রের পক্ষে বায়ু, শল্যে সূর্য আর অগ্নি বিদ্যমান, যার গুরুত্ব সুমেরু পর্বতের মতো, যার আকাশময় (সূক্ষ্ম) ও অতীন্দ্রিয়, গরুড়ের পক্ষে শোভিত, বিশ্বের যাবতীয় তেজে তেজোময়। স্মরণমাত্র অতি ভয়ংকর সেই অস্ত্র রাবণকে বিদীর্ণ করে তাঁকে ভূমিতে শায়িত করল।১১০-১১১ বানরদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দেবতারা শত্রুজয়ী

রামচন্দ্রের স্তুতি করলেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালদের যার-যার দিক নিরুপদ্রব হলো। ভ্রাতৃবিয়োগে বিভীষণ শোকার্ত হলেন।১১২

॥ ভট্টিকাব্যে 'রাবণবধ' নামক সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

××××××××××××× অষ্টাদশ সর্গ ×××××××××××××

বিভীষণের বিলাপ

তারপর সহোদরসম্বন্ধজনিত শোক বিভীষণকে ব্যাপ্ত করল। তিনি রাবণকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।১ মহার্ঘশয়নে যিনি অভ্যস্ত সেই রাবণ কিনা ভূমিতে শায়িত! বিহ্বল আমাকে তিনি দেখছেন না, প্রত্যুত্তরও দিচ্ছেন না।২ হে দশানন, আমি এই পরিণাম আগে থেকেই জেনেছিলাম। এই জন্যেই আপনাকে হিতবচন বলেছিলাম। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করছেন না কেন?৩ যারা অহংকারে হিতোপদেষ্টার মতে চলে না, বিপদ তাদের দ্রুত আশ্রয় করে এবং সম্পদ তাদের অতিক্রম করে[১]।৪ সেবকেরা উত্তরকালে অনিষ্টকর প্রিয় উপদেশ দেয়! যে প্রভু সেই প্রিয়বচন শোনে, সম্পদ কখনও তার কাছে যায় না।৫ প্রাজ্ঞ এবং তেজস্বী লোকেরা ঠিক ঠিক দেখেন এবং বলেন। হে মহারাজ! অবজ্ঞাত হলে তারা দুঃখ পায় এবং উদাসীন হয়ে পড়ে।৬ যে রাজা) ওষুধের মতো কটু হলেও পথ্য লেহন করে (অর্থাৎ হিতকথা শোনে) এবং এজন্যে বন্ধুকে সেবা করে সে কখনও কষ্ট পায় না।৭ বৃদ্ধি (উন্নতি) হলে সবারই অহংকার হয়, (যার এই অহংকার হয়) সে নিজের মঙ্গল থেকেও বিচ্যুত হয়। অপথ্য সেবনও সে করে যার ফলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়।৮ যে কারণে প্রায়ই সে গুণিজনের দ্বেষ করে, কাউকে স্নেহ করে না, মহতের সঙ্গে শত্রুতা করে এবং বুদ্ধিমান হয়েও বিনষ্ট হয়।৯ যে-আমার ত্রিলোকেশ্বর সহোদর রাবণ ভূমিতে শুয়ে আছেন, দুর্গত সেই আমি কোন্ উপায়ে নিজে আশ্বস্ত হব, আর কেমন করে প্রাণধারণ করব?১০ আশ্চর্য! দুঃখোৎপাদনে দৈব জেগে থাকে। তাই আমায় ইন্দ্রজয়ী স্বজনেরা ভূমিতে লুণ্ঠিত, ক্লান্ত ও নিদ্রামগ্ন।১১ রাবণের সপিণ্ড মাংস শৃগাল টানাটানি করছে, ভূমি তার রক্ত পান করছে আর (অন্ত্রাদি) আমিষ খাচ্ছে পাখিরা।১২ যে ইন্দ্রজিৎ মহাযুদ্ধে ইন্দ্রের মাথায় ছিল, দৈবক্রমে সেই ইন্দ্রজিতের মাথায় এখন বসেছে কাক।১৩ আহারের পর রাহু গ্রস্ত-সূর্যকে আবার উদ্গিরণ করে দেয়, কিন্তু রাম যাকে অভিভূত করেন সে আর পুনর্বৃদ্ধি পায় না।১৪

হে রাজন্! আপনি রামচন্দ্রের পরাক্রম না জেনে নিজের পরাক্রমের প্রশংসা করেছিলেন, সীতাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না, শব্দস্পর্শাদি বিষয়কেও জয় করলেন না।১৫ মন্ত্রণাকালে কখনও কখনও অজ্ঞেরাও মন্ত্রণা দেয়, আপনি সেই মন্ত্রণাই অনুমোদন করলেন। আপনি নিজের মঙ্গল কিসে তা বুঝলেন না কেন?১৬ মন্ত্রণা-কালে মাতামহ মাল্যবান নিজের থেকে আপনাকে হিতকথা বলেছিলেন। হে রাবণ! তখন মোহবশতঃ আপনি 'আমি তা করব না' একথা বললেন।১৭ হে মহারাজ! বিভীষণ যে কথা বলল, আপনি সে-কথা বুঝলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি সভা থেকে আমাকে বহিষ্কার করলেন।১৮ এখন ইন্দ্র যজ্ঞগুলিতে নিঃশঙ্ক হয়ে আহুত ঘৃত পান

করবেন, বায়ুদেব ইচ্ছামতো প্রবাহিত হবেন, সূর্যও ইচ্ছামতো উদিত হবেন।১৯ এখন যক্ষেরা আর্থিক আধিপত্য লাভ করবেন। যমরাজ রাক্ষসদের বশীভূত করবে। বরুণ পাশবিস্তার করবেন। চন্দ্র (ইচ্ছামতো কলাবিস্তার করে) উদিত হবে[২]।২০ ঋতুরা একসঙ্গে আর রইবে না। মুনিরা নির্ভয়ে তপস্যা করবেন। দেবতারা (আগের মতো) আপনার আত্মীয়দের পূজা ও সেবা করবেন না।২১ লঙ্কার লক্ষ্মী ক্রুদ্ধা হবেন। সম্পদরাজি বিরূপ হবে। আপনার মৃত্যুতে কোন্ বিষয়ে যে বৈপরীত্য দেখা দেবে না তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।২২ ইন্দ্র শচীকে আলিঙ্গন করবেন। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিজের অধীনে রক্ষা করবেন[৩]। বন্দিনী দেবপত্নীরা (মুক্তিলাভ করে) আনন্দিতা হবে, মেঘোদয়ও এখন বিচিত্ররূপে দেখা যাবে।২৩

দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্রধারণ করবেন, যুদ্ধ করতে চাইবেন এবং (রণসজ্জায়) শোভিত হবেন এবং রাক্ষসদের রন্ধ্রে (দুর্বলতারক্ষেত্রগুলিতে) সজাগ থাকবেন।২৪ (দেবতারা) লঙ্কার সম্মুখে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করবেন, আমাদেরও লঙ্ঘন করবেন, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং আমাদের কীর্তিকেও খর্ব করে দেবেন।২৫ তাঁরা দৃপ্তভাবে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করবেন, আপনারা যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করবেন নিজেরা ক্ষুদ্র হলেও আপনাকে বিপন্ন দেখে হাসবেন এবং আমাদেরকে ক্ষোদিত করবেন।২৬ বায়ু শান্ত হয়ে চারদিকে জগৎকে পবিত্র করছে। হে মহারাজ! আপনি প্রশান্ত হয়ে আবার কেন উজ্জীবিত হচ্ছেন না?২৭ আপনার বিচ্ছেদে শোক আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করছে, আমার প্রাণ যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। দুঃখ আলোককে অপসারিত করছে। আপনাকে হারিয়ে আমি বলহীন হয়ে পড়ছি।২৮ আপনি ছাড়া (অমন) স্বজনবৎসল আর কেউ নেই। একথা কে না জানে? সেই স্থান আজ শূন্য হলো বলে আমি অশ্রুপাত করছ। আমি শোকোদ্গম কেমন করে দূর করব?২৯ আপনার মতো আত্মীয় থেকে বিযুক্ত হয়ে অনাথ নিজের জন্যেই বিলাপ করছি। আপনার উপকারের পরিমাণ আমি জানি না, (অর্থাৎ আপনার উপকারের পরিমাণ এত অধিক যে তা অবধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়)।৩০ হে দশানন! এখন ইন্দ্র বা কুবের আর ভয় পাচ্ছে না, দীনতাও পাচ্ছে না। দৃপ্ত হয়ে তারা গর্ব ত্যাগ করছে। (দুশ্চিন্তায়) তারা আর না, পীড়িত হচ্ছে না।৩১ আপনার বিচ্ছেদে এখন আমরা রাজকার্য করব, জীবন ধারণের বৃদ্ধি করব। কৃতঘ্ন তৃষ্ণাকে ধিক্।৩২ আপনি কথা বলছেন না, তাই এ দেহ আর রাখব না। আপনার গুণ স্মরণ করা মাত্র আমার শোক বিস্তারিত হচ্ছে।৩৩ নিজের মালা খুলে আর কে আমাকে হেসে পরিয়ে দেবেন? আর কে আমার আসন নিজের কাছে টেনে নেবেন। আর কে আমাকে প্রিয় কথা বলবেন?৩৪ আমি যতদিন বাঁচব লঙ্কায় আর যাব না। আপনাকে না দেখতে পেলে, আমার আনন্দ হবে কোন্ কালে?৩৫ স্বজনেরা বিনষ্ট হওয়ায় বিহ্বল হয়ে আমি মুহূর্তে প্রাণ ত্যাগ করব। আমি মন্ত্রণার সময় যা বলেছিলাম আপনার মঙ্গলের দিকে তাকিয়েই বলেছিলাম, আপনার অপ্রিয় কিছু আমি করি নি।৩৬

যুদ্ধে 'রাম রাবণকে বধ করেছেন' শুনে অন্তঃপুরের রমণীরা এবং লঙ্কার নাগরিকেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর কাছে এল।৩৭ (অন্তঃপুরের নারীরা) কেশ ছিন্ন করতে লাগল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগল এবং অত্যন্ত শোকার্ত

হয়ে পিতৃকৃত উপকার বারবার স্মরণ করতে লাগল ।৩৮ নাগরিকেরা অশ্রুসিক্ত নয়নে রাবণকে নমস্কার করতে লাগল এবং কাঁদতে লাগল। তখন রাম আকুল বিভীষণকে বললেন—যে রাবণ দানশীল এবং শত্রু শিরে বিরাজমান ছিল, যে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং পিতৃতর্পণ করার, যে যুদ্ধে পলায়ন করে যুধ্যমান হয়ে যে প্রাণ ত্যাগ করেছে, তার জন্যে শোক করছ কেন ?৩৯-৪০ তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে বিপদে এই মোহ আদৌ মানায় না। এই সমস্ত জনসমূহ তোমাকেই অবলম্বন করছে তা কি দেখছ না ;৪১ হে রাক্ষসেন্দ্র ! ভাইয়ের অগ্নিসংস্কারাদি কর্ম এবং এই জনসমূহের (তার পত্নীদের) শোকাপনোদন করা তোমার কর্তব্য। রাজ্যভার ধারণে সমর্থ তুমি যদি অবসন্ন হও, তাহলে রাজ্যভার নিরাবলম্বন হয়ে বিনষ্ট হবে ।৪২

। ভট্টিকাব্যে 'বিভীষণ বিলাপ' নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × উনবিংশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

বিভীষণের অভিষেক

তখন বিভীষণ শোক রহিত হয়ে রামকে বললেন—অশোচ্য হলেও উপরত সহোদর কি সন্তাপ সৃষ্টি করে না ?১ (হরিহরাদি দেবতা) আমাদের এখন উপায় করেন যাতে আমরা রাবণের সমান হয়ে শত্রু জয় করতে পারি এবং সম্মুখসমরে প্রাণ ত্যাগ করতে পারি ।২ রাবণ যেমন করেছিলেন তেমনি আমাদের বংশে অন্যেও করুক—রাক্ষসদের দেব-সহচর এবং শত্রুসমূহকে অধঃকৃত ।৩ আপনার মতো শোকে সান্ত্বনা দেবার সক্ষম সুহৃৎ যার আছে স্বজননাশের এই দুঃসময়ে সে-ই প্রাণধারণ করতে পারে ।৪ হে রাম, আপনি যদি আমার শরণ না হতেন তাহলে আমি রাবণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ ত্যাগ করতাম ; রাবণের মৃত্যুর পরেও জীবন ধারণ করব এ আকাঙ্ক্ষা আমার নেই ।৫ যে দেশে সহোদর বিংশতিহস্ত দশাননের সত্তা নেই সে দেশে আমি নিন্দনীয় প্রীতি কেমন করে রাখব ?৬

তারপর বিভীষণ প্রণত সেই মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করে বললেন—অবিলম্বে লংকায় যাও এবং রাজভবনে প্রবেশ করো ।৭ ত্বরান্বিত হয়ে তোমরা মহার্ঘ বস্ত্র নাও, উচ্চ পতাকা উড্ডীন করো এবং উত্তম চন্দন আহরণ করো ।৮ আকাশবিস্তারী ধূপ দাও, শুভ পুষ্পমাল্য গ্রথিত করো ; অপরিমিত কাষ্ঠ, কর্পূর অগুরু ও কেশরক আনো ।৯ ঋত্বিকগণ যজ্ঞপাত্র এবং (দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি) অগ্নি আহরণ করুন, যজ্ঞিয় ঘৃত সম্ভৃত করুন, সমিধ এবং কুশের যথাযথ বিধান করুন ।১০ রাবণের যোগ্য স্নানের উপকরণে তোমরা রাবণকে অবিলম্বে স্নান করাও, সুন্দর (চন্দনকুংকুমাদি) বিলেপনে লিপ্ত করো, এবং রাবণের দেহ রত্নালংকারে অলংকৃত করো ।১১ তোমরা রাক্ষসরাজকে দুটি পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত করো (উত্তরীয় ও অধোবাস)। ঋত্বিকেরা তাঁকে মালা পরিয়ে পূর্বমুখী করে মৃগাজিনে রাখুন ।১২ তাঁরা যজ্ঞপাত্রগুলি যথাবিধি বিভিন্ন অঙ্গে রাখুন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিন, উদ্গাতৃবৃন্দ সামগান করুন ।১৩

তখন তারা (বিভীষণের মন্ত্রীরা) লংকাপুরীতে গিয়ে আজ্ঞা অনুযায়ী সব কাজ করে দাহকালে সাশ্রুনেত্রে কাছে এসে বিভীষণকে বলল,১৪ হে মহারাজা ! আপনার

আদেশ মতো সব কাজ করা হয়েছে। আপনি আত্মীয়দের নিয়ে দাহসংস্কার এবং জলদানক্রিয়া সম্পাদন করুন।১৫ আপনি অজ্ঞের মতো উৎসাহী হচ্ছেন না কেন? আপনি অক্ষতবীর্য ধারণ করুন। আত্মীয়জনের সঙ্গে প্রেতকার্যে স্থিত হোন এবং শোকজাত মোহ ত্যাগ করুন।১৬ আপনি (বিদ্বান হয়েও) দুঃখে বিষণ্ণ হবেন এটা কল্পনা করা যায় না। পণ্ডিতের সাধারণ মানুষের মতো মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।১৭ যে দেশে এবং যে কালে আপনি আছেন, সেখানে রাবণের মতো (আদর্শ মতো কাজ করবার) কেউ নেই। আর যেখানে আপনি অবসন্ন হবেন মহতেরা তার নিন্দা করবেন।১৮ আমরা (মন্ত্রীরা) যেখানে যা হিতোপদেশ আপনাকে দেব তা হবে অদ্ভুত অসমঞ্জস। আপনি বিপদে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিকেও উপদেশ দিতে পারেন[২]।১৯ হে রাক্ষসপতি! আপনি শোকজাত মোহ ত্যাগ করুন, পুরজনেরা তাই চায়। এই বিপ্লবে শত্রুরাও শোক করবে, বন্ধুজনের কথা না বললেও চলে।২০ আপনি মোহগ্রস্ত না হলে ভ্রাতার মতো (রাবণের মতো) সমস্ত প্রজাকে যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করতে পারবেন; রাক্ষসেরাও আশ্বস্ত হবে।২১

তারপর তিনি (বিভীষণ) সহোদরের দাহ সংস্কার এবং জলদানক্রিয়া করতে চলে গেলেন। তখন রাম কৃতকর্তব্য বিভীষণের সঙ্গে কথা বললেন।২২ সুবর্ণকলসে মাথায় জলসেচন করতে করতে রাম বিভীষণকে বললেন হে বিভীষণ! তুমি রাক্ষসদের রাজা হয়ে সমাহিতচিত্তে লংকাকে পরিপালন করো।২৩ হে বিভীষণ! তুমি ক্রুদ্ধকে সম্যকরূপে প্রসন্ন করো, লোভীদের ধনদানে বশ করো, মানীদের যথাকালে সম্মানিত করো এবং (রাবণবধে) ভীতদের সান্ত্বনা দাও।২৪ তুমি বৃত্রশত্রুর[৩] মতো (ইন্দ্রের মতো) সমৃদ্ধ কেমন করে হবে এই আমার পরম বাসনা। কারণ, সব মিত্রই নিজের মিত্রকে সমৃদ্ধ দেখতে চায়।২৫ তুমি স্বজাতিদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, শত্রুদের নিধন করো, তুমি গুণীদের মান্য হও, এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠার জন্যে যত্নবান হও।২৬ তুমি সুহৃদজনের প্রীতি উৎপাদন করো, দেবতাদের বন্দনা করো, সোমরস পান করো (সোমযাগ করো)। আর ক্ষতিকর হিংসাত্মকক্রিয়া পরিহার করো।২৭ হে রাজন্! পৌরকার্য ধর্মনিষ্ঠ হয়ে করবে, প্রজাদের মধ্যে সর্বদা সর্বব্যাপী প্রীতিকে প্রকাশিত করবে[৪]।২৮ তুমি ক্রোধকে বিনষ্ট করবে এবং উৎকর্ষকে গ্রহণ করবে। রাক্ষসেরা তোমাকে দেখবে আর তুমি তাদের দেখবে।২৯ হে রাজন্। বীর যোদ্ধাদের নিধনে বালক ও বৃদ্ধদের শোক দূর করবে। শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানেরা তোমার সভায় স্থাপিত করো। দেবতা ও মুনিরা যে পথে চলেন সেই ধর্মমার্গ তুমি স্মরণ করো, এবং সুন্দর নীতিনেত্রে শত্রুচেষ্টাকে ভাল করে জেনে নাও।৩০

॥ ভট্টিকাব্য 'বিভীষণাভিষেক' নামক ঊনবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × বিংশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

অশোককাননে হনুমান

তখন পবননন্দন হনুমান সীতার নিকটে এসে বললেন—বৈদেহি! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়েছে। ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ রাবণ নিহত হয়েছেন।১

অনুমতি দিন, এই পাপচিন্তা প্রহরী রাক্ষসীদের আমি বধ করি। এদের প্রতি আপনি ক্রোধ অবলম্বন করুন।২ এদের অভিপ্রায় এবং কর্ম দুই-ই ভয়ংকর—আমি এই দুরাচারাদের মেরে ফেলব। এদের প্রতি আপনার মনোভাব হিংস্র হোক—আপনি এদের প্রতি নিষ্ঠুর হোন।৩ আমি আপনার এই শেষ প্রিয় কাজ করব।

তখন দয়ার্দ্রচিত্তা সীতা বানরকে (হনুমানকে) এই কথা বললেন।৪ এরা ভৃত্যজন—এরা লঘুচিত্ত. এদের প্রতি তোমার এই মনোভাব শান্ত হোক। দোষ যিনি করেছেন সেই কুৎসিত রাবণ নিহত হয়েছে।৫ 'আমি পরিচারিকার বধরূপ ভয়ংকর কাজ করব'—তোমার এই রকম বুদ্ধি শান্ত হোক। এস, আমার এই প্রিয় কাজ তুমি করো। রাঘবের কাছে গিয়ে এই কথা বলো।৬ 'হে রামচন্দ্র! মৈথিলী আপনাকে দর্শন করতে উৎসুক, অবিলম্বে তাকে দর্শন দিন। 'তাই হবে'—এই কথা বলে হনুমান রাঘবের কাছে গিয়ে বললেন।৭ হে কাকুৎস্থকুলনন্দন! উৎকণ্ঠিতা দেবীকে আনাবার ব্যবস্থা করুন। রামচন্দ্র পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে কী লিখলেন তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিভীষণকে বললেন—৮ 'অলংকৃতা সীতাকে আনয়ন কর'।

বিভীষণ গিয়ে মৈথিলীকে প্রণাম করে মধুর বাক্যে বললেন।৯ 'হে বৈদেহি, শোক ত্যাগ করুন, আনন্দে মন দিন। রাবণের প্রতি দ্বেষ করবেন না, অশোকবন ত্যাগ করুন।'১০ আপনি স্নান করুন, চন্দনাদি দ্বারা দেহ অনুলিপ্ত করুন, বস্ত্র পরিধান করুন, ধূপের দ্বারা দেহসংস্কার করুন; মাল্য রচনা করুন, রত্নালংকার পরুন।[২] তারপর সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নিতে হবি দিয়ে হোম করুন। তারপর পঞ্চগব্য[৩] খেয়ে আপনি বন্দিদশাজনিত শোক ত্যাগ করুন; তারপর স্বর্ণময়ী শিবিকায় আরোহণ করে শত্রুর কামনা ধ্বংস করুন।১১-১২ ক্ষত্রিয়পতি রামচন্দ্র আপনার বিচ্ছেদদুঃখ দূর করুন—এর পর আপনি নিজের গৃহে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাস করুন।১৩ অশ্বমেধযজ্ঞের জন্যে আপনারা অবিলম্বে দীক্ষিত হোন। পতি প্রসন্ন হয়ে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। (এখন) আপনি প্রীতা হয়ে রাঘবকে দর্শন করুন।১৪ এই হলো আপনার পতির নির্দেশ, এ বিষয়ে বিচার করবার কিছু নেই। রামের বচনকে যদি প্রমাণ ধরতে হয় তবে আপনার অঙ্গ ভূষিত করুন, যাওয়ার চেষ্টা দেখুন।১৫ আপনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করুন নিজেও সম্পদ লাভ করুন। দেবি, আপনি মুহূর্তকালের মধ্যে রামচন্দ্রের নিকটে আসুন।১৬ কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি পৃথিবীর অধীশ্বরী হবেন। মহিষীর আজ্ঞা-পালনকারী অযোধ্যাপুরবাসীদের আপনি শাসন করুন।১৭ দেবি! পতির অভিপ্রায় সম্পর্কে আপনি উৎসাহী হোন—অলংকার গ্রহণে তৎপর হোন। দর্শনের যোগ্য রামচন্দ্রকে দর্শন করতে আপনি চলে আসুন।১৮

জনকনন্দিনী যথানির্দিষ্ট কর্তব্য (স্নান, হোম প্রভৃতি) সম্পাদন করে পট্টবস্ত্রে মুখ আবৃত করে শিবিকায় উঠলেন।১৯ রামের নিকটে গিয়ে লজ্জায় অবনতমুখী দুঃখিনী সীতা বিলাপ করতে লাগলেন; তাঁর চোখে জল, বিচ্ছেদ-দুঃখের স্মরণে তিনি বিহ্বল।২০ সীতার পাতিব্রত্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র বললেন—'সীতে! তোমাকে গ্রহণ করব না—এই আমার ইচ্ছে, তাই তুমি চলে যেতে পার[৪]।২১ রাবণের সঙ্গে তুমি পরিক্লিষ্ট। আমার হৃদয়ের দুঃখদায়িনী! তুমি সুগ্রীবকে ভজনা করতে

পার, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকেও গ্রহণ করতে পার[৫] ।২২ তুমি ভরতপ্রদত্ত সুখ ভোগ করতে পার, লক্ষ্মণকেও বরণ করতে পার। অথবা তোমার যেখানে খুশি যেতে পার, আমার সম্পর্কে সকল আশা ত্যাগ করো।২৩ বিখ্যাত রঘুবংশই বা কোথায় আর পরগৃহবাসিনী তুমিই বা কোথায়! অন্য পুরুষকে তোমার হৃদয় দাও, যা আমি পছন্দ করি না তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই না।২৪ হে বৈদেহি! তুমি যথেচ্ছ আচরণ করো; তোমার পথ নির্বিঘ্ন হোক্; তোমার কামনা অন্যত্র বর্ধিত হোক্—আমার কাছ থেকে কোনো আশঙ্কা কোরো না।২৫

তখন মৈথিলী নৃপতিকে বললেন, স্ত্রীলোক স্বভাবতই চঞ্চল, এমন সাধারণ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাকে সন্দেহ করবেন না।২৬ হে কাকুৎস্থ, অসহায় অবস্থায় আমাকে শত্রু অপহরণ করেছে তবু আমার প্রতি মিথ্যা ক্রোধ প্রকাশ করলে আপনাকে ভাগ্যের কাছে বিড়ম্বিত এবং লোকসমাজে লজ্জিত হতে হবে।২৭ আমার দেহই রাক্ষস অপহরণ করেছে মন আপনাতেই অর্পিত—সমবর্তী[৬] দেবগণও এই উক্তি সত্য বলে জানুক।২৮ হে বায়ুদেবতা তুমি বার বার প্রবাহিত হয়ে ত্রিজগৎ পুণ্য করছ, তুমি প্রাণীদের দেহে বিরাজ করছ—আমার যদি চিত্তদোষ ঘটে থাকে তুমি তা জেনে এখানে বলো।২৯ হে জলদেবতাগণ, তোমরা অন্তরীক্ষে, স্বর্গে ও মর্তে্য ভ্রমণ করে সব কিছু পবিত্র কর, তোমরা আমার শুভ চিত্তবৃত্তির কথা জেনে এখানে প্রকাশ করো।৩০ হে বসুন্ধরে! তুমি সমস্ত লোক ধারণ করে আছ, তুমি আমার অক্ষুণ্ণ পাতিব্রত্যের সাক্ষ্য দাও।৩১ হে সূর্য! তুমি রস শুষ্ক কর, আলোকে দীপ্যমান তুমি তমোনাশ কর, অন্তরীক্ষে ভ্রমণ কর, তুমি আমার বিশুদ্ধি বিষয়ে সাক্ষ্য দাও।৩২ হে আকাশ! তুমি স্বর্গে থাক, পৃথিবীতে থাক, পাতালে থাক—এইভাবে থেকে আমার কৃত ও অকৃত কর্ম জেনে বলো।৩৩

হে লক্ষ্মণ! এই অপবাদের একমাত্র প্রতিকার চিতা, তুমি চিতা রচনা করো। আমি যদি নিষ্পাপা হই রামচন্দ্র প্রসন্ন হোন যদি পাপযুক্তা হই, অগ্নিদেব আমাকে দহন করুন।৩৪ তারপর রামচন্দ্রের অনুমোদন লাভ করে লক্ষ্মণ চিতা রচনা করলেন। প্রজ্বলিত চিতা দেখে রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে সীতা তাঁকে বললেন—৩৫ হে রামচন্দ্র! আপনি আমাকে অসতী বলে সন্দেহ করেছেন—আমি অগ্নিদেবকে আমার এই দেহ সমর্পণ করছি—বানরসেনার সঙ্গে আপনারা সকলে এই কথা শুনুন এবং জানুন।৩৬ হে অগ্নিদেব! আমি যদি অসতী হই, তাহলে দীপ্ত দেহ ধারণ করে আমাকে আপ্লুত করো, অথবা ক্ষতমলিনা আমাকে বন্ধুর মতোই রক্ষা করো। তুমি উদ্গতজ্বালাময়! যেমন যজ্ঞে আহুত ঘৃতধারা অগ্নিকে লাভ করে তেমনি আমিও নিশ্চয়ই তোমাকে লাভ করব।৩৭

॥ ভট্টিকাব্যে 'সীতা প্রত্যাখ্যান' নামক বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥

××××××××××××× একবিংশ সর্গ ×××××××××××××

অগ্নিদেবতার উক্তি[১]

তখন সীতাকে দুই হাতে ঊর্ধ্বে তুলে অগ্নিদেবতা রামকে বললেন—হে রামচন্দ্র, তুমি পতিব্রতা সীতাকে কেন সন্দেহ করছ?১ আমি যদি এসে রক্ষা না করতাম তাহলে

লোকে এঁকে পতিব্রতা বলে জানতে পারত না। হে রাঘব, ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও আমার পক্ষপাত নেই। (অর্থাৎ সীতা ধার্মিকা বলেই তাকে আমি রক্ষা করেছি)।২ শত্রু রাবণ যদি দুর্মতি না হতো তবে নিশ্চয়ই সীতার কাছে প্রার্থনা করত না, ক্রূর বাক্যে কথা বলত না কিংবা নিজের ঐশ্বর্যের বড়াই করত না।৩ হে রাম, শুদ্ধচিত্তা সীতা রাবণের প্রতি কোনো অভিপ্রায় পোষণ করে নি। সুতরাং সীতা সম্পর্কে তোমার এই কোপ যথার্থ নয়। (আমি একে দহনযোগ্য মনে করি না)।৪ হে রাম, দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করেও কি তার চরিত্র তুমি জানতে পার নি? দীর্ঘকালের মধ্যেও কি তার আচরণ তুমি লক্ষ্য কর নি?৫ রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল বাস করায় এঁর চরিত্র কলুষিত—এই মোহ যদি তুমি না ছাড়তে পার, তবে চিরজীবন শোক করবে। সীতা যদি চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হয় তবে সূর্যও একদিন ভূতলে খসে পড়বে।৬ হে রাজেন্দ্র, স্ত্রীজনসুলভ চাপল্য যদি এঁকে অধিকার করত তবে পাপবিরোধী লোকপালগণ এখানে আসতেন না।৭ তাছাড়া, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে সে তোমার নিষ্ঠুর মতের অনুবর্তী হয়ে প্রাণসংশয় থাকলেও অগ্নিপ্রবেশ করেছিল। তোমার ক্রোধের ভয়ে এঁর যদি প্রাণনাশ হতো তবে তোমার কি লাভ হতো?৮ যে দেশে বা কালে নির্দোষ স্ত্রী স্বামীর অবিশ্বাসের ভয়ে মৃত্যুবরণ করে সেই অসূয়ারত লোক সেই সতী স্ত্রীর মিথ্যা দোষস্থান হয়ে থাকে।৯ হে রাম, তুমি যেমন সীতাকে কলুষিত ভেবেছিলে সে যদি তাই হতো তবে তোমার পিতা মহারাজ দশরথ বিমানে আরূঢ় হয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হতেন না।১০ পতিব্রতা মৈথিলী যদি অন্যের উপভুক্তা হতো তবে বৃষভবাহন শূলী শম্ভু এখানে আসতেন না।১১ সীতার পাতিব্রত্য যদি খণ্ডিত হতো তবে কমলাসন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কি তোমাকে আনন্দিত করতেন?১২

ব্রহ্মার উক্তি[২]

রামচন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, হে রাম, সীতা যদি অগ্নিপ্রবেশ না করতেন তবে পৃথিবীতে তিনি শুদ্ধা বলে পরিগণিত হতেন না।১৩ তুমি যদি অগ্নিপ্রবেশ না করাতে শুদ্ধা হলেও আমরা শঙ্কা ত্যাগ করতাম না। তাই তুমি ঠিক কাজই করেছ—তুমি যে ন্যায়োচিত কাজ করবে, এতে আর আশ্চর্য কি।১৪ তুমি যদি অন্যায় আচরণ করতে তবে তোমার শাসিত প্রজাদের মধ্যে তা অধিক মাত্রায় প্রবর্তিত হতো।১৫

শিবের উক্তি[৩]

তারপর রাম শঙ্করকে প্রণাম করলেন। শঙ্কর তাঁকে বললেন—তুমি কি নিজের জন্ম-মৃত্যুহীন নারায়ণরূপ অবগত নও?১৬ এই ভুবনে নারায়ণ ছাড়া অন্য কে দেবশত্রু বলদর্পিত রাক্ষসদের নিধন করতে পারত? কে-ই বা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সর্বলোকহিতকর কর্ম সমাধা করতে পারত?১৭ দৈত্যক্ষয়ের জন্য তুমি যেখানে যা করেছ সেই সবকিছুই কেন সমাপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছ না?১৮

ভরতের নিমিত্তে কৈকেয়ী দ্বারা সন্তাপিত দশরথকে রাম প্রসন্ন করলেন; ইন্দ্রকে প্রণাম করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে দেখতে পেলেন।১৯ তখন ইন্দ্রের বরে যুদ্ধে মৃত বানরসেনা জীবিত হয়ে উঠল—দেখে মনে হলো তারা ফলভারে অবনত সুন্দর বৃক্ষ আশ্রয় নিয়েছে।২০

তখন সুবেল পর্বত অভিনবফলশোভা বিস্তার করল। তার বক্ষ ভ্রমরগুঞ্জিত, সপুষ্প তরুসম্বাহ আচ্ছন্ন, তার উচ্চ শিখরগুলি মধুরফুলের রেণুতে ধূসর ; শিখরের শিলার মধ্যে উৎপন্ন জলপ্রবাহ।২১ পরাগযুক্ত সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত ; বনান্তভাগে প্রচুর ফলে শোভিত ও অবনত বৃক্ষ—সেখানে মধুক্ষরণের ধারা ! (সর্বত্র এই প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে) বানরসেনাদলের শত্রুবধজনিত আনন্দও বৃদ্ধি পেল।২২ আপন ফলের ভারে লতাগুলি ছিন্ন হয়ে পড়েছে—সেই লতাগুলিতে মনোহর সুগন্ধ, সেখানে ভ্রমরপঙ্ক্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে—ভূতলে এসে পড়েছে বলেই হাত দিয়ে সেই ফল আহরণ করা যায়—সেই ফলভোগে বানরসেনার কোনো পরিশ্রম হলো না।

॥ ভট্টিকাব্যে 'সীতাসংশোধন' নামক একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বাবিংশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

অযোধ্যা যাত্রা

তারপর প্রসন্নচিত্ত হনুমানকে রাম বললেন—ওহে বানর, কাল ভরতপালিতা অযোধ্যায় যাবে।১ আবার তুমি বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডে আবৃত আকাশ পথে প্রস্থান করবে—দেখতে পাবে শীতল জলকণায় যুক্ত সমুদ্রজল।২ সূর্যের পথ লঙ্ঘন করেছে যে মহেন্দ্র পর্বত, হে প্লবঙ্গ, তার অধিত্যকাভূমির সৌন্দর্য তুমি উপভোগ করবে—জ্যোৎস্নায় ছেয়ে আছে সেই অধিত্যকা আর সেখানে কুমুদের প্রাচুর্য।৩ মলয়পর্বতের পূর্বদৃষ্ট সুন্দর উপত্যকাভূমিও তুমি কাল দেখতে পাবে—চন্দনবৃক্ষে সেই ভূমি আচ্ছাদিত, চন্দ্রও সেখানে প্রচ্ছন্ন।৪ বিন্ধ্যপর্বতে প্রতনু, কোমল, পুষ্পস্তবকে মনোহর এবং ভ্রমরসমূহে ব্যাপ্ত লতাগুলি তোমার গতিবেগ সহ্য করতে পারবে না।৫ বন্ধুদের সঙ্গে যেখানে সুখে বসবাস করছে, সে পূর্বক্রীড়া বার বার পক্ষপাত সহকারে স্মরণ করতে করতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে তুমি কাছে বা দূরে থেকে দেখতে পাবে।৬ তুমি দেখতে পাবে সেই মাল্যবান পর্বত ও দণ্ডকারণ্য যেখানে আমি দীর্ঘকাল শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে পীড়িত হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করেছিলাম।৭ সুন্দর হরিণে ব্যাপ্ত, পবিত্রজল ও ব্রাহ্মণপূর্ণ সুতীক্ষ্ম আর শরভঙ্গ মুনির রমণীয় আশ্রমও তুমি দেখবে।৮ রমণীয় অত্রির তপোবনভূমি অতি কষ্টে অতিক্রম করে গিয়ে কৌতূহলের বশেই পবিত্র পর্বতে থেকে যেতে হবে।৯ তারপর তুমি ভরদ্বাজ মুনির দর্শন পাবে আর দেখবে যমুনাজলের অবগাহনে নিষ্পাপ ও পবিত্র জনসমূহকে।১০ স্বর্গ থেকে বার বার ভ্রষ্ট মহাদেবের জটায় পতিত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছে পুণ্যের গলিত মূর্তিরূপে যে গঙ্গার ধারা—তারপর তুমি সেই ধারাতেও অবগাহন করবে।১১ এরপর তমসা নদী—ইন্দ্রনীলশিলার তুল্য তার জ্যোতি ; এই নদীর প্রান্তস্থিত অরণ্যপ্রদেশগুলি বহু পৌর বিহারের বৃক্ষভরা, (জানি) তুমি তাকে বহু মান করবে।১২ শেষে রমণীয় সরযূ-নদী দেখে তুমি অযোধ্যায় পৌঁছুতে পারবে। দেখবে নগররমণীদের স্তনে ন্যস্ত হয়েছিল যে কুংকুম তা ধুয়ে গেছে সরযূর জলে—ফলে তা পীতবর্ণ ধারণ করেছে।১৩

মাতৃগণ[১] তোমাকে দেখে আনন্দিত হবেন, মৈথিলী সহ আমাদের দু'জনের (রাম ও লক্ষ্মণ) কুশল প্রশ্ন করবেন, ভরতও তুষ্ট হবেন।১৪ তুমি বলবে, রাবণ হত হয়েছে,

বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছে, সুগ্রীবকে আমি মিত্ররূপে লাভ করেছি, আর আমরা সবাই খুব দ্রুত পেঁছে যাব।১৫ পৌরজন তোমার কথা শুনে পরম প্রীত হবেন। এসব কথা জেনে ভরতও নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন।১৬ এই পথে তুমি যাবার পর আমরাও সবাই যাত্রা করব। সেখানে গেলে তুমি যখন আবার আমার সম্মুখবর্তী হবে, তোমাকে দেখে আমি সন্তোষ লাভ করব।১৭

নির্দেশ নিয়ে হনুমান চলে যাবার পর রাম সুগ্রীব ও বিভীষণকে বললেন—তোমরা দুজন কাল আমার সঙ্গে অযোধ্যায় যাবে।১৮ সেখানে প্রসন্নচিত্তা আমার তিন মাতাকে দেখবে, ভরতকেও এক আন্তরিক মিত্ররূপেই লাভ করবে।১৯ কাল প্রভাতে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে, আমি বন্ধুবিরহে দুঃখ পাব না, তোমাদেরও আমার বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করতে হবে না।২০ যদি আগামিকাল সকালে আমার সঙ্গে যাত্রা করার চেষ্টা করতে চাও তাহলে তোমরা দুজন, বানর এবং রাক্ষস, আমার প্রীতির নিমিত্ত হও।২১ তখন বিভীষণ ও সুগ্রীব রামকে বললেন—আমাদের দুজনকে আগামিকাল আপনার সঙ্গে যেতে বলছেন, হে কাকুৎস্থ, এ তো আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ।২২ ইন্দ্রত্ব পেলেও আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদদুঃখ আমরা অনুমোদন করব না; আপনার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠার (অর্থাৎ রাজ্যের) তো কোনো কথাই নেই।২৩

প্রত্যাবর্তন

তারপর নানাপ্রকার ইষ্টালাপে রাত্রি কাটিয়ে প্রভাতে তাঁরা সৈন্যদের সঙ্গে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করলেন। পুষ্পকের বেগে সমুদ্রের অগাধ জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তাঁরা অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন।২৪ সেতুবন্ধ, মহেন্দ্রপর্বত, বিন্ধ্যপর্বত, মলয় পর্বত, মাল্যবান পর্বত, ঋষ্যমূক পর্বত, দণ্ডকারণ্য, পম্পা প্রভৃতির কথা রামচন্দ্র সীতার কাছে বর্ণনা করতে করতে যেতে লাগলেন।২৫

হে সুতনু—এই সব ঋষিদের দ্বারা অলঙ্কৃত দিগভাগ ; এই সেই চিত্রকূট, এখানকার বনরাজি আমাদের বিমানের বেগে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই গঙ্গা, বিশাল তটভূমির সৌন্দর্য রমণীয়। সীতার কাছে এইভাবে নির্দেশ দিয়ে রামচন্দ্র আনন্দিত হলেন।২৬ হে সুন্দরি! ঐ সব বনান্তভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করো— সেখানে কুসুমের অগ্রভাগ গুঞ্জনরত ভ্রমরপুঞ্জে ব্যাপ্ত, বনভূমি শীতলজলপ্রবাহে বেষ্টিত। এই বনান্তভূমি নয়ন-মনোরম এবং পৌরজনের উপভোগ্য।২৭ হে সীতে! মনুপ্রভৃতি আমার পূর্ববর্তীদের স্থান—অতি-প্রিয় ঐ অযোধ্যাপুরী দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে এখানে বহু প্রকারের হব্য আহুতি দেওয়া হয়। এই সেই স্থান যেখানে ক্রন্দনরত পৌরজনকে ত্যাগ করে ধৈর্যবান লক্ষ্মণের সঙ্গে রাত্রিশেষে আমরা অরণ্য প্রদেশে যাত্রা করেছিলাম।২৮ রামচন্দ্রের উক্তির পর তূর্যধ্বনিতে সকল দিক পূর্ণ হলো ; পর্বত-তুল্য হস্তীসমূহের পদভরে পৃথ্বী কম্পিত হলো—বিনীত ভরত আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে এগিয়ে এলেন—তার সঙ্গে মন্ত্রিগণ প্রজাসমূহ, অন্তঃপুরিকাগণ, মাতৃগণ এবং পবন-নন্দন হনুমান।২৯

তারপর রামচন্দ্র অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। পৌরজন সসম্ভ্রমে তাঁকে ঘিরে রইলেন, ভরত নিজের হাতে ধরলেন উজ্জ্বল চামর, গুরুজন ব্রাহ্মণগণ ও স্তুতি-পাঠক প্রভৃতি দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হলেন।৩০ রামচন্দ্র প্রজাদের পরম প্রীতি

বিধান করলেন, ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন। তারপর যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রজাপালক রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন।৩১

কবির উক্তি

উক্তির বৈচিত্র্যে অদ্ভুত, গুণ ও অলঙ্কারের দ্বারা মণ্ডিত ভট্টিকাব্য নামক মহাকাব্য পরিশীলিত হলে তা পাশুপত অস্ত্রের মতো সর্বদা জনগণের বিজয়লাভকে সুনিশ্চিত করে।৩২ ব্যাকরণ যাদের চক্ষু তাদের কাছে এই কাব্য দীপতুল্য। ব্যাকরণ ছাড়া এটি অন্ধের হাতে দর্পণের ন্যায় (ব্যর্থ)।৩৩ এই কাব্য ব্যাখ্যাগম্য (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করলেই বুঝতে পারা যায়). পণ্ডিতদের কাছে এই কাব্য উৎসবস্বরূপ! আমি অল্পমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই কাব্যে উপেক্ষা করেছি—কেননা পণ্ডিতবর্গ আমার প্রিয়।৩৪

শ্রীধরের পুত্র মহারাজ নরেন্দ্র কর্তৃক পালিত বলভী নগরীতে আমি এই কাব্য রচনা করেছি। সেই নৃপতির কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, কেননা তিনি রাজা এবং এবং প্রজাদের অনুরাগে অনুকূল।৩৫

॥ ভট্টিকাব্যে 'অযোধ্যা প্রত্যাগমন' নামক দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥

প্রথম সর্গ

১. মূলে আছে—'বিবুধসখঃ'; বিবুধ শব্দের প্রাথমিক অর্থ—বিশেষরূপে প্রাজ্ঞ। অন্য অর্থ 'দেবতা'। এখানে 'বিবুধসখ' অর্থ দেবগণের সখা।

২ সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'নাকসদাং'। নাক=স্বর্গ; নাকে সীদন্তি (বসন্তি) যে (দেবগণ)। শব্দটি সংস্কৃতে প্রচলিত থাকলেও বাংলায় অচেনা। 'নাক' শব্দের অর্থ স্বর্গ কিভাবে হলো? ক=সুখ; অক=দুঃখ; অকং নাস্তি অস্মিন্ (নাকঃ) অর্থাৎ যেখানে দুঃখ নেই।

৩. টঙ্ক—পর্বতভিত্তি; মল্লিনাথ এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। টীকাকার ভরত বলেছেন টঙ্ক শব্দের অর্থ 'বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ'।

৪. ঋষ্যশৃঙ্গ এক মুনির নাম। ইনি ঋষি বিভাণ্ডকের পুত্র। এক হরিণীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ঋষ্য=হরিণ; হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ ছিল বলে এঁর নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। লোমপাদ রাজার কন্যা শান্তাকে ইনি বিবাহ করেন। এঁরই অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টিযজ্ঞের প্রভাবে দশরথ রাম প্রভৃতি চার পুত্র লাভ করেন।

৫ বেদের ছয় অঙ্গ—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ জ্যোতিষাং নিচয়শ্চেতি বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্। অর্থাৎ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের অঙ্গ।

৬. গাধি—চন্দ্রবংশীয় এক নৃপতির নাম। ইতি বিশ্বামিত্রের পিতা। গাধিনন্দন=বিশ্বামিত্র।

৭. ষোলটি পূজার উপচারের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে—তার মধ্যে মধুপর্ক একটি। অতিথিবিশেষের পূজায় মধুপর্কদানের বিধি আছে। মিশ্রিত দধি, ঘৃত, মধু অথবা মিশ্রিত দধি, ঘৃত, মধু, জল, শর্করা (চিনি)।

৮. মূল শ্লোকে আছে 'ত্রৈমাতুরঃ'। শব্দটির অর্থ তিন মাতার (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা) পুত্র। এখানে শব্দটি লক্ষ্মণের বিশেষণ।

৯. অনুবাদে আছে 'হিংস্র রাক্ষস'—মূল শ্লোকে আছে একটি দুরূহ শব্দ—'দন্দশূকান্'। 'দন্দশূক' শব্দটির অর্থ অতিদংশক অর্থাৎ হিংস্র।

১০. যা অঙ্গুলিকে ত্রাণ করে—অঙ্গুলিত্র। দস্তানাজাতীয় চর্মের আবরণ বিশেষ।

দ্বিতীয় সর্গ

১. মানিনী—মানবতী, কোপবতী নায়িকা। এখানে 'খণ্ডিতা' নায়িকা। খণ্ডিতা নারীর লক্ষণ—'নীত্বান্যত্র নিশাং প্রাতরাগতে প্রাণবল্লভে, অন্যাসংসর্গচিহ্নৈস্তু কুপিতা খণ্ডিতা মতা'।

২. তালে তালে দেহ সঞ্চালন—গোপাঙ্গনাদের অঙ্গ সঞ্চালন মন্থনদণ্ডের গম্ভীর শব্দের তালে তালে চলেছে। নিখুঁত বর্ণনায় মনে হয় বৈয়াকরণ ভট্টি নৃত্যরসিকও ছিলেন।

৩. নিত্যযাজ্ঞিক—যাঁরা নিত্য যজ্ঞ করেন। শ্লোকের 'যাযজূকাঃ' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ—যাঁরা বারবার যজ্ঞ করেন।

৪. বিশ্বামিত্র—শ্লোকে বিশ্বামিত্রের নাম উল্লেখ করা হয় নি; বলা হয়েছে গাধিসুতঃ; গাধি চন্দ্রবংশীয় একজন নৃপতির নাম। বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র।

৫. যজ্ঞের হবি—হবনীয় দ্রব্য। নীবারাদি, দুগ্ধ, সোমরস, পূতিগন্ধাদিহীন মাংস ও সৈন্ধবাদি স্বাভাবিক হবি।

৬. দাক্ষিণ্যার যোগ্য, ঋষিদের দ্বারা উপদিষ্ট। দাক্ষিণ্য=দাক্ষিণার্হ, দক্ষিণার যোগ্য।

৭. ঋত্বিকগণ—যারা ঋতুর (যোগ্য কালে) যাগ করেন। যাজক। পুরোহিত।

৮. কাল পর্যন্ত স্থায়ী—মূল সংস্কৃত শব্দ—'শৌবস্তিক' ; শ্বঃ (আগামীকাল) ভবাঃ বিদ্যমানাঃ – শৌবস্তিকাঃ।

৯. দূরে নিক্ষেপ করলেন—রাম মারীচকে বায়ব্য অস্ত্রে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। আহত মারীচ সমুদ্রমধ্যে ও বনে মুনিবেশে বাস করত। রাবণের প্রবর্তনায় সীতাহরণের জন্য মায়ামৃগরূপে জনস্থানে প্রবেশ করলে রামশরে নিহত হয়।

১০ দৈত্যরাজ বলি বাহুবলে ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। বিষ্ণু বামনরূপে এঁর কাছে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। তিনি পাদদ্বয়ে স্বর্গ ও মর্ত ব্যাপ্ত করে তৃতীয় পাদ বলির মস্তকে রেখে তাকে পাতালে প্রেরণ করেন।

১১. পৌরাণিক কাহিনী—দেবাসুর মিলিত হয়ে মন্দরপর্বতকে দণ্ড এবং বাসুকি-নাগকে রজ্জু ক'রে সাগর মন্থন করেন—মন্থনের ফলে সাগর থেকে উঠে আসে লক্ষ্মী, চন্দ্র পারিজাত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত, ধন্বন্তরী প্রভৃতি আর সেই সঙ্গে অমৃত ও হলাহল।

১২. সমুদ্রমন্থনজাত চতুর্দশ রত্নের মধ্যে 'অমৃত' একটি। বিষ্ণু মোহিনী বেশে অসুর-গৃহীত অমৃত অপহরণ করেন।

১৩. প্রলয়কালে জলপ্লাবিতা পৃথিবীকে বিষ্ণু বরাহরূপে তাঁর দংষ্ট্রায় বহন করেন।

১৪. ময়দানবের নির্মিত তিনটি পুরীর অধিকারী ছিলেন ত্রিপুরাসুরের তিন পুত্র। তারা এই পুরীতে সুরক্ষিত থেকে ত্রিভুবনকে উৎপীড়িত করত। দেবতাদের অনুরোধে শিব শরনিক্ষেপে এই তিনটি পুরী ধ্বংস করেন। এই জন্য তিনি ত্রিপুরারি। শ্লোকে 'দৈত্যপুরম্' একবচনে আছে। প্রকৃতপক্ষে বহুবচনই বিবক্ষিত। মল্লিনাথ বলেছেন—'একবচনমতন্ত্রম্'।

১৫. ধনুর্ভঙ্গ—রামায়ণের বালকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে এই ধনুর্ভঙ্গের বিবরণ আছে।

১৬. মিথিলারাজ জনক—শ্লোকে শব্দটি আছে 'মৈথিলমর্তমুখ্য'—অর্থাৎ মিথিলার মানুষদের মধ্যে প্রধান যিনি—মিথিলাধিপতি জনক।

১৭. যিনি বহুর মধ্যে তারতম্য বুঝতে পারেন তিনি 'বিবেকদৃশ্বা' বা বিবেকী।

১৮. অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই শ্লোকে সীতা লতার সঙ্গে এবং বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিতা হয়েছেন। ভট্টিকবি নিশ্চয়ই অচেতনের সঙ্গে চেতনের উপমায় তৃপ্ত হন নি। তাই এখানে চন্দ্রজ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে সীতার উপমা।

১৯. শ্লোকে আছে 'তস্য সুতায়'—রাম জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তার কথাই অভিপ্রেত। টীকাকার বলছেন—'রামস্য জ্যেষ্ঠত্বাৎ তস্যৈব পরিণয়ঃ উক্তঃ ন শেষাণাম্'।

২০. দর্পবশতঃ পরশুরাম যখন দশরথের উক্তি গ্রাহ্য করলেন না তখন রামচন্দ্র ধনু আকর্ষণ করে তপস্যা দ্বারা পরশুরাম যে-সব দিব্যলোক অর্জন করেছিলেন সেই

সমস্ত লোকে তার গতি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিলেন।

তৃতীয় সর্গ

১. আকাশের ধূপতুল্য। অগ্নিক্রিয়াবিশেষ, হাউইবাজি।

২. দশরথ কেকেয়ীকে দু'টি বর দেবেন বলে আগেই প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই বর দু'টিই এখন চেয়ে নিচ্ছেন—প্রথম বরে রামের চোদ্দ বছরের বনবাস—দ্বিতীয় বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক। দ্বিতীয় বরের কথা আছে অষ্টম শ্লোকে।

৩. রাজ্যাভিষেক—ভরত এই সময়ে মাতামহের গৃহে ছিলেন, তিনি এসব কথা কিছুই জানতেন না।

৪. অযোধ্যার সাধারণ মানুষের ভাবনা। তারা ভেবেছিল, ভরতই রাজ্যলোভের জন্য এই চক্রান্ত করেছেন।

৫. উপমাটি সুন্দর। রাম-লক্ষ্মণহীন অযোধ্যা চন্দ্র-সূর্যহীন অন্ধকার আকাশের মতো।

৬. ভরতের এই স্বপ্নদর্শন অশুভসূচক। আকাশবিহারী সূর্যের ভূমিতে অবতরণ অস্বাভাবিক।

৭. উপজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রথম জ্ঞান। রাজ্যপ্রার্থনারূপ নীচ কর্ম কৈকেয়ীর নিকট থেকেই প্রথম লব্ধ।

৮. ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাদের আবির্ভাবের ব্যাপারটি চিন্তনীয়। যোগবলে সবই সম্ভব, কিন্তু ভরতানুগামীদের অভ্যর্থনার জন্য তিলোত্তমা-নৃত্যের প্রসঙ্গ আশ্রমবিরোধী বলে মনে হতে পারে।

৯. রামের পাদুকা ভরত প্রার্থনা করেছিলেন না রাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছিলেন?

চতুর্থ সর্গ

১. মূল শ্লোকে শব্দটি আছে 'সুত্বনঃ'—অর্থ 'যারা যজ্ঞসম্পর্কিত স্নান সমাপ্ত করেছেন।' জয়মঙ্গল টীকায় অর্থ দেওয়া হয়েছে—'সোমপায়ী' (যাঁরা সোমরস পান করেছেন)। সাতটি বৈদিক যজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম। এইগুলি 'সোমযাগ' নামে পরিচিত। বাংলা অনুবাদে 'সোমপায়ী' শব্দের পরিবর্তে সোমযাজী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এই কামুকী রাক্ষসীর নাম শূর্পণখা—রাবণের ভগিনী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যার; অবশ্য রাম-লক্ষ্মণের কাছে যখন সে কামপ্রার্থনা নিয়ে এসেছিল তখন সুন্দরী বেশেই আসা স্বাভাবিক। রামায়ণে শূর্পণখা কামুকী রাক্ষসী হলেও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে—সীতাহরণের মূলে রয়েছে সে।

৩. মূলে আছে পক্ষতৌ—পক্ষতি শব্দ। পক্ষতি শব্দের অর্থ পক্ষের প্রথম তিথি (প্রতিপদ)। শ্লোকে বলা হয়েছে—শূর্পণখা প্রতিপদের চন্দ্রলেখার মতো সুন্দরী। কিন্তু প্রতিপদের চাঁদ কি সুন্দর? ভাট্টি উত্তর দিয়েছেন বাক্যের মাধুরী এবং চর্মের মসৃণতায় সে সৌন্দর্যময়ী—'অতিসর্বেণ বাক্ত্বচেন'।

৪. খর ও দূষণের উক্তি; এরা রাবণের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই। পঞ্চবটীবনে শূর্পণখার রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিল তাদের কাজ।

পঞ্চম সর্গ

১ শ্লোকটিতে বৈয়াকরণ কবি 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন—নিরাকরিষ্ণু, বর্তিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু, উৎপতিষ্ণু, সহিষ্ণু। বর্ণনায় বলা হচ্ছে—খর ও দূষণ শত্রুর অস্ত্রপ্রহার সহ্য করতে লাগল। কিন্তু এতগুলি ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের প্রহার পাঠক সহ্য করতে পারবেন কি ?

২. শূর্পণখা – লঙ্কাপতি রাবণের ভগিনী।

৩. খর ও দূষণ রামের অস্ত্রে নিহত, একথাই শূর্পণখার বক্তব্য। 'নিহত' কথাটি না বলে সে বলেছে তারা দু'জনেই এখন ভূমিবর্ধন করছে—'তৌ ভূমিবর্ধনৌ'। দেহ মাটিতে মিশলে ভূমির 'বর্ধন' তো হবেই। 'শবস্তু ক্ষিতিবর্ধনঃ' (ত্রিকাণ্ডশেষঃ)।

৪ সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'বিনসা'—বিগতা নাসিকা যার।

৫. মূল সংস্কৃত শব্দটি অপরিচিত—'আমিক্ষা' (অর্থ—ছানা) আমিক্ষীয় – ছানার উপযোগী।

৬. গত দিনের গোদুগ্ধজাত ঘৃত—তাকে বলা হয় হৈহঙ্গবীন। হৈহঙ্গবীন ঘৃত দেবতাদের হোমের উপযুক্ত।

৭. ওষ্ঠের দ্বারা অবলোপ্য অর্থাৎ অত্যন্ত মৃদু। শূর্পণখার বক্তব্য—পূর্বে রাক্ষসেরাই যজ্ঞে পশুমাংস ভক্ষণ করত, দেবতারা পালিয়ে যেতেন, এখন দেবতারাই অতি মৃদু মাংস ভোগ করছেন, রাক্ষসেরা পলায়িত।

৮. শূর্পণখার মুখে সীতার রূপবর্ণনা। বর্ণনায় সে বলছে সীতা 'যোষিদ্-বৃন্দারিকা'—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের (যোষিৎ) মধ্যে রূপবতী (বৃন্দারিকা)।

৯. দূর্বাকাণ্ডমিব = দূর্বাকাণ্ডের মতো কৃশাঙ্গী ; এই অর্থই টীকায় গ্রহণ করা হয়েছে ; দূর্বাকাণ্ডের মতো শ্যামবর্ণা—এই অর্থ অসঙ্গত। শ্লোকে শ্যামা এবং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা এই শব্দ দু'টি রূঢ়।

শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্তিতা।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা নিতম্বে চ বিশালতা
মধ্যক্ষীণা ভবেদ্ যা সা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।

১০. বাচাট = বহুভাষী, যে অনেক কথা বলে। স্ত্রীলিঙ্গে 'বাচাটা', সম্বোধনে 'বাচাটে'।

১১. একটি নতুন শব্দ—'আহোপুরুষিকা'। 'অহো পুরুষ!' ইতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা আহোপুরুষিকা। (কাশিকা) শ্লোকে 'পুরুষকার' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অহোপুরুষস্য ভাবঃ !

১২. চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্যরাজের পুত্র। ইনি দিগ্বিজয়ী রাবণকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে এঁর মৃত্যু হয়।

১৩ মৃত্যুকালে মারীচ রামের কণ্ঠ অনুকরণ করে 'হা লক্ষ্মণ!' এই বলে আর্তনাদ করেছিল। সেই চীৎকার শুনে সীতা বুঝেছিলেন রাম বিপন্ন।

১৪. যোগক্ষেম = স্থিতি ও রক্ষণ। অলব্ধস্য সাধনং যোগঃ লব্ধস্য পালনং ক্ষেমঃ।

১৫. তিথিপ্রণী = তিথির প্রণেতা অর্থাৎ চন্দ্র। তিথিপ্রণ্যঃ = চন্দ্রের।

১৬· শ্লোকে 'অপ্রংস্কা' শব্দটি আছে। অর্থ অভর্তৃকা অর্থাৎ ভর্তৃহীনা।
১৭· কূপমণ্ডূক—কুয়োর বেঙ্। যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, যে আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, বাইরের কোন খবর রাখে না।
১৮· রাবণের সঙ্গে জটায়ুর প্রাণপণ যুদ্ধের বর্ণনা। 'ন বা পলায়ণক্তে বিদ'য়াপ্তক্তে ন রাক্ষসঃ'—পক্ষীও পলায়ন করল না, রাবণও দয়া করল না।

ষষ্ঠ সর্গ

১· ক্রোষ্টা=শৃগাল। রামচন্দ্র মারীচ বধের পরে ফিরে আসবার পরে চীৎকার শুনলেন, এটা অশুভসূচক। ভট্টিকাব্যের বহু স্থলে কবি লোকপ্রচলিত সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছেন।
২· 'হায় মাতঃ' বলে রাম কৈকেয়ীকেই লক্ষ্য করেছেন।
৩· মূল শ্লোকে আছে প্রিয়ং মা ন শ্লিক্ষঃ'। 'মা', 'ন' দুই-ই নিষেধার্থক। প্রকৃতার্থ এই, আমাকে আলিঙ্গন করবে না এমন যেন না হয় অর্থাৎ আমাকে অবশ্যই আলিঙ্গন করো।
৪· পাঠকের শকুন্তলার কথা মনে পড়বে। আশ্রমতরু ও মৃগশাবকের সঙ্গে শকুন্তলারও এই প্রীতির সম্পর্ক ছিল।
৫ ভট্টিগঠিত নতুন শব্দ—সুমিত্রাভূঃ=লক্ষ্মণ। সুমিত্রা থেকে যিনি হয়েছেন সুমিত্রায়াং ভবতীতি।
৬· জটায়ু—অরুণের পুত্র, সম্পাতির অনুজ, দশরথের সখা। ইনি সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।
৭· এর আগের নাম দনু, পিতার নাম শ্রীদানব। ঋষির শাপে দনু রাক্ষসরূপ গ্রহণ করে, ব্রহ্মার বরে দীর্ঘায়ু লাভ করে। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে এর 'কবন্ধ' রূপ হয়।
৮· অকৃষ্টপচ্য—যে শস্য অকৃষ্ট ক্ষেত্রে স্বয়ং উৎপন্ন ও পক্ক হয়। নীবারধান্য প্রভৃতি)।
৯· সংস্কৃত শ্লোকের 'কুপ্য' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। কুপ্য=স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য ধাতু; তাম্র, সীসা, দস্তা প্রভৃতি।
১০· শবরী—চণ্ডালকন্যা; মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা ছিলেন। দীর্ঘকাল সাধনা করে দণ্ডকারণ্যে রামের দর্শনে এঁর মুক্তি হয়।
১১· ভট্টি যে বৈয়াকরণ কবি ছিলেন তা এই উপমাতে স্পষ্ট। শবরী 'প্রগৃহ্যপদের ন্যায় সাধবী। ব্যাকরণে সন্ধিজনিত বিকারহীন পদকে প্রগৃহ্যপদ বলা হয়। শবরীও প্রগৃহ্যপদের মতোই বিকারহীনা।
১২· 'কুণ্ডপায্য' এক যজ্ঞের নাম। কুণ্ডৈঃ (ঘটৈঃ) পীয়তে সোমঃ অস্মিন্ ইতি।
১৩· অগ্নিচিত্যাম—অগ্নিচয়ন।
১৪· অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন—রামায়ণের কাহিনী এইরূপ।
১৫· পাতার আগায় সঞ্চিত শিশির বিন্দু দেখতে মুক্তার মতো—রামের মনে পড়ছে সীতার কণ্ঠহারে স্থিত মুক্তাফলের কথা।

১৬. রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রীকে বলা হয়েছে অগ্নিসাক্ষিকা, স্বয়ং অগ্নিদেব এর সাক্ষী। সুতরাং এর শুচিতা ও দৃঢ়তা প্রশ্নের অতীত।
১৭. যুদ্ধের উৎসাহে ও আনন্দে অন্য কোনো বাদ্যের অভাবে যারা হাতে হাত আঘাত করেই সৃষ্টি করে—তারা পাণিবাদক।
১৮. শূরমানী—যিনি নিজকে শূর (বীর) মনে করেন।
১৯. আহিতাগ্নি—যিনি যজ্ঞের জন্য অগ্নিচয়ন করেছেন।
২০ সোমযাজী—যিনি সোমযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন।
২১. রথচক্রচিৎ—রথচক্রের আকারে ইষ্টক রচনা—সেখানে স্থাপিত অগ্নি। সেই অগ্নিতে যিনি যজ্ঞ করেছেন। 'রথচক্র' এক বিশেষ অগ্নির নাম।
২২. মূল সংস্কৃত শব্দটি পাপদৃশ্বা'—যিনি নিরন্তর পাপ চিন্তা করেন।
২৩. পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট—'শশকঃ, শল্লকী গোধা, খড়্গী কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ'।
২৪. এখানে 'অনুজ' বলতে সুগ্রীবকে বুঝতে হবে। বক্তব্য, রাম সুগ্রীবের প্রেরণায় বালীকে বধ করেছেন।
২৫. রামচন্দ্রের উক্তি। বালীবধ করে তিনি অশাস্ত্রীয় কিছু করেন নি, কেননা পরস্ত্রীর সঙ্গে যে সহবাস করে সে বধযোগ্য।
২৬. লতামৃগ—বানর। 'শাখামৃগ' শব্দটি তুলনীয়।

সপ্তম সর্গ

১. সীতাবিরহে রামের বিলাপ। মেঘস্পর্শে বায়ু শীতল—তাতে কদম্বের গন্ধ। এতে শমগুণপ্রধান চিত্তও ব্যাকুল হয়। রাম তাই বিচলিত।
২. কালিদাসরচিত মেঘদূতের পঙ্‌ক্তিটি স্মরণীয়—'বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ' (পূর্বমেঘ)।
৩. রামচন্দ্রের কাছে দিন রাত্রির মতো (ঘনান্ধকারহেতু)।
৪ ধারু—ধরতি ইতি। অর্থ—ধাতারম্, পাতারম্। অর্থাৎ মধুপায়ী।
৫ জিত্বর—জয়শীল।
৬. মূলে আছে বিভ্রাজং 'শশনাঞ্জম্'। শশনাঞ্জন=চন্দ্র। বিভ্রাজতে ইতি বিভ্রাট্—দীপ্যমান। (বিভ্রাটে পড়তে হবে না)।
৭. বি=শূন্যগামী, পক্ষী (বীনাং পদম্—ঋগ্বেদ) বীনাম্ উপসহ্বম্—পক্ষীদের সঞ্চরণ।
৮. বানরদলের বিশেষণ—
স্তম্বঘ্নপদন্যাসান্—স্তম্ব – তৃণগুচ্ছ।
পদন্যাসে অর্থাৎ পদবিক্ষেপে যারা তৃণরাশি মর্দন করতে সমর্থ।
৯. মূল শ্লোকের 'ভ্রাজথুমতী' এই পদের বাংলা অনুবাদ দীপ্তিময়ী। ভ্রাজথু= শোভা, দীপ্তি।
১০. বালীনন্দন অঙ্গদ কল্যাণকামনায় প্রায়োপবেশন করছেন—এটা বুঝতে হলে পাঠকের 'বানরবোধ' দূর করতে হবে।
১১. শালভঞ্জিকা—নাগরিক ক্রীড়াবিশেষ।

১২. এই পক্ষী জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি।

অষ্টম সর্গ

১ পূর্বে পর্বতের পাখা ছিল—ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে পক্ষ ছেদন করতে শুরু করেন। তখন পবনদেব হিমালয়ের পুত্র মৈনাককে আপনবেগে আড়াল করে রাখেন। মৈনাক সমুদ্রে ডুবে আত্মরক্ষা করে। মৈনাকের উপকারক পবনদেবের পুত্র হনুমানকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই জল থেকে মৈনাক মাথা তুলেছে।

২ ত্রিসন্ধ্যা—প্রাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন।

৩ কেতু—রাহু দৈত্যের শিরোহীন দেহ। সমুদ্রমন্থনের পরে বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধরে যখন দেবগণের মধ্যে অমৃত ভাগ করে দেন তখন রাহু দেবমূর্তিতে দেবতাদের দলে মিশে সুধাপান করছিল। চন্দ্র ও সূর্যের কাছে তা জানতে পেরে বিষ্ণু সুদর্শনের সাহায্যে তার মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু সুধাপানে মস্তক অমর হয়। তখন থেকে দৈত্যের মস্তক রাহু এবং দেহ কেতু নামে চিহ্নিত হয়।

৪. স্মিত শব্দের অর্থ ঈষৎ হাসি—'স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরম্'। শ্লোকে 'স্মিত' শব্দটি আছে—অর্থ করতে হবে—অট্টহাসি। লঙ্কাপুরীর রাক্ষস-রাক্ষসীদের 'স্মিত হাসি' অকল্পনীয়—অট্টহাসিই স্বাভাবিক। মল্লিনাথও টীকায় বলেছেন—'স্মিতৈঃ, লক্ষণয়া অট্টহাসৈঃ'।

৫. চষক—পানপাত্র। পানপাত্রে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত; পানের পূর্বে সেই ছবি ছিল—পানের পরে তা ছিল না। সুতরাং তারা যেন চন্দ্রমাকেই অমৃতের ন্যায় উপভোগ করল।

৬. হনুমান ভাবছেন—আমি যখন নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ আমাকে বাধা দিয়েছেন তা মিথ্যা।

৭ ঝষধ্বজ—মীনকেতন অর্থাৎ মদন দেবতা। ঝষ—মৎস (মীন)।

৮. পুষ্পক—কুবেরের বিমানের নাম। রাবণ কুবেরকে পরাজিত ক'রে পুষ্পক আত্মসাৎ করেন।

৯. 'শক্‌শক্' ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শ্লোকে আছে; বাতাসের ঘষায় তরুগুলি শক্-শক্ শব্দ করছিল। বাংলায় প্রায় অপ্রচলিত।

১০. ত্রিজটা নামক রাক্ষসী স্বপ্নে দেখেছে সীতা চন্দ্র সহ সূর্যকে স্পর্শ করছে। টীকায় বলা হয়েছে—এই জাতীয় স্বপ্ন সাম্রাজ্যলক্ষণ। সূর্য ও চন্দ্র এখানে রামলক্ষ্মণকে বোঝাচ্ছে।

১১. মঘা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র।

১২. বনিকা—বন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ। অর্থ—প্রমদবন।

নবম সর্গ

১. ইন্দ্রজিৎসূঃ—ইন্দ্রজিতের পিতা, রাবণ।

২. প্রাস, গদা ও মুদ্গর একালের যুদ্ধাস্ত্র নয়। প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্র, (কোঁচ জাতীয়)।

৩. রাবণের মন্ত্রিগণ নিজের নিজের পুত্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন যুদ্ধে। কিন্তু আয়োজন যা করলেন তা যুদ্ধের উপযোগী নয়।
'প্রমেদিতা' শব্দটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। অর্থ—প্রস্নিগ্ধাগাত্রা। প্রসাধনের ফলেই তা সম্ভব।
৪. ফান্ট—কষায় বিশেষ; হাতের অস্ত্রগুলি তারা এর দ্বারাই অনুরঞ্জিত করত।
৫. অন্ধকারের মতো কুৎসিত রাক্ষসেরা।
এর আগের শ্লোকে আছে রক্ষস্পাশা—কুৎসিত রাক্ষস। সুতরাং অন্ধকারতুল্য বলা যেতে পারে।
৬. দুষ্কৃত বহিষ্কৃত অথবা বহিষ্কৃতদুষ্কৃত—যার পাপ দূরীভূত। অর্থাৎ নিষ্পাপ। এখানে অর্থ—পলায়ন পাপরহিত।
৭. একা হলেও হনুমান অসামান্য প্রভাবে অসংখ্য জনের মতো প্রতিভাত।
৮. শক্র শত্রু—ইন্দ্রজিৎ; শক্র—ইন্দ্র। বৈয়াকরণ কবি কি দু'টি শব্দ পাশাপাশি রেখেছেন—বানানটি ঠিক করে নেবার জন্য? নিলে ক্ষতি নেই।
৯. ইন্দ্রদ্বেষী—মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ, পৃতনাষাড়্—পৃতনাং (সেনাং) সহতে ইতি—ইন্দ্র; প্রাভঞ্জনি—প্রভঞ্জনের পুত্র—হনুমান।
১০. ব্রহ্মপাশ—ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মতেজোময় অস্ত্র।
১১. অগ্নিষ্টোম—অগ্নির স্তোম যাতে অর্থাৎ যাতে অগ্নির স্তব আছে; এক প্রকার যজ্ঞ। পাঁচদিনে এই যজ্ঞ সমাপ্য, বসন্তকাল এই যজ্ঞের সময়, স্বর্গলাভ এর হবি; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি এর দেবতা।
১২. জ্যোতিষ্টোম—জ্যোতি স্তোম যার; একপ্রকার যজ্ঞ।
১৩. একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—৯২ সংখ্যক শ্লোক এবং ৯৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।
১৪. মূল শ্লোকে 'প্রয়াণ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। মল্লিনাথ বলেছেন—'প্রয়াণং দীর্ঘযাত্রা'; ভরত বলেছেন—প্রয়াণার্হং দীর্ঘপ্রস্থানার্হম্। অর্থ—বধের যোগ্য।
১৫. সংস্কৃত কবিগণ সুন্দর মুখের সঙ্গেই পদ্মের উপমা দিয়ে থাকেন। ক্রোধের বশে রাবণের মুখ কাঁপছে, সেই মুখকে পদ্ম বলেছেন ভট্টিকবি। উপমা চিন্তনীয়।
১৬. মারীচ পলায়ন করতে গিয়েও রামের শরে মৃত্যুবরণ করেছিল। ভরত বলেছেন—এতেন রামস্য ধন্বিশ্রেষ্ঠত্বম্ অস্তি এব ইতি সূচিতম্। কালিদাসের উক্তি স্মরণীয়—
'উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে'

(শকুন্তলা—২য় অঙ্ক)

—ধনুর্ধরদের সেইখানেই উৎকর্ষ যেখানে তাদের তীর চলমান বস্তুকেও বিদ্ধ করতে পারে।
১৭. অন্য কার্যে অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দনায় রত ছিলেন বালী। সেই অবস্থাতেই তাঁর বাহু পীড়িত হয়ে রাবণ মূর্ছিত হয়েছিলেন। হয়তো মূর্ছার জন্যই বালীর শক্তির পরিচয় তিনি মনে করতে পারছেন না। রাবণের প্রতি হনুমানের এই উক্তির কৌতুকরস উপভোগ্য।

দশম সর্গ

১. তরুমৃগ, লতামৃগ, শাখামৃগ—অর্থ বানর। এখানে হনুমান উদ্দিষ্ট।
২. সর্ব যমকের উদাহরণ। শ্লোকের চারটি পঙ্‌ক্তি একই; কিন্তু অর্থ পৃথক। অনুবাদে সেই অর্থ দেওয়া হয়েছে। অলঙ্কারবাদের যুগে এই ধরনের কৃত্রিম কসরতও পাঠকগণ উপভোগ করতেন।
৩. বিদ্রুম=বানররাজা (তরুমৃগ=বানর)।
৪. তরুমৃগপতি=বানররাজ (তরুমৃগ=বানর)।

একাদশ সর্গ

১ কামী যদি প্রিয়ার কাছে এসে সুখী হতে চায় তবে তার ছলের অভাব হয় না। শ্লোকে আছে 'ব্যাজেন'; ভরত টীকায় বলেছেন 'রোগাদিচ্ছলেন'। অর্থাৎ এই ধরনের কথা কামী স্বচ্ছন্দে বলতে পারে—'মাথাটা বড় ধরেছে, আজ আর যাব না।'
২. সম্ভোগকালে রাগান্ধতার ফলে কান্ত ও কান্তার দেহে দন্তক্ষত হয়েছে—সেকথা তাদের মনে নেই। প্রভাতে সেই ক্ষত চিহ্ন দেখে দু'জনের মনেই পরস্পরের সম্পর্কে আশঙ্কা জেগে উঠল—অন্য কেউ করেনি তো ?
৩. আগের শ্লোকটির সঙ্গে এই শ্লোকটি মিলিয়ে পড়তে হবে। ভ্রমর এখানে নাট্যাচার্য—তিনি নৃত্যকারিণীকে শেখাত—নয়নচাঞ্চল্য, করম্পন, বিভিন্ন অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গী। এই ভ্রমরও অঙ্গনার চোখে বসছে, হাতে বসছে, স্তনে বসছে—সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনার অঙ্গভঙ্গীও চলেছে আত্মরক্ষার জন্য। ভ্রমর যেন অঙ্গনাকে নৃত্য শেখাচ্ছেন। এ নৃত্য অনিয়ন্ত্রিত হলেও কল্পনাটি সুন্দর।

দ্বাদশ সর্গ

১. বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ প্রভৃতির জননী কৈকসী, পিতা বিশ্রবাঃ মাতামহ সুমালী; কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণাদির জননী নিকষা, পিতা বিশ্বশ্রবা, মাতামহ মাল্যবান্।
২. 'সংবাধকম্' অর্থ সঙ্কোচকারক; আগেই যারা এসে বসেছিলেন, বিভীষণের আসন তাদের আসনের বাধা সৃষ্টি করল।
৩. ষড়্‌বর্গ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন—এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ছয় রিপু—'ষড়্‌বর্গ' বললে এই দুই-ই বোঝাতে পারে। এখানে শ্লোকেই বলা হয়েছে 'কামাদিষড়্‌বর্গ-জিতাধিপেন'।
৪. শ্ববরাহং কলহম্—কুকুর-শূকরের বিবাদ। কোন চণ্ডাল হয়তো নিজে বরাহবধে অক্ষম—সে কুকুর ছেড়ে দিয়ে বরাহের সঙ্গে কলহ বাধিয়ে দেয়—যে-ই হত হোক, তার কোনো ক্ষতি নেই কারণ কুকুর বা শূকর দুই-ই তার খাদ্য।
৫ বিভীষণের উক্তি। রাবণকে তিনি বলছেন—তোমাকে জয় করেছেন বালী; সেই বালীকে একটি শরে বধ করেছেন রাম। সুতরাং রামের সঙ্গে বিরোধ

করতে যেয়ো না। বিভীষণ রসিক—বালীর বর্ণনায় বলেছেন—'সুগ্রুত্তমন্তে'; তোমার বিশিষ্ট বন্ধু বালী।

৬. কামাদি ছয় রিপু। ৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৭. দণ্ড বল—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি (চতুরঙ্গ বল—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি)।

৮. পার্ষ্ণি গ্রহণ—পার্ষ্ণি—পৃষ্ঠদেশ; পার্ষ্ণি গ্রহণ—সৈন্য পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ।

৯. নমুচি—এক দানবের নাম। নমুচি দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত কশ্যপপুত্র। নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে সূর্যরশ্মিতে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ক'রে এই নিয়ম করেন যে তিনি তাকে রাত্রিতে বা দিনে, শুষ্ক বা আর্দ্র দ্রব্য বধ করবেন না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় জলের ফেনে ইন্দ্র নমুচির মস্তক ছিন্ন করেন।

১০. পুলস্ত্যনপ্তা—পুলস্ত্যপৌত্র (নপ্তা = পৌত্র)। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাঃ, তার পুত্র বিভীষণ, রাবণ প্রভৃতি; এখানে বিভীষণ উদ্দিষ্ট।

ত্রয়োদশ সর্গ

১. শ্লোকের বর্ণনায় বোঝা যায় রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে পত্রশয্যায় রাত কাটিয়েছেন —উদ্দেশ্য, সেতুবন্ধন।

২. রাবণ মহাদেবের তুষ্টির জন্য নিজের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন—তুষ্ট মহাদেবের বরে মস্তক ফিরে পেয়েছিলেন। সমুদ্রের বক্তব্য, রামের শর পুনর্জাত রাবণের শির আবার ছিন্ন করুক।

৩. নল—বিশ্বকর্মার পুত্র বানর শিল্পী।

৪. নীল—সুগ্রীবের সেনাপতি।

৫ পণব—পাখোয়াজজাতীয় বাদ্য।

৬. গুঞ্জা—ঢাক।

৭. পেল—বাদ্য বিশেষ (চতুর্দশ সর্গে ৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে 'পের') সপ্তদশ সর্গে সপ্তম শ্লোকেও এই বাদ্যের উল্লেখ আছে।

৮. ঝল্লরী—ঝর্ঝরবাদ্য (ধ্বনাত্মক)।

৯. মহাপট্টিশ—বিশাল লৌহদণ্ডনির্মিত দ্বিমুখী অস্ত্র।

চতুর্দশ সর্গ

১ ত্রয়োদশ সর্গের ৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২. এইগুলি সবই অশুভ চিহ্ন। ভট্টিকাব্যের বহু স্থলেই এই সব সংস্কারবদ্ধ লক্ষণের উল্লেখ আছে।

৩ অশুভ লক্ষণ—২০, ২৬, ৭৬, ৮৩ ও ৯৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪ রাক্ষসেরা মস্তকহীন, তাদের মস্তক রক্তের নদীতে ভাসছে। কবি বলছেন—যেন কতকগুলি 'পদ্ম' ভাসছে। রাক্ষসের মুখ সম্পর্কে কবির কি কল্পনা তা জানা যায় না।

৫. ত্রিজটা—রাবণ ভগিনী এবং সীতার পক্ষপাতিনী।

৬. নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য রামচন্দ্র 'গরুড়'কে স্মরণ করেছেন। তিনি

রামের কাছে এলেন ; 'আমি গরুড়'—এই কথা বলেই চলে গেলেন। রামের প্রয়োজন সিদ্ধ হলো বটে, কাব্যের প্রয়োজন মিটল না।

৭ ধূম্রাক্ষ মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রা করতে গিয়ে নিজেই হঠাৎ হাঁচি দিয়ে ফেলেছেন। অশুভ লক্ষণ নিশ্চয়ই! আরও অনেক অশুভ লক্ষণ তিনি পেলেন ও শুনলেন—মাথার উপরে শকুনি, কাকের চীৎকার, আকাশ থেকে রক্তবর্ষণ—তবু ফিরলেন না।

পঞ্চদশ সর্গ

১ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুম্ভকর্ণ সর্বদা সমস্ত জীবকে ভক্ষণ করত। দেবতারা বিপন্ন বোধ করে ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা তার ছয়মাস ক্রমাগত নিদ্রার বিধান দেন। নিদ্রান্তে একদিন মাত্র ভোজন করে আবার সে নিদ্রিত হবে। কেউ অকালে নিদ্রাভঙ্গ করালে তার মৃত্যু হবে ব্রহ্মা এ নির্দেশ দেন। লঙ্কা বীর শূন্য হলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হয়।

২ কথাটায় ব্যঙ্গ নেই, আছে বেদনাবোধ। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাই হয়েছে আশীর্বাদ কারণ লংকার দুর্দৈবরূপ অভিশাপের জ্বালা তাকে অনুভব করতে হয় নি।

৩ পর্বতের আগে পাখা ছিল। তারা ইচ্ছেমতো যেখানে-সেখানে উড়ে বেড়াত। ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষচ্ছেদন করেন।

৪. সাতটি কুলপর্বতের নাম : মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র। কেউ কেউ বলেন হিমালয়েরও কুলপর্বতসংজ্ঞা আছে। সেক্ষেত্রে কুলপর্বত আটটি ধরতে হবে।

৬. রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। ভ্রাতা দূষণের সহযোগিতায় রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর হাতে নিহত হয়।

৭. 'সুন্দ' নামক অসুরের ঔরসে তাড়কারাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়া রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র কর্তৃক যজ্ঞরক্ষার্থ নীত হইয়া ইহাকে তথা হইতে দূরীভূত করেন।
অতঃপর রাম বনগমন করিলে একদা মারীচ পূর্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে যায়। কিন্তু রামের শরে অতিকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে এবং সমুদ্রতীরে তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করে। পরন্তু সীতা-গ্রহণাভিলাষী রক্ষোরাজ রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্বক সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়।'

(সরল বাঙ্গালা অভিধান : সুবলচন্দ্র মিত্র)

অঙ্গদ—বালী-পত্নী তারার গর্ভে এঁর জন্ম। রাম বালিবধ করলে অঙ্গদ পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রয়ে থেকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে বানরসেনার প্রধান অধিনায়ক হয়ে রামের পক্ষ নিয়ে লঙ্কাযুদ্ধে একজন প্রধান যোদ্ধারূপে পরিগণিত হন।

৮ ওষধির এমন আশ্চর্য গুণের কথায় অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু তা উপেক্ষণীয় নয়, আধুনিক বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর থেকে পাওয়া।

ষোড়শ সর্গ

১. অতিকায় তার অমিতপ্রভাবে প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। প্রয়োজন হলে অকালেও বিশেষ কোন ঋতুর আবির্ভাব ঘটাতে পারত। চাঁদেরও কলাসার হতো না, সর্বদা পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত ছিল তার প্রভাবে।

২. স্বর্গজয় করতে গিয়ে রাবণ দেবতাদের কাছে পরাজিত হলে মেঘনাদ মায়াবলে কপটযুদ্ধে তাঁদের পরাজিত করে ইন্দ্রকে বন্দী করেন। এই জন্যেই মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ। তারপর ব্রহ্মা লঙ্কায় এসে ইন্দ্রজিৎকে বর দিয়ে ইন্দ্রকে মুক্ত করেন।

সপ্তদশ সর্গ

১. শাবলজাতীয় লোহার যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। তোমর দু-রকম,—এক-রকম তোমরের দণ্ডটা কাঠের, আর-এক-রকমের তোমর দণ্ডহীন।

২. পুলস্ত ঋষিবিশেষ। পুলস্তের পুত্র কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ।

৩. খেয়ে আঁচানোর পর হাত শুকোতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ও তুমি অপেক্ষা করলে না।

৪. যারা নিজেরা অগ্নিতে আহুতি দেয়, ব্রাহ্মণকে যারা প্রসন্ন করে, যারা স্বস্তিবাচন পাঠ করে, তারা ব্রাহ্মণের যজ্ঞ পণ্ড করতে ওস্তাদ, এসব বর্ণনা পড়ে তা ভাবা কঠিন। ভট্টিকাব্যের বহু বর্ণনাতেই রাক্ষসদের অশিষ্ট বলে মনে করা যাবে না। কেউ কেউ তাদের মধ্যে শাস্ত্রবেত্তাও আছে।

অষ্টাদশ সর্গ

১. সম্পদ গুণলুব্ধ, গুণীকে সে খুঁজে বেড়ায়, গুণহীনকে সে ত্যাগ করে বা অতিক্রম করে অর্থাৎ দেখেও দেখে না। যে নীতিভ্রষ্ট সম্পদ তাকে এড়িয়েই চলবে।

২. ষোড়শ সর্গ ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. লক্ষ্মী বিষ্ণুর কাছে অচলা হয়ে না থেকে রাবণের রাজ্যে বাস করতেন। এবারে রাবণের মৃত্যুতে তার রাজ্য লক্ষ্মীভ্রষ্ট হলো। বিষ্ণু এবারে লক্ষ্মীকে একান্ত ক'রে পাবেন।

৪. তৃষ্ণা কৃতঘ্ন, কারণ প্রিয়তমের মৃত্যুর পরও স্বজন অব্যবহিত পরমুহূর্তেই কর্তব্যকর্ম বা জীবনযাত্রার সাধারণ কর্মে নিরত হয়। জীবনকে ভোগ করবার বাসনা থেকেই এমন হয়।

ঊনবিংশ সর্গ

১, অন্ত্যেষ্টি-সংকারের বিধি থেকে রাক্ষসদের উচ্চ সংস্কৃতিরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ সর্গের ৫-সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২. বৃহস্পতি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইনি দেবতাদের গুরু ও মন্ত্রী। এঁর মন্ত্রণায় দেবতারা অনেক সময় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পান।

৩. শিবের বরে সমরে অজেয়ত্ব লাভ ক'রে বৃত্রাসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে দেবতাদের পরাজিত ক'রে স্বর্গে অসুররাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দ্রপ্রমুখ

দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন, দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করতে পারলে সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর বিনষ্ট হবে। ইন্দ্র দধীচির কাছে অস্থি প্রার্থনা করলে দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। বিশ্বকর্মা সেই অস্থিতে বজ্র তৈরি করে দিলে ইন্দ্র সেই অস্ত্রপ্রয়োগে বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করল।

৪. এ উপদেশ রামের মুখেই মানায়, কারণ প্রজাপ্রেমেই তিনি জীবনসর্বস্বকে ত্যাগ করেছিলেন।

বিংশ সর্গ

১. কাব্যে অশোকবনকে অশোকবনিকা বা প্রমদাবন রূপেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. ১১ এবং ১২-সংখ্যক শ্লোকে হনুমান সীতাকে যে কর্তব্যসূচী দিয়েছেন তাতে সামান্য ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটেছে। অনুবাদে ঠিক ক'রে দেওয়া আছে।

৩. পঞ্চগব্য—গো থেকে প্রাপ্ত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র।

৪. অশোকবনে বন্দিনী সীতা অনেক আশা নিয়ে এসেছেন, রাম বললেন, 'তোমাকে গ্রহণ করব না, এই আমার ইচ্ছে, তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো।' শুধু নিষ্ঠুরতার কথা বলি না – এ কথা কোনো দিক দিয়েই রামোচিত নয়। বাল্মীকি রামায়ণে থাকলেও অনুকরণযোগ্য নয়—ভট্ট তো অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা নিয়েছেন ; কবিরা নিতে পারেন—নিয়েও থাকেন।

৫. এই পরামর্শের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি ত্যাগ করলেন এইটুকুই তিনি বলার অধিকারী ; সীতা বিভীষণকে গ্রহণ করবেন কি সুগ্রীবকে গ্রহণ করবেন এই উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে রামচরিত্র লঘু হয়েছে।

৬. সংস্কৃত শ্লোকে 'সম্যঞ্চঃ' কথাটি আছে, টীকায় অর্থ দেওয়া আছে—'সমবর্তিনঃ'। উপস্থিত দেবগণকে সম্বোধন করেই সীতা বলেছেন।

একবিংশ সর্গ

১. সীতার অগ্নিপ্রবেশদৃশ্যে অগ্নিদেবতার ভাষণ দীর্ঘ মনে হতে পারে। তাঁর মুখে শুধু এইটুকু নির্দেশই যথেষ্ট—সীতা শুদ্ধা, তাকে গ্রহণ করো।

২. ব্রহ্মার সংক্ষিপ্ত ভাষণে একটি মন্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তিনি রামচন্দ্রকে বলছেন—'তুমি যদি সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ না করাতে তবে আমাদের মনেও শঙ্কা থেকে যেত, সুতরাং তুমি ঠিক কাজই করেছ।' অগ্নিশুদ্ধি প্রাকৃতজনের কাছে প্রয়োজনীয়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও জানেন না সীতা কলুষিতা কিনা ?

৩. শিবের উক্তির পরেও রামচন্দ্র নীরব। সীতার শোধন বা গ্রহণ সম্পর্কে কোনো কথাই তিনি বলেন নি। পাঠকের কাছে মনে হতে পারে—কিছু বলার প্রয়োজন ছিল।

দ্বাবিংশ সর্গ

১. মাতৃগণ—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই তিন মাতাই এখানে উদ্দিষ্ট।

২. অযোধ্যায় ফিরে যাবার পথে সীতার প্রতি রামের উক্তি কাব্যাংশে সুন্দর। এখানে পাঠকের নিশ্চয়ই কালিদাস-কৃত রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের কথা মনে পড়বে। অবশ্য দুয়ের মধ্যে তুলনা হয় না।

ভট্টিকাব্যম্

প্রথমঃ সর্গঃ

অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ ।
গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্‌ ॥১॥

সোঽধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানযষ্ট পিতৄনতাপ্সীৎ সমমংস্ত বন্ধূন্‌ ।
ব্যজেষ্ট ষড়্‌বর্গমরংস্ত নীতৌ সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ ॥২॥

বসূনি তোয়ং ঘনবদ্‌ ব্যকারীৎ সহাসনং গোত্রভিদাধ্যবাৎসীৎ ।
ন ত্র্যম্বকাদন্যমুপাস্থিতাসৌ যশাংসি সর্বেষুভৃতাং নিরাস্থৎ ॥৩॥

পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ সন্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ ।
জজ্বাল লোকস্থিতয়ে স রাজা যথাধ্বরে বহ্নিরভিপ্রণীতঃ ॥৪॥

স পুণ্যকীর্তিঃ শতমন্যুকল্পো মহেন্দ্রলোকপ্রতিমাং সমৃদ্ধ্যা ।
অধ্যাস্ত সর্বর্তুসুখামযোধ্যামধ্যাসিতাং ব্রহ্মভিরিদ্ধবোধৈঃ ॥৫॥

নির্মাণদক্ষস্য সমীহিতেষু সীমেব পদ্মাসনকৌশলস্য ।
ঊর্ধ্বস্ফুরদ্রত্নগভস্তিভির্যা স্থিতাবহস্যেব পুরং মঘোনঃ ॥৬॥

সদ্রত্নমুক্তাফলবজ্রভাঞ্জি বিচিত্রধাতূনি সকাননানি ।
স্ত্রীভির্যুতান্যপ্সরসামিবৌঘৈর্মেরোঃ শিরাংসীব গৃহাণি যস্যাম্‌ ॥৭॥

অন্তর্নিবিষ্টোজ্জ্বলরত্নভাসো গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতন্ত্যঃ ।
হিমাদ্রিটঙ্কাদিব ভান্তি যস্যাং গঙ্গাম্বুপাতপ্রতিমা গৃহেভ্যঃ ॥৮॥

ধর্ম্যাসু কামার্থযশস্করীষু মতাসু লোকেঽধিগতাসু কালে ।
বিদ্যাসু বিদ্বানিব সোঽভিরেমে পত্নীষু রাজা তিসৃষূত্তমাসু ॥৯॥

পুত্রীয়তা তেন বরাঙ্গনাভিরানায়ি বিদ্বান্‌ ক্রতুষু ক্রিয়াবান্‌ ।
বিপক্তিমজ্ঞানগতির্মনস্বী মান্যো মুনিঃ স্বাং পুরমৃষ্যশৃঙ্গঃ ॥১০॥

ঐহিষ্ট তং কারয়িতুং কৃতাত্মা ক্রতুং নৃপঃ পুত্রফলং মুনীন্দ্রম্‌ ।
জ্ঞাতাশয়স্তস্য ততো ব্যতানীৎ স কর্মঠঃ কর্ম সুতানুবন্ধম্‌ ॥১১॥

রক্ষাংসি বেদীং পরিতো নিরাস্থদঙ্গান্যযাক্ষীদভিতঃ প্রধানম্‌ ।
শেষাণ্যহৌষীৎ সুতসম্পদে চ বরং বরেণ্যো নৃপতেরমার্গীৎ ॥১২॥

নিষ্ঠাং গতে দত্রিম-সভ্যতোষে বিহিত্রিমে কর্মণি রাজপত্ন্যঃ ।
প্রাশুর্হুতোচ্ছিষ্টমুদারবংশ্যাস্তিস্রঃ প্রসোতুং চতুরঃ সুপুত্রান্‌ ॥১৩॥

কৌশল্যয়াসাবি সুখেন রামঃ প্রাক্‌ কৈকেয়ীতো ভরতস্ততোঽভূৎ ।
প্রাসোষ্ট শত্রুঘ্নমুদারচেষ্টমেকা সুমিত্রা সহ লক্ষ্মণেন ॥১৪॥

আচীদ্‌ দ্বিজাতীন্‌ পরমার্থবিন্দানুদেজয়ান্‌ ভূতগণান্‌ ন্যষেধীৎ ।
বিদ্বানুপানেষ্ট চ তান্‌ স্বকালে যতির্বশিষ্ঠো যমিনাং বরিষ্ঠঃ ॥১৫॥

বেদোঽঙ্গবাংশ্চৈরখিলোঽধ্যগায়ি শস্ত্রাণ্যুপাবংসত জিত্বরাণি।
তে ভিন্নবৃত্তীন্যপি মানসানি সমং জনানাং গুণিনোঽধ্যবাংসুঃ ॥১৬॥

ততোঽভ্যগাদ্ গাধিসুতঃ ক্ষিতীন্দ্রং রক্ষোভিরভ্যাহতকর্মবৃত্তিঃ।
রামং বরীতুং পরিরক্ষণার্থং রাজার্জিহৎ তং মধুপর্কপাণিঃ ॥১৭॥

ঐষীঃ পুনর্জন্মজয়ায় যৎ ত্বং রূপাদিবোধান্ন্যবৃতচ্চ যৎ তে।
তত্রান্যবৃন্ধাঃ প্রতনূনি যেন ধ্যানং নৃপস্তচ্ছিবমিত্যবাদীৎ ॥১৮॥

আধ্যন্মুনিস্তস্য শিবং সমাধের্বিঘ্নন্তি রক্ষাংসি বনে ক্রতুংশ্চ।
তানি দ্বিষদ্বীর্যনিরাকরিষ্ণুস্তৃণেঢু রামঃ সহ লক্ষ্মণেন ॥১৯॥

স শুশ্রুবাংস্তদ্বচনং মুমোহ রাজাসহিষ্ণুঃ সুতবিপ্রযোগম্।
অহংযুনাথ ক্ষিতিপঃ শুভংযুরূচে বচস্তাপসকুঞ্জরেণ ॥২০॥

ময়া ত্বমাপ্থাঃ শরণং ভয়েষু বয়ং ত্বয়াপ্যাপ্স্মহি ধর্মবৃদ্ধ্যৈ।
ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং শঙ্কাং কৃথা মা প্রহিণু স্বসূনুম্ ॥২১॥

ঘানিষ্যতে তেন মহান্ বিপক্ষঃ স্থায়িষ্যতে তেন রণে পুরস্তাৎ।
মা মাং মহাত্মন্ পরিভূরযোগ্যো ন মদ্বিধো ন্যস্যতি ভারমগ্র্যম্ ॥২২॥

ক্রুধ্যন্ কুলং ধক্ষ্যতি বিপ্রবহ্নির্যাস্যন্ সুতস্তপস্যতি মাং সমন্যুম্।
ইত্থং নৃপঃ পূর্বমবালুলোচে ততোঽনুজজ্ঞে গমনং সুতস্য ॥২৩॥

আশীর্ভিরভ্যর্চ্য ততঃ ক্ষিতীন্দ্রং প্রীতঃ প্রতস্থে মুনিরাশ্রমায়।
তং পৃষ্ঠতঃ প্রষ্ঠমিয়ায় নম্রো হিংস্রেষু দীপ্রাস্ত্রধরঃ কুমারঃ ॥২৪॥

প্রয়াস্যতঃ পুণ্যবনায় জিষ্ণো রামস্য রোচিষ্ণুমুখস্য ধৃষ্ণুঃ।
বৈমাত্রুরঃ কৃৎস্নজিতাস্ত্রশস্ত্রঃ সধ্রাঙ্ রতঃ শ্রেয়সি লক্ষ্মণোঽভূৎ ॥২৫॥

ইষুমতি রঘুসিংহে দন্দশূকান্ জিঘাংসৌ
ধনুররিভিরসহ্যং মুষ্টিপীড়ং দধানে।
ব্রজতি পুরতরুণ্যো বদ্ধচিত্রাঙ্গুলিত্রে
কথমপি গুরুশোকান্ মা রুদন্ মাঙ্গলিক্যঃ ॥২৬॥

অথ জগদুরনীচৈরাশিষস্তস্য বিপ্রাঃ তুমুলকলনিনাদং তূর্যমাজঘ্নুরন্যে।
অভিমতফলশংসী চারু পুস্ফোর বাহুস্তরুষু চুকুবুরুচ্চৈঃ পক্ষিণশ্চানুকূলাঃ ॥২৭॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'রামসম্ভবো' নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ।
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাচ্ছ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥১॥

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈর্জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি।
সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজুস্তাম্রোৎপলান্যাকুলষট্পদানি ॥২॥

বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যোপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ ॥৩॥

নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ পত্রান্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ॥৪॥

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ ॥৫॥

প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাসভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্ ॥৬॥

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ ॥৭॥

গিরের্নিতম্বে মরুতা বিভিন্নং তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্।
সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়মাদধানং শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীম্ ॥৮॥

গর্জন্ হরিঃ সাম্ভসি শৈলকুঞ্জে প্রতিধ্বনীনাত্মকৃতান্ নিশম্য।
ক্রমং ববন্ধ ক্রমিতুং সকোপঃ প্রতর্কয়ন্নন্যমৃগেন্দ্রনাদান্ ॥৯॥

অদৃক্ষতাম্ভাংসি নবোৎপলানি রুতানি চাশ্রোষত ষট্পদানাম্।
আঘ্রায়িবান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধস্তেনারবিন্দব্যতিষঙ্গবাংশ্চ ॥১০॥

লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্ণাৎ স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ।
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥ ১১ ॥

তিগ্মাংশুরশ্মিচ্ছুরিতান্যদূরাৎ প্রাঞ্চি প্রভাতে সলিলান্যপশ্যৎ।
গভস্তিধারাভিরিব দ্রুতানি তেজাংসি ভানোর্ভুবি সম্ভৃতানি ॥ ১২ ॥

দিগ্ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ।
ঋজ্বায়তাঃ শস্যাবিশেষপঙ্‌ক্তীস্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ ॥ ১৩ ॥

বিয়োগদুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ কালে নৃপাংশং বিহিতং দদদ্ভিঃ।
আহার্যশোভারহিতৈরমায়ৈরৈক্ষিষ্ট পুম্ভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্ ॥ ১৪ ॥

স্ত্রীভূষণং চেষ্টিতমপ্রগল্ভং চারূণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি।
ঋজূংশ্চ বিশ্বাসকৃতঃ স্বভাবান্ গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥ ১৫ ॥

বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং সমুদ্বহচ্চারুনিতম্বরম্যম্।
আমন্দ্রমন্থধ্বনিদত্ততালং গোপাঙ্গনানৃত্যমনন্দয়ত্তম্ ॥ ১৬ ॥

বিচিত্রমুচ্চৈঃ প্লবমানমারাৎ কুতূহলং ত্রস্নু ততান তস্য।
মেঘাত্যয়োপাত্তবনোপশোভং কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্ ॥ ১৭ ॥

সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু।
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ ॥ ১৮ ॥

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥ ১৯ ॥

তং যাযজূকাঃ সহ ভিক্ষুমুখ্যৈস্তপঃকৃশাঃ শান্ত্যুদকুম্ভহস্তাঃ।
যায়াবরাঃ পুষ্পফলেন চান্যে প্রানর্চুরর্চ্যং জগদর্চনীয়ম্ ॥ ২০ ॥

বিদ্যামথৈনং বিজয়াং জয়াঞ্চ রক্ষোগণং ক্ষিপ্নুমবিক্ষতাত্মা।
অধ্যাপিপদ্ গাধিসুতো যথাবন্নিঘাতয়িষ্যন্ যুধি যাতুধানান্ ॥ ২১ ॥

আয়োধনে স্থায়ুকমস্ত্রজাতমমোঘমভ্যর্ণমহাহবায়।
দদৌ বধায় ক্ষণদাচরাণাং তস্মৈ মুনিঃ শ্রেয়সি জাগরূকঃ ॥২২॥

তং বিপ্রদর্শং কৃতঘাতযত্না যান্তং বনে রাত্রিচরী ডুঢৌকে।
জিঘাংসুরেদং ধৃতভাসুরাস্ত্রস্তাং তাড়কাখ্যাং নিজঘান রামঃ ॥ ২৩ ॥

অথালুলোকে হুতধূমকেতুশিখাঞ্জনস্নিগ্ধসমুদ্ধশাখম্।
তপোবনং প্রাধ্যয়নাভিভূতসমুচ্চরচ্চারুপতত্রিশঙ্কম্ ॥ ২৪ ॥

ক্ষুদ্রান্ ন জক্ষুর্হরিণান্ মৃগেন্দ্রা বিশশ্বসে পক্ষিগণৈঃ সমস্তাৎ।
নংনম্যমানাঃ ফলদিৎসয়েব চকাশিরে তত্র লতা বিলোলাঃ ॥ ২৫ ॥

অপূপুজন্ বিষ্টরপাদ্যমাল্যৈরাতিথ্যনিষ্ণা বনবাসিমুখ্যাঃ।
প্রত্যগ্রহীষ্টাং মধুপর্কমিশ্রং তাবাসনাদি ক্ষিতিপালপুত্রৌ ॥ ২৬ ॥

দৈত্যাভিভূতস্য যুবামবোঢ়ং মগ্নস্য দোর্ভির্ভুবনস্য ভারম্।
হবীংষি সম্প্রত্যপি রক্ষতং তৌ তপোধনৈরিত্থমভাষিষাতাম্ ॥ ২৭ ॥

তান্ প্রত্যবাদীদথ রাঘবোঽপি যথেপ্সিতং প্রস্তুতকর্ম ধর্ম্যম্।
তপোমরুদ্ভির্ভবতাং শরাগ্নিঃ সন্ধুক্ষ্যতাং নোঽরি-সমিন্ধনেষু ॥ ২৮ ॥

প্রতুষ্টুবুঃ কর্ম ততঃ প্রক্লৃপ্তৈস্তস্তে যজ্ঞিয়ৈর্দ্রব্যগণৈর্যথাবৎ।
দীক্ষণ্যাদিষ্টং কৃতমার্ত্বিজীনৈস্তদ্ যাতুধানৈশ্চিচিতে প্রসর্পৎ ॥ ২৯ ॥

আপিঙ্গরুক্ষোর্ধ্বশিরস্য বালৈঃ শিরালজঙ্ঘৈর্গিরিকূটদঘ্নৈঃ।
ততঃ কপাটৈঃ পৃথুপিঙ্গলাক্ষৈঃ খং প্রাবৃষেণ্যৈরিব চানশেঽব্দৈঃ ॥ ৩০ ॥

অধিজ্যচাপঃ স্থিরবাহুমুষ্টিরুদঞ্চিতাক্ষোঽঞ্চিতদক্ষিণোরুঃ।
তান্ লক্ষ্মণঃ সন্নতবামজঙ্ঘো জঘান শুদ্ধেষুরমন্দকর্ষী ॥ ৩১ ॥

গাধেয়দিষ্টং বিরসং রসন্তং রামোঽপি মায়াচণমস্ত্রচুঞ্চুঃ।
স্থাস্নুং রণে স্মেরমুখো জগাদ মারীচমুচ্চৈর্বচনং মহার্থম্ ॥ ৩২ ॥

আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈর্নরাণাং ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।
শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ? ॥ ৩৩ ॥

অস্মো দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহস্মঃ কুর্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসম্।
ধর্মো হ্যয়ং দাশরথে! নিজো নো নৈবাধ্যকারিষ্মহি বেদবৃত্তে ॥ ৩৪ ॥

ধর্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়মন্যো ব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্মঃ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন রাজন্যবৃত্তির্ধৃতকার্মুকেষুঃ ॥ ৩৫ ॥

ইত্থং প্রবাদং যুধি সম্প্রহারং প্রচক্রতুঃ রামনিশাবিহারৌ।
তূণায় মত্বা রঘুনন্দনোঽথ বাণেন রক্ষঃ প্রধনান্নিরাস্থৎ ॥ ৩৬ ॥

জম্ভুঃ প্রসাদং দ্বিজমানসানি দ্যৌর্বর্ষুকা পুষ্পচয়ং বভূব।
নির্ব্যাজমিজ্যা বব়ৃতে বচশ্চ ভূয়ো বভাষে মুনিনা কুমারঃ॥ ৩৭॥

মহীয্যমানা ভবতাতিমাত্রং সুরাধ্বরে ঘস্মরজিষ্ণরেণ।
দিবোঽপি বজ্রায়ুধভূষণায়া হ্নণীয়তে বীরবতী ন ভূমিঃ॥ ৩৮॥

বলির্বন্ধে জলধির্মমন্থে জহ্রেঽমৃতং দৈত্যকুলং বিজিগ্যে।
কল্পান্তদুঃস্থা বসুধা তথোহে যেনৈষ ভারোঽতিগুরুর্ন তস্য॥ ৩৯॥

ইতি ব্রুবাণো মধুরং হিতঞ্চ অমাপিহন্‌মৈথিলযজ্ঞভূমিম্।
রামং মুনিঃ প্রীতমনা মখাপ্তে যশাংসি রাজ্ঞাং নিজিঘৃক্ষয়িষ্যন্॥ ৪০॥

ইতঃ স্ম মিত্রাবরুণৌ কিমেতৌ কিমশ্বিনৌ সোমরসং পিপাসূ।
জনং সমস্তং জনকাশ্রমস্থং রূপেণ তাবৌজিহতাং নৃসিংহৌ॥ ৪১॥

অজিগ্রহত্তং জনকো ধনুস্তং যেনার্দিদং দৈত্যপুরং পিনাকী।
জিজ্ঞাসমানো বলমস্য বাহ্বোর্হসন্নভাঙ্ক্ষীদ্ রঘুনন্দনস্তৎ॥ ৪২॥

ততো নরেন্দ্রান্ পথিকান্ গিরিজ্ঞানাহ্বায়কান্ ভূমিপতেরযোধ্যাম্।
দিৎসুঃ সুতাং যোধহরৈস্তুরঙ্গৈর্ব্যসর্জয়ন্মৈথিলমর্ত্যমুখ্যাঃ॥ ৪৩॥

ক্ষিপ্রং ততোঽধ্বন্যতুরঙ্গযায়ী যবিষ্ঠবদ্ বৃদ্ধতমোঽপি রাজা।
আখ্যায়কেভ্যঃ শ্রুতসূনুবৃত্তিরগ্লানযানো মিথিলামগচ্ছৎ॥ ৪৪॥

বৃন্দিষ্ঠমাচীদ্ বসুধাধিপানাং তং প্রেষ্ঠমেতং গুরুবদ্ গরিষ্ঠম্।
সদ্যুঙ্ মহান্তং সুকৃতাধিবাসং বংহিষ্ঠকীর্তির্যশসা বরিষ্ঠম্॥ ৪৫॥

ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তমধ্যাসয়ন্নাসনমেকমিন্দ্রঃ।
বিবেকদৃশ্বত্বমগাৎ সুরাণাং তং মৈথিলো বাক্যমিদং বভাষে॥ ৪৬॥

হিরণ্ময়ী সাললতেব জঙ্গমা চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।
শশাঙ্ককান্তেরধিদেবতাকৃতিঃ সুতা দদে তস্য সুতায় মৈথিলী॥ ৪৭॥

লব্ধাং ততো বিশ্বজনীনবৃত্তিস্তামাত্মনীনামুদবোঢ় রামঃ।
সদ্রত্নমুক্তাফলভর্মভূষাং সংবহয়ন্তীং রঘুবংশ্যলক্ষ্মীম্॥ ৪৮॥

সুপ্রাতমাসাদিতসম্পদং তদ্ বন্দারুভিঃ সংস্তুতমভ্যযোধ্যাম্।
অশ্বীয়রাজন্যকহাস্তিকাঢ্যমগাৎ সরাজং বলমধ্বনীনম্॥ ৪৯॥

বিশঙ্কটো বক্ষসি বাণপাণিঃ সম্পন্নতালদ্বয়সঃ পুরস্তাৎ।
ভীষ্মো ধনুষ্মানুপজাম্বরাত্রিরৈতি স্ম রামং পথি জামদগ্ন্যঃ॥ ৫০॥

উচ্চৈরসৌ রাঘবমাহ্বতেদং ধনুঃ সবাণং কুরু মাতিমাসীঃ।
পরাক্রমজ্ঞঃ প্রিয়সক্তিতন্তং নম্রঃ ক্ষিতীন্দ্রোঽনুনিনীষুরুচে॥ ৫১॥

অনেকশো নির্জিতরাজকস্ত্বং পিতৃনতাপর্সীনুর্পরন্তপোয়ৈঃ।
সংক্ষিপ্য সংরম্ভমসাম্বপক্ষং কাম্যার্ভকেঽস্মিংস্তব রাম! রামে? ॥ ৫২॥

অজীগণদ্দাশরথং ন বাক্যং যদা স দর্পেণ তদা কুমারঃ।
ধনুর্ব্যকাঙ্ক্ষীদ্ গুরুবাণগর্ভং লোকানলাবীদ্ বিজিতাংশ্চ তস্য॥ ৫৩॥

জিতে নৃপারৌ সুমনীভবন্তি শব্দায়মানান্যশনৈরশঙ্কম্ ।
বৃন্দস্য রাজ্ঞোঽনুমতে বলানি জগাহিরেঽনেকমুখানি মার্গান্ ॥ ৫৪ ॥
অথ পুরুজবযোগান্নেদয়ন্দূরসংস্থং দবয়দতিরয়েণ প্রাপ্তমুর্বীবিভাগম্ ।
ক্রমগহিতুমচেতস্নীরজীকারিতক্ষ্মাং বলমুপহিতশোভাং তূর্ণমায়াদযোধ্যাম্ ॥ ৫৫ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে সীতাপরিণয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

বধেন সংখ্যে পিশিতাশনানাং ক্ষত্রান্তকস্যাভিভবেন চৈব ।
আচ্যন্তবিষ্ণুর্যশসা কুমারঃ প্রিয়ন্তবিষ্ণু ন স যস্য নাসীৎ ॥ ১ ॥
ততঃ সুচেতীকৃতপৌরভৃত্যো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যে সুতমিত্যনীচৈঃ ।
আঘোষয়ন্ ভূমিপতিঃ সমস্তং ভূয়োঽপি লোকং সুমনীচকার ॥ ২ ॥
আদিক্ষদাদীপ্তকৃশানুকল্পং সিংহাসনং তস্য সপাদপীঠম্ ।
সন্তপ্তচামীকরবল্গুবজ্রং বিভাগবিন্যস্তমহার্ঘ রত্নম্ ॥ ৩ ॥
প্রাস্থাপয়ৎ পূগকৃতান্ স্বপোষং পুষ্টান্ প্রযত্নাদ্ দৃঢ়গাত্রবন্ধান্ ।
সভর্মকুম্ভান্ পুরুষান্ সমন্তাৎ পৎকাষিণস্তীর্থজলার্থমাশু ॥ ৪ ॥
উক্ষাংপ্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্ ধ্বজান্ ববন্ধুর্মুমুচুঃ খধূপান্ ।
দিশশ্চ পুষ্পৈশ্চকরুর্বিচিত্রৈরর্থেষু রাজ্ঞা নিপুণা নিযুক্তাঃ ॥ ৫ ॥
মাতামহাবাসমুপেয়িবাংসং মোহাদপৃষ্টা ভরতং তদানীম্ ।
তং কেকয়ী সোঢুমশক্নুবানা ববার রামস্য বনপ্রয়াণম্ ॥ ৬ ॥
কর্ণেজপৈরাহিত-রাজ্যলোভা স্ত্রৈণেন নীতা বিকৃতিং লঘিম্না ।
রামপ্রবাসে ব্যমৃশন্ন দোষং জনাপবাদং সনরেন্দ্রমৃত্যুম্ ॥ ৭ ॥
বসূনি দেশাংশ্চ নিবর্তয়িষ্যন্ রামং নৃপঃ সঙ্গিরমাণ এব ।
তয়াবজজ্ঞে ভরতাভিষেকো বিষাদশঙ্কুশ্চ মতৌ নিচখ্নে ॥ ৮ ॥
ততঃ প্রবিব্রাজয়িষুঃ কুমারমাদিক্ষদস্যাভিগমং বনায় ।
সৌমিত্রিসীতানুচরস্য রাজা সুমন্ত্রনেত্রেণ রথেন শোচন্ ॥ ৯ ॥
কেচিন্নিনিন্দুর্নৃপমপ্রশান্তং বিচুক্রুশুঃ কেচন সাস্রমুচ্চৈঃ ।
উচুস্তথান্যে ভরতস্য মায়াং ধিক্ কেকয়ীমিত্যপরো জগাদ ॥ ১০ ॥
গতো বনং শ্বো ভবিতেতি রামঃ শোকেন দেহে জনতাতিমাত্রম্ ।
ধীরাস্তু তত্র চ্যুতমন্যবোঽন্যে দধুঃ কুমারানুগমে মনাংসি ॥ ১১ ॥
প্রস্থাস্যমানাবুপসেদুষস্তৌ শোশূচ্যমানানিদমূচতুস্তান্ ।
কিং শোচতেহাভ্যুদয়ে বতাস্মান্ নিয়োগলাভেন পিতুঃ কৃতার্থান্ ॥ ১২
অসৃষ্ট যো যশ্চ ভয়েঽবরক্ষীদ্ যঃ সর্বদাস্মানপুষৎ স্বপোষম্ ।
মহোপকারস্য কিয়ান্ তস্য তুচ্ছেন যানেন বনস্য মোক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

বিদ্যুৎপ্রণাশং স বরং প্রণষ্টো যথোর্ধ্বশোষং তৃণবদ্ বিশুষ্কঃ।
অর্থে দুরাপে কিমুত প্রবাসে ন শাসনেঽবাস্থিত যো গুরূণাম্ ॥ ১৪ ॥

পৌরাঃ! নিবর্তধ্বমিতি ন্যবাদীৎ তাতস্য শোকাপনুদা ভবেত।
মা দর্শতান্যং ভরতঞ্চ মত্তো নিবর্তয়েত্যাহ রথং স্ম সূতম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাত্বেঙ্গিতৈর্গন্তুমনাং জনানামেকাং শয়িত্বা রজনীং সপৌরঃ।
রক্ষন্ বনে বাসকৃতাদ্ ভয়াত্তান্ প্রাতশ্ছলেনাপজগাম রামঃ ॥ ১৬ ॥

অস্রাক্ষুরস্রং করুণং রুবন্তো মুহুর্মুহুর্ন্যশ্বসিষুঃ কবোষ্ণম্।
হা রাম হা কষ্টমিতি রুবন্তঃ পরাঙ্মুখৈস্তে ন্যবৃতন্মনোভিঃ ॥ ১৭ ॥

সূতোঽপি গঙ্গাসলিলৈঃ পবিত্বা সহাশ্বমাত্মানমনল্পমন্যুঃ।
সসীতয়োরাঘবয়োরধীয়ন্ শ্বসন্ কদুষ্ণং পুরমাবিবেশ ॥ ১৮ ॥

প্রতীয় সা পূর্দদৃশে জনেন দৌর্ভাগ্যশীতাংশুনিরাকৃতেব।
রাজন্যনক্ষত্রসমন্বিতাপি শোকান্ধকারক্ষতসর্বচেষ্টা ॥ ১৯ ॥

বিলোক্য রামেণ বিনা সুমন্ত্রমচোষ্ট সত্বান্নৃপতিশ্চ্যুতাশঃ।
মধূনি নৈষীদ্ ব্যলিপন্ন গন্ধৈর্মনোরমে ন ব্যবসিষ্ট বস্ত্রে ॥ ২০ ॥

আসিষ্ট নৈকত্র শুচা ব্যরংসীৎ কৃতাকৃতেভ্যঃ ক্ষিতিপালভাগ্ভ্যঃ।
স চন্দনোশীরমৃণালদিগ্ধঃ শোকাগ্নিনাগাদ্ দ্যুনিবাসভূয়ম্ ॥ ২১ ॥

বিচুক্রুশুর্ভূমিপতের্মহিষ্যঃ কেশান্ লুলুঞ্চুঃ স্ববপূংষি জঘ্নুঃ।
বিভূষণান্যুন্মুমুচুঃ ক্ষমায়াং পেতুর্বভঞ্জুর্বলয়ানি চৈব ॥ ২২ ॥

তাঃ সান্ত্বয়ন্তী ভরতপ্রতীক্ষা তং বন্ধুতা ন্যক্ষিপদাশু তৈলে।
দূতাংশ্চ রাজাত্মজমানিনীষূন্ প্রাস্থাপয়ন্মন্ত্রিমতেন যূনঃ ॥ ২৩ ॥

স্বপ্নে নভস্তঃ পতিতং নিরীক্ষ্যাংশুক্তে বিবস্বন্তমধঃ স্ফুরন্তম্।
আখ্যদ্ বসন্ মাতৃকুলে সখিভ্যঃ পশ্যন্ প্রমাদং ভরতোঽপি রাজ্ঞঃ ॥ ২৪ ॥

অশিশ্রবন্নাত্যয়িকং তমেত্য দূতা যদার্থং প্রযিষাসয়ন্তঃ।
আংহিষ্ট জাতাঞ্জিহিষস্তদাসাবুৎকণ্ঠমানো ভরতো গুরূণাম্ ॥ ২৫ ॥

বন্ধূনশঙ্কিষ্ট সমাকুলত্বাদাসেদুষঃ স্নেহবশাদপায়ম্।
গোমায়ুসারঙ্গগণাশ্চ সম্যঙ্ নাযাসিষুর্ভীমমরাসিষুশ্চ ॥ ২৬ ॥

স প্রোষিবানেত্য পুরং প্রবেক্ষ্যন্ শুশ্রাব ঘোষং ন জনোঘজন্যম্।
আকর্ণয়ামাস ন বেদনাদান্ ন চোপলেভে বণিজাং পণায়াঃ ॥ ২৭ ॥

চক্রন্দুরুচ্চৈর্নৃপতিং সমেত্য তং মাতরোঽভ্যর্ণমুপাগতাস্রাঃ।
পুরোহিতামাত্যমুখাশ্চ যোধা বিবৃদ্ধমন্যুপ্রতিপূর্ণমন্যাঃ ॥ ২৮ ॥

দিদৃক্ষমাণঃ পরিতঃ সসীতং রামং যদা নৈক্ষত লক্ষ্মণঞ্চ।
রোরূদ্যমানঃ স তদাভ্যপৃচ্ছদ্ যথাবদাখ্যন্নথ বৃত্তমস্মৈ ॥ ২৯ ॥

আবন্ধভীমভ্রূকুটীবিভঙ্গঃ শেশ্বীয়মানারুণরৌদ্রনেত্রঃ।
উচ্চৈরুপালব্ধ স কেকয়ীঞ্চ শোকে মুহুশ্চাবিরতং ন্যমাংক্ষীৎ ॥ ৩০ ॥

নৃপাত্মজো চিক্লিশতুঃ সসীতো মমার রাজা বিধবা ভবত্যঃ ।
শোচ্যা বয়ং ভূরনৃপা লঘুত্বং কেকয্যুপজ্ঞং বত বহ্বনর্থম্ ॥ ৩১ ॥

নৈতন্মতং মৎকমিতি ব্রুবাণঃ সহস্রশোঽসৌ শপথানশপ্যৎ ।
উদ্ঘাণ্যমানঃ পিতরং সরামং লুঠ্যন্ সশোকো ভুবি রোরুদাবান্ ॥ ৩২ ॥

তং সুস্থয়ন্তঃ সচিবা নরেন্দ্রং দিধক্ষয়ন্তঃ সমুদূহুরারাৎ ।
অন্ত্যাহুতিং হাবয়িতুং সবিপ্রাশ্চিচীষয়ন্তোঽধ্বরপাত্রজাতম্ ॥ ৩৩ ॥

উদক্ষিপন্ পট্টদুকূলকেতূনবাদয়ন্ বেণুমৃদঙ্গকাংস্যম্ ।
কম্বূংশ্চ তারানধমন্ সমন্তাৎ তথানয়ন্ কুঙ্কুমচন্দনানি ॥ ৩৪ ॥

শ্রোত্রাক্ষিনাসাবদনং সরুক্মং কৃত্বাজিনে প্রাক্শিরসং নিধায় ।
সঞ্চিত্য পাত্রাণি যথাবিধানমৃত্বিগ্ জুহাব জ্বলিতং চিতাগ্নিম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃতেষু পিণ্ডোদকসঞ্চয়েষু হিত্বাভিষেকং প্রকৃতং প্রজাভিঃ ।
প্রত্যানিনীষুর্বিনয়েন রামং প্রায়াদরণ্যং ভরতঃ সপৌরঃ ॥ ৩৬ ॥

শীঘ্রায়মাণৈঃ ককুভোঽশ্নুবানৈর্জনৈরপন্থানমুপেত্য সৃষ্টৈঃ ।
শোকাদভূষৈরপি ভূশ্চকাসাঞ্চকার নাগেন্দ্ররথাশ্বমিশ্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥

উচ্চিক্যিরে পুষ্পফলং বনানি সস্নুঃ পিতৄন্ পিপ্রিয়ুরাপগাসু ।
আরেটুরিত্বা পুলিনান্যশঙ্কং ছায়াং সমাশ্রিত্য বিশশ্রমুশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সম্প্রাপ্য তীরং তমসাপগায়া গঙ্গাম্বুসম্পর্কবিশুদ্ধিভাজঃ ।
বিগাহিতুং যামুনমম্বু পুণ্যং যযুর্নিরুদ্ধশ্রমবৃত্তয়স্তে ॥ ৩৯ ॥

ঈয়ুর্ভরদ্বাজমুনের্নিকেতং যস্মিন্ বিশশ্রাম সমেত্য রামঃ ।
চ্যুতাশনায়ঃ ফলবৰ্দ্ধিভূত্যা ব্যসন্নুদন্যাং শিশিরৈঃ পয়োভিঃ ॥ ৪০ ॥

বাচং যমান্ স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ যুযুক্ষমাণাননিশং মুমুক্ষূন্ ।
অধ্যাপয়ন্তং বিনয়াৎ প্রণেমুঃ পদ্গা ভরদ্বাজমুনিং সশিষ্যম্ ॥ ৪১ ॥

আতিথ্যমেভ্যঃ পরিনির্বিবপ্সোঃ কল্পদ্রুমা যোগবলেন ফেলুঃ ।
ধামপ্রথিম্নো ম্রদিমান্বিতানি বাসাংসি চ দ্রাঘিমবন্ত্যুদূহুঃ ॥ ৪২ ॥

আজ্ঞাং প্রতীষুর্বিনয়াদুপাস্থুর্জগুঃ সরাগং ননৃতুঃ সহাবম্ ।
সবিভ্রমং নেমুরুদারমূচুস্তিলোত্তমাদ্যা বনিতাশ্চ তস্মিন্ ॥ ৪৩ ॥

বস্ত্রান্নপানং শয়নঞ্চ নানা কৃত্বাবকাশে রুচিসংপ্রক্লৃপ্তম্ ।
তান্ প্রীতিমানাহ মুনিস্ততঃ স্ম নিবধ্বমাধ্বং পিবতাত্ত শেধ্বম্ ॥ ৪৪ ॥

তে ভুক্তবন্তঃ সুসুখং বসিত্বা বাসাংস্যাষিত্বা রজনীং প্রভাতে ।
দ্রুতং সমধ্বা রথবাজিনাগৈর্মন্দাকিনীং রম্যবনাং সমীয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥

বৈখানসেভ্যঃ শ্রুতরামবার্তাস্ততো বিশঙ্কানপতত্রিসংঘম্ ।
অভ্রংলিহাগ্রং রবিমার্গভঙ্গমানংহিরেঽদ্রিং প্রতি চিত্রকূটম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টৈর্বাণুর্বানান্ ককুভো বলৌঘান্ বিতত্য শার্ঙ্গং কবচং পিনহ্য ।
তস্থৌ সিসংগ্রাময়িষুঃ শিতেষুঃ সৌমিত্রিরক্ষদ্রুবমুজ্জিহানঃ ॥ ৪৭ ॥

শুক্লোত্তরাসঙ্গভৃতো বিশস্রান্ পাদৈঃ শনৈরাপততঃ সমন্যূন্ ।
ঔহিষ্ট তান্ বীতবিরুদ্ধবুদ্ধীন্ বিবন্দিষূন্ দাশরথিঃ স্ববগ্যান্ ॥ ৪৮ ॥

সমূলকাষং চকষূ রুদন্তো রামান্তিকং বৃংহিতমন্যুবেগাঃ ।
আবেদয়ন্তঃ ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃকারং মৃতং রামবিয়োগশোকাৎ ॥ ৪৯ ॥

চিরং রুদিত্বা করুণং সশব্দং গোত্রাভিধায়ং সরিতং সমেত্য ।
মধ্যেজলাদ্রাঘবলক্ষ্মণাভ্যাং প্রত্তং জলং স্ব্যাঞ্জলমঞ্জিকেঽপাম্ ॥ ৫০ ॥

অরণ্যযানে সুকরে পিতা মাং প্রাযুঙ্ক্ত রাজ্যে বত দুষ্করে ত্বাম্ ।
মা গাঃ শুচং বীর ভরং বহামুমাভাষি রামেণ বচঃ কনীয়ান্ ॥ ৫১ ॥

কৃতী শ্রুতী বৃদ্ধমতেষু ধীমান্ ত্বং পৈতৃকং চেদ্বচনং ন কুর্যাঃ ।
বিচ্ছিদ্যমানেঽপি কুলে পরস্য পুংসঃ কথং স্যাদিহ পুত্রকাম্যা ॥ ৫২ ॥

অস্মাকমুক্তং বহু মন্যসে চেৎ যদীশিষে ত্বং ন ময়ি স্থিতে চ ।
জিহ্রেষ্যতিষ্ঠন্ যদি তাতবাক্যে জহীহি শঙ্কাং ব্রজ শাধি পৃথ্বীম্ ॥ ৫৩ ॥

বৃদ্ধৌরসাং রাজধুরাং প্রবোঢ়ুং কথং কনীয়ানহমুৎসহেয় ।
মা মাং প্রযুঙ্থাঃ কুলকীর্তিলোপে প্রাহ স্ম রামং ভরতোঽপি ধর্ম্যম্ ॥ ৫৪ ॥

উজ্জ্বলং হস্তিতুরঙ্গমেতদমূনি রত্নানি চ রাজভাঞ্জি ।
রাজন্যকং চৈতদহং ক্ষিতীন্দ্রস্ত্বয়ি স্থিতে স্যামিতি শাস্তমেতৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি নিগদিতবন্তং রাঘবস্তং জগাদ ব্রজ ভরত গৃহীত্বা পাদুকে ত্বং মদীয়ে ।
চ্যুতনিখিলবিশঙ্কঃ পূজ্যমানো জনৌঘৈঃ সকলভুবনরাজ্যং কারয়াস্মন্মতেন ॥ ৫৬ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'রামপ্রবাসো' নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

নিবৃত্তে ভরতে ধীমানত্রে রামস্তপোবনম্ ।
প্রপেদে পূজিতস্তস্মিন্ দণ্ডকারণ্যমীয়িবান্ ॥ ১ ॥

অটাট্যমানেঽরণ্যানীং সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
বলাদ্ বুভুক্ষুণোৎক্ষিপ্য জহ্রে ভীমেন রক্ষসা ॥ ২ ॥

অবাক্-শিরসমুৎপাদং কৃতাস্ত্রেনাপি দুর্দমম্ ।
ভঙ্‌ক্ত্বা ভুজৌ বিরাধাখ্যং তং তৌ ভুবি নিচখ্নতুঃ ॥ ৩ ॥

আংহিষাতাং রঘুব্যাঘ্রৌ শরভঙ্গাশ্রমং ততঃ ।
অধ্যাসিতং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা শরণ্যং শরণৈষিণাম্ ॥ ৪ ॥

পুরো রামস্য জুহবাঞ্চকার জ্বলনে বপুঃ ।
শরভঙ্গঃ প্রদিশ্যারাৎ সুতীক্ষ্ণমুনিকেতনম্ ॥ ৫ ॥

যয়ং সমৈষ্যাথেত্যাস্মিন্নাসিষ্মহি বয়ং বনে ।
দৃষ্টাঃ স্থ স্বস্তি বো যামঃ স্বপুণ্যবিজিতাং গতিম্ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ কৃশানুসাদ্ভূতে সুতীক্ষ্ণঃ মুনিসন্নিধৌ।
উবাস পর্ণশালায়াং ভ্রমন্নিশমাশ্রমান্ ॥ ৭ ॥

বনেষু বাসতেয়েষু নিবসন্ পর্ণসংস্তরঃ।
শয্যোত্থায়ং মৃগান্ বিধ্যন্নাতিথেয়ো বিচক্রমে ॥ ৮ ॥

ঋগ্‌যজুষমধীয়ানান্ সামন্যাংশ্চ সমর্চয়ন্।
বুভুজে দেবসাৎ কৃত্বা শল্যমুখ্যঞ্চ হোমবান্ ॥ ৯ ॥

বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্বাঙ্গীণে তরুত্বচৌ।
কাণ্ডীরঃ খাড়্গিকঃ শার্ঙ্গী রক্ষন্ বিপ্রাংস্তনুত্রবান্ ॥ ১০ ॥

হিত্বাশিতঙ্গবীনানি ফলৈ র্যেশ্বাশিতম্ভবম্।
তেস্বসৌ দন্দশূকারি র্বনেষ্বানভ্র নির্ভয়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।
পর্ষদ্বলান্মহাব্রহ্মৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্ ॥ ১২ ॥

পরেদ্যব্যদ্য পূর্বেদ্যুরন্যেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্।
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ মুনীন্দ্রাণাং প্রিয়ম্ভাবুকতামগাৎ ॥ ১৩ ॥

আস্থিদঘ্ন জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবম্।
প্রাতস্তরাং পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রণমন্ রবিম্ ॥ ১৪ ॥

দদৃশে পর্ণশালায়াং রাক্ষস্যাভীকয়াথ সঃ।
ভার্যোঢ়ং তমবজ্ঞায় তস্থে সৌমিত্রয়েঽসকৌ ॥ ১৫ ॥

দধানা বলিভং মধ্যং কর্ণজাহ বিলোচনা।
বাকত্বচেনাতিসর্বেণ চন্দ্রলেখেব পক্ষতৌ ॥ ১৬ ॥

সুপাদ দ্বিরদনাসোরু মৃদুপাণিতলাঙ্গুলিঃ।
প্রথিমানং দধানেন জঘনেন ঘনেন সা ॥ ১৭ ॥

উন্নসং দধতী বক্ত্রং শুদ্ধদন্তোলকুণ্ডলম্।
কুর্বাণা পশ্যতঃ শংযুনেত্রাশ্বিণী সুহসাননা ॥ ১৮ ॥

প্রাপ্য চঙ্ক্রম্যমানাসৌ পতীয়ন্তী রঘূত্তমম্।
অনুকা প্রার্থয়াঞ্চক্রে প্রিয়াকর্তুং প্রিয়ংবদা ॥ ১৯ ॥

সৌমিত্রে মামুপাযংস্থাঃ কম্রামিচ্ছুর্বশংবদাম্।
স্বভোগীনাং সহচরীমশঙ্কঃ পুরুষায়ুষম্ ॥ ২০ ॥

তামুবাচ স গোষ্ঠীনে বনে স্ত্রীপুংসভীষণে।
অসূর্যম্পশ্যরূপা ত্বং কিমভীরুররার্যসে ॥ ২১ ॥

মানুষানভিলষ্যন্তী রোচিষ্ণুর্দিব্যধর্মিণী।
ত্বমপ্সরায়মাণেহ স্বতন্ত্রা কথমঞ্চসি ॥ ২২ ॥

উগ্রংপশ্যাকুলেঽরণ্যে শালীনত্ববিবর্জিতা।
কামুকপ্রার্থনাপট্বী পতিবত্নী কথং ন বা ॥ ২৩ ॥

রাঘবং পর্ণশালায়ামিচ্ছানুরহসং পতিম্ ।
যঃ স্বামী মম কান্তাবানোপকর্ণিকলোচনঃ ॥ ২৪ ॥

বপুশ্চান্দনিকং যস্য কার্ণবেষ্টনিকং মুখম্ ।
সংগ্রামে সর্বকর্মীণৌ পাণী যস্যোপজানুকৌ ॥ ২৫ ॥

বন্ধো দুর্বলরক্ষার্থমসিযেনোপনীবিকঃ ।
যশ্চাপমাশ্মনপ্রখ্যং সেষুং ধত্তেঽন্যদুর্বহম্ ॥ ২৬ ॥

জেতা যজ্ঞদ্রুহাং সংখ্যে ধর্মসন্তানসূর্বনে ।
প্রাপ্য দারগবানাং যং মুনীনামভয়ং সদা ॥ ২৭ ॥

ততো বাবৃত্যমানাসৌ রামশালাং ন্যবিক্ষত ।
মামুপায়ংস্ত রামেতি বদন্তী সাদরং বচঃ ॥ ২৮ ॥

অস্ত্রীকোঽসাবহং স্ত্রীমান্ স পুষ্যাতিতরাং তব ।
পতিরিত্যব্রবীদ্রামস্তমেব ব্রজ মা মুচঃ ॥ ২৯ ॥

লক্ষ্মণং সা বুবস্যন্তী মহোক্ষং গৌরিবাগমৎ ।
মন্মথায়ুধসংপাতব্যথ্যমানমতিঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ সাসদ্যমানায়া লোলূয়াবান্ রঘূত্তমঃ ।
অসিং কৌক্ষেয়মুদ্যম্য চকারাপনসং মুখম্ ॥ ৩১ ॥

অহং শূর্পণখা নাম্না নূনং নাজ্ঞাযিষি ত্বয়া ।
দণ্ডোঽয়ং ক্ষৌরিয়ো যেন মষ্যপাতীতি সাঽব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

পর্বশাপ্সীন্দবিষ্ঠাসৌ সন্দর্শ্য ভয়দং বপুঃ ।
অপিস্ফবচ্চ বন্ধুনাং নিনঙ্ক্ষুর্বিক্রমং মুহুঃ ॥ ৩৩ ॥

খরদূষণয়ো ভ্রাত্রোঃ পর্যদেবিষ্ট সা পুরঃ ।
বিজিগ্রাহয়িষূ রামং দণ্ডকারণ্যবাসিনোঃ ॥ ৩৪ ॥

কৃতে সৌভাগিনেস্য ভরতস্য বিবাসিতৌ ।
পিত্রা দৌর্ভাগিনেয়ৌ যৌ পশ্যতং চেষ্টিতং তয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

মম রাবণনাথায়া ভগিন্যা যুবয়োঃ পুনঃ ।
অয়ং তাপসকাদ্ ধ্বংসঃ ক্ষমধ্বং যদিঃ বঃ ক্ষমম্ ॥ ৩৬ ॥

অসংস্কৃত্রিমসংব্যানাবনুপ্তিমফলাশিনৌ ।
অভৃত্রিমপরীবারৌ পর্বভৃতোং তথাপি মাম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্বঃ শ্রেয়সমবাপ্তাসি ভ্রাতৃভ্যাং প্রত্যভাণি সা ।
প্রাণিবক্তব মানার্থং ব্রজাশ্বসিহি মা রুদঃ ॥ ৩৮ ॥

অক্ষিমোহনপরাধেঽপি নরান্ নক্তন্দিবং বয়ম্ ।
কুতস্ত্যাং ভীরু যৎ তেভ্যো দ্রুহ্যদ্ভোঽপি ক্ষমামহে ॥ ৩৯ ॥

তৌ চতুর্দশসাহস্রবলৌ নির্যযতুস্ততঃ ।
পারশ্বধিকধানুষ্কশাক্তিকপ্রাসিকান্বিতৌ ॥ ৪০ ॥

অথ সম্পতন্তো ভীমান্ বিশিখৈ রামলক্ষ্মণৌ ।
বহুমূর্ধ্নো দ্বিমূর্ধাংশ্চ ত্রিমূর্ধাংশ্চাহতাং মৃধে ॥ ৪১ ॥

তৈ বৃক্ণরুগ্ণসংভুগ্নক্ষুণ্ণভিন্নবিপন্নকৈঃ ।
নিমগ্নোদ্বিগ্নসংহ্রীণৈঃ পপ্রে দীনৈশ্চ মেদিনী ॥ ৪২ ॥

কেচিদ্বেপথুমাসেদুরন্যে দবথুমুত্তমম্ ।
সরক্তং বমথুং কেচিদ্ ভ্রাজথুং ন চ কেচন ॥ ৪৩ ॥

মৃগযুমিব মৃগোঽথ দক্ষিণেমাং দিশমিব দাহবতীং মরাবুদন্যান্ ।
রঘুতনয়মুপাযযৌ ত্রিমূর্ধা বিষভৃদিবোগ্রমুখং পতত্রিরাজম্ ॥ ৪৪ ॥

শিতবিশিখনিকৃত্তকৃৎস্নবক্ত্রঃ ক্ষিতিভৃদিব ক্ষিতিকম্পকীর্ণশৃঙ্গঃ ।
ভুবমুপনিদধে স রাক্ষসানামখিলকুলক্ষয়পূর্বলিঙ্গতুল্যঃ ॥ ৪৫ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'শ্রীরাম-প্রবাসো' নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

নিরাকরিষ্ণূ বর্তিষ্ণূ বর্ধিষ্ণূ পরিতো রণম্ ।
উৎপতিষ্ণূ সহিষ্ণূ চ চেরতুঃ খরদূষণৌ ॥ ১ ॥

তৌ খড়্গমুসলপ্রাসচক্রবাণগদাকরৌ ।
অকাষ্টামায়ুধচ্ছায়ং রজঃসন্তমসে রণে ॥ ২ ॥

অথ তীক্ষ্ণায়সৈ বাণৈরধিমর্ম রঘূত্তমৌ ।
ব্যাধং ব্যাধমমূঢ়ৌ যমসাচ্চক্রতুর্দ্বিষৌ ॥ ৩ ॥

হতবন্ধুর্জগামাসৌ ততঃ শূর্পণখা বনাৎ ।
পারেসমুদ্রং লঙ্কায়াং বসন্তং রাবণং পতিম্ ॥ ৪ ॥

সম্প্রাপ্য রাক্ষসসভং চক্রন্দ ক্রোধবিহ্বলা ।
নামগ্রাহমরোদীৎ সা ভ্রাতরৌ রাবণান্তিকে ॥ ৫ ॥

দণ্ডকানধ্যবাত্তাং যৌ বীর ! রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ ।
নৃভ্যাং সংখ্যেঽকৃষাতাং তৌ সভৃত্যৌ ভূমিবর্ধনৌ ॥৬॥

বিগ্রহস্তব শক্রেণ বৃহস্পতিপুরোধসা ।
সার্ধং কুমারসেনান্যা শূন্যশ্চাসীতি কো নয়ঃ ॥৭॥

যদ্যহং নাথ নায়াস্যং বিনাসা হতবান্ধবা ।
নাজ্ঞাস্যস্ত্বমিদং সর্বং প্রমাদ্যংশ্চারদুর্বলঃ ॥৮॥

করিষ্যমাণং বিজ্ঞেয়ং কার্যং কিং নু কৃতং পরৈঃ ।
অপকারে কৃতেঽপ্যজ্ঞো বিজিগীষুর্ন বা ভবান্ ॥৯॥

বৃতস্ত্বং পাত্রসমিতৈঃ খট্বারূঢ়ঃ প্রমাদবান্ ।
পানশৌণ্ডঃ স্ত্রিয়ং নেতা নাত্যন্তীনত্বমুন্মনাঃ ॥১০॥

অধ্বরেষ্বগ্নিচিত্বৎসু সোমসুত্বত আশ্রমান্ ।
অস্তুং মহেন্দ্রিয়ং ভাগমৈতি দৃশ্চ্যাবনোঽধ্বনা ॥১১॥

আমিক্ষীয়ং দধি ক্ষীরং পুরোডাশ্যং তথৌষধম্ ।
হবি হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নাপ্যুপঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ ॥১২॥

যুবজানি ধনুষ্পাণিভূর্মিষ্ঠঃ খবিচারিণঃ ।
রামো যজ্ঞদ্রুহো হন্তি কালকল্পশিলীমুখঃ ॥১৩॥

মাংসান্যোষ্ঠাবলোপ্যানি সাধনীয়ানি দেবতাঃ ।
অশ্নন্তি রামাদ্ রক্ষাংসি বিভ্যত্যন্যুবতে দিশঃ ॥১৪॥

কুরু বুদ্ধিং কুশাগ্রীয়ামনুকামীনতাং ত্যজ ।
লক্ষ্মীং পরম্পরীণাং ত্বং পুত্রপৌত্রীণতাং নয় ॥১৫॥

সহায়বন্ত উদ্যুক্তা বহবো নিপুণাশ্চ যাম্ ।
প্রিয়মাশাসতে লোলাং তাং হস্তেকৃত্য মাস্বসীঃ ॥১৬॥

লক্ষ্মীঃ পুংযোগমাশংসুঃ কুলটেব কুতূহলাৎ ।
অঙ্কেঽপি স্থিতা পত্যুশ্ছলেনান্যং নিরীক্ষতে ॥১৭॥

যোষিদ্বৃন্দারিকা তস্য দয়িতা হংসগামিনী ।
দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা ॥১৮॥

নাস্যং পশ্যতি যস্তস্যা নিংক্তে দন্তচ্ছদং ন বা ।
সংশৃণোতি ন চোক্তানি মিথ্যাসৌ বিহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৯॥

সারোঽসাবিন্দ্রিয়ার্থানাং যস্যাসৌ তস্য নন্দথুঃ ।
তল্পে কান্তান্তরৈঃ সার্দ্ধং মন্যেঽহং ধিঙ্ নিমজ্জথুম্ ॥২০॥

ন তং পশ্যামি যস্যাসৌ ভবেন্নোদেজয়া মতেঃ ।
ত্রৈলোক্যেনাপি বিন্দস্তং তাং ক্রীত্বা সুকৃতী ভব ॥২১॥

নৈবেন্দ্রাণী ন রুদ্রাণী ন মানবী ন রোহিণী ।
বরুণানী ন চাগ্নায়ী তস্যাঃ সীমন্তিনী সমা ॥২২॥

প্রত্যূচে রাক্ষসেন্দ্রন্তামাশ্বসিহি বিভেষি কিম্ ।
ত্যজ নক্তঞ্চরি ক্ষোভং বাচাটে রাবণো হ্যহম্ ॥২৩॥

মামুপাস্ত দিদৃক্ষাবান্ বাণ্টীক-ব্যাহতো হরিঃ ।
আজ্ঞালাভোন্মুখো দূরাৎ কাক্ষেণানাদরেক্ষিতঃ ॥২৪॥

বিরুগ্নোদগ্রধারাগ্রঃ কুলিশো মম বক্ষসি ।
অভিন্নং শতধাত্মানং মন্যতে বলিনং বলী ॥২৫॥

কৃত্বা লঙ্কা দ্রুমালানমহমৈরাবতং গজম্ ।
বন্ধনেঽনুপযোগিত্বান্ন তং তৃণবদত্যজম্ ॥২৬॥

আহোপুরুষিকাং পশ্য মম সদ্রত্নকান্তিভিঃ ।
ধ্বস্তান্ধকারেঽপি পুরে পূর্ণেন্দোঃ সন্নিধিঃ সদা ॥২৭॥

স্বতরক্ষচ্যুতোদ্যোগো রক্ষোভ্যঃ করদো দিবি।
পুত্রকৃতারীন্ত্যেতি সত্রপঃ কিং ন গোত্রভিৎ ॥২৮॥

অতুল্যমহসা সার্ধং রামেণ মম বিগ্রহঃ।
একাকরক্ষথাপ্যেষ যতিষ্যে তদ্বিনিগ্রহে ॥২৯॥

উৎপত্য খং দশগ্রীবো মনোযায়ী শিতাস্ত্রভৃৎ।
সমুদ্রসবিধাবাসং মারীচং প্রতি চক্রমে ॥৩০॥

সম্পত্য তৎসনীড়েঽসৌ তং বৃত্তান্তমশিশ্রবৎ।
রক্ষনুনাথ শ্রুতার্থেন তেনাগাদি দশাননঃ ॥৩১॥

অন্তর্ধৎস্ব রঘুব্যাঘ্রাৎ তস্মাত্বং রাক্ষসেশ্বর।
যো রণে দুরুপস্থানো হস্তরোধং দধদ্ধনুঃ ॥৩২॥

ভবন্তং কার্তবীর্যো যো হীনসন্ধিমচীকরৎ।
জিগায় তস্য হন্তারং স রামঃ সার্বলৌকিকম্ ॥৩৩॥

যমাস্যদুশ্বরী তস্য তাড়কা বেত্তি বিক্রমম্।
শুরস্মন্যো রণাচ্ছাহং নিরস্তঃ সিংহনর্দিনা ॥৩৪॥

ন ত্বং তেনান্বভাবিষ্ঠা নান্বভাবি ত্বয়াপ্যসৌ।
অনুভূতো ময়া চাসৌ তেন চান্বভবিষ্যহম্ ॥৩৫॥

অধ্যঙ্ শস্ত্রভৃতাং রামো ন্যঞ্চং প্রাপ্য মদ্বিধাঃ।
স কন্যাশুল্কমভনঙ্ মিথিলায়াং মখে ধনুঃ ॥৩৬॥

সংবিন্তঃ সহযুধ্বানো তচ্ছ্রুত্বং খরদূষণৌ।
স্বস্বানশ্চ সমুত্বানো যানগোপীস্মখেযু সঃ ॥৩৭॥

সুখজাতঃ সুরাপীতো নৃজগ্ধো মাল্যধারয়ঃ।
অধিলঙ্কং স্ত্রিয়ো দীব্যমারব্ধা বালিবিগ্রহম্ ॥৩৮॥

তং ভীতংকারমাক্রুশ্য রাবণঃ প্রত্যভাষত।
যাতযামং বিজিতবান্ স রামং যদি কিং ততঃ ॥৩৯॥

অঘানি তাড়কা তেন লজ্জান্তরবিভূষণা।
স্ত্রীজনে যদি তচ্ছ্লাঘ্যং ধিগ্ লোকং ক্ষুদ্রমানসম্ ॥৪০॥

যদ্ গেহেনর্দিনমসৌ শরৈ র্ভীরুমভায়য়ৎ।
কুরঙ্গযজ্ঞকে রামো ভবন্তং পৌরুষং ন তৎ ॥৪১॥

চিরকালোষিতং জীর্ণং কীটনিষ্কুষিতং ধনুঃ।
কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্নং ক্ষত্রিয়কান্তিকে ॥৪২॥

বনতাপসকে বীরৌ বিপক্ষে গলিতাদরৌ।
কিং চিত্রং যদি সাবজ্ঞৌ মম্রতুঃ খরদূষণৌ ॥৪৩॥

ত্বং চ ভীরুঃ সুদুর্বুদ্ধে নিত্যং শরণকাম্যসি।
গুণাংশ্চাপহ্নু যেঽস্মাকং স্তৌষি শত্রুংশ্চ নঃ সদা ॥৪৪॥

শীর্ষচ্ছেদ্যমতোঽহং ত্বাং করোমি ক্ষিতিবর্ধনম্‌ ।
কারয়িষ্যামি বা কৃত্যং বিজিঘৃক্ষুর্বনৌকসৌ ॥ ৪৫ ॥

তমুদ্যতনিশাতাসিং প্রত্যুবাচ জিজীবিষুঃ ।
মারীচোঽনুনয়ংস্ত্রাসাদভ্যমিত্র্যো ভবামি তে ॥ ৪৬ ॥

হরামি রামসৌমিত্রী মৃগো ভূত্বা মৃগদ্যুবৌ ।
উদ্যোগমভ্যমিত্রীণো যথেষ্টং ত্বঞ্চ সম্ভন ॥ ৪৭ ॥

ততশ্চিত্রীয়মাণোঽসৌ হেমরত্নময়ো মৃগঃ ।
যথামুখীনঃ সীতায়াঃ পুপ্লুবে বহু লোভয়ন্‌ ॥ ৪৮ ॥

তেনাদুদূষয়দ্‌ রামং মৃগেণ মৃগলোচনা ।
মৈথিলী বিপুলোরস্কং প্রাবৃবর্ষুর্মৃগাজিনম্‌ ॥ ৪৯ ॥

যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং ততঃ ।
মৃগস্যানুপদী রামো জগাম গজবিক্রমঃ ॥ ৫০ ॥

স্থায়ং স্থায়ং ক্বচিদ্‌ যান্তং ক্রান্ত্বা ক্রান্ত্বা স্থিতং ক্বচিৎ ।
বীক্ষমাণো মৃগং রামশ্চিত্রবৃত্তিং বিসিস্ময়ে ॥ ৫১ ॥

চিরং ক্লিশিত্বা মর্মাবিদ্‌ রামো বিলুভিতপ্লবম্‌ ।
শব্দায়মানমব্যাৎসীদ্‌ ভয়দং ক্ষণদাচরম্‌ ॥ ৫২ ॥

শ্রুত্বা বিস্ফুর্জথুপ্রখ্যং নিনাদং পরিদেবিনী ।
মত্বা কষ্টশ্রিতং রামং সৌমিত্রিং গন্তুমৈজিহৎ ॥ ৫৩ ॥

এষ প্রাবৃষিজাম্ভোদনাদী ভ্রাতা বিরৌতি তে ।
জ্ঞাতেয়ং কুরু সৌমিত্রে ভয়াৎ ত্রায়স্ব রাঘবম্‌ ॥ ৫৪ ॥

রামসংঘুষিতং নৈতন্মৃগস্যেব বিবর্ণিষোঃ ।
রামস্বনিতসংকাশঃ স্বান ইত্যবদৎ স তাম্‌ ॥ ৫৫ ॥

আপ্যানস্কন্ধকণ্ঠাংসং রুষিতং সহিতুং রণে ।
প্রোর্ণুবন্তং দিশো বাণৈঃ কাকুৎস্থং ভীরু ! কঃ ক্ষমঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহং বিভ্রক্ষুরস্ত্রাগ্নৌ মৃগঃ প্রাণৈ দির্দেবিষন্‌ ।
জ্যাঘুষ্টকাঠিনাঙ্গুষ্ঠং রামমায়াস্মুমূর্ষয়া ॥ ৫৭ ॥

শত্রূন্‌ ভীষয়মাণং তং রামং বিস্মাপয়েত কঃ ।
মাস্ম ভৈষীস্তয়াদ্যৈব কৃতার্থো দ্রক্ষ্যতে পতিঃ ॥ ৫৮ ॥

যায়াস্তুর্মিতি কামো মে গন্তুমুৎসহসে ন চ ।
ইচ্ছুঃ কাময়িতুং ত্বং মামত্যসৌ জগদে তয়া ॥ ৫৯ ॥

মৃষোদ্যং প্রবদন্তীং তাং সত্যবদ্যো রঘূত্তমঃ ।
নিরগাচ্ছত্রুহন্তং ত্বং যাস্যসীতি শপন্‌ বশী ॥ ৬০ ॥

গতে তস্মিন্‌ জলশুচিঃ শুম্ভধদন্‌ রাবণঃ শিখী ।
জপজপুকোঽক্ষমালাবান্‌ ধারকো মুদলাবুনঃ ॥ ৬১ ॥

কমণ্ডলুকপালেন শিরসা চ মুণ্ডাবতা।
সংবন্ধ্য লাক্ষিকে বস্ত্রে মাত্রাঃ সংভাণ্ড্য দণ্ডবান্‌ ॥ ৬২ ॥

অধীয়ন্নাত্মবিদ্‌বিদ্যাং ধারয়ন্মস্করিব্রতম্‌।
বদন্‌ বহ্বঙ্গুলিস্ফোটং ভ্রুক্ষেপং চ বিলোকয়ন্‌ ॥ ৬৩ ॥

সন্দিদর্শয়িষুঃ সাম নিজহৃষুঃ কপাটতাম্‌।
চঙ্ক্রমাবান্‌ সমাগত্য সীতামূচে সুখীভব ॥ ৬৪ ॥

সায়ন্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ পঙ্কজানাং দিবাতনীম্‌।
কান্তিং কান্ত্যা সদাতন্যা হ্রেপয়ন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৬৫ ॥

কা ত্বমেকাকিনী ভীরু নিরন্বয়জনে বনে।
ক্ষুধ্যন্তোঽপ্যঘসন্‌ ব্যালাস্ত্বামপালাং কথং ন বা ॥ ৬৬ ॥

হৃদয়ঙ্গমমূর্তিস্ত্বং সুভগম্ভাবুকং বনম্‌।
কুর্বাণা ভীমমপ্যেতদ্বদাদ্যৈঃ কেন হেতুনা ॥ ৬৭ ॥

সুকৃতং প্রিয়কারী ত্বং কং রহস্যুপতিষ্ঠসে।
পুণ্যকৃচ্চাটুকারস্তে কিংকরঃ সুরতেষু কঃ ॥ ৬৮ ॥

পরিপর্ষুদধে রূপমা দ্যুলোকাচ্চ দুর্লভম্‌।
ভাবৎ-কং দৃষ্টবৎশ্বেতদস্মাস্বধি সুজীবিতম্‌ ॥ ৬৯ ॥

আপীতমধুকা ভৃঙ্গৈঃ সুদিবেবারবিন্দিনী।
সৎপরিমললক্ষ্মীকা নাপুংস্কাসীতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

মিথ্যৈব শ্রীঃ শ্রিয়ম্মন্যা শ্রীমম্মন্যো মৃষা হরিঃ।
সাক্ষাৎকৃত্যাভিমন্যোঽহং ত্বাং হরন্তীং শ্রিয়ং শ্রিয়ঃ ॥ ৭১ ॥

নোদকণ্ঠিষ্যতাত্যর্থং ত্বাম্যৈক্ষ্যত চেৎ স্মরঃ।
খেলায়ন্নানিশং নাপি সজুঃকৃত্য রতিং বসেৎ ॥ ৭২ ॥

বল্‌গুয়ন্তীং বিলোক্য ত্বাং স্ত্রী ন মন্তূয়েতীহ কা।
কান্তং নাভিমনায়েত কো বা স্থাণুসমোঽপি তে ॥ ৭৩ ॥

দুঃখায়তে জনঃ সর্বঃ স এবৈকঃ সুখায়তে।
যস্যোৎসুকায়মানা ত্বং ন প্রতীপায়সেঽন্তিকে ॥ ৭৪ ॥

কঃ পণ্ডিতায়মানস্ত্বামাদায়ামিষসন্নিভাম্‌।
ত্রস্যান্‌ বৈরায়মাণেভ্যঃ শূন্যমম্ববসদ্‌ বনম্‌ ॥ ৭৫ ॥

ওজায়মানা তস্যার্ঘ্যং প্রণীয় জনকাত্মজা।
উবাচ দশমূর্ধানং সাদরা গদ্‌গদং বচঃ ॥ ৭৬ ॥

মহাকুলীন ঐক্ষ্বাকে বংশে দাশরথির্মম।
পিতুঃ প্রিয়ংকরো ভর্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্‌ ॥ ৭৭ ॥

নিহন্তা বৈরকারাণাং সতাং বহুকরঃ সদা।
পরস্বাধিকরার্মস্য শক্তেরন্তকরো রণে ॥ ৭৮ ॥

অধ্বরেষ্বিষ্টিনাং পাতা পূর্তী কর্মসু সর্বদা ।
পিতুর্নিয়োগাদ্রাজত্বং হিত্বা যোহভ্যাগমদ্বনম্ ॥ ৭৯ ॥

পতত্রিক্রোষ্টুজম্বূকানি রক্ষাংসি ভয়দে বনে ।
যস্য বাণনিকৃত্তানি শ্রেণীভূতানি শেরতে ॥ ৮০ ॥

দীব্যমানং শিতান্ বাণানস্যমানং মহাগদাঃ ।
নিঘ্নানং শাত্রবান্ রামং কথং ত্বং নাবগচ্ছসি ॥ ৮১ ॥

ভ্রাতরি ন্যস্য যাতো মাং মৃগাবিন্মৃগয়ামসৌ ।
এষিতুং প্রেষিতো যাতো ময়া তস্যানুজো বনম্ ॥ ৮২ ॥

অথাবস্যান্ কষায়াক্ষঃ স্যন্নস্বেদকণোল্বণঃ ।
সন্দর্শিতান্তরাকূতস্তামবাদীদ্ দশাননঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃতে কানিষ্ঠিনেয়স্য জ্যৈষ্ঠিনেয়ং বিবাসিতম্ ।
কো নগ্নমুষিতপ্রখ্যং বহু মন্যেত রাঘবম্ ॥ ৮৪ ॥

রাক্ষসানাং বটুযজ্ঞেষু পিণ্ডীশূরান্ নিরস্তবান্ ।
যদ্যসৌ কূপমাণ্ডূকি তবৈতাবতি কঃ স্ময়ঃ ॥ ৮৫ ॥

মৎপরাক্রমসংক্ষিপ্তরাজ্যভোগপরিচ্ছদঃ ।
যুক্তং মমৈব কিং বক্তুং দরিদ্রাতি যথা হরিঃ ॥ ৮৬ ॥

নির্লজ্জো বিমদঃ স্বামী ধনানাং হৃতপুষ্পকঃ ।
অধ্যাস্তেহস্তর্গিরং যস্মাৎ কষ্টন্নাবৈতি কারণম্ ॥ ৮৭ ॥

ভিন্ননৌক ইব ধ্যায়ন্ মত্তো বিভ্যদ্ যমঃ স্বয়ম্ ।
ক্লিশ্যমানং দধানেন মুখেনাস্তে নিরুদ্যুতিঃ ॥ ৮৮ ॥

সমুদ্রোপত্যকা হৈমী পর্বতাধিত্যকা পুরী ।
রত্নপারায়ণং নাম্না লঙ্কেতি মম মৈথিলি ॥ ৮৯ ॥

আবাসে সিক্তসংমৃষ্টে গন্ধৈর্ধূম্বং লিপ্তবাসিতা ।
অর্পিতোরুসগন্ধিস্রক্ তস্যাং বস ময়া সহ ॥ ৯০ ॥

সংগচ্ছ পৌংস্নি স্ত্রৈণং মাং যুবানং তরুণী শুভে ।
রাঘবঃ প্রোষ্যপাপীয়ান্ জহীহি তমকিঞ্চনম্ ॥ ৯১ ॥

অশ্নীত-পিবতীয়ন্তী প্রসিতা স্মরকর্মণি ।
বশেকৃত্য দশগ্রীবং মোদস্ব বর-মন্দিরে ॥ ৯২ ॥

মাস্ম ভূগ্রাহিণী ভীরু গন্তুমুৎসাহিনী ভব ।
উদ্ভাসিনী চ ভূত্বা মে বক্ষঃ সম্মর্দিনী ভব ॥ ৯৩ ॥

তাং প্রাতিকূলিকীং মত্বা জিহীর্ষুর্ভীমবিগ্রহঃ ।
বাহুপপীড়মাশ্লিষ্য জগাহে দ্যাং নিশাচরঃ ॥ ৯৪ ॥

ত্রস্যন্তীং তাং সমাদায় যাতো রাত্রিঞ্চরালয়ম্ ।
তুষ্ণীম্ভূয় ভয়দাসাণ্ডাক্রন্দে মৃগপক্ষিণঃ ॥ ৯৫ ॥

উচ্চৈ রারস্যমানাং তাং কৃপণাং রামলক্ষ্মণৌ।
জটায়ুঃ প্রাপ পক্ষীন্দ্রঃ পরুষং রাবণং বদন্ ॥ ৯৬ ॥

বিষন্ বনেচরাগ্র্যাণাং ত্বমাদায়চরো বনে।
অগ্রেসরো জঘন্যানাং মা ভূঃ পূর্বসরো মম ॥ ৯৭ ॥

যশস্করসমাচারং খ্যাতং ভুবি দয়াকরম্।
পিতুর্বাক্যকরং রামং ধিক্ ত্বাং দুঃখকৃত্তমপ্রপম্ ॥ ৯৮ ॥

অহমন্তকরো নূনং ধ্বান্তস্যেব দিবাকরঃ।
তব রাক্ষস রামস্য নেয়ঃ কর্মকরোপমঃ ॥ ৯৯ ॥

সতামরুন্ধকরং পক্ষী বৈরকারং নরাশিনম্।
হন্তুং কলহকারোঽসৌ শব্দকারঃ পপাত খম্ ॥ ১০০ ॥

ধুন্বন্ সর্বপথীনং খে বিতানং পক্ষয়োরসৌ।
মাংসশোণিতসংদর্শং তুণ্ডঘাতমযুধ্যত ॥ ১০১ ॥

ন বিভায় ন জিহ্রায় ন চক্লাম ন বিব্যথে।
আঘ্নানো বিধ্যমানোঽপি বা রণাৎ নিববৃতে ন চ ॥ ১০২ ॥

পিশাচমুখধোরেয়ং সচ্ছন্নকবচং রথম্।
যুধি কদ্রথবদ্ভীমং বভঞ্জ ধ্বজশালিনম্ ॥ ১০৩ ॥

সন্ত্রাসয়াঞ্চকারারিং স্থুরান্ পিপ্রায় পশ্যতঃ।
সন্ ত্যাজয়াঞ্চকারাথ সীতাং বিংশতিবাহুনা ॥ ১০৪ ॥

অসীতো রাবণঃ কাসাঞ্চক্রে শস্ত্রৈ নির্রাকুলঃ।
ভুয়স্তং বেভিদাঞ্চক্রে নখতুণ্ডায়ুধঃ খগঃ ॥ ১০৫ ॥

হন্তুং ক্রোধবশাদীহাঞ্চক্রাতে তৌ পরস্পরম্।
ন বা পলায়াঞ্চক্রে বিদর্য়াঞ্চক্রে ন রাক্ষসঃ ॥ ১০৬ ॥

উপাসাঞ্চক্রিরে দ্রষ্টুং দেবগন্ধর্বকিন্নরাঃ।
ছলেন পক্ষৌ লোলূয়াঞ্চক্রে ক্রব্যাৎ পতত্রিণঃ ॥ ১০৭ ॥

প্রলুঠিতমবনৌ বিলোক্য কৃত্তং দশবদনঃ খ-চরোত্তমং প্রহৃষ্যন্।
রথবরমধিরুহ্য ভীমধূর্বং স্বপুরমগাৎ পরিগৃহ্য রামকান্তাম্ ॥ ১০৮ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সীতাহরণো' নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × × ×

ওষাঞ্চকার কামাগ্নির্দশবক্ত্রমহর্নিশম্।
বিদাঞ্চকার বৈদেহীং রামাদন্যানিরুৎসুকাম্ ॥ ১ ॥

প্রজাগরাঞ্চকারারেরীহাস্বনিশমাদরাৎ।
প্রবিভয়াঞ্চকারাসৌ কাকুৎস্থাদভিশঙ্কিতঃ ॥ ২ ॥

ন জিহ্রয়াঞ্চকারাথ সীতামভ্যর্থ্য তর্জিতঃ ।
নাপত্রপাং বিভরামাস বৈদেহ্যাং প্রসিতো ভৃশম্ ॥ ৩ ॥

বিদাঙ্কুর্বন্তু রামস্য বৃত্তমিত্যবদৎ স্বকান্ ।
রক্ষাংসি রক্ষিতুং সীতামাশিষচ্চ প্রযত্নবান্ ॥ ৪ ॥

রামোঽপি হতমারীচো নিবর্ৎস্যন্ খরনাদিনঃ ।
ক্রোষ্টূন্ সমশৃণোৎ ক্রূরান্ রসতোঽশুভশংসিনঃ ॥ ৫ ॥

আশঙ্কমানো বৈদেহীং খাদিতাং নিহতাং মৃতাম্ ।
স শত্রুঘ্নস্য সোদর্যমারাদায়ান্তমৈক্ষত ॥ ৬ ॥

সীতাং সৌমিত্রিণা ত্যক্তাং সধ্রীচীং ত্বম্নুমৈকিকাম্ ।
বিজ্ঞায়ামংস্ত কাকুৎস্থঃ ক্ষয়ে ক্ষেমং সুদুর্লভম্ ॥ ৭ ॥

সোঽপৃচ্ছল্লক্ষ্মণং সীতাং যাচমানঃ শিবং সুরান্ ।
রামং যথাস্থিতং সর্বং ভ্রাতা ব্রূতে স্ম বিহ্বলঃ ॥ ৮ ॥

সংদৃশ্য শরণং শূন্যং ভিক্ষমাণো বনং প্রিয়াম্ ।
প্রাণান্ দুহন্নিবাত্মানং শোকং চিত্তমবারুধৎ ॥ ৯ ॥

গতা স্যাদবচিন্বানা কুসুমান্যাশ্রমদ্রুমান্ ।
আ যত্র তাপসান্ ধর্মং সুতীক্ষ্ণঃ শাস্তি তত্র সা ॥ ১০ ॥

আঃ কষ্টং বত হী চিত্রং হূং মাতর্দৈবতানি ধিক্ ।
হা পিতঃ ক্বাসি হে সুভ্রু বহ্বেবং বিললাপ সঃ ॥ ১১ ॥

ইহাসিষ্টাশয়িষ্টেহ সা সখেলোমিতোঽগমৎ ।
অম্লাসীৎ সংস্মরন্নিত্থং মৈথিল্যা ভরতাগ্রজঃ ॥ ১২ ॥

ইদং নক্তন্তনং দাম পৌষ্পমেতদ্দিবাতনম্ ।
শুচেবোদ্বধ্য শাখায়াং প্রম্লায়তি তয়া বিনা ॥ ১৩ ॥

ঐক্ষিষ্মহি মুহুঃ সুপ্তাং যাং মৃতাশঙ্কয়া বয়ম্ ।
অকালে দুর্মরমহো যজ্জীবামস্তয়া বিনা ॥ ১৪ ॥

অক্ষেমঃ পরিহাসোঽয়ং পরীক্ষাং মা কৃথা মম ।
মত্তো মান্তর্ধিথাঃ সীতে মা রংস্থা জীবিতেন নঃ ॥ ১৫ ॥

অহং ন্যবধিষং ভীমং রাক্ষসং ক্রূরবিক্রমম্
মা ঘুক্ষঃ পত্যুরাত্মানং মা ন শ্লিক্ষঃ প্রিয়ং প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥

মাস্ম দ্রাক্ষীর্মৃষা দোষং ভক্তং মাং মাতিচিক্লিশঃ ।
শৈলং স্বশিশ্রিয়ন্বামা নদীং নু প্রত্যুদদ্রুবৎ ॥ ১৭ ॥

হৈ বাচং দেহি ধৈর্যং নস্তব হেতোরসুস্রুবৎ ।
ত্বং নো মতিমিবাধাসীর্নষ্টা প্রাণানিবাদধঃ ॥ ১৮ ॥

রুদতোঽশিশ্বিয়চ্চক্ষুরাস্যং চার্থে তবাশ্বয়ীৎ ।
ম্রিয়েঽহং মাং নিরাস্থশ্চেন্মা ন বোচশ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মণাচক্ষ্ব যদ্যাখ্যৎ সা কিঞ্চিৎ কোপকারণম্ ।
দোষে প্রতিসমাধানমজ্ঞাতে ক্রিয়তাং কথম্ ॥ ২০ ॥

ইহ সা ব্যলিপদ্‌গন্ধৈঃ স্নাস্তীহাভ্যষিচজ্জলৈঃ ।
ইহাহং দ্রষ্টুমাহ্বং তাং স্মরন্নেবং মুমোহ সঃ ॥ ২১ ॥

তস্যালিপত শোকাগ্নিঃ স্বান্তং কাষ্ঠমিব জ্বলন্ ।
অলিপ্তেবানিলঃ শীতো বনে তং ন স্বজিহ্লদৎ ॥ ২২ ॥

স্নানভ্যষিচতাম্ভোহসৌ রুদন্ দয়িতয়া বিনা ।
তথাভ্যষিক্ত বারীণি পিতৃভ্যঃ শোকমূর্ছিতঃ ॥ ২৩ ॥

তথাতোহপি ক্রিয়াং ধর্ম্যাং স কালে নামুচৎ ক্বচিৎ ।
মহতাং হি ক্রিয়া নিত্যা ছিদ্রে নৈবাবসীদতি ॥ ২৪ ॥

আহ্বাস্ত স মুহুঃ শূরান্ মুহুরাহ্বত রাক্ষসাম্ ।
এত সীতাদ্রুহঃ সংখ্যে প্রত্যর্থয়ত রাঘবম্ ॥ ২৫ ॥

স্বপোষমপুষদ্ যুষ্মান্ যা পক্ষিমৃগশাবকাঃ ।
অদ্যুতচ্ছেন্দুনা সার্ধং তাং প্রবৃত গতা যতঃ ॥ ২৬ ॥

গিরিমন্বসৃপদ্রামো লিপ্সুর্জনকসম্ভবাম্ ।
তস্মিন্নাবোধনং বৃত্তং লক্ষ্মণায়াশিষমহৎ ॥ ২৭ ॥

সীতাং জিঘাংসু সৌমিত্রে রাক্ষসাবারতাং ধ্রুবম্ ।
ইদং শোণিতমভ্যগ্নং সম্প্রহারেঽশ্চ্যুত্তয়োঃ ॥ ২৮ ॥

ইদং কবচমচ্যোতীৎ সাশ্বোঽয়ং চূর্ণিতো রথঃ ।
এহ্যমুং গিরিমন্বেষ্টুমবগাহাবহে দ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥

মন্যুর্মন্যো মমাস্তম্ভীদ্বিষাদোঽস্তভদ্যাতিম্ ।
অজারীদিব চ প্রজ্ঞা বলং শোকাৎ তথাজরৎ ॥ ৩০ ॥

গৃধ্রস্যোহাশ্বতাং পক্ষৌ কৃতৌ বীক্ষস্ব লক্ষ্মণ ।
জিঘৎসোনূর্নমাপাদি ধ্বংসোঽয়ং তাং নিশাচরাৎ ॥ ৩১ ॥

ক্রুদ্ধোঽদীপি রঘুব্যাঘ্রো রক্তনেত্রোঽজনি ক্ষণাৎ ।
অবোধি দুঃস্থং ত্রৈলোক্যং দীপ্তেরাপূরি ভানুবৎ ॥ ৩২ ॥

অতায্যস্যোত্তমং সত্ত্বমপ্যায়ি কৃতকৃত্যবৎ ।
উপাচায়িষ্ট সামর্থ্যং তস্য সংরম্ভিণো মহৎ ॥ ৩৩ ॥

অদোহীব বিষাদোঽস্য সমরুধ্যেব বিক্রমঃ ।
সমভাবি চ কোপেন ন্যশ্বসীচ্ছায়তং মুহুঃ ॥ ৩৪ ॥

অথালম্ব্য ধনূরামো জগর্জ গর্জাবিক্রমঃ ।
রুণধ্মি সবিতুর্মার্গং ভিনদ্মি কুলপর্বতান্ ॥ ৩৫ ॥

রিণচ্মি জলধেস্তোয়ং বিবিনচ্মি দিবঃ সুরান্ ।
ক্ষুণদ্মি সর্পান্ পাতালে ছিনদ্মি ক্ষণদাচরান্ ॥ ৩৬ ॥

যমং যুনজিন্ন কালেন সমিন্ধানোঽস্ত্রকৌশলম্ ।
শুষ্কপেষং পিনষ্ম্যুর্বীমখিন্দানঃ স্বতেজসা ॥ ৩৭ ॥

ভূতিং তৃণদ্মি যক্ষাণাং হিনস্মীন্দ্রস্য বিক্রমম্ ।
ভনজ্মি সর্বমর্যাদান্তনচ্মি ব্যোমবিস্তৃতিম্ ৩৮ ॥

ন তৃণেক্মীতি লোকোঽয়ং মাং বিত্তে নিষ্পরাক্রমম্ ।
এবং বদন্ দাশরথিরপৃণগ্ধনুষা শরম্ ॥ ৩৯ ॥

ন্যবর্তয়ৎ সুমিত্রাভূস্তং চিকীর্ষুং জগৎক্ষয়ম্ ।
তেজঃ ক্ষাত্রং বিবৃণ্বন্তং দিধক্ষন্তমিবানলম্ ॥ ৪০ ॥

ঐক্ষেতামাশ্রমাদারাদ্গিরিকল্পং পতত্রিণম্ ।
তৎ সীতাঘাতিনং মত্বা হন্তুং রামোঽভ্যধাবৎ ॥ ৪১ ॥

মা বধিষ্ঠা জটায়ুং মাং সীতাং রামাহমৈক্ষিষি ।
উপাস্থিতৈবমুক্তে তং সখায়ং রাঘবঃ পিতুঃ ॥ ৪২ ॥

ততো রাবণমাখ্যায় দ্বিষন্তং পততাং বরঃ ।
ব্রণবেদনয়া গ্লায়ন্ মমার গিরিকন্দরে ॥ ৪৩ ॥

তস্যাগ্ন্যম্বুক্রিয়াং কৃত্বা প্রতস্থাতে পুনর্বনম্ ।
বিষাদমীয়িবাংসৌ তৌ বিচিন্বানাবিতস্ততঃ ॥ ৪৪ ॥

সত্ত্বানজস্রং ঘোরেণ বলাপকর্ষং মশ্নতা ।
ক্ষুধ্যতা জগৃহাতে তৌ রক্ষসা দীর্ঘবাহুনা ॥ ৪৫ ॥

ভুজৌ চকৃততুস্তস্য নিস্ত্রিংশাভ্যাং রঘূত্তমৌ ।
স ছিন্নবাহুরপতদ্বিহ্বলো হ্বলয়ন্ ভুবম্ ॥ ৪৬ ॥

প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতস্তস্য কথনীয়মবীবচৎ ।
আত্মানং বনবাসঞ্চ জ্ঞেয়ং চারিং রঘূত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

লভ্যা কথং নু বৈদেহী শক্যো দ্রষ্টুং কথং হরিঃ ।
সহ্যঃ কথং বিয়োগশ্চ গদ্যমেতৎ ত্বয়া মম ॥ ৪৮ ॥

অহং রাম শ্রিয়ঃ পুত্রো মদ্যপীত ইব ভ্রমন্ ।
পাপচর্যো মুনেঃ শাপাজ্জাত ইত্যবদৎ স তম্ ॥ ৪৯ ॥

তব প্রয়াতো যম্যত্বং শস্ত্রপূতো ব্রবীমি তে ।
রাবণেন হৃতা সীতা লংকাং নীতা সুরারিণা ॥ ৫০ ॥

ঋষ্যমূকেঽনবদ্যোঽস্তি পণ্যভ্রাতৃবধঃ কপিঃ ।
সুগ্রীবো নাম বর্যোঽসৌ ভবতা চারুবিক্রমঃ ॥ ৫১ ॥

তেন বহ্যেন হন্তাসি স্বমর্যং পুরুষাশিনাম্ ।
রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং শক্রারিং দূরবাসিনম্ ॥৫২॥

আস্তে স্মরন্ স কান্তায়া হৃতায়া বালিনা কপিঃ ।
বৃষো যথোপসর্যায়া গোষ্ঠে গোদণ্ডতাড়িতঃ ॥৫৩॥

তেন সঙ্গতমার্ষ্যেণ রামাজর্য্যং কুরু দ্রুতম্ ।
লঙ্কাং প্রাপ্য ততঃ পাপং দশগ্রীবং হনিষ্যসি ॥৫৪॥

অনৃতোদ্যং ন তত্রাস্তি সত্যবদ্যং ব্রবীম্যহম্ ।
মিত্রভূয়ং গতস্তস্য রিপুহত্যাং করিষ্যসি ॥৫৫॥

আদৃত্যস্তেন বৃত্যেন স্তুত্যো জুষ্যেণ সঙ্গতঃ ।
ইত্যঃ শিষ্যেণ গুরুবদগুধ্যমথর্মব্যপুস্যসি ॥৫৬॥

নাথেয়ঃ সাগরোহপ্যন্যস্তস্য সম্ভৃত্যশালিনঃ ।
মন্যুস্তস্য ত্বয়া মার্গ্যো মৃজ্যঃ শোকশ্চ তেন তে ॥৫৭॥

স রাজসূয়যাজীব তেজসা সূর্যসন্নিভঃ ।
অমৃষোদ্যং বদন্ রুচ্যো জগাহে দ্যাং নিশাচরঃ ॥৫৮॥

অকৃষ্টপচ্যাঃ পশ্যন্তৌ ততো দাশরথী লতা ।
রত্নান্নপানকুপ্যানামাটতুর্নষ্টসংস্মৃতী ॥৫৯॥

সমুত্তরন্তাবব্যথ্যৌ নদান্ ভিদ্যোদ্ধ্যসন্নিভান্ ।
সিধ্যতারামিব খ্যাতাং শবরীমাপতুর্বনে ॥৬০॥

বসানাং বল্কলে শুন্ধে বিপূয়ৈঃ কৃতমেখলাম্ ।
ক্ষামামঞ্জনপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাম্বরাম্ ॥৬১॥

প্রগৃহ্যপদবৎ সাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্ ।
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাদ্দেবগৃহ্যামনিন্দিতাম্ ॥৬২॥

ধর্মকৃত্যরতাং নিত্যমবৃষ্যফলভোজনাম্ ।
দৃষ্টা তামমুচদ্রামো যুগ্যায়াত ইব শ্রমম্ ॥৬৩॥

স তামূচেঽথ কচ্চিত্ত্বমমাবাস্যাসমন্বয়ে ।
পিতৄণাং কুরুষে কার্যমপাক্যৈঃ স্বাদুভিঃ ফলৈঃ ॥৬৪॥

অবশ্যপাব্যং পবসে কচ্চিত্ত্বং দেবভাগুর্ঘবিঃ ।
আসাব্যমধ্বরে সোমং দ্বিজৈঃ কচ্চিন্নমস্যসি ॥৬৫॥

আচাম্যং সন্ধ্যয়োঃ কচ্চিৎ সম্যক্ ন প্রহীয়তে ।
কচ্চিদগ্নিমিবানায্যং কালে সংমন্যসেঽতিথিম্ ॥৬৬॥

ন প্রণায্যো জনঃ কচ্চিন্নিকায্যং তেঽধিতিষ্ঠতি ।
দেবকার্যবিঘাতায় ধর্মদ্রোহী মহোদয়ে ॥৬৭॥

কুণ্ডপায্যবতাং কচ্চিদগ্নিচিত্যাবতাং তথা ।
কথাভী রমসে নিত্যমুপচায্যবতাং শুভে ॥৬৮॥

বর্ধতে তে তপোভীরু ব্যজেষ্ঠা বিঘ্ননায়কান্ ।
অজৈর্ষীঃ কামসম্মোহো সংপ্রাপ্থা বিনয়েন বা ॥৬৯॥

নায়স্যসি তপস্যন্তী গুরূন্ সমাগতুতুষঃ ।
যমায়োদবিজিষ্ঠাস্ত্বং নিজায় তপসেঽতুষঃ ॥৭০॥

অথার্ঘ্যং মধুপর্কাদ্যমুপনীয়াদরাদসৌ ।
অর্চয়িত্বা ফলৈরর্চ্যো সর্বত্রাখ্যদনাময়ম্ ॥৭১॥

সখ্যাস্য তব সুগ্রীবঃ কারকঃ কপিনন্দনঃ ।
দ্রুতং দ্রষ্টাসি মৈথিল্যাঃ সৈবমুক্ত্বা তিরোঽভবৎ ॥৭২॥

নন্দনানি মুনীন্দ্রাণাং রমণানি বনৌকসাম্ ।
বনানি ভেজতুর্বীরৌ ততঃ পাম্পানি রাঘবৌ ॥৭৩॥

ভৃঙ্গালিকোকিলক্রুঙ্ভির্বাশনৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ ।
রোচনৈর্ভূষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্ ॥৭৪॥

পরিভাবীনি তারাণাং পশ্য মন্থীনি চেতসাম্ ।
উদ্ভাসীনি জলেজানি দুঃখবস্ত্যদয়িতং জনম্ ॥৭৫॥

সর্বত্র দয়িতাধীনং সুব্যক্তং রামণীয়কম্ ।
যেন জাতং প্রিয়াপায়ে কদ্বদং হংসকোকিলম্ ॥৭৬॥

পক্ষিভির্বির্তৃদৈযূনাং শাখিভিঃ কুসুমোৎকিরৈঃ ।
অজ্ঞো যো যস্য বা নাস্তি প্রিয়ঃ প্রগ্নো ভবেন্ন সঃ ॥৭৭॥

ধ্বনীনামুন্ধয়ৈরেভির্মধূনাম্নুন্ধয়ৈর্ভৃশম্ ।
আজিঘ্রৈঃ পুষ্পগন্ধানাং পতঙ্গৈর্গ্লপিতা বয়ম্ ॥৭৮॥

ধারয়ৈঃ কুসুমোর্মীণাং পারয়ৈর্বাধিতুং জনান্ ।
শাখিভির্হা হতা ভূয়ো হৃদয়ানামুদেজয়ৈঃ ॥৭৯॥

দদৈর্দুঃখস্য মাদৃগ্ভ্যো ধায়ৈরামোদমুত্তমম্ ।
লিম্পৈরিব তনোর্বাতৈশ্চেতয়ঃ স্যাজ্জ্বলো ন কঃ ॥৮০॥

অবশ্যায়কণাস্রাবাশ্চারুমুক্তাফলত্বিষঃ ।
কুর্বন্তি চিত্তসংস্রাবং চলৎপর্ণাগ্রসম্ভৃতা ॥৮১॥

অবসায়ো ভবিষ্যামি দুঃখস্যাস্য কদা ন্বহম্ ।
ন জীবস্যাবহারো মাং করোতি সুখিনং যমঃ ॥৮২॥

দহ্যেঽহং মধুনো লেহৈর্দাবৈরুগ্রৈর্যথা গিরিঃ ।
নায়ঃ কোঽনু স যেন স্যাং বতাহং বিগতজ্বরঃ ॥৮৩॥

সমাবিষ্টং গ্রহেণেব গ্রাহেণেবাত্তমর্ণবে ।
দৃষ্ট্বা গৃহান্ স্মরস্যেব বনান্তাদ্ মম মানসম্ ॥৮৪॥

বাতাহতিচলচ্ছাখা নর্তকা ইব শাখিনঃ ।
দুঃসহা হা পরিক্ষিপ্তাঃ ক্বণদ্ভিরলিগাথকৈঃ ॥৮৫॥

একহায়নশারঙ্গগতী রঘুকুলোত্তমৌ ।
লবকৌ শত্রুশক্তীনামৃষ্যমূকমগচ্ছতাম্ ॥৮৬॥

তৌ বালিপ্রণিধী মত্বা সুগ্রীবোঽচিন্তয়ৎ কপিঃ ।
বন্ধুনা বিগৃহীতোঽহং ভূয়াসং জীবকঃ কথম্ ॥৮৭॥

স শব্দলাবো মন্বানো রাঘবো মলয়ং গিরিম্ ।
জগাম সপরীবারো ব্যোমমায়মিবোখিতম্ ॥৮৮॥

শর্মদং মারুতিং দূতং বিষমস্থঃ কপিাধিপম্ ।
শোকাপনুদমব্যগ্রং প্রাযুঙ্‌ক্ত কপিকুঞ্জরঃ ॥৮৯॥

বিশ্বাসপ্রদবেষোঽসৌ পথিপ্রজ্ঞঃ সমাহিতঃ ।
চিত্তসংখ্যো জিগীষূণামুৎপপাত নভস্তলম্ ॥৯০॥

সুরাপৈরিব ঘূর্ণদ্ভিঃ শাখিভিঃ পবনাহতৈঃ ।
ঋষ্যমূকমগাদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগীতং সামগৈরিব ॥৯১॥

তং মনোহরমাগম্য গিরিং বর্মহরো কপিঃ ।
বীরৌ সুখাহরোঽবোচদ্ভিক্ষুর্ভিক্ষাহবিগ্রহঃ ॥৯২॥

বলিনাবমূমদ্রীন্দ্রং যুবাং স্তম্বেরমাবিব ।
আচক্ষাথামিথঃ কস্মাচ্ছঙ্করেণাপি দুর্গমম্ ॥৯৩॥

ব্যাপ্তং গুহাশয়ৈঃ ক্রূরৈঃ ক্রব্যাদ্ভিঃ সনিশাচরৈঃ ।
তুঙ্গশৈলতনুচ্ছন্নং মানুষাণামগোচরম্ ॥৯৪॥

সত্বমেজয়সিংহাঢ্যান্ স্তনন্ধয়সমাত্বিষৌ ।
কথং নাড়িন্ধমান্ মার্গানাগতৌ বিষমোপলান্ ॥৯৫॥

উত্তীর্ণৌ বা কথং ভীমাঃ সরিতঃ কূলমুদ্বহাঃ ।
আসাদিতৌ কথং রুতং ন গজৈঃ কূলমুদ্রুজৈঃ ॥৯৬॥

রামোঽবোচন্ধনুমন্তমাবামভ্রংলিহং গিরিম্ ।
ঐব বিদ্বন্ পিতুঃ কামাৎ পান্তাবল্পম্পচান্ মুনীন্ ॥৯৭॥

অমিতং পচমীশানং সর্বভোগীণমুত্তমম্ ।
আবয়োঃ পিতরং বিদ্ধি খ্যাতং দশরথং ভুবি ॥৯৮॥

ছলেন দয়িতারণ্যাদ্রক্ষসাঽরুন্তুদেন নঃ ।
অসূর্যম্পশ্যায়া মুত্যৌ হৃতা তাং মৃগয়াবহে ॥৯৯॥

প্রত্যূচে মারুতী রামমস্তি বালীতি বানরঃ ।
শময়েদপি সংগ্রামে যো ললাটন্তপং রবিম্ ॥১০০॥

উগ্রম্পশ্যেন সুগ্রীবস্তেন ভ্রাত্রা নিরাকৃতঃ ।
তস্য মিত্রীয়তো দূতঃ সম্প্রাপ্তোঽস্মি বশংবদঃ ॥১০১॥

প্রিয়ংবদোঽপি নৈবাহং ব্রুবে মিথ্যা পরন্তপ ।
সখ্যা তেন দশগ্রীবং নিহন্তাসি দ্বিষন্তপম্ ॥১০২॥

বাচং যমোঽহমনৃতে সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ।
এহি সর্বংসহং মিত্রং সুগ্রীবং কুরু বানরম্ ॥১০৩॥

সর্বস্বযশঃশাখং রামকল্পতরুং কপিঃ ।
আদায়াভ্রঙ্কষং প্রায়ান্মলয়ং ফলশালিনম্ ॥ ১০৪ ॥

মেঘঙ্করমিবায়াস্তমস্তুং রামং ক্ষমাশ্রিতঃ।
দৃষ্ট্বা মেনে ন সুগ্রীবো বালিভানুং ভয়ঙ্করম্ ॥ ১০৫ ॥

উপাগ্ন্যকুরুতাং সখ্যমন্যোন্যস্য প্রিয়ঙ্করৌ।
ক্ষেমঙ্করাণি কার্যাণি পর্যালোচয়তাং ততঃ ॥ ১০৬ ॥

আশিতং ভবমুৎকৃষ্টং বলিগতং শয়িতং স্থিতম্।
বহ্বমন্যত কাকুৎস্থঃ কপীনাং স্বেচ্ছয়া কৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

ততো বলিন্দমপ্রখ্যং কপির্বিশ্বম্ভরাধিপম্।
সুগ্রীবঃ প্রাব্রবীদ্রামং বালিনো যুধি বিক্রমম্ ॥ ১০৮ ॥

বসুন্ধরায়াং কৃৎস্নায়াং নাস্তি বালিসমো বলী।
হৃদয়ঙ্গমমেতত্ত্বাং ব্রবীমি ন পরাভবম্ ॥ ১০৯ ॥

দুরৈগেরন্তগৈর্বাণৈর্ভবানত্যন্তগঃ শ্রিয়ঃ।
অপি সংক্রন্দনস্য স্যাৎ ক্রুদ্ধঃ কিমুত বালিনঃ ॥ ১১০ ॥

বরেণ তু মুনের্বালী সঞ্জতো দস্যুহো রণে।
অধার্য্যপ্রসরঃ প্রাতরুদ্যান্নিব তমোপহঃ ॥ ১১১ ॥

অতিপ্রিয়ত্বান্নহি মে কাতরং প্রতিপদ্যতে।
চেতো বালিবধং রাম ক্লেশাপহমুপস্থিতম্ ॥ ১১২ ॥

শীর্ষঘাতিনমায়ান্তমরীণাং ত্বাং বিলোকয়ন্।
পতিঘ্নীলক্ষণোপেতাং মন্যেঽহং বালিনঃ শ্রিয়ম্ ॥ ১১৩ ॥

শত্রুঘ্নান্ যুধি হস্তিঘ্নো গিরীন্ ক্ষিপ্যন্নকৃত্রিমান্।
শিল্পিভিঃ পাণিঘৈঃ ক্রুদ্ধস্ত্বয়া জয্যোঽভ্যুপায়বান্ ॥ ১১৪ ॥

আঢ্যঙ্করণবিক্রান্তো মহিষস্য সুরদ্বিষঃ।
প্রিয়ঙ্করণমিন্দ্রস্য দুষ্করং কৃতবান্ বধম্ ॥ ১১৫ ॥

প্রিয়ম্ভাবুকতাং যাতস্তং ক্ষিপন্ যোজনং মৃতম্।
স্বর্গে প্রিয়ম্ভবিষ্ণুশ্চ কৃৎস্নং শক্তোঽপ্যবাধয়ন্ ॥ ১১৬ ॥

জিজ্ঞাসোঃ শক্তিমস্ত্রাণাং রামো ন্যূনধিয়ঃ কপেঃ।
অভিনৎ প্রতিপত্ত্যর্থং সপ্ত ব্যোমস্পৃশস্তরূন্ ॥ ১১৭ ॥

ততো বালিপশো বধ্যে রামাত্ত্বর্জিতসাধ্বসঃ।
অভ্যভূমিলয়ং ভ্রাতুঃ সুগ্রীবো নিনদন্ দধৃক্ ॥ ১১৮ ॥

গুহায়া নিরগাদ্বালী সিংহো মৃগমিব দ্যবন্।
ভ্রাতরং যুঙ্ভিয়ঃ সংখ্যে ঘোষেণাপূরয়ন্ দিশঃ ॥ ১১৯ ॥

ব্যায়চ্ছমানয়োমূঢ়ো ভেদে সদৃশয়োস্তয়োঃ।
বাণমুদ্যতমায়ংসীদিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ ॥ ১২০ ॥

ঋষ্যমূকমগাৎ ক্লান্তঃ কপিমূর্গসদৃগ্ দ্রুতম্।
কিষ্কিন্ধাদ্রিসদাত্যর্থং নিষ্পিষ্টঃ কোকমুচ্ছ্বসন্ ॥ ১২১ ॥

কৃত্বা বালিদ্রুহং রামো মালয়া সবিশেষণম্ ।
অঙ্গদত্বং পুনর্হন্তুং কপিমাহ্বায়য়দ্রণে ॥ ১২২ ॥

তয়োর্বানরসেনান্যোঃ সংপ্রহারে তনুচ্ছিদম্ ।
বালিনো দূরভাক্ রামো বাণং প্রাণাদমত্যজৎ ॥ ১২৩ ॥

অথ বাণেন জবিনা তেন বিদ্ধো মহাকপিঃ ।
কৃত্বাত্রাসকরং নাদং কুর্বন্ কামদুঘোঽর্থিনাম্ ॥ ১২৪ ॥

অগ্রেগাবা চ শূরানামভিভূঃ সর্ববিদ্বিষম্ ।
শংস্বরূপঃ স্থিরপ্রজ্ঞঃ পপাত সহসা ভুবি ॥ ১২৫ ॥

বালিনং পতিতং দৃষ্ট্বা বানরা রিপুঘাতিনম্ ।
বান্ধক্রোশিনো ভেজুরনাথাঃ ককুভো দশ ॥ ১২৬ ॥

ধিগ্দাশরথিমিত্যুচুর্মর্নয়ো বনবর্তিনঃ ।
উপেযুর্মধুপায়িন্যঃ ক্রোশন্ত্যস্তং কপিস্ত্রিয়ঃ ॥ ১২৭ ॥

রামমূচেরুপালম্ভ শূরমানী কপিপ্রভুঃ ।
ব্রণবেদনয়া গ্নায়ন্ সাধুস্মন্যমসাধুবৎ ॥ ১২৮ ॥

মৃষাসি ত্বং হবির্যাজী রাঘব ছদ্মতাপসঃ ।
অন্যব্যাসক্তঘাতিত্বাদ্ ব্রহ্মঘ্নাং পাপসম্মিতঃ ॥ ১২৯ ॥

পাপকৃৎ সুকৃতাং মধ্যে রাজ্ঞঃ পুণ্যকৃতঃ সুতঃ ।
মামপাপং দুরাচার কিং নিহত্যাভিধাস্যসি ॥ ১৩০ ॥

অগ্নিচিৎ সোমসুদ্রাজা রথচক্রচিদাদিষু ।
অনলেভিষ্টবান্ কস্মান্ন ত্বয়াপেক্ষিতঃ পিতা ॥ ১৩১ ॥

মাংসবিক্রয়িণঃ কর্ম ব্যাধস্যাপি বিগর্হিতম্ ॥
মাং ঘ্নতা ভবতাকারি নিঃশঙ্কং পাপদৃশ্বনা ॥ ১৩২ ॥

বুদ্ধিপূর্বং দ্রুবন্ ন ত্বা রাজকৃত্বা পিতা খলম্ ।
সহযুধ্বানমন্যেন যোঽহিনো মামনাগসম্ ॥ ১৩৩ ॥

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা যে প্রোক্তাঃ কৃতজেভির্দ্বিজৈঃ ।
কৌশল্যাজ শশাদীনাং তেষাং নৈকোঽপ্যহং কপিঃ ॥ ১৩৪ ॥

কথং দুঃস্থঃ স্বয়ং ধর্মে প্রজাস্ত্বং পালয়িষ্যসি ।
আত্মানুজস্য জিহ্রেষি সৌমিত্রেস্ত্বং কথং ন বা ॥ ১৩৫ ॥

মন্যে কিঞ্জমহং সুস্থং ত্বামক্ষত্রিয়জে রণে ।
লক্ষ্মণাধিজ দুর্বৃত্ত প্রযুক্তমনুজেন নঃ ॥ ১৩৬ ॥

প্রত্যুচে বালিনং রামো নাকৃতং কৃতবানহম্ ।
যজ্বভিঃ সুত্বভিঃ পূর্বৈর্জরাদ্ভিশ্চ কপীশ্বর ॥ ১৩৭ ॥

তে হি জালৈর্গলে পাশৈস্তিরশ্চামুপসেদুষাম্ ।
উষুষাং পরদারৈশ্চ সার্ধং নিধনমৈষিষুঃ ॥ ১৩৮ ॥

অহং তু শুশ্রুবান্ ভ্রাত্রা স্ত্রিয়ং ভুক্তাং কনীয়সা ।
উপেয়িবাননূচানৈর্নিন্দিতস্তদং লতামৃগ ॥ ১৩৯ ॥

অম্বনৈষীত্ততো বালী ত্রপাবানিব রাঘবম্ ।
ন্যক্ষিপচ্চাঙ্গদং যত্নাৎ কাকুৎস্থে তনয়ং প্রিয়ম্ ॥ ১৪০ ॥

ম্রিয়মাণঃ স সুগ্রীবং প্রোচে সম্ভাবমাগতঃ ।
সংভবিষ্যাব একস্যামভিজানাসি মাতরি ॥ ১৪১ ॥

অবসাব নগেন্দ্রেষু যৎ পাস্যাবো মধূনি চ ।
অভিজানীহি তৎ সর্বং বন্ধূনাং সময়ো হ্যয়ম্ ॥ ১৪২ ॥

দৈবং ন বিদধে নূনং যুগপৎ সুখমাবয়োঃ ।
শশ্বদ্বভূব তদ্দুঃস্থং যতো ন ইতি হাকরোৎ ॥ ১৪৩ ॥

দদৌ স দয়িতাং ভ্রাত্রে মালাং চাগ্র্যাং হিরণ্ময়ীম্ ।
রাজ্যং সংদিশ্য ভোগাংশ্চ মমার ব্রণপীড়িতঃ ॥ ১৪৪ ॥

তস্য নির্বর্ত্য কর্তব্যং সুগ্রীবো রাঘবাজ্ঞয়া ।
কিষ্কিন্ধ্যাদ্রিগুহাং গন্তুং মনঃ প্রণিদধে দ্রুতম্ ॥ ১৪৫ ॥

নামগ্রাহং কপিভিরশনৈঃ স্তূয়মানঃ সমন্তা-
দম্বগ্ভাবং রঘুবৃষভয়োর্বানরেন্দ্রো বিরাজন্ ।
অভ্যার্ণেহম্ভঃপতনসময়ে পর্ণলীভূতসানুং
কিষ্কিন্ধ্যাদ্রিং ন্যবিশত মধুক্ষীবগুঞ্জদ্দ্বিরেফম্ ॥ ১৪৬ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'বালিবধো' নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

ততঃ কর্তা বনাকম্পং ববৌ বর্ষাপ্রভঞ্জনঃ ।
নভঃ পূরয়িতারশ্চ সমুন্নেমুঃ পয়োধরাঃ ॥ ১ ॥

তর্পণং প্রজনিষ্ণূনাং শস্যানামমলং পয়ঃ ।
রোচিষ্ণবঃ সবিস্ফূর্জা মুমুচুর্ভিন্নবদ্ঘনাঃ ॥ ২ ॥

নিরাকরিষ্ণবো ভানুং দিবং বর্তিষ্ণবোহভিতঃ ।
অলংকরিষ্ণবো ভান্তস্তড়িত্বন্তশ্চরিষ্ণবঃ ॥ ৩ ॥

তান্ বিলোক্যাসহিষ্ণুঃ সন্ বিললাপোন্মদিষ্ণুবৎ ।
বসন্ মাল্যবতি গ্লাস্নুঃ রামো জিষ্ণুরধৃষ্ণুবৎ ॥ ৪ ॥

ভ্রমী কদম্বসংভিন্নঃ পবনঃ শমিনামপি ।
ক্লমিত্বং কুরুতেঽত্যর্থং মেঘশীকরশীতলঃ ॥ ৫ ॥

সংজ্বারিণেব মনসা ধ্বান্তমায়াসিনা ময়া ।
দ্রোহি খদ্যোতসম্পর্কি নয়নামোষি দুঃসহম্ ॥ ৬ ॥

কুর্বন্তি পরিসারিণ্যো বিদ্যুতঃ পরিদেবিনম্ ।
অভ্যাঘাতিভিরামিশ্রাশ্চাতকৈঃ পরিরাটিভিঃ ॥ ৭ ॥

সংসর্গী পরিদাহীব শীতোঽপ্যাভাতি শীকরঃ ।
সোঢ়ুমাক্রীড়িনোঽশক্যাঃ শিখিনঃ পরিবাদিনঃ ॥ ৮ ॥

এতা দেবানুরোধিন্যো দ্বেষিণ্য ইব রাগিণম্ ।
পীড়য়ন্তি জনং ধারাঃ পতন্ত্যোঽনপকারিণম্ ॥ ৯ ॥

কুর্বাদ্ যোগিনমপ্যেষ স্ফূর্জাবান্ পরিমোহিণম্ ।
ত্যাগিনং সুখদুঃখস্য পরিক্ষেপ্যন্তসামতুঃ ॥ ১০ ॥

বিকত্থী যাচতে প্রত্তমবিস্রম্ভী মুহুর্জলম্ ।
পর্জন্যাচ্চাতকঃ পক্ষী নিকৃন্তন্নিব মানসম্ ॥ ১১ ॥

প্রলাপিনো ভবিষ্যন্তি কদা ন্বেতেঽপলাষিণঃ ।
প্রমাথিনো বিযুক্তানাং হিংসকাঃ পাপদর্দুরাঃ ॥ ১২ ॥

নিন্দকো রজনিম্মন্যং দিবসং ক্লেশকো নিশাম্ ।
প্রাবৃষ্যনৈষীৎ কাকুৎস্থঃ কথঞ্চিৎ পরিদেবকম্ ॥ ১৩ ॥

অথোপশরদেঽপশ্যৎ ক্রৌঞ্চানাং চেষ্টনৈঃ কুলৈঃ ।
উৎকণ্ঠাবর্ধনৈঃ শুভ্রং রবণৈরম্বরং ততম্ ॥ ১৪ ॥

বিলোক্য দ্যোতনং চন্দ্রং লক্ষ্মণং শোচনোঽবদৎ ।
পশ্য দন্দ্রমণান্ হংসানরবিন্দসমুৎসুকান্ ॥ ১৫ ॥

কপিশ্চঙ্ক্রমণোঽদ্যাপি নাসৌ ভবতি গর্ধনঃ ।
কুর্বন্তি কোপনং তারা মণ্ডনং গগনস্য মাম্ ॥ ১৬ ॥

নাবৈত্যাপ্যায়িতারং কিং কমলানি রবিং কপিঃ ।
দীপিতারং দিনারম্ভে নিরস্তধ্বান্তসঞ্চয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অতীতে বর্ষুকে কালে প্রমত্তঃ স্থায়ুকো গৃহে ।
গমুকো ধ্রুবমধ্বানং সুগ্রীবো বালিনা গতম্ ॥ ১৮ ॥

জল্পাকীভিঃ সহাসীনঃ স্ত্রীভিঃ প্রজবিনা ত্বয়া ।
গত্বা লক্ষ্মণ বক্তব্যো জয়িনা নিষ্ঠুরং বচঃ ॥ ১৯ ॥

শৈলে বিশ্রয়িণং ক্ষিপ্রমনাদরিণমভ্যমী ।
ন্যায্যং পরিভবী ব্রূহি পাপমব্যথিনং কপিম্ ॥ ২০ ॥

স্পৃহয়ালুং কপিং স্ত্রীভ্যো নিদ্রালুমদয়ালুবৎ ।
শ্রদ্ধালুং ভ্রামরং ধারুং সদ্রুমদ্রো বদ দ্রুতম্ ॥ ২১ ॥

সুমরোঽভঙ্গুরপ্রজ্ঞো গৃহীত্বা ভাসুরং ধনুঃ ।
বিদুরো জিত্বরঃ প্রাপ লক্ষ্মণো গত্বরান্ কপীন্ ॥ ২২ ॥

তং জাগরূকঃ কার্যেষু দন্দশূকরিপুং কপিঃ ।
অকম্প্রং মারুতিদীপ্রং নম্রঃ প্রাবেশয়দ্ গৃহাম্ ॥ ২৩ ॥

কন্যাভিরাবৃতঃ স্ত্রীভিরাশংস্যঃ ক্ষেমমাত্মনঃ।
ইচ্ছুঃ প্রসাদং প্রণমন্ সুগ্রীবঃ প্রাবদন্নৃপম্ ॥ ২৪ ॥

অহং স্বপ্নক্ প্রসাদেন তব বন্দারুভিঃ সহ।
অভীরুরবসং স্ত্রীভির্ভাস্বরাভিরিহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

বিদ্যুন্নাশং রবের্ভাসং বিভ্রাজং শশলাঞ্ছনম্।
রামপ্রত্তেষু ভোগেষু নাহমজ্ঞাসিষং রতঃ ॥ ২৬ ॥

এষ শোকচ্ছিদো বীরান্ প্রভো সম্প্রতি বানরান্।
ধরাসমুদ্রশৈলানামন্তগান্ প্রহিণোম্যহম্ ॥ ২৭ ॥

রাঘবস্য ততঃ কার্যং কারুর্বানরপুঙ্গবঃ।
সর্ববানরসেনানামাশ্বাগমনমাদিশৎ ॥ ২৮ ॥

বয়মদ্যৈব গচ্ছামো রামং দ্রষ্টুং ত্বরান্বিতাঃ।
কারকা মিত্রকার্যাণি সীতালাভায় সোঽব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥

ততঃ কপীনাং সংঘাতা হর্ষাদ্রাঘবভূতয়ে।
পূরয়ন্তঃ সমাজগ্মুর্ভয়দায়া দিশো দশ ॥ ৩০ ॥

সুগ্রীবান্তিকমাসেদুঃ সাধয়িষ্যাম ইত্যরিম্।
করিষ্যন্ত ইবাকস্মাদ্ভুবনং নির্দশাননম্ ॥ ৩১ ॥

কর্তাস্মি কার্যমায়াতৈরেভিরিত্যবগম্য সঃ।
কাকুৎস্থপাদপচ্ছায়াং শীতস্পর্শামুপাগমৎ ॥ ৩২ ॥

কার্যসারনিভং দৃষ্ট্বা বানরাণাং সমাগমম্।
অবৈন্নাশং দশাস্যস্য নিবৃত্তমিব রাঘবঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ কপিসমাহারমেকং নিশ্চায়মাগতম্।
উপাধ্যায় ইবায়ামং সুগ্রীবোঽধ্যাপিপদ্দিশাম্ ॥ ৩৪ ॥

সজলাম্ভোদসংরাবং হনূমন্তং সহাঙ্গদম্।
জাম্ববন্নীলসহিতং চারুসম্রাবমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

যাত যূয়ং যমশ্রায়ং দিশং নায়েন দক্ষিণাম্।
বিক্ষাবৈস্তোয়বিশ্রাবং তর্জয়ন্তো মহোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥

উন্নায়ানধিগচ্ছন্তঃ প্রদ্রাবৈবর্সুধাভৃতাম্।
বনাভিলাবান্ কুর্বন্তঃ স্বেচ্ছয়া চারুবিক্রমাঃ ॥ ৩৭ ॥

সদোদ্গারসুগন্ধীনাং ফলানামলমাশিতাঃ।
উৎকারেষু চ ধান্যানামনভীষ্টপরিগ্রহাঃ ॥ ৩৮ ॥

সংস্তাবমিব শৃণ্বন্তশ্ছন্দোগানাং মহাধ্বরে।
শিঞ্জিতং মধুলেহানাং পুষ্পপ্রস্তারশায়িনাম্ ॥ ৩৯

আলোচয়ন্তো বিস্তারমম্ভসাং দক্ষিণোদধেঃ।
স্বাদয়ন্তঃ ফলরসং মুষ্টিসংগ্রাহপীড়িতম্ ॥ ৪০ ॥

ন্যায্যং যদ্ যত্র তৎকার্যং পর্য্যায়েণাবিরোধিভিঃ।
নিশোপশায়ঃ কর্ত্তব্যঃ ফলোচ্চায়শ্চ সংহতৈঃ ॥ ৪১ ॥

সীতা রক্ষোনিকায়েষু স্তোককায়ৈশ্ছলেন চ।
মৃগ্যা শত্রুনিকায়ানাং ব্যাবহাসীমনাশ্রিতৈঃ ॥ ৪২ ॥

সাংরাবিণং ন কর্ত্তব্যং যাবন্নায়াতি দর্শনম্।
সংদৃষ্টায়াং তু বৈদেহ্যাং নিগ্রাহো বোঽর্থবানরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রগ্রাহৈরিব পাত্রাণামন্বেষ্যা মৈথিলীকৃতৈঃ।
জ্ঞাতব্যা চেঙ্গিতৈর্ধৰ্মৈর্ধ্যায়ন্তী রাঘবাগমম্ ॥ ৪৪ ॥

বেদিবৎ সপরিগ্রাহা যজ্ঞিয়ৈঃ সংস্কৃতা দ্বিজৈঃ।
দৃশ্যা মাসতমাদহ্নঃ প্রাগানিন্দিতবেষভৃৎ ॥ ৪৫ ॥

নীবারাফলমূলাশানৃষীনপ্যতিশেরতে।
যস্যা গুণা নিরুদ্রাবাস্তাং দ্রুতং যাত পশ্যত ॥ ৪৬ ॥

উচ্ছ্রায়বান্ ঘনারাবো বানরং জলদারবম্।
দুরাপ্লাবং হনূমন্তং রামঃ প্রোচে গজাপ্লবঃ ॥ ৪৭ ॥

অবগ্রাহে যথা বৃষ্টিং প্রার্থয়ন্তে কৃষীবলাঃ।
প্রার্থয়ধ্বং তথা সীতাং যাত সুগ্রীবশাসনাৎ ॥ ৪৮ ॥

বণিক্ প্রগ্রাহবান্ যদ্বৎ কালে চরতি সিদ্ধয়ে।
দেশাপেক্ষস্তথা যূয়ং যাতাদায়াঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৪৯ ॥

অভিজ্ঞানং গৃহীত্বা তে সমুৎপেতুর্নভস্তলম্।
বাজিনঃ স্যন্দনে ভানোর্বিমুক্তপ্রগ্রহা ইব ॥ ৫০ ॥

উদক্ শতবলিং কোট্যা সুষেণং পশ্চিমাং তথা।
দিশং প্রাস্থাপয়দ্রাজা বানরাণাং কৃতত্বরঃ ॥ ৫১ ॥

প্রাচীং তার্বাম্ভরবাগ্রঃ কপিভির্বিনতো যযৌ।
অপ্রগ্রাহৈরিবাদিত্যো বাজিভির্দূরপাতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

যযুর্বিন্ধ্যং শরন্মেঘৈঃ প্রাবারৈঃ প্রবরৈরিব।
প্রচ্ছন্নং মারুতিপ্রষ্ঠাঃ সীতাং দ্রষ্টুং প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫৩ ॥

পরিভাবং মৃগেন্দ্রাণাং কুর্বন্তো নগমূর্ধসু।
বিন্ধ্যে তিগ্মাংশুমার্গস্য চেরুঃ পরিভবোপমে ॥ ৫৪ ॥

ভ্রেমুঃ শিলোচ্চয়াংস্তুঙ্গানুত্তেরুরুত্তরান্ নদান্।
আশংসবো লবং শত্রোঃ সীতায়াশ্চ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

আদরেণ গমস্তত্রুর্বিষমেষ্বপ্যসঙ্বসাঃ।
ব্যাপ্লুবন্তো দিশোঽন্যাদান্ কুর্বন্তঃ সব্যধান্ হরীন্ ॥ ৫৬ ॥

সংচেরুঃ সহসাঃ কেচিদক্ষনাঃ কেচিদাটিষুঃ।
সংযামবন্তো বাতিবর্ম্মনাদানপরেঽমুচন্ ॥ ৫৭ ॥

অথ ক্লমাদনিকাণা নরাঃ ক্ষীণপণা ইব।
অমদাঃ সেদুরেকস্মিন্ নিতম্বে নিখিলা গিরেঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ সসংভ্রমদাস্তত্র নিরৈক্ষন্ত পর্তাত্রণঃ।
গুহাদ্বারেণ নির্যাতঃ সমজেন পশূনিব ॥ ৫৯ ॥

প্লহমক্ষেষু কুর্বাণান্ ছদ্মনা কিতবানিব।
মলিম্লুচানিবাপশ্যন্ শকুন্তানাগতান্ গিরেঃ ॥ ৬০ ॥

বীনামুপসরং দৃষ্টা তেঽন্যোন্যোপহ্বা গুহাম্।
প্রাবিশন্নাহবপ্রজ্ঞা আহাবমুপলিপ্সবঃ ॥ ৬১ ॥

কুর্বন্তো হবমাপ্তানাং পিপাসাবধকাঙ্ক্ষিণঃ।
দ্বারং তমোঘনপ্রখ্যং গুহায়াঃ প্রাবিশন্ দ্রুতম্ ॥ ৬২ ॥

তস্মিন্নন্তর্ঘণেঽপশ্যন্ প্রঘণে সৌধসদ্মনঃ।
লোহোদ্ঘনঘনস্কন্ধা ললিতাপঘনাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

দ্রুঘণোদ্ভিন্নকল্পাগ্রান্তরসা তরুসংহতীঃ।
অব্যাধ্যাপৃচ্ছন্ কুর্বাণাস্তাং তেঽয়োঘনমুষ্টয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সা স্তম্বঘ্নপদন্যাসান্ বিঘনেন্দুসমদ্যুতিঃ।
পরিঘোরুভুজানাহ হসন্তী স্বাগতং কপীন্ ॥ ৬৫ ॥

পিপ্রায়াদ্রিগুহোপঘ্নানুদঘান্ সংঘসমাগতান্।
ফলৈর্নানারসৈশ্চিত্রৈঃ স্বাদুশীতৈশ্চ বারিভিঃ ॥ ৬৬ ॥

নিঘানিঘতরুচ্ছন্নে তস্মিংস্তে লব্ধিমৈঃ ফলৈঃ।
তৃপ্তাস্তাং ভ্রাজথুমতীং পপ্রচ্ছুঃ কস্য পুরিয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

রক্ষ্ণং করোষি কস্মাত্ত্বং যত্নেনাখ্যায়তাং শুভে।
স্বপ্নে নিধিবদাভাতি তব সন্দর্শনং হি নঃ ॥৬৮॥

ততো জলধিগম্ভীরান্ বানরান্ প্রত্যুবাচ সা।
ইয়ং দানবরাজস্য পূঃ সৃষ্টির্বিশ্বকর্মণঃ ॥ ৬৯ ॥

নিহতশ্চ স্থিতিং ভিন্দন্ দানবোঽসৌ বলিদ্রুহা।
দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং নাম্না স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭০ ॥

জূর্তিমিচ্ছথ চেত্তূর্ণং কীর্তিং বা পাতুমাত্মনঃ।
করোমি বো বহির্যাতীন্ পিধধ্বং পাণিভিদৃশঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রজ্যাবতী নিরুদ্ধাক্ষান্ বিদ্যোবানুষ্ঠিতক্রিয়ান্।
নিরচিক্রমদিচ্ছাতো বানরাংশ্চঙ্ক্রমাবতঃ ॥ ৭২ ॥

নিষ্ক্রম্য শিক্ষয়া তস্যাস্ত্রপাবন্তো রসাতলাৎ।
জ্ঞাত্বা কালমতিক্রান্তং ব্যথামবললম্বিরে ॥ ৭৩ ॥

চিন্তাবন্তঃ কথাং চক্রুরুপধাভেদভীরবঃ।
অকৃত্বা নৃপতেঃ কার্যং পুত্রাং লপ্স্যামহে কথম্ ॥ ৭৪ ॥

প্রায়োপাসনয়া শান্তিং মন্বানো বালিসম্ভবঃ।
যুক্ত্বা যোগং স্থিতঃ শৈলে বিবৃণ্বং শ্চিত্তবেদনাম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রস্কান্দকামিব প্রাপ্তো ধ্যাত্বা ব্রূতে স্ম জাম্ববান্।
ধিক্ শালভঞ্জিকাপ্রখ্যান্ বিষয়ান্ কল্পনারুচীন্ ॥ ৭৬ ॥

যাং কারিং রাজপুত্রোঽয়মনুতিষ্ঠতি তাং ক্রিয়াম্।
অহমপ্যনুতিষ্ঠামি সোঽপ্যুক্ত্বৈবমুপাবিশৎ ॥ ৭৭ ॥

উবাচ মারুতিবৃদ্ধে সন্ন্যাসিন্যত্র বানরান্।
অহং পর্যায়সংপ্রাপ্তাং কুর্বে প্রায়োপবেশিকাম্ ॥ ৭৮ ॥

অভাবে ভবতাং যোঽস্মিন্ জীবেত্তস্যাস্ত্বজীবিনঃ।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব এবাস্থুর্বধ্বা যোগাসনানি তে ॥ ৭৯ ॥

অক্লেশ্যামাসিনাগ্ন্যন্তং কবন্ধবধমভ্যধুঃ।
ধিঙ্ নঃ প্রপতনং ঘোরং ক্লেশান্ততত্বমনাথবৎ ॥ ৮০ ॥

ততো মন্দগতঃ পক্ষী তেষাং প্রায়োপেবেশনম্।
অশনীয়মিবাশংসুমর্হানায়াদশোভনঃ ॥ ৮১ ॥

দেহরক্ষনতুণ্ডাগ্রং তং বিলোক্যাশুভাকরম্।
পাপগোচরমাত্মানমশোচন্ বানরা মুহুঃ ॥ ৮২ ॥

জটায়ুঃ পুণ্যকৃৎ পক্ষী দণ্ডকারণ্যসঞ্চয়ঃ।
কৃত্বা রাঘবকার্যং যঃ স্বরারুঢোঽগ্নিসংস্কৃতঃ ॥ ৮৩ ॥

নরকস্যাবতারোঽয়ং প্রত্যক্ষোঽস্মাকমাগতঃ!
অচেষ্টা যদিহান্যায়াদনেনাৎস্যামহে বয়ম্ ॥ ৮৪ ॥

হ্রদয়োদঙ্কসংস্থানং কৃতান্তানায়সন্নিভম্।
শরীরাখনতুণ্ডাগ্রং প্রাপ্যামুং শর্ম দুর্লভম্ ॥ ৮৫ ॥

ঈষদাঢ্যঙ্করোঽপ্যেষ ন পরত্রাশুভক্রিয়ঃ।
অস্মানত্তুমিতোঽভ্যেতি পরিম্লানো বুভুক্ষয়া ॥ ৮৬ ॥

সংপ্রাপ্য বানরান্ পক্ষী জগাদ মধুরং বচঃ।
কো যূয়ং দুরুপস্থানে মনসাপ্যাদ্রিমূর্ধনি ॥ ৮৭ ॥

আত্মনঃ পরিদেবধ্বে কুর্বন্তো রামসংকথাম্।
সমানোদর্যমস্মাকং জটায়ুঞ্চ স্তুথাদরাৎ ॥ ৮৮ ॥

শঙ্কাধিবরবচনং প্রত্যূচুর্বানরাঃ খগম্।
বয়ং শত্রুলাবিত্রেযোদ্ধা রামস্য ভূপতেঃ ॥ ৮৯ ॥

কেনাপি দৌষ্কুলেয়েন কুল্যাং মাহাকুলীং প্রিয়াম্।
হৃতাং মহাকুলীনস্য তস্য লিপ্সামহে বয়ম্ ॥ ৯০ ॥

ত্রিংশত্তমমহোঽতীতং মত্বা প্রত্যাগমাবধিম্।
অকৃতার্থা বিষীদন্তঃ পরলোকমুপাস্মহে ॥ ৯১ ॥

ম্রিয়ামহে ন গচ্ছামঃ কৌশল্যায়নিবল্লভাম্ ।
উপলপ্স্যামপশ্যন্তঃ কৌমারীং পততাং বর ॥ ৯২ ॥

জগাদ বানরান্ পক্ষী নাধ্যগীঢ্বং ধ্রুবং স্মৃতীঃ ।
যূয়ং সংকুটিতুং যস্মাৎ কালেঽস্মিন্নধ্যবস্যথ ॥ ৯৩ ॥

নায়মুদ্বিজিতুং কালঃ স্বামিকার্যাদ্ভবাদৃশাম্ ।
হৃতভার্যে চ্যুতে রাজ্যাদ্রামে পর্যুৎসুকে ভৃশম্ ॥ ৯৪ ॥

যত্নং প্রোর্ণুবিতুং তূর্ণং দিশং কুরুত দক্ষিণাম্ ।
প্রোর্ণুবিত্রীং দিবস্তত্র পুরীং দ্রক্ষ্যথ কাঞ্চনীম্ ॥ ৯৫ ॥

লংকা নাম্না গিরের্মূর্ধ্নি, রাক্ষসেন্দ্রেণ পালিতা ।
নির্জিত্য শক্রমানীতা দদৃশুর্যাং সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

বভূব যাধিশৈলেন্দ্রং মুদিতেবেন্দ্রগোচরম্ ।
কুষিত্বা জগতাং সারং সৈকা শংকে কৃতো ভুবি ॥ ৯৭ ॥

সম্মৃড়িত্বা সহস্রাক্ষং ক্লিশিত্বা কোশলে নিজে ।
উদিত্বালং চিরং যত্নাৎ সৈকা ধাত্রা বিনির্মিতা ॥ ৯৮ ॥

মুষিত্বা ধনদং পাপো যাং গৃহীত্বাবসদ্দ্বিষন্ ।
তাং রুদিত্বেব শক্রেণ যাত লংকামুপেক্ষিতাম্ ॥ ৯৯ ॥

বিদিত্বা শক্তিমাত্মীয়াং রাবণং বিজিঘৃক্ষবঃ ।
উক্তং পিপৃচ্ছিষূণাং বো মা স্ম ভূত সুষুপ্সবঃ ॥ ১০০ ॥

নাবিবিদিষুমভ্যেতি সম্পদ্রুরুদিষুং নরম্ ।
কিং মুমুষিষুবদ্ যাত দ্বিষো নাপচিকীর্ষয়া ॥ ১০১ ॥

বুভুৎসবো ধ্রুবং সীতাং ভুৎসীধ্বং প্রব্রবীমি বঃ ।
মা চ ভূদ্ধ্বং মৃষোক্তং নঃ কৃষীঢ্বং স্বামিনে হিতম্ ॥ ১০২ ॥

সমগধ্বং পুরঃ শত্রোর্মোদিষধ্বং রঘূত্তমম্ ।
নোপায়ধ্বং ভয়ং সীতাং নোপায়ংস্ত দশাননঃ ॥ ১০৩ ॥

ততঃ প্রাস্থিষতাদ্রীন্দ্রং মহেন্দ্রং বানরা দ্রুতম্ ।
সর্বে কিলকিলায়ন্তো ধৈর্যং চাধিষতাধিকম্ ॥ ১০৪ ॥

নিকুঞ্জে তস্য বর্তিত্বা রম্যে প্রক্ষ্বেদিতাঃ পরম্ ।
মণিরত্নাধিশয়িতং প্রত্যৈক্ষন্ত তোয়ধিম্ ॥ ১০৫ ॥

অমর্ষিতমিব ঘ্নন্তং তটাদ্রীন্ সলিলোর্মিভিঃ ।
শ্রিয়া সমগ্রং দ্যুতিতং মদেনেব প্রলোঠিতম্ ॥ ১০৬ ॥

পূতং শীতৈর্নভস্বদ্ভির্গ্রন্থিত্বেব স্থিতং রুচঃ ।
গুম্ফিত্বেব নিরস্যন্তং তরঙ্গান্ সর্বতো মুহুঃ ॥ ১০৭ ॥

বঞ্চিত্বাপ্যম্বরং দূরং স্বস্মিংস্তিষ্ঠন্তমাত্মনি ।
তৃষিত্বেবানিশং স্বাদু পিবন্তং সরিতাং পয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

দ্যুতিতত্রা শশিনা নক্তং রশ্মিভিঃ পরিবর্ধিতম্ ।
মেরোর্জেতুমিবাভোগমুচ্চৈর্দিদ্যোতিষুং মুহুঃ ॥ ১০৯ ॥

বিলোক্য সলিলোচ্চয়ানধিসমুদ্রমভ্রংলিহান্
ভ্রমম্মকরভীষণং সমধিগম্য চোচ্চৈঃ পয়ঃ ।
গমাগমসহং দ্রুতং কপিবৃষাঃ পরিপ্রেষয়ন্
গজেন্দ্রগুরুবিক্রমং তরুমৃগোত্তমং মারুতিম্ ॥ ১১০ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সীতান্বেষণো' নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অগাহত ততো ব্যোম হনূমানুরুবিগ্রহঃ ।
অত্যাশেরত তদ্বেগং ন সুপর্ণার্কমারুতাঃ ॥ ১ ॥

অভায়ত যথার্কেণ সুপ্রাতেন শরন্মুখে ।
গম্যমানং ন তেনাসীদগতং ক্রামতা পুরঃ ॥ ২ ॥

বিয়তি ব্যত্যতস্বাতাং মূর্তী হরিপয়োনিধী ।
ব্যতীতাং চোত্তমং মার্গমর্কেন্দ্রদ্রুনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥

ব্যতিজিগ্যে সমুদ্রোঽপি ন ধৈর্যং তস্য গচ্ছতঃ ।
ব্যত্যগচ্ছন্ন চ গতং প্রচণ্ডোঽপি প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪ ॥

ব্যতিঘ্নতীং ব্যতিঘ্নন্ স রাক্ষসীং পবনাত্মজঃ ।
জঘানাবিশ্য বদনং নির্যান্ ভিত্ত্বোদরং দ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

অন্যোন্যং স্ম ব্যতিয়ুতঃ শব্দান্ শব্দৈস্তু ভীষণান্
উদন্বাংশ্চানিলোদ্ধূতো প্রেয়ুষী চ নিশাচরী ॥ ৬ ॥

ন্যবিক্ষত মহাগ্রাহসঙ্কুলং মকরালয়ম্ ।
সৈকা বহূনাং কুর্বাণা নক্রাণামাশিতম্ভবম্ ॥ ৭ ॥

কৃতেনোপকৃতং বায়োঃ পরিক্রীণানমুত্থিতম্ ।
পিত্রা সংরক্ষিতং শক্রাৎ স মৈনাকাদ্রিমৈক্ষত ॥ ৮ ॥

খং পরাজয়মানোঽসাবুন্নত্যা পবনাত্মজম্ ।
জগাদাদ্রির্বিজেষীষ্ঠা ময়ি বিশ্রম্য বৈরিণম্ ॥ ৯ ॥

ফলান্যাদৎস্ব চিত্রাণি পরিক্রীড়স্ব সানুষু ।
সাধ্বনুক্রীড়মানানাং পশ্যন্ বৃন্দানি পক্ষিণাম্ ॥ ১০ ॥

ক্ষণং ভদ্রাবতিষ্ঠস্ব ততঃ প্রস্থাস্যসে পুনঃ ।
ন চ সংস্থাস্যতে কার্যং দক্ষেণোরীকৃতং ত্বয়া ॥ ১১ ॥

ত্বয়ি নস্তিষ্ঠতে প্রীতিস্তুভ্যং তিষ্ঠামহে বয়ম্ ।
উত্তিষ্ঠমানং মিত্রার্থে কস্ত্বাং ন বহু মন্যতে ॥ ১২ ॥

যে স্বর্ম্মুপতিষ্ঠন্তে মন্ত্রৈঃ সন্ধ্যাত্রয়ং দ্বিজাঃ।
রক্ষোভিস্তাপিতাস্তেঽপি সিদ্ধিং ধ্যায়ন্তি তেঽধুনা ॥ ১৩ ॥

অব্যগ্রমুপতিষ্ঠস্ব বীর বায়োরহং সুতং।
রবির্বিতপতেঽত্যর্থমাশ্বস্য ময়ি গম্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

তীব্রমুত্তপমানোঽয়মশক্যঃ সোঢ়ুমাতপঃ।
আম্লান ইব সন্দীপ্তৈরলাতৈঃ সর্বতোমুখৈঃ ॥ ১৫ ॥

সংশৃণুষ্ব কপে! মৎকৈঃ সংগচ্ছস্ব বনৈঃ শুভৈঃ।
সমারন্ত মমাভীষ্টাঃ সংকল্পাস্ত্বয্যুপাগতে ॥ ১৬ ॥

কে ন সংবিদ্রতে বায়োর্মৈনাকাদ্রির্যথা সখা।
যত্নাদুপাহ্বয়ে প্রীতঃ সংহ্বয়স্ব বিবক্ষিতম্ ॥ ১৭ ॥

দ্যামিবাহ্বয়মানং তমবোচদ্ভূধরং কপিঃ।
উপকুর্বস্তমত্যর্থং প্রকুর্বাণোঽনুজীবিবৎ ॥ ১৮ ॥

তুল্যভার্যাং প্রকুর্বাণমহং দ্রষ্টুং দশাননম্।
যামি ত্বরাবান্ শৈলেন্দ্র মা কস্যাচিদুপস্কৃথাঃ ॥ ১৯ ॥

যোঽপচক্রে বনাৎ সীতামধিচক্রে ন যং হরিঃ।
বিকুর্বাণঃ স্বরানদ্য বলং তস্য নিহন্ম্যহম্ ॥ ২০ ॥

বিকুর্বে নগরে তস্য পাপস্যাদ্য রঘুদ্বিষঃ।
বিনেষ্যে বা প্রিয়ান্ প্রাণানুদানেষ্যেঽথবা যশঃ ॥ ২১ ॥

বিনেষ্যে ক্রোধমধুনা ক্রমমাণোঽরিসংসদি।
ইত্যুক্ত্বা খে পরাক্রংস্ত তূর্ণং সুনুর্নভস্বতঃ ॥ ২২ ॥

পরীক্ষিতুমুপাক্রংস্ত রাক্ষসী তস্য বিক্রমম্।
দিবমাক্রমমাণেব কেতুতারা ভয়প্রদা ॥২৩॥

জলে বিক্রমমাণায়া হনুমান্ শতযোজনম্।
আস্যং প্রবিশ্য নিরগাদণুভূয়াপ্রচেতিতঃ ॥২৪॥

দ্রষ্টুং প্রক্রমমাণোঽসৌ সীতামম্ভোনিধেস্তটম্।
উপাক্রংস্তাকুলং ঘোরৈঃ ক্রমমাণৈর্নিশাচরৈঃ ॥২৫॥

আত্মানমপজানানঃ শশমাত্রোঽনয়ন্দিনম্।
জ্ঞাস্যে রাত্রাবিতি প্রাজ্ঞঃ প্রত্যজ্ঞাসীৎ ক্রিয়াপটুঃ ॥২৬॥

সংজানানান্ পরিহরন্ রাবণানুচরান্ বহূন্।
লঙ্কাং সমাবিশদ্রাত্রৌ বদমানোঽরিদুর্গমাম্ ॥২৭॥

কিঞ্চিন্নোপাবদিষ্টাসৌ কেনচিদ্ ব্যবদিষ্ট ন।
সংশৃণ্বন্ প্রবদমানান্ রাবণস্য গুণান্ জনান্ ॥২৮॥

জল্পিতোৎক্রুষ্টসঙ্গীতপ্রনৃত্তস্মিতবল্গিতৈঃ।
ঘোষস্যান্ববাদিষ্টেব লঙ্কা পুতক্রতোঃ পুরঃ ॥২৯॥

ঐদ্ বিপ্রবদমানৈস্তাং সংযুক্তাং ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ।
তথাবগিরমাণৈশ্চ পিশাচৈর্মাংসশোণিতম্ ॥৩০॥

যথা স্বং সংগিরন্তে স্ম গোষ্ঠীষু স্বামিনো গুণান্।
পানশৌণ্ডাঃ পথঃ ক্ষীবা বন্দৈরুদচরন্ত চ ॥৩১॥

যানৈঃ সমচরন্তান্যে কুঞ্জরাশ্ব-রথাদিভিঃ।
সংপ্রাযচ্ছন্ত বন্দীভিরন্যে পুষ্পফলং শুভম্ ॥৩২॥

কোপাৎ কাশ্চিৎ প্রিয়ৈঃ প্রত্তমুপায়ংসত নাসবম্।
প্রেম জিজ্ঞাসমানাভ্যস্তাভ্যোঽশংসত কামিনঃ ॥৩৩॥

প্রাদিদৃক্ষত নো নৃত্যং নাশুশ্রূষত গায়নান্।
রামং সুস্মূর্ষমাণোঽসৌ কপির্বিরহদুঃখিতম্ ॥৩৪॥

অনুজিজ্ঞাসতেবাথ লঙ্কাদর্শনমিন্দুনা।
তমোপহৃবিমুক্তাংশু পূর্বস্যাং দিশ্যুদৈয়ত ॥৩৫॥

আশুশ্রূষন্ স মৈথিল্যা বার্তাং হর্ম্যেষু রক্ষসাম্।
শীয়মানান্ধকারেষু সমচারীদশঙ্কিতঃ ॥৩৬॥

শতসাহস্রমারক্ষং মধ্যমং রক্ষসাং কপিঃ।
দদর্শ যং কৃতান্তোঽপি ম্রিয়েতাসাদ্য ভীষণম্ ॥৩৭॥

অধ্যাসিসিষমাণেঽথ বিয়ন্মধ্যং ক্ষপাকরে।
কাসাঞ্চক্রে পুরী সৌধৈরতীবোদ্ভাসিভিঃ সিতৈঃ ॥৩৮॥

ইন্দুং চষকসংক্রান্তমুপাযুঙ্‌ক্ত যথামৃতম্।
প্রযুঞ্জানঃ প্রিয়া বাচঃ সমাজানুরতো জনঃ ॥৩৯ ॥

সংক্ষণুবান ইবোৎকণ্ঠামুপাভুঙ্‌ক্ত সুরামলম্।
জ্যোৎস্নায়াং বিগলন্মানস্তরুণো রক্ষসাং গণঃ ॥৪০॥

মধ্বপায়য়ত স্বচ্ছং সোৎপলং দয়িতান্তিকে।
আত্মানং সুরতাভোগবিস্রম্ভোৎপাদনং মুহুঃ ॥৪১॥

অভীষয়ন্ত যে শক্রং রাক্ষসা রণপণ্ডিতাঃ।
অবিস্মাপয়মানস্তান্ কপিরাটীদ্‌গৃহাদ্‌গৃহম্ ॥৪২॥

সীতাং দিদৃক্ষুঃ প্রচ্ছন্নঃ সোঽগর্ধয়ত রাক্ষসান্।
অবঞ্চয়ত মায়াশ্চ স্বমায়াভির্নরদ্বিষাম্ ॥৪৩॥

অপলাপয়মানস্য শত্রুংস্তস্যাভবন্মতিঃ।
মিথ্যা কারয়তে চারৈর্ঘোষণাং রাক্ষসাধিপঃ ॥৪৪॥

গূহমানঃ স্বমাহাত্ম্যমটিত্বা মন্ত্রিসংসদঃ।
নুভ্যোঽপবদমানস্য রাবণস্য গৃহং যযৌ ॥৪৫॥

দিশো দ্যোতয়মানাভির্দিব্যনারীভিরাকুলম্।
শ্লিষ্যমাযচ্ছমানাভিরুত্তমাভিরনুত্তমাম্ ॥৪৬॥

নিত্যমুদ্যচ্ছমানাভিঃ স্মরসংভোগকর্মসু ।
জানানাভিরলং লীলাকিলকিঞ্চিতবিভ্রমান্ ॥৪৭॥

স্বং কর্ম কারয়ন্নাস্তে নিশ্চিন্তো যা ঋষধ্বজঃ ।
স্বার্থং কারয়মানাভির্যুনো মদবিমোহিতান্ ॥৪৮॥

কান্তিং স্বাং বহমানাভির্জন্তীভিঃ স্ববিগ্রহান্ ।
নেত্রৈরিব পিবন্তীভিঃ পশ্যতাং চিত্তসংহতীঃ ॥ ৪৯ ॥

তন্ধনুমান্ পরাকুর্বন্নগমৎ পুষ্পকং প্রতি ।
বিমানং মন্দরস্যাদ্রেরনুকুর্বদিব শ্রিয়ম্ ॥ ৫০ ॥

তস্মিন্ কৈলাসসংকাশং শিরঃশৃঙ্গং ভুজদ্রুমম্ ।
অভীক্ষ্ণপন্তমৈক্ষিষ্ট রাবণং পর্বতশ্রিয়ম্ ॥ ৫১ ॥

প্রবহন্তং সদামোদং সুপ্তং পরিজনান্বিতম্ ।
মঘোনে পরিমৃষ্যন্তমারমন্তং পরং স্মরে ॥ ৫২ ॥

বৃত্রঘ্নং প্রধনাদ্ যস্মাৎ পরিত্রস্তঃ সহস্রদৃক্ ।
ক্ষণং পর্যরমত্তস্য দর্শনাৎ মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৩ ॥

উপারংসীচ্চ সংপশ্যন্ বানরস্তং চিকীর্ষিতাৎ ।
রম্যং মেরুমিবাধূতকাননং শ্বসনোর্মিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

দৃষ্ট্বা দয়িতয়া সাকং রহীভূতং দশাননম্ ।
নাত্র সীতেত্যুপারংস্ত দুর্মনা বায়ুসম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ প্রাকারমারোহৎ ক্ষপাটানবিবোধয়ন্ ।
নায়োধয়ৎ সমর্থোঽপি সীতাদর্শনলালসঃ ॥ ৫৬ ॥

অধ্যাসাদ্রাঘস্যাহং নাশয়েয়ং কথং শুচম্ ।
বৈদেহ্যা জনয়েয়ং বা কথমানন্দমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

দৃষ্ট্বা রাঘবকান্তাং তাং দ্রাবয়িষ্যামি রাক্ষসান্ ।
তস্যা হি দর্শনাৎ পূর্বং বিক্রমঃ কার্যনাশকৃৎ ॥ ৫৮ ॥

চিন্তয়ন্নিত্থমুত্তুঙ্গৈঃ প্রাবয়ন্তীং দিবং বনৈঃ ।
অশোকবনিকামারাদপশ্যৎ স্তবকাচিতাম্ ॥ ৫৯ ॥

তাং প্রাবিশৎ কপিব্যাঘ্রস্তরূনচলয়ন্ শনৈঃ ।
অত্রাসয়ন্ বনশয়ান্ সুপ্তান্ শাখাসু পক্ষিণঃ ॥ ৬০ ॥

অবাদ্বায়ুঃ শনৈর্যস্যাং লতাং নর্তয়মানবৎ ।
নায়াসয়ন্ত সন্তপ্তা ঋতবোঽন্যোন্যসম্পদঃ ॥ ৬১ ॥

জ্যোৎস্নামুতং শশী যস্যাং বাপীর্বিকসিতোৎপলাঃ ।
অপায়য়ত সম্পূর্ণঃ সদা দশমুখাজ্ঞয়া ॥ ৬২ ॥

প্রাদময়ন্ত পুষ্পেষুং যস্যাং বন্দ্যাঃ সমাহৃতাঃ ।
পরিমোহয়মানাভী রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

যস্যাং বাসয়তে সীতাং কেবলং স্ম রিপুঃ স্মরাৎ।
ন স্বরোচয়তাত্মানং চতুরো বুদ্ধিমানপি ॥ ৬৪ ॥

মন্দায়মানগমনো হরিতায়ত্তরুং কপিঃ।
দ্রুমৈঃ শকশকায়দ্ভির্মারুতেনাট সর্বতঃ ॥ ৬৫ ॥

অস্যান্দান্নিন্দমেণয়ো ব্যরুচন্ কুমুদাকরাঃ।
অলোঠিষত বাতেন প্রকীর্ণাঃ স্তবকোচ্চয়াঃ ॥ ৬৬ ॥

সীতান্তিকে বিবৃৎসন্তং বৎস্যৎসিদ্ধিং প্লবঙ্গমম্।
পর্তাভ্রিণঃ শুভা মন্দ্রমানুবানাস্তিজিহ্লদন্ ॥ ৬৭ ॥

বর্তিষ্যমাণমাত্মানং সীতা পত্যুরিবান্তিকে।
উদপশ্যৎ তদা তথ্যৈর্নিমিত্তৈরিষ্টদর্শনৈঃ ॥ ৬৮ ॥

নিরবৎস্যন্ন চেদ্বার্তা সীতায়া বিতথৈব নঃ।
অকল্পস্যাদদ্যাতিঃ সর্বা হনুমানিত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৯ ॥

বৃক্ষাদ্বৃক্ষং পরিক্রামন্ রাবণাদ্ বিভ্যতীং ভৃশম্।
শত্রোস্ত্রাণমপশ্যন্তীমদৃশ্যো জনকাত্মজাম্ ॥ ৭০ ॥

তাং পরাজয়মানাং স প্রীতে রক্ষ্যাং দশাননাৎ।
অন্তর্দধানাং রক্ষোভ্যো মলিনাং ম্লানমূর্ধজাম্ ॥ ৭১ ॥

রামাদধীতসন্দেশো বায়োর্জাতশ্চ্যুতাস্মিতাম্।
প্রভবন্তীমিবাদিত্যাদপশ্যৎ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৭২ ॥

রোচমানঃ কুদৃষ্টিভ্যো রক্ষোভ্যঃ প্রস্তবান্ শ্রিয়ম্।
শ্লাঘমানঃ পরস্ত্রীভ্যস্তত্রাগাদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৭৩ ॥

অশপ্তনিহ্নুবানোঽসৌ সীতায়ৈ স্মরমোহিতঃ।
ধারয়ন্নিব চৈতস্যৈ বসূনি প্রত্যপদ্যত ॥ ৭৪ ॥

তস্যৈ স্পৃহয়মাণোঽসৌ বহু প্রিয়মভাষত।
সানুনীতিশ্চ সীতায়ৈ নাক্রুধ্যন্নাপ্যসূয়ত ॥৭৫॥

সংক্রুধ্যসি মৃষা কিং ত্বং দিদৃক্ষুং মাং মৃগেক্ষণে।
ঈক্ষিতব্যং পরস্ত্রীভ্যঃ স্বধর্মো রক্ষসাময়ম্ ॥৭৬॥

শৃণ্বদ্ভ্যঃ প্রতিশৃণ্বন্তি মধ্যমা ভীরু! নোত্তমাঃ।
গুণেভ্যোঽনুগৃণন্ত্যন্যো কৃতার্থা নৈব মদ্বিধাঃ ॥৭৭॥

ইচ্ছ স্নেহেন দিব্যন্তী বিষয়ান্ ভুবনেশ্বরম্।
সম্ভোগায় পরিক্রীতঃ কর্তাস্মি তব নাপ্রিয়ম্ ॥৭৮॥

আসস্ব সাকং ময়া সৌধে মাধিষ্ঠা নির্জনং বনম্।
মাধিবাৎসীর্ভুবং শয্যামধিশেষ্ব স্মরোৎসুকা ॥৭৯॥

অভিন্যবিক্ষথাস্মাকং মে যথৈবাব্যাহতা মনঃ।
তবাপ্যধ্যাবসন্তং মাং মা রৌৎসীস্তৃদয়ং তথা ॥৮০॥

মাবমংস্থা নমস্যন্তমকার্যজ্ঞে জগৎপতিম্ ।
সংদৃষ্টে ময়ি কাকুৎস্থমধন্যং কাময়েত কা ॥৮১॥

যঃ পয়ো দোগ্ধি পাষাণং স রামাদ্ভূতিমাপ্নুয়াৎ ।
রাবণং গময় প্রীতিং বোধয়ন্তং হিতাহিতম্ ॥৮২॥

প্রীতোঽহং ভোজয়িষ্যামি ভবতীং ভুবনত্রয়ম্ ।
কিং বিলাপয়সেঽত্যর্থং পার্শ্বে শায়য় রাবণম্ ॥৮৩॥

আজ্ঞাং কারয় রক্ষোভির্মাং প্রিয়াণ্যুপহারয় ।
কঃ শক্রেণ কৃতং নেচ্ছেদধিমূর্ধানমঞ্জলিম্ ॥৮৪॥

বচনং রক্ষসাং পত্যুরনু ক্রুদ্ধা পতিপ্রিয়া ।
পাপানুবাসিতং সীতা রাবণং প্রাব্রবীদ্বচঃ ॥৮৫॥

ন ত্বং পাপানু রামং চেদুপ শূরেষু বা ততঃ ।
অপবাহ্য চ্ছলাদ্বীরৌ কিমর্থং মামিহাহরঃ ॥৮৬॥

উপ শূরং ন তে বৃত্তং কথং রাত্রিঞ্চরাধম্ ।
যৎ সম্প্রত্যপ লোকেভ্যো লঙ্কায়াং বসতির্ভয়াৎ ॥৮৭॥

আ রামদর্শনাৎ পাপ বিদ্যোতস্ব প্রিয়ঃ প্রতি ।
সম্মুখীননু দুর্বৃত্তঃ পরি স্ত্রীং জাতমন্মথঃ ॥৮৮॥

অভি দ্যোতিষ্যতে রামো ভবন্তমচিরাদিহ ।
উদ্গূর্ণবাণঃ সংগ্রামে যো নারায়ণতঃ প্রতি ॥৮৯॥

কুতোঽধ্যাস্যসি ক্রূর ! নিহতস্তেন পত্রিভিঃ ।
ন সুস্তং ভবতাত্যুগ্রমতি রামং মদোদ্ধত ॥৯০॥

পরিশেষং ন নাম্নোঽপি স্থাপয়িষ্যতি তে বিভুঃ ।
অপি স্থাণুং জয়েদ্রামো ভবতো গ্রহণং কিয়ৎ ॥৯১॥

অপি স্তুহ্যপি সেধাস্মাংস্তথ্যমুক্তং নরাশন ।
অপি সিঞ্চেঃ কৃশানৌ ত্বং দর্পং মষ্যপি যোঽভিকঃ ॥৯২॥

অধি রামে পরাক্রান্তমধি কর্তা স তে ক্ষয়ম্ ।
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলী তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রে দশাননম্ ॥৯৩॥

ততঃ খড়্গং সমুদ্যম্য রাবণঃ ক্রূরবিগ্রহঃ ।
বৈদেহীমন্তরা ক্রুদ্ধঃ ক্ষণমূচে বিনিশ্বসন্ ॥৯৪॥

চিরেণানুগুণং প্রোক্তা প্রতিপত্তিপরাঙ্মুখী ।
ন মাসে প্রতিপত্তাসে মাং চেন্মর্তাসি মৈথিলি ॥৯৫॥

প্রাষুঙক্ত রাক্ষসীর্ভীমা মন্দিরায় প্রতিব্রজন্ ।
ভয়ানি দত্ত সীতায়ৈ সর্বা যূয়ং কৃতে মম ॥৯৬॥

গতে তস্মিন্ সমাজগ্মুর্ভর্ৎসয় প্রতি মৈথিলীম্ ।
রাক্ষস্যো রাবণপ্রীত্যৈ ক্রূরং চোচুরলং মুহুঃ ॥৯৭॥

রাবণায় নমঃ কুর্যাঃ স্যাৎ সীতে স্বস্তি তে ধ্রুবম্ ।
অন্যথা প্রাতরাশায় কুর্যামি ত্বামলং বয়ম্ ॥৯৮॥

তৃণায় মত্বা তাঃ সর্বা বদন্তীস্ত্রিজটাবদৎ ।
আত্মানং হত দুর্বৃত্তাঃ স্বমাংসৈঃ কুরুতাশনম্ ॥৯৯॥

অদ্য সীতা ময়া দৃষ্টা সুর্ষং চন্দ্রমসা সহ ।
স্বপ্নে স্পৃশন্তী মধ্যেন তনুঃ শ্যামা সুলোচনা ॥১০০॥

আপ্তয়া তর্জিতাঃ সর্বা মুখৈর্ভীমা যথাযথম্ ।
যযুঃ সুষুপ্সবস্তল্পং ভীমৈর্বচনকর্মভিঃ ॥১০১॥

গতাসু তাসু মৈথিল্যাঃ সংজানানোঽনিলাত্মজঃ ।
আয়াতেন দশ্যাস্যাস্য সংস্থিতোঽস্থাহির্তশ্চিরম্ ॥১০২॥

ক্ষণাদ্বন্ধ ইবোন্মুক্তো বিয়োগেন ক্রতুদ্বিষঃ ।
হেতোর্বোধস্য মৈথিল্যাঃ প্রাস্তাবীদ্রামসংকথাম্ ॥১০৩॥

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ সীতা হেতোঃ কস্যৈষ রাবণঃ ।
অবরুহ্য তরোরারাদেতি বানরবিগ্রহঃ ॥১০৪॥

পূর্বস্মাদন্যবদ্ভাতি ভাবাদ্দাশরথিং স্তুবন্ ।
ঋতে ক্রৌর্যাৎ সমায়াতো মাং বিশ্বাসয়িতুং নু কিম্ ॥১০৫॥

ইতরো রাবণাদেষ রাঘবানুচরো যদি ।
সফলানি নিমিত্তানি প্রাক্ প্রভাতাত্ততো মম ॥১০৬॥

উত্তরাহি বসন্ রামঃ সমুদ্রাদ্রক্ষসাং পুরম্ ।
অবৈল্লবণতোয়স্য স্থিতাং দক্ষিণতঃ কথম্ ॥১০৭॥

দণ্ডকান্ দক্ষিণেনাহং সরিতোঽদ্রীন্ বনানি চ ।
অতিক্রম্যাম্বুধিং চৈব পুংসামগমমাহ্বতা ॥১০৮॥

পৃথঙ্নভস্বতশ্চণ্ডাদ্বৈনতেয়েন বা বিনা ।
গন্তুমুৎসহতে নৈব কশ্চিৎ কিমুত বানরঃ ॥১০৯॥

ইতি চিন্তাবতীং কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য কপিদ্বিপঃ ।
মৃত্তাং স্তোকেন রক্ষোভিঃ প্রোচেঽহং রামকিঙ্করঃ ॥১১০॥

বিপ্রকৃষ্টং মহেন্দ্রস্য ন দূরং বিন্ধ্যপর্বতাৎ ।
নানভ্যাসে সমুদ্রস্য তব মাল্যবতি প্রিয়ঃ ॥১১১॥

অসংপ্রাপ্তে দশগ্রীবে প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ।
তস্মিন্ প্রতিগতে দ্রষ্টুং ত্বামুপাক্রংস্যচেতিতঃ ॥১১২॥

তস্মিন্ বদতি রুষ্টোঽপি নাকার্ষং দেবি বিক্রমম্ ।
অবিনাশায় কার্যস্য বিচিন্বানঃ পরাপরম্ ॥১১৩॥

বানরেষু কপিঃ স্বামী নরেষ্বধিপতেঃ সখা ।
জাতো রামস্য সুগ্রীবস্ততো দূতোঽহমাগতঃ ॥১১৪॥

ঈশ্বরস্য নিশাটানাং বিলোক্য নিখিলাং পুরীম্ ।
কুশলোঽন্বেষণস্যাহমায়ুক্তো দূতকর্মণি ॥১১৫॥

দর্শনীয়তমাঃ পশ্যন্ স্ত্রীষু দিব্যাস্বপি স্ত্রিয়ঃ ।
প্রাপ্তো ব্যালতমান্ ব্যস্যন্ ভুজঙ্গেভ্যোঽপি রাক্ষসান্ ॥১১৬॥

ভবত্যামুৎসুকো রামঃ প্রসিতঃ সঙ্গমেন তে ।
মঘাসু কৃতনির্বাপঃ পিতৃভ্যো মাং ব্যসর্জয়ৎ ॥১১৭॥

ইদং মৈথিল্যভিজ্ঞানং কাকুৎস্থস্যাঙ্গুলীয়কম্ ।
ভবত্যাঃ স্মরতাত্যর্থমর্পিতং সাদরং মম ॥১১৮॥

জানীষ্ব প্রত্যভিজ্ঞানস্যাতস্ত্বমপি দেবি তে ।
আস্তে ভর্তেতি মাং দৃষ্ট্বা ভর্তুর্দত্তং প্রিয়ং কপিম্ ॥১১৯॥

রামস্য দয়মানোঽসাবধ্যেতি তব লক্ষ্মণঃ ।
উপাস্কৃষাতাং রাজেন্দ্রাবাগমস্যেহ মা ত্রসীঃ ॥১২০॥

রাবণোহ রোক্ষ্যন্তি কপয়ো ভীমবিক্রমাঃ ।
নাথন্ত ধৃত্যা বৈদেহি মন্যোরুজ্জাসয়াত্মনঃ ॥১২১॥

রাক্ষসানাং ময়ি গতে রামঃ প্রণিহনিষ্যতি ।
প্রাণানামপণিষ্টাসৌ রাবণস্ত্বামিহানয়ন্ ॥১২২॥

অদেবীন্মধুভোগানাং প্রাদেবীদাত্মসম্পদম্ ।
শতকৃত্বস্তবৈকস্য স্মরত্যহ্নো রঘূত্তমঃ ॥১২৩॥

তবোপশায়িকা যাবদ্রাক্ষস্যশ্চেতয়ন্তি ন ।
প্রতিসন্দিশ্যতাং তাবদ্ভর্তুঃ শার্ঙ্গস্য মৈথিলি ॥১২৪॥

পুরঃ প্রবেশমাশ্চর্যং বুদ্ধ্বা শাখামৃগেণ সা ।
চূড়ামণিমভিজ্ঞানং দদৌ রামস্য সম্মতম্ ॥১২৫॥

রামস্য শয়িতং ভুক্তং জল্পিতং হসিতং স্থিতম্ ।
প্রক্রান্তং চ মুহুঃ পৃষ্ট্বা হনূমন্তং ব্যসর্জয়ৎ ॥১২৬॥

অসৌ দধদভিজ্ঞানং চিকীর্ষুঃ কর্ম দারুণম্ ।
গামুকোঽপ্যাস্তিকং ভর্তুর্মনসাচিন্তয়ৎ ক্ষণম্ ॥ ১২৭ ॥

কৃত্বা কর্ম যথাদিষ্টং পূর্বকার্যবিরোধি যঃ ।
করোত্যভ্যধিকং কৃত্যং তমাহুর্দূতমুত্তমম্ ॥ ১২৮ ॥

বৈদেহীং দৃষ্টবান্ কর্ম কৃত্বান্যদপি দুষ্করম্ ।
যশো যাস্যাম্যুপাদাতা বার্তামাখ্যায়কঃ প্রভোঃ ॥ ১২৯ ॥

রাক্ষসেন্দ্রস্য সংরক্ষ্যং ময়া লব্যমিদং বনম্ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সদৃশং নন্দনস্যাভনক্ কপিঃ ॥ ১৩০ ॥

রাঘবাভ্যাং শিবং দূতস্তয়োরহমিতি ব্রুবন্ ।
হিত্বো ভনজিন্ন রামস্য কঃ কিং ব্রুতেঽত্র রাক্ষসঃ ॥ ১৩১ ॥

বিলুলিত পুষ্পরেণুকপিশং প্রশান্তকলিকাপলাশকুসুমম্
কুসুমনিপাতবিচিত্রবসুধং সশব্দনিপতদ্দ্রুমোৎকশকুনম্ ।
শকুননিনাদনাদিতককুব্ বিলোলবিপলায়মানহরিণম্
হরিণ বিলোচনাধিবসতিং বভঞ্জ পবনাত্মজো রিপুবনম্ ॥ ১৩২ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'অশোকবনিকাভঙ্গো' নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × **নবমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

দ্রুভঙ্গধ্বনিসংবিগ্নাঃ কূবৎপক্ষিকুলাকুলাঃ ।
অকার্ষুঃ ক্ষণদাচর্যো রাবণস্য নিবেদনম্ ॥ ১ ॥

যদতাংসীচ্ছনৈ র্ভানুর্যত্রাবাসীস্মিতং মরুৎ ।
যদাপ্যানং হিমোস্রেণ ভনক্ত্যুপবনং কপিঃ ॥ ২ ॥

ততোঽশীতি সহস্রাণি কিঙ্করাণাং সমাদিশৎ ।
ইন্দ্রজিৎ-সুর্বিনাশায় মারুতেঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৩ ॥

শক্ত্যৃষ্টিপরিঘপ্রাসগদামুদ্গরপাণয়ঃ ।
ব্যশ্নুবানা দিশঃ প্রাপুর্বনং দৃষ্টিবিষোপমাঃ ॥ ৪ ॥

দধ্বান মেঘবদ্ ভীমমাদায় পরিঘং কপিঃ ।
নেদুর্দীপ্তায়ুধাস্তেঽপি তড়িত্বন্ত ইবাম্বুদাঃ ॥ ৫ ॥

কপিনাম্ভোধিধীরেণ সমগংসত রাক্ষসাঃ ।
বর্ষাস্বিন্ধততোয়ৌঘাঃ সমুদ্রেণেব সিন্ধবঃ ॥ ৬ ॥

লাঙ্গুলমুদ্ধতং ধুন্বন্নুদ্ধৃত্য পরিঘং গুরুম্ ।
তস্থৌ তোরণমারুহ্য পূর্বং ন প্রজহার সঃ ॥ ৭ ॥

অক্ষারিষুঃ শরাম্ভাংসি তস্মিন্ রক্ষঃ পয়োধরাঃ ।
ন চাহ্বালীন্ন চাব্রাজীত্রাসং কপিমহীধরঃ ॥ ৮ ॥

অবাদীত্তিষ্ঠতেত্যুচ্চৈঃ প্রাদেবীৎ পরিঘং কপিঃ ।
তথা যথা রণে প্রাণান্ বহূনামগ্রহীদ্ দ্বিষাম্ ॥ ৯ ॥

ব্রণৈরবমিষু রক্তং দেহৈঃ প্রোর্ণবিষুর্ভুবম্ ।
দিশঃ প্রোর্ণবিষুশ্চান্যে যাতুধানা ভবাভিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অরাণিষুশ্চ্যুতোৎসাহা ভিন্নদেহাঃ প্রিয়াসবঃ ।
কপেরত্রাসিষুর্নাদাৎ গজাঃ সিংহধ্বনেরিব ॥ ১১ ॥

মায়ানামীশ্বরাস্তেঽপি শস্ত্রহস্তা রথৈঃ কপিম্ ।
প্রত্যাববৃতিরে হন্তুং হন্তব্যা মারুতেঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তাংশ্চেতব্যান্ ক্ষিতৌ শ্রিত্বা বানরস্তোরণং যুতান্ ।
জঘানাধ্যয় পরিঘং বিজিঘৃক্ষূন্ সমাগতান্ ॥ ১৩ ॥

সংজঘ্নুক্ষব আয়ুংষি ততঃ প্রতিরুরুষবঃ ।
রাবণান্তিকমাজগ্মুর্হতশেষা নিশাচরাঃ ॥ ১৪ ॥

একেন বহবঃ শূরাঃ সাবিষ্কারাঃ প্রমত্তবৎ ।
বৈমুখ্যণ্ডকৃমেত্যুচ্চৈরূচুর্দশমুখান্তিকে ॥ ১৫ ॥

মাংসোপভোগসংশূন্যানুদ্বিগ্নাংস্তানবেত্য সঃ ।
উদ্বৃত্তনয়নো মিত্রান্ মন্ত্রিণঃ স্বান্ ব্যসর্জয়ৎ ॥ ১৬ ॥

প্রমোদিতাঃ সপুত্রাস্তে সুস্বান্তা বাঢ়বিক্রমাঃ ।
অমৃষ্টনাদা নিরগুঃ ফাণ্টচিত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তান্ দৃষ্টবাতিদৃঢ়ান্ ধৃষ্টান্ প্রাপ্তান্ পরিবৃঢ়াজ্ঞয়া ।
কষ্টং বিনর্দতঃ ক্রূরান্ শস্ত্রঘুষ্টকরান্ কপিঃ ॥ ১৮ ॥

অব্যর্ণো গিরিকূটাভানভ্যর্ণানাদিদদ্দ্রুতম্ ।
বৃত্তশস্ত্রান্ মহারম্ভানদাস্তাংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ১৯ ॥

দমিতারিঃ প্রশান্তৌজা নাদাপূরিতদিঙমুখঃ ।
জঘান রুষিতো রুষ্টাংস্তূরিতস্তূর্ণমাগতান্ ॥ ২০ ॥

তেষাং নিহন্যমানানাং সংঘুষ্টৈঃ কর্ণভেদিভিঃ ।
অভূদ্ভয়মিতত্রাসমাস্বান্তাশেষদিগ্ জগৎ ॥ ২১ ॥

ভয়সংহৃষ্টরোমাণস্ততস্তেঽপচিতদ্বিষঃ ।
ক্ষণেন ক্ষীণবিক্রান্তাঃ কপিনানেষত ক্ষয়ম্ ॥ ২২ ॥

হত্বা রক্ষাংসি লবিতুমক্রমীন্মারুতিঃ পুনঃ ।
অশোকবনিকামেব নিগৃহীতারিশাসনঃ ॥ ২৩ ॥

আবরীতুমিবাকাশং বরীতুং বীনিবোধিতম্ ।
বনং প্রভঞ্জনসুতো নার্দয়িষ্ট বিনাশয়ন্ ॥ ২৪ ॥

বরিষীষ্ট শিবং ক্ষিপ্যন্ মৈথিল্যাঃ কল্পশাখিনঃ ।
প্রাবারিষুরিব ক্ষোণীং ক্ষিপ্তা বৃক্ষাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৫ ॥

সংবুবূর্ষুঃ স্বমাকূতমাজ্ঞাং বিবরিষুর্দ্রুতম্ ।
অবরিষ্টাক্ষমক্ষম্যং কপিং হন্তুং দশাননঃ ॥ ২৬ ॥

ঊচে সংবরিষীষ্ঠাস্ত্বং গচ্ছ শত্রোঃ পরাক্রমম্ ।
ধুষীষ্ঠা যুধি মায়াভিঃ স্বরিতা শত্রুসম্মুখম্ ॥ ২৭ ॥

দ্রুতং সংস্বরিষীষ্ঠাস্ত্বং নির্ভয়ঃ প্রধনোত্তমে ।
স মায়ানামগাৎ সোতা কপের্বিধবিতুং দ্যুতিম্ ॥ ২৮ ॥

বিগাঢ়ারং বনস্যাসৌ শত্রুণাং গাহিতা কপিঃ ।
অক্ষং রধিতুমারেভে রধনা লঙ্কানিবাসিনাম্ ॥ ২৯ ॥

নিষ্কোষিতব্যান্নিষ্কোষ্টুং প্রাণান্ দশমুখাত্মজাৎ ।
আদায় পরিঘং তস্থৌ বনাগ্নিস্কুষিতদ্রুমঃ ॥ ৩০ ॥

এষ্টারমেষিতা সংখ্যে সোঢারং সহিতা ভৃশম্ ।
রেষ্টারং রেষিতুং ব্যাস্যদ্রোষ্টাক্ষঃ শস্ত্রসংহতীঃ ॥ ৩১ ॥

শস্ত্রৈর্দিদেবিষুং সংখ্যে দুদ্যূষুঃ পরিঘং কপিঃ ।
অর্দিধিষুর্যশঃ কীর্তিমীর্ৎসুং বৃক্ষৈরতাড়য়ৎ ॥ ৩২ ॥

ভূয়স্তং ধিপ্সুমাহূয় রাজপুত্রং দিদম্ভিষুঃ ।
অহংস্ততঃ স মূর্ছাবান্ সংশিশ্রীষুরভূদ্ধ্বজম্ ॥ ৩৩ ॥

আশ্বস্যাক্ষঃ ক্ষণাল্লোকান্ বিভ্রক্ষুরিব তেজসা ।
রুষা বিভ্রজ্জিষুপ্রখ্যং কপিং বাণৈরবাকিরৎ ॥ ৩৪ ॥

সংযুযূষুং দিশো বাণৈরক্ষং যিযবিষুর্দ্রুমৈঃ ।
কপির্মায়ামিবাকার্ষীদ্দর্শয়ন্ বিক্রমং রণে ॥ ৩৫ ॥

বানরং প্রোর্ণুনবিষুঃ শস্ত্রৈরক্ষো বিদিদ্যুতে ।
তং প্রোর্ণুনূষুরুপলৈঃ স বৃক্ষৈরাববৌ কপিঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বাং জিজ্ঞাপয়িষূ শক্তিং বভূষূ ন জগন্তি কিম্ ।
শস্ত্রৈরিত্যকৃষাতাং তৌ পশ্যতাং বুদ্ধিমাহবে ॥ ৩৭ ॥

মায়াভিঃ সুচিরং ক্লিষ্ট্বা রাক্ষসোঽক্লিশিতক্রিয়ম্ ।
সংপ্রাপ্য বানরং ভূমৌ পপাত পরিঘাহতঃ ॥ ৩৮ ॥

পার্বতোঽনুগুণৈর্বাতৈঃ শীতৈঃ পূত্বা পয়োনিধৌ ।
বভঞ্জাধ্যুষিতং ভূয়ঃ ক্ষুধিত্বা পতিভির্বনম্ ॥ ৩৯ ॥

উচ্চৈরঞ্চিতলাঙ্গুলঃ শিরোঽঞ্চিত্বেব সংবহন্ ।
দধদ্বিলুভিতং বাতৈঃ কেশরং বহ্নিপিঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥

জরিত্বেব জবেনান্যে নিপেতুস্তস্য শাখিনঃ ।
ব্রশ্চিত্বা বিবশানন্যান্ বলেনাপাতয়ত্তরূন্ ॥ ৪১ ॥

দমিত্বাপ্যরিসংঘাতানশ্রান্তো কপিকেশরী ।
বনং চচার কর্তিষ্যন্নর্ৎস্যন্নিব নিরঙ্কুশঃ ॥ ৪২ ॥

পারং জিগমিষন্ সোঽথ পুনরাবর্ৎস্যতাং দ্বিষাম্ ।
মর্তাশ্বরদবদ্রেমে বনে লঙ্কানিবাসিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

যদ্যকল্প্স্যদভিপ্রায়ো যোদ্ধুং রক্ষঃপতেঃ স্বয়ম্ ।
তমপ্যকর্ৎস্যমদ্যাহং বদন্নিত্যচরৎকপিঃ ॥ ৪৪ ॥

হতে তস্মিন্ প্রিয়ং শ্রুত্বা কল্প্ত্বা প্রীতিং পরাং প্রভুঃ ।
তোষোঽদ্যৈব চ সীতায়াঃ পরশ্চেতসি কল্প্স্যতি ॥ ৪৫ ॥

আহূয় রাবণোঽবোচদথেন্দ্রজিতমন্তিকাৎ ।
বনে মত্ত ইব ক্রুদ্ধো গজেন্দ্র প্রধনেষ্বটন্ ॥ ৪৬ ॥

যয়াথ ত্বং দ্বিষামন্তং ভূয়ো যাতাসি চাসকৃৎ ।
শশক্থ জেতুং ত্বং দেবান্ মায়াঃ সস্মর্থ সংযতি ॥ ৪৭ ॥

স্বং সসর্জিথ শস্ত্রাণি দদৃষ্টারীংশ্চ দুঃসহান্ ।
শক্তৈরাদিথ শস্ত্রাণি তন্মেব মহতামপি ॥ ৪৮ ॥

স তং হনিষ্যন্ দুর্বুদ্ধিং কপিং ব্রজ মমাজ্ঞয়া ।
মা নাঙ্ক্ষী রাক্ষসীর্মায়াঃ প্রস্তাবীর্মা ন বিক্রমম্ ॥ ৪৯ ॥

মা ন সাবীর্মহাস্ত্রাণি মা ন ধাবীররিং রণে ।
বানরং মা ন সংযংসীর্বজ তূর্ণমশঙ্কিতঃ ॥ ৫০ ॥

অনংসীচ্চরণৌ তস্য মন্দিরাদিন্দ্রজিদ্ব্রজন্ ।
অবাপ্য চাশিষস্তস্মাদযাসীৎপ্রীতিমুত্তমাম্ ॥ ৫১ ॥

গতে তস্মিন্নুপারংসীৎ সংরম্ভাদ্রক্ষসাং পতিঃ ।
ইন্দ্রজিদ্বিক্রমাভিজ্ঞো মন্বানো বানরং জিতম্ ॥ ৫২ ॥

সং সিস্ময়িষমাণোঽগাম্মায়াং ব্যঞ্জিজিষুর্দ্বিষঃ ।
জগৎ পিপাবিষুর্বায়ুঃ কল্পান্ত ইব দুর্ধরঃ ॥ ৫৩ ॥

লোকানাশিশিষোস্তুল্যঃ কৃতান্তস্য বিপর্যয়ে ।
বনে চিকরিষোবৃক্ষান্ বলং জিগরিষুঃ কপেঃ ॥ ৫৪ ॥

রোদিতি স্মেব চায়াতি তস্মিন্ পক্ষিগণঃ শুচা ।
মুক্তকণ্ঠং হতান্ বৃক্ষান্ বন্ধূন্ বন্ধোরিবাগমে ॥ ৫৫ ॥

আশ্বসীদিব চায়াতি তদ্বেগপবনাহতম্ ।
বিচিত্রস্তবকোচ্ছ্বাসি বনং লুলিতপল্লবম্ ॥ ৫৬ ॥

ন প্রাণিষি দুরাচার মায়ানামীশিষে ন চ ।
নেড়িষে যদি কাকুৎস্থং তমুচে বানরো বচঃ ॥ ৫৭ ॥

সসৈন্যশ্চাদয়ন্ সংখ্যে প্রাবর্তিষ্ট তমিন্দ্রজিৎ ।
শরৈঃ ক্ষুরপ্রের্মায়াভিঃ শতশঃ সর্বতো মুহুঃ ॥ ৫৮ ॥

বানরঃ কুলশৈলাভঃ প্রসহ্যায়ুধশীকরম্ ।
রক্ষঃপাশান্ যশস্কাম্যং স্তমস্কল্পানদুদ্রুবৎ ॥ ৫৯ ॥

ধনুষ্পাশভৃতঃ সংখ্যে জ্যোতিষ্কল্পোরুকেশরঃ ।
দুধাব নির্নমস্কারান্ রাক্ষসেন্দ্রপুরস্কৃতান্ ॥ ৬০ ॥

স্বামিনো নিষ্ক্রয়ং গন্তুমাবিষ্কৃতবলঃ কপিঃ ।
ররাজ সমরে শত্রূন্ ঘ্নন্ দুষ্কৃতবহিষ্কৃতঃ ॥ ৬১ ॥

চতুষ্কাষ্ঠং ক্ষিপন্ বৃক্ষান্ তিরস্কুর্বন্নরীন্ রণে ।
তিরস্কৃতদিগাভোগো দদৃশে বহুধা ভ্রমন্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিষঃকুর্বতাং চতুষ্কুর্বন্নভিঘাতং নগৈর্দ্বিষাম্ ।
বহিষ্করিষ্যন্ সংগ্রামাদরীন্ জ্বলনপিঙ্গলঃ ॥ ৬৩ ॥

জ্যোতিষ্কুর্বন্নিবৈকোঽসাবাটীৎ সংখ্যে পরার্ধবৎ ।
তমনায়ুস্করং প্রাপ শক্রশত্রুর্ধনুষ্করঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যন্নংকরান্ বাণান্ জ্যোতিংকরসমদ্যুতিঃ ।
যশস্করো যশস্কামং কপিং বাণৈরবাকিরৎ ॥ ৬৫ ॥

চকারাধস্পদং নাসৌ চরন্ বিয়তি মারুতিঃ ।
মর্মাবিস্ভস্তমস্কাণ্ডৈবিধ্যমানোঽপ্যনেকধা ॥ ৬৬ ॥

পুতনাষাড্ দ্বিষো ধূর্ষুযুক্তান্ যানস্য বাজিনঃ ।
আয়ুংসি তৎক্ষু নির্ভিদ্য প্রাভঞ্জনিরমোচয়ৎ ॥ ৬৭ ॥

সুষুপ্ত্সে যদা ভূমৌ রাবণিঃ সারথিং তদা ।
আহর্তুমন্যানশিষৎ প্রোষিতত্রাসকর্কশঃ ॥ ৬৮ ॥

প্রতুষ্টূষুঃ পুনর্যুদ্ধমাসিষঞ্জয়িষুর্ভৃশম্ ।
আতস্থৌ রথমাত্মীয়ানুৎসিসাহয়িষন্নিব ॥ ৬৯ ॥

বলান্যভিষিষিক্ষুস্তং তরুভিঃ কপিবারিদম্ ।
বিজিগীষুঃ পুনশ্চক্রে ব্যূহং দুর্জয়মিন্দ্রজিৎ ॥ ৭০ ॥

অভিষ্যন্তঃ কপিং ক্রোধাদভ্যষিঞ্চন্নিবাত্মনঃ ।
সংপ্রহারসমুদ্ভূতৈঃ রক্তৈঃ কোষ্ঠৈররুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ৭১ ॥

সংগ্রামে তানধিষ্ঠাস্যান্ নিষদ্য পুরতোরণম্ ।
অবিষীদন্নবষ্টভ্যান্ ব্যষ্টভ্নান্নরবিষ্বণান্ ॥ ৭২ ॥

বিষহ্য রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধাঃ শস্ত্রজালমবাকিরন্ ।
যন্ন ব্যষহতেন্দ্রোঽপি কপিঃ পর্যসহিষ্ট তৎ ॥ ৭৩ ॥

নিষ্যন্দমান-রুধিরো রক্তবিস্যন্দ-পাটলান্ ।
বিষ্কন্ত্ন্ পরিবেণাহন্নবিস্কন্তা কপিদ্বির্ষঃ ॥ ৭৪ ॥

মেঘনাদঃ পরিস্কন্দন্ পরিষ্কন্দন্তমাশ্বরিম্ ।
অবধ্নাদপরিষ্কন্দং ব্রহ্মপাশেন বিস্ফুরন্ ॥ ৭৫ ॥

বিস্ফুর্জদ্ভিগৃহীতোঽসৌ বিষ্ফুলঃ পুরুষাশনৈঃ ।
বিস্কব্ধুং সমর্থোঽপি নাচলদ্ ব্রহ্মগৌরবাৎ ॥ ৭৬ ॥

কৃষিঢং ভর্তুরানন্দং মা ন প্রোঢং দ্রুতং বিয়ৎ ।
বানরং নেতুমিত্যুচ্চৈরিন্দ্রজিৎ প্রাবদৎ স্বকান্ ॥ ৭৭ ॥

গতমঙ্গুলিষঙ্গং স্বাং ভীরুষ্ঠানাদিহাগতম্ ।
খাদিষ্যাম ইতি প্রোচুর্যস্তে মারুতিং দ্বিষঃ ॥ ৭৮ ॥

অগ্নিষ্টোমাদিসংস্থেষু জ্যোতিষ্টোমাদিষু দ্বিজান্ ।
যোঽরক্ষীত্তস্য দূতোঽয়ং মানুষস্যেতি চাবদন্ ॥ ৭৯ ॥

নাসাং মাতৃষ্বস্রেধ্যাশ্চ রাবণস্য লুলাব যঃ ।
মাতুঃ স্বসুশ্চ তনয়ান্ খরাদীন্ নিজঘান যঃ ॥ ৮০ ॥

প্রাদুঃষন্তি ন সন্ত্রাসা যস্য রক্ষঃসমাগমে ।
তস্য ক্ষাত্রদুঃষুতেরয়ং প্রণিধিরাগতঃ ॥ ৮১ ॥

দৃষ্ট্বা সুষুপ্তং রাজেন্দ্রং পাপোঽয়ং বিষমাশয়ঃ।
চারকর্মণি নিষ্ণাতঃ প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্ ॥ ৮২ ॥

সুপ্রতিষ্ণাতসূত্রাণাং কপিষ্ঠলসমম্বিষাম্।
স্থিতাং বৃন্তে দ্বিজাতীনাং রাত্রাবৈক্ষত মৈথিলীম্ ॥ ৮৩ ॥

সর্বনারীগুণৈঃ প্রষ্ঠাং বিষ্টরস্থাং গবিষ্ঠিরাম্।
শয়ানাং কুষ্ঠলে তারাং দিবিষ্ঠামিব নির্মলাম্ ॥ ৮৪ ॥

সুষাম্নীং সর্বতেজঃসু তন্বীং জ্যোতিষ্টমাং সুভাম্।
নিষ্টপন্তীমিবাত্মানং জ্যোতিঃসাৎ কুর্বতীং বনম্ ॥ ৮৫ ॥

মধুসাদ্ভূতকিঞ্জল্কপিঞ্জরভ্রমরাকুলাম্।
উল্লসৎকুসুমাং পুণ্যাং হেমরত্নলতামিব ॥ ৮৬ ॥

বিলোচনাম্বু মুঞ্চন্তীং কুর্বাণাং পরিসেসিচাম্।
হৃদয়স্যেব শোকাগ্নিসন্তপ্তস্যোক্তমব্রতাম্ ॥ ৮৭ ॥

দৃষ্ট্বা তামভনগ্বৃক্ষান্ দ্বিষো ঘ্নন্ পরিসেধতঃ।
পরিতশ্চোদ্বিচিক্ষেপ ক্রুদ্ধঃ স্বয়মিবানিলঃ ॥ ৮৮ ॥

অপ্রতিস্তব্ধবিক্রান্তমনিস্তব্ধো মহাহবে।
বিসোঢ়বন্তমস্ত্রাণি ব্যতস্তম্ভদ্ ঘনধ্বনিঃ ॥ ৮৯ ॥

তেঽভিজ্ঞায়াভিসোষ্যন্তং রক্তৈঃ রক্ষাংসি সন্যথাঃ।
অন্যৈরপ্যায়তং মেবুর্বং রত্নাশৃঙ্খলাদিভিঃ ॥ ৯০ ॥

বিষসাদেন্দ্রজিদ্ধৃষ্ধা বন্ধে বন্ধান্তরক্রিয়াম্।
দিব্যবন্ধো বিষহতে নাপরং বন্ধনং যতঃ ॥ ৯১ ॥

মুঞ্চন্তমিব তেজাংসি বিস্তীর্ণোরঃস্থলং পুরঃ।
উপসেদুর্দশগ্রীবং গৃহীত্বা রাক্ষসাঃ কপিম্ ॥ ৯২ ॥

বহুধা ভিন্নমর্মাণো ভীমাঃ খরণসাদয়ঃ।
অগ্রেবণং বর্তমানে প্রতীচ্যাং চন্দ্রমণ্ডলে ॥ ৯৩ ॥

নির্বাণং কৃতমুদ্যানমনেনাম্রবণাদিভিঃ।
দেবদারুবনাম্নিস্রৈরিত্যাচুর্বানরদ্বিষঃ ॥ ৯৪ ॥

উপাস্থিষত সম্প্রীতাঃ পূর্বাহ্নে রোষবাহণম্।
রাক্ষসাঃ কপিমাদায় পতিং রুধিরপায়িণাম্ ॥ ৯৫ ॥

সুরাপাণপরিক্ষীবং রিপুদর্পহরোদয়ম্।
পরস্ত্রীবাহিণং প্রাপুঃ সবিষ্কারং সুরাপিণঃ ॥ ৯৬ ॥

সংঘর্ষযোগিণঃ পাদৌ প্রণেমুস্ত্রিদশদ্বিষঃ।
প্রহিণ্বন্তো হনুমন্তং প্রমীণন্তং দ্বিষম্মতীঃ ॥ ৯৭ ॥

প্রবপাণি শিরো ভূমৌ বানরস্য বনচ্ছিদঃ।
আমন্ত্রয়ত সংক্রুদ্ধঃ সমিতিং রক্ষসাং পতিঃ ॥ ৯৮ ॥

প্রণ্যগাদাৎ প্রণিঘ্নন্তং ঘনঃ প্রণিনদন্নিব।
ততঃ প্রণিহিতঃ স্বার্থে রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণঃ ॥ ৯৯ ॥

প্রণিশাম্য দশগ্রীব প্রণিযাতুমলং রুষম্।
প্রণিজানীহি হন্যন্তে দূতা দোষে ন সত্যপি ॥ ১০০ ॥

প্রাণয়ন্তমরিং প্রোচে রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণম্।
প্রাণিণিষুর্নপাপোঽয়ং যোঽভাঙ্ক্ষীৎ প্রমদাবনম্ ॥ ১০১ ॥

প্রাঘানিষত রক্ষাংসি যেনাপ্তানি বনে মম।
ন প্রহন্মঃ কথং পাপং বদ পূর্বাপকারিণম্ ॥ ১০২ ॥

বেশ্মান্তর্হণনং কোপাম্মম শত্রোঃ করিষ্যতঃ।
মা কার্ষীরন্তরয়ণং প্রয়াণার্হমবেহ্যমুম্ ॥ ১০৩ ॥

প্রহীণজীবিতং কুর্যুর্যে ন শত্রুমুপস্থিতম্।
ন্যাষ্যায়া অপি তে লক্ষ্ম্যাঃ কুর্বন্ত্যাশু প্রহাপণম্ ॥ ১০৪ ॥

কঃ কৃত্বা রাবণামর্ষপ্রকোপণমবদ্যধীঃ।
শক্তো জগতি শক্রোঽপি কর্তুমায়ুঃ প্রগোপনম্ ॥ ১০৫ ॥

বনান্তপ্রেঙ্খণঃ পাপঃ ফলানাং পরিণিংসকঃ।
প্রণিক্ষ্যতি নো ভূয়ঃ প্রণিন্দ্যাস্মাস্মধূন্যয়ম্ ॥ ১০৬ ॥

হরেঃ প্রগমনং নাস্তি ন প্রভানং হিমদ্রুহঃ।
নাতিপ্রবেপনং বায়োর্মস্না গোপায়িতে বনে ॥ ১০৭ ॥

দুষ্পানঃ পুনরেতেন কপিনা ভূঙ্গসম্ভৃতঃ।
প্রনষ্টাবনয়েনাগ্র্যঃ স্বাদুঃ পুষ্পাসবো বনে ॥ ১০৮ ॥

রোষভীমমুখেনৈবং ক্ষুভিতোক্তে-প্লবঙ্গমঃ।
প্রোচে সানুনয়ং বাক্যং রাবণং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০৯ ॥

দূতমেকং কপিং বধ্যমানীতং বেশ্ম পশ্যতঃ।
লোকত্রয়পতেঃ ক্রোধঃ কথং তৃণলঘুস্তব ॥ ১১০ ॥

অপন্যাহিত-জনপ্রহ্বে বিজিগীষা-পরাঙ্মুখে।
কন্নাধা নীর্তিনিষ্কস্য সংরম্ভস্তবতাপসে ॥ ১১১ ॥

ন সর্বরাত্রকল্যাণ্যঃ স্ত্রিয়ো নো রত্নভূময়ঃ।
যং বিনির্জিত্য লভ্যন্তে কঃ কুর্য্যাৎ তেন বিগ্রহম্ ॥ ১১২ ॥

সংগচ্ছ রামসুগ্রীবৌ ভুবনস্য সমৃদ্ধয়ে।
রত্নপূর্ণাবিবাম্ভোধী হিমবান্ পূর্বপশ্চিমৌ ॥ ১১৩ ॥

সুহৃদৌ রামসুগ্রীবৌ কিঙ্করাঃ কপিযূথপাঃ।
পরদারার্পণেনৈব লভ্যন্তে মুঞ্চ মৈথিলীম্ ॥ ১১৪ ॥

ধর্মং প্রত্যর্পয়ন্ সীতামর্থং রামেণ মিত্রতাম্।
কামং বিশ্বাসবাসেন সীতাং দত্বাপ্নুহি ত্রয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

বিরাধ-তাড়কা-বালি-কবন্ধ-খরদূষণৈঃ ।
ন চ ন জ্ঞাপিতো যাদৃঙ্ মারীচেনাপি তে রিপুঃ ॥ ১১৬ ॥

খরাদিনিধনং চাপি মা মংস্থা বৈরকারণম্ ।
আত্মানং রক্ষিতুং যস্মাৎ কৃতং তন্ন জিগীষয়া ॥ ১১৭ ॥

ততঃ ক্রোধানিলাপাতকম্প্রাস্যাম্ভোজসংহতিঃ ।
মহাহ্রদ ইব ক্ষুভ্যন্ কপিমাহ স্ম রাবণঃ ॥ ১১৮ ॥

হতরাক্ষসযোধস্য বিরুগ্ণোদ্যানশাখিনঃ ।
দূতোঽস্মীতি ব্রুবাণস্য কিং দূতসদৃশং তব ॥ ১১৯ ॥

পঙ্গুবালস্ত্রিয়ো নিঘ্নন্ কবন্ধখরতাড়কাঃ ।
তপস্বী যদি কাকুৎস্থঃ কীদৃক্ কথয় পাতকী ॥ ১২০ ॥

অভিমানফলং জানন্ মহত্ত্বং কথমুক্তবান্ ।
রত্নাদিলাভশূন্যত্বান্নিষ্ফলং রামবিগ্রহম্ ॥ ১২১ ॥

পরস্ত্রীভোগহরণং ধর্ম এব নরাশিনাম্ ।
মুখমস্তীত্যভাষিষ্ঠাঃ রামে সাশঙ্কতাং ময়ি ॥ ১২২ ॥

ব্রূহি দূরবিভিন্নানামুদ্বিশীলক্রিয়ান্বয়ৈঃ ।
হনূমন্ কীদৃশং সখ্যং নরবানররক্ষসাম্ ॥ ১২৩ ॥

একো দ্বাভ্যাং বিরাধস্তু জিতাভ্যামবিবক্ষিতঃ ।
হতশ্ছলেন মূঢ়োঽয়ং তেনাপি তব কঃ স্ময়ঃ ॥ ১২৪ ॥

মন্নিয়োগাচ্চ মারীচঃ পলায়নপরায়ণঃ ।
যুযুৎসারহিতো রামং মমারাপহরন্ বনে ॥ ১২৫ ॥

নিজঘানান্যসংসক্তং সত্যং রামো লতামৃগম্ ।
ত্বমেব ব্রূহি সচিন্ত্য যুক্তং তস্মহতাং যদি ॥ ১২৬ ॥

পুংসা ভক্ষ্যেণ বন্ধুনামাত্মানং রক্ষিতুং বধঃ ।
ক্ষমিষ্যতে দশাস্যেন কৃতোঽয়ং তব দুর্মতিঃ ॥ ১২৭ ॥

কপিজর্গাদ দূতোঽহমুপায়ং তব দর্শনে ।
দ্রুমরাক্ষসবিধ্বংসমকার্ষং বুদ্ধিপূর্বকম্ ॥ ১২৮ ॥

আত্রিকূটমকার্ষুর্যে ত্বংকানির্জগমং জগৎ ।
দশমূর্ধন্ কথং ব্রূষে তানবধ্যান্ মহীপতেঃ ॥ ১২৯ ॥

অভিমানফলং প্রোক্তং যত্বয়া রামবিগ্রহে ।
বিনেশুস্তেন শতশঃ কুলান্যসুররক্ষসাম্ ॥ ১৩০ ॥

যৎ স্বধর্মমধর্মং ত্বং দুর্বলং প্রত্যপদ্যথাঃ ।
রিপৌ রামে চ নিঃশঙ্কো নৈতৎ ক্ষেমঙ্করাপরম্ ॥ ১৩১ ॥

অন্বয়াদিবিরুদ্ধানাং যথা সখ্যমনীপ্সিতম্ ।
নৈষীর্বিরোধমপ্যেবং সার্ধং পুরুষ-বানরৈঃ ॥ ১৩২ ॥

রিরাধং তপসাং বিঘ্নং জঘান বিজিতো যদি।
বরো ধনুর্ভৃতাং রামঃ স কথং ন বিবীক্ষতঃ ॥ ১৩৩ ॥

প্রণশ্যন্নপি নাশক্নোদত্যেতুং বাণগোচরম্।
তদ্বৈবোক্তং মহামায়ো মারীচো রামহস্তিনঃ ॥ ১৩৪ ॥

অন্যাসক্তস্য যদ্বীর্যং ন তদ্বং স্মরসি বালিনঃ।
মুচ্ছাবান্ নমতঃ সন্ধ্যাং ধ্রুবং তদ্বাহুপীড়িতঃ ॥ ১৩৫ ॥

অসম্বন্ধ-বধোপজ্ঞং বিমুঞ্চ বলিবিগ্রহম্।
সীতামর্পয় নষ্টব্যে কোষদণ্ডাত্মভূমিভিঃ ॥ ১৩৬ ॥

স্ফুটপরুষমসহ্যমিথমুচ্চৈঃ সদসি মরুত্তনয়েন ভাষ্যমাণঃ।
পরিজনমভিতো বিলোক্য দাহং দশবদনঃ প্রদিদেশ বানরস্য ॥ ১৩৭ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'মারুতি সংযমনো' নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দশমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ স বল্কদুকূলকুশাদিভিঃ পরিগতো জ্বলদুদ্ধতবালধিঃ।
উদপতদ্দিবমাকুললোচনৈর্নৃরিপুভিঃ সভয়ৈরভিবীক্ষিতঃ ॥ ১ ॥

রণপণ্ডিতোঽগ্র্যবিবুধারিপুরে কলহং স রামমহিতঃ কৃতবান্।
জ্বলদগ্নি রাবণগৃহঞ্চ বলাৎ কলহংস-রামমহিতঃ কৃতবান্ ॥ ২ ॥

নিখিলাভবন্নসহসা সহসা জ্বলনেন পুঃ প্রভবতা ভবতা।
বনিতাজনেন বিরতা বিরতা ত্রিপুরাপদং নগমিতা গমিতা ॥ ৩ ॥

সরসাং সরসাং পরিমুচ্য তনুং পততাং পততাং ককুভো বহুশঃ।
সকলৈঃ সকলৈঃ পরিতঃ করুণৈরুদিতৈরুদিতৈরিব খং নিচিতম্ ॥ ৪ ॥

ন চ কাঞ্চন কাঞ্চনসদ্মচিতিং ন কপিঃ শিখিনা শিখিনা সময়ৌৎ।
ন চ ন দ্রবতা দ্রবতা পরিতো হিম-হানকৃতা ন কৃতা ক চ ন ॥ ৫ ॥

অবসিতং হসিতং প্রসিতং মুদা বিলসিতং লসিতং স্মরভাসিতম্।
ন সমদাঃ প্রমদা হতসম্মদাঃ পুরহিতং বিহিতং ন সমীহিতম্ ॥ ৬ ॥

সমিদ্ধশরণা দীপ্তা দেহে লঙ্কা মতেশ্বরা।
সমিদ্ধশরণাদীপ্তা দেহেলংকামতেশ্বরা ॥ ৭ ॥

পিশিতাশিনামনুদিশং স্ফুটতাম্ স্ফুটতাং জগাম পরিবিহ্বলতা।
হ্বলতা জনেন বহুধাচরিতং চরিতং মহত্বরহিতং মহতা ॥ ৮ ॥

ন গজা নগজা দয়িতা, দয়িতা বিগতং বিগতং ললিতং ললিতম্।
প্রমদা প্র-মদা মহতা মহতা ম-রণং মরণং সময়াৎ সময়াৎ ॥ ৯ ॥

ন বানরৈঃ পরাক্রান্তাং মহদ্ভিভীমবিক্রমৈঃ।
ন বা নরৈঃ পরাক্রান্তাং দদাহ নগরীং কপিঃ ॥ ১০ ॥

দ্রুতং দ্রুতং বহ্নিসমাগতং গতং মহীমহীনদ্যুতিরোচিতং চিতম্ ।
সমং সমন্তাদপ-গোপুরং পুরং পরৈঃ পরৈরপ্যনিরাকৃতং কৃতম্ ॥ ১১ ॥

নশ্যান্তি দদর্শ বৃন্দানি কপীন্দ্রঃ ।
হারীণ্যবলানাং হারীণ্যবলানাম্ ॥ ১২ ॥

নারীণামপনুনুদুর্ন দেহখেদান্ নারীণামলসলিলা হিরণ্যবাপ্যঃ ।
নারীণামনলপরীতপত্রপুষ্পান্ নারীণামভবদুপেত্য শর্ম বৃক্ষান্ ॥ ১৩ ॥

অথ লুলিতপতত্রিমালং রুগ্ণাসনবাণকেশরতমালম্ ।
স বনং বিবিক্তমালং সীতাং দ্রষ্টুং জগামালম্ ॥ ১৪ ॥

ঘনগিরীন্দ্রবিলঙ্ঘনশালিনা বনগতা বনজদ্যুতিলোচনা ।
জনমতা দদৃশে জনকাত্মজা তরুমৃগেণ তরুস্থলশায়িনী ॥ ১৫ ॥

কান্তা সহমানা দুঃখং চ্যুতভূষা ।
রামস্য বিষক্তা কান্তা সহমানা ॥ ১৬ ॥

মিতমবদদুদারং তাং হনূমান্ মুদারম্
রঘুবৃষভসকাশং যামি দেবি ! প্রকাশম্ ।
তব বিদিতবিষাদো দৃষ্টকৃৎস্নামিষাদঃ
শ্রিয়মনিশমবন্তং পর্বতং মাল্যবন্তম্ ॥ ১৭ ॥

উদপতদ্বিয়দপ্রগমঃ পরৈরুচিতমুন্নতিমৎ পৃথুসত্ত্ববৎ ।
রুচিতমুন্নতিমৎ পৃথুসত্ত্ববৎ প্রতিবিধায় বপুর্ভয়দং দ্বিষাম্ ॥ ১৮ ॥

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥ ১৯ ॥

অভিযাতা বরং তুঙ্গং ভূভৃতং রুচিরং পুরঃ
কর্কশং প্রথিতং ধাম সসত্ত্বং পুষ্করে ক্ষণম্ ।
অভিযাতা বরং তুঙ্গং ভূভৃতং রুচিরং পুরঃ
কর্কশং প্রথিতং ধাম সসত্ত্বং পুষ্করেক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

চিত্রং চিত্রমিবায়াতো বিচিত্রং তস্য ভূভৃতম্ ।
হরয়ো বেগমাসাদ্য সংভ্রান্তা মুমুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥

গচ্ছন্ স বারীণ্যকিরৎ পয়োধেঃ কূলস্থিতাংস্তানি তরূনধুন্বন্ ।
পুষ্পোত্তরাংস্তেঽঙ্গসুখানতন্বন্ তান্ কিন্নরা মন্মথিনোঽধ্যতিষ্ঠন্ ॥ ২২ ॥

স গিরিং তরুষণ্ডমণ্ডিতং সমবাপ্য ত্বরয়া লতামৃগঃ ।
স্মিতদর্শিতকার্যনিশ্চয়ঃ কপিসৈন্যৈর্মুদিতৈরমণ্ডয়ৎ ॥ ২৩ ॥

গরুড়ানিলতিগ্মরশ্ময়ঃ পততাং যদ্যপি সম্মতা জবে ।
অচিরেণ কৃতার্থমাগতং তমমন্যন্ত তথাপ্যতীব তে ॥ ২৪ ॥

ব্রণকন্দরলীনশস্ত্রসর্পঃ পৃথুবক্ষঃস্থলকর্কশোরুভিত্তিঃ ।
চ্যুতশোণিতবদ্ধধাতুরাগঃ শুশুভে বানরভূধরস্তদাসৌ ॥ ২৫ ॥

চলাপিঙ্গলকেসরহিরণ্যলতাঃ স্ফুটনেত্রপঙ্‌ক্তিমণিসংহতয়ঃ।
কলধৌতসানব ইবাথ গিরেঃ কপয়ো বভুঃ পবনজাগমনে॥ ২৬॥

কপিতোয়নিধীন্‌ প্লবঙ্গমেন্দুর্মর্দয়িত্বা মধুরেণ দর্শনেন।
বদনাম্বুতদীধিতীর্বিতস্বন্নকৃতানন্দপরীতনেত্রবারীন্‌॥ ২৭॥

পরিখেদিতবিন্ধ্যবীরুধঃ পরিপীতামলনির্ঝরাম্ভসাঃ।
দধুবুর্মধুকাননং ততঃ কপিনাগা মুদিতাঙ্গদাজ্ঞয়া॥ ২৮॥

বিটপিমৃগবিষাদধ্বান্তনুদ্বানরার্কঃ প্রিয়বচনময়ূখৈর্বোধিতার্থারবিন্দঃ।
উদয়গিরিমিবাদ্রিং সম্প্রমুচ্যাভ্যগাৎ থম্‌ নৃপহৃদয়গুহাস্থংঘ্নন্‌প্রমোহান্ধকারম্‌॥ ২৯॥

রঘুতনয়মগাত্তপোবনস্থং বিধৃতজটাজিনবল্কলং হনূমান্‌।
পরমিব পুরুষং নরেণ যুক্তং সমশমবেষসমাধিনানুজেন॥ ৩০॥

করপুটনিহিতং দধৎ স রত্নং পরিবিরলাঙ্গুলিনির্গতাল্পদীপ্তি।
তনুকপিলঘনস্থিতং যথেন্দুং নৃপমনমৎ পরিভুগ্নজানুমূর্ধা॥ ৩১॥

রুচিরোন্নতরত্নগৌরবঃ পরিপূর্ণামৃতরশ্মিমণ্ডলঃ।
সমদৃশ্যত জীবিতাশয়া সহ রামেণ বধূশিরোমণিঃ॥ ৩২॥

অবসন্নরুচিং বনাগতং তমনামৃষ্টরজোবিধূসরম্‌।
সমপশ্যদপেতমৈথিলিং দধতং গৌরবমাত্রমাত্মবৎ॥ ৩৩॥

সামর্থ্যসম্পাদিতবাঞ্ছিতার্থশ্চিন্তামণিঃ স্যান্ন কথং হনূমান্‌।
সলক্ষ্মণো ভূমিপতিস্তদানীং শাখামৃগানীকপতিশ্চ মেনে॥ ৩৪॥

যুষ্মানচেতন্‌ ক্ষয়বায়ুকল্পান্‌ সীতাস্ফুলিঙ্গং পরিগৃহ্য জাল্মঃ।
লঙ্কাবনং সিংহসমোঽধিশেতে মর্ত্যং দ্বিষন্নিত্যবদন্ধনূমান্‌॥ ৩৫॥

অস্থিত ধনেশ্বরস্য যুধি যঃ সমেতমায়ো ধনম্‌
তমহমিতো বিলোক্য বিবুধৈঃ কৃতোত্তমায়োধনম্‌।
বিভবমদেন নিহ্নুতহ্রিয়াতিমাত্রসম্পন্নকম্‌
ব্যথয়তি সৎপথাদধিগতাথবেহ সম্পন্নকম্‌॥ ৩৬॥

শ্লাঘ্যমান্‌ রাক্ষসো মূঢ়শ্চিত্রং নাসৌ যদুদ্ধতঃ।
কো বা হেতুরনার্যাণাং ধর্ম্যে বর্ত্মনি বর্ত্তিতুম্‌॥ ৩৭॥

তস্যাধিবাসে তনুরুৎসুকাসৌ দৃষ্টা ময়া রামপতিঃ প্রমন্যুঃ।
কার্যস্য সারোঽয়মুদীরিতো বঃ প্রোক্তেন শেষেণ কিমুদ্ধতেন॥ ৩৮॥

সমতাং শশিলেখয়োপযায়াদবদাতা প্রতনুঃ ক্ষয়েণ সীতা।
যদি নাম কলঙ্ক ইন্দুলেখামতিবৃত্তো লঘয়েন্ন চাপি ভাবী॥ ৩৯॥

অপরীক্ষিতকারিণা গৃহীতাং ত্বমনাসেবিতবৃদ্ধপণ্ডিতেন।
অবিরোধিতনিষ্ঠুরেণ সাধ্বীং দয়িতাং ত্রাতুমলং ঘটস্ব রাজন্‌॥ ৪০॥

স চ বিহ্বলসত্ত্বসংকুলঃ পরিশুষ্যন্নভবন্মহাহ্রদঃ।
পরিতঃ পরিতাপমূর্চ্ছিতঃ পতিতস্তাম্বু নিরন্তমীপ্সিতম্‌॥ ৪১॥

অথ লক্ষ্মণরূপতুল্যবেশং গমনাদেশবিনির্গতাগ্রহস্তম্।
কপয়োঽনুযযুঃ সমেত্য রামং নতসুগ্রীবগৃহীতসাদরাজ্ঞম্ ॥ ৪২ ॥

কপিপৃষ্ঠগতো ততো নরেন্দ্রো কপয়শ্চ জ্বলিতাগ্নিপিঙ্গলাক্ষাঃ।
মুমুচুঃ প্রযযুর্দ্রুতং সমীয়ুর্বসুধাং ব্যোম মহীধরং মহেন্দ্রম্ ॥ ৪৩ ॥

স্থিতমিব পরিরক্ষিতুং সমন্তাদুদধিজলৌঘপবিপ্লবাদ্ধরিত্রীম্।
গগনতলবসুন্ধরান্তরালে জলনিধিবেগসহং প্রসার্য দেহম্ ॥ ৪৪ ॥

বিষধরনিলয়ে নিবিষ্টমূলং শিখরশতৈঃ পরিমৃষ্টদেবলোকম্।
ঘনবিপুলনিতম্বপূরিতাশং ফলকুসুমাচিতবৃক্ষরম্যকুঞ্জম্ ॥ ৪৫ ॥

মধুকরবিরুতৈঃ প্রিয়াধ্বনীনাং সরসিরুহৈর্দয়িতাস্যহাস্যলক্ষ্ম্যাঃ।
স্ফুটমনুহরমাণমাদধানং পুরুষপতেঃ সহসা পরং প্রমোদম্ ॥ ৪৬ ॥

গ্রহমণিরসনং দিবো নিতম্বং বিপুলমনুত্তমলব্ধকান্তিযোগম্।
চ্যুতঘনবসনং মনোঽভিরামং শিখরকরৈর্মদনাদিব স্পৃশন্তম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রচপলমগুরুং ভরাসহিষ্ণুং জনমসমানমনূর্জিতং বিবর্জ্য।
কৃতবসতিমিবার্ণবোপকণ্ঠে স্থিরমতুলোন্নতিমূঢ়তুঙ্গমেঘম্ ॥ ৪৮ ॥

স্ফটিকমণিগৃহৈঃ সরত্নদীপৈঃ প্রতরুণকিন্নরগীতনিস্বনৈশ্চ।
অমরপুরমতিং সুরাঙ্গনানাং দধতমদুঃখমনল্পকল্পবৃক্ষম্ ॥ ৪৯ ॥

অথ দদৃশুরুদীর্ণধুমধুম্রাং দিশমুদধিব্যবধিং সমেতসীতাম্।
সহরঘুতনয়াঃ প্লবঙ্গসেনাঃ পবনসুতাঙ্গুলিদর্শিতামুদক্ষাঃ ॥ ৫০ ॥

জলনিধিমগমন্মহেন্দ্রকুঞ্জাৎ প্রচয়তিরোহিততিগ্মরশ্মিভাসঃ।
সলিলসমুদয়ৈর্মহা-তরঙ্গৈর্ভুবনভরক্ষমমপ্যভিন্নবেলম্ ॥ ৫১ ॥

পৃথুগুরুমণিশুক্তিগর্ভভাসা গ্লপিতরসাতলসম্ভৃতান্ধকারম্।
উপহতরবিরশ্মিবৃত্তিমুচ্চৈঃ প্রলঘুপরিপ্লবমানবজ্রজালৈঃ ॥ ৫২ ॥

সমুপচিতজলং বিবর্ধমানৈরমলসরিৎসলিলৈর্বিভাবরীষু।
স্ফুটমবগময়ন্তমূঢ়বারীন্ শশধররত্নময়ান্মহেন্দ্রসানূন্ ॥ ৫৩ ॥

ভুবনভরসহানলঙ্ঘ্যধাম্নঃ পুরুরুচিরত্নভৃতো গুরূরুদেহান্।
শ্রমবিধুরবিলীনকূর্মনক্রান্ দধতমুদূঢ়ভুবো গিরীনহীংশ্চ ॥ ৫৪ ॥

প্রদদৃশুরুরুমুক্তশীকরৌঘান্ বিমলমণিদ্যুতিসম্ভৃতেন্দ্রচাপান্।
জলমুচ ইব ধীরমন্দ্রঘোষান্ ক্ষিতিপরিতাপহৃতো মহাতরঙ্গান্ ॥ ৫৫ ॥

বিদ্রুমমণিকৃতভূষা মুক্তামণিনিকররঞ্জিতাত্মানঃ।
বভুরুদকনাগরুন্ধা বেলাতটশিখরিণো যত্র ॥ ৫৬ ॥

ভৃতনিখিলরসাতলঃ সরত্নঃ শিখরিসমোর্মিতিরোহিতান্তরীক্ষঃ।
কৃত ইহ পরমার্থতো জলৌঘো জলনিধিমীয়ুরতঃ সমেত্য মায়াম্ ॥ ৫৭ ॥

শশিরহিতমপি প্রভূতকান্তিম্ বিবুধহৃতশ্রিয়মপ্যনষ্টশোভম্।
মথিতমপি সুরৈর্দিবং জলৌঘৈঃ সমভিভবন্তমবিক্ষতপ্রভাবম্ ॥ ৫৮ ॥

ক্ষিতিকুলগিরিশেষদিগ্গজেন্দ্রান্ সলিলগতামিব নাবমুদ্বহন্তম্ ।
ধৃতবিধুরধরং মহাবরাহং গিরিগুরুপোত্রমপীহিতেজ'য়ন্তম্ ॥ ৫৯ ॥

গিরিপরিগতচঞ্চলাপগান্তং জলনিবহং দধতং মনোঽভিরামম্ ।
গমিতমিব ভুবো বিলোক্য রামং ধরণিধরস্তনশুক্লপট্টচীনম্ ॥ ৬০ ॥

অপরিমিতমহাম্ভুতৈর্বিচিত্রঃ চ্যুতমলিনঃ শুচিভির্মহানলৈঘ্যোঃ ।
তরু মৃগপতিলক্ষ্মণক্ষিতীন্দ্রৈঃ সমধিগতো জলধিঃ পরং বভাসে ॥ ৬১ ॥

ন ভবতি মহিমা বিনা বিপত্তেঃ অবগময়ন্নিব পশ্যতঃ পয়োধিঃ ।
অবিরতমভবৎ ক্ষণে ক্ষণেঽসৌ শিখরিপৃথু-প্রথিতপ্রশান্তবীচিঃ ॥ ৬২ ॥

মৃদুভিরপি বিভেদ পুষ্পবাণৈঃ জলশিশিরৈরপি মারুতৈর্দদাহ ।
রঘুতনয়মনর্থপণ্ডিতোঽসৌ ন চ মদনঃ ক্ষতমাততান নার্চিঃ ॥ ৬৩ ॥

অথ মৃদুমলিনপ্রভৌ দিনান্তে জলধিসমীপগতাবতীতলোকৌ ।
অনুকৃতিমিতরেতরস্য মূর্ত্যোঃ দিনকররাঘবনন্দনাবকাষ্টাম্ ॥ ৬৪ ॥

অপহরদিব সর্বতো বিনোদান্ দয়িতগতং দধদেকধা সমাধিম্ ।
ঘনরুচি ববৃধে ততোঽন্ধকারং সহ রঘুনন্দনমন্মথোদয়েন ॥ ৬৫ ॥

অধিজলধি তমঃ ক্ষিপন্ হিমাংশুঃ পরিদদৃশেঽথ দৃশাং কৃতাবকাশঃ ।
বিদধদিব জগৎপুনঃ প্রলীনং ভবতি মহান্ হি পরার্থ এব সর্বঃ ॥ ৬৬ ॥

অশনিরয়মসৌ কুতো নিরভ্রে শিতশরবর্ষমসত্তদপ্যশাঙ্গম্ ।
ইতি মদনবশো মুহুঃ শশাঙ্কে রঘুতনয়ো ন চ নিশ্চিকায় চন্দ্রম্ ॥ ৬৭ ॥

কুমুদবনচয়েষু কীর্ণরশ্মিঃ ক্ষততিমিরেষু চ দিগ্বধূমুখেষু ।
বিয়তি চ বিললাস তদ্বদিন্দুঃ বিলসতি চন্দ্রমসো ন যদ্বদন্যঃ ॥ ৬৮ ॥

শরণমিব গতং তমো নিকুঞ্জে বিটপিনিরাকৃতচন্দ্ররশ্ম্যরাতৌ ।
পৃথুবিষমশিলান্তরালসংস্থং সজলঘনদ্যুতি ভীতবৎ সসাদ ॥ ৬৯ ॥

অথ নয়নমনোহরোঽভিরামঃ স্মর ইব চিত্তভবোঽপ্যবামশীলঃ ।
রঘুসুতমনুজো জগাদ বাচং সজলঘনস্তনয়িত্নুতুল্যঘোষঃ ॥ ৭০ ॥

পতিবধপরিলুপ্তলোলকেশীঃ নয়নজলাপহৃতাঞ্জনৌষ্ঠরাগাঃ ।
কুরু রিপুবনিতা জহীহি শোকং ক চ শরণং জগতাং ভবান্ ক মোহঃ ॥ ৭১ ॥

অধিগতমহিমা মনুষ্যলোকে বত সুতরামবসীদতি প্রমাদী ।
গজপতিরুরুশৈলশৃঙ্গবর্ষ্মা গুরুরবমজ্জতি পঙ্কভাঙ্ ন দারু ॥ ৭২ ॥

বোদ্ধব্যং কিমিব হি যত্ত্বয়া ন বুদ্ধং কিং বা তে নিমিষিতমপ্যবুদ্ধিপূর্বম্ ।
লব্ধাত্মা তব সুকৃতৈরনিষ্টশঙ্কী স্নেহৌঘো ঘটয়তি মাং তথাপি বক্তুম্ ॥ ৭৩ ॥

সৌমিত্রেরিতি বচনং নিশম্য রামো জৃম্ভাবান্ ভুজযুগলং বিভজ্য নিদ্রান্ ।
অধ্যাষ্ঠাচ্ছিশয়িষয়া প্রবালতল্পং রক্ষায়াং প্রতিদিশমাদিশন্ প্লবঙ্গান্ ॥ ৭৪ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সীতাভিজ্ঞানদর্শনং' নাম দশমঃ সর্গঃ ॥

অথাস্তমাসেদুষি মন্দকান্তৌ পুণ্যক্ষয়েণেব নিধৌ কলানাম্ ।
সমাললম্বে রিপুমিত্রকল্পৈঃ পদ্মৈঃ প্রহাসঃ কুমুদৈর্বিষাদঃ ॥ ১ ॥

দূরং সমারুহ্য দিবঃ পতন্তং ভৃগোরিবেন্দুং বিহিতোপকারম্ ।
বন্ধানুরাগোঽনুপপাত তূর্ণং তারাগণঃ সম্ভৃতশুভ্রকীর্তিঃ ॥ ২ ॥

ক্ব তে কটাক্ষাঃ ক্ব বিলাসবন্তি প্রোক্তানি বা তানি মমেতি মত্বা ।
লঙ্কাঙ্গনানামববোধকালে তুলামনারুহ্য গতোঽস্তমিন্দুঃ ॥ ৩ ॥

মানেন তল্পেম্ববথামুখীনামিথ্যাপ্রসুপ্তৈর্গমিতাস্ত্রিযামাঃ ।
স্ত্রীভির্নিশাতিক্রমবিহ্বলাভির্দৃষ্টেঽপি দোষে পতয়োঽনুনীতাঃ ॥ ৪ ॥

ঈর্ষ্যা-বিরুগ্ণাঃ স্থিরবন্ধমূলা নিরস্ত-নিঃশেষ-শুভপ্রতানাঃ ।
আপ্যায়িতা নেত্রজলপ্রসেকৈঃ প্রেমদ্রুমাঃ সংরুরুহুঃ প্রিয়াণাম্ ॥ ৫ ॥

ততঃ সমাশঙ্কিতবিপ্রয়োগঃ পুনর্নবীভূতরসোঽবিতৃষ্ণঃ ।
স্মরস্য সত্ত্বং পুনরুক্তভাবং নাবর্তমানস্য বিবেদ লোকঃ ॥ ৬ ॥

বৃত্তৌ প্রকাশং হৃদয়ে কৃতায়াং সুখেন সর্বেন্দ্রিয়সম্ভবেন ।
সঙ্কোচমেবাসহমানমাশ্বাদশক্তবদ্ঘূর্ণিতমাসি চক্ষুঃ ॥ ৭ ॥

পীনে ভটস্যোরসি বীক্ষ্য ভুগ্নাংস্তনুত্বচঃ পাণিরুহান্ সুমধ্যা ।
ইচ্ছাবিভঙ্গাকুলমানসত্বাদ্ভর্ত্রৈনখেভ্যশ্চ চিরং জুজুরে ॥ ৮ ॥

স্রস্তাঙ্গচেষ্টো বিনিমীলিতাক্ষঃ স্বেদাম্বুরোমোদ্গমগম্যজীবঃ ।
অশেষনষ্টপ্রতিভাপটুত্বো গাঢ়োপগূঢ়ো দয়িতৈর্জনোঽভূৎ ॥৯॥

তমঃপ্রসুপ্তং মরণং সুখং নু মূর্চ্ছা নু মায়া নু মনোভবস্য ।
কিং তৎকথং বেত্ত্যুপলব্ধসংজ্ঞা বিকল্পয়ন্তোঽপি সম্প্রতীয়ুঃ ॥১০॥

বক্ষঃ স্তনাভ্যাং মুখমাননেন গাত্রাণি গাত্রৈর্ঘটয়ন্নমন্দম্ ।
স্মরাতুরো নৈব তুতোষ লোকঃ পর্যাপ্ততা প্রেম্ণি কুতো বিরুদ্ধা ॥১১॥

স্রস্তাঙ্গযষ্টিঃ পরিরভ্যমাণা সংদৃশ্যমানাপ্যপসংহৃতাক্ষী ।
অনূঢ়মানা শয়নে নবোঢ়া পরোপকারৈকরসৈব তস্থৌ ॥১২॥

আলিঙ্গিতায়াঃ সহসা ত্রপাবাংস্ত্রাসাভিলাষানুগতো রতাদৌ ।
বিশ্বাসিতায়া রমণেন বধ্বা বিমর্দরম্যো মদনো বভূব ॥১৩॥

সামোদ্মুখেনাচ্ছুরিতা প্রিয়েণ দত্তেঽথ কাচিৎ পুলকেন ভেদে ।
অন্তঃ প্রকোপাপগমাদ্বিলোলা বশীকৃতা কেবলবিক্রমেণ ॥১৪॥

গুরুর্দধানা পরুষত্বমন্যা কান্তাঽপি কান্তেন্দুকরাভিমৃষ্টা ।
প্রহ্লাদিতা চন্দ্রশিলেব তূর্ণং ক্ষোভাৎ স্রবৎস্বেদজলা বভূব ॥১৫॥

শশাঙ্কনাথাপগমেন ধূম্রাং মূর্চ্ছাপরীতামিব নির্বিবেকাম্ ।
ততঃ সখীব প্রথিতানুরাগা প্রাবোধয়দ্ দ্যাং মধুরারুণশ্রীঃ ॥১৬॥

অবীতত়্ষ্ণোঽথ পরস্পরেণ ক্ষণাদিবায়াতনিশাবসানঃ।
দ়ঃখেন লোকঃ পরবানিবাগাৎ সম়ৎসুকঃ স্বপ্ননিকেতনেভ্যঃ ॥১৭॥

অর্ধোত্থিতালিঙ্গিতসন্নিমগ্নো র়ুদ্ধঃ প়ুনর্যান্ গমনেঽনভীপ্সুঃ।
ব্যাজেন নির্যায় প়ুনর্নিব়ৃত্তস্ত্যক্তান্যকার্যঃ স্থিত এব কশ্চিৎ ॥১৮॥

তালেন সম্পাদিতসাম্যশোভং শ়ুভাবধানং স্বরবন্ধরাগম্।
পদৈর্গতার্থং ন়ৃপমন্দিরেষ়ু প্রাতর্জগ়ুর্মঙ্গলবন্তর়ুণ্যঃ ॥১৯॥

দ়ূর়ান্তরে পঙ্ক ইবান্ধকারে মগ্নং জগৎ সন্ততরশ্মিরজ্জ়ুঃ।
প্রনষ্টম়ূর্তিপ্রবিভাগম়ুদ্যন্ প্রত্য়ুজ্জহারেব ততো বিবস্বান্ ॥২০॥

পীতৌষ্ঠরাগাণি হৃতাঞ্জনানি ভাস্বন্তি লোলৈরলকৈর্ম়ুখানি।
প্রাতঃ কৃতার্থানি যথা বিরেজ়ুস্তথা ন প়ূর্বেদ্য়ুরলংকৃতানি ॥২১॥

প্রজাগরাতাম্রবিলোচনান্তা নিরঞ্জনালক্তকপত্রলেখাঃ।
তুল্যা ইবাসন্ পরিখেদতন্ব্যো বাসচ্যুতাঃ সেবিতমন্মথাভিঃ ॥২২॥

আবন্ধনেত্রাঞ্জনপঙ্কলেশস্তাম্ব়ূলরাগং বহ়ুলং দধানঃ।
চকারকান্তোঽপ্যধরোঽঙ্গনানাং সহোষিতানাং পতিভির্লঘ়ুত্বম্ ॥২৩॥

চক্ষ়ুংষি কান্তান্যপি সাঞ্জনানি তাম্ব়ূলরক্তঞ্চ সরাগমোষ্ঠম্।
কুর্বন্ সবাসং চ সুগন্ধি বক্ত্র়ং চক্রে জনঃ কেবলপক্ষপাতম্ ॥২৪॥

ক্ষতৈরসঞ্চেতিতদন্তলব্ধৈঃ সম্ভোগকালেঽবগতৈঃ প্রভাতে।
অশঙ্কতান্যোন্যকৃতং ব্যলীকং বিয়োগবাহ্যোঽপি জনোঽতিরাগাৎ ॥২৫॥

নেত্রৈর়ুভিঃ সংব়ৃতপক্ষ্মপত্রৈঃ কর্ণান্তকৃষ্টৈর়ুর়ুকেশশ়ূলাঃ।
স্তনোর়ুচক্রাক্রান্তকর্ণপাশাঃ স্ত্রীয়োধম়ুখ্যা জয়িনো বিচের়ুঃ ॥২৬॥

পয়োধরাংশ্চন্দনপঙ্কদিগ্ধান্ বাসাংসি চাম্লিষ্টম়ুজানি দ়ৃষ্টা।
স্ত্রীণাং সপত্ন্যো জহ্ন্ষ়ুঃ প্রভাতে মন্দায়মানান়ুশয়ৈর্মনোভিঃ ॥২৭॥

স্মরাতুরে চেতসি লব্ধজন্মা ররাজ লোলোঽপি গ়ুণাপহার্যঃ।
কুতূহলান্নেত্রগবাক্ষসংস্থঃ পশ্যন্নিবান্যোন্যম়ুখানি রাগঃ ॥২৮॥

গতেঽতিভূমিং প্রণয়ে প্রয়়ুক্তান্ অব়ুদ্ধিপ়ূর্বং পরিল়ুপ্তসংজ্ঞঃ।
আত্মান়ুভূতানপি নোপচারান্ স্মরাতুরঃ সংস্মরতি স্ম লোকঃ ॥২৯॥

বস্ত্রৈরনত্যুজ্জ্বলরম্যবর্ণৈর্বিলেপনৈঃ সৌরভলক্ষণীয়ৈঃ।
আস্যেশ্চ লোকঃ পরিতোষকান্তৈরস়ূচয়ল্লব্ধপদং রহস্যম্ ॥৩০॥

প্রাতস্তরাং চন্দনলিপ্তগাত্রাঃ প্রচ্ছাদ্য হস্তৈরধরং বদন্তঃ।
শাম্যাম্নিমেষাঃ স্তুতরাং য়ুবানঃ প্রকাশয়ন্তি স্ম নিগ়ূহনীয়ম্ ॥৩১॥

জিতেঽপি লোকে মধ়ুরেণ বামে! কিম়ুদ্যতং ভ্র়ূধন়ুরপ্রসহ্যম্।
হন্তুং ক্ষমো বা বদ লোচনেষ়ুর্দিগ্ধো বিষেণেব কিমঞ্জনেন ॥৩২॥

দন্তচ্ছদে প্রজ্ব়ুলিতাগ্নিকল্পে তাম্ব়ূলরাগস্তৃণভারতুল্যঃ।
ন্যস্তঃ কিমিত্যুচ্র়ুপেতভাবা গোষ্ঠীষ়ু নারীস্তর়ুণীর্য়ুবানঃ ॥৩৩॥

সুখাবগাহানি যুতানি লক্ষ্ম্যা শুচীনি সন্তাপহরাণ্যুরূণি।
প্রবুদ্ধনারীমুখপঙ্কজানি প্রাতঃ সরাংসীব গৃহাণি রেজুঃ ॥৩৪॥

সংমৃষ্টসিক্তার্চিতচারুপুষ্পৈরামোদবদ্ দ্রব্যসুগন্ধভাগৈঃ।
লক্ষ্মীবিজিগ্যে ভবনৈঃ সভৃঙ্গৈঃ সেব্যস্য দেবৈরপি নন্দনস্য ॥৩৫॥

অক্ষ্ণোঃ পতন্নীলসরোজলোভাদ্ ভৃঙ্গঃ করেণাল্পধিয়া নিরস্তঃ।
দদংশ তাম্রাম্বুরুহাভিসন্ধিস্তৃষ্ণাতুরঃ পাণিতলেঽপি ধৃষ্ণুঃ ॥৩৬॥

বিলোলতাং চক্ষুষি হস্তবেপথুং ভ্রুবোর্বিভঙ্গং স্তনযুগ্মবল্গিতম্।
বিভূষণানাং ক্বণিতঞ্চ ষট্পদো গুরুর্যথা নৃত্যবিধৌ সমাদধে ॥৩৭॥

অথানুকুলান্ কুলধর্মসম্পদো বিধায় বেশান্ সুদিবঃ পুরীজনঃ।
প্রবোধকালে শতমন্যুবিদ্বিষঃ প্রচক্রমে রাজনিকেতনং প্রতি ॥৩৮॥

শৈলেন্দ্রশৃঙ্গেভ্য ইব প্রবৃত্তা বেগাজ্জলৌঘাঃ পুরমন্দিরেভ্যঃ।
আপূর্য রথ্যাঃ সরিতো জনৌঘা রাজাঙ্গনাম্ভোধিমপূরয়ন্তঃ ॥৩৯॥

প্রবোধকালাৎ ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ প্রাগূর্ধ্বশোষং পরিশুষ্যমাণাঃ।
হীনা মহান্তশ্চ সমত্বমীয়ুর্দ্বাঃস্থৈরবজ্ঞা-পরুষাক্ষিদৃষ্টাঃ ॥৪০॥

গুরুরু-চণ্ডংকরকর্ণজিহ্বৈরবজ্ঞয়াগ্রাঙ্গুলিসংগৃহীতৈঃ।
রক্ষাংস্যনায়াসগ্রস্তৈরপাস্থুঃ কপোললীনালিকুলৈর্গজেন্দ্রৈঃ ॥৪১॥

নিকৃত্তমত্তদ্বিপকুম্ভমাংসৈঃ সম্পৃক্তমুক্তৈর্হরয়োঽগ্রপাদৈঃ।
আনিন্যিরে শ্রেণীকৃতাস্তথান্যৈঃ পরস্পরং বালধিসন্নিবদ্ধাঃ ॥৪২॥

উপেক্ষিতা দেবগণৈস্ত্রসদ্ভির্নিশাচরৈর্বীতভয়ৈর্নিকৃত্তাঃ।
তস্মিন্নদৃশ্যন্ত সুরদ্রুমাণাং সজালপুষ্পস্তবকাঃ প্রকীর্ণাঃ ॥৪৩॥

নিরাকরিষ্ণুর্দ্বিজকুঞ্জরাণাং তৃণীকৃতাশেষগুণোঽতিমোহাৎ।
পাপাশয়ানভ্যুদয়ার্থমার্চীৎ প্রাগ্ ব্রহ্মরক্ষঃ-প্রবরান্ দশাস্যঃ ॥৪৪॥

মায়াবিভিস্ত্রাসকরৈর্জনানামাপ্তৈরুপাদানপরৈরুপেতঃ।
সতাং বিঘাতৈকরসৈরবিক্ষৎ সদঃ পরিক্ষোভিতভূমিভাগম্ ॥৪৫॥

বিধৃতনিশিতশস্ত্রৈস্তদ্যুতং যাতুধানৈঃ
উরুজঠরমুখীভিঃ সংকুলং রাক্ষসীভিঃ।
শ্বগণিশতাবকীর্ণং বাগুরাবন্ মৃগীভিঃ
বনমিব সভয়াভিদেবৈবন্দীভিরাসীৎ ॥৪৬॥

জলদ ইব তড়িত্বান্ প্রাজ্যরত্নপ্রভাভিঃ
প্রতিককুভমুদস্যন্নিস্বনং ধীরমন্দ্রম্।
শিখরমিব সুমেরোরাসনং হৈমমুচ্চৈঃ
বিবিধমণিবিচিত্রং প্রোন্নতং সোঽধ্যতিষ্ঠৎ ॥৪৭॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে প্রভাতবর্ণনং নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥

ততো বিনিদ্রং কৃতদেবতার্চং দৃষ্ট্যৈব চিত্তপ্রশমং কিরন্তম্।
স্বর্গাবিষ্কৃতাঙ্গপ্রতিকর্মরম্যং বিভীষণং বাচমুবাচ মাতা ॥১॥

প্রবাধমানস্য জগন্তি ধীমন্ ! ত্বং সোদরস্যাতিবলোদ্ধতস্য।
আনন্দনো নাকসদাং প্রশান্তিং তূর্ণং বিষস্যামৃতবৎ কুরুষ্ব ॥২॥

কুর্যাস্তথা যেন জহাতি সীতাং বিষাদ-নীহারপরীতমূর্তিম্।
স্থিতাং ক্ষিতৌ শাস্তশিখাপ্রতানাং তারামিব গ্রাসকরী জনস্য ॥৩॥

যাবন্ন সন্ত্রাসিতদেবসংঘঃ পিণ্ডো বিষস্যেব হরেণ ভীষ্মঃ।
সংগ্রস্যতেঽসৌ পুরুষাধিপেন, দ্রুতং কুলানন্দ ! যতস্ব তাবৎ ॥৪॥

হতা জনস্থানসদোনিকায়াঃ, কৃতা জিতোৎখাতভটদ্রুমা পূঃ।
সদাংসি দগ্ধানি বিধেয়মস্মিন্ যদ্ বন্ধুনা তদ্ ঘটয়স্ব তস্মিন্ ॥৫॥

চিকীর্ষিতে পূর্বতরং স তস্মিন্ ক্ষেমঙ্করেঽর্থে মুহুরীর্যমাণঃ।
মাত্রাতিমাত্রং শুভয়ৈব বুদ্ধ্যা চিরং সুধীরভ্যধিকং সমাধাৎ ॥৬॥

দৌবারিকাভ্যাহতশত্রুদূতং সোপায়নোপস্থিতলোকপালম্।
সাশঙ্কভীষ্মাপ্তবিশন্নিশাটং দ্বারং যযৌ রাবণমন্দিরস্য ॥৭॥

দূরাৎ প্রতীহারনতঃ স বার্তাং পৃচ্ছন্ননাবেদিতসম্প্রবিষ্টঃ।
সগৌরবং দত্তপথো নিশাটৈরৈক্ষিষ্ট শৈলাগ্রমিবেন্দ্রশত্রুম্ ॥৮॥

কৃশানুবর্মণ্যধিরূঢমুচ্চৈঃ সিংহাসনে সংক্ষয়মেঘভীমম্।
নিসর্গতীক্ষ্ণং নয়নস্ফুলিঙ্গং যুগান্তবহ্নেরিব ধূমরাশিম্ ॥৯॥

প্রীত্যাপি দত্তেক্ষণসন্নিপাতং ভয়ং ভুজঙ্গাধিপবদ্ দধানম্।
তমঃ সমূহাকৃতিমপ্যশেষানুর্জা জয়ন্তং প্রথিতপ্রকাশান্ ॥ ১০ ॥

তং রত্নদায়ং জিতমৃত্যুলোকা রাত্রিঞ্চরাঃ কান্তিভৃতোঽন্বসর্পন্।
প্রমুক্তমুক্তাফলমম্বুবাহং সঞ্জাততৃষ্ণা ইব দেবমুখ্যাঃ ॥ ১১ ॥

স কিঙ্করৈঃ কল্পিতমিঙ্গিতজ্ঞৈঃ সম্বাধকং পূর্বসমাগতানাম্।
সিংহাসনোপাশ্রিতচারুবাহুরধ্যাস্তপীঠং বিহিতপ্রণামঃ ॥ ১২ ॥

ততো দশাস্যঃ স্ফুভিতাহিকল্পং দীপ্তাঙ্গুলীয়োপলমুঢ়রত্নম্।
অনেকচণ্ডনখকান্তিজিহ্বং প্রসার্য পাণিং সস্মিতং বভাষে ॥ ১৩ ॥

শক্তৈঃ সুহৃদ্ভিঃ পরিদৃষ্টকার্যৈরাম্নাতিভিনীতিষু বুদ্ধিমদ্ভিঃ।
যুষ্মাদ্বিধৈঃ সার্ধমুপায়বিদ্ভিঃ সিধ্যন্তি কার্যাণি সুমন্ত্রিতানি ॥ ১৪ ॥

উপস্থিতে বালিখরাদিনাশে, দগ্ধে পুরেঽক্ষে নিহতে সভৃত্যে।
সৈন্যে দ্বিষাং সাগরমুত্তিতীর্ষাবনন্তরং ব্রূত যদত্র যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

ভুজাংসবক্ষঃস্থলকার্মুকাসীন্ গদাশ্চ শূলানি চ যাতুধানাঃ।
পরামৃশন্তঃ প্রথিতাভিমানাঃ প্রোচুঃ প্রহস্তপ্রমুখা দশাস্যম্ ॥ ১৬ ॥

অখণ্ড্যমানং পরিখণ্ড্য শক্রং ত্বং পণ্ডিতম্মন্যমুদীর্ণদণ্ডঃ ।
নরাভিযোগং নৃভুজাং প্রধান ! মন্ত্রোন্মুখঃ কিং নয়সে গুরুত্বম্ ॥ ১৭ ॥

নির্যৎস্ফুলিঙ্গাকুলধূমরাশিং কিং ব্রূহি ভূমৌ পিনষাম ভানুম্ ।
আ দন্তনিষ্পীড়িতপীতমিন্দুং ষ্ঠীবাম শুক্লেক্ষুলতাঽস্থিকল্পম্ ॥ ১৮ ॥

সরাঘবৈঃ কিং বত বানরৈস্তৈর্যৈঃ প্রাতরাশোঽপি ন কস্যচিন্ নঃ ।
সস্থাণুকৈলাসধরাভিধৎস্ব, কিং দ্যৌরধোঽস্তু ক্ষিতিরন্তরীক্ষে ॥ ১৯ ॥

চাপল্যযুক্তস্য হরেঃ কৃশানুঃ সমেধিতো বালধিভাক্ ত্বদীয়ৈঃ ।
শস্ত্রেণ বধ্যস্য গলন্নধাক্ষীদ্ রাজন্ ! প্রমাদেন নিজেন লঙ্কাম্ ॥ ২০ ॥

অথাঽঞ্চিতোরস্কমুদীর্ণদৃষ্টিঃ কৃত্বা বিবক্ষাপ্রবণং শরীরম্ ।
বিবৃত্তপাণির্বিহিতোত্তরাঽর্থং বিভীষণোঽভাষত যাতুধানান্ ॥ ২১ ॥

যুদ্ধায় রাজ্ঞা সুভৃতৈর্ভবদ্ভিঃ সম্ভাবনায়াঃ সদৃশং যদুক্তম্ ।
তৎ প্রাণপণ্যৈর্বচনীয়মেব প্রজ্ঞা তু মন্ত্রেঽধিকৃতা ন শৌর্যম্ ॥ ২২ ॥

স্পৃষ্টাপি যত্নাদুতমস্তবৃত্তির্গুরুত্বমায়াতি নরাঽভিযোগঃ ।
বশীকৃতেন্দ্রস্য কৃতোত্তরোঽস্মিন্ বিধ্বংসিতাশেষপুরো হনূমান্ ॥ ২৩ ॥

অগ্নিঃ প্রমাদেন দদাহ লঙ্কাং বধ্যস্য দেহে স্বয়মেধিতশ্চেৎ ।
বিমৃশ্য তদ্ দেবধিয়াভিধৎস্ব ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধোঽপি যদি প্রমাদঃ ॥ ২৪ ॥

জগত্যমেয়াদ্ভুতভাবভাঞ্জি জিতাভিমানাশ্চ জনা বিচিত্রাঃ ।
কার্যে তু যত্নং কুরুত প্রকৃষ্টং মা নীতিগর্ভান্ সুধিয়োবমন্ধ্বম্ ॥ ২৫ ॥

বৃদ্ধিক্ষয়স্থানগতামজস্রং বৃত্তিং জিগীষুঃ প্রসমীক্ষমাণঃ ।
ঘটেত সন্ধ্যাদিষু যো গুণেষু, লক্ষ্মীর্ন তং মুঞ্চতি চঞ্চলাপি ॥ ২৬ ॥

উপেক্ষণীয়ৈব পরস্য বৃদ্ধিঃ প্রনষ্টনীতেরজিতেন্দ্রিয়স্য ।
মদাদিযুক্তস্য বিরাগহেতুঃ, সমূলঘাতং বিনিহন্তি যান্তে ॥ ২৭ ॥

জনানুরাগেণ যুতোঽবসাদঃ ফলানুবন্ধঃ সুধিয়াত্মনোঽপি ।
উপেক্ষণীয়োঽভ্যুপগম্য সন্ধিং কামাদিষড়বর্গজিতাধিপেন ॥ ২৮ ॥

যদা বিগৃহ্নন্ ন চ সন্দধানো বৃদ্ধিং ক্ষয়ং চানুগুণংপ্রপশ্যেৎ ।
আসীত রাজাবসরপ্রতীক্ষস্তদা প্রয়াসাং বিতথং ন কুর্যাৎ ॥ ২৯ ॥

সন্ধৌ স্থিতো বা জনয়েৎ স্ববৃদ্ধিং হন্যাৎ পরং বোপনিষৎ প্রয়োগৈঃ ।
আশ্রাবয়েদস্য জনং পরৈর্বা বিগ্রাহ্য কুর্যাদবহীনসন্ধিম্ ॥ ৩০ ॥

সংদর্শিতস্নেহগুণঃ স্বশত্রূন্ বিদ্বেষয়ন্ মণ্ডলমস্য ভিন্দ্যাৎ ।
ইত্যেবমাদি প্রবিধায় সন্ধিবৃদ্ধের্বিধেয়োঽধিগমাভ্যুপায়ঃ ॥ ৩১ ॥

মত্বা সহিষ্ণূনপরোপজপ্যান্ স্বকানধিষ্ঠায় জনাস্তদুগান্ ।
দ্রুমাদ্রিদুর্লঙ্ঘ্যজলাপ্রধৃষ্যান্ বর্ধেত রাজা রিপুবিগ্রহেণ ॥ ৩২ ॥

শক্নোতি যো ন দ্বিষতোঽভিহন্তুং বিহন্যতে নাপ্যবলৈর্দ্বিষদ্ভিঃ ।
স শ্বাবরাহং কলহং বিদধ্যাদাসীত দুর্গাদি বিবর্ধয়ংশ্চ ॥ ৩৩ ॥

প্রয়াণমাত্রেণ পরে প্রসাধ্যে বর্তেত যানেন কৃতাভিরক্ষঃ।
অশক্নুবন্ কর্তুমরেবিঘাতং স্বকর্মরক্ষাং চ পরং শ্রয়েত ॥ ৩৪ ॥

একেন সন্ধিঃ, কলহোঽপরেণ কার্যোঽভিতো বা প্রসমীক্ষ্য বুদ্ধিম্।
এবং প্রযুঞ্জীত জিগীষুরেতা নীতীর্বিজানন্নহিতাত্মসারম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্বয়া তু লোকে জনিতো বিরাগঃ প্রকোপিতং মণ্ডলমিন্দ্রমুখ্যম্।
রামে তু রাজন্, বিপরীতমেতৎ পশ্যামি, তেনাভ্যধিকং বিপক্ষম্ ॥ ৩৬ ॥

একেন বালী নিহতঃ শরেণ সুহৃত্ত্বমস্তে, রচিতশ্চ রাজা।
যদৈব সুগ্রীবকপিঃ পরেণ, তদৈব কার্যং ভবতো বিনষ্টম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রাকারমাত্রাবরণঃ প্রভাবঃ খরাদিভির্যো নিহতৈস্তবাভূৎ।
লঙ্কাপ্রদাহাক্ষবধ-দ্রুম-ভঙ্গৈঃ ক্রাম্যত্যসাবপ্যধুনাতিমাত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

ষড়্বর্গবশ্যঃ পরিমূঢ়বন্ধুরুচ্ছিন্নমিত্রোঽরিগণৈরুপেতঃ।
মা পাদযুদ্ধং দ্বিরদেন কার্ষীর্নম ক্ষিতীন্দ্রং প্রণতোপভোগ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

রামোঽপি দারাহরণেন তপ্তো, বয়ং হতৈর্বন্ধুভিরাত্মতুল্যৈঃ।
তপ্তেন তপ্তস্য যথায়সো নঃ সন্ধিঃ পরেণাস্তু, বিমুঞ্চ সীতাম্ ॥ ৪০ ॥

সন্ধুক্ষিতং মণ্ডলচণ্ডবাতৈরমর্ষতীক্ষ্ণং ক্ষিতিপালতেজঃ।
সামাম্ভসা শান্তিমুপৈতু রাজন্! প্রসীদ, জীবাম সবন্ধুভৃত্যাঃ ॥ ৪১ ॥

অপক্বকুম্ভাবিব ভঙ্গভাজৌ রাজন্নিয়াতাং মরণং সমানৌ।
বীর্যে স্থিতঃ কিন্তু কৃতানুরাগো রামো ভবাংশ্চোত্তমভূরিবৈরী ॥ ৪২ ॥

দণ্ডেন কোশেন চ মন্যসে চেৎ প্রকৃষ্টমাত্মানমরেস্তথাপি।
রিক্তস্য পূর্ণেন বৃথা বিনাশঃ পূর্ণস্য ভঙ্গে বহু হীয়তে তু ॥ ৪৩ ॥

ক্লিষ্টাত্মভৃত্যঃ পরিমৃগ্যসম্পন্মানী যতেতাপি সসংশয়েঽর্থে।
সন্দেহমারোহতি যঃ কৃতার্থো, নূনং রতিং তস্য করোতি ন শ্রীঃ ॥ ৪৪ ॥

শক্যান্যদোষাণি মহাফলানি সমারভেতোপনয়ন্ সমাপ্তিম্।
কর্মাণি রাজা বিহিতানুরাগো বিপর্যয়ে স্যাদ্ বিতথঃ প্রয়াসঃ ॥ ৪৫ ॥

জেতুং ন শক্যো নৃপতিঃ সুনীতিদোষৈঃ ক্ষয়াদিঃ কলহে ধ্রুবশ্চ।
ফলং ন কিঞ্চিন্ন শুভা সমাপ্তিঃ কৃতানুরাগং ভুবি সন্ত্যজারিম্ ॥ ৪৬ ॥

স্বান্যমিত্রনাশো নিজমিত্রলাভঃ সমেতসৈন্যঃ স চ মিত্রকৃচ্ছ্রে।
ভোগ্যো বশঃ পশ্য শরেণ শত্রোঃ প্রসাধিতো বালিবধে ন কোঽর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

লোভাদ্ ভয়াদ্ বাভিগতঃ কপীন্দ্রো ন রাঘবং, যেন ভবেদ্ বিভেদ্যঃ!
স্থিতঃ সতাং বর্ত্মনি লব্ধরাজ্যঃ প্রাপ্তপ্রিয়ং সোঽভ্যাগমচ্চিকীর্ষুঃ ॥ ৪৮ ॥

ফলাশিনো নির্ঝরকুঞ্জভাজো দিব্যাঙ্গনানঙ্গ রসানভিজ্ঞাঃ।
ন্যগ্জাতয়ো রত্নবরৈরলভ্যা মুখ্যা কপীনামপি নোপজপ্যাঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃতাভিষেকো যুবরাজরাজ্যে সুগ্রীবরাজেন সুতাবিশেষম্।
তারাবিধেয়েন কথং বিকারং তারাসুতো যাস্যতি রাক্ষসার্থম্ ॥ ৫০ ॥

পশ্যামি রামাদধিকং সমং বা নান্যং, বিরোধে যমুপাশ্রয়েম।
দত্ত্বা বরং সানুশয়ঃ স্বয়ম্ভূরিন্দ্রাদয়ঃ পূর্বতরং বিরুদ্ধাঃ ॥ ৫১ ॥

দুর্গাশ্রিতানাং বহুনাপি রাজন্! কালেন পার্ষ্ণিগ্রহণাদিহেতুঃ।
দুর্গোপরোধং ন চ কুর্বতোঽস্তি শত্রোশ্চিরেণাপি দশাস্য! হানিঃ ॥ ৫২

শস্ত্রং তরুবীথিরম্বুপানং বৃত্তিঃ ফলৈর্নো গজবাজিনার্যঃ।
রাষ্ট্রং ন পশ্চান্ন জনোঽভিরক্ষ্যঃ, কিং দুঃস্থমাচক্ষ্ব ভবেৎ পরেষাম্ ॥ ৫৩ ॥

সন্ধানমেবাস্তু পরেণ তস্মান্নান্যোঽভ্যুপায়োঽস্তি নিরূপ্যমাণঃ।
নূনং বিসন্ধৌ ত্বয়ি সর্বমেতন্নেষ্যন্তি নাশং কপয়োঽচিরেণ ॥ ৫৪ ॥

বিভীষণোক্তং বহু মন্যমানঃ প্রোন্নম্য দেহং পরিণামনম্রম্।
স্খলদ্বলিবাধককম্প্রমূর্ধা মাতামহো রাবণমিত্যুবাচ ॥ ৫৫ ॥

একঃ পদাতিঃ পুরুষো ধনুষ্মান্ যোঽনেকমায়ানি বিয়দ্গতানি।
রক্ষঃ সহস্রাণি চতুর্দশাদীৎ কা তত্র বো মানুষমাত্রশঙ্কা ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মর্ষিভির্নমহং সদেবৈঃ সন্তাপিতৈঃ রাত্রিচরক্ষয়ায়।
নরাকৃতির্বানরসৈন্যশালী জগত্যজয্যো বিহিতোঽভ্যুপায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

বজ্রাভিঘাতৈরবিরুগ্‌ণমূর্তেঃ ফেনৈর্জলানামসুরস্য মূর্ধ্নঃ।
চকার ভেদং মুদভিমর্হেন্দ্রো যথা তথৈতৎ কিমপীতি বোধ্যম্ ॥ ৫৮ ॥

ক স্ত্রীবিসহ্যাঃ করজাঃ ক বক্ষো দৈত্যস্য শৈলেন্দ্রশিলাবিশালম্।
সম্পশ্যতৈতদ্ দ্যুসদাং সুনীতিং বিভেদ তৈস্তন্নরসিংহমূর্তিঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রমাদবাংস্ত্বং ক্ষতধর্মবর্ত্মা গতো মুনীনামপি শত্রুভাবম্।
কুলস্য শান্তিং বহু মন্যসে চেৎ কুরুষ্ব রাজেন্দ্র! বিভীষণোক্তম্ ॥ ৬০ ॥

ঘোষেণ তেন প্রতিলব্ধসংজ্ঞো নিদ্রাবিলাক্ষঃ শ্রুতকার্যসারঃ।
স্ফুরদ্ঘনঃ সাম্বুরিবান্তরিক্ষে বাক্যং ততোঽভাষত কুম্ভকর্ণঃ ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়াসমারম্ভগতোঽভ্যুপায়ো নৃদ্রব্যসম্পৎ সহদেশকালা।
বিপৎপ্রতীকারযুতার্থসিদ্ধির্মন্ত্রাঙ্গমেতানি বদন্তি পঞ্চ ॥ ৬২ ॥

ন নিশ্চিতার্থং সময়ং চ দেশং ক্রিয়াভ্যুপায়াদিষু যোঽর্থিযাল্লাৎ।
স প্রাপ্নুয়ান্মন্ত্রফলং ন মানী কালে বিপন্নে ক্ষণদাচরেন্দ্র ॥ ৬৩ ॥

শ্রৌক্ষ্যং ত্যজেন্মধ্যগতোঽপি ভানুঃ শৈত্যং নিশায়ামথবা হিমাংশুঃ।
অনর্থমূলং ভুবনাবমানী মন্যো ন মানং পিশিতাশিনাথ! ॥ ৬৪ ॥

তথাপি বক্তুং প্রসভং যতন্তে জম্মদ্বিধাঃ সিদ্ধিমভীপ্সবস্তাম্।
বিলোমচেষ্টং বিহিতাবহাসাঃ পরৈাহ তৎ স্নেহময়ৈস্তমোভিঃ ॥ ৬৫ ॥

ক্রূরাঃ ক্রিয়াঃ গ্রাম্যসুখেষু সঙ্গঃ পুণ্যস্য যঃ সংক্ষয়হেতুরুক্তঃ।
নিষেবিতোঽসৌ ভবতাতিমাত্রং ফলত্যবল্গু ধ্রুবমেব রাজন্ ॥ ৬৬ ॥

দত্তং ন কিং, কে বিষয়া ন ভুক্তাঃ, স্থিতোঽস্মি বা কঃ পরিভূয় নোচ্চৈঃ।
ইত্থং কৃতার্থস্য মম ধ্রুবং স্যান্মৃত্যুস্ত্বদর্থে যদি, কিং ন লব্ধম্ ॥ ৬৭ ॥

কিং দানবৈরেন্দ্রমুখ্যৈদিতৈম্যৈথৈর্বীর্যেণ বক্তাস্মি রণে সমাধিম্ ।
তস্মিন্ প্রসুপ্তে পুনরিত্থমুক্তা বিভীষণোঽভাষত রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ৬৮ ॥

নিমিত্তশূন্যৈঃ স্থগিতা রজোভির্দিশো, মরুদ্ভির্বিকৃতৈর্বিলোলৈঃ ।
ম্ভাবহীনৈর্মৃগপক্ষিঘোষৈঃ ক্রন্দন্তি ভর্তারমিবাভিপন্নম্ ॥ ৬৯ ॥

উৎপাতজং ছিদ্রমসৌ বিবস্বান্ ব্যাদায় বক্ত্রাকৃতি লোকভীষ্মম্ ।
অত্তুং জনান্ ধূসররাশিঃ সিংহো যথা কীর্ণসটোঽভ্যুদেতি ॥ ৭০ ॥

মার্গং গতো গোত্রগুরুর্ভৃগূণামগস্তিনাঽধ্যাসিতবিন্ধ্যশৃঙ্গম্ ।
সন্দৃশ্যতে শক্রপুরোহিতোঽহ্নি ক্ষমাং কম্পয়ন্ত্যো নিপতন্তি চোল্কাঃ ॥ ৭১ ॥

মাংসং হতানামিব রাক্ষসানামাশংসবঃ ক্রূরগিরো রুবন্তঃ ।
ক্রব্যাশিনো দীপ্তকৃশানুবক্ত্রা ভ্রাম্যন্ত্যভীতাঃ পরিতঃ পুরং নঃ ॥ ৭২ ॥

পয়ো ঘটোধ্নীরপি গা দুহন্তি মন্দং বিবর্ণং বিরসং চ গোপাঃ ।
হব্যেষু কীটোপজনঃ সকেশো ন দীপ্যতেঽগ্নিঃ সুসমিন্ধনোঽপি ॥ ৭৩ ॥

তস্মাৎ কুরু ত্বং প্রতিকারমস্মিন্ স্নেহান্ময়া রাবণ ! ভাষ্যমাণঃ ।
বদন্তি দুঃখং হ্যনুজীবিবৃত্তে স্থিতাঃ পদস্থং পরিণামপথ্যম্ ॥ ৭৪ ॥

বিরুগ্নসংকীর্ণবিপন্নভিন্নৈঃ প্রক্ষুণ্ণসংচূর্ণিশিতাস্ত্রবৃক্ষৈঃ ।
যাবন্নরাণৈর্ন রিপুঃ শবাশান্ সন্তর্পয়ত্যানম তাবদস্য ॥ ৭৫ ॥

ভ্রূভঙ্গমাধায় বিহায় ধৈর্যং বিভীষণং ভীষণরুক্ষচক্ষুঃ ।
গিরং জগাদোগ্রপদামুদগ্রঃ স্বং স্ফাবয়ন্ শক্রিরপুঃ প্রভাবম্ ॥ ৭৬ ॥

শিলা তরিষ্যত্যুদকে ন পর্ণং ধ্বান্তং রবেঃ স্যন্ত্স্যতি বহ্নিরিন্দোঃ ।
জেতা পরোঽহং যুধি জেষ্যমাণস্তুল্যানি মন্যস্ব পুলস্ত্যনপ্তঃ ॥ ৭৭ ॥

অনিবৃতং ভূতিষু গূঢ়বৈরং সৎকারকালেঽপি কৃতাভ্যসূয়ম্ ।
বিভিন্নকর্মাশয়বাক্ কুলে নো মা জ্ঞাতিচেলং ভুবি কস্যচিদ্ ভূৎ ॥ ৭৮ ॥

ইচ্ছন্ত্যভীক্ষ্ণং ক্ষয়মাত্মনোঽপি ন জ্ঞাতয়স্তুল্যকুলস্য লক্ষ্মীম্ ।
নমন্তি শত্রূন্ ন চ বন্ধুবৃদ্ধিং সন্তপ্যমানৈর্হৃদয়ৈঃ সহন্তে ॥ ৭৯ ॥

ত্বয়াদ্য লঙ্কাভিভবেঽতিষাদ্ দুষ্টোঽতিমাত্রং বিবৃতোঽন্তরাত্মা ।
ধিক্ ত্বাং মৃষা তে ময়ি দুঃস্থবৃদ্ধির্বদন্নিদং তস্য দদৌ স পার্ষ্ণিম্ ॥ ৮০ ॥

ততঃ স কোপং ক্ষময়া নিগূহন্ ধৈর্যেণ মন্যুং বিনয়েন গর্বম্ ।
মোহং ধিয়োৎসাহবশাদশক্তিং সমং চতুর্ভিঃ সচিবৈরুদস্থাৎ ॥ ৮১ ॥

উবাচ চৈনং ক্ষণদাচরেন্দ্রং সুখং মহারাজ বিনা ময়াস্স্ব ।
মুখাতুরঃ পথ্যকটূননন্দন্, যৎসাময়োঽসৌ ভিষজাং ন দোষঃ ॥ ৮২ ॥

করোতি বৈরং স্ফুটমুচ্যমানঃ প্রতুষ্যতি শ্রোত্রসুখৈরপথ্যৈঃ ।
বিবেকশূন্যঃ প্রভুরাত্মমানী মহাননর্থঃ সুহৃদাং বতায়ম্ ॥ ৮৩ ॥

ক্রীড়ন্ ভুজঙ্গেন গৃহানুপাতং কশ্চিদ্যথা জীবতি সংশয়স্থঃ ।
সংসেবমানো নৃপতিং প্রমূঢ়ং তথৈব যজ্জীবতি সোঽস্য লাভঃ ॥ ৮৪ ॥

দত্তঃ স্বদোষৈর্ভবতা প্রহারঃ পাদেন ধর্মে পথি মে স্থিতস্য।
স চিন্তনীয়ঃ সহ মন্ত্রিমুখ্যৈঃ কস্যাবয়োলাঘবমাদধাতু ॥ ৮৫ ॥

ইতি বচনমসৌ রজনিচরপতিং বহুগুণমসকৃৎপ্রসভমভিদধৎ।
নিরগমদভয়ঃ পুরুষরিপুরান্নরপতিচরণৌ নবিতুমরিনুতৌ ॥ ৮৬ ॥

অথ তমুপগতং বিদিতসুচরিতং পবনসুতগিরা গিরিগুরুহৃদয়ঃ।
নৃপতিরমদয়ন্ মুদিতপরিজনং স্বপুরপতিকরৈঃ সলিলসমুদয়ৈঃ ॥ ৮৭ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'বিভীষণাগমনো' নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × ত্রয়োদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

চারুসমীরণরমণে হরিণকলঙ্ককিরণাবলী-সবিলাসা।
আবদ্ধরামমোহা বেলামূলে বিভাবরী পরিহীণা ॥ ১ ॥

বন্ধে বাসরসঙ্গে ভীমো রামেণ লবণসলিলাবাসে।
সহসা সংরম্ভরসো দূরারূঢ়ের বমণ্ডলসমো লোলে ॥ ২ ॥

গাঢ়গুরুপুঙ্খপীড়া সধূমসলিলারিসম্ভবমহাবাণে।
আরূঢ়া সন্দেহং রামে সমহীধরা মহী সফণিসভা ॥ ৩ ॥

ঘোরজলদন্তিসংকুলমট্টমহাপঙ্ককাহলজলাবাসম্‌।
আরীণং লবণজলং সমিদ্ধফলবাণবিদ্ধঘোরফণিবরম্‌ ॥ ৪ ॥

সভয়ং পরিহরমাণো মহাহিসঞ্চার-ভাসুরং সলিলগণম্‌।
আরূঢ়ো লবণজলো জলতীরং হরিবলাগম-বিলোলগুহম্‌ ॥ ৫ ॥

চঞ্চলতরুহরিণগণং বহুকুসুমাবদ্ধবন্ধরামাবাসম্‌।
হরিপল্লবতরুজালং তুঙ্গোরুসমিদ্ধ-তরুবরাহিমচ্ছায়ম্‌ ॥ ৬ ॥

বরবারণং সলিলভরেণগিরিমহীমণ্ডল-সম্বরবারণম্‌।
বসুধারয়ং তুঙ্গতরঙ্গসঙ্গপরিহীণলোলবসুধারয়ম্‌ ॥ ৭ ॥

প্রণিপত্য ততো বচনং জগাদ হিতমায়তৌ পতিবারীণাম্‌।
গঙ্গাবলম্বিবাহুং রামং বহলোরু-হরিতমালচ্ছায়ম্‌ ॥ ৮ ॥

তুঙ্গা গিরিবরদেহা অগমং সলীলং সমীরণো রসহারী।
অহিমো রবিকিরণগণো মায়া সংসারকারণং তে পরমা ॥ ৯ ॥

আয়াসসম্ভবারুণ! সংহর সংহার-হিমহরসমচ্ছায়ম্‌।
বাণং বারিসমূহং সঙ্গচ্ছ পুরাণচারুদেহাবাসম্‌ ॥ ১০ ॥

অসুলভহরিসঞ্চারং জলমূলং বহলপঙ্করুদ্ধায়ামম্‌।
ভণ কিং জলপরিহীণং সুগমং তিমি-কম্বুবারিবারণভীমম্‌ ॥ ১১ ॥

গন্তুং লঙ্কাতীরং বদ্ধমহাসলিলসঞ্চরেণ সহেলম্‌।
তরুহরিণা গিরিজালং বহন্তু গিরিভারসংসহা গুরুদেহম্‌ ॥ ১২ ॥

হরহাসরুন্ধবিগমং পরকণ্ঠগণং মহাহবসমারম্ভে।
ছিন্দন্তু রামবাণা গম্ভীরে যে জলে মহাগিরিবন্ধে ॥ ১৩ ॥

গচ্ছন্তু চারুহাসা বীররসাবন্ধ-রুদ্ধভয়সম্বন্ধম্।
হন্তুং বহুবাহুবলং হরিকরিণো গিরিবরোরুদেহং সহসা ॥ ১৪ ॥

জিগমিষয়া সংযুক্তা বভূব কপিবাহিনী মতে দাশরথেঃ।
বন্ধজলালয়চিন্তা গিরিহরণারম্ভসম্ভবসমালোলা ॥ ১৫ ॥

গুরুগিরিবরহরণসহং সংহারহিমারি-পিঙ্গলং রামবলম্।
আরূঢ়ং সহসা খং বরুণালয়বিমলসলিলগণগম্ভীরম্ ॥ ১৬ ॥

অবগাঢ়ং গিরিজালং তুঙ্গমহাভিত্তিরুদ্ধসংরসঞ্চারম্।
অভয়হরিরাসভীমং করিপরিমলচারুবহলকন্দরসলিলম্ ॥ ১৭ ॥

অলিগণবিলোলকুসুমং সমলজলমত্তকুররকাণ্ডবগণম্।
ফণিসংকুলভীমগুহং করিদন্তসমুৎসরসবসুধাখণ্ডম্ ॥ ১৮ ॥

অরবিন্দরেণুপিঞ্জর-সারস-রবহারিবিমলবহুচারুজলম্।
রবিমণিসম্ভব-হিমহরসমাগমাবন্ধ-বহুলসুরতরুধূপম্ ॥ ১৯ ॥

হরিরববিলোলবারণগম্ভীরাবন্ধ-সরস-পুরুসংরাবম্।
ঘোণাসঙ্গমপঙ্কাবিলসুবল-ভরসহোরুবরাহম্ ॥ ২০ ॥

উচ্চখনুঃ পরিরব্ধান্ কপিসিংহা বাহুভিস্ততো ভূমিভৃতঃ।
নিষ্পিষ্টশেষমূর্ধ্নঃ শৃঙ্গবিকীর্ণোরু-রশ্মিনক্ষত্রগণান্ ॥ ২১ ॥

তুঙ্গমহাগিরিসুভরা বাহুসমারুদ্ধভিদুরটঙ্কা বহুধা।
লবণজলবন্ধকামা আরূঢ়া অম্বরং মহাপরিণাহম্ ॥ ২২ ॥

বহুধবলবারিবাহং বিমলায়সগুরুমহাসিদেহচ্ছায়ম্।
বন্ধবিহঙ্গমমালং হিমগিরিমিব মত্তকুররবসম্বন্ধম্ ॥ ২৩ ॥

চারুকলহংসসংকুলমচণ্ডসঞ্চারসারসাবন্ধরবম্।
সকুসুমকণগন্ধবহং সময়াগমবারিসঙ্গবিমলায়ামম্ ॥ ২৪ ॥

সহসা তে ভরুহরিণা গিরিসুভরা লবণসলিলবন্ধারম্ভে।
তীরগিরিমারূঢ়া রামাগমরুদ্ধ-সভয়-রিপুসঞ্চারম্ ॥ ২৫ ॥

ততঃ প্রণীতাঃ কপিযূথমুখ্যৈর্ন্যস্তাঃ কৃশানো স্তনয়েন সম্যক্।
অকম্প্রবৃদ্ধাগ্র-নিতম্ব-ভাগা মহার্ণবং ভূমিভৃতোঽবগাঢ়াঃ ॥২৬॥

তেনেহদ্রিবন্ধো ববৃধে পয়োধি স্তুতোষ রামো মুমুদে কপীন্দ্রঃ।
তত্রাস শত্রুর্দদৃশে সুবেলঃ প্রাপে জলান্তো জহৃষুঃ প্লবঙ্গাঃ ॥২৭॥

ভ্রেমুর্ববল্গুর্ননৃতুর্জজক্ষুর্জগুঃ সমুৎপুপ্লুবিরে নিষেদুঃ।
আস্ফোটয়াঞ্চক্রুরভিপ্রণেদুরেজুর্ননন্দুর্বিষযুঃ সমীয়ুঃ ॥২৮॥

গিরিপঙ্কচারুদেহং কল্লোল-লবঙ্গবন্ধসুরভিপরিমলম্।
বহুবহলোরুতরঙ্গং পরিসরমারূঢ়মুদ্ধরং লবণজলম্ ॥২৯॥

লোলং কুলাভিগমে খে তুঙ্গামল-নিবন্ধপুরুপরিণাহম্ ।
সুরগঙ্গাভরণসহং গিরিবন্ধবরেণ লবণসলিলং রুন্ধম্ ॥৩০॥

আরূঢ়ং সুবেলং তরুমালাবন্ধ হারিগিরিবরজালম্ ।
রাবণচিত্তভয়ঙ্করমাপিঙ্গললোলকেসরং রামবলম্ ॥৩১॥

লঙ্কালয়-তুমুলারবসুভরগভীরোরুকুঞ্জ-কন্দরবিবরম্ ।
বীণারবরসসঙ্গমসুরগণসঙ্কুলমহাতমালচ্ছায়ম্ ॥৩২॥

সরসবহুপল্লবাবিল-কেসরহিন্তালবন্ধবহলচ্ছায়ম্ ।
ঐরাবণমদপরিমলগন্ধবহাবন্ধদন্তি-সংরম্ভরসম্ ॥৩৩॥

তুঙ্গতরুচ্ছায়ারুহকোমলহরিহারিলোলপল্লবজালম্ ।
হরিণভয়ঙ্করসকুসুম-দাবসমচ্ছবিবিলোলদাড়িমকুঞ্জম্ ॥৩৪॥

কলহরিকণ্ঠবিরাবং সলিলমহাবন্ধসংকুলমহাসালম্ ।
চলকিসলয়সম্বন্ধং মণিজালং সলিলকণময়ং বিবহন্তম্ ॥৩৫॥

তুঙ্গমণিকিরণজালং গিরিজলসংঘট্টবন্ধগম্ভীররবম্ ।
চারুগুহাবিবরসভং সুরপুরসমমমরচারণসুসংরাবম্ ॥৩৬॥

বিমলমহামণিটঙ্কং সিন্দূরকলঙ্কপিঞ্জরমহাভিত্তিম্ ।
বীরহরিদন্তিসঙ্গম-ভয়রুন্ধবিভাবরী-বিহারসমীহম্ ॥৩৭॥

সমহাফণি-ভীমাবিলং ভূরিবিহঙ্গতুমুলোরু-ঘোরাবরামম্ ।
বারণবরাহ-হরিবরগোগণসারঙ্গসংকুলমহাসালম্ ॥৩৮॥

চলকিসলয়-সবিলাসং চারুমহীকমলরেণুপিঞ্জরবসুধম্ ।
সকুসুমকেসরবাণং লবঙ্গতরু-তরুণবল্লরীবরহাসম্ ॥৩৯॥

অমলমণিহেমটঙ্কং তুঙ্গমহাভিত্তিরুন্ধরুরুপঙ্কগমম্ ।
অমরারূঢ়পরিসরং মেরুমিবাবিরলসরসমন্দারতরুম্ ॥৪০॥

ফলভরমন্থরতরুবর-মবিদূরবিরূঢ়হারি-কুসুমাপীড়ম্ ।
হরিণকলঙ্কমণিসম্ভববহুবারিভরসুগম্ভীরগুহম্ ॥৪১॥

জলকাম দন্তিসংকুলসহেমরসচারু ধবলকন্দরদেহম্ ।
অঙ্কুররোহসমচ্ছবিরুরুগণসংলীঢ়-তরলহরিমণিকিরণম্ ॥৪২॥

গাঢ়সমীরণসুসহং ভীমরবোত্তুঙ্গবারিধরসংঘট্টম্ ।
ধবলজলবাহমালাসম্বন্ধাবন্ধহিমধরাধরলীলম্ ॥৪৩॥

লবণজলবন্ধসরসং তরুফলসম্পত্তিরুন্ধ-দেহায়াসম্ ।
লঙ্কাতোরণবারণমারূঢ়ং সমর-লালসং রামবলম্ ॥৪৪॥

গুরুপণব-বেণুগুঞ্জাভেরীপেলোরুঝল্লরীভীমরবম্ ।
ঢক্কাঘণ্টাতুমুলং সন্নদ্ধং পরবলং রণায়াসসহম্ ॥৪৫॥

আরূঢ়বাণঘোরং বিমলায়স-জালগূঢ়পীবরদেহম্ ।
চঞ্চলতুরঙ্গবারণসংঘট্টাবন্ধচারুপরিণাহগুণম্ ॥৪৬॥

অসি-তোমরকুন্তমহাপট্টিশ-ভল্লবরবাণগুরুপুরুমুসলম্ ।
বীররসালঙ্কারং গুরুসঞ্চার-হয়দন্তিসমহীকম্পম্ ॥৪৭॥

তে রামেণ সরভসং পরিতরলা হরিগণা রণসমারম্ভে ।
রুদ্ধা লঙ্কাপরিসরভূধর-পরিভঙ্গলালসাধীররবম্ ॥৪৮॥

জলতীরতুঙ্গতরুবরকন্দরগিরিভিত্তিকুঞ্জবিবরাবাসম্ ।
ভীমং তরুহরিণবলং সুসমিদ্ধহিমারি-কিরণমালালোলম্ ॥৪৯॥

রাবণবলমবগন্তুং জলভরগুরুসলিলবাহগণসমচ্ছায়ম্ ।
অট্টতরুমণ্ড-মন্দিরতোরণমালাসভাসু সমারূঢ়ম্ ॥৫০॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সেতুবন্ধনং' নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × chaturdashah **চতুর্দশঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × ×

ততো দশাস্যঃ স্মরবিহ্বলাত্মা চারপ্রকাশীকৃতশত্রুশক্তিঃ ।
বিমোহ্য মায়াময়রামমূর্ধ্না সীতামনীকং প্রজিঘায় যোদ্ধুম্ ॥১॥

কম্বুনথ সমাদধ্মুঃ কীর্ণৈভের্যো নিজঘ্নিরে ।
বেণূন্ পুপূরিরে গুঞ্জা জুগুঞ্জুঃ করঘাট্টিতাঃ ॥২॥

বাদয়াঞ্চক্রিরে ঢক্কাঃ পণবা দধ্বনুর্হতাঃ ।
কাহলাঃ পূরয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ণৈঃ পেরাশ্চ সস্বনুঃ ॥৩॥

মৃদঙ্গা ধীরমাস্বেনুর্হতৈঃ খেনে চ গোমুখৈঃ !
ঘণ্টাঃ শিশিঞ্জিরে দীর্ঘং জহ্রাদে পটহৈর্ভৃশম্ ॥৪॥

হয়া জিহেষিরে হর্ষাদ্ গম্ভীরং জগজুর্গজঃ ।
সন্ত্রস্তাঃ করভা রেটুশ্চুকুবুঃ পত্তিপঙ্ক্তয়ঃ ॥৫॥

তুরঙ্গাঃ পুস্ফুটুর্ভীতাঃ পুস্ফুরুর্বৃষভাঃ পরম্ ।
নার্যশ্চুক্ষুভিরে মম্লুর্মুমুহুঃ শুশুচুঃ পতীন্ ॥৬॥

জগজুর্জহৃষুঃ শূরা রেজুস্তুষ্টুবিরে পরৈঃ ।
ববন্ধুরঙ্গুলিত্রাণি সন্নেহুঃ পরিনিষ্যুঃ ॥৭॥

ধনূংষ্যারোপয়াঞ্চক্রুরারুরুহূ রথাদিষু ।
আসীনুদ্ববৃহুর্দীপ্তান্ গুর্বীরুচ্চিক্ষিপুর্গদাঃ ॥৮॥

শূলানি ভ্রময়াঞ্চক্রুর্বাণানাদদিরে শুভান্ ।
ভ্রেমুশ্চুকুর্দিরে রেসুর্ববল্গুশ্চ পদাতয়ঃ ॥৯॥

সমুৎপেতুঃ কষাঘাতৈরশ্ব্যাকর্ষৈর্মমঙ্গিরে ।
অশ্বাঃ প্রদুদ্রুবুর্মোক্ষে রক্তং নিজগরুঃ শ্রমে ॥১০॥

গজানাং প্রদদুঃ শারীন্ কম্বলান্ পরিতস্তরুঃ ।
তেমুঃ কক্ষাং ধ্বজাংশ্চৈব সমুচ্ছিশ্রিযুরুচ্ছিখান্ ॥১১॥

বিশিশ্বাসয়িষাঞ্চক্রুরালিলিঙ্গুশ্চ যোষিতঃ।
আজঘ্রুর্মূর্ধ্নি বালাংশ্চ চুচুম্বুশ্চ সুতপ্রিয়াঃ ॥১২॥

গম্ভীরবেদিনঃ সংজ্ঞাং গজা জগৃহুরক্ষতাঃ।
ববৃধে শুশুভে চৈষাং মদো হৃষ্টৈশ্চ পুপ্লুবে ॥১৩॥

মৃগাঃ প্রদক্ষিণং সস্রুঃ শিবাঃ সম্যগ্ববাশিরে।
অবামৈঃ পুস্ফুরে দেহৈঃ প্রসেদে চিত্ত-বৃত্তিভিঃ ॥১৪॥

প্রাচ্যমাঞ্জিহিষাঞ্চক্রে প্রহস্তো রাবণাজ্ঞয়া।
দ্বারং ররক্ষতুর্যাম্যং মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥১৫॥

প্রযযাবিন্দ্রজিৎ প্রত্যাগিয়ায় স্বয়মুত্তরম্।
সমধ্যাসিসিষাঞ্চক্রে বিরূপাক্ষঃ পুরোদরম্ ॥১৬॥

শুশ্রাব রামস্তৎ সর্বং প্রতস্থে চ সসৈনিকঃ।
বিস্ফারয়াঞ্চকারাস্ত্রং ববন্ধাথ চ বাণধী ॥১৭॥

ঈক্ষাঞ্চক্রেঽথ সৌমিত্রিমনুজজ্ঞে বলানি চ।
নমশ্চকার দেবেভ্যঃ পর্ণতল্পং মুমোচ চ ॥১৮॥

চকাসাঞ্চক্রুরুত্তস্থুর্নের্দুরানশিরে দিশঃ।
বানরা ভূধরান্ রেধুর্বভঞ্জুশ্চ ততস্তরূন্ ॥১৯॥

দদাল ভূর্নভো রক্তং গোষ্পদপ্রং ববর্ষ চ।
মৃগাঃ প্রসসৃপুর্বামং খগাশ্চুকুবিরেঽশুভাঃ ॥২০॥

উল্কা দদৃশিরে দীপ্তা রুরুবুশ্চাশিবং শিবাঃ।
চক্ষ্মায়ে চ মহী রামঃ শশঙ্কে চাশুভাগমম্ ॥২১॥

রাবণঃ শুশ্রুবান্ শত্রূন্ রাক্ষসানভ্যুপেয়ুষঃ।
স্বয়ং যুযুৎসয়াঞ্চক্রে প্রাকারাগ্রে নিষেদিবান্ ॥২২॥

নিরাসূ রাক্ষসা বাণান্ প্রজহ্রুঃ শূলপট্টিশান্।
অসীংশ্চ বাহয়াঞ্চক্রুঃ পাশৈশ্চাচকৃষুস্ততঃ ॥২৩॥

ভল্লৈশ্চ বিভিদুস্তীক্ষ্ণৈর্বিবিধুস্তোমরৈস্তথা।
গদাভিশ্চূর্ণয়াঞ্চক্রুঃ শিতৈশ্চক্রৈশ্চ চিচ্ছিদুঃ ॥২৪॥

বানরা মুষ্টিভির্জঘ্নুর্দদংশুর্দশনৈস্তথা।
নিরাস্থুশ্চ গিরীংস্তুঙ্গান্ দ্রুমান্ বিচকরুস্তথা ॥২৫॥

লাঙ্গুলৈর্লোঠয়াঞ্চক্রুস্তৈর্নিন্যুশ্চ সংক্ষয়ম্।
নখৈশ্চ চকৃতুঃ ক্রুদ্ধাঃ পিপিষুশ্চ ক্ষিতৌ বলাৎ ॥২৬॥

সংবভূবুঃ কবন্ধানি প্রোহুঃ শোণিততোয়গাঃ।
তেরুর্ভটাস্যপদ্মানি ধ্বজৈঃ ফেনৈরিবাবভে ॥ ২৭ ॥

রক্তপঙ্কে গজাঃ সেদুর্ন প্রচক্রমিরে রথাঃ।
নিমমজ্জুস্তুরঙ্গাশ্চ গন্তুং নোৎসেহিরে ভটাঃ ॥ ২৮ ॥

কোট্যা কোট্যা পুরস্বমৈকৈকং রুরুধে প্লবষাম্ ।
ষট্‌ত্রিংশদ্ধরিকোট্যশ্চ নিবব্রুর্বানরাধিপম্ ॥ ২৯ ॥

তচ্চূনুর্জ্বলনুর্মস্নুর্গলুর্লুঠিরে ক্ষতাঃ ।
মুমুচুর্বমু রক্তং ততৃষুশ্চোভয়ে ভটাঃ ॥ ৩০ ॥

সম্পাতিনাপ্রজঙ্ঘোঽস্থ যুযুধেঽসৌ দ্রুমাহতঃ ।
চকম্পেঽতীব চুক্রোশ জীবনাশং ননাশ চ ॥ ৩১ ॥

উচ্চখ্নাতেঽনলেনাজৌ স্ফুরৎ প্রতপনাক্ষিণী ।
জম্বুমালী জহৌ প্রাণান্ গ্রাব্ণা মারুতিনা হতঃ ॥ ৩২ ॥

মিত্রঘ্নস্য প্রচুক্ষোদ গদয়াঙ্গং বিভীষণঃ ।
সুগ্রীবঃ প্রঘসং নেভে বহূনন্যানস্তদর্দ চ ॥ ৩৩ ॥

বজ্রমুষ্টেবিশিশ্লেষ মৈন্দেনাভিহতং শিরঃ ।
নীলশ্চকর্ত চক্রেণ নিকুম্ভস্য শিরঃ স্ফুরৎ ॥ ৩৪ ॥

বিরূপাক্ষো জহে প্রাণৈস্তূঢ়ঃ সৌমিত্রিপত্রিভিঃ ।
প্রমোচয়াঞ্চকারাসূন্ দ্বিবিদস্ত্বশনিপ্রভম্ ॥ ৩৫ ॥

গদা শক্রজিতা জিঘ্যে তাং প্রতীয়েষ বালিজঃ ।
রথং মমন্থ সহয়ং শাখিনাস্য ততোঽঙ্গদঃ ॥ ৩৬ ॥

তৎকর্ম বালিপুত্রস্য দৃষ্টা বিশ্বং বিসিস্মিয়ে ।
সংত্রেসু রাক্ষসাঃ সর্বে বহু মেনে চ রাঘবঃ ॥ ৩৭ ॥

সুগ্রীবো মুমুদে দেবাঃ সাধিত্যূচুঃ সবিস্ময়াঃ ।
বিভীষণোঽভিতুষ্টাব প্রশশংসুঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৩৮ ॥

হ্রী চিত্রং লক্ষ্মণেনোহচে রাবণিশ্চ তিরোদধে ।
বিচকার ততো রামঃ শরান্ সন্তত্রসুর্দ্বিষঃ ॥ ৩৯ ॥

বিভিন্না জুঘুরুর্ঘোরং জক্ষুঃ ক্রব্যাশিনো হতান্ ।
চুশ্চ্যোত ব্রণিনাং রক্তং ছিন্নাশ্চেলুঃ ক্ষণং ভুজাঃ ॥ ৪০ ॥

কৃতৈরপি দৃঢ়ক্রোধো বীরবক্তৈর্ন তত্যজে ।
পলায়াঞ্চক্রিরে শেষা জিহ্রিয়ুঃ শূরমানিনঃ ॥ ৪১ ॥

রাঘবো ন দয়াঞ্চক্রে দধুর্ধৈর্যং ন কেচন ।
মম্রে পতঙ্গবদ্বীরৈর্হাহেতি চ বিচুক্রুশে ॥ ৪২ ॥

তিরোবভুবে সূর্যেণ প্রাপে চ নিশয়াস্পদম্ ।
জগ্রসে কালরাত্রীব বানরান্রাক্ষসাংশ্চ সা ॥ ৪৩ ॥

চুকোপেন্দ্রজিদত্যুগ্রং সর্পাস্ত্রং চাজুহাব সঃ ।
আজুহুবে তিরোভূতঃ পরানীকং জহাস চ ॥ ৪৪ ॥

ববাধে চ বলং কৃৎস্নং নিজগ্রাহ চ সায়কৈঃ ।
উৎসসর্জ শরাংস্তেঽস্য সর্পসাচ্চ প্রপেদিরে ॥ ৪৫ ॥

আচিচায় স তৈঃ সেনামাচিকায় চ রাঘবৌ।
বভাণ চ ন মে মায়াং জিগায়েন্দ্রোঽপি কিং নৃভিঃ ॥ ৪৬ ॥

আচিক্যাতে চ ভূয়োঽপি রাঘবৌ তেন পন্নগৈঃ।
তৌ মুমুহতুরুদ্বিগ্নৌ বসুধায়াঞ্চ পেততুঃ ॥ ৪৭ ॥

ততো রামেতি চক্রন্দুঃ ত্রেসুঃ পরিদিদেবিরে।
নিশশ্বসুশ্চ সেনান্যঃ প্রোচুর্ধিগিতি চাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

মন্যুং শেকুর্ন তে রোদ্ধুং নাস্রং সংরুরুধুঃ পতৎ।
বিবিদুর্নেন্দ্রজিন্মার্গং পরীযুশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৪৯ ॥

দধাবাভিস্ততশ্চক্ষুঃ সুগ্রীবস্য বিভীষণঃ।
বিদাঞ্চকার ধৌতাক্ষঃ স রিপুং খে ননর্দ চ ॥ ৫০ ॥

উজ্জুগূরে ততঃ শৈলং হন্তুমিন্দ্রজিতং কপিঃ।
বিহায় রাবণিস্তস্মাদানংহে চান্তিকং পিতুঃ ॥ ৫১ ॥

আচচক্ষে চ বৃত্তান্তং প্রজহর্ষ চ রাবণঃ।
গাঢ়ং চোপজুগূহৈনং শিরস্যুপশিশিঙ্ঘ চ ॥ ৫২ ॥

ধ্বজানুদদধুর্বস্তুঙ্গান্ মাংসং চেমুর্জগুঃ পপুঃ।
কাময়াঞ্চক্রিরে কান্তাস্ততস্তুষ্টা নিশাচরাঃ ॥ ৫৩ ॥

দর্শয়াঞ্চক্রিরে রামং সীতাং রাজ্ঞশ্চ শাসনাৎ।
তস্যা মিমীলতুর্নেত্রে লুলুঠে পুষ্পকোদরে ॥ ৫৪ ॥

প্রাণা দধ্বংসিরে গাত্রং তস্তম্ভে চ প্রিয়ে হতে।
উচ্ছ্বশ্বাস চিরাদ্দীনা রুরোদাসৌ ররাস চ ॥ ৫৫ ॥

লোহবন্ধৈর্ববন্ধে নু বজ্রেণ কিং বিনির্মমে।
মনো মে ন বিনা রামাদ্ যৎপুস্ফোট সহস্রধা ॥ ৫৬ ॥

উত্তেরিথ সমুদ্রং ত্বং মদর্থেঽরীন্ জিহিংসিথ।
মমর্থ চাতিঘোরাং মাং ধিগ্জীবিতলঘূকৃতাম্ ॥ ৫৭ ॥

ন জিজীবাসুখী তাতঃ প্রাণতা রহিতস্ত্বয়া।
মৃতেঽপি ত্বয়ি জীবন্ত্যা কিং ময়ানকভার্যয়া ॥ ৫৮ ॥

সা জুগুপ্সাং প্রচক্রেঽসূন্ জগর্হে লক্ষণানি চ।
দেহভাঞ্জি ততঃ কেশান্ লুলুঞ্চ লুলুঠে মুহুঃ ॥ ৫৯ ॥

জগ্লৌ দধ্যৌ বিতস্তান ক্ষণং প্রাণ ন বিব্যথে।
দৈবং নিনিন্দ চক্রন্দ দেহে চাতীব মন্যুনা ॥ ৬০ ॥

আশ্বাসয়াঞ্চকারাথ ত্রিজটা তাং নিনায় চ।
ততঃ প্রজাগরাঞ্চক্রুর্বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥ ৬১ ॥

চিচেত রামস্তৎকৃচ্ছ্রমোষাঞ্চক্রে শুচাথ সঃ।
মন্যুশ্চাস্য সমাপিপ্যে বিরুরাব চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৬২ ॥

সমীহে মর্ত্যমানর্চে তেন বাচাখিলং বলম্ ।
আপপৃচ্ছে চ সুগ্রীবং স্বং দেশং বিসসর্জ চ ॥ ৬৩ ॥

আদিদেশ স কিষ্কিন্ধ্যাং রাঘবো নেতুমঙ্গদম্ ।
প্রতিজজ্ঞে স্বয়ঞ্চৈব সুগ্রীবো রক্ষসাং বধম্ ॥ ৬৪ ॥

নাগাস্ত্রমিদমেতস্য বিপক্ষস্তাক্ষ্যসংস্মৃতিঃ ।
বিভীষণাদিতি শ্রুত্বা তং নিদধ্যৌ রঘূত্তমঃ ॥ ৬৫ ॥

ততো বিজঘটে শৈলৈরুদ্বেলং পুপ্লুবেঽম্বুধিঃ ।
বৃক্ষেভ্যশ্চুচ্যুতে পুষ্পৈর্বিরেজু-র্ভাস্বরা দিশঃ ॥ ৬৬ ॥

জগাহিরেঽম্বুধিং নাগা ববৌ বায়ুর্মনোরমঃ ।
তেজাংসি শংশমাঞ্চক্রুঃ শরবন্ধা বিশিশ্লিষুঃ ॥ ৬৭ ॥

ভ্রেজিরেঽক্ষতবদ্যোধা লেভে সংজ্ঞাঞ্চ লক্ষ্মণঃ ।
বিভীষণোঽপি বভ্রাজে গরুত্মান্ প্রাপ চাশ্তিকম্ ॥ ৬৮ ॥

সংপস্পর্শাথ কাকুৎস্থৌ জজ্ঞাতে তৌ গতব্যথৌ ।
তয়োরাত্মানমাচখ্যৌ যযৌ চাথ যথাগতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্বেনুস্তিতিবষুরুদ্যেমুরুচ্ছখ্ নুঃ পর্বতাংস্তরূন্ ।
বানরা দদ্রমুশ্চাথ সংগ্রামং চাশশংসিরে ৭০ ॥

ভুচৌকিরে পুনর্লঙ্কাং বুবুধে তান্দশাননঃ ।
জীবতশ্চ বিবেদারীন্ বভ্রংশেঽসৌ ধৃতেস্ততঃ ॥ ৭১ ॥

সম্রংসে শরবন্ধেন দিব্যেনেতি বুবুন্দ সঃ ।
বভাজাথ পরং মোহমুহাঞ্চক্রে জয়ং ন চ ॥ ৭২ ॥

ধূম্রাক্ষোঽথ প্রতিষ্ঠাসাঞ্চক্রে রাবণসম্মতঃ ।
সিংহাস্যৈর্যযুজে তস্য বৃকাস্যৈশ্চ রথঃ খগৈঃ ॥ ৭৩ ॥

স্বক্তেঃ সংবিব্যযুর্দেহান্ বাহনান্যধিশিশ্যিরে ।
আনর্জুর্ভুজোঽস্ত্রাণি ববঞ্চুশ্চাহবাক্ষিতিম্ ॥ ৭৪ ॥

অধ্যুবাস রথং তেয়ে পুরাচ্চুক্ষাব চাশুভম্ ।
সংশ্রাবয়াঞ্চকারাখ্যাং ধূম্রাক্ষস্তত্বরে তথা ॥ ৭৫ ॥

নিলিল্যে মূর্ধ্নি গৃধ্রোঽস্য ক্রূরা ধ্বাঙ্ক্ষা-ববাশিরে ।
শিশীকে শোণিতং ব্যোম চচাল ক্ষ্মাতলং তথা ॥ ৭৬ ॥

ততঃ প্রজঘটে যুদ্ধং শস্ত্রাণ্যাস্থঃ পরস্পরম্ ।
ববশ্চুরাজুঘ্ণুশ্চ সোমুশ্চুকুর্দিরে তথা ॥ ৭৭ ॥

রুরুজুর্ভ্রেজিরে ফেণুর্বহূধা হরিরাক্ষসাঃ ।
বীরা ন বিভয়াঞ্চক্রুর্ভীষয়াঞ্চক্রিরে পরান্ ॥ ৭৮ ॥

রক্তং প্রচুশ্চুতুঃ ক্ষুণ্ণাঃ শিশ্বিধুর্বাণবিক্ষতাঃ ।
অস্যাতাং শুশুবুর্বাণান্ ভুজাঃ সাঙ্গুষ্ঠমুষ্টয়ঃ ॥৭৯॥

রণে চিক্রীড় ধূম্রাক্ষস্তং ততস্তানিলাত্মজঃ ।
আদদে চ শিলাং সাম্বং পিপেষাস্য রথং তয়া ॥৮০॥

পপাত রাক্ষসো ভূমৌ ররাট চ ভয়ঙ্করম্ ।
তুতোদ গদয়া চারিং তং দুধ্রাবাহদ্রিণা কপিঃ ॥৮১॥

অকম্পনস্ততো যোদ্ধুং চকমে রাবণাজ্ঞয়া ।
স রথেনাভিদুদ্রাব জুঘুরে চাতিভৈরবম্ ॥৮২॥

পস্পন্দে তস্য বামাক্ষি সস্যমুশ্চাশিবাঃ খগাঃ ।
তান্ বব্রাজাবমত্যাসৌ বভাসে চ রণে শরৈঃ ॥৮৩॥

খমুষুর্বসুধামুবুঃ সায়কা রজ্জুবত্ততাঃ ।
তস্মাদ্ বল্লৈরপত্রেপে পুপ্রোথাশ্মৈ ন কশ্চন ॥৮৪॥

স ভস্মসাচ্চকারারীন্ দুদাব চ কৃতান্তবৎ ।
চুক্রোধ মারুতিস্তালমুচ্চখ্নে চ মহাশিখম্ ॥৮৫॥

যমায়াকম্পনং তেন নিরুবাপ মহাপশুম্ ।
বভ্রজ্জ নিহতে তস্মিন্ শোকো রাবণমগ্নিবৎ ॥৮৬॥

স বিভ্রেষ প্রচুক্ষোদ দন্তৈরোষ্ঠং চখাদ চ ।
প্রগোপয়াঞ্চকারাশূন্ যত্নেন পরিতঃ পুরম্ ॥৮৭॥

প্রহস্তমর্থয়াঞ্চক্রে যোদ্ধুমদ্ভুতবিক্রমম্ ।
কিং বিচারেণ রাজেন্দ্র ! যুদ্ধার্থী বয়মিত্যসৌ ॥৮৮॥

চক্ষাণাশঙ্কিতো যোদ্ধুমুৎসহে চ মহারথঃ ।
নির্য়েমিরেহস্য যোদ্ধারশ্চক্লৃপে চাশ্বকুঞ্জরম্ ॥৮৯॥

যুযুজুঃ স্যন্দনানশ্বৈবরীজুর্দেবান্ পুরোহিতাঃ ।
আনর্চুর্ব্রাহ্মণান্ সম্যগাশিষশ্চাশশংসিরে ॥৯০॥

উহিরে মূর্ধ্নি সিদ্ধার্থা গাবশ্চালেভিরে ভটৈঃ ।
প্রচুক্ষুদুর্মহাস্ত্রাণি জিজ্ঞাসাঞ্চক্রিরে হয়ান্ ॥৯১॥

ললুঃ খড়্গান্ মমার্জুশ্চ মমৃজুশ্চ পরশ্বধান্ ।
অলঞ্চক্রে সমালেভে ববসে বুভুজে পপে ॥৯২॥

জহসে চ ক্ষণং ঘানৈর্নির্জগ্মে যোদ্ধুভিস্ততঃ ।
বিপ্রান্ প্রহস্ত আনর্চ জুহাব চ বিভাবসুম্ ॥৯৩॥

সংবর্গয়াঞ্চকারাপ্তান্ চন্দনেন লিলেপ চ ।
চচাম মধুমাধ্বীকং স্রজঞ্চাচকচে বরম্ ॥৯৪॥

উষ্ণীষং মুমুচে চারু রথঞ্চ জুজুষে শুভম্ ।
আললম্বে মহাস্ত্রাণি গন্তুং প্রববৃতে ততঃ ॥৯৫॥

আজঘ্নুশ্চিত্তুর্বজাতানি তুষ্টুবুশ্চানুজীবিনঃ।
রজঃ প্রববৃধে ঘোরং ঘোষশ্চ ব্যানশে দিশঃ ॥৯৬॥

তং যান্তং দদ্রুবুর্গৃধ্রাঃ ক্রব্যাদশ্চ সিষেবিরে।
আববুর্বায়বো ঘোরাঃ খাদুল্কাশ্চ প্রচক্ষরুঃ ॥৯৭॥

সস্যন্দে শোণিতং ব্যোম রণাঙ্গানি প্রজজ্বলুঃ।
রথাঃ প্রচস্খলুঃ সাশ্বা ন ররংহাশ্বকুঞ্জরম্ ॥৯৮॥

প্রতোদা জগলুর্বামমানগুর্যক্তিয়া মৃগাঃ।
দদাল ভূঃ পুপূরে দ্যোঃ কপীনামপি নিঃস্বনৈঃ ॥৯৯॥

মিমেহ রক্তং হস্ত্যশ্বং রাক্ষসাশ্চ নিতিষ্ঠিবুঃ।
ততঃ শুশ্রুভতুঃ সেনে নির্দয়ঞ্চ প্রজহ্রতুঃ ॥১০০॥

দিদ্বিষুর্দুদ্রুবুশ্চচ্ছুশুঃ চক্রমুঃ সুষুপুর্হতাঃ।
চখাদিরে চখাদুশ্চ বিলেপুশ্চ রণে ভটাঃ ॥১০১॥

প্রহস্তস্য পুরোহমাত্যান্ জিহিংসুর্দধৃষুস্তথা।
বানরাঃ কর্ম সেনানী রক্ষসাং চক্ষমে ন তৎ ॥১০২॥

উর্ণুনাব স শস্ত্রৌঘৈর্বানরাণামনীকিনীম্।
শশাস চ বহূন্ যোধান্ জীবিতেন বিবেচ চ ॥১০৩॥

আসসঞ্জ ভয়ং তেষাং দিদ্যুতে চ যথা রবিঃ।
নায়য়াস দ্বিষদ্ দেহৈর্জগাহে চ দিশোদশ ॥১০৪॥

কেচিৎ সংচুকুটুর্ভীতা লেজিরেহন্যে পরাজিতাঃ।
সংগ্রামাদ্বভ্রশুঃ কেচিৎ যযাচুশ্চাপরেহভয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

এবং বিজিগ্যে তাং সেনাং প্রহস্তোহতিদদর্প চ।
শশাম ন চ সংক্রুধো নিজুগোপ নিশাচরান্ ॥ ১০৬ ॥

চুক্রুধে তত্র নীলেন তরুশ্চোচ্চিক্ষিপে মহান্।
প্রহস্তোহভিহস্তেন বাণান্ বিসসৃজে বহূন্ ॥ ১০৭ ॥

সেহে কপীরথাশ্বাংশ্চ রিপোস্ততর্দ শাখিনা।
ধরিত্রীং মুসলী তেয়ে প্রহস্তশ্চিখিদে ন চ ॥ ১০৮ ॥

সংদুধুক্ষে তয়োঃ কোপঃ পস্ফায়ে শস্ত্রলাঘবম্।
নুনোদ শাখিনং নীল আবব্রে মুসলী তরুম্ ॥ ১০৯ ॥

বিয়ত্যানভ্রতুর্ভূমৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
প্রদুদ্রুবতুরন্যোন্যং বীরৌ শশ্রমতুর্ন চ ॥ ১১০ ॥

সমীরয়াঞ্চকারাথ রাক্ষসস্য কপিঃ শিলাম্।
ক্ষতস্তয়া মমারাসালাশিশ্রায় চ ভূতলম্ ॥ ১১১ ॥

তুতুষুর্বানরাঃ সর্বে নেশুশ্চিত্রা নিশাচরাঃ।
জেরুরাণা দশাস্যস্য সৈন্যং নীলং নুনাব চ ॥ ১১২ ॥

যদা ন ফেলুঃ ক্ষণদাচরাণাং মনোরথা রামবলাভিযোগে।
লঙ্কাং তদা ভেজুরীদর্শন্দ দৈন্যা ব্যাচখ্যুরুচ্চৈশ্চ হতং প্রহস্তম্ ॥ ১১৩ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'শরবন্ধো' নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

রাক্ষসেন্দ্রস্ততোঽভৈষীদৈক্ষিষ্ট পরিতঃ পুরম্।
প্রাতিষ্ঠিপচ্চ বোধার্থং কুম্ভকর্ণস্য রাক্ষসান্ ॥ ১ ॥

তেঽভ্যগুর্ভবনং তস্য সুপ্তং চৈক্ষিষতাথ তম্।
ব্যাহার্ষুস্তুমুলান্ শব্দান্ দণ্ডৈশ্চাবাধিষুদ্রুতম্ ॥ ২ ॥

কেশানলুঞ্চিষুস্তস্য গজান্ গাত্রেষ্বচিক্রমন্।
শীতৈরভ্যষিচংস্তোয়ৈরলাতৈশ্চাপ্যদাম্ভিষুঃ ॥ ৩ ॥

নখেরকর্তিষুস্তীক্ষ্ণৈরদাঙ্ক্ষুর্দশনৈস্তথা।
শিতৈরতোৎসুঃ শূলৈশ্চ ভেরীশ্চাবীবদন্ শুভাঃ ॥ ৪ ॥

স তানজীগণৎ সর্বানিচ্ছয়াবুদ্ধ চ স্বয়ম্।
অবুবুধত কস্মাস্মামপ্রাক্ষীচ্চ নিশাচরান্ ॥ ৫ ॥

তেঽভাষিষত রাজা ত্বাং দিদৃক্ষুঃ ক্ষণদাচর।
সোঽস্নাসীদ্ব্যলিপস্মাংসমশ্নাসীস্বারুণীমপাৎ ॥ ৬ ॥

ন্যবসিষ্ট ততো দ্রষ্টুং রাবণং প্রাবৃতৎ গৃহাৎ।
রাজা যান্তং তমদ্রাক্ষীদুদস্থাচ্চৈষদাসনাৎ ॥ ৭ ॥

অতুষৎ পীঠমাসন্নে নিরদিক্ষচ্চ কাঞ্চনম্।
অস্মৈষ্ট কুম্ভকর্ণোঽপ্যমুপাবিক্ষদথান্তিকে ॥ ৮ ॥

অবাদীন্ মাং কিমিত্যাহ্বো রাজ্ঞা চ প্রত্যবাদি সঃ।
মা জ্ঞাসীস্ত্বং সুখী রামো যদকার্ষীৎ স রাক্ষসাম্ ॥ ৯ ॥

উদতারীদুদন্বন্তং পুরং নঃ পরিতোঽরুধৎ।
ব্যদোতিষ্ঠ রণে শস্ত্রৈরনৈষীদ্রাক্ষসান্ ক্ষয়ম্ ॥ ১০ ॥

ন প্রাবোচমহং কিঞ্চিৎপ্রিয়ং যাবদজীবিষম্।
বন্ধুস্ত্বমর্চিতঃ স্নেহাস্মা দ্বিষো ন বধীর্মম ॥ ১১ ॥

বীর্যং মাং ন দদর্শস্ত্বং মা ন ত্রাস্থাঃ ক্ষতাং পুরম্।
ত্বাদ্রাক্ষ্ম বয়ং বীর্যং ত্বমজৈষীঃ পুরা সুরান্ ॥ ১২ ॥

অবোচৎ কুম্ভকর্ণস্তং বয়ং মন্ত্রেঽভাধাম যৎ।
ন ত্বং সর্বং তদশ্রৌষীঃ ফলং তস্যেদমাগমৎ ॥ ১৩ ॥

প্রাজ্ঞবাক্যান্যবামংস্থা মূর্খবাক্যেষ্ববাস্থিথাঃ।
অধ্যগীষ্ঠাশ্চ শাস্ত্রাণি প্রত্যপথা হিতং ন চ ॥ ১৪ ॥

মুখ্যাস্তামববুধ্যন্ত যে বিগ্রহমচীকরন্ ।
অভানীন্মাল্যবান্ যুক্তমকংস্থাস্তমতস্মদাৎ ॥ ১৫ ॥

রাঘবস্যামুষঃ কান্তামাপ্তৈরুক্তো ন চার্পিপঃ ।
মা নানুভুঃ স্বকান্ দোষান্ মা মুহোমা রুষোঽধুনা ॥ ১৬ ॥

অস্যাপ্যত্যক্রমীৎ কালো যত্তদাহমবাদিষম্ ।
অঘানিষত রক্ষাংসি পরৈঃ কোষাংস্ত্বমব্যয়ীঃ ॥ ১৭ ॥

সন্ধান-কারণং তেজো ন্যগভুক্তেঽকৃথাস্তথা ।
যত্ত্বং বৈরাণি কোশঞ্চ সহদণ্ডমজিগ্লপঃ ॥ ১৮ ॥

অক্রুধচ্চাভ্যধাদ্বাক্যং কুম্ভকর্ণং দশাননঃ ।
কিং ত্বং মামজুগুপ্সিষ্ঠা নৈদিধঃ স্বপরাক্রমম্ ॥ ১৯ ॥

মোজ্ঝিগ্রহঃ সুনীতানি মা স্ম ক্লংস্থা ন সংযুগে ।
মোপালব্ধাঃ কৃতৈর্দোষৈর্মা ন বাক্ষীর্হিতং পরম্ ॥ ২০ ॥

কুম্ভকর্ণস্ততোঽগর্জীদ্ভটাংশ্চান্যান্ ন্যবীবৃতৎ ।
উপাযংস্ত মহাস্ত্রাণি নিরগাচ্চ দ্রুতং পুরঃ । ২১ ॥

মূর্ধ্না দিবমিবালেখীৎ খং ব্যাপদ্বপুষোরুণা ।
পাদাভ্যাং ক্ষ্মামিবাভৈৎসীৎ দৃষ্টৈরধাক্ষীদিব দ্বিষঃ । ২২ ॥

দগ্ধশৈল ইবাভাসীৎ প্রাস্তংস্ত ক্ষয়মেঘবৎ ।
প্রাচকম্পদুদন্বন্তং রাক্ষসানপ্যতিত্রসৎ ॥ ২৩ ॥

সপক্ষোঽদ্রিরিবাচালীন্ন্যশ্বসীৎ কল্পবায়ুবৎ ।
অভাষীদ্ ধ্বনিনা লোকানভ্রাজিষ্ট ক্ষয়াগ্নিবৎ ॥ ২৪ ॥

অনংসীৎ ভূর্ভরেণাস্য রংহসা শাখিনোঽলুঠন্ ।
সিংহাঃ প্রাদুদ্রুবন্ ভীতাঃ প্রাক্ষুভন্ কুলপর্বতাঃ ॥ ২৫ ॥

উৎপাতাঃ প্রাবৃতংস্তস্য দ্যৌরশীকিষ্ট শোণিতম্ ।
বায়বোঽবাসিষুর্ভীমাঃ ক্রূরাশ্চাকুষত দ্বিক্ষাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্পান্দিষ্টাক্ষি বামঞ্চ ঘোরাশ্চারাটিষুঃ শিবাঃ ।
ন্যপপ্তন্ মুষলে গৃধ্রা দীপ্তয়াপাতি চোল্কয়া ॥ ২৭ ॥

আহিংষ্ট তানসংমান্য দর্পাৎ স প্রধনক্ষিতিম্ ।
ততোঽনর্দীদবন্দীচ্চ শত্রূনাহ্বাস্ত চাহবে ॥ ২৮ ॥

প্রাশীন্ন চাতৃপৎ ক্রূরঃ ক্ষুচ্চাস্যাবৃধদশ্নতঃ ।
অধাদ্বসামধাসীচ্চ রুধিরং বনবাসিনাম্ ॥ ২৯ ॥

মাংসেনাস্যাশ্বতাং কুক্ষী জঠরং চাপ্যশিশ্বয়ম্ ।
বহূনামম্লুচৎ প্রাণানম্লোচীচ্চ রণে যশঃ ॥ ৩০ ॥

সামর্থ্যঞ্চাপি সোঽস্তম্ভীদ্বিক্রমঞ্চাস্য নাস্তভন্ ।
শাখিনঃ কেচিদধ্যষ্ঠুর্ন্যমাঙ্‌ক্ষুরপরেঽম্বুধৌ ॥ ৩১ ॥

অন্যে ত্বলঙ্ঘিষুঃ শৈলান্ গুহাস্বন্যে ন্যলেষত।
কেচিদাসিষত স্তব্ধা ভয়াৎ কেচিদঘূর্ণিষুঃ॥ ৩২॥

উদতারিষুরম্ভোধিং বানরাঃ সেতুনাপরে।
অলাজ্জিষ্টাঙ্গদস্তত্র প্রত্যবাস্থিত চোর্জিতম্॥ ৩৩॥

সত্বং সমদুধুক্ষচ্চ বানরাণামযুৎস্ত চ।
ততঃ শৈলানুদক্ষেপ্সুরুদগূরিষত দ্রুমান্॥ ৩৪॥

অনর্দিষুঃ কপিব্যাঘ্রাঃ সম্যক্ চায়ুৎসতাহবে।
তানমর্দীদখাদীচ্চ নিরাস্থচ্চ তলাহতান্॥ ৩৫॥

প্রাচূচুর্ণচ্চ পাদাভ্যামবিভীষত চ দ্রুতম্।
অতর্দীচ্চৈব শূলেন কুম্ভকর্ণঃ প্লবঙ্গমান্॥ ৩৬॥

অতৌৎসীৎ গদয়া গাঢ়মপিষচ্চোপগূহনৈঃ।
জানুভ্যামদমীচ্চান্যান্ হস্তবর্তমবীবৃতম্॥ ৩৭॥

অদালিষুঃ শিলা দেহে চূর্ণ্যভুবন্মহাদ্রুমাঃ।
ক্ষিপ্তাস্তস্য ন চাচেতীত্তানসৌ নাপি চাক্ষুভৎ॥ ৩৮॥

অদ্রাক্ষীৎ তং রঘুব্যাঘ্রো আখ্যাচ্চৈনং বিভীষণঃ।
এষ ব্যজেষ্ট দেবেন্দ্রং নাশঙ্কিষ্ট বিবস্বতঃ॥ ৩৯॥

যক্ষেন্দ্রশক্তিমাচ্ছাসীন্নাপ্রোথীদস্য কশ্চন।
কুম্ভকর্ণান্ন ভৈষ্টং মা যূবামস্মান্নুপাত্মজৌ॥ ৪০॥

ঘ্নন্তং মোপেক্ষিষাথাস্ত মাম কাষ্ঠমিবাদরম্।
অমুং মা ন বধিষ্টেতি রামোঽবাদীত্ততঃ কপীন্॥ ৪১॥

তে ব্যরাসিষুরাহ্বন্ত রাক্ষসং চাপ্যাপিপ্লবন্।
অবভাষন্ স্বকাঃ শক্তীর্দ্রুমশৈলং ব্যকারিষুঃ॥৪২॥

তে তং ব্যাশিতাক্ষোৎসুঃ পাদৈর্দন্তৈস্তথাচ্ছিদন্।
আজিজৎ শরভো বৃক্ষং নীলস্থাদিত পর্বতম্॥৪৩॥

ঋষভোঽদ্রীনুদক্ষৈপ্সীত্তে তৈরারিমতার্দিষুঃ।
অস্ফূর্জীদ্গিরিশৃঙ্গঞ্চ ব্যস্রাক্ষীদ্গন্ধমাদতঃ॥ ৪৪॥

অকূর্দিষ্ট ব্যকারীচ্চ গবাক্ষো ভূধরান্ বহূন্।
স তান্রাজীগণদ্বীরঃ কুম্ভকর্ণোঽব্যথিষ্ট ন॥ ৪৫॥

অমন্থীচ্চ পরানীকমপ্লোষ্ট চ নিরঙ্কুশঃ।
নিহন্তুং চাত্বরিষ্টারীনজক্ষীচ্চাংকমাগতান্॥ ৪৬॥

ব্যক্রুক্ষদ্বানরানীকং সম্পলায়িষ্ট চারতি।
হন্তাভ্যাং নশ্যদক্রাক্ষীদ্ভীমে চোপাধিতাননে॥ ৪৭॥

রক্তৈরচিক্লিদদ্ভূমিং সৈন্যোশ্চাতস্তরন্ধতৈঃ।
নাতাপ্সীদ্ভক্ষয়ন্ ক্রুরো নাশ্রমদ্ ঘ্নন্ প্লবঙ্গমান্॥ ৪৮॥

ন যোদ্ধুমশকন্ কেচিন্নাঢৌকিষত কেচন ।
প্রাণশন্নাসিকাভ্যাঞ্চ বক্ত্রেণ চ বনৌকসঃ ॥৪৯ ॥

উদরে চাজরন্নন্যে তস্য পাতালসন্নিভে ।
আক্রন্দিষুঃ সখীনাহ্বন্ প্রপলায়িষতাম্বদন্ ॥ ৫০ ॥

রক্তমশ্চ্যোতিষুঃ ক্ষুণ্ণাঃ ক্ষতাশ্চ কপয়োঽতৃষন্ ।
উপাস্থায়ি নৃপোভঙ্গৈরসৌ সুগ্রীবমৈজিহৎ ॥ ৫১ ॥

যোদ্ধুং সোঽপ্যরুষচ্ছত্রোরৈরিরচ্চ মহাদ্রুমম্ ।
তং প্রাপ্তং প্রাসহিষ্টারিঃ শক্তিং চোগ্রামুদগ্রহীৎ ॥ ৫২ ॥

স তামবিভ্রমদ্ভীমাং বানরেন্দ্রস্য চামুচৎ ।
প্রাপপ্তন্মারুতিস্তত্র তাঞ্চালাসীদ্বিয়দ্গতাম্ ॥ ৫৩ ॥

অশোভিষ্টাচখণ্ডচ্চ শক্তিং বীরো ন চাত্রসৎ ।
লৌহভারসহস্রেণ নির্মিতা নিরকারি মে ॥ ৫৪ ॥

শক্তিরত্যকুপদ্রক্ষো গিরিঞ্চোদখনীদ্গুরুম্ ।
ব্যসৃষ্ট তং কপীন্দ্রস্য তেনামূর্ছীদসৌ ক্ষতঃ ॥ ৫৫ ॥

অলোঠিষ্ট চ ভূপৃষ্ঠে শোণিতঞ্চাপ্যসুস্রুবৎ ।
তমাদায়াপলায়িষ্ট ব্যরোচিষ্ট চ রাক্ষসঃ ॥ ৫৬ ॥

অভৈষুঃ কপয়োঽস্বারৎ কুম্ভকর্ণং মরুৎসুতঃ ।
শনৈরবোধি সুগ্রীবঃ সোঽলুঞ্চীৎ কর্ণনাসিকম্ ॥৫৭ ॥

রাক্ষসস্য ন চাত্রাসীৎ প্রণংষ্টুময়তিষ্ট চ ।
অক্রোধি কুম্ভকর্ণেন পেষ্টুমারম্ভি চ ক্ষিতৌ ॥ ৫৮ ॥

সুগ্রীবোঽস্যাভ্রশদ্ধস্তাৎ সমগাহিষ্ট চাম্বরম্ ।

তূর্ণমম্বসুপদ্রামমানন্দচ্চ বানরান্ ॥ ৫৯ ॥

অতত্বরচ্চ তান্ যোদ্ধুমচিচেষ্টচ্চ রাঘবৌ ।
কুম্ভকর্ণো ন্যবর্তিষ্ট রণেঽযুৎসন্ত বানরাঃ ॥ ৬০ ॥

অবিবেষ্টন্নুপাদেশাদারুক্ষংশ্চাশু রাক্ষসম্ ।
তানধাবীৎ সমারূঢ়াস্তেঽপ্যস্রংসিষতাকুলাঃ ॥ ৬১ ॥

অগ্রাসিষ্ট ব্যথাবিষ্ট সমাশিক্ষচ্চ নির্দয়ম্ ।
তে চাপ্যাঘোরিষুর্ঘোরং রক্তঞ্চাবামিষুর্মুখৈঃ ॥৬২ ॥

স চাপি রুধিরৈর্মত্তঃ স্বেষামপ্যদয়িষ্ট ন ;
অগ্রহীচ্চায়ুরন্যেষামরুন্ধ চ পরাক্রমম্ ॥ ৬৩ ॥

সংরব্ধানামপাহারি সত্বঞ্চ বনবাসিনাম্ ।
অচ্ছেদি লক্ষ্মণেনাস্য কিরীটং কবচং তথা ॥ ৬৪ ॥

অভেদি চ শরৈর্দেহঃ প্রাশংসীত্তং নিশাচরঃ ।
অস্পর্ধিষ্ট চ রামেণ তেনাস্যাক্ষিপ্সতেষবঃ ॥ ৬৫ ॥

বৈরঘানি খরো বালী মারীচো দূষণস্তথা ।
অবামংস্ত স তান্ দর্পাৎ প্রোদয়ংসীচ্চ মুদ্গরম্ ॥ ৬৬ ॥

বায়ব্যাস্ত্রেণ তং পাণিং রামোঽচ্ছৈৎসীৎ মহাযুধম্ ।
অদীপি তরুহস্তোঽসাবধাবীচ্চারিসম্মুখম্ ॥ ৬৭ ॥

সবৃক্ষমচ্ছিদত্তস্য শক্রাস্ত্রেণ করং নৃপঃ ।
জঙ্ঘে চাশীশতৈর্বাণৈরগ্রাসীদিষুভির্মুখম্ ॥ ৬৮ ॥

ঐন্দ্রেণ হৃদয়েঽব্যাৎসীৎ সোঽধ্যাবাৎসীচ্চ গাং হতঃ ।
আপিক্ষাতা সহস্রে দ্বে তদ্দেহেন বনৌকসাম্ ॥ ৬৯ ॥

অস্তাবিষুঃ সুরা রামং দিশঃ প্রাপন্নিশাচরাঃ ।
ভূরকম্পিষ্ট সাদ্রীন্দ্রা ব্যচালীদম্ভসাং পতিঃ ॥ ৭০ ॥

হতং রক্ষাংসি রাজানং কুম্ভকর্ণমশিশ্রবন্ ।
অরোদীদ্রাবণোঽশোচীন্মোহঞ্চাশিশ্রিয়ৎ পরম্ ॥ ৭১ ॥

অপপ্রথদগুণান্ ভ্রাতুরচিকীর্তচ্চ বিক্রমম্ ।
ক্রুদ্ধেন কুম্ভকর্ণেন যেঽদাশিষত শত্রবঃ ॥ ৭২

কথং স্বজীবিষুস্তে চ স চামৃত মহাবলঃ ।
অযুযুৎসিষতাশ্বাস্য কুমারা রাবণং ততঃ ॥ ৭৩ ॥

দেবান্তকোঽতিকায়শ্চ ত্রিশিরাঃ স নরান্তকঃ ।
তে চাংহিষত সংগ্রামং বলিনো রাবণাত্মজাঃ ॥ ৭৪ ॥

যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ রাজা রক্ষার্থমাজ্ঞিহৎ ।
সুতানাং নিরগাতাং তৌ রাক্ষসৌ রণপণ্ডিতৌ ॥ ৭৫ ॥

তৈরজেষত সৈন্যানি দ্বিষোঽকারিষতাকুলাঃ ।
পর্বতানিব তে ভূমাবচৈষুর্বানরোত্তমান্ ॥ ৭৬ ॥

অঙ্গদেন সমং যোদ্ধুমঘটিষ্ট নরান্তকঃ ।
প্রৈষিষদ্রাক্ষসঃ প্রাসং সোঽস্ফোটীদঙ্গদোরসি ॥ ৭৭ ॥

অশ্বান্ বালিসুতোঽহিংসীদতাডচ্চ মুষ্টিনা ।
রাবণিশ্চাব্যথো যোদ্ধুমারব্ধ চ মহীং গতঃ ॥ ৭৮ ॥

তস্যাহারিষত প্রাণা মুষ্টিনা বালিসূনুনা ।
প্রাদুদ্রুব স্ততঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বে রাবণয়োঽঙ্গদম্ ॥ ৭৯ ॥

ততো নীলহনূমন্তৌ রাবণীনববেষ্টতাম্ ।
অকারিষ্টাং গিরীংস্তুঙ্গানরোৎসীৎ ত্রিশিরাঃ শরৈঃ ॥ ৮০ ॥

পরিঘেণাবধিষ্টাথ রণে দেবান্তকো বলী ।
মুষ্টিনাদদরস্তস্য মূর্ধানং মারুতাত্মজঃ ॥ ৮১ ॥

অদীদিপত্ততো বীর্যং নীলশ্চাপীপিডচ্ছরৈঃ ।
যুদ্ধোন্মত্তস্তু নীলেন গিরিণানায়ি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮২ ॥

অবস্রাজস্ততঃ শক্তিং বিশিরাঃ পবনাত্মজে।
হনূমতা ক্ষতাস্তস্য রণেঽমূষত বাজিনঃ॥ ৮৩॥

অগ্রসচ্চাহতো মূর্ধ্নি খড়্গং চাজীহরদ্ দ্বিষা।
প্রাণানোজ্ঝীচ্চ খড়্গেন ছিন্নৈস্তেনৈব মূর্ধভিঃ॥ ৮৪॥

মত্তেনামারি সংপ্রাপ্য শরভাস্তাং মহাগদাম্।
সহস্রহরিণাক্রীড়ীর্দাতিকায়স্ততো রণে॥ ৮৫॥

রথেনাবিব্যথচ্চায়ীন্ ব্যচারীচ্চ নিরঙ্কুশঃ।
বিভীষণেন সোঽখ্যায়ি রাঘবস্য মহারথঃ॥ ৮৬॥

অতস্তস্তদয়ং বস্ত্রং স্বয়ম্ভুবমতুতুষৎ।
অশিক্ষিষ্ট মহাস্ত্রাণি রণেঽরক্ষীচ্চ রাক্ষসান্॥ ৮৭॥

অধ্যগীষ্টার্থশাস্ত্রাণি যমস্যাহ্বোষ্ট বিক্রমম্।
দেবাহবেঽবদীপিষ্ট নাজনিষ্টাস্য সাধ্বসম্॥ ৮৮॥

এষ রাবণিরাপাদি বানরাণাং ভয়ঙ্করঃ।
আহ্বতাথ স কাকুৎস্থং ধনুশ্চাপস্ফুরস্গুরূ॥ ৮৯॥

সৌমিত্রিঃ সর্পবৎ সিংহমার্দিদত্তং মহাহবে।
তৌ প্রাবীবৃততাং জেতুং শরজালান্যনেকশঃ॥ ৯০॥

অচ্ছেত্তাং মহাত্মানৌ চিরমশ্রমতাং ন চ।
তথা তাবাস্থতাং বাণানত্তানিষ্টাং তমো যথা॥ ৯১॥

সৌর্যাগ্নেয়ে ব্যকারিষ্টামস্ত্রে রাক্ষসলক্ষ্মণৌ।
তে চোপাগমতাং নাশং সমাসাদ্য পরস্পরম্॥ ৯২॥

অবিস্রজস্ততঃ শস্ত্রমৈষীকং রাক্ষসো রণে।
তদপ্যধ্বসদাসাদ্য মাহেন্দ্রং লক্ষ্মণেরিতম্॥ ৯৩॥

ততঃ সৌমিত্রিরস্মাষীদদেবিষ্ট চ দুর্জয়ম্।
ব্রহ্মাস্ত্রং তেন মূর্ধানমদধ্বং সন্নরাশিষঃ॥ ৯৪॥

ততোঽক্রন্দন্দশগ্রীবস্তমাশিশ্বসদিন্দ্রজিৎ।
নিরয়াসীচ্চ সংক্রুধঃ প্রাচিচ্চৎ স্বায়ম্ভুবম্॥ ৯৫॥

অহৌষীৎ কৃষ্ণবর্ত্মানং সময়ষ্টাস্ত্রমণ্ডলম্।
সোঽলব্ধ ব্রহ্মণঃ শস্ত্রং স্যন্দনঞ্চ জয়াবহম্॥ ৯৬॥

তমধ্যাসিষ্ট দীপ্রাগ্রমমোদিষ্ট চ রাবণিঃ।
ছমরূপস্ততোঽকর্তীদ্দেহান্মাবর্ণাবিষ্বধাম্॥ ৯৭॥

সপ্তষষ্টিং প্লবঙ্গানাং কোটীর্বাণৈরসূষুপৎ।
নিশান্তে রাবণিঃ ক্রুধো রাঘবৌ চ ব্যমূমুহৎ॥ ৯৮॥

অপিস্ফবৎ স্বসামর্থ্যমগূহীৎ সায়কৈর্দিশঃ।
অঘোষীচ্চ মহাঘোরং গত্বা প্রৈষীচ্চ রাবণম্॥ ৯৯॥

বিভীষণস্ততোঽবোধি সম্ভুরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অপারীৎ স গৃহীতোল্কো হতশেষান্‌ প্লবঙ্গমান্‌ ॥ ১০০ ॥

মা শোচিষ্ট রঘুব্যাঘ্রৌ নামুষোতামিতি ব্রুবন্‌।
অবাবৃধৎ স নীলাদীন্‌ নিহতান্‌ কপিযূথপান্‌ ॥ ১০১ ॥

তত্রৈষজ্জাম্ববান্‌ প্রাণীদুদমীলীচ্চ লোচনে।
পৌলস্ত্যশ্চাগদীৎ কচ্চিদজীবীম্মারুতাত্মজঃ ॥ ১০২ ॥

তস্য ক্ষেমে মহারাজ ! নামুম্মহ্যখিলা বয়ম্‌।
পৌলস্ত্যোঽশিশ্রবত্তঞ্চ জীবন্তং পবনাত্মজম্‌ ॥ ১০৩ ॥

আশ্লিষ্ট মারুতিস্তত্র তৌ চাপাস্বিতাং ততঃ।
প্রাহৈষ্টাং হিমবৎ পৃষ্ঠে সর্বৌষধিগিরিং ততঃ ॥ ১০৪ ॥

তৌ হনুমন্তমানেতুমোষধীং মৃতজীবনীম্‌।
সন্ধানকরণীং চান্যাং বিশল্যকরণীং তথা ॥ ১০৫ ॥

প্রোদপাতি নভস্তেন স চ প্রাপি মহাগিরিঃ।
যস্মিন্নজ্বালিষু রাত্রৌ মহৌষধ্যঃ সহস্রশঃ ॥ ১০৬ ॥

নিরচায়ি যদা ভেদো নৌষধীনাং হনুমতা।
সর্ব এব সমাহারি তদা শৈলঃ মহৌষধিঃ ॥ ১০৭ ॥

প্রাণিষুর্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিত্তু প্রোদমীলিষুঃ ॥
তমোঽন্যোঽহাসিষুর্যোধা ব্যজৃম্ভিষত চাপরে ॥ ১০৮ ॥

অজিঘ্রপংস্তথৈবান্যানোষধীরালিপং স্তথা।
এবং তেচেতিষুঃ সর্বে বীর্যঞ্চাধিবতাধিকম্‌ ॥ ১০৯ ॥

অজিহ্লাৎ স কাকুৎস্থো শেষাংশ্চাজীজিবৎ কপীন্‌ !
হনুমানথ তে লঙ্কামগ্নিনাদীদিপন্‌ দ্রুতম্‌ ॥ ১১০ ॥

সমনাৎসীত্ততঃ সৈন্যমমার্জীভল্লতোমরম্‌।
অমাক্ষীচ্চাসিপত্রাদীনবভাসৎ পরশ্বধান্‌ ॥ ১১১ ॥

কুম্ভকর্ণসুতৌ তত্র সমনৎস্থাং মহাবলৌ।
নিকুম্ভশ্চৈব কুম্ভশ্চ প্রাপতাং তৌ প্লবঙ্গমান্‌ ॥ ১১২ ॥

অগোপিষ্টাং পুরীং লঙ্কামগোপ্তাং রক্ষসাং বলম্‌।
অত্যাক্তামায়ুধানীকমনৈকমনৈষ্টাঞ্চ ক্ষয়ং দ্বিষঃ ॥ ১১৩ ॥

অকোকুয়িষ্ট তৎ সৈন্যং প্রপলায়িষ্ট চাকুলম্‌।
অচ্যুতচ্চ ক্ষতং রক্তং হতশ্চাধ্যশায়িষ্ট গাম্‌ ॥১১৪॥

অঙ্গদেনাহসাতাং তৌ যুদ্ধকম্পনকম্পনৌ।
অভ্যাদীর্ধলিনঃ পুত্রং প্রজঙ্ঘোঽপি সমৎসরঃ ॥ ১১৫ ॥

তস্যাপ্যবেভিদিষ্টাসৌ মূর্ধানং মুষ্টিনাঙ্গদঃ।
অহার্ষীচ্চ শিরঃ ক্ষিপ্রং যূপাক্ষস্য নিরাকুলঃ ॥ ১১৬ ॥

শরীরং লোহিতাক্ষস্য ন্যভাঙ্ক্ষীদ্ দ্বিবিদস্তদা।
ক্রুদ্ধঃ কুম্ভস্ততোঽভৈৎসীৎ মৈন্দং স দ্বিবিদং শরৈঃ॥ ১১৭॥

আঘূর্ণিষ্টাং ক্ষতৌ ক্ষমাঞ্চ তাবাশিশ্রয়তাম্ভো।
মাতুলৌ বিহ্বলৌ দৃষ্ট্বা কুম্ভং বালিসুতো নগৈঃ॥ ১১৮॥

প্রোর্ণবীচ্ছরবর্ষেণ তানপ্রোহীন্নিশাচরঃ।
বানরানৈজিহদ্রামস্তূর্ণং রক্ষিতুমঙ্গদম্॥ ১১৯॥

দ্রুতমভ্রান্ত সুগ্রীবো ভ্রাতৃব্যং শত্রুসঙ্কটাৎ।
মুষ্টিনা কৌম্ভকর্ণিশ্চ ক্রুদ্ধঃ প্রাণৈরতিত্যজৎ॥১২০॥

নিকুম্ভো বানরেন্দ্রস্য প্রাহৈষীৎ পরিঘং ততঃ।
হনূমাংশ্চাপতন্তং তমভাঙ্ক্ষীদ্ভোগিভীষণম্॥১২১॥

প্রোর্ণবীত্তেজসারাতিময়াসীচ্চ ভয়ঙ্করম্।
গ্রীবামস্য দ্বথাক্রাক্ষীদজিজীবদ্যথা ন তম্॥১২২॥

সমগতকপিসৈন্যং সম্মদেনাতিমাত্রম্
বিটপহরিণনাথঃ সিন্ধিমৌহিষ্ট নিত্যাম্।
নৃপতিমতিররংস্ত প্রাপ্তকামেব হর্ষাৎ
রজনিচরপতীনাং সন্ততোঽপ্যারি শোকঃ॥১২৩॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'কুম্ভকর্ণবধো' নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥

× × × × × × × × × × × × × ষোড়শঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

ততঃ প্ররুদিতো রাজা রাক্ষসাং হতবান্ধবঃ।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সীতয়া কিং করিষ্যতে॥১॥

অতিকায়ে হতে বীরে প্রোৎসহিষ্যে ন জীবিতুম্।
ছেৎস্যতি কঃ শত্রূন্ কেন জায়িষ্যতে যমঃ॥২॥

অতিকায়াদ্বিনা পাশং কো বা ছেৎস্যতি বারুণম্।
রাবণং মংস্যতে কো বা স্বয়ম্ভূঃ কস্য তোক্ষ্যতি॥৩॥

শ্লাঘিষ্যে কেন কো বন্ধূন্ নেষ্যত্যুন্নতিমুন্নতঃ।
কঃ প্রেষ্যতি পিতৄন্ কালে কৃত্বা কথিষ্যতে ন কঃ॥ ৪॥

উদ্যংস্যতি হরির্বজ্রং বিচরিষ্যতি নির্ভয়ঃ।
ভোক্ষ্যতে যজ্ঞভাগাংশ্চ শূরমানশ্চ বক্ষ্যতি॥৫॥

রবিস্তপ্স্যতি নিঃশঙ্কং বাস্যত্যানিয়তং মরুৎ।
নির্বৎস্যত্যৃতুসঙ্ঘাতঃ স্বেচ্ছয়েন্দুরুদেষ্যতি॥৬॥

তীব্রং স্যন্দিষ্যতে মেঘেরুগ্রং বর্তিষ্যতে যমঃ।
অতিকায়স্য মরণে কিং ভবিষ্যতি নান্যথা॥ ৭॥

উন্মীলিষ্যতি চক্ষুর্মে বৃথা যদ্বিনয়াগতম্‌ ।
আজ্বালাভোন্মুখং নম্রং ন দ্রক্ষ্যতি নরান্তকম্‌ ॥৮॥

ধিঙ্মাং ত্রিশিরসা নাহং সন্দর্শিষ্যেঽদ্য যৎ পুনঃ ।
ঘানিষ্যন্তে দ্বিষঃ কেন তস্মিন্‌ পঞ্চত্বমাগতে ॥৯॥

শত্রুভির্নিহতে মত্তে দ্রক্ষ্যেঽহং সংযুগে সুখম্‌ ।
যুদ্ধোন্মত্তাদ্বিনা শত্রূন্‌ সমাক্রংস্যতি কো রণে ॥১০॥

আহ্বাস্যতে বিশঙ্কো মাং যোৎস্যমানঃ শতক্রতুঃ ।
প্রকল্পস্যতি চ তস্যার্থো নিকুম্ভে দুর্হণে হতে ॥১১॥

কল্পিষ্যতে হরেঃ প্রীতির্লঙ্কা চোপহনিষ্যতে ।
দেবান্তক ! ত্বরা তাতো রিপোর্যাস্যামি বশ্যতাম্‌ ॥১২॥

মরিষ্যামি বিজেষ্যে বা হতাশ্চেত্তনয়া মম ।
হনিষ্যামি রিপূন্‌ তূর্ণং ন জীবিষ্যামি দুঃখিতঃ ॥১৩॥

স্বপ্স্যন্তে মুনয়ো দেবাঃ কথয়িষ্যন্তি চানিশম্‌ ।
দশগ্রীবস্য দুর্নীতৈর্বিনষ্টং রক্ষসাং কুলম্‌ ॥১৪॥

কেন সম্ভাবিতং তাত ! কুম্ভকর্ণস্য রাঘবঃ ।
রণে কর্ৎস্যতি গাত্রাণি মর্মাণি চ বিতৎস্যতি ॥১৫॥

পতিষ্যতি ক্ষিতৌ ভানুঃ পৃথিবী তোলয়িষ্যতে ।
নভস্বান্‌ ভংক্ষ্যতে ব্যোম মার্ষ্টাভিস্তাড়য়িষ্যতে ॥১৬॥

ইন্দোঃ স্যন্দিষ্যতে বহ্নিঃ সমুচ্ছোক্ষ্যতি সাগরঃ ।
জলং ধক্ষ্যতি তিগ্মাংশোঃ স্যন্ৎস্যন্তি তমসাঞ্চয়াঃ ॥১৭॥

কুম্ভকর্ণো রণে পুংসা ক্রুদ্ধঃ পরিভবিষ্যতে ।
সম্ভাবিতানি নৈতানি কদাচিৎ কেনচিজ্জনে ॥১৮॥

কুম্ভকর্ণে হতে লঙ্কামারোক্ষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ ।
দংক্ষ্যন্তি রাক্ষসান্‌ দৃপ্তা ভংক্ষ্যন্তি চ মমাশ্রমান্‌ ॥১৯॥

চৎস্যন্তি বালবৃদ্ধাংশ্চ নৎস্যন্তি চ মুদা যুতাঃ ।
তেন রাক্ষসমুখ্যেন বিনা তান্‌ কো নিরোৎস্যতি ॥২০॥

অমর্ষো মে পরঃ সীতাং রাঘবঃ কাময়িষ্যতে ।
চ্যুতরাজ্যাৎ সুখং তস্মাৎ কিঙ্কিলাসাববাপ্স্যতি ॥ ২১ ॥

মারয়িষ্যামি বৈদেহীং খাদয়িষ্যামি রাক্ষসৈঃ ।
ভূমৌ বা নিখনিষ্যামি বিধ্বংসস্যাস্য কারণম্‌ ॥ ২২ ॥

নানুরোৎস্যে জগল্লক্ষ্মীং ঘটিষ্যে জীবিতুং ন বা ।
ন রংস্যে বিষয়ৈঃ শূন্যে ভবনে বান্ধবৈরহম্‌ ॥ ২৩ ॥

মোদিষ্যে কস্য সৌখ্যেঽহং কো মে মোদিষ্যতে সুখে ।
আদেয়াঃ কিং কৃতে ভোগাঃ কুম্ভকর্ণ ! ত্বয়া বিনা ॥ ২৪ ॥

যাঃ সুহৃৎসু বিপন্নৈব মামুপৈষ্যন্তি সম্পদঃ।
তাঃ কিং মন্যুক্ষতাভোগা ন বিপৎসু বিপত্তয়ঃ ২৫॥

বিনংক্ষ্যতি পুরী ক্ষিপ্রং তূর্ণমেষ্যন্তি বানরাঃ।
অসন্দিগ্ধংসোক্তবেত্যেতদ্বিভীষণসুভাষিতম্॥ ২৬॥

অর্থেন সম্ভৃতা রাজ্ঞা ন ভাবিষ্যামহে বয়ম্।
সংযোৎস্যামহ ইত্যেতৎ প্রহস্তেন চ ভাষিতম্॥ ২৭॥

মানুষো নাম পৎকাষী রাজানং পুরুষাশিনাম্।
যোধয়িষ্যতি সংগ্রামে দিব্যাস্ত্ররথদুর্জয়ম্॥ ২৮॥

সংনৎস্যাম্যথবা যোদ্ধুং ন কোহ্যো হীনসত্ত্বৎ।
অদ্য তর্পস্যন্তি মাংসাদা ভূঃ পাস্যত্যরিশোণিতম্॥ ২৯॥

আকঙ্ক্ষ্যামি যশঃ শত্রুনপনেষ্যামি কর্মণা।
অনুভাবিষ্যতে শোকো মৈথিল্যাদ্য পতিক্ষয়াৎ॥ ৩০॥

মন্তুয়িষ্যতি যক্ষেন্দ্রো বল্গুয়িষ্যতি নো যমঃ।
গ্লাস্যন্ত্যপাতিপুত্রাশ্চ বনে বানরযোষিতঃ॥ ৩১॥

সুখং স্বপ্স্যন্তি রক্ষাংসি ভ্রমিষ্যন্তি চ নির্ভয়ম্।
ন বিক্রোক্ষ্যন্তি রাক্ষস্যো নরাংশ্চাৎস্যন্তি হর্ষিতাঃ॥ ৩২॥

প্রাঙ্মুহূর্তাৎ প্রভাতেঽহং ভবিষ্যামি ধ্রুবং সুখী।
আগামিনি ততঃ কালে যো দ্বিতীয়ঃ ক্ষণোঽপরঃ॥ ৩৩॥

তত্র জেতুং গমিষ্যামি ত্রিদশেন্দ্রং সহামরম্।
ততঃ পরেণ ভূয়োঽপি লঙ্কামেষ্যাম্যমৎসরঃ॥ ৩৪॥

তমেবংবাদিনং মূঢ়মিন্দ্রজিৎ সমুপাগতঃ।
যুযুৎসিষ্যেঽহমিত্যেবং বদন্ রিপুভয়ঙ্করঃ॥ ৩৫॥

নাভিজ্ঞা তে মহারাজ! জেষ্যাবঃ শত্রুপালিতম্।
দৃপ্তদেবগণাকীর্ণমাবাং সহ সুরালয়ম্॥ ৩৬॥

নাভিজ্ঞা তে স যক্ষেন্দ্রং ভঙ্ক্যাবো যদ্ যমং বলাৎ।
রত্নানি চাহরিষ্যাবঃ প্রাপ্স্যাবশ্চ পুরীমিমাম্॥ ৩৭॥

এষ পেক্ষ্যাম্যরীন্ ভূয়ো ন শোচিষ্যসি রাবণঃ।
জগদ্দ্রক্ষ্যসি নীরামমবগাহিষ্যসে দিশঃ॥ ৩৮॥

সহভৃত্যঃ সুরাবাসে ভয়ং ভূয়ো বিধাস্যসি।
প্রণংস্যত্যদ্য দেবেন্দ্রস্ত্বাং বক্ষ্যতি স সন্নিভম্॥ ৩৯॥

ভেষ্যতে মুনিভিস্ত্বত্তস্ত্বমধিষ্ঠাস্যসি বিষঃ।
জ্ঞাসোঽহমদ্য সংগ্রামে সমস্তৈঃ শুরমানিভিঃ॥ ৪০॥

জ্ঞায়িষ্যন্তে ময়া চাদ্য বীরম্মন্যাদ্বিষদ্গণাঃ।
গুহিষ্যামি ক্ষিতিং কৃত্তৈরদ্য গাত্রৈর্বনৌকসাম্॥ ৪১॥

আরোক্ষ্যামি যুগান্তবারিদঘটাসংঘট্টধীরধ্বনিম্
নির্যাস্যন্ রথমুচ্ছ্রিতধ্বনুঃ খড়্গপ্রভাভাস্বরম্।
প্রোষ্যস্যদ্য বিকীর্ণবৃক্ণবিমুখব্যাপন্নশত্রৌ রণে
তৃপ্তাশ্ছোণিতশোণভীষণমুখান্ ক্রব্যাশিনঃ ক্রোশতঃ ॥ ৪২ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'রাবণবিলাপো' নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

আশাসত ততঃ শান্তিমস্নন্নগ্নীনহাবয়ন্।
বিপ্রানবাচয়ন্ যোধাঃ প্রাকুর্বন্ মঙ্গলানি চ ॥ ১ ॥

অপূজয়ন্ কুলশ্রেষ্ঠানুপাগূহন্ত বালকান্।
স্ত্রীঃ সমাবর্ধয়ন্ সাস্রাঃ কার্যাণি প্রাদিশংস্তথা ॥ ২ ॥

আচ্ছাদয়ন্ ব্যলিম্পংশ্চ প্রাশ্নন্নথ সুরামিষম্।
প্রাপিবন্মধুমাধ্বীকং ভক্ষ্যাংশ্চাদন্ যথেপ্সিতান্ ॥৩॥

ন্যাশ্যন্ শস্ত্রাণ্যভীষ্টানি সমনহ্যংশ্চ বর্মভিঃ।
অধ্যাসত সুখানানি শিবষভ্যশ্চাশপংস্তথা ॥৪॥

অপূজয়ংশ্চতুর্বক্ত্রং বিপ্রানার্চংস্তথাস্তুবন্।
সমালিপত শক্রারিষর্ণিণ্ডাভ্যলঙ্ঘবরম ॥৫॥

আমুঞ্চদ্বর্ম রত্নাঢ্যমবধ্নাৎ খড়্গমুজ্জ্বলম্।
অধ্যাস্ত স্যন্দনং ঘোরং প্রাবর্তত ততঃ পুরঃ ॥৬॥

আঘ্নন্ ভেরীর্মহাস্বানাঃ কম্বূংশ্চাপ্যধমন্ শুভান্।
অতাড়য়ন্ মৃদঙ্গাংশ্চ পেরাশ্চাপূরয়ন্ কলাঃ ॥ ৭ ॥

অস্তুবন্ বন্দিনঃ শব্দানন্যোঽন্যস্তোদভাবয়ন্।
অনদন্ সিংহনাদংশ্চ প্রাদ্রেকত হয়দ্বিপম্ ॥৮॥

অনিমিত্তান্যথাপশ্যন্নস্ফুটদ্রবিমণ্ডলম্।
ঔক্ষন্ শোণিতমম্ভোদা বায়বোঽবান্ সুদুঃসহাঃ ॥৯॥

আছর্ন্ বামং মৃগাঃ কৃষ্ণাঃ শস্ত্রাণাং ব্যস্মরন্ ভটাঃ।
রক্তং ন্যষ্ঠীবদক্রাম্যদর্থিদ্যম্বাজিকুঞ্জরম্ ॥ ১০ ॥

ন তানগণয়ন্ সর্বানাস্কন্দংশ্চ রিপূন্ দ্বিষঃ।
অচ্ছিন্দন্নসিভিস্তীক্ষ্ণৈরভিন্দং স্তোমরৈস্তথা ॥১১॥

ন্যকৃন্তংশ্চক্রধারাভিরতুদন্ শক্তিভির্দ্রুমম্।
ভল্লৈরবিধ্যন্মুগ্রাগ্রৈরতৃংহংস্তোমরৈরলম্ ॥১২॥

আস্যন্ প্লবঙ্গমা বৃক্ষানধ্বংসন্ ভূধরৈর্ভৃশম্।
অহিংসন্ মুষ্টিভিঃ ক্রোধাদদশন্দশনৈরপি ॥১৩॥

প্রাদ্রবন্ জানুভিস্তুণ্ডমতুদংস্তলকর্পরৈঃ।
প্রাহিংবন্নরিমুক্তানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥১৪॥

অতৃপেট্ শক্রজিচ্ছত্রূনভ্রাম্যচ্চ সমন্ততঃ।
অধ্বনচ্চ মহাঘোরং ন চ কঞ্চন নাদুনোৎ ॥১৫॥

নাজানন্ সন্দধানং তং ধনুর্নৈক্ষন্ত বিভ্রতম্।
নেষুনচেতনস্যান্তং হতাস্তেনাবিদুর্বিষঃ ॥১৬॥

অশুশ্রুবন্নন্যতঃ শব্দং প্রপলায়ন্ত চান্যতঃ।
আক্রন্দমন্যতোঽকুর্বংস্তেনাহন্যন্ত চান্যতঃ ॥১৭॥

প্রালোঠন্ত ব্যভিন্দ্যন্ত পরিতো রক্তমস্রবন্।
পর্যভ্রাম্যন্নতৃপ্যংশ্চ ক্ষতাস্তেনাম্রিয়ন্ত চ ॥১৮॥

সৌমিত্রিরাকুলস্তস্মিন্ ব্রহ্মাস্ত্রং সর্বরক্ষসাম্।
নিধনায়াজুহূষত্তং ব্যষ্টভ্নাদ্রঘুনন্দনঃ ॥১৯॥

ততো মায়াময়ীং সীতাং ঘ্নন্ খড়্গেন বিয়দ্গতঃ।
অদৃশ্যতেন্দ্রজিদ্বাক্যমবদত্তং মরুৎসুতঃ ॥২০॥

মাপরাধেদিয়ং কিঞ্চিদভ্রশ্যৎ পত্যুরন্তিকাৎ।
সীতা রাক্ষস! মা স্মৈনাং নিগৃহীঃ পাপ! দুঃখিতাম্ ॥২১॥

পীড়াকরমমিত্রাণাং কর্তব্যমিতি শক্রজিৎ।
অব্রবীৎ খড়্গকৃষ্টশ্চ তস্যা মূর্ধানমচ্ছিনৎ ॥২২॥

ষৎকৃতেঽরীন্ ব্যগৃহ্নীম সমুদ্রমতরাম চ।
সা হতেতি বদন্ রামমমুপাতিষ্ঠন্মরুৎসুতঃ ॥২৩॥

ততঃ প্রামুহ্যতাং বীরৌ রাঘবাবরুতাং তথা।
উষ্ণঞ্চ প্রাণতাং দীর্ঘমুচ্চৈর্ব্যাক্রোশতাং তথা ॥২৪॥

তাবভাষত পৌলস্ত্যো মাস্ম প্ররুদিতং যুবাম্।
ধ্রুবং স মোহয়িত্বাস্মান্ পাপোঽগচ্ছন্নিকুম্ভিলাম্ ॥২৫॥

মা স্ম তিষ্ঠত তত্রস্থো বধ্যোঽসাবহুতানলঃ।
অস্ত্রে ব্রহ্মশিরস্যগ্রে স্যন্দনে চানুপার্জিতে ॥২৬॥

ব্রহ্মাদধাদবধং তস্য তস্মিন্ কর্মণ্যসংস্থিতে॥
প্রাষচ্ছদাজ্ঞাং সৌমিত্রের্থপানাঞ্চ রাঘবঃ ॥২৭॥

তাং প্রত্যৈচ্ছন্ সুসম্প্রীতাস্ততস্তে স-বিভীষণাঃ।
নিকুম্ভিলাং সমভ্যায়ন্নরুধ্যন্ত চ রাক্ষসৈঃ ॥২৮॥

দিক্‌পালৈঃ কদনং তত্র সেনে প্রাকুরুতাং মহৎ।
ঐতাং রক্ষাংসি নির্জিত্য দ্রুতং পৌলস্ত্যলক্ষ্মণৌ ॥ ২৯ ॥

তত্রেন্দ্রজিতমৈক্ষেতাং কৃতধিষ্ণ্যং সমাহিতম্।
সোঽজুহোৎ কৃষ্ণবর্ত্মানমামনন্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥

অধ্যায়চ্ছক্রজিদ্ ব্রহ্ম সমাধেরচলন্ন চ।
তমাহ্বয়ত সৌমিত্রিরগর্জচ্চ ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥

অকুপ্যদিন্দ্রজিৎ তত্র পিতৃব্যং চাগদদ্বচঃ।
ত্বমত্রাজায়থা দেহ ইহাপুষ্যং সুরান্বিষৈঃ ॥ ৩২ ॥

ইহাজীব ইহৈব ত্বং ক্রূরমারভথাঃ কথম্।
নাপশ্যঃ পাণিমার্দ্রং ত্বং বন্ধুত্বং নাপ্যপৈক্ষথাঃ ॥ ৩৩ ॥

অধর্মান্নাত্রসঃ পাপ ! লোকবাদান্ন চাবিভেঃ।
ধর্মদূষণ ! নূনং ত্বং নাজানা নাশুণোরিদম্ ॥ ৩৪ ॥

নিরাকৃত্য যথা বন্ধূন্ লঘুত্বং যাত্যসংশয়ম্।
পিতৃব্যেণ ততো বাক্যমভ্যধীয়ত শত্রুজিৎ ॥ ৩৫ ॥

মিথ্যা মাস্ম ব্যতিক্রামো মচ্ছীলং মা ন বুধ্যথাঃ।
সত্যং সমভবং বংশে পাপানাং রক্ষসামহম্ ॥ ৩৬ ॥

ন ত্বজায়ত মে শীলং তাদৃগ্ যাদৃক্ পিতুস্তব।
ক্ষয়াবহেষু দোষেষু বার্যমাণো ময়ারমৎ ॥ ৩৭ ॥

দশগ্রীবোঽহমেতস্মাদত্যজং ন তু বিদ্বিষন্।
পরস্বান্যার্জয়ন্নারীরন্যদীয়াঃ পরামৃশৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্যজিঘৃক্ষৎ সুরান্নিত্যং প্রামাদ্যদ্গুণিনাং হিতে।
আশঙ্কত সুহৃদ্বন্ধূন্নবৃধান্ বহ্বমন্যত ॥ ৩৯ ॥

দোষৈরন্যৈরভিভস্তে পিতাত্যজ্যত ধর্ময়া।
ততোঽহরুষ্যদনদচ্চ ত্রিবিংশতিভিরেব চ ॥ ৪০ ॥

শরৈরতাড়য়দ্বন্ধুং পঞ্চবিংশতিভিনৃপম্।
রাবণিস্তস্য সৌমিত্রিরমাথ্নচ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৪১ ॥

সারথিঞ্চালুনাদ্বাণৈরভনক্ স্যন্দনস্তথা।
সৌমিত্রিমাকিরদ্বাণৈঃ পরিতো রাবণিস্ততঃ ॥ ৪২ ॥

তাবস্ফাবয়তাং শক্তীর্বাণাংশ্চাকিরতাং মুহুঃ।
বারুণং লক্ষ্মণোঽক্ষিপদাক্ষিপদ্রৌদ্রমিন্দ্রজিৎ ॥ ৪৩ ॥

তে পরস্পরমাসাদ্য শস্ত্রে নাশমগচ্ছতাম্।
আসুরং রাক্ষসঃ শস্ত্রং ততো ঘোরং ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৪৪ ॥

তস্মান্নিরপতন্ভূরি শিলাশূলেষ্টিমুদ্গরম্।
মাহেশ্বরেণ সৌমিত্রিরস্তভ্নাত্তৎ সুদুর্জয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

ততো রৌদ্রসমাযুক্তং মাহেন্দ্রং লক্ষ্মণোঽস্মরৎ।
তেনাগম্যত ঘোরেণ শিরশ্চাহ্রিয়ত দ্বিষঃ ॥ ৪৬ ॥

অতুষ্যন্নমরাঃ সর্বে প্রাস্রষ্যন্ কপিষূথপাঃ।
পর্যষ্বজত সৌমিত্রিং মূর্ধ্ন্যজিঘ্রচ্চ রাঘবঃ ॥ ৪৭ ॥

অরোদীদ্রাক্ষসানীকমরোদয়ভুজাং পতিঃ।
মৈথিল্যে চাশপন্ধ্বস্তুং তাং প্রাক্রমত চাতুরঃ॥ ৪৮॥

অযুক্তমিদমিত্যন্যে তমাপ্তাঃ প্রত্যবারয়ন্।
ন্যরুন্ধংশ্চাস্য পন্থানং বন্ধুতা শুচমারুণৎ॥ ৪৯॥

আস্ফায়তাস্য বীরত্বমমর্ষশ্চাপ্যতায়ত।
রাবণস্য ততঃ সৈন্যং সমস্তমযুযুৎসয়ৎ॥ ৫০॥

অগ্নীনবরিবস্যংশ্চ তে নমস্যংশ্চ শঙ্করম্।
দ্বিজানপ্রীণয়ন্ শান্ত্যৈ যাতুধানা ভবান্তয়ঃ॥ ৫১॥

পরিতঃ পর্বাম্বায়ুরাজ্যগন্ধির্মনোরমঃ।
অশ্রূয়ত সপুণ্যাহঃ স্বস্তিঘোষঃ সমুচ্চরন্॥ ৫২॥

যোদ্ধারোঽবিভরুঃ শান্ত্যৈ সাক্ষতং বারি মূর্ধভিঃ।
রত্নানি চাদদুর্গাশ্চ সমবাচ্ছন্নথাশিষঃ॥ ৫৩॥

অদিহংশ্চন্দনৈঃ শুভ্রৈর্বিচিত্রং সমবস্ত্রয়ন্।
অধারয়ন্ স্রজঃ কান্তা বর্ম চান্যোঽদধুর্দৃতম্॥ ৫৪॥

সমক্ষুবত শস্ত্রাণি প্রামৃজন্ খড়্গসংহতীঃ।
গজাদীনি সমারোহন্ প্রাতিষ্ঠন্তাথ সত্বরাঃ॥ ৫৫॥

অপূরয়ন্নভঃ শব্দো বল-সংবর্তসম্ভবঃ।
অপূর্ষন্ত চ দিগ্ভাগাস্তুমুলৈস্তূর্যনিস্বনৈঃ॥ ৫৬॥

আসীদ্ দ্বারেষু সংঘট্টো রথাশ্বদ্বিপরক্ষসাম্।
সুমহানিনিমিত্তৈশ্চ সমভূয়ত ভীষণৈঃ॥ ৫৭॥

কপয়োঽবিভয়ুস্তস্মিন্নভঞ্জংশ্চ মহাদ্রুমান্।
প্রোদখায়ন্ গিরীংস্তূর্ণমগৃহ্ণংশ্চ মহাশিলাঃ॥ ৫৮॥

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং প্রাহরন্ কপিরাক্ষসাঃ।
অন্যোঽন্যোনাভ্যভূয়ন্ত বিমর্দমসহন্ত চ॥ ৫৯॥

প্রাবর্ধত রজো ভৌমং তদ্ ব্যাশ্নুত দিশো দশ।
পরাত্মীয়বিবেকশ্চ প্রামুষ্ণাৎ কপিরক্ষসাম্॥ ৬০॥

ততোঽদ্বিষুর্নিরালোকে স্বেভ্যোঽন্যেভ্যশ্চ রাক্ষসাঃ।
অদ্বিষন্ বানরাশ্চৈব বানরেভ্যোঽপি নির্দয়াঃ॥ ৬১॥

অঘুরংস্তে মহাঘোরমশ্চ্যোতন্নথ শোণিতম্।
সমপদ্যত রক্তেন সমস্তাত্তেন কর্দমঃ॥ ৬২॥

গম্ভীরাঃ প্রাবহন্নদ্যঃ সমজায়ন্ত চ হ্রদাঃ।
বুদ্ধশ্চ তদ্রজোঽশাম্যৎ সমবেদন্ত চ দ্বিষঃ॥ ৬৩॥

ততোঽচিত্রীয়তাস্ত্রৌঘৈর্ধনুশ্চাধুনয়ন্মহৎ।
রামঃ সমীহিতং তস্য নাচেতন্ স্বে ন চাপরে॥ ৬৪॥

ছিন্নানেকস্তু ভিন্নাংশ্চ সমন্তাদ্রামসায়কৈঃ ।
ক্রুষ্টং হাহেতি চাশ্বন্ন চ রামং ন্যরূপয়ন্ ॥ ৬৫ ॥

অভিনচ্ছত্রসংঘাতানক্ষুণ্ণবাজিকুঞ্জরম্ ।
অপিনট্ চ রথানীকং ন চাজ্ঞায়ত সঞ্চরন্ ॥ ৬৬ ॥

দশ দন্তিসহস্রাণি রথিনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
চতুর্দশসহস্রাণি সারোহাণাঞ্চ বাজিনাম্ ॥ ৬৭ ॥

লক্ষে চ দ্বে পদাতীনং রাঘবেণ ধনুর্ভৃতা ।
অনীয়ন্তাষ্টমে ভাগে দিবসস্য পরিক্ষয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

যমলোকমিবাগ্রথ্নাদ্রুদ্রাক্রীড়মিবাকরোৎ ।
শৈলৈরিবাচিনোদ্ভূমিং বৃহদ্ভীরাক্ষসৈহতৈঃ ॥ ৬৯ ॥

অস্তুবন্ দেবগন্ধর্বা ব্যস্ময়ন্ত প্লবঙ্গমাঃ ।
কপীন্দ্রেহতন্যত প্রীতিঃ পৌলস্ত্যোহমন্যতাদ্ভুতম্ ॥ ৭০ ॥

রাক্ষসাঃ প্রারুদন্নুচ্চৈঃ প্রাজুগুপ্সন্ত রাবণম্ ।
অমুহ্যদ্ বালবৃদ্ধঞ্চ সমরোদিতরো জনঃ ॥ ৭১ ॥

সর্বতশ্চাভয়ং প্রাপ্নোন্নৈচ্ছন্ নৃভ্যস্তু রাবণঃ ।
ফলং তস্যেদমভ্যায়াদ্দুরুক্তস্যেতি চাব্রুবন্ ॥ ৭২ ॥

ততোহধাবন্মহাঘোরং রথমাস্থায় রাবণঃ ।
অক্ষ্যায়ত মহী গৃধ্রাস্তমারাবৰ্ন্ত ভীষণাঃ ॥ ৭৩ ॥

মেঘাঃ সবিদ্যুতোহবর্ষংশ্চেলক্নোপঞ্চ শোণিতম্ ।
অবান্ ভীমা নভস্বন্তঃ প্রারুবন্নশিবাঃ শিবাঃ ॥ ৭৪ ॥

অটাট্যতাহবমত্যাসৌ দুর্নিমিত্তানি সংযুগে ।
অধূনোদ্ধনুরুদ্রৌঘৈঃ প্রৌর্ণোনূয়ত বিদ্বিষঃ ॥ ৭৫ ॥

ব্যনাশয়ংস্ততঃ শত্রূন্ সুগ্রীবাস্তা মহীভৃতঃ ।
ততো ব্যরসদপ্লায়দধ্যশেত মহীতলম্ ॥ ৭৬ ॥

আশ্চ্যোতদ্রুধিরং তোয়মলসচ্চাতিবিহ্বলম্ ।
অশীয়ত নৃমাংসাদাং বলং সুগ্রীববাধিতম্ ॥ ৭৭ ॥

বিরূপাক্ষস্ততোহক্রীড়ৎ সংগ্রামে মত্তহস্তিনা ।
মুষ্টিনাদালয়ত্তস্য মূর্ধানং বানরাধিপঃ ॥ ৭৮ ॥

অচূর্ণয়চ্চ যূপাক্ষং শিলয়া তদনন্তরম্ ।
সংক্রুদ্ধো মুষ্টিনাতুভ্নাদঙ্গদোহলং মহোদরম্ ॥ ৭৯ ॥

ততোহকুষ্ণাদ্দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাণান্ বনৌকসাম্ ।
অগোপায়চ্চ রক্ষাংসি দিশশ্চারীনভাজয়ৎ ॥ ৮০ ॥

অলোকয়ৎ স কাকুৎস্থমধৃক্ষোদ্ঘোরমধ্বনৎ ।
ধনুরভ্রময়দ্ ভীমমভীষয়ত বিদ্বিষঃ ॥ ৮১ ॥

আস্কন্দল্লক্ষ্মণং বাণৈরত্যক্রামচ্চ তং দ্রুতম্ ।
রামমভ্যদ্রবজ্জিষ্ণুরস্কুনাচ্চেষুবৃষ্টিভিঃ ॥ ৮২ ॥

অপোহ্যবাণবর্ষং তদ্ভল্লৈ রামো নিরাকুলঃ ।
প্রত্যস্কুনোদ্দশগ্রীবং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৮৩ ॥

মণ্ডলান্যাটতাং চিত্রমচ্ছিন্তাং শস্ত্রসংহতীঃ ।
জগদ্বিস্মাপয়েতাং তৌ ন চ বীরাবসীদতাম্ ॥ ৮৪ ॥

ব্যোম প্রাচিনুতাং বাণৈঃ ক্ষামক্ষমাপয়তাং গতৈঃ ।
অভিন্তাং তূর্ণমন্যোঽন্যং শিক্ষাশ্চাতনুতাং মুহুঃ ॥ ৮৫ ॥

সমাধত্তাসুরং শস্ত্রং রাক্ষসঃ ক্রূরবিক্রমঃ ।
তদক্ষরন্মহাসর্পান্ ব্যাঘ্রসিংহাংশ্চ ভীষণান্ ॥ ৮৬ ॥

ন্যষেধৎ পাবকাস্ত্রেণ রামস্তদ্রাক্ষসস্ততঃ ।
অদীব্যদ্রৌদ্রমত্যুগ্রং মুষলাদ্যগলত্ততঃ ॥ ৮৭ ॥

গান্ধর্বেণ ন্যবিধ্যত্তৎ ক্ষিতীন্দ্রোঽথ নরাশনঃ ।
সর্বমর্মসু কাকুৎস্থমৌম্ভত্তীক্ষ্ণৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৮৮ ॥

ততস্ত্রিশিরসং তস্য প্রাবৃশ্চল্লক্ষ্মণো ধ্বজম্ ।
অমথ্নাৎ সারথিঞ্চাশু ভূরিভিশ্চাতুদাচ্ছরৈঃ ॥ ৮৯ ॥

অশ্বান্ বিভীষণোঽতুভ্নাৎস্যন্দনঞ্চাক্ষণোৎ দ্রুতম্ ।
নাক্ষুভ্নাদ্রাক্ষসো ভ্রাতুঃ শক্তিঞ্চোদবৃহদ্গুরুম্ ॥ ৯০ ॥

তামাপতন্তীং সৌমিত্রিস্ত্রিধাকৃন্তচ্ছিলীমুখৈঃ ।
অশব্দায়ন্ত পশ্যন্তস্ততঃ ক্রুধো নিশাচরঃ ॥ ৯১ ॥

অষ্টঘণ্টাং মহাশক্তিমুদয়চ্ছন্মহত্তরাম্ ।
রামানুজং তয়াবিধ্যৎ স মহীং ব্যসুরাশ্রয়ৎ ॥ ৯২ ॥

রাঘবস্যাভৃশায়ন্ত শায়কাস্তৈরুপদ্রুতঃ ।
ততস্তূর্ণং দশগ্রীবো রণক্ষ্মাং পর্যশেষয়ৎ ॥ ৯৩ ॥

সম্ফুরস্যোদর্ষচ্চ সৌমিত্রেঃ শক্তিমগ্রজঃ ।
অসিঞ্চদোষধীস্তা যাঃ সমানীতা হনূমতা ॥ ৯৪ ॥

উদজীবৎ সুমিত্রাভূর্ভ্রাতাশ্লিষ্যত্তমায়তম্ ।
সম্যঙ্মূর্ধন্যুপাশিঙ্ঘদপৃচ্ছচ্চ নিরাময়ম্ ॥ ৯৫ ॥

ততঃ প্রোদহসন্ সর্বে যোদ্ধুমভ্যদ্রবৎ পরান্ ।
অকৃচ্ছ্রয়েত চ প্রাপ্তো রহোনান্যেন রাবণঃ ॥ ৯৬ ॥

ভূমিষ্ঠস্যাসমং যুদ্ধং রথস্থেনেতি মাতলিঃ ।
আরুহদ্রথমত্যুগ্রং সশস্ত্রং মঘবাজ্ঞয়া ॥ ৯৭ ॥

সোঽধ্যষ্ঠীয়ত রামেণ শস্ত্রং পাশুপতং ততঃ ।
নিরাস্যত্র দশাস্যস্তচ্ছক্রাস্ত্রেণাজয়ন্নৃপঃ ॥ ৯৮ ॥

ততঃ শতসহস্রেণ রামঃ প্রোর্ণোন্নিশাচরম্ ।
বাণানামক্ষিণোন্ধ্বানি সারথিস্তাদ্নোৎ দ্রুতম ॥ ৯৯ ॥

অদৃশ্যন্তানিমিত্তানি প্রাহ্বন্ৎ ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
রাবণঃ প্রাহিণোচ্ছ্লৎ শক্তিশ্চৈন্দ্রীং মহীপতিঃ ॥ ১০০ ॥

তাভ্যামন্যোঽন্যমাসাদ্য সমবাপ্যত সংশমঃ ।
লক্ষেণ পত্রিণাং বক্ষঃ ক্রুদ্ধো রামস্য রাক্ষসঃ ॥ ১০১ ॥

অস্তৃণাদধিকং রামস্ততোঽদেবত সায়কৈঃ ।
অক্লাম্যদ্রাবণস্তস্য সূতো রথমনাশয়ৎ ॥ ১০২ ॥

রাক্ষসোঽতর্জয়ৎ সূতং পুনশ্চাঢৌকয়দ্রথম্ ।
নিরাস্যেতামুভৌ বাণানুভৌ ধনূংষিবিধ্যতাম্ ॥১০৩॥

উভাবকৃন্ততাং কেতূনাব্যথেতামুভৌ ন তৌ ।
আদীপ্যেতামুভৌ ধৃষ্ণু প্রাযুঞ্জাতাঞ্চ নৈপুণম্ ॥ ১০৪ ॥

উভৌ মায়াং ব্যতায়েতাং বীরৌ নাশ্রাম্যতামুভৌ ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি ক্ষিপ্রমাক্রামতামুভৌ ॥ ১০৫ ॥

ন চোভাবপ্যলক্ষ্যেতাং যন্তারাবাহতামুভৌ ।
স্যন্দনৌ সমপৃচ্যেতামুভয়োর্দীপ্তবাজিনৌ ॥ ১০৬ ॥

ততো মায়াময়াশ্মুধের্নী রাক্ষসোঽপ্রথয়দ্রণে ।
রামেণৈকশতং তেষাং প্রাবৃশ্চ্যত শিলীমুখৈঃ ॥ ১০৭ ॥

সমক্ষুভন্নুদন্বন্তঃ প্রাকম্পন্ত মহীভৃতঃ ।
সন্ত্রাসমবিভঃ শক্রঃ প্রৈঙ্ক্ষচ্চ ক্ষুভিতা ক্ষিতিঃ ॥ ১০৮ ॥

ততো মাতলিনা শস্ত্রমস্মর্যত মহীপতিঃ ।
বধায় রাবণস্যোগ্রং স্বয়ম্ভুর্যদকল্পয়ৎ ॥ ১০৯ ॥

নভস্বান্ যস্য বাজেষু ফলে তিগ্মাংশুপাবকৌ ।
গুরুত্বং মেরুসঙ্কাশং দেহঃ সূক্ষ্মো বিয়ন্ময়ঃ ॥ ১১০ ॥

রাজিতং গারুড়ৈঃ পক্ষৈর্বিশ্বেষাং ধাম তেজসাম্ ।
স্মৃতং তদ্রাবণং ভিত্ত্বা সুঘোরং ভুব্যশায়য়ৎ ॥ ১১১ ॥

আবধ্নন্ কপিবদনানি সম্প্রহাসং প্রাশংসৎ সুরসমিতির্নৃপং জিতারিম্ ।
অন্যেষাং বিগতপরিপ্লবা দিগন্তা পৌলস্ত্যোঽজূষত শুচং বিপন্নবন্ধুঃ ॥ ১১২ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'রাবণবধো' নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

ব্যশ্নুতে স্ম ততঃ শোকো নাভিসম্বন্ধসম্ভবঃ ।
বিভীষণমসাবুচ্চৈ রোদিতি স্ম দশাননম্ ॥ ১ ॥

ভূমৌ শেতে দশগ্রীবো মহার্হশয়নোচিতঃ।
নেক্ষতে বিহ্বলং মাঞ্চ ন মে বাচং প্রযচ্ছতি ॥ ২ ॥

বিপায়কোঽয়ং দশগ্রীব! সংদৃষ্টোঽনাগতো ময়া।
ত্বং তেনাভিহিতঃ পথ্যং কিং কোপং ন নিযচ্ছসি ॥ ৩ ॥

ভজন্তি বিপদস্তূর্ণমতিক্রামন্তি সম্পদঃ।
তাম্মদান্নাবতিষ্ঠন্তে যে মতে ন্যায়বাদিনাম্ ॥ ৪ ॥

অপথ্যমায়তৌ লোভাদামনন্ত্যনুজীবিনঃ।
প্রিয়ং শৃণোতি যস্তেভ্যস্তমৃচ্ছন্তি ন সম্পদঃ ॥ ৫ ॥

প্রাজ্ঞাস্তেজস্বিনঃ সম্যক্ পশ্যন্তি চ বদন্তি চ।
তেঽবজ্ঞাতা মহারাজ! ক্লাম্যন্তি বিরমন্তি চ ॥ ৬ ॥

লেঢ়ি ভেষজবন্নিত্যং যঃ পথ্যানি কটূন্যপি।
তদর্থং সেবতে চাপ্তান্ কদাচিন্ন স সীদতি ॥ ৭ ॥

সর্বস্য জায়তে মানঃ স্বহিতাচ্চ প্রমাদ্যতি।
বৃদ্ধো ভজতি চাপথ্যং নরো যেন বিনশ্যতি ॥ ৮ ॥

দ্বেষ্টি প্রায়ো গুণিভ্যোঽপি ন চ স্নিহ্যতি কস্যচিৎ।
বৈরায়তে মহদ্ভিশ্চ শীয়তে বুদ্ধিমানপি ॥ ৯ ॥

সমাশ্বসিমি কেনাহং কথং প্রাণিমি দুর্গতঃ।
লোকত্রয়পতিভ্রাতা যস্য মে স্বপিতি ক্ষিতৌ ॥ ১০ ॥

অহো জাগর্তি কৃচ্ছ্রেষু দৈবং যদ্বলাভিজ্জিতঃ।
লুঠ্যন্তি ভূমৌ ক্লিদ্যন্তি বান্ধবা মে স্বপন্তি চ ॥ ১১ ॥

শিবাঃ কৃষ্ণন্তি মাংসানি ভূমিঃ পিবতি শোণিতম্।
দশগ্রীব-সনাভীনাং সমদন্ত্যামিষং খগাঃ ॥ ১২ ॥

যেন পূতক্রতোমূর্ধ্নি স্থীয়তে স্ম মহাহবে।
তস্যাপীন্দ্রজিতো দেবাৎ ধ্বাঙ্ক্ষৈঃ শিরসি লীয়তে ॥ ১৩ ॥

স্বর্ভানুর্ভাস্করং গ্রস্তং নিষ্ঠীবতি কৃতাহ্নিকঃ।
অভ্যুপৈতি পুনর্ভূতিং রামগ্রস্তো ন কশ্চন ॥ ১৪ ॥

ত্বমজানন্নিদং রাজন্নীড়িষে স্ম স্ববিক্রমম্।
দাতুং নেচ্ছসি সীতাং স্ম বিষয়াণাঞ্চ নেশিষে ॥ ১৫ ॥

মন্যে জাতু বদন্ত্যজ্ঞাস্ত্বং তানপ্যনুমন্যসে।
কথং নাম ভবাংস্তত্র নাবৈতি হিতমাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

অপৃষ্টোঽন্ববীতি ত্বাং মন্যে মাতামহো হিতম্!
ন করোমীতি পৌলস্ত্য! তদা মোহাত্বমুক্তবান্ ॥ ১৭ ॥

ত্বং স্ম বেত্থ মহারাজ! যৎ স্মাহ ন বিভীষণঃ।
পুরাত্যজসি যৎ ক্রুদ্ধো মাং নিরাকৃত্য সংসদি ॥ ১৮ ॥

হবির্জক্ষিতি নিঃশঙ্কো মখেষু মঘবানসৌ।
প্রবাতি স্বেচ্ছয়া বায়ুরুদ্গচ্ছতি চ ভাস্করঃ ॥১৯॥

ধনানামীশতে যক্ষা যমো দাম্যতি রাক্ষসান্।
তনোতি বরুণঃ পাশমিশ্মনোদীয়তেঽধুনা ॥২০॥

শাম্যত্যৃতুসমাহারস্তপস্যন্তি বনৌকসঃ।
নো নমস্যন্তি তে বন্ধুন্ বরিবস্যন্তি নামরাঃ ॥২১॥

শ্রীর্ন হৃষ্যন্তি লঙ্কায়াং বিরজ্যন্তি সমৃদ্ধয়ঃ।
ন বেদ তন্ন যস্যাস্তি মৃতে ত্বয়ি বিপর্যয়ঃ ॥২২॥

শচীং সংস্বজতে শক্রো গোপায়তি হরিঃ প্রিয়ম্।
দেববন্দাঃ প্রমোদন্তে চিত্রীয়ন্তে ঘনোদয়াঃ ॥২৩॥

বিভ্রত্যস্ত্রাণি সামর্ষা রণকাম্যন্তি চামরাঃ।
চকাসতি চ মাংসাদাস্তথা রন্ধ্রেষু জাগ্রতি ॥২৪॥

চণ্ডুর্বতেঽভিতো লঙ্কামস্মাংশ্চাপ্যাতিশেরতে।
ভূময়ন্তি স্বসামর্থ্যং কীর্তিং নঃ কনয়ন্তি চ ॥২৫॥

দিশো ব্যশ্নুবতে দৃপ্তাস্ত্বৎকৃতাং জহতি স্থিতিম্।
ক্ষোদয়ন্তি চ নঃ ক্ষুদ্রাঃ হসন্তস্ত্বাং বিপদ্গতম্ ॥২৬॥

শমং শমং নভস্বন্তঃ পুনন্তি পরিতো জগৎ।
উজ্জিহীষে মহারাজ! ত্বং প্রশান্তো ন কিং পুনঃ ॥২৭॥

প্রোর্ণোতি শোকশ্চিত্তং মে সত্ত্বং সংশাম্যতীব মে।
প্রমার্ষ্টি দুঃখমালোকং মুঞ্চাম্যূর্জং ত্বয়া বিনা ॥২৮॥

কে ন সংবিদ্রতে নান্যস্ত্বত্তো বান্ধববৎসলঃ।
বিরৌমি শূন্যে প্রোর্ণোমি কথং মন্যুসমুদ্ভবম্ ॥২৯॥

রোদিম্যনাথমাত্মানং বন্ধুনা রহিতস্ত্বয়া।
প্রমাণং নোপকারাণামবগচ্ছামি যস্য তে ॥৩০॥

নেদামীং শক্রযক্ষেন্দ্রৌ বিভীতো ন দরিদ্রিতঃ।
ন গর্বং জহিতো দৃপ্তৌ ন ক্লিশ্নীতো দশানন! ॥৩১॥

ত্বয়াপি নাম রহিতাঃ কার্যাণি তনুমো বয়ম্।
কুর্মশ্চ জীবিতে বুদ্ধিং ধিক্ তৃষ্ণাং কৃত-নাশিনীম্। ৩২।

তৃণেক্ষি দেহমাত্মীয়ং ত্বং বাচং ন দদাসি চেৎ।
দ্রাঘয়ন্তি হি মে শোকং স্মর্যমাণা গুণাস্তব ॥৩৩॥

উন্মুচ্য স্রজমাত্মীয়াং মাং স্রজয়তি কো হসন্।
নেদয়ত্যাসনং কো মে কো হি মে বদতি প্রিয়ম্ ॥৩৪॥

ন গচ্ছামি পুরা লঙ্কামায়ুর্বিন্দধাম্যহম্।
কদা ভবতি মে প্রীতিস্ত্বাং পশ্যামি ন চেদহম্ ॥৩৫॥

ঊর্ধং ম্রিয় মুহূর্তাদ্ধি বিহ্বলঃ ক্ষতবান্ধবঃ।
মন্যে স্ম হিতমাখ্যামি ন করোমি তবাপ্রিয়ম্ ॥৩৬॥

অন্তঃপুরাণি পৌলস্ত্যং পৌরাশ্চ ভৃশদুঃখিতাঃ।
সংশ্রুত্য স্মাভিধাবন্তি হতং রামেণ সংযুগে ॥৩৭॥

মূর্ধজান্ স্ম বিলুঞ্চন্তি ক্রোশন্তি স্মাতিবিহ্বলম্।
স্মধীয়ন্ত্যুপকারাণাং মুহুর্ভর্তুঃ প্রমন্যু চ ॥৩৮॥

রাবণস্য নমন্তি স্ম পৌরাঃ সাস্রা রুদন্তি চ।
ভাষতে স্ম ততো রামো বচঃ পৌলস্ত্যমাকুলম্ ॥৩৯॥

দাতুঃ স্বার্তুন্দিবর্ষাং মূর্ধ্নি যষ্টুস্তপর্য়িতুঃ পিতৃন্।
যুদ্ধাভগ্নাবিপন্নস্য কিং দশাস্যস্য শোচসি ॥৪০॥

বোভবীতি ন সম্মোহো ব্যসনে স্ম ভবাদৃশাম্।
কিং ন পশ্যসি সর্বোঽয়ং জনস্ত্বামবলম্বতে ॥৪১॥

ত্বমর্হসি ভ্রাতুতনন্তবাণি কর্তুং জনস্যাস্য চ শোকভঙ্গম্।
ধুর্যে বিপন্নে ত্বয়ি রাজ্যভারো মজ্জত্যনূঢ়ঃ ক্ষণদাচরেন্দ্র। ॥৪২॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'বিভীষণ-প্রলাপো' নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × ঊনবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অপমন্যুস্ততো বাক্যং পৌলস্ত্যো রামমুক্তবান্।
অশোচ্যোঽপি ব্রজন্নস্তং সনাভির্দহয়ত্যি কিম্ ॥ ১ ॥

তন্নো দেবা বিধেয়াস্তুর্যেন রাবণবদ্ বয়ম্।
সপত্নাংশ্চাধিজীয়াস্ম সংগ্রামে চ মৃষীমহি ॥ ২ ॥

ক্রিয়েরংশ্চ দশাস্যেন যথান্যেনাপি নঃ কুলে।
দেবদ্র্যঞ্চো নরাহারা ন্যঞ্চশ্চ দ্বিষতাং গণাঃ ॥ ৩ ॥

স এব ধারয়েৎ প্রাণানীদৃশে বন্ধুবিপ্লবে।
ভবেদাশ্বাসকো যস্য সুহৃচ্ছক্তো ভবাদৃশঃ ॥ ৪ ॥

ম্রিয়েয়োধ্বং মুহূর্তাদ্ধি ন স্যাস্ত্বং যদি মে গতিঃ।
আশংসা চ হি নঃ, প্রেতে জীবেম দশমূর্ধনি ॥ ৫ ॥

প্রকুর্যাম বয়ং দেশে গর্হ্যাং তত্র কথং রতিম্।
যত্র বিংশতিহস্তস্য ন মোদর্যস্য সম্ভবঃ ॥ ৬ ॥

আমন্ত্রয়েত তান্ প্রহ্বান্ মন্ত্রিণোঽথ বিভীষণঃ।
গচ্ছেত ত্বরিতং লঙ্কাং রাজবেশ্ম বিশেত চ ॥ ৭ ॥

আদদীধ্বং মহার্হাণি তত্র বাসাংসি সত্বরাঃ।
উদ্ধূনীয়াত সংকেতুন্ নির্হরেতাগ্র্যচন্দনম্ ॥ ৮ ॥

মৃৎস্নেতোকাশধূপাংশ্চ গ্রথ্নীয়াত স্রজঃ শুভাঃ ।
আনয়েতামিতং দারু কর্পূরাগুরুকুঙ্কুমম্ ॥ ৯ ॥

উহ্যেরন্ যজ্ঞপাত্রাণি হ্রিয়েত চ বিভাবসুঃ ।
ভ্রিয়েত চাজ্যমৃত্বিগ্‌ভিঃ কল্প্যেত চ সমিৎকুশম্ ॥ ১০ ॥

স্নানীয়ৈঃ স্নাপয়েতাশু রম্যৈর্লিম্পেত বর্ণকৈঃ ।
অলংকুর্যাত রত্নৈশ্চ রাবণার্হৈর্দশাননম্ ॥ ১১ ॥

বাসয়েত সুবাসোভ্যাং মেধ্যাভ্যাং রাক্ষসাধিপম্ ।
ঋত্বিক্ স্রগ্বিণমাদধ্যাৎ প্রাঙ্মূর্ধানং মৃগাজিনে ॥ ১২ ॥

যজ্ঞপাত্রাণি গাত্রেষু চিনুয়াচ্চ যথাবিধি ।
জুহুয়াচ্চ হবির্বহ্নৌ গায়েয়ুঃ সাম সামগাঃ ॥ ১৩ ॥

গত্বাথ তে পুরীং লঙ্কাং কৃত্বা সর্বং যথোদিতম্ ।
সমীপেঽস্থ্যাহৃতেঃ সাস্রাঃ প্রোক্তবন্তো বিভীষণম্ ॥ ১৪ ॥

কৃতং সর্বং যথাদিষ্টং কর্তুং বহ্নিজলক্রিয়াম্ ।
প্রযতেথা মহারাজ ! সহ সর্বৈঃ স্ববন্ধুভিঃ ॥ ১৫ ॥

অজ্ঞবন্মোৎসহেথাস্ত্বং ধেয়া ধীরত্বমচ্যুতম্ ।
স্থেয়াঃ কার্যেষু বন্ধুনাং হেয়াঃ শোকোদ্ভবং তমঃ ॥ ১৬ ॥

নাবকল্প্যামিদং গ্লায়েদ্ যৎ কৃচ্ছ্রেষু ভবানপি ।
ন পৃথগ্জনবজ্জাতু প্রমুহ্যেৎ পণ্ডিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥

যচ্চ যত্র ভবাংস্তিষ্ঠেত্তত্রান্যো রাবণস্য ন ।
যচ্চ যত্র ভবান্ সীদেন্মহচ্ছিষ্টবিগর্হিতম্ ॥ ১৮ ॥

আশ্চর্যং যচ্চ যত্র ত্বাং প্রব্রূয়াম বয়ং হিতম্ ।
অপি সাক্ষাৎ প্রশিষ্যাস্ত্বং কৃচ্ছ্রেষ্বিন্দ্রপুরোহিতম্ ॥ ১৯ ॥

কামো জনস্য জহ্যাস্ত্বং প্রমাদং নৈঋর্ত্যাধিপঃ ।
উত দ্বিষোঽনুশোচেয়ুর্বিপ্লবে কিমু বান্ধবাঃ ॥ ২০ ॥

স ভবান্ ভ্রাতৃবদ্রক্ষেদ্ যথাবদখিলং জনম্ ।
ন ভবান্ সম্প্রমুহ্যেচ্চেদাশ্বস্যুশ্চ নিশাচরাঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ স গতবান্ কর্তুং ভ্রাতুরগ্নিজলক্রিয়াম্ ।
প্রোক্তবান্ কৃতকর্তব্যং বচো রামোঽথ রাক্ষসম্ ॥ ২২ ॥

অভ্যার্ংসি রুক্মকুম্ভেন সিঞ্চন্মূর্ধ্নি সমাধিমান্ ।
ত্বং রাজা রক্ষসাং লঙ্কামবেক্ষেথা বিভীষণ ॥ ২৩ ॥

ক্রুদ্ধাননুনয়েঃ সম্যক্ ধনৈর্লুব্ধাননুপার্জয়েঃ ।
মানিনো মানয়েঃ কালে ত্রস্তান্ পৌলস্ত্য ! সান্ত্বয়েঃ ॥ ২৪ ॥

ইচ্ছা মে পরমানন্দৈঃ কথং ত্বং বৃত্রশত্রুবৎ ।
ইচ্ছোন্ধি সুহৃদং সর্বো বুদ্ধিসংস্থং যতঃ সুহৃৎ ॥ ২৫ ॥

বাধিষীষ্ঠাঃ স্বজাতেষু বধ্যাস্ত্বং রিপুসংহতীঃ।
ভূয়াস্ত্বং গুণিনাং মান্যস্তেষাং স্থেয়া ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৬ ॥

ধেয়াস্ত্বং সুহৃদাং প্রীতিং বন্দিষীষ্ঠা দিবৌকসঃ।
সোমং পেয়াশ্চ হেয়াশ্চ হিংস্রা হানিকরীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৭ ॥

অবসেয়াশ্চ কার্যাণি ধর্মেণ পুরবাসিনাম্।
অনুরাগং ক্রিয়া রাজন্! সদা সর্বং রতং জনে ॥ ২৮ ॥

ঘানিষীষ্ট ত্বয়া মন্যুগ্রাহিষীষ্ট সমুন্নতিঃ।
রক্ষোভির্দর্শিষীষ্ঠাস্ত্বং দ্রক্ষীরন্ ভবতা চ তে ॥ ২৯ ॥

মন্যুং বধ্যা ভটবধকৃতং বালবন্ধস্য রাজন্!
শাস্ত্রাভিজ্ঞাঃ সদসি সুধিয়ঃ সন্নিধিং তে ক্রিয়াসুঃ।
সংরংসীষ্ঠাঃ সুরমুনিকৃতে বর্ত্মনি প্রাজ্যধর্মে
সম্ভুৎসীষ্ঠাঃ সুনয়নয়নৈর্বিষ্বিষামীহিতানি ॥ ৩০ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'বিভীষণাভিষেকো' নাম ঊনবিংশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × বিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

সমুপেত্য ততঃ সীতামুক্তবান্ পবনাত্মজঃ।
দিষ্ট্যা বর্ধস্ব বৈদেহি! হতস্ত্রৈলোক্যকণ্টকঃ ॥ ১ ॥

অনুজানীহি হন্যন্তাং ময়ৈতাঃ ক্ষুদ্রমানসাঃ।
রক্ষিকাস্তব রাক্ষস্যো গৃহাণৈতাসু মৎসরম্ ॥ ২ ॥

তৃণহানি দুরাচারা ঘোররূপাশয়ক্রিয়াঃ।
হিংস্রা ভবতু তে বুদ্ধিরেতাসু কুরু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩ ॥

পাশ্চিমং করবামৈতৎ প্রিয়ং দেবি! বয়ং তব।
ততঃ প্রোক্তবতী সীতা বানরং করুণাশয়া ॥ ৪ ॥

উপশাম্যতু তে বুদ্ধিঃ পিণ্ডনির্বেশকারিষু।
লঘুসত্ত্বেষু দোষোঽয়ং যৎকৃতো নিহতোঽসকৌ ॥ ৫ ॥

ন হি প্রেষ্যবধং ঘোরং করবাণ্যস্তু তে মতিঃ।
এধি কার্যকরস্ত্বং মে গত্বা প্রবদ রাঘবম্ ॥ ৬ ॥

দিদৃক্ষুর্মৈথিলী রাম! পশ্যতু ত্বাবিলম্বিতম্।
তথেতি স প্রতিজ্ঞায় গত্বা রাঘবমুক্তবান্ ॥ ৭ ॥

উৎসুকানীয়তাং দেবী কাকুৎস্থকুলনন্দন!
ক্ষমাং লিখিত্বা বিনিশ্বস্য স্বরালোক্য বিভীষণম্ ॥ ৮ ॥

উক্তবান্ রাঘবঃ সীতামানয়ালঙ্কৃতামিতি।
গত্বা প্রণম্য তেনোক্তা মৈথিলী মধুরং বচঃ ॥ ৯ ॥

জহীহি শোকং বৈদেহি ! প্রীতয়ে ধেহি মানসম্ ।
রাবণে জহিহি দ্বেষং জহাহি প্রমদাবনম্ ॥ ১০ ॥

স্নাহ্যনুলিম্প নিবসস্ব ধূপায়াবিধ্য চ স্রজম্ ।
রত্নান্যামুঞ্চ সন্দীপ্তে হবির্জুহুধি পাবকে ॥ ১১ ॥

অন্ধি ত্বং পঞ্চমবাপ্ত ছিন্ধি সংরোধজক্লমঃ ।
আরোহ শিবিকং হৈমীং দ্বিষাংজহি মনোরথান্ ॥ ১২ ॥

তৃণেঢু তদ্বিয়োগোত্থাং রাজন্যানাং পতিঃ শুচম্ ।
ভবতাদধিযুক্তা ত্বমত ঊর্ধ্বং স্ববেশ্বনি ॥ ১৩ ॥

দীক্ষস্ব সহ রামেণ ত্বরিতং তুরগাধ্বরে ।
দৃশ্যাস্ব পত্যা প্রীতেন প্রীত্যা প্রেক্ষস্ব রাঘবম্ ॥ ১৪ ॥

অয়ং নিয়োগঃ পত্যুস্তে কার্যা নাত্র বিচারণা ।
ভূষয়াঙ্গং প্রমাণঞ্চেদ্রামো গন্তুং যতস্ব চ ॥ ১৫ ॥

মুদা সংযুহি কাকুৎস্থং স্বয়ঞ্চাপ্নুহি সম্পদম্ ।
উপেহ্যূর্ধ্বং মুহূর্তাত্ত্বং দেবি ! রাঘবসন্নিধিম্ ॥ ১৬ ॥

ঊর্ধ্বং মুহূর্তাদহোঽঙ্গ স্বামিনী স্ম ভব ক্ষিতেঃ ।
রাজপত্নীনিয়োগস্থমনুশাধি পুরীজনম্ ॥ ১৭ ॥

উত্তিষ্ঠস্ব মতে পত্যু র্যতস্বালঙ্কৃতৌ তথা ।
প্রতিষ্ঠস্ব চ তং দ্রষ্টুং দ্রষ্টব্যং ত্বং মহীপতিম্ ॥ ১৮ ॥

অনুষ্ঠায় যথাদিষ্টং নিয়োগং জনকাত্মজা ।
সমারূঢ়বতী যানং পট্টাংশুকবৃতাননা ॥ ১৯ ॥

লজ্জানতা বিসংযোগ-দুঃখস্মরণ-বিহ্বলা ।
সাস্রা গত্বান্তিকং পত্যুর্দীনা রুদিতবত্যসৌ ॥২০॥

প্রাপ্তচারিত্র্যসন্দেহ স্ততস্তামুক্তবান্নৃপঃ ।
ইচ্ছা মে নাদদে সীতে ! ত্বামহং গম্যতামতঃ ॥২১॥

রাবণাঙ্কপরিশ্লিষ্টা ত্বং হৃল্লেখকরী মম ।
মতিং বধান সুগ্রীবে রাক্ষসেন্দ্রং গৃহাণ বা ॥২২॥

অশান ভরতাদ্ভোগান্ লক্ষ্মণং প্রবৃণীষ্ব বা ।
কামাদ্বা যাহি মুচ্যস্তামাশা রামনিবন্ধনাঃ ॥২৩॥

ক্ব চ খ্যাতো রঘোর্বংশঃ ক্ব ত্বং পরগৃহোষিতা ।
অন্যস্মৈ হৃদয়ং দেহি নানাভীষ্টে ঘটামহে ॥২৪॥

যথেষ্টং চর বৈদেহি ! পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ ।
কামাস্তেঽন্যত্র তায়স্বাং বিশঙ্কাং ত্যজ মদ্গতাম্ ॥২৫॥

ততঃ প্রগদিতা বাক্যং মৈথিলাভিজনা নৃপম্ ।
স্ত্রীসামান্যেন সম্ভূতা শঙ্কা ময়ি বিমুচ্যতাম্ ॥২৬॥

দৈবাদিবভীহি কাকুৎস্থ ! জিহ্নীহি ত্বং তথা জনাৎ।
মিথ্যা মামভিসংক্রুধ্যন্নবশাৎ শত্রুণা হৃতাম্ ॥২৭॥

চেতসস্ত্বয়ি বৃত্তিমে' শরীরং রক্ষসা হৃতম্।
বিদাংকুর্বন্তু সম্যঞ্চো দেবাঃ সত্যমিদং বচঃ ॥২৮॥

ত্বং পুনীহি পুনীহীতি পুনন্ বায়ো জগত্রয়ম্।
চরন্ দেহেষু ভূতানাং বিদ্ধি মে বুদ্ধিবিপ্লবম্ ॥২৯॥

খমট দ্যামটাটৌর্বীমিত্যটন্তোঽহতিপাবনাঃ।
যূয়মাপো বিজানীত মনোবৃত্তিং শুভাং মম ॥৩০॥

জগন্তি ধৎস্ব ধৎস্বেতি দধতী ত্বং বসুন্ধরে !
অবেহি মম চারিত্রং নক্তন্দিবমবিচ্যুতম্ ॥৩১॥

রসান্ সংহর দীপ্যস্ব ধ্বান্তং জহি নভো ভ্রম।
ইতীহ মানস্তিগ্মাংশো বৃত্তং জ্ঞাতুং ঘটস্ব মে ॥৩২॥

স্বর্গে বিদাস্ব ভূব্যাস্ব ভুজঙ্গনিলয়ে ভব।
এবং বসন্ মমাকাশ সংবুধ্যস্ব কৃতাকৃতম্ ॥৩৩॥

চিতাং কুরু চ সৌমিত্রে ! ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
রামস্তুষ্যতু মে বাদ্য পাপাং প্লুষ্যাতু বানলঃ ॥৩৪॥

রাঘবস্য মতেনাথ লক্ষ্মণেনাচিতাং চিতাম্।
দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য রামং প্রগদিতা বচঃ ॥৩৫॥

প্রবপাণি বপুর্বহ্নৌ রামাহং শঙ্কিতা ত্বয়া।
সর্বে বিদন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ সপ্লবঙ্গমাঃ ॥৩৬॥

মাং দৃষ্টাং জ্বলিতবপুঃ প্লুষাণ বহ্নে সংরক্ষ ক্ষতমলিনাং সুহৃদ্যথা বা।
এষাহং ক্রতুষু বসোর্যথাজ্যধারা ত্বাং প্রাপ্তা বিধিবদুদীর্ণদীপ্তমালম্ ॥৩৭॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সীতাপ্রত্যাখ্যানম্' নাম বিংশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × একবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × × ×

তামুৎক্ষিপ্য ততো বহ্নির্মৈথিলীং রামমুক্তবান্।
কাকুৎস্থ ! দয়িতাং সাধ্বীং ত্বমাশঙ্কিষ্যথাঃ কথম্ ॥১॥

নাভবিষ্যদিয়ং শুদ্ধা যদ্যপাস্যমহং ততঃ।
ন চৈনাং পক্ষপাতো মে ধর্মাদন্যত্র রাঘব ॥২॥

অপি তত্র রিপুঃ সীতাং নার্থয়িষ্যত দুর্মতিঃ।
ক্রূরং জাত্ববদিষ্যচ্চ জাত্বস্তোষ্যং প্রিয়ং স্বকাম্ ॥৩॥

সঙ্কল্পং নাকরিষ্যচ্চ তত্রেয়ং শুদ্ধমানসা।
মৃষামর্ষমবাপ্স্যস্ত্বং রাম ! সীতানিবন্ধনম্ ॥৪॥

ত্বয়াদ্রক্ষ্যাত কিং নাস্যাঃ শীলং সংবসতা চিরম্‌ ।
অদর্শিষ্যন্ত বা চেষ্টাঃ কালেন বহুনা ন কিম্‌ ॥ ৫ ॥

যাবজ্জীবমশোচিষ্যো নাহাস্যশ্চেদিদং তমঃ ।
ভানুরপ্যপতিষ্যৎ ক্ষ্মামক্ষোভিষ্যত চেদিয়ম্‌ ॥ ৬ ॥

সমপৎস্যত রাজেন্দ্র ! স্ত্রৈণং যদ্যত্র চাপলম্‌ ।
লোকপালা ইহায়াস্যংস্ততো নামী কলিদ্রুহঃ ॥ ৭ ॥

আশ্চর্যং যচ্চ যত্র স্ত্রী কৃচ্ছ্রে বর্ৎস্যন্মতে তব ।
প্রাসাদস্যাং বিনষ্টায়াং কিং কিমালপ্স্যথাঃ ফলম্‌ ॥ ৮ ॥

যত্র যচ্চামরিষ্যৎ স্ত্রী সাধুসাদ্দোষবর্জিতা ।
তদসুয়ারতো লোকে তস্যা বাচ্যাস্পদং মৃষা ॥ ৯ ॥

অমংস্যত ভবান্‌ যদ্বত্তথৈব চ পিতা তব ।
নাগামিষ্যাদ্বিমানস্থঃ সাক্ষাদ্দশরথো নৃপঃ ॥ ১০ ॥

নাকল্পস্যৎ সান্নিধিং স্থাণুঃ শূলী বৃষভবাহনঃ ।
নাস্বভাবিষ্যতান্যেন মৈথিলী চেৎ পতিব্রতা ॥ ১১ ॥

আনন্দয়িষ্যদাগম্য কথং ত্বামরবিন্দবৎ ।
রাজেন্দ্র ! বিশ্বসুধীতা চারিত্র্যে সীতয়া ক্ষতে ॥ ১২ ॥

প্রণমন্‌ ব্রহ্মণা প্রোক্তো রাজকাধিপতিস্ততঃ ।
নাশোৎস্যন্মৈথিলী লোকে ন্যচরিষ্যদিদং যদি ॥ ১৩ ॥

নামোক্ষ্যাম বয়ং শঙ্কামিহাধাস্যন্ন চেদ্ভবান্‌ ।
কিংবা চিত্রমিদং যুক্তং ভবান্‌ যদককরিষ্যত ॥ ১৪ ॥

প্রাবর্তিষ্যন্ত চেষ্টাশ্চেদযাথাতথ্যবত্তব ।
অনুশাস্যো ত্বয়া লোকে রামাবর্ৎস্যংস্তরাং ততঃ ॥ ১৫ ॥

প্রণমন্তং ততো রামমুক্তবানিতি শঙ্করঃ ।
কিং নারায়ণমাত্মানং নাভোৎস্যত ভবানজম্‌ ॥ ১৬ ॥

কোঽন্যোঽকর্ৎস্যদিহ প্রাণান্‌ দৃপ্তানাঞ্চ সুরদ্বিষাম্‌ ।
কো বা বিশ্বজনীনেষু কর্মসু প্রাঘটিষ্যত ॥ ১৭ ॥

দৈত্যক্ষয়ে মহারাজ ! যচ্চ যত্রাঘটিষ্যথাঃ ।
সমাপ্তিং জাতু তত্রাপি কিং নানেষ্যস্ত্বমীহিতম্‌ ॥ ১৮ ॥

তাতং প্রসাদ্য কৈকেয্যা ভরতায় প্রপীড়িতম্‌ ।
সহস্রচক্ষুষং রামো নিনংসুঃ পরিদৃষ্টবান্‌ ॥ ১৯ ॥

প্রেতা বরেণ শক্রস্য প্রাণস্তঃ কপয়স্ততঃ ।
সঞ্জাতাঃ ফলিনানম্র-রোচিষ্ণুদ্রুমসদ্রবঃ ॥ ২০ ॥

ভ্রমরকুলাকুলোল্বণসুগন্ধিপুষ্পতরুঃ
তরুণ-মধুকসম্ভবাপিশঙ্গিততুঙ্গশিখঃ ।

শিখরশিলান্তরালপরিরূঢ়গুঞ্জলাবসরঃ
সরফলশ্রিয়ং স বিততান সবেলগিরিঃ ॥ ২১ ॥

সংবাদ্ভিঃ সকুসুমরেণুভিঃ সমীরৈঃ
আনম্রৈর্বাহুফলধারিভির্বনান্তৈঃ।
শ্চ্যোতদ্ভির্মধুপটলৈশ্চ বানরাণাম্
আপ্যানো রিপুবধসম্ভবঃ প্রমোদঃ ॥ ২২ ॥

আয়াস্ত্যঃ স্বফলভরেণ ভঙ্গুরত্বং
ভৃঙ্গালীনিচয়চিতা লতান্তরূণাম্ ।
সামোদাঃ ক্ষিতিতলসংস্থিতাবলোপ্যা
ভোক্তৃণাং শ্রমমুদয়ং ন নীতবত্যঃ ॥ ২৩ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'সীতাসংশোধনং' নাম একবিংশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বাবিংশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

ততো রামো হনূমন্তমুক্তবান্ হৃষ্টমানসম্।
অযোধ্যাং শ্বঃ প্রযাতাসি কপে! ভরতপালিতাম্ ॥ ১ ॥

গাধিতাসে নভো ভূয়ঃ স্ফুটন্মেঘঘটাবলি।
ঈক্ষিতাসেঽম্ভসাং পত্যুঃ পয়ঃ শিশিরশীকরম্ ॥ ২ ॥

সেবিতাসে প্লবঙ্গ! ত্বং মহেন্দ্রাদ্রেরধিত্যকাঃ।
ব্যুৎক্রান্তবর্ত্মনো ভানোঃ সহ-জ্যোৎস্নাকুমুদ্বতীঃ ॥ ৩ ॥

চন্দনদ্রুমসংছন্না নিরাকৃতহিমশ্রয়াঃ।
দর্শিতারস্ত্বয়া তাশ্চ মলয়োপত্যকাঃ শুভাঃ ॥ ৪ ॥

প্রতন্ব্যঃ কোমলা বিন্ধ্যে সহিতারঃ স্যদং ন তে।
লতাঃ স্তবকশালিন্যো মধুলেহিকুলাকুলাঃ ॥ ৫ ॥

দ্রষ্টাসি প্রীতিমানারাৎ সখিভিঃ সহ সেবিতাম্।
সপক্ষপাতং কিষ্কিন্ধ্যাং পূর্বক্রীড়াং স্মরন্ মুহুঃ ॥ ৬ ॥

ত্বয়া সন্দর্শিতারো তে মাল্যবদ্দণ্ডকাবনে।
উপদ্রুতশ্চিরং যন্দ্বযয়োঃ ক্লিশিতবানহম্ ॥ ৭ ॥

আপ্তারৌ ভবতা রম্যাবাশ্রমৌ হরিণাকুলৌ।
পুণ্যোদকাবজাকীর্ণৌ সুতীক্ষ্ণশরভঙ্গয়োঃ ॥ ৮ ॥

অতিক্রান্তা ত্বয়া রম্যং দুঃখমত্রেস্তপোবনম্।
পবিত্রচিত্রকুটেঽদ্রৌ ত্বং স্থাতাসি কুতুহলাৎ ॥ ৯ ॥

ততঃ পরং ভরদ্বাজো ভবতা দর্শিতা মুনিঃ।
দ্রষ্টারশ্চ জনাঃ পুণ্যা যামুনাম্বুক্ষতাংহসঃ ॥ ১০ ॥

স্যন্দ্বা স্যন্দ্বা দিবঃ শম্ভোমূর্ধ্নি স্কন্দ্বা ভবং গতাম্ ।
গাহিতাসেঽথ পুণ্যস্য গঙ্গাং মূর্তিমিব দ্রুতাম্ ॥ ১১ ॥

তমসায়া মহানীলপাষাণসদৃশত্বিষঃ ।
বনান্তান্ বহূন্ মন্তাসে নাগরক্রীড়শাখিনঃ ॥ ১২ ॥

নগরস্ত্রীস্তনন্যস্তধৌতকুঙ্কুমপিঞ্জরাম্ ।
বিলোক্য সরযূং রম্যাং গন্তাঽযোধ্যা ত্বয়া পুরী ॥ ১৩ ॥

আনন্দিতারস্তাং দৃষ্ট্বা প্রষ্টারশ্চাবয়োঃ শিবম্ ।
মাতরঃ সহ মৈথিল্যাস্তোষ্টা চ ভরতঃ পরম্ ॥ ১৪ ॥

আখ্যাতাসি হতং শত্রুমভিষিক্তং বিভীষণম্ ।
সুগ্রীবঞ্চার্জিতং মিত্রং সর্বাংস্তাগামুকান্ দ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥

গন্তারঃ পরমাং প্রীতিং পৌরাঃ শ্রুত্বা বচস্তব ।
জ্ঞাত্বৈতৎ সম্মুখীনশ্চ সমেতা ভরতো ধ্রুবম্ ॥ ১৬ ॥

গতে ত্বয়ি পথানেন বয়বপ্যংহিতাস্মহে ।
লব্ধাহেহং ধৃতিং প্রাপ্তে ভূয়ো ভবতি সম্মুখে ॥ ১৭ ॥

গতে তস্মিন্ গৃহীতার্থে রামঃ সুগ্রীবরাক্ষসৌ ।
উক্তবান্ শ্বোঽভিগন্তাস্থো যুবাং সহ ময়া পুরম্ ॥ ১৮ ॥

দ্রষ্টাস্থস্তত্র তিস্রো মে মাতৃস্তুষ্টাস্তরাত্মনঃ ।
আত্যন্তীনং সখিত্বঞ্চ প্রাপ্তাস্থো ভরতাশ্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥

নৈবং বিরহদুঃখেন বয়ং ব্যাঘানিতাস্মহে ।
শ্রমোঽনুভবিতা নৈবং ভবদ্ভ্যাঞ্চ বিয়োগজঃ ॥ ২০ ॥

এবং যুবাং মম প্রীত্যৈ ক্লিপ্তাস্থঃ কপিরাক্ষসৌ ।
গন্তুং প্রযতিতাসাথে প্রাতঃ সহ ময়া যদি ॥ ২১ ॥

উক্তবন্তৌ ততো রামং বচঃ পৌলস্ত্যবানরৌ ।
অনুগ্রহোঽয়ং কাকুৎস্থ ! গন্তাস্বো যত্ত্বয়া সহ ॥ ২২ ॥

অনুমন্তাস্বহে নাবাং ক্রীড়িতুং বিরহং ত্বয়া ।
অপি প্রাপ্য সুরেন্দ্রত্বং কিং নু প্রত্তং ত্বয়াস্পদম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ কথাভিঃ সমতীত্য দোষামারুহ্য সৈন্যৈঃ সহ পুষ্পকং তে ।
সম্প্রস্থিতা বেগবশাদগাধং প্রক্ষোভয়ন্তঃ সলিলং পয়োধেঃ ॥ ২৪ ॥

সেতুং মহেন্দ্রং মলয়ং সবিন্ধ্যং সমাল্যবন্তং গিরিমৃষ্যমূকম্ ।
সদণ্ডকারণ্যবতীঞ্চ পম্পাং রামঃ প্রিয়ায়াঃ কথয়ন্ জগাম ॥ ২৫ ॥

এতে তে মুনিজনমণ্ডিতা দিগন্তাঃ শৈলোঽয়ং ললিতবনঃ সচিত্রকূটঃ ।
গঙ্গেয়ং সুতনু ! বিশালতীররম্যা মৈথিল্যা রঘুতনয়ো দিশন্ননন্দ ॥ ২৬ ॥

শিঞ্জানভ্রমরকুলাকুলাগ্রপুষ্পাঃ শীতাম্ভঃপ্রবিলয়সংপ্লবাভিলীনাঃ ।
এতে তে সুতনু ! পুরীজনোপভোগ্যা দৃশ্যান্তে নয়নমনোরমা বনান্তা ॥২৭॥

স্থানং নঃ পূর্বজানামিয়মধিকমসৌ প্রেয়সী পূরযোধ্যা
দূরাদালোক্যতে যা হুতবিবিধহবিঃপ্রীণিতাশেষদেবা ।
সোঽয়ং দেশো রুদন্তং পুরজনমখিলং যত্র হিত্বা প্রয়াতো
আবাং সীতে ! বনান্তং সহ ধৃতধৃতিনা লক্ষ্মণেন ক্ষপান্তে ॥ ২৮ ॥

তূর্যাণামথ নিস্বনেন সকলং লোকং সমাপূরয়ন্
বিক্রান্তৈঃ করিণাং গিরীন্দ্রসদৃশাং ক্ষ্মাং কম্পয়ন্ সর্বতঃ ।
সানন্দাশ্রুবিলোচনঃ প্রকৃতিভিঃ সার্ধং সহান্তঃপুরঃ
সম্প্রাপ্তো ভরতঃ স-মারুতিরলং নম্রঃ সমং মাতৃভিঃ ॥ ২৯ ॥

অথ সসম্ভ্রমপৌরজনাবৃতো ভরতপাণিধৃতোজ্জ্বলচামরঃ ।
গুরুজনদ্বিজবন্দ্যভিনন্দিতঃ প্রবিশতি স্ম পুরং রঘুনন্দনঃ ॥ ৩০ ॥

প্রবিধায় ধৃতিং পুরীজনানাং যুবরাজং ভরতং ততোঽভিষিচ্য ।
জঘটে তুরগাধ্বরেণ যষ্টুং কৃতসম্ভারবিধিঃ পতিঃ প্রজানাম্ ॥ ৩১ ॥

ইদমধিগতমুক্তিমাগমিত্রং বিবদিষতাং বদতাঞ্চ সন্নিবন্ধাৎ ।
জনয়তি বিজয়ং সদা জনানাং যুধি সুসমাহিতমৈশ্বরং যথাস্ত্রম্ ॥ ৩২ ॥

দীপতুল্যঃপ্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্ ।
হস্তাদর্শ ইবান্ধানাং ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্ ।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া ॥ ৩৪ ॥

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসূনুনরেন্দ্রপালিতায়াম্ ।
কীর্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥ ৩৫ ॥

॥ ইতি ভট্টিকাব্যে 'অযোধ্যাপ্রত্যাগমনং' নাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥

॥ ভট্টিকাব্যং সমাপ্তম্ ॥

ভট্টনারায়ণ

বেণীসংহারম্

ভূমিকা

নাট্যকার

ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমে আদিশূর সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে দেখা যায় কাশ্মীররাজ "জয়াদিত্য" পঞ্চগৌড়াধিপতিকে পরাজিত করে শ্বশুর জয়ন্তরাজকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করেছিলেন। এই জয়ন্তেরই অপর নাম আদিশূর। মহারাজ আদিশূর "কোলাঞ্চ" নামক (কান্যকুব্জের অন্তর্গত) দেশ থেকে জ্ঞানী ও তপস্বী সপত্নীক পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন—ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি, ও সৌভরি। এঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণের নাম নেই। কোনো কোনো কুলপঞ্জীতে দেখা যায় যে শাণ্ডীল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্য-গোত্রীয় চান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রীয় দক্ষ, ও সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ—এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আসেন। হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের মতে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশের পুত্রই ভট্টনারায়ণ। "আদিশূর (জয়ন্ত) প্রথমে একজন সাধারণ রাজা ছিলেন, তাঁর পূর্বে গৌড়রাজ্য বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সাং পৌণ্ড্রবর্ধন দেখে যান (Beal's Buddhist Record's of the Western World Vol. II, No. p. 195)

আদিশূর ভট্টনারায়ণকে বা তাঁর পিতা ক্ষিতীশকে এনেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ দেখা গেলেও যজ্ঞ করার জন্যই আনা হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ নেই। ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহারে' নিজের সম্বন্ধে যৎসামান্য আভাস দিয়েছেন "তদিদং কবেমৃগরাজলক্ষ্মণঃ ভট্টনারায়ণস্য"। কয়েকটি নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন যেমন—নারায়ণ, মৃগরাজলক্ষ্ম ও নিশানারায়ণ। ভট্টনারায়ণ সম্পর্কে "ক্ষিতীশাবংশবলী চরিত, বঙ্গরাজ ঘটক, রাজাবলী, দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটক কারিকা, প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শাকুন যজ্ঞ করার জন্য তাঁকে আনার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় সে সময় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ শূদ্ররাজার পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার করেছিলেন সে জন্য আনা হয়েছিল। অন্যমতে আদিশূর জানতে চেয়েছিলেন "কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতি-র্ভবতি নিশ্চিততমা" (বঙ্গরাজঘটক)। (কোন্ যজ্ঞের ফলে নিশ্চিত ভগবৎ প্রীতি জন্মায়) এর সদুত্তর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ দিতে না পারায় আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন।

অন্যমতে ধর্মীয় কারণেই ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ ত্যাগ করেন, কান্যকুব্জে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈদিক মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদের বৈদিক অনুষ্ঠাননির্বাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় অহিংস মতাদর্শের সঙ্গে বিরোধ এড়াবার জন্যই বৈদিক ব্রাহ্মণরা গৌড়দেশে এলেন। এ মতও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ইতিহাসে দেখি ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন সমগ্র দাক্ষিণাত্য। বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে জানা যায় তাঁর বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কথা। তাঁর রাজত্বকালে যদিও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না কিন্তু

উত্তরকালে সংঘাত দেখা দেয়।

অপর দিকে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক; বৌদ্ধধর্মে বিদ্বিষ্ট। বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশে ছিল, সেই কারণে কনৌজ থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণের চলে আসা অসম্ভব নয়।

মহারাজ আদিশূর বসবাসের জন্য ভট্টনারায়ণকে পাঁচটি গ্রাম দেন, কালক্রমে তাঁর অধীনে আরও গ্রাম আসায় শেষ পর্যন্ত তিনি অধীশ্বর হয়ে রাজবংশের প্রবর্তক হন, ক্ষিতীশ বংশ চরিতে এই ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভট্টনারায়ণের জাতি সম্বন্ধে অনেকের বিরূপ চিন্তাধারা দেখা যায়। ক্ষিতীশ বংশ চরিতে ভট্টনারায়ণের নাম থাকায় অনেকে তাঁকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন, কারণ ক্ষত্রিয়ই সাধারণত রাজা হতেন; অবশ্য এ চিন্তা নিতান্তই অমূলক; কারণ নামের সঙ্গে 'ভট্ট' ব্যবহার ব্রাহ্মণরাই করতেন, আজও করেন, ক্ষত্রিয় কোনো দিনই 'ভট্ট' পদবী ব্যবহার করেন নি।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে—হর্ষ, রাজশেখর প্রভৃতির নাটকে বিদূষকের চরিত্র আছে, এবং উক্ত নাট্যকাররা ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাট্যকার ভবভূতি, বিশাখ দত্ত প্রভৃতির নাটকে বিদূষক নেই, ভট্টনারায়ণের নাটকেও নেই, এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে কোনো ব্রাহ্মণ আর-একজন ব্রাহ্মণকে এক হাস্যকর বিদূষক চরিত্রে উপস্থিত করতে অনিচ্ছুক। সকল জাতির শরীরেই রক্ত থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরক্তের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্ভব। বেণীসংহার নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রাক্ষসী বসাগন্ধা তার স্বামী রুধিরপ্রিয়ের কাছে দ্রোণের রক্ত পানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভীত রাক্ষস রুধিরপ্রিয় বলে—"বসাগন্ধে! ব্রাহ্মণ সোণিঅং কখু পদং গলঅং দহংতে, পবিসদি, তা কিং এদিনা"—বসাগন্ধে! ও ব্রহ্মরক্ত, গলদেশ দগ্ধ করে নীচে নামবে, ওতে দরকার নেই। এই অঙ্কেই কর্ণ-অশ্বত্থামা সংলাপেও কর্ণ বলেছেন অশ্বত্থামাকে "তুই অবধ্য জাতি নতুবা তোর এই উদ্যত চরণ শস্ত্রাঘাতে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হতো"। ভট্টনারায়ণ কবিমাত্রই ছিলেন না। তাঁর যাগ-যজ্ঞ, কর্মমীমাংসাদিতেও পাণ্ডিত্য অবশ্যই ছিল, যে কারণে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আদিশূরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি, প্রায় ষোড়শ শতাব্দীতে কুলজীগুলি রচিত হওয়ায় কুলজী গ্রন্থগুলির প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন।

ভট্টনারায়ণের কাল

বামন তাঁর কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে এবং আনন্দ-বর্ধন—ধন্যালোক গ্রন্থে বেণীসংহারের উল্লেখ করায় অনেকেই অনুমান করেন অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ভট্টনারায়ণ। বামনের কাল ৭৫০—৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। M. Krishnamacharia, (Classical Sanskrit Literature p. 62) বলেছেন যে ধর্মকীর্তি রচিত রূপাবতার নামক গ্রন্থের টীকায় বলা হয়েছে বাণভট্টের অনুরোধে ভট্টনারায়ণ এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষা করে ধর্মকীর্তিকে পরাজিত করেন। 'রূপবতার' ধর্মকীর্তি ও ভট্টনারায়ণ উভয়ে রচনা করেন, সুতরাং ভট্টনারায়ণ সপ্তম

খ্রীষ্টাব্দের নাট্যকার।

আরও দু-একটা বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে—কান্যকুব্জে বৌদ্ধধর্মের উপর উৎপীড়ন শুরু হয় হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে, ঐ সময়েই ভট্টনারায়ণ এসেছিলেন গৌড়ে। সুতরাং ভট্টনারায়ণের গৌড়ে আগমন সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে।

হিউ-এন সাঙের বিবরণে "নেপালরাজ অংশুবর্মণের উল্লেখ আছে, তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন রাজকুমার শূরসেন, আদিশূরই শূরসেন, এবং সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাচস্পতি মিশ্রের মতে আদিশূরের কাল ৮৭৮ খ্রীঃ, কায়স্থ কৌস্তুভ মতে ৭৩৬ খ্রীঃ, দত্তবংশমালা মতে ৭২৬ খ্রীঃ। আদিশূরের কালই ভট্টনারায়ণের কাল।

নাটক পরিচয়

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার মহাভারতের উপর সুপরিকল্পিত বীররসপ্রধান নাটক। নাটকের আখ্যানভাগ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে অবলম্বন ক'রে। যুধিষ্ঠির ছিলেন দ্যূতক্রীড়াসক্ত। এক সময় দ্রৌপদীকে পণ রেখে দ্যূত ক্রীড়ায় হেরে যান যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন পণ-হিসেবে-পাওয়া দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা করেছিলেন প্রকাশ্য রাজসভায়, তখনই ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের রক্তপান এবং দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করে ঐ রক্তে দ্রৌপদীর মুক্তবেণী সংহার (বন্ধন) করবেন ; এই হচ্ছে নাটকের পূর্ববর্তী ঘটনা। এই কারণেই নাটকের নাম বেণীসংহার।

মহাভারত বর্ণিত বিষয়ের যথাযথ সন্নিবেশ করে নাটক রচিত হওয়ায় গ্রন্থকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বীররসপ্রধান নাটকগুলির মধ্যে বেণীসংহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। কিন্তু বীররসপ্রধান নাটক হলেও অন্যান্য রসও এখানে উপেক্ষিত হয় নি। এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে—

অশ্বত্থামার পিতার শিরশ্ছেদের পর কর্ণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে কলহ উপলক্ষ্য করে রৌদ্ররসের অভিব্যক্তি সুচারুরূপে দেখিয়েছেন নাট্যকার।

দেশ-কাল ও পাত্রানুসারে শব্দপ্রয়োগ, সমাস বাহুল্য ও শব্দকাঠিন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যেমন 'ভীমের উক্তিতে"—

"চঞ্চদ্‌ভুজভ্রমিতগদাভিঘাত—
সংচূর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।"

(চঞ্চলবাহুযুগলদ্বারা ঘূর্ণায়মান প্রচণ্ড গদার আঘাতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ হবে) ধ্বন্যালোকগ্রন্থে অভিনব গুপ্ত রৌদ্ররস স্থলে দীর্ঘসমাস রচনার উদাহরণ রূপে এই শ্লোকটি দেখিয়েছেন।

দুর্যোধনের ভ্রাতৃবাৎসল্য—

"যুক্তো যথেষ্টমুপভোগসুখেষু নৈব
ত্বং লালিতোঽপি হি ন ময়া বৃথাগ্রজেন।"

দুঃশাসনের মৃত্যুর পরে আমি কোনো দিন তোমার ইচ্ছামতো ভোগ সুখের ব্যবস্থা করি নি, জ্যেষ্ঠ ভাই হয়েও ভালভাবে প্রতিপালন করি নি। সুতরাং আমার জ্যেষ্ঠত্ব বৃথা। অশ্বত্থামার পিতৃভক্তি অপূর্ব—

"শ্রুত্বা বধং মম মৃষা সুতবৎসলেন
তাত ত্বয়া সহ শরৈর্বসবো বিমুক্তাঃ।
জীবাম্যহং পুনরহো ভবতা বিনাপি
ক্রূরেঽপি তন্ময়ি মুধা তব পক্ষপাতঃ।"

পিতঃ! আপনি আমার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে পুত্রস্নেহে প্রাণত্যাগ করলেন, আর আমি—আপনার অভাবে এখনও জীবিত, সুতরাং নৃশংস এই পুত্রের প্রতি আপনার পক্ষপাত বৃথা। অশ্বত্থামার উক্তিতে রৌদ্ররসের অভিব্যক্তি সর্বাধিক।

কঞ্চুকী ও দুর্যোধনের সংলাপে আছে হাস্যরস, যেমন—

কঞ্চুকী—ভেঙে ফেলল, ভেঙে ফেলল!

দুর্যোধন—কে ভাঙল?

কঞ্চুকী—ভীম!

দুর্যোধন—কী প্রলাপ বকছ?

কঞ্চুকী—সব বলছি শুনুন—ভীম আপনার ভেঙে ফেলেছে!

দুর্যোধন—বুড়োকে নিয়ে বিপদে পড়া গেল, হয়েছে কী তোমার?

এই নাটকে শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তি নেই বললেই হয়।

উৎস

বেণীসংহার নাটকের আখ্যানভাগ মূলতঃ মহাভারত থেকে গৃহীত একথা আগে বলা হয়েছে। মহাভারতের উদ্যোগ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং শল্যপর্ব থেকে কাহিনীর অংশ আহরণ করা হয়েছে। বনবাসের পর ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এই নাটকীয় ঘটনার স্থিতিকাল।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নাট্যকার উৎস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অশ্বত্থামা এবং কর্ণের মধ্যে বিতর্ক-দৃশ্য মহাভারতে নেই—এই অংশ নাট্যকারের কল্পনা (৩য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

দুর্যোধনের সংবাদ নেবার জন্য গুপ্তচর পাঞ্চালকের নিয়োগও তেমনি অমহাভারতীয়।

মহাভারতে আছে—যুদ্ধের পর গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদের মধ্যে যখন দুর্যোধন দ্বৈতহ্রদে বিশ্রাম করেছিলেন তখন কয়েকজন ব্যাধ তাঁর সন্ধান পায় এবং অর্থের লোভে ভীমকে সেই সংবাদ জানায়। চার্বাক ও ধর্মের মধ্যে সংলাপের দৃশ্যটিও মহাভারতীয় নয়—নাটকের প্রয়োজনে এই দৃশ্যটি কল্পনা করতে হয়েছে।

রচনারীতি

ভট্টনারায়ণের রচনাশৈলী সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। গৌড়ীয় রীতির নাট্যকার ভবভূতির রচনার যে ত্রুটি—তা বেণীসংহারেও বর্তমান। প্রাকৃত বা সংস্কৃত সংলাপে দীর্ঘ সমাসের অস্তিত্ব সেই কথাই প্রমাণিত করে।

আর একটি ত্রুটিও লক্ষণীয়। কোনো কোনো অংশে নাটকীয় গতি দীর্ঘ সংলাপের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার কোথাও কোথাও নাটকীয় আগ্রহ ব্যাহত করেছে। তবু এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে চরিত্র-চিত্রণে ভট্টনারায়ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আতিশয্যদোষ শিল্পীর পক্ষে একটি প্রধান বাধা। এই আতিশয্যের ফলে করুণরস ক্লান্তিজনক হয়ে পড়েছে, ভয়ানক রসও একটু যেন মাত্রাতিরিক্ত।

কাহিনী

প্রথম অংক

কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য বাসুদেব স্বয়ং দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শুনে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে সহদেব তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। যুধিষ্ঠিরের আদেশ ছিল যুদ্ধ না করার, ভীম সে আদেশ উপেক্ষা ক'রে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অস্ত্রাগারের উদ্দেশে যাত্রা করলেও অতিরিক্ত যুদ্ধোন্মাদনার জন্য ভুলবশত দ্রৌপদীর মহলে উপস্থিত হন। সেখানে কথায় কথায় ভানুমতী দ্রৌপদীকে যে বিদ্রূপ করেছিলেন তা ভীমকে শুনিয়ে দিলেন দ্রৌপদী, আগুনে পড়ল ঘৃতাহুতি; ভীম আরও ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, 'শোনো, আমার অভিপ্রায় গদার প্রচণ্ড আঘাতে দুর্যোধনের উরু আমি ভাঙব নিশ্চয়।' এই সময় কঞ্চুকী এসে কৃষ্ণদৌত্যের ব্যর্থতার সংবাদ দিল; সেই সংবাদে ভীম অধৈর্য হয়ে কৌরবদের নিন্দা ক'রে দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় অংক

ভানুমতী অশুভ স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়ে সখীদের কাছে স্বপ্নের কথা বলছেন, 'সখী শোনো, আমি প্রমোদ বনে বসে আছি এই সময় খুব সুন্দর এক নকুল একশো সাপকে মেরে ফেলল, তখন ঐ সুন্দর নকুলকে দেখে আমার মন চঞ্চল হলো; তখনি আমি সেখান থেকে উঠে লতামণ্ডপে চলে গেলাম। তারপর প্রভাতের মঙ্গল বাদ্যধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য যাত্রা ক'রেও ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছায় অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হ'তে গিয়ে ভানুমতীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনতে পেলেন। ভানুমতীর মুখে উচ্চারিত 'অতি সুন্দরাকৃতি নকুল' এই অংশটিই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। শুনে তিনি মনে করলেন পাপিষ্ঠা নিশ্চয় মাদ্রীপুত্র নকুলের প্রতি আসক্তা, সুতরাং নকুলকে অবশ্যই হত্যা করব, প্রথমে ভানুমতীকে হত্যা করি—এই রূপ চিন্তা ক'রে অগ্রসর হ'তেই তিনি শুনলেন ভানুমতী বলছেন, 'তখন আমি জেগে গেলাম'। ভানুমতীর এই কথা শুনে তিনি বুঝলেন, এ স্বপ্নবৃত্তান্ত। উপস্থিত হলেন ভানুমতীর কাছে, অনুভব করলেন সান্নিধ্যসুখ। কিন্তু বাধা পড়ল, কঞ্চুকী এসে সংবাদ দিল, 'প্রবল ঝড়ে রথের ধ্বজা ভেঙে গেছে'। এ অত্যন্ত অমঙ্গলের চিহ্ন; দুর্যোধন আদেশ দিলেন, 'রাজপুরোহিতকে বলো এই অমঙ্গলের শান্তি করতে'। এদিকে যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হওয়ায় অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন 'সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই জয়দ্রথকে হত্যা করব, নয়ত নিজের প্রাণ বিসর্জন দেব'। এই প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথের মাতা এবং পত্নী দুঃশলা দুর্যোধনের কাছে চলে এসেছেন জয়দ্রথের প্রাণ রক্ষার জন্য; দুর্যোধন তাদের অভয় দিয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন।

তৃতীয় অংক

এই অঙ্কে আছে জয়দ্রথ প্রভৃতির বধের বর্ণনা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কর্ণ প্রভৃতি যখন পালাচ্ছিলেন, অশ্বত্থামা জানতেন না তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাই তিনি কর্ণ

প্রভৃতিকে ফেরাবার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় অশ্বসেন (দ্রোণের সারথি) এসে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু সংবাদ দিল। অশ্বত্থামা শোকে অধীর হয়ে অস্ত্রত্যাগ করলেন; পরে কৃপাচার্যের ইচ্ছায় অস্ত্রগ্রহণ করলেন।

চতুর্থ অংক

অস্ত্র প্রহারে দুর্যোধন জ্ঞান হারালে সারথি তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে সারথির মুখে দুঃশাসনের মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখ করছিলেন, সেই সময় কর্ণের ভৃত্য এসে কর্ণ ও বৃষসেনের মৃত্যু সংবাদ দিল।

পঞ্চম অংক

সঞ্জয়ের সঙ্গে একই রথে এলেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, বহু উপদেশ দিলেন যুদ্ধ বন্ধ ক'রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করতে, দুর্যোধন সব শুনেও চাইলেন যুদ্ধেরই অনুমতি। এদিকে ভীম ও অর্জুন দুর্যোধনকে খুঁজতে খুঁজতে এসে গেলেন সেখানেই। শুরু হয়ে গেল বাক্‌যুদ্ধ, যুধিষ্ঠির এসে ভীম ও অর্জুনকে সরিয়ে দিলেন। সেনাপতি হবার ইচ্ছায় অশ্বত্থামা উপস্থিত, পাণ্ডবদের বধ করতেই হবে এই তাঁর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু দুর্যোধনের কটু কথায় তিনি ফিরে গেলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে আবার আনতে পাঠালেন সঞ্জয়কে।

ষষ্ঠ অংক

ভীমের দারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে দুর্যোধন গেলেন অন্তরালে; চারদিকে গুপ্তচর পাঠানো হলো খুঁজতে, অচেনা এক লোকের কথায় কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন এক দীঘির কাছে দিয়ে দেখতে পেলেন দুর্যোধনের পায়ের চিহ্ন। দুর্যোধন কই? তিনি লুকিয়ে ছিলেন জলের মধ্যে। পাওয়া গেল তাঁকে। দুর্যোধনের বন্ধু রাক্ষস ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরকে জানালো—গদাযুদ্ধে ভীম-অর্জুন দুজনেই মারা গেছেন, কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গেছেন। শোকগ্রস্ত যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী আগুনে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত সেই সময় ভীম এলেন দুর্যোধনের রক্তে রক্তাক্ত দুই হাতে দ্রৌপদীর কেশ বন্ধনের জন্য।

সুভাষিত

১. কালানুরূপং প্রতিবিধাতব্যম্। (৫ম অঙ্ক)
সময়োপযোগী প্রতিবিধান করা কর্তব্য।

২. ফলন্তি কাকতালীয়ং তেভ্যঃ প্রাজ্ঞো ন বিভ্যতি। (২য় অঙ্ক)
দুর্ঘটনা কাকতালীয়ের মতোই, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাতে ভীত হয় না।

৩. দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। (৩য় অঙ্ক)
কোনো বংশে জন্ম দৈবাধীন হলেও পৌরুষ নিজের আয়ত্তে।

৪. ন ঘটস্য কূপপাতে রজ্জুরপি তত্র প্রক্ষেপ্তব্যা। (৫ম অঙ্ক)
কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে ঘট যদি কুয়োতে পড়ে যায় সে জন্য দড়িটা কেউ কুয়োতে ফেলে না।

৫. পুণ্যবন্তোহি দুঃখভাজো ভবন্তি। (৪র্থ অংক)
পুণ্যবান ব্যক্তিই দুঃখভাগী হয়।

৬. প্রকৃতিদুস্ত্যজা। (৩য় অংক)
স্বভাব পরিত্যাগ করা কঠিন।

৭. বক্তুং সুকরমিদং দুষ্করোহধ্যবসিতুম্। (৩য় অংক)
বলা যত সহজ আচরণ তত সহজ নয়।

৮. স এব স্নিগ্ধোজনঃ যঃ পৃষ্টঃ পরুষমপি হিতং বদতি। (২য় অংক)
সেই-তো প্রিয়জন, জিজ্ঞাসা করলে যে অপ্রিয় হলেও হিতকথা বলে।

কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

সূত্রধার	—	নাটক পরিচালক	
পারিপার্শ্বিক	—	সূত্রধারের সহায়ক	
জয়ন্ধর	—	পাণ্ডব পক্ষের কঞ্চুকী	
শ্রীকৃষ্ণ	—	বাসুদেব	
যুধিষ্ঠির	—	পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	কুন্তীপুত্র
ভীম	—	মধ্যম ভ্রাতা	কুন্তীপুত্র
অর্জুন	—	তৃতীয় ভ্রাতা	কুন্তীপুত্র
নকুল	—	চতুর্থ ভ্রাতা	মাদ্রীপুত্র
সহদেব	—	পঞ্চম ভ্রাতা	মাদ্রীপুত্র
বিনয়ন্ধর	—	কৌরব কঞ্চুকী	
দুর্যোধন	—	কৌরবরাজ	
রুধিরপ্রিয়	—	পাণ্ডবপক্ষীয় রাক্ষস	
অশ্বত্থামা	—	দ্রোণের পুত্র	
অশ্বসেন	—	দ্রোণের সারথি	
কৃপাচার্য	—	দ্রোণের শ্যালক	
কর্ণ	—	রাধার পুত্র (দুর্যোধনের সখা)	
জয়দ্রথ	—	দুর্যোধনের ভগিনীপতি	
সুন্দরক	—	কর্ণের ভৃত্য	
ধৃতরাষ্ট্র	—	দুর্যোধনের পিতা	
সঞ্জয়	—	ধৃতরাষ্ট্রের পরিচারক	
পুরুষ (বুধক)	—	যুধিষ্ঠিরের বার্তাবহ	
পাঞ্চালক	—	বার্তাবাহী	
রাক্ষস (চার্বাক)	—	ঐ সারথি	

স্ত্রী চরিত্র

দ্রৌপদী	পাণ্ডব পত্নী	জয়দ্রথ মাতা	
বুদ্ধিমতিক, চেটী	দ্রৌপদীর দাসী	বসাগন্ধা	পাণ্ডবপক্ষপাতিনী রাক্ষসী
		হিড়িম্বা	ভীমপত্নী রাক্ষসী
ভানুমতী	দুর্যোধনের স্ত্রী	গান্ধারী	দুর্যোধন জননী
সুবদনা	ভানুমতীর সহচরী	কুন্তী	যুধিষ্ঠির জননী
তরলিকা	ঐ দাসী	প্রতিহারী	কুরুরাজ দ্বাররক্ষিকা
দুঃশলা	দুর্যোধন ভগিনী	বহঙ্গিকা	কৌরব পক্ষের দাসী

বেণীসংহার

প্রথম অংক

নান্দী—যে কুসুমাঞ্জলির উপর পতনোন্মুখ ভ্রমরগণকে হস্তদ্বারা নিষেধ করলেও অঞ্জলিস্থ পুষ্পের মধু আলোড়ন করছে, চন্দ্র কিরণে অভ্যন্তর বিচ্ছুরিত হওয়াতেই যেন মুকুলগুলি বিকশিত হয়েছে, সেই কুসুমাঞ্জলি শ্রীহরির চরণে সমর্পিত হলো। এই অঞ্জলি যেন দর্শকদের নয়নের আনন্দ বৃদ্ধি করে। ১ ॥

যমুনার তীরে রাস; কেলিকোপে কুপিতা রাধা রাসলীলায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে অশ্রু ত্যাগ করতে করতে চলেছেন, কৃষ্ণও তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন কিন্তু রাধার চরণচিহ্ন নিজচরণ পতিত হওয়ায় শরীর রোমাঞ্চিত হলো, তিনি রাধিকাকে অনুনয় করাতে প্রসন্ন হয়ে রাধিকা কৃষ্ণের দিকে ফিরলেন। কৃষ্ণের সার্থক এই অনুনয় তোমাদের সাফল্য বিধান করুক। ২ ॥

ময়দানবনির্মিত ত্রিপুরভবন দগ্ধ করতে ধূর্জটির যে প্রলয়ঙ্কর মূর্তি, দেবী ভবানী সানুরাগে, অসুর রমণীগণ ভয়ে ও উদ্বেগে, বিষয়ে অনাসক্তি হেতু পরমাত্মদর্শী সিদ্ধসাধকগণ করুণভাবে, বিষ্ণু ঈষৎ হাস্যসহ, দৈত্যবীরগণ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক ভয়চকিত রমণীগণকে শান্ত করে সগর্বে, এবং দেবগণ সানন্দে দর্শন করেছিলেন সেই শঙ্কর তোমাদের রক্ষা করুন। ৩ ॥

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধার—অধিক বিস্তারের কী প্রয়োজন? শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করা যায় এমন ভারতামৃত যিনি সৃষ্টি করেছেন, বিষয়ে অনাসক্ত-নিষ্পাপ সেই দ্বৈপায়ন-(ব্যাসদেব)কে বন্দনা করি। ৪ ॥ (চারিদিক দেখে) সভায় উপস্থিত সভ্যদের জানাচ্ছি যে এখন এই দৃশ্যকাব্য দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলির মতো আপনাদের কাছে কাছে উপস্থিত করছি। ভ্রমর যেমন বিন্দুমাত্র হলেও মধুই গ্রহণ করে আপনারাও তেমন এর গুণেই গ্রহণ করবেন। ৫ ॥ আমরা এই কবিশ্রেষ্ঠ ভট্টনারায়ণের নতুন নাটক বেণীসংহার অভিনয় করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। সে-বিষয়ে কবির পরিশ্রমের অনুরোধেই হোক অথবা কথাবস্তুর শ্রেষ্ঠতার জন্যই হোক অথবা নতুন নাটক দেখার কৌতুহলের জন্যই হোক উপস্থিত সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(নেপথ্যে)—মহাশয়! তাড়াতাড়ি করুন, আর্যবিদুরের আদেশে রাজপুরুষেরা নটদের আদেশ করছেন যথাযথভাবে বাদ্য বাদন আরম্ভ করতে। কারণ দেবকীপুত্র চক্রপাণি (শ্রীকৃষ্ণ ভরতকুলের হিতকামনায় স্বয়ং দৌত্য স্বীকার ক'রে পরাশর পুত্র (ব্যাস) নারদ তুম্বুরু ও পরশুরামের সঙ্গে দুর্যোধনের শিবিরে আজ আসছেন, তাঁর প্রবেশসময় উপস্থিত।

সূত্রধার—(শুনে সানন্দে) কী আশ্চর্য! জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী কংসারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কুরু-পাণ্ডবের সমরানল নির্বাপিত করতে সন্ধির অভিপ্রায়ে দৌত্য করতে এসে ভরতকুল ও সমস্ত রাজন্যবর্গকে অনুগৃহীত করলেন। (নেপথ্যে) এখনও কেন নটদের সঙ্গে সঙ্গীত আরম্ভ কর নাই?

সূত্রধার—বেশ আরম্ভ করি তবে, কিন্তু গানের বিষয় কী হবে ?

নেপথ্যে—কেন ? এই চন্দ্রতাপ, নক্ষত্র, সূর্যাদিগ্রহ, ক্রৌঞ্চ-কলহংস, সপ্তপর্ণ, রক্তপদ্ম, কাশফুলের পরাগে শুভ্র আকাশ, সুস্বাদু জলপূর্ণ জলাশয় প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ শরৎকালকে অবলম্বন করে গান করো। এই শরৎকালেই সময়ের উন্মাদনায় হংসগণ সুন্দর পক্ষ বিস্তারে দিকসকল উদ্ভাসিত করে মধুর ধ্বনি করতে করতে ভূমিতে নেমে আসছে (পক্ষে, এই শরৎকালের মধ্যেই প্রবল প্রতিপক্ষ সম্পন্ন কঠোরভাষী গর্বোদ্ধত জয়াভিলাষী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যমের ইচ্ছায় ভূতলশায়ী হবে)। ৬।

পারিপার্শ্বিক—(প্রবেশ করে) কর্তা, এমন কথা বলবেন না, কোনো অমঙ্গল যেন না হয়।

সূত্রধার—(একটু হেসে) মারিষ শরৎকাল বর্ণনা প্রসঙ্গে হাঁস বলতে ধার্তরাষ্ট্র বলা হচ্ছে।

পারিপার্শ্বিক—কী জানি, বলতে পারি না। কিন্তু আপনার এই বচনের অমঙ্গল-সূচনায় বলতে কি বুক আমার যেন কেঁপে উঠল।

সূত্রধার—মারিষ[২]। স্বয়ং নারায়ণ দৌত্যকার্য করতে এসে সমস্ত অমঙ্গল দূর করেছেন। শত্রুরা শান্ত হওয়ায় বৈরবহ্নি নির্বাপিত। সুতরাং পাণ্ডবগণ মাধবের সঙ্গে আনন্দে বাস করুন এবং যুদ্ধনিবৃত্ত হওয়ায় অনুরক্ত জনগণ ও ভৃত্য এবং বাহনাদিসহ কৌরবগণ নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। ৭। (নেপথ্যে তিরস্কার সহ) আঃ! পাপ দুষ্টাশয়, বৃথা অমঙ্গলসূচক নটাধম! জতুগৃহদাহ, কৌরবগণ নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। (নেপথ্যে তিরস্কার সহ) আঃ! পাপ, দুষ্টাশয়, বৃথা অমঙ্গলসূচক নরাধম! জতুগৃহ, বিষমিশ্রিত অন্নদান ও সভার ছলনাময় দ্যূতক্রীড়ায় ধনে-প্রাণে যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে এবং পাণ্ডববধূর বস্ত্র ও কেশ আকর্ষণ করেছে যে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র, তারা থাকবে শান্তিতে, আমি জীবিত থাকতে ? ৮।

(সূত্রধার এবং পারিপার্শ্বিক শুনতে পেল)

পারিপার্শ্বিক—কর্তা, এটা কোত্থেকে ?

সূত্রধার—(পিছনে দেখে) আরে এ কী ? এই যে, সহদেবের সঙ্গে ভীমসেন! বাসুদেব এসেছেন কুরুপাণ্ডবদের সন্ধির জন্য, ভীমের তাতে মত নেই। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বিস্তৃত ললাটে ভ্রূকুটিসহ দৃষ্টিপাতে আমাদের সকলকে গ্রাস করবার জন্যই যেন এদিকে আসছেন, অতএব এঁর সামনে থাকা উচিত হবে না। (উভয়ের প্রস্থান)

(তারপর সহদেবের সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভীমের প্রবেশ)

ভীম—আঃ! (পাপ ইত্যাদির পুনরুক্তি)।

সহদেব—(অনুনয়ের সঙ্গে) আর্য! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, এই নটের কথা আমাদেরই অনুকূল, দেখুন—"শত্রুজয় ক'রে বৈরবহ্নি নির্বাপিত করে পাণ্ডবেরা মাধবের সঙ্গে সুখে বাস করুন, আর কৌরবেরা স্বজন সহ ক্ষত-বিক্ষতদেহে ধরাতল শোণিত রঞ্জিত করে মৃত্যুবরণ করুক।

ভীম—(তিরস্কারের সহিত) না—না কৌরবদের অমঙ্গল চিন্তা ? তোমরা করতেই পার না, সেই কৌরব ভ্রাতৃগণ তোমাদেরই সন্ধির যোগ্য।

সহদেব—(সক্রোধে) আর্য ! যদি রাজা নিষেধ না করতেন, তা হলে আপনার কোন্‌ অনুজ সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ক্ষমা করতেন, যারা পদে পদে শত্রুতা করেছে ? ৯ ॥

ভীম—(সরোষে) যদি তাই হয়, তবে আজ থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে পৃথক। দেখো—আশৈশব আমার সঙ্গে কৌরবদের যে শত্রুতা ক্রমে বর্ধিত হয়েছে, তার কারণ মহারাজ ন'ন, নয় কিরীটী, তোমরাও নও ; সুতরাং সন্ধি যদি হয় জরাসন্ধের বক্ষের[৩] মতো তা ক্রুদ্ধ ভীম ভেঙে ফেলছে, যদি পার তোমরা জোড়া লাগাও। ১০ ॥

সহদেব—(সানুনয়ে) আর্য ! আপনার এই অতি ক্রোধে রাজা ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

ভীম—(সহাস্যে) কী ! আর্য ক্ষুব্ধ হবেন আমার প্রতি ? ক্ষোভ কী তা কি আর্য জানেন ? (সরোষে) রাজসভার মধ্যে পাঞ্চালনন্দিনীকে সেই অবস্থায় দেখে, বল্কলধারণ ক'রে ব্যাধসহ দীর্ঘ বনবাসে, বিরাটভবনে নৃপগর্হিত কার্য[৪] ক'রে ও গুপ্তস্থানে থেকেও যার খেদ হয় নি, আজ আমি দুঃখিত হলেও কৌরবদের প্রতিকূল আচরণ আর্য করবেন না। ১১ ॥ তা হলে, সহদেব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, এবং দীর্ঘকালাবধি-প্রবৃদ্ধ ক্রোধ-উদ্দীপিত ভীমের কথা অনুসারে রাজাকে বলো।

সহদেব—আর্য ! কী বলব ?

ভীম—এই রকম বলবে "আমি আপনার শাসন না মানার পাপে লিপ্ত হলাম এটা সত্য এও সত্য, আপনার কনিষ্ঠদের মধ্যে প্রচারিত হলো আমার নিন্দা। এখন কৌরবদের ধ্বংস করতে গিয়ে ক্রোধে উত্থাপিত গদা তাদের রক্তে রঞ্জিত করার আজ একটি মাত্র দিনের জন্য আপনি আমার গুরু নন, আমিও আপনার আদেশ পালনে বাধ্য নই"। ১২ ॥

(গর্বের সঙ্গে চলতে লাগলেন)

সহদেব—(অনুগমনপূর্বক স্বগত) এ কী ? আর্য পাঞ্চালীর ঘরে প্রবেশ করছেন কেন ? তাই হোক, আমি এখানেই অপেক্ষা করি (উপবেশন করলেন)।

ভীম—(ফিরে দেখে) সহদেব তুমি যাও, গুরুর অনুবর্তী হও, আমিও অস্ত্রাগারে প্রবেশ ক'রে অস্ত্র সংগ্রহ করি।

সহদেব—আর্য ! এতো অস্ত্রাগার নয়, পাঞ্চালীর গৃহ।

ভীম - (সতর্কভাবে) তাই তো, অস্ত্রাগার তো নয় পাঞ্চালীরই গৃহ, (চিন্তা ক'রে সানন্দে) পাঞ্চালীর সঙ্গেই আলোচনা প্রয়োজন। (সস্নেহে সহদেবের হাত ধরে) বৎস তুমি এসো। আর্য কুরুদের সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে আমাদেরকে দিচ্ছেন, তুমিও দেখো।

সহদেব—আর্যের যেমন আদেশ।

সক্রোধে ভূমিতেই বসলেন)

সহদেব—(সম্ভ্রমের সঙ্গে) আর্য ! এই আসন পাতা[৮] আছে এতে বসে মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণার আগমনের অপেক্ষা করুন।

ভীম—(বসে স্মরণ ক'রে) বৎস ! "কৃষ্ণাগমন" কথায় মনে হলো, আচ্ছা, ভগবান্‌ কৃষ্ণকে কোন্‌ পণে সন্ধি করবার জন্য দুর্যোধনের কাছে পাঠানো হয়েছে ?

সহদেব—আর্য পাঁচটি গ্রামের দ্বারা।

ভীম—(দুই হাতে কান ঢেকে) হায়! হায়! অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রভাব এত ক্ষীণ হয়েছে? এতে ক'রে সত্যি কথা বলতে কি আমার বুক কাঁপছে। (ফিরে বসে) বৎস! কেন তুমি একথা বল নি, আমি ভীম একথা শুনিও নি। এই ভূপতির যে দুর্জয় ক্ষাত্রপ্রতাপ ছিল, মনে হয় পাশাখেলায় তাও হারিয়েছেন। ১৩।

(নেপথ্যে) মহারানী! স্থির হোন, স্থির হোন।

সহদেব—(শূন্যে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে স্বগত) এই যে যাজ্ঞসেনী অনবরত উপচে-ওঠা চোখের জলে নিরুদ্ধ দৃষ্টিতে আর্যের দিকেই আসছেন, ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে উঠল। বিদ্যুৎশিখার মতো যে ক্ষাত্রতেজ ক্রুদ্ধ আর্যের মধ্যে আজ সঞ্চিত হয়েছে, বর্ষাকালের মতো কৃষ্ণা তা নিশ্চয় বাড়িয়ে তুলবে। ১৪।

(তারপর দ্রৌপদী ও চেটীর প্রবেশ, দ্রৌপদী সবাষ্প নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন)

চেটী—মহারানী! স্থির হোন, কৌরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ভীমসেন আপনার দুঃখ দূর করবেন!

দ্রৌপদী—ওলো বুদ্ধিমতিকে! তা হ'তে পারে যদি মহারাজ প্রতিকূল না হন। নাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন ছটফট করছে। নাথের বাসভবন দেখাও।

চেটী—(দেখে) এই তো কুমার রয়েছেন, আসুন, আসুন মহারানী।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দ্রৌপদী—ওলো তাই করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

চেটী—কুমারের জয় হোক।

ভীম—(না শুনে সক্রোধে 'দুর্জয় ক্ষাত্রতেজ' ইত্যাদি পুনরায় উচ্চারণ করলেন।)

চেটী—(দ্রৌপদীর কাছে এসে) মহারানী, আপনাকে একটা প্রিয়সংবাদ বলি, কুমারকে যেন ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে।

দ্রৌপদী—ওরে! তাই যদি হয়, তবে আমার প্রতি এই উদাসীনভাবও আমাকে আশা দিচ্ছে, তা হলে এখানে থেকে ওর মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করি।

(উভয়ে তা করলেন)

ভীম—(সক্রোধে সহদেবকে লক্ষ্য করে) কী বললে? পাঁচটি গ্রাম দিয়ে সন্ধি? যুদ্ধে শত কৌরবকে কোপবশে ধ্বংস করব না? করব না দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান? দুর্যোধনের উরুভঙ্গ তাও কি অপূর্ণ থাকবে? তোমাদের রাজা পণ দিয়ে সন্ধি করেন যদি করুন। ১৫।

দ্রৌপদী—(সানন্দে জনান্তিকে) নাথ! এমন কথা আগে তো কখনও শুনি নি। আবার বলুন।

ভীম—সহদেব! দেখো (যুদ্ধে শত কৌরব ইত্যাদি পুনঃপাঠ)

সহদেব—আর্য! মহারাজের আদেশের মর্মার্থ কি আপনি গ্রহণ করেন নি?

ভীম—মর্মার্থটি কী?

সহদেব—মহারাজের আদেশ এই রকম।

ভীম—কার প্রতি ?

সহদেব—দুর্যোধনের প্রতি।

ভীম—কী রকম ?

সহদেব—ইন্দ্রপ্রস্থ[৫], বৃকপ্রস্থ[৬], জয়ন্ত[৭], বারণাবত[৮]—এই চারটি, আর যে-কোনো একটি গ্রাম আমাকে দাও। ১৬॥

ভীম—তাতে কী হলো ?

সহদেব—তাতে মনে হয় চারটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে এবং পঞ্চমটির নাম উল্লেখ না করে বিষান্নভোজন, জতুগৃহদাহ, দ্যূতসভা প্রভৃতি অপকারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভীম—(সগর্বে) বৎস ! এই স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় কী ফল হবে ?

সহদেব—আর্য ! এতে ধর্মরাজ স্বগোত্রক্ষয়ে আতঙ্কিত একথা জনসাধারণ জানবে এবং কুরুরাজও যে সন্ধি করলেন না তাও সকলকে দেখান যাবে।

ভীম—মূর্খ ! এ সমস্তই অনর্থক। কারণ, এখান থেকে বনে যাবার সময় যখন আমরা সকলে কুরুকুল ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তখনই তো প্রকারান্তরে বলা হয়েছিল যে কুরুদের সঙ্গে সন্ধি অসম্ভব। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস এও কি লোকে লজ্জাকর হবে ?

ওরে মূর্খ ! ক্রোধবশে লোকে শত্রুবংশ ধ্বংস করা তোমাদের লজ্জার কারণ হলো, কিন্তু রাজসভার মধ্যে শত্রুরা যখন রাজমহিষীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন তোমাদের এ লজ্জা ছিল কোথায় ? ১৭ ॥

দ্রৌপদী—(জনান্তিকে) নাথ ! এতে এদের লজ্জা হয় না, আপনি কিন্তু ভুলবেন না।

ভীম—(স্মরণ করে) বৎস ! পাঞ্চালী এত দেরি করছেন কেন ?

সহদেব—আর্য ! তিনি তো অনেকক্ষণ এসেছেন, কিন্তু ক্রোধবশে আপনি দেখতে পান নি।

ভীম—(দেখে সস্নেহে) দেবি। তুমি যে এসেছ তা আমি ক্রোধবশে লক্ষ্য করতে পারি নি, তুমি রাগ কোরো না।

দ্রৌপদী - আর্যপুত্র ! তুমি উদাসীন হলেই আমার দুঃখ হয়, কিন্তু তুমি ক্রুদ্ধ হলে নয়।

ভীম—যদি তাই হয় তবে তুমি নিজেকে বিজয়িনী মনে করতে পার।

(হাত ধরে পাশে বসিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে) তোমাকে যেন উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে।

দ্রৌপদী—নাথ ! তোমার কাছে থাকলে আর উদ্বেগের কারণ কী ?

ভীম—কিছু বলছ না তো (কেশের দিকে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে) আর বলবেই বা কী ? পাণ্ডুপুত্রগণ জীবিত, তাঁরা আছেন নিকটেই, বিদেশে নয় তবুও পাঞ্চাল রাজনন্দিনী এই দুর্দশা বহন করছে ! ১৮ ॥

দ্রৌপদী—বুদ্ধিমতিকে ! তুমি প্রভুকে বলো, তিনি ভিন্ন কে আমার অপমানে দুঃখিত হবেন !

চেটী—যে আজ্ঞে। (ভীমের নিকটে এসে জোড়হাতে)

শুনুন কুমার ! আজ রাজমহিষীর এ ছাড়াও অধিক উদ্বেগের কারণ ঘটেছে।

ভীম—কী বলছ ? এর চেয়েও বেশি ? বুদ্ধিমতিকে ! শীঘ্র উৎকণ্ঠার কারণ বলো। আমি কুরুবংশের দাবাগ্নির ধূমশিখা স্বরূপ স্রস্তবেণী কৃষ্ণাকে স্পর্শ ক'রে কে এই দাবানলে পতঙ্গের দশা পেতে চাইছে। ১৯ ॥

চেটী—শুনুন কুমার ! আজ দেবী রাজমাতা ও সুভদ্রা প্রভৃতি সপত্নী সহ আর্যা গান্ধারীর পদ-বন্দনা করতে গিয়েছিলেন।

ভীম—সমুচিত কার্য, যেহেতু গুরুজন বন্দনীয় ; তারপর, তারপর ?

চেটী—যখন ফিরে আসছিলেন তখন ভানুমতীর সঙ্গে দেখা।

ভীম—(সরোষে) আঃ আঃ শত্রু-স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ? দেবীর ক্রোধের স্থানই বটে। তারপর, তারপর ?

চেটী—তারপর ভানুমতী দেবীকে দেখে সখীর দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললেন—

ভীম—কেবল দেখা নয়, কথাও, উঃ কী করি, তারপর ?

চেটী—তিনি (ভানুমতী) বললেন, 'অয়ি যাজ্ঞসেনি ! শুনেছি পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করা হয়েছে তবে কেন এখনও চুল বাঁধা হয় নি ?'

ভীম—সহদেব শুনলে ?

সহদেব—আর্য ! এতে বলার কী আছে। তিনি তো দুর্যোধনেরই স্ত্রী। দেখুন—নিরন্তর পতিসাহচর্যের ফলে স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তি স্বামীর মতোই হয়। যেমন মিষ্টস্বাদ-লতা বিষবৃক্ষাশ্রয়ী হলে মূর্ছার কারণ হয়। ২০ ॥

ভীম—বুদ্ধিমতিকে। তাতে দেবী কী বললেন ?

চেটী—কুমার ! দেবীর সঙ্গে পরিজন না থাকলে তিনিই বলতেন।

ভীম—তুমি কী বলেছ ?

চেটী—কুমার ! আমি বললাম, 'অয়ি[৯] ভানুমতী ! তোমাদের কেশ বাঁধা থাকতে আমাদের দেবী কেশ[১০] বাঁধবেন কী করে ?

ভীম—(সন্তুষ্ট হয়ে) সাধু, বুদ্ধিমতিকে সাধু, আমাদের পরিজনের মতোই তুমি বলেছ। (নিজ অলঙ্কার বুদ্ধিমতিকে দিলেন, অস্থিরভাবে আসন হতে উঠে) পাঞ্চালি ! দুঃখ কোরো না, অচিরেই যা করব তা শোনো—এই চঞ্চল বাহুদ্বারা ঘূর্ণায়মান প্রচণ্ড গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভেঙে, তার গাঢ় তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হাত দিয়ে ভীমসেন তোমার বেণী বেঁধে দেবে। ২১ ॥

দ্রৌপদী—প্রভু ! আপনি ক্রুদ্ধ হলে আপনার অসাধ্য কিছুই নয়। আপনার ভাইয়েরা যেন সর্বান্তঃকরণে এই উদ্যোগ সমর্থন করেন।

সহদেব আমরা অনুমোদন করি।

(নেপথ্যে অত্যন্ত কলরব, বিস্মিত হয়ে সকলে শুনতে লাগল)

ভীম—মন্থন-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলরাশি মন্দরপর্বতের গুহা প্লাবিত করেছিল—সেই পর্বতের ধ্বনির মতো গম্ভীর আমাদের সিংহনাদের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দুন্দুভি কারা বাজাচ্ছে ? বাদনদণ্ডের দ্বারা তাড়িত হয়ে ঐ ধ্বনি গর্জনশীল প্রলয়-মেঘের পরস্পর সংঘর্ষের ন্যায় তীব্র ! ঐ ধ্বনি পাঞ্চালীর ক্রোধের প্রথম বার্তাবাহক এবং দুর্যোধন প্রভৃতির বিনাশের উৎসাহসূচক ঝটিকার মতোই ভয়ঙ্কর ! ২২ ॥

(ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে)

কঞ্চুকী—কুমার! এই যে ভগবান্‌ বাসুদেব—

(সকলে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন)

ভীম—(সসম্ভ্রমে) কোথায়, কোথায় ভগবান্‌?

কঞ্চুকী—পাণ্ডব-পক্ষপাতী ব'লে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন তাঁকে বন্দী করতে গিয়েছিল।

(সকলে বিস্ময়ের অভিনয় করলেন)

ভীম—তিনি কি বন্দী হয়েছেন?

কঞ্চুকী—না, না, বন্দী করার চেষ্টা হয়েছিল।

ভীম—ভগবান্‌ কী করলেন?

কঞ্চুকী—তখন ভগবান্‌ বিশ্বরূপ দেখালেন, সেই তেজঃপুঞ্জ দর্শনে কুরুকুল মূর্ছিত হলে, তিনি আমাদের শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন, অবিলম্বে কুমারকে দেখতে চাইছেন।

ভীম—(উপহাসসহ) দুরাত্মা দুর্যোধন কি ভগবানকেও বন্ধন করতে চায়! (আকাশের দিকে তাকিয়ে) রে দুরাত্মা কুরুবংশকলঙ্ক! তুই ভগবানেরও মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিস্‌ এখন কুরুবংশ বিনাশে পাণ্ডবের ক্রোধ তো নিমিত্ত মাত্র।

সহদেব—আর্য! এই দুরাত্মা দুর্যোধন ভগবান্‌ বাসুদেবের স্বরূপ কি জানে না?

ভীম—বৎস! মূর্খ এই দুরাত্মা কীভাবে জানবে? দেখো, যাঁরা পরমাত্মাতে নিমগ্ন থাকেন, নির্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত চিত্ত, জ্ঞানের উন্মেষে তমোগ্রন্থি বিদূরিত সেই সত্যনিষ্ঠ যোগিগণ পারে জ্যোতিতে অবস্থিত পরমপুরুষকে দেখতে পান, অন্ধকারের এই মোহান্ধ ব্যক্তি কেমন করে জানবে সেই সনাতন বসুদেবকে? ২৩। আর্য জয়ন্ধর! মহারাজ এখন কী করছেন?

কঞ্চুকী—আপনি নিজে গিয়ে মহারাজের কার্যকলাপ জানতে পারবেন কুমার!

(প্রস্থান)

(কলরবের পর নেপথ্যে)

ওহে, দ্রুপদ, বিরাট, বৃষ্ণি, অন্ধক, সহদেব প্রভৃতি আমাদের সেনাপতিগণ এবং কৌরব বাহিনীর প্রধান যোদ্ধাগণ আপনারা শুনুন—সত্যপালন[১১] ব্রতভঙ্গভয়ে ভীত যুধিষ্ঠিরের কোপবহ্নি বিশেষ চেষ্টায় প্রায় নিভিয়ে আনা হয়েছিল। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলের মঙ্গল কামনায় যে ক্রোধবহ্নি ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, দ্যূতক্রীড়া স্বরূপ মন্থনদণ্ডসঞ্জাত এবং পাঞ্চালীর কেশ ও বসন আকর্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরের সেই ক্রোধবহ্নি কৌরবারণ্যে যথেচ্ছভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ২৪ ॥

ভীম—(শুনে সহর্ষ ক্রোধে) ছড়িয়ে পড়ুক, ছড়িয়ে পড়ুক, অপ্রতিহতভাবে প্রসারিত হোক আর্যের ক্রোধবহ্নি।

(পুনঃ নেপথ্যে কলরব)

দ্রৌপদী—(বিস্ময়ে) হে নাথ! এখন কেন প্রলয়কালীন মেঘের মতো তীব্র রণদামামা বাজছে?

ভীম—দেবি, আর কী হবে, যজ্ঞ আরম্ভ হচ্ছে।

দ্রৌপদী—কী এ যজ্ঞ?

ভীম—রণযজ্ঞ ! দেখো না, আমরা চারজন হোতা, ভগবান্ বাসুদেব কর্মের উপদেষ্টা; রাজা যুধিষ্ঠির রণযজ্ঞে ব্রতী, রাজপত্নী ব্রতধারিণী, কুরুকুল যজ্ঞের পশু, যজ্ঞের ফল—প্রিয়ার অপমানের শান্তি। তাই নৃপসমূহকে নিমন্ত্রণের জন্য যশপ্রখ্যাপক এই বাদ্য পাণ্ডবের যশই প্রচার করছে। ২৫ ॥

সহদেব—আর্য ! সম্প্রতি আমরা গুরুজনের আদেশ-অনুসারে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কাজের জন্য প্রস্তুত হই।

ভীম—বৎস ! আমরা সবাই আর্যের আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। (উঠে) দেবি ! তবে আমরা এখন কুরুবংশের ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হই।

দ্রৌপদী—(অশ্রু সংবরণ ক'রে) প্রিয়তম ! অসুরযুদ্ধে গমনোন্মুখ হরির[১২] মতো তোমাদের মঙ্গল হোক।

উভয়ে – আপনার মঙ্গলবাণী আমরা গ্রহণ করলাম।

চেটী—দেবী আরও বলছেন, 'হে স্বামিন্ ! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পুনরায় আমাকে আশ্বস্ত ক'রো'।

ভীম—অয়ি পঞ্চালরাজতনয়া, মিথ্যা আশ্বাসে কী প্রয়োজন ? পরাজয়-ক্লান্ত লজ্জায় বিষণ্ণ মুখ এবং কুরুকুল বিনাশ করতে পারে নি এমন অবস্থায় বৃকোদরকে আর দেখতে পাবে না। ২৬ ॥

দ্রৌপদী—নাথ ! যাজ্ঞসেনীর অপমানে ক্রোধানল উদ্দীপিত হওয়ায় শরীরের প্রতি উপেক্ষা ক'রে বিচরণ করবেন না কারণ শুনতে পাই, শত্রুসৈন্যমধ্যে সতর্কভাবে বিচরণ করতে হয়।

ভীম—ওগো সুক্ষত্রিয়ে ! রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে আমরা সমর্থ। দেখো, পরস্পর সংঘর্ষে বিদীর্ণ হস্তিসমূহের রক্ত, মাংস, বক্ষ ও মস্তিষ্ক—কর্দমে ভগ্ন রথের উপরে পা ফেলে চতুরঙ্গ[১৩] বল যেখানে চলে, সভা ক'রে রক্তপানপরায়ণ শৃগালের অমঙ্গল শব্দস্বরূপ মাদলবাদ্যে কবন্ধরা যেখানে নাচে সেই যুদ্ধের প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করতে পাণ্ডুপুত্রগণ সমর্থ। ২৭ ॥ (সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × × ×

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী—মহারাজ দুর্যোধন আদেশ করেছেন, বিনয়ন্ধর ? তুমি শীঘ্র যাও, মাতার চরণ বন্দনা ক'রে দেবী ভানুমতী ফিরেছেন কিনা খোঁজ করে এস, কারণ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে রণাঙ্গনে গিয়ে কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি যেসব ক্ষত্রিয় বীর অভিমন্যুকে বধ করেছে তাদের সসম্মানে অভিনন্দিত করব। সুতরাং আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। হায় ! মহারাজের কী প্রভুত্ব, আমি বৃদ্ধ হলেও অন্তঃপুর ব্যাপারে পদমর্যাদা ঠিকই আছে। আর জরাকে নিন্দাই বা করি কেন ? সমস্ত অন্তঃপুর পরিচারকেরই বেশ-ভূষা, কার্যকলাপ এই রকম। দেখ—চোখ থাকা সত্ত্বেও উপর দিকে তাকাবার অধিকার নেই, শুনেও শুনতে

নেই, ক্ষমতা থাকলেও লাঠি নিয়েই চলতে হবে, তাই লাঠিই অবলম্বন করেছি। পদস্খলনের ভয়ে সর্বত্র সতর্কভাবে চলি, সেবান্ধ জীবিকা যা করেছে জরা তার কিছুই করে নি। ১॥

(অল্প হেঁটে আকাশ দেখে) বিহঙ্গিকে! গুরুজনের পাদবন্দনা ক'রে ভানুমতী কি ফিরেছেন? (শুনে) কী বলছ? আর্য! দেবী ভানুমতী গুরুজনের পাদবন্দনা ক'রে স্বামীর সমরবিজয় কামনায় আজ থেকে ব্রতপালন ক'রে বালোদ্যানে স্থিত দেবগৃহে রয়েছেন। তাহলে ভদ্রে! তোমার কাজে তুমি যাও, আমিও মহারাজকে বলি দেবী সেখানেই আছেন।

(একটু চলে) সাধু পতিব্রতে! স্ত্রীজাতি হয়েও তোমার যে ভাব, মহারাজের তা নেই, কারণ সবল হোক বা দুর্বলই হোক, বাসুদেবের সহায়তায় পাণ্ডুপুত্রেরা আজ শত্রু হয়েছে দেখেও তিনি অন্তঃপুরবিহারসুখ অনুভব করতে চান। (চিন্তা করে) মহারাজের এ আর এক অসঙ্গত কারণ—শস্ত্রগ্রহণ অবধি আজ পর্যন্ত কোনো দিনই যার কুঠার ব্যর্থ হয় নি এমন পরশুরামবিজেতা ভীষ্মকে পাণ্ডুপুত্রগণ শরশয্যায় শায়িত করায় মহারাজের কোনো দুঃখ হয় নি, অথচ অনেক প্রবীণ যোদ্ধাকে পরাজিত করে, পরিশ্রান্ত, নিরস্ত্র অসহায় সেই বালক অভিমন্যু নিহত হওয়ায় ইনি খুশি। ২॥

ভগবান্ আমাদের সর্বদা মঙ্গল করুন। যা হোক, দেবী যে এখানে একথা মহারাজকে জানাই। (প্রস্থান)

(বিষ্কম্ভক)

(আসনে উপবিষ্টা ভানুমতী, সখী ও চেটীর প্রবেশ)

সখী—সখি ভানুমতি। তুমি আত্মাভিমানী মহারাজ দুর্যোধনের স্ত্রী হয়েও কেন স্বপ্ন দেখার বিষয় নিয়ে ইদানীং এই রকম অধৈর্য হয়ে অতিরিক্ত অশান্তি ভোগ করছ।

চেটী—মহারানী! সুবদনা তো ভাল কথাই বলেছে, স্বপ্নে মানুষ কী না বলে।

ভানুমতী—ওগো। সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার এ স্বপ্ন অমঙ্গলদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

সখী—প্রিয়সখি! যদি তাই মনে ক'র তা হ'লে বলো তোমার স্বপ্ন-কাহিনী, যাতে আমরা ধর্মানুষ্ঠান, দেবসঙ্কীর্তন, ব্রাহ্মণ পরিগ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে শান্তিবিধান করতে পারি।

চেটী—ভালই বলেছেন সুবদনা, শোনা যায় দেবতাস্তুতিদ্বারা অশুভ স্বপ্নও শুভ হয়।

ভানুমতী—যদি তাই হয় তা হলে বলি মন দিয়ে শোনো।

সখী—আমরা মন দিয়েছি তুমি বলো প্রিয়সখি।

ভানুমতী—ওগো! ওগো! ভয়ে ভুলেই গেছি, এক মুহূর্ত দাঁড়াও মনে করে বলছি। (চিন্তাকরার অভিনয়)

(দুর্যোধন ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

দুর্যোধন—একটি সুভাষিত[১] আছে—গোপনেই হোক বা সাক্ষাতেই হোক, কম বা বেশি, নিজের দ্বারা বা অন্যের দ্বারা অপকারীর প্রতি অপকার করতে পারলে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়। ৩॥ যেমন আজ দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি সকলে মিলে অভিমন্যুকে বধ করতে পেরেছে তাতে আমার বেশ আনন্দ হয়েছে।

কঞ্চুকী—দেব! আচার্য, কর্ণ বা জয়দ্রথ, অস্ত্রপ্রভাবে কারো পক্ষেই এটা দুঃসাধ্য নয়, এতে প্রশংসার কী আছে?

দুর্যোধন—বিনয়ন্ধর? কী বলছ তুমি। একাকী নিরস্ত্র বালককে অনেকে মিলে হত্যা করেছে, এতে কুরুশ্রেষ্ঠদের কী প্রশংসা? এতে কোনো দোষ নেই মূর্খ, দেখ—শিখণ্ডীকে সামনে রেখে জরাজীর্ণ ভীষ্মকে বধ করায় পাণ্ডবদের যে প্রশংসা আমাদেরও তাই হবে। ৪॥

কঞ্চুকী—(অপ্রতিভ হয়ে) মহারাজ? আমার এ সঙ্কল্প নয়, যেহেতু আপনার পুরুষকারের ব্যর্থতা কখনও দেখি নি, তাই এই রকম নিবেদন করেছিলাম।

দুর্যোধন—ঠিকই বলেছ, ভৃত্য বান্ধব মিত্র পুত্র অনুজসহ দুর্যোধনকে অল্পকালের মধ্যে যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র বধ করবে। ৫॥

কঞ্চুকী—(দুহাতে কান ঢেকে সভয়ে) পাপ শান্ত হোক, অমঙ্গল নষ্ট হোক।

রাজা—বিনয়ন্ধর! কী বললাম আমি?

কঞ্চুকী—'দুর্যোধন নিজ শক্তিতে অচিরেই ভৃত্যবান্ধবাদি সহ পাণ্ডুপুত্রদের যুদ্ধে বিনাশ করবে'—এর বিপরীত কথা বলেছেন আপনি।

রাজা—বিনয়ন্ধর! আজ ভানুমতী আমার সঙ্গে পূর্বের মতো কথাবার্তা না বলেই সকালবেলা বাসভবন থেকে চলে গেছেন; সেজন্য আমার মন বিক্ষিপ্ত, এখন বলো ভানুমতী কোথায়?

কঞ্চুকী—এদিকে, এদিকে আসুন দেব।

(উভয়েই হেঁটে বেড়ালেন)

কঞ্চুকী—(সামনে দেখে ও সুগন্ধ পেয়ে) মহারাজ? দেখুন, দেখুন শিশিরকণার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেফালি ফুলগুলি ঝরে পড়ে কী সুন্দর আস্তরণ সৃষ্টি করেছে। মুগ্ধবধূর গণ্ডদেশের মতো ঈষৎ রক্তবর্ণ লোধ্রপুষ্প শ্যামলতা সৌভাগ্যকে জয় করেছে; বকুল ও কুন্দপুষ্পের সুগন্ধে শীতল প্রভাত-কালরমণীয় বালোদ্যান আপনার সামনে, দেখুন, আরও দেখুন—

তুষারকণামিশ্রিত মধুর ভারে নত সেই রাত্রেফোটা ফুলের সঙ্গে ভ্রমরও ঝ'রে পড়েছে, কিন্তু সূর্যকিরণ স্পর্শে বিকশিত পদ্মের মনোজ্ঞ গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তারা ভ্রমররা) সেই দিকেই ছুটে চলেছে। ৬॥

রাজা—(চারিদিক দেখে) বিনয়ন্ধর। এই সকালে আর একটি রমণীয় দৃশ্য দেখো—বিকাশোন্মুখদলের (পাপড়ির) প্রান্তভাগের ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট সূর্যকিরণ স্পর্শে ভ্রমরেরা রাজার মতো জেগে উঠেছে; এদের অঙ্গরাগ ঘন পরিমলের ভিতর দিয়েও ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। ভ্রমরেরা এই প্রস্ফুটিত পদ্মের গর্ভশয্যা স্ত্রীগণের সঙ্গেই ত্যাগ করছে। ৭॥

কঞ্চুকী—মহারাজ! এই তো ভানুমতী বসে আছেন, সুবদনা ও তরলিকা সেবা করছে, আপনি অগ্রসর হন মহারাজ।

রাজা—(দেখে) আর্য বিনয়ন্ধর, তুমি যুদ্ধের রথ প্রস্তুত করো গিয়ে, আমিও দেবীকে দেখে তোমার পেছনেই আসছি।

কঞ্চুকী—আদেশ মতো কাজ করছি। (প্রস্থান)

সখী—প্রিয়সখি! মনে পড়ল তোমার?

ভানুমতী—সখি! মনে হয়েছে।

আজ আমি প্রমদবনে আছি, আমার সামনেই অতিসুন্দর এক নকুল (বেজী) একশত সাপকে বিনাশ করল।

উভয়ে—(অবধারণ করে আত্মগত) পাপ শান্ত হোক, অমঙ্গল দূরে হোক। (প্রকাশ্যে) তারপর?

ভানুমতী—মানসিক উদ্বেগে আরও ভুলে গেলাম। আবার মনে করে বলছি।

দুর্যোধন—(দেখে) ওহো! দেবী ভানুমতী সুবদনা ও তরলিকার সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন, আচ্ছা, এই লতাজালের আড়ালে থেকে বিশ্রম্ভালাপ শুনি। (তাই করলেন)

সখী—দুঃখ কোরো না, বলো প্রিয়সখী।

দুর্যোধন—তাই তো, এর দুঃখের কারণ কী? অথবা একে কিছু না বলে বাসভবন থেকে চলে এসেছি এ জন্যই বোধহয় আমার প্রতি রাগ হয়েছে। অয়ি ভানুমতি! দুর্যোধন তোমার রাগের পাত্র নয়।

আমি কি ভ্রমবশতঃ আমার কণ্ঠ হতে তোমার ভুজলতাপাশ শিথিল করে দিয়েছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে পার্শ্বপরিবর্তনে আমার দিকে ফিরেছিলে তখন তোমাকে আজ আদর করি নি। স্বপ্নে অন্য রমণীর সঙ্গে আলাপ করে নিজের নীচতার পরিচয় দিয়েছি তাই কি তুমি লক্ষ্য করেছ, প্রিয়ে, সাধারণ পরিজনের মতো তিরস্কারযোগ্য আমার কী দোষ দেখেছ? ৮॥ (চিন্তা করে) অথবা—এই ভানুমতী একান্ত মদর্পিতচিত্তা, তাই প্রেমবশতঃ আমার সম্পর্কে ঈর্ষ্যান্বিতা নিজেই আমার অপরাধ কল্পনা ক'রে অতিভালবাসা হেতু নিশ্চয় কুপিতা হয়েছেন। ৯॥ তবুও কী বলেন শুনি।

ভানুমতী—তখন আমি অতিশয় দিব্যকান্তি নকুলকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হলাম, মনও চঞ্চল হলো, তখন ঐ স্থান ত্যাগ করে লতামণ্ডপে প্রবেশ করলাম।

দুর্যোধন—(লজ্জিতভাবে) কী? অতিসুন্দরাকৃতি নকুলকে দেখার আগ্রহ ও হৃদয় দান. তবে কি এই পাপিষ্ঠা মাদ্রীপুত্রে অনুরক্তা, আর আমি প্রতারিত? (পূর্বকথা স্মরণঃ—এই ভানুমতী আমাতে একান্ত অনুরক্তা ইত্যাদি পাঠ) মূর্খ দুর্যোধন? কুলটা প্রবঞ্চিত হ'য়ে নিজেকে ভানুমতীর আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি মনে করে কিনা বলেছ। (আমি কি ভ্রমবশতঃ ইত্যাদি পাঠ ও চারিদিকে দেখে) হায়, এ জন্যই সকাল বেলাতেই নির্জন স্থানের প্রয়োজন ও সখীদের সঙ্গে আলাপের আগ্রহ, আর দুর্যোধন! মোহান্ধ হয়ে কুলটার মন না বুঝে ঘুরে বেড়াচ্ছ! পাপীয়সি! আমার স্ত্রী হয়েও তুমি কুলটা!

আমার সামনে ভীরুতা, অন্যত্র এই রকম সাহস, আমার দেহপ্রশংসা, অথচ চরিত্রস্খলনে আগ্রহ। আমি বুঝতে না পারলেও, তোমার সরলতা কপটভাবে কোন্ পথ নিল? নিষ্পাপ বংশে যার জন্ম তার আজ এ কী অপবাদ? ১০॥

সখী—তারপর! তারপর!

ভানুমতী—তারপর সেও আমার অনুসরণ করতে করতে লতামণ্ডপে প্রবেশ করল।

রাজা—আঃ কুলটার মতোই এই পাপিষ্ঠার অশালীনতা!

যেখানে চিরপ্রণয় নির্ভর বন্ধভাবসহকারে নির্জনে যে সুরতোপভোগের কথা আবেদিত হয়েছে, সেখানেই কিনা আজ নিজের দুশ্চরিত নিবেদন করতে, পাপ হৃদয়ে, সখীজনের কাছে লজ্জা পাচ্ছ না! ১১॥

সখীদ্বয়—তারপর! তারপর!

ভানুমতী—তারপর হাত বাড়িয়ে নির্লজ্জভাবে আমার স্তনাবরণ চুরি করল।

দুর্যোধন—(সক্রোধে) এরপর আর শোনার প্রয়োজন? যাই হোক, পরস্ত্রীধর্ষণকারী ধৃষ্ট পাপাত্মা মাদ্রীপুত্রকে হত্যা করব (একটু অগ্রসর হয়ে চিন্তাপূর্বক) না, প্রথমে এই পাপিষ্ঠার শাসন প্রয়োজন। (ফিরলেন)

সখীদ্বয়—তারপর, তারপর?

ভানুমতী—তারপর আর্যপুত্রের প্রভাত-মঙ্গলের তূর্যধ্বনিমিশ্রিত বারবিলাসিনীদের সঙ্গীত শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

দুর্যোধন—(চিন্তাপূর্বক) 'ঘুম ভেঙে গেল', তবে কি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলছে? (চিন্তা ক'রে) আচ্ছা দেখি, সখীদের কথায় বোঝা যাবে।

(সখীদ্বয় সবিষাদে পরস্পরের দিকে তাকাল)

সুবদনা—যা কিছু অমঙ্গল তা ভাগীরথী প্রভৃতির নদীজলে শান্ত করো। দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ এবং অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তা দূর করো।

দুর্যোধন—আর কোনো সন্দেহ নেই, ভানুমতী স্বপ্নকথাই বলেছে; না বুঝে আমি অন্যরকম ভেবেছি।

ভাগ্যবশে অর্ধেক শুনে আমি ক্রোধে চলে যাই নি, বলিও নি কোনো রূঢ় কথা। আর ভাগ্যবলেই আমার বিশ্বাসের জন্য ঘটেছে কথার পরিসমাপ্তি এবং অতি সৌভাগ্যেই আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় নি মিথ্যাপবাদপ্রাপ্তা ভানুমতী। ১২॥

ভানুমতী—ওগো, বলো তো এতে শুভ কিংবা অশুভসূচক কিছু আছে কি?

সখীদ্বয়— পরস্পর তাকিয়ে আড়াল ক'রে) এতে কিছুমাত্র শুভ নেই, যদি মিথ্যে বলি প্রিয়সখীর প্রতি অপরাধ হবে। সেই হিতাকাঙ্ক্ষী জানতে চাইলে যে রূঢ় হলেও সত্য কথাই বলে। (প্রকাশ্যে) সখি! স্বপ্নের সবটাই অমঙ্গলসূচক, সুতরাং দেবতা প্রণাম ব্রাহ্মণজন প্রতিগ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে দোষ খণ্ডন করো, স্বপ্নে দংষ্ট্রী বা নকুলের দর্শন ও শতসর্পবধ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রশংসা করেন না।

দুর্যোধন—ঠিকই বলেছে সুবদনা, নকুলের শতসর্প বধ, স্তনাবরণ-অপহরণ প্রভৃতি অনিষ্টজনক বলেই মনে হয়।

শুভাশুভ স্বপ্ন পর্যায়ক্রমেই দেখা যায়, কিন্তু সর্পের শতসংখ্যা বধে যেন ভ্রাতাসহ আমাকেই স্পর্শ করছে। ১৩॥ (বাম চোখ স্পন্দন সূচনা করে) আঃ, আমি দুর্যোধন আমারও হৃদয়ে ক্ষোভ হচ্ছে দুর্নিমিত্ত দেখে! (সগর্বে) অথবা দুর্বলের বুক কাঁপে যাক্তে, দুর্যোধনের তাতে বুক কাঁপা উচিত নয়। মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন রবি প্রভৃতি গ্রহের সঞ্চার স্বপ্ন এবং আকস্মিক উৎপাতের ফল কাকতালীয়ের মতো, তাতে বুদ্ধিমানেরা ভয় পায় না। ১৪॥ সুতরাং স্ত্রীস্বভাবসুলভ ভানুমতীর আশঙ্কা দূর করব।

ভানুমতী—ওলো, সুবদনা ? দেখো ভগবান্ দিবসনাথের রথ উদয়গিরি শিখর থেকে বেরিয়ে আসছে, প্রভাত-সন্ধ্যার অরুণিমা আর নেই, এখন তাঁর নিজের আলো ফুটে উঠেছে।

সখীদ্বয়—সখি, ভগবান্ সহস্রকিরণের কিরণরাশি লতাজালের অবকাশ দিয়ে আপতিত হয়ে উদ্যান ভূমিভাগকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে—দেখতে লাগছে কষ্টিপাথরে-ঘসা সোনার তৈরি পত্ররাশির মতো ; ভগবান্ সহস্রকিরণ এখন তাঁর তমোনাশ-প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন, তাই তাঁর রিপু অন্ধকারের কাছে তিনি এখন দুষ্প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। অতএব এই-ই তোমার সময় রক্তচন্দন-পুষ্পে তাঁকে উপাসনা করার।

ভানুমতী—ওহে তরলিকে। আমাকে অর্ঘ্যপাত্র এনে দাও, ভগবান্ সহস্র কিরণের পূজা সম্পন্ন করি।

চেটী—যে আজ্ঞে দেবী, (নির্গমন)

দুর্যোধন—প্রিয়ার নিকট যাবার এই-ই উত্তম অবসর। (নিকটে গেলেন)

চেটী—(প্রবেশ করে) দেবি, এই যে অর্ঘ্যপাত্র, ভগবান্ সহস্রকিরণের পূজা সম্পন্ন করুন।

রাজা—এগিয়ে এসে ইশারায় পরিজনদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই অর্ঘ্যপাত্র ধরে দিলেন।

সখীদ্বয়—(দেখে স্বগত) মহারাজ কেন এলেন, হায়, এঁর নিয়ম ভঙ্গ হয়ে গেল।

ভানুমতী—(সূর্যের দিকে মুখ করে) হে ভগবান্ ! আকাশমহাসরোবরের অদ্বিতীয় কমল। পূর্বদিগবধূর মুখমণ্ডলস্বরূপ কুঙ্কুমতিলক। সকল ভুবনের একমাত্র রত্নপ্রদীপ ! এই স্বপ্নে সূচিত অমঙ্গল, আপনার প্রণামে ভ্রাতৃগণসহ আর্যপুত্রের মঙ্গল হোক। (অর্ঘ্য দিয়ে) ওহে তরলিকে। আরও পুষ্প দাও, অন্য দেবতারও পূজা সম্পন্ন করি। (হাত বাড়ালেন রাজা ফুল হাতে দিতে গিয়ে স্পর্শসুখ অভিনয় করে ফুল ভূমিতে ফেলে দিলেন)।

ভানুমতী—(সক্রোধে) আঃ পরিজনদের কী অসাবধানতা। (ফিরে রাজাকে দেখে লজ্জিত হ'লেন) একী, আর্যপুত্র !

দুর্যোধন—দেবি, সেবা-কার্যে অযোগ্য এই পরিজন, দেবীর শাসনযোগ্য। (ভানুমতীর লজ্জা অভিনয়) আয় প্রিয়ে !

তোমার ঐ ধবল দীর্ঘ অপাঙ্গদৃষ্টি এই দাসের প্রতি নিক্ষেপ করো ; সম্ভ্রমের কারণ কী ? স্মিতহাস্যে মধুর ও উদারভাবে আমার সঙ্গে উচ্চ আলাপ করো, হে দেবি আমার দুই হস্তের অঞ্জলি তোমার সেবার জন্য প্রস্তুত আছে। ১৫ ॥

ভানুমতী—মহারাজ ! আমায় অনুমতি করুন, কোনো একটি ব্রত পালনে আমার ইচ্ছা আছে ;

দুর্যোধন—তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমি সবই শুনেছি, সুতরাং তোমার স্বভাবকোমল দেহকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী ?

ভানুমতী—আর্যপুত্র ! আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হচ্ছে, আমায় অনুমতি দিন।

দুর্যোধন—(সগর্বে) দেবি ! শঙ্কা কোরো না, দেখো—তুমি যদি শঙ্কা-ক্লান্ত হও, তবে দিগন্তব্যাপী অক্ষৌহিণী সেনা, দ্রোণাচার্য এবং অঙ্গরাজের অস্ত্রশস্ত্রে ফল কী ?

ভীরু ! তুমি আমার শত ভ্রাতার ভুবনচ্ছায়ায় বাস করছ, তুমি সিংহশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনের গৃহিণী, তোমার আশঙ্কা কোথায়। ১৬ ॥

ভানুমতী—আর্যপুত্র ! তুমি কাছে থাকলে আমার কোনোই শঙ্কার কারণ নেই, কিন্তু আর্যপুত্রের বিজয়াবিলাসকেই[৩] অভিনন্দিত করতে চাই।

রাজা—ওগো সুন্দরি ! আমার এইটুকু মাত্র ইচ্ছা যে বনিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিহার করি।

দেখো—যার প্রেমাবেশে নিমীলিত নয়নশোভার কাছে পদ্মের শোভা হার মানে, লজ্জায় কথাগুলি যার অস্পষ্ট, মৃদুমন্দহাস্য, ব্রতপালনের জন্য অধর থেকে অলক্ত চিহ্ন অপসৃত, নিয়মহেতু দুর্লভ তোমার সেই মুখচন্দ্র পানেই দুর্যোধনের ইচ্ছা, অন্য কিছুতেই নয় ! ১৭ ॥

(নেপথ্যে কলরব, সকলেই শোনার অভিনয় করলেন)

ভানুমতী—(রাজাকে আলিঙ্গন করে) আর্যপুত্র ! রক্ষা করো, রক্ষা করো।

দুর্যোধন—(চারিদিক দেখে) প্রিয়ে ভয় কি ?

দেখো চতুর্দিকে বৃক্ষশাখা ভগ্ন ক'রে, আকাশে ঝঙ্কার শব্দ তুলে, পথে কঙ্করবর্ষী হয়ে, বৃক্ষশাখা ঘর্ষণে ধূম-উদ্গীরণ ক'রে, প্রাসাদগুলির নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে নবজলধরে একটানা উদ্গার ক'রে, প্রচণ্ড বায়ু চারিদিকে ছুটে চলেছে, হে ভীরু স্বভাবে এতে ভয়ের কী আছে। ১৮ ॥

সখীদ্বয়—মহারাজ ! এই দারুপর্বত প্রাসাদ গৃহে প্রবেশ করুন। প্রবল ধূলিতে নয়ন পীড়িত, বৃক্ষভগ্নশব্দে ভীতত্রস্ত শ্রেষ্ঠ অশ্বসকল অশ্বশালা থেকে পলায়ন করছে, জনগণ ভয়ে আকুল হয়ে পড়েছে. এ ভীষণ ঝঞ্চা বায়ু অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

দুর্যোধন—এই ঝঞ্চা বায়ু দুর্যোধনের উপকারই করেছে যার প্রাসাদে আমার বিনা পরিশ্রমে নিয়মভঙ্গ ক'রে দেবী আমার অভিলাষ পূরণ করলেন।

কারণ—এই তম্বমী ভয়ে ভ্রূকুটী বন্ধ করে নেই, নয়ন দুটি বাষ্পসলিলে আচ্ছাদিত হয়নি, নিজের মুখও অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন নি, আমি ধরতে গেলে শপথ করে বাধা দেয় নি, পরন্তু ভয়বশে পয়োধর সংলগ্ন করে আলিঙ্গন করেছে, এই ব্রতভঙ্গকারী ভীষণ ঝঞ্চা বায়ু এই আমার বন্ধু নয় তা নয়। ১৯ ॥

অতএব প্রিয়ার অনুকূলতার মনোবাঞ্ছা যখন পূর্ণ হয়েছে তখন স্বেচ্ছাবিহারে সম্পূর্ণ স্বাধীন আমি এই দারুপর্বতেই আরোহণ করি।

(সকলেই ঝড়ের বাধা অতিক্রমের অভিনয় করে অগ্রসর হলেন)

দুর্যোধন—অয়ি ঘনজঘনে। ধীরে ধীরে চলো, হে সুন্দরি ! চলার সময়ে কম্পিত হয়ো না, ভুজলতাপাশে বেঁধে আমার বক্ষস্থলকে গাঢ় আলিঙ্গন করো। ২০ ॥

(প্রবেশের অভিনয় ক'রে) প্রিয়ে ? এ গর্ভগৃহ এমনভাবে আবৃত যে বায়ু প্রবেশের পথ নেই, তুমি নিঃসন্দেহে মার্জনা ক'রে চোখ খোলো।

ভানুমতী—ভাগ্যবশে এখানে উৎপাতবায়ু কোনো বাধা সৃষ্টি করছে না।

সখীদ্বয়—মহারাজ ! প্রিয়সখীর উরুদ্বয় আরোহণ ক্লেশ সহ্য করতে পারছে না, সুতরাং আপনি কেন এখনো কোনো আসন অলঙ্কৃত করছেন না ?

দুর্যোধন—(রানীকে দেখে) এই বায়ুবেগ তোমার অনেক অপকার করেছে।

দেখো না কেন—ক্ষুদ্র ধূলিকণা ঐ আয়ত নেত্রের কষ্টের কারণ হয়েছে, পীনস্তন ভারাক্রান্ত বক্ষস্থলের মৃদু কম্পনে কণ্ঠহার আন্দোলিত হচ্ছে, ধীরগমনেও স্থূল জঘনভারে উরুদ্বয় কাঁপছে, মৃগনয়নার হস্তপদাদির সহায়তায় বায়ু অনেক কাল ধরে কষ্ট দিচ্ছে। ২১॥

(সকলে বসল)

দুর্যোধন—এ কী, আসন ছাড়াই কঠিন পাথরে যে দেবী বসলেন! হে করভোরু? বায়ুবেগে যার বস্ত্রাঞ্চল চঞ্চল, আমার নয়নানন্দ তোমার সেই জঘনস্থল রাখবার জন্য, তোমার লোচনানন্দ লোলাংশুক আমার এই উরু দুটি চিরদিনই যথেষ্ট। ২২॥

(সম্ভ্রান্তভাবে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—মহারাজ! ভেঙেছে, ভেঙেছে। (সকলে আতঙ্কিত হলেন)

দুর্যোধন—কে ভাঙল?

কঞ্চুকী—ভীম।

দুর্যোধন - কার?

কঞ্চুকী—আপনার!

দুর্যোধন—আঃ, কি প্রলাপ বকছ?

ভানুমতী—আর্য! অমঙ্গল কিছু বলছে?

কঞ্চুকী—(সভয়ে) দেব! ভীম আপনার ভেঙেছে।

দুর্যোধন—ধিক্ বৃদ্ধাধম! তোমার আজ একি মতিভ্রম।

কঞ্চুকী—দেব! এ ভ্রম নয়, সত্যই। -

ভীষণ বায়ু আপনার রথ-পতাকা ভেঙেছে, আর সেই পতাকা কিঙ্কিণী ধ্বনিতে যেন কেঁদে কেঁদে মাটিতে পড়ছে। ২৩॥

দুর্যোধন—যদি প্রবল বায়ুবেগে ভুবন কম্পিত হয়, আর সে জন্য রথ-পতাকা ভেঙে যায়, তাকে ভগ্ন, ভগ্ন বলে উদ্ধত প্রলাপ বকবার কি আছে?

কঞ্চুকী—মহারাজ! এ কিছুই নয়, কিন্তু এই অমঙ্গল শান্তির জন্য মহারাজকে জানানো উচিত, এই স্বামী-ভক্তিই আমাকে প্ররোচিত করেছে।

ভানুমতী আর্যপুত্র! শান্ত ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি ও হোমের দ্বারা এই অমঙ্গলের প্রতীকার করুন!

দুর্যোধন—(অবজ্ঞাসহ) যাও, পুরোহিত সুমিত্রকে বলো।

কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

(উদ্বিগ্ন প্রতিহারীর প্রবেবেশ)

প্রতিহারী—জয়হোক, জয়হোক মহারাজের! মহারাজ জামাতা সিন্ধুরাজের মাতা এবং দুঃশলা দ্বারে উপস্থিত।

দুর্যোধন—চিন্তা ক'রে স্বগত) কী? জয়দ্রথের মা ও দুঃশলা।

অভিমন্যুবধে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা কোনো গর্হিত আচরণ করেছে বোধ হয়।

(প্রকাশ্যে) যাও শীঘ্র নিয়ে এস।

প্রতিহারী—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

(জয়দ্রথ মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ)

উত্তরে—(সজল নয়নে দুর্যোধনের পায়ে পড়লেন)

মাতা—রক্ষা করো, রক্ষা করো কুমার।

দুঃশলা—(ক্রন্দন)

দুর্যোধন—(সসম্ভ্রমে উঠিয়ে) মা! শান্ত হোন, আশ্বস্ত হোন, অমঙ্গল কিছু হয়েছে? সমরাঙ্গনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জয়দ্রথের মঙ্গল তো?

মাতা—বৎস! কোথায় আর কুশল?

দুর্যোধন—কী রকম?

মাতা—(আশঙ্কাসহ) পুত্রবধে ক্রোধোদ্দীপ্ত অর্জুন গাণ্ডীব নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে আজ সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করবে।

দুর্যোধন—(ঈষৎ হেসে) মাতা ও দুঃশলার রোদনের কারণ কি এই? পুত্র-শোকোদ্দীপ্ত কিরীটীর প্রলাপের দ্বারা এই অবস্থা? হায় অবলাদের কি মূর্খতা, মা দুঃখ করো না, চোখের জল ফেলো না দুঃশলা। দুর্যোধনের বাহু-অস্ত্রে রক্ষিত স্বয়ং প্রবলপরাক্রান্ত জয়দ্রথের বিপদ ঘটাতে পারে কোথায় অর্জুনের এ শক্তি?

মাতা বৎস! তারা পুত্র-বন্ধু প্রভৃতি বিয়োগ হেতু ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুর্যোধন—(উপহাস ক'রে) এই কথা? পাণ্ডবদের ক্রোধপরায়ণতা সর্বজন-প্রসিদ্ধ। দেখ—আমার আদেশে দুঃশাসন স্বহস্তে রাজসভায় যখন পাঞ্চালীর কেশ ও বসন আকর্ষণ করেছিল তখন 'গোরু গোরু' উচ্চারণ করেছিল, তখন অধিজ্য গাণ্ডীবধারী অর্জুন কি ছিল না সেখানে? ক্ষত্রিয় বংশজাত কৃতিমান্ যুবকের পক্ষে তা ক্রোধের কারণ নয় কি? ২৪।

মাতা—যদি সে প্রতিজ্ঞা পূরণে অসমর্থ হয়, তবে আত্মবধের প্রতিজ্ঞাও সে করেছে।

দুর্যোধন—যদি তাই হয় তবে আনন্দের পরিবর্তে বিষাদ কেন? সানুজ যুধিষ্ঠির উৎসন্ন গেছে এই কথাই বলা উচিত। মা! শতকুরুপরিবারে মহিমা যার বৃদ্ধি হয়েছে, কৃপ-কর্ণ-দ্রোণ-অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীদের পরাক্রমে যার শক্তি দ্বিগুণ গেছে সেই আপনার পুত্র সিন্ধুরাজের নাম গ্রহণেরও সামর্থ্য অর্জুন বা অন্য কারো আছে কি? আপনি জানেন না আপনার পুত্রের পরাক্রম। যুধিষ্ঠির ও নকুল সহদেহ বিষয়ে কথা বলারই প্রয়োজন নেই জয়দ্রথ যখন ধনুর্মণ্ডল বিস্ফারিত করেন তখন ভীম বা অর্জুন এই দুজনের মধ্যে কোন একজন কে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হবার সামর্থ্য রাখেন কি? ২৫।

ভানুমতী—আর্যপুত্র! সবই ঠিক, তবুও অর্জুন গুরুতর যে প্রতিজ্ঞা করেছে তা শঙ্কার কারণই বটে।

মাতা—বৎসে সাধু, তুমি কালোচিত মন্তব্যই করেছ।

দুর্যোধন,—আঃ, আমিও দুর্যোধন, পাণ্ডবেরা কি আমারও শঙ্কার কারণ? দেখো—যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে কোটি কোটি সৈন্য। তাদের দ্বারা উৎথাপিত ধূলিতে সূর্য ঢাকা পড়েছে, তাদের ঊর্ধ্বভাগ উল্লসিত অসি তার তীক্ষ্নাগ্র দেখাচ্ছে, আর এদের পরিচালনা করছে আমারই ভাইরা যারা

ধনুর জ্যাঘাতচিহ্নযুক্ত, যারা শত্রুকে গণ্যই করে না ব'লে দেহ থেকে বর্ম খুলে ফেলেছে এবং তাদের ছত্রগুলি এত ঘন-পরিবেশে অবস্থিত যে তার শ্বেতপদ্ম বনের ভ্রান্তি উৎপাদন করছে। ২৬ ॥

অয়ি ভানুমতি! পাণ্ডবপ্রভাব তুমি তো জান; তোমারও কি শঙ্কা হচ্ছে? সমরানিপুণ তেজস্বী পাণ্ডবদের 'দুঃশাসনের বক্ষরক্তপান ও গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ প্রতিজ্ঞা' যে গতি লাভ করেছে, জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞারও সেই গতিই হবে। ২৭ ॥ ওহে কে, কে আছ এখানে, আমার জৈত্ররথ নিয়ে এসো, আমিও জয়দ্রথের রক্ষার ব্যবস্থা করেই সেই ধৃষ্ট পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রমাণ করে ওর অশস্ত্রপূত মরণব্যবস্থার উপদেশ দিই।

(কঞ্চুকী প্রবেশ করে)

কঞ্চুকী—দেব! যার স্বর্ণঘণ্টা (গতিবশে) আন্দোলিত হচ্ছে এবং আঘাতে বেজে উঠছে, যেখানে রয়েছে দ্বিগুণ শুভ্রচামর এবং গমনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল অশ্ব সেখানে সংযত, শত্রুর মনোবাঞ্ছাবিনাশে সক্ষম আপনার সেই রথ প্রস্তুত।

দুর্যোধন—দেবি! তুমি ভিতরে যাও আমিও "সেই ধৃষ্ট পাণ্ডবদের" (ইত্যাদি পুনরায় বলতে বলতে প্রস্থান করলেন)। (সকলের প্রস্থান)

॥ বেণীসংহার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(বিকৃত বেশে রাক্ষসীর প্রবেশ)

রাক্ষসী—(বিকট হেসে আনন্দে) নিহত মানুষের রক্ত, মাংস ও চর্বিতে হাজার কলসী পূর্ণ করেছি, অনবরত পান করব, হোক না শতবৎসর যুদ্ধ। ১॥ (আনন্দে নৃত্য) যদি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধের দিনের মতো প্রতিদিনই অর্জুন যুদ্ধ করে তবে রক্তমাংসে আমার কোষাগার ভর্তি হয়ে যাবে। (চলে ফিরে চারদিক দেখে) রুধিরপ্রিয় কোথায়? এ সময়ে প্রিয়তম রুধিরপ্রিয়কে খোঁজা দরকার, (চলে ফিরে) আচ্ছা ডাকা যাক, রুধিরপ্রিয়, ও রুধিরপ্রিয়, এদিকে এসো!

(তারপর রাক্ষস রুধিরপ্রিয়ের প্রবেশ)

রাক্ষস—(শ্রান্তির অভিনয় ক'রে) সদ্য নিহতের উষ্ণ রক্ত ও মাংস যদি পাই, তবে আমার পরিশ্রম অল্প সময়েই লাঘব হয়ে যায়। ২ ॥

রাক্ষসী—(পুনরায় ডাকতে লাগল)

রাক্ষস—(শুনে) আরে আমায় ডাকে কে? (দেখে) অ্যাঁ? আমার প্রিয়া বসাগন্ধা, (কাছে গিয়ে) বসাগন্ধে! আমায় ডাকছ কেন?

ওগো রক্তমদপানমত্তা প্রিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে তোমার শরীরের অঙ্গগুলো ঢিলে হয়ে গেছে, আমাকে ডাকছ কেন, শুনেছি হাজার পুরুষ মারা পড়েছে। ৩॥

রাক্ষসী—আরে রুধিরপ্রিয়! তোমার জন্য সদ্য নিহত কোনো-এক রাজর্ষির প্রচুর চর্বিতে চকচকে ঈষদুষ্ণ তাজা রক্ত আর সেরা মাংস এনেছি, খাও ও পান করো।

রাক্ষস—(খুশি হয়ে) বসাগন্ধে! বেড়ে, তুমি ভালই করেছ। আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, নিয়ে এসো।

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! এই রকম নিহত মানুষ হাতিঘোড়ার রক্তেমাংসে রণাঙ্গন সমুদ্রের মতো, এখানে চলাই অসম্ভব। সেখানে ঘুরে বেড়িয়েও তুমি পিপাসার্ত, আশ্চর্য বটে।

রাক্ষস—ওরে সুখলালিতে ! পুত্র ঘটোৎকচের শোকে স্বামিনী হিড়িম্বাদেবী সন্তপ্ত—তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! আজও হিড়িম্বাদেবীর ঘটোৎকচ-শোক উপশম হয় নি ?

রাক্ষস - বসাগন্ধে ! কোথায় তার উপশম ? অভিমন্যুশোকে সমান সন্তপ্ত সুভদ্রা ও যাজ্ঞসেনী দুজনেই তাকে সযত্নে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! এই নাও হাতির মাথার খুলিতে ক'রে চিবিয়ে খাবার ভাল মাংস, আর এই নাও রক্তমদ, পান করো।

রাক্ষস—(পান করে) বসাগন্ধে ! আজ তুমি কী পরিমাণ ভাল মাংস ও রক্ত সঞ্চয় করেছ ?

রাক্ষসী—ওহে রুধিরপ্রিয় ! আগের সঞ্চয় তুমি অবশ্যই জান। এখন কতটা সঞ্চয় করেছি শোনো, ভগদত্তের রক্ত এক-কলসী, সিন্ধুরাজের চর্বি দু-কলসী, মৎস্যরাজ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি রাজগণ এবং অন্যান্যের রক্ত, বসা ও মাংসে ভরা শত শত কলসী আমার ঘরে অসংখ্য আছে।

রাক্ষস—(আনন্দে আলিঙ্গন ক'রে) সাধু সুগৃহিণী সাধু ! তোমার গৃহিণীপনায় এবং স্বামিনী হিড়িম্বাদেবীর ব্যবস্থায় আজ আমার জন্মদারিদ্র্য ঘুচে গেল।

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! স্বামিনী কী ব্যবস্থা করলেন ?

রাক্ষস—বসাগন্ধে ! আজ স্বামিনী হিড়িম্বাদেবী আমায় ডেকে আজ্ঞা করলেন, "রুধিরপ্রিয় ! এখন থেকে যুদ্ধের সময় আর্যপুত্র ভীমসেনের পিছনে পিছনে থাকবে" তা হলে তাঁর পিছন থেকে হত মানুষের রক্তনদী দেখেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি ইহলোকেই স্বর্গসুখ অনুভব করতে পারব, তুমিও নিশ্চিত মনে রক্তচর্বিপূর্ণ হাজার কলসী সংগ্রহ করতে পারবে।

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! কুমার ভীমসেনের পিছন পিছন থাকবার কারণ কী ?

রাক্ষস—বসাগন্ধে ! কর্তা ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছেন—দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন, আমরা রাক্ষসেরা তার দেহে প্রবেশ করে তা পান করব।

রাক্ষসী—সাধু ! স্বামিনী সাধু, আমার স্বামীকে একটি ভাল কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। (নেপথ্যে ভীষণ কলরব, শুনে ব্যস্ত হয়ে) ওরে রুধিরপ্রিয় ! কিসের কলরব বল তো ?

রাক্ষস—(দেখে) বসাগন্ধে ! ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের কেশ আকর্ষণ করে অসি দ্বারা মাথা কেটে ফেলেছে।

রাক্ষসী—(সহর্ষে) রুধিরপ্রিয়, এসো, আমরা গিয়ে দ্রোণের রক্ত পান করি।

রাক্ষস – (সভয়ে) বসাগন্ধে ! এ যে ব্রাহ্মণের রক্ত, গলা জ্বলতে জ্বলতে নিচে নামবে, দরকার নেই এ রক্তে।

(নেপথ্যে পুনঃ কলরব)

রাক্ষসী—রুধিরপ্রিয় ! আবার কলরব শোনা যাচ্ছে।

রাক্ষস—(নেপথ্যের দিকে দেখে) বসাগন্ধে ! এ যে অশ্বত্থামা, অসি হাতে এদিকেই

আসছে। কী জানি, দ্রুপদপুত্র ক্রোধবশে যদি আমাদেরই মারে? চলে এসো, পালাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(প্রবেশক)

(অতঃপর খড়্গ হস্তে কলরব শুনতে শুনতে অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা—মহাপ্রলয়কালীন বায়ুচালিত পুষ্করাবর্তক মেঘের ভীষণ ও অবিচ্ছিন্ন গর্জনের প্রতিধ্বনির মতো আকাশ ও পৃথিবীর অবকাশ পূর্ণ করে বারবার অভুতপূর্ব এই ধ্বনি, এ কি রণসমুদ্রের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস! ৪॥

(চিন্তা করে) নিশ্চয় যৌবনোদ্ধত অর্জুন, সাত্যকি অথবা ভীম গুরুর মর্যাদা-হানি করায় ক্রুদ্ধ পিতৃদেব শিষ্যবাৎসল্য ত্যাগ করে নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ করেছেন।

কারণ—দুর্যোধনকে সাহায্য করার জন্য তদনুরূপ অস্ত্র গ্রহণে যা উচিত, পরশুরামের নিকট থেকে সমস্ত অস্ত্র লাভ করায় যে প্রবল বীর্য তার পক্ষে যা যুক্ত, পৃথিবীর সকল ধনুর্ধরের অধিপতির ক্রোধের পক্ষে যা অনুরূপ, শত্রুঘাতক আমার পিতৃদেব নিশ্চয় সেই কর্ম আরম্ভ করেছেন। ৫॥

(পিছনে দেখে) কে আছে? রথ নিয়ে এসো, কিন্তু এখন আমার রথের জন্য অপেক্ষার কী প্রয়োজন? আমি তো সশস্ত্রই আছি। সজল মেঘের মতো দীপ্তিমান নির্মল স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত এই খড়্গ নিয়ে। এখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হই।

(একটু চলার পর বামচক্ষু স্পন্দন ক'রে) আরে, আমি অশ্বত্থামা, যুদ্ধোৎসবের আনন্দ আমার প্রিয়বস্তু, পিতৃদেবের যুদ্ধ-বিক্রম দেখবার আমার লালসা, সেই আমার যুদ্ধগমনের বিঘ্নোৎপাদক দুর্লক্ষণ ঘটছে কেন? যাক্, এগিয়ে যাই।

(সগর্বে এগিয়ে দেখে) এ কী! ক্ষত্রিয়ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, সজ্জনোচিত লজ্জাবরণ ত্যাগ ক'রে, প্রভুর সম্মান ভুলে হীনবিত্ততার পরিচয় দিয়ে, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদের বংশমর্যাদা ও যশের অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ না ক'রে রণক্ষেত্র থেকে পলায়নরত চতুরঙ্গবলের এই ভীষণ কলরব। (ভাল করে দেখে) হা ধিক্! কী দুঃখের বিষয়, কর্ণ প্রভৃতি এই মহারথীরাও রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন। (আশঙ্কিত হয়ে) পিতৃদেব পরিচালিত সৈন্যদেরও এই অবস্থা কী ক'রে হলো! আচ্ছা আমি এদের আটকাব। ওহে কৌরবসেনা সমুদ্রবেলার পরিরক্ষক পর্বতসদৃশ নরপতিগণ! আপনারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না, করবেন না।

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেই যদি মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় তবে অন্যত্র পলায়ন করুন (কিছু বলার নেই)। কিন্তু জীবের মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন বৃথা পলায়ন ক'রে যশকে মলিন করছেন কেন? ৬॥

ভেবে দেখুন—অগ্নিশিখার মতো অস্ত্রশিখায় আচ্ছাদিত শত্রুসেনা-সমুদ্র মধ্যে বাড়বানলতুল্য ধনুর্ধারীদের গুরু আমার পিতা যখন সেনাপতি, ওহে কর্ণ, তখন ভয় কী? কৃপাচার্য! যুদ্ধে অগ্রসর হোন। কৃতবর্মা! শঙ্কা ত্যাগ করুন। পিতৃদেব যখন ধনুমাত্র সহায়তায় রণভার বহন করছেন তখন আপনাদের ভয়ের কী কারণ আছে? ৭॥

(নেপথ্যে)—আজ তোমার পিতা কোথায়?

অশ্বত্থামা—(শুনে) কী বললে ? 'তোমার পিতা কোথায় ? (সক্রোধে) আঃ ক্ষুদ্র সমরভীরু সব, একথা বলতে তোমাদের জিহ্বা সহস্র খণ্ড হলো না ?

বহ্নিজ্বালাসম কিরণে বিশ্বকে দগ্ধ করবার জন্য দ্বাদশ সূর্য এখনও ওঠে নি ! এখনও সপ্তবায়ু সপ্তধা ভিন্ন হয়ে দিকে দিকে প্রবাহিত হয় নি, ভূতল প্লাবনক্ষম পুষ্করাবর্তক প্রভৃতি মেঘ এসে গগনতল আচ্ছন্ন করে নি—হে পাপিষ্ঠগণ ! সমস্ত শৌর্যরাশির উৎসস্বরূপ আমার পিতা সম্পর্কে অশুভ উক্তি কেমন ক'রে করছ তোমরা ? ৮ ॥

(আহত সারথির প্রবেশ)

সারথি—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন কুমার ! (পায়ে পড়ল)

অশ্বত্থামা—(দেখে) আরে ! পিতার সারথি অশ্বসেন ! আর্য ! ত্রিলোকরক্ষায় সমর্থ ব্যক্তির সারথি আপনি। আপনি কি পাগল হলেন ? আমার কাছে চাইছেন পরিত্রাণ !

সূত—(উঠে করুণ কণ্ঠে) কুমার ! আপনার পিতা আজ কোথায় ?

অশ্বত্থামা—(আবেগে) কী ? পিতৃদেব আর নেই ?

সূত—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশ্বত্থামা—হায় পিতা ! (মূর্ছিত হলেন)

সূত—কুমার ! আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন !

অশ্বত্থামা—(জ্ঞান হলে, উঠে সজল চোখে) হায় পিতা, হায় পুত্রবৎসল ! হায় ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, হায় পরশুরামের সকল অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণে আগ্রহী, কোথায় তুমি, উত্তর দাও !

সূত—কুমার ! শোকে মুহ্যমান হবেন না, বীরোচিত মৃত্যু হয়েছে পিতার, আপনিও বীরের মতো শোকসাগর পার হয়ে সুখী হোন।

অশ্বত্থামা—(অশ্রু মোচন করে) আর্য ! বলুন বলুন ! আমার পিতার বাহুবল সমুদ্রের মতো সীমাহীন। তাঁর কীভাবে মৃত্যু হলো ?

তিনি কি প্রিয়শিষ্য ভীমের গুরুদক্ষিণা গদার আঘাত পেয়েছেন ?

সূত—এ হেন পাপাচার হয় নি।

অশ্বত্থামা—শিষ্য-দরদী তিনি কি তবে

(তাঁর প্রিয়শিষ্য) অর্জুন কর্তৃক সব ন্যায়নীতি-বিসর্জনপূর্বক নিহত হয়েছেন ?

সূত—তাও কি সম্ভব ?

অশ্বত্থামা—তবে কি সুদর্শনচক্রের তীক্ষ্ন ধারে গোবিন্দ তাঁকে আঘাত করেছেন ?

সূত—তাও নয়।

অশ্বত্থামা—এ'রা ভিন্ন চতুর্থ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পিতার বিপদ ভাবতেই পারি না। ৯ ॥

সূত—কুমার, ধূর্জটির মতো ক্রুদ্ধ আচার্যদেব যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করলে এরা কি তাঁর সমকক্ষ হতে পারে ? শোকবিহ্বল হয়ে, তিনি যখন অস্ত্র ত্যাগ করলেন তখন তাঁরই এক শত্রু এই নৃশংস কাজ করেছে। ১০ ॥

অশ্বত্থামা—শোকের কারণ কী ? অস্ত্র ত্যাগেরই কারণ কী ?

সূত—স্বয়ং কুমারই কারণ।
অশ্বত্থামা—কী আমিই কারণ?
সূত—(রোদনপূর্বক) শুনুন! -
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে শেষে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'গজ'; এ কথা শুনে পুত্রবৎসল আপনার পিতা রাজার প্রতি বিশ্বাসে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং সমভাবেই চোখের জল ফেললেন। ১১॥
অশ্বত্থামা—হা পিতঃ! হা পুত্রবৎসল! আমার জন্য বৃথা জীবন পরিত্যাগকারী! হায় শৌর্যরাশি! শিষ্যপ্রিয়, যুধিষ্ঠিরপক্ষপাতী। (রোদন)
সূত—কুমার অত বিলাপ করবেন না, ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন।
অশ্বত্থামা—হায় পিতা! আমার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে আপনি পুত্রস্নেহে অস্ত্রসহ প্রাণত্যাগ করলেন আর আমি—আপনার অভাবে জীবিত আছি, সুতরাং এই নৃশংস পুত্রের প্রতি বৃথাই আপনার স্নেহ। ১২॥ (মূর্ছা)
(নেপথ্যে)—কুমার শান্ত হও, শান্ত হও।

(কৃপাচার্যের প্রবেশ)

কৃপ—(দুঃখে নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে) একদিন যারা চিত্রার্পিতের মতো দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছেন আর আজ দ্রোণাচার্যের কেশাকর্ষণ দেখলেন সেই সানুজ দুর্যোধনকে ধিক্! ধিক্ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে, নিষ্ফল অস্ত্রধারী নরপতিদের ধিক্ এবং আমাদেরও ধিক্। ১৩॥
কীভাবে বৎস অশ্বত্থামার সঙ্গে দেখা করি? হিমালয়ের মতো দৃঢ়চিত্ত লৌকিক নিয়মে অভিজ্ঞ অশ্বত্থামার সম্বন্ধে বিশেষ শোকাবেগ যদিও আশঙ্কা করা যায় না, তবুও পিতার এই অস্বাভাবিক মৃত্যু শুনে কী-যে করবেন জানি না। অথবা, একটির (দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের) তো ঐ পরিণাম,—পৃথিবীতে এই দারুন যুদ্ধ চলছে, এই দ্বিতীয় (দ্রোণাচার্যের) কেশাকর্ষণে মনে হয় একটি লোকও বোধ হয় জীবিত থাকবেন না। ১৪॥ (চিন্তা করে) ঐ তো অশ্বত্থামা, সামনে যাই (সামনে গিয়ে) বৎস আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।
অশ্বত্থামা—(সংজ্ঞা লাভ করে অশ্রুসাগরে) হায় পিতা! হায় সর্বলোকগুরু! (আকাশে তাকিয়ে) যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!
আজন্ম মিথ্যে কথা বল নি, কারো প্রতি তোমার দ্বেষ নেই, তাই তুমি অজাতশত্রু, আজ আমার ভাগ্যদোষেই লোকগুরু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আমার পিতার বেলায় সহসা তোমার সত্যভাষণ গুণ নষ্ট হয়ে গেল? ১৫॥
সূত—কুমার, আপনার মাতুল শারদ্বত পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।
অশ্বত্থামা—(পাশে দেখে) মাতুল! আপনি আজ যে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, একমাত্র যিনিই পারতেন শত্রুর সমরস্পৃহা মেটাতে, যাঁর সঙ্গে হতো আপনার বিবিধ পরিহাস, আপনার সেই মাননীয় ভগিনীপতি আজ কোথায়? ১৬॥
কৃপ—বৎস! যা জানার তা জেনেছ; অত্যন্ত শোকে অধীর হোয়ো না।
অশ্বত্থামা—মাতুল! আমি শোক ত্যাগ করলাম; আমি এখনই পুত্রবৎসল পিতার অনুগমন করব।

কৃপ—বৎস ! এ সিদ্ধান্ত তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে অসঙ্গত।

সূত—কুমার ! এ সাহস করবেন না।

অশ্বত্থামা—আর্য শারদ্বত, (কী বলছেন আপনি ?) আমার বিয়োগভয়ে পিতৃদেব ইহলোক ছেড়ে গেলেন পরলোকে, আমি পুত্রবৎসল পিতার চিরকালের জন্য (আমার থেকে) অবিয়োগ সাধন করব। ১৭ ॥

কৃপ—বৎস ! যতকাল এই সংসার ততকাল এই জীবনযাত্রা। একথা সবাই জানে, পুত্রগণ ইহলোক ও পরলোকে পিতার মঙ্গল কর্ম করে থাকে। দেখো—

পিতার উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃকর্ম তুমি জীবিত থাকলে সম্ভব, না প্রাণত্যাগ করলে সম্ভব ?

সূত—আয়ুষ্মন্ ! তোমার মাতুল শারদ্বত যা বললেন তাই তো ঠিক।

অশ্বত্থামা—আর্য ! এ কথা সত্য, কিন্তু শোকভার বহনে আমি অক্ষম ; পিতৃহীন অবস্থায় ক্ষণকালও বাঁচতে চাই না, তাই চললাম সেইখানেই যেখানে তাঁর মতো পিতাকে দেখতে পাব। (উঠে খড়্গ দেখে, চিন্তা ক'রে) অস্ত্র গ্রহণের বিড়ম্বনায় এখন আর কী প্রয়োজন ? (সজলনয়নে করজোড়ে) হে ভগবন্ শস্ত্র !

অনুচিত হলেও যিনি অপমাননিবৃত্তির জন্য তোমায় গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর প্রভাবে অবিষয় তোমার কিছুই ছিল না, তিনি পুত্রশোকেই তোমাকে ত্যাগ করেছেন, ভয়ে নয়। হে শস্ত্র ! আজ আমিও তোমায় ত্যাগ করছি। তোমার মঙ্গল হোক। ১৯ ॥ (অস্ত্র ত্যাগে উদ্যত হলেন।)

(নেপথ্যে)—ওহে নৃপতিগণ ! আপনাদের ক্ষত্রিয়দের গুরু ভরদ্বাজ-বংশোদ্ভব দ্রোণাচার্যের অযোগ্য ও নৃশংস হত্যা উপেক্ষা করছেন কেন ?

অশ্বত্থামা—(শুনে, সক্রোধে ধীরে ধীরে অস্ত্র স্পর্শ করে) কী, কী গুরু ভরদ্বাজের অপমান ?

(পুনর্বার নেপথ্যে)—যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রশোক নয়নজলে সিক্ত হয়ে ত্রিভুবনগুরু দ্রোণাচার্য যখন অস্ত্র ত্যাগ করলেন সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন জরাপলিত শুভ্র মস্তকে হস্তক্ষেপ ক'রে হত্যা ক'রে এখন নিজ শিবিরে ফিরে যাচ্ছে, আর আপনারা তাই সহ্য করেছেন ? ২০ ॥

অশ্বত্থামা—(ক্রোধকম্পিত হয়ে, সূত কৃপাচার্যের দিকে তাকিয়ে) যিনি প্রায়োপবেশন-সদৃশ ব্রত পালনে রত ছিলেন আমার সেই নিরস্ত্র পিতার কাশপুষ্পাধিক শুভ্র মস্তকে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে সশস্ত্র রাজন্যগণের সামনেই, তাই কি ? ২১ ॥

কৃপ—বৎস। সকলে তাই বলে।

অশ্বত্থামা—দুরাত্মা কি পিতার মস্তক স্পর্শ করেছে ?

সূত—(সভয়ে) কুমার ! সেই তেজস্বী দেবতার অকল্পনীয় অপমান হয়েছে।

অশ্বত্থামা—হায় পিতা হায় পুত্রপ্রিয় ! এই হতভাগ্যের জন্য অস্ত্রত্যাগ করে সেই নীচাশয়ের দ্বারা অপমানিত হলেন ? অথবা—

শোকে যিনি কর্তব্য ভুলে গেছেন, দেহেও প্রাণ নেই বললেই চলে, এই অবস্থায় কাক, কুকুর বা ধৃষ্টদ্যুম্ন মস্তক স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু এককস্পর্শ পিতৃদেবের মস্তকে নয়, এ আমারই মস্তকে অস্ত্রগর্বে উদ্ধত শত্রুর পদাঘাত ।২২।

আঃ দুরাত্মা পাঞ্চালাধম !

পিতা আর অস্ত্র স্পর্শ করবেন না এ বুঝে নিঃশঙ্ক হয়ে যখন তাঁর মস্তকে হাত দিলি, তখন একবারও কি প্রলয়পবন স্বরূপ অশ্বত্থামাকে মনে হয় নি, যে তুলার মতো পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সেনাদের উড়িয়ে দিতে পারে। ২৩ ॥

হায়! অজাতশত্রু, সত্যবাদী, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির তোমার এবং তোমার ভাইয়ের ইনি কী অপকার করেছিলেন? হে অর্জুন! সাত্যকি! বাহুবলী ভীম! মাধব! সুরাসুর নরলোকে অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, সকলের গুরু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশেষত আমার পিতার, তাঁর মস্তক যখন দ্রুপদ-কলঙ্ক এই নরপশু স্পর্শ করল, তখন উপেক্ষা করা কি তোমাদের উচিত হয়েছে? অথবা তোমরা সবাই আমার পিতৃহত্যায় অপরাধী তোমাদের প্রয়োজন নেই।

যে মর্যাদাহীন নরপশু তোমরা সশস্ত্র থেকে এই গুরুপাতক কর্ম সাধন করেছ, অনুমোদন করেছ বা দেখেছ, কৃষ্ণ-সহিত ভীমার্জুন সহ তাদের আমি সকলের রক্ত-মেদ-মাংস দিয়ে দশদিকের উপহার দেব। ২৪ ॥

কৃপ—বৎস! তুমি পিতার সমান বাহুবলশালী এবং দিব্যাস্ত্রসমূহে বিজ্ঞ; তোমার পক্ষে এ কাজ নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

অশ্বত্থামা—হে পাণ্ডব, মৎস্য সোমক মগধ প্রভৃতি রাজ্যের কলঙ্ক ক্ষত্রিয়গণ!

পিতা জমদগ্নির মস্তক স্পর্শ হওয়ায়, জ্বলন্ত আগুনের মতো দীপ্ত কুঠার দিয়ে পরশুরাম কি করেছিলেন তা কি তোমরা শোন নি? আজ ক্রোধান্ধ অশ্বত্থামা শত্রু-রক্তধারায় সেই কাজ করতে কি যুদ্ধে সমর্থ নয়। ২৫ ॥

সূত! তুমি যাও, প্রয়োজনীয় সমস্ত সামরিক দ্রব্য ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত আমার 'মহাবহ' নামে রথ নিয়ে এসো।

সূত—যে আদেশ কুমার। (প্রস্থান)

কৃপ—বৎস! এই দারুণ অপমান-অগ্নির প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যে তুমি ভিন্ন প্রতিকারে আর কেউ সক্ষম নয়। কিন্তু

অশ্বত্থামা—তারপর আর কী?

কৃপ—তোমাকে সেনাপতি ক'রে রণক্ষেত্রে পাঠাতে চাই।

অশ্বত্থামা—মাতুল! এ পরাধীন[১], নিষ্প্রয়োজনও বটে।

কৃপ—বৎস! এ পরতন্ত্র নয়, নিষ্প্রয়োজনও নয়! দেখো—

ভীষ্ম-দ্রোণের সমকক্ষ তুমি যদি সেনাপতি না হও তবে ভীষ্ম-দ্রোণহীন ধৃতরাষ্ট্র সেনাগণ কি যুদ্ধে সক্ষম হবে? ২৬ ॥

তুমি যদি যুদ্ধের জন্য স্থির সঙ্কল্প কর তবে ত্রিলোক একত্র হয়েও তোমার বিরোধী হতে পারে না, যুধিষ্ঠিরের সেনা তো তুচ্ছ। আমার মনে হয়, কৌরবরাজ অভিষেকদ্রব্য নিয়ে অচিরাৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অশ্বত্থামা—তাই যদি হয় তবে পিতৃ-অপমানের জ্বালায় দহ্যমান আমার মন প্রতিকারের জলে ঠাণ্ডা হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমিই সেনাপতিত্ব-গ্রহণের কথা স্বয়ং আমার পিতৃবধজন্য বিষাদ-গ্রস্তচিত্ত কুরুরাজকে জানিয়ে সান্ত্বনা দিই গিয়ে।

কৃপ—বৎস! তাই ঠিক, চলো সেই দিকেই যাই। (চলতে লাগলেন)

(কর্ণ ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যোধন—হে অঙ্গরাজ !

শত্রু দ্বারা বন্ধু নিহত হ'লে সেই দুঃখসাগর তেজস্বী ব্যক্তি অস্ত্রের সাহায্যেই বাহুবলে পার হয়ে থাকেন ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সশস্ত্র আচার্যদেব অস্ত্র ত্যাগ করলেন কেন ? ২৭ ॥

অথবা, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ঠিকই বলেন যে স্বভাব ত্যাগ করা যায় না, শোকাতুর হৃদয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়োচিত রূঢ়তা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণোচিত কোমলতাই গ্রহণ করেছেন।

কর্ণ—হে রাজন্ ! কৌরবেশ্বর ! (আপনি যা বললেন) তা ঠিক নয়।

দুর্যোধন— তবে কী ?

কর্ণ—দ্রোণের অভিপ্রায় ছিল, অশ্বত্থামাকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করা, পুত্রের মৃত্যুতে মনে করলেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমি, এখন আমার শস্ত্রগ্রহণ বৃথা। এ জন্যই অস্ত্র ত্যাগ করেছেন !

দুর্যোধন—(মাথা নেড়ে) তা হবে।

কর্ণ—আর এ জন্যই কুরু-পাণ্ডব মহা-যুদ্ধে লিপ্ত ক্ষত্রিয়সমূহের পরস্পর ক্ষয়সাধন অপেক্ষা ক'রে থেকে প্রধান পুরুষ জয়দ্রথবধেও ছিলেন উদাসীন।

দুর্যোধন—যুক্তিযুক্ত বটে এ কথা।

কর্ণ—মহারাজ ! আরো দেখুন, দ্রুপদরাজ বাল্যকাল থেকেই এঁর অভিপ্রায় জানতেন বলেই নিজ রাজ্যে স্থান দেন নি।

দুর্যোধন—সাধু, অঙ্গরাজ সাধু ! বুদ্ধিমানের মতোই বলেছ।

কর্ণ—এ মাত্র আমার কথা নয়, অন্যেরাও দ্রুপদরাজ্যে স্থান না পাওয়া সম্বন্ধে বিচার করতে বসলে এ কথাই বলেন।

দুর্যোধন—সত্যই, এতে কোনো সন্দেহের কারণ নেই !

কারণ—এই মহাযোদ্ধা দ্রোণাচার্য অভয় দিয়েও অর্জুন যখন জয়দ্রথকে বধ করতে উদ্যত হলো তখন উপেক্ষা দেখাবার আর অন্য-কোনো কারণ থাকতে পারে না। ২৮ ॥

কৃপ—(দেখে) বৎস ! এই যে দুর্যোধন সূতপুত্রের সঙ্গে এই ন্যগ্রোধবৃক্ষের ছায়ায় বসে আছেন, চলো কাছে যাই। (নিকটে গিয়ে)

উভয়ে—কুরুরাজের জয় হোক।

দুর্যোধন—(দেখে) অহো ! এ যে কৃপ ও অশ্বত্থামা (আসন থেকে নেমে কৃপের প্রতি) প্রণাম গুরুদেব।

(অশ্বত্থামার প্রতি) আচার্যপুত্র ! আমার জন্যই আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে, আসুন আপনার শোকতপ্ত দেহ দিয়ে আমার অঙ্গ নিরন্তর আলিঙ্গন করুন। এই শোকাবস্থায়ও পিতার মতো আপনার বাহুস্পর্শে আমার রোমাঞ্চ হয়। ২৯ ॥

(আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন)

অশ্ব—(কাঁদতে লাগলেন)

কর্ণ—হে দ্রোণপুত্র ! এভাবে নিজেকে অত্যধিক শোকানলে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

দুর্যোধন—হে আচার্যপুত্র ! এই শোকসাগরে আমাদের দুজনের মধ্যে প্রভেদ কিছু নেই। দেখুন—

আপনার পিতা ছিলেন আমার পিতার প্রিয়বন্ধু, অস্ত্রশিক্ষায় তিনি ছিলেন যেমন আপনার গুরু তেমনি আমারও। তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শোকগ্রস্ত আপনার মন দিয়েই আমার শোকও বুঝতে পারেন। ৩০॥

কৃপ—বৎস! কুরুপতি যেসব বলেছেন তাই বটে।

অশ্বত্থামা—রাজন্! পিতার মৃত্যুতে আপনার সমবেদনা দেখে আমার শোকও হাল্কা হলো। কিন্তু আমি জীবিত থাকতে পিতার কেশগ্রহণ দেখে পুত্রহীন কোনো ব্যক্তি কি আর পুত্র ইচ্ছা করবে? ৩১॥

কর্ণ—দ্রোণপুত্র! সকলের যিনি বিপদরক্ষক, তিনি নিজে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন সেখানে আপনি কী করবেন?

অশ্বত্থামা—অঙ্গরাজ! কী বললেন আপনি? কী করতে পারি আমি, শুনুন কী করতে পারি।

পাণ্ডবসেনার মধ্যে নিজ বাহুগর্বে যে অস্ত্র ধরে এবং পাঞ্চালবংশের বালক, বৃদ্ধ কিংবা গর্ভস্থ শিশু এদের মধ্যে যে-কেউ হোক না, আর যারা সেই দ্রোণবধের সাক্ষী, আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তারা যদি যমসদৃশও হয় ক্রোধে আমি তাদেরও যমের মতো হব। ৩২॥ ওহে পরশুরামশিষ্য কর্ণ, আরও শোনো—

যে-স্থানে শত্রুর রক্তে পাঁচটি হ্রদ তৈরি হয়েছিল এটা সেই দেশ, ক্ষত্রিয়ই আজ আবার পিতার কেশধারণে অপমান করেছে। আর সেই সব উজ্জ্বল অস্ত্রও আমার আছে, যেগুলি শত্রুর অস্ত্রসমূহ গ্রাস করবার মতো শক্তি ধরে; সুতরাং পরশুরাম যা করেছিলেন ক্রুদ্ধ দ্রৌণি (অশ্বত্থামা)-ও তাই[২] করবে। ৩৩॥

দুর্যোধন—আচার্যপুত্র! আপনার সেই তথাবিধ অনন্যসাধারণ বীরভাবের অন্য কী আর তুলনা হতে পারে!

কৃপ—রাজন্! দ্রোণপুত্র গুরুভার বহনে প্রস্তুত; আমি মনে করি আপনার সহায়তায় ইনি ত্রিলোকেরও উচ্ছেদ করতে সমর্থ, যুধিষ্ঠির তো-অতি তুচ্ছ, সুতরাং এঁকে সেনাপতিপদে বরণ করুন।

দুর্যোধন—আপনি সুষ্ঠু এবং যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন, কিন্তু আগেই যে স্থির করেছি অঙ্গরাজকে সেনাপতি করব।

কৃপ—রাজন্! অঙ্গরাজের জন্য, বিষম অপমানের শোকসাগরে নিমগ্ন এই দ্রোণপুত্রকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

দুর্যোধন—শত্রুবিনাশে ইনিও ইচ্ছুক, সুতরাং সেনাপতি না হলে এঁর কি দুঃখ হবে না?

অশ্বত্থামা—হে রাজন্! কৌরবপতি! এখনও যুক্ত-অযুক্ত বিবেচনা?

আজ আপনি নিশাশেষে বন্দীদের স্তুতিগানে গাঢ় নিদ্রা হ'তে জেগে উঠবেন। আজ পৃথিবী হবে পাণ্ডব, কেশব ও চন্দ্রবংশশূন্য। বাহুবলীরা আজ থেকে যুদ্ধের কথা আর বলবে না, রাজা বলতে পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। ৩৪॥

কর্ণ—হে দ্রোণপুত্র! এ কথাগুলো বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়, তা ছাড়া কৌরবদের মধ্যে অনেকেই একাজ করতে পারে।

অশ্বত্থামা—অঙ্গরাজ! ঠিক বলেছেন কৌরবদের মধ্যে অনেকেই এ কাজ করতে পারে। কিন্তু শোকের আবেগেই আমি এসব কথা বলেছি, বীরের নিন্দা আমার অভিপ্রায় নয়।

কর্ণ—মূর্খ! দুঃখিতের কাজ চোখের জল ফেলা, আর ক্রুদ্ধের কাজ যুদ্ধে অবতরণ, এরকম প্রলাপোক্তি নয়।

অশ্বত্থামা (ক্রোধসহ) - আরে, আরে! রাধাগর্ভের ভারস্বরূপ সূতাধম! দুঃখ হলে চোখের জলে প্রতিকারের উপদেশ দিচ্ছিস্ আমাকে, অস্ত্রে নয়? দেখ্—

আমার এই অস্ত্রসকল কি তোর মতো গুরুর অভিশাপে বীর্যহীন? আমি কি তোর মতো এই মাত্র ভয়ে রণস্থল থেকে পালিয়ে আসছি? আমি কি স্তুতিগানে অপরের বংশপ্রশংসাকারী সারথির বংশে জন্মেছি যে তুচ্ছ শত্রু অপকার করায় প্রতিকার করব চোখের জলে, অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না? ৩৫॥

কর্ণ (সক্রোধে)—ওরে বাচাল! নিষ্ফল শস্ত্রধারী কুপণ্ডিত! ব্রাহ্মণাধম! নির্বীর্য হই আর সবীর্যই হই, আমি অস্ত্রত্যাগ তো করি নি, যেমন শক্তিমান হয়েও তোর পিতা পাঞ্চালভয়ে অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। ৩৬॥ আরও শোন্, সূত হই বা সূতপুত্র হই অথবা যে-কেউ আমি হই না কেন, সৎবংশে জন্ম দৈবায়ত্ত, কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত। ৩৭॥

অশ্বত্থামা—(সক্রোধে) ওরে রথকার-কুলকলঙ্ক, রাধাগর্ভের ভারস্বরূপ শস্ত্রানভিজ্ঞ! আমার পিতাকে নিন্দা করিস্। অথবা

তিনি ভীরু হোন বা বীর হোন, তাঁর বাহুবল ত্রিভুবনে বিখ্যাত, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন তিনি কী করেছেন, সমগ্র পৃথিবী তা জানে, কেন তিনি অস্ত্রত্যাগ করলেন তার সাক্ষী সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। কিন্তু হে রণভীরু, তুই তখন ছিলি কোথায়? ৩৮॥

কর্ণ—(হেসে) হ্যাঁ, আমি তো ভীরুই, তুমি বিক্রমশালী—তোমার নিজ পিতার কথা মনে করে না জানি কী ক'রে বসবে এই কথা ভেবে আমার খুব সংশয় জন্মেছে। আরও রে মূর্খ!

তোর পিতা অস্ত্র ত্যাগ করে নিরস্ত্রভাবেও তো উদ্যত-অস্ত্র শত্রুকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। রাজাদের সামনে শত্রু যখন তাঁর কেশ স্পর্শ করল, স্ত্রীলোকের মতো তিনি নিশ্চেষ্ট রইলেন কেন? ৩৯॥

অশ্বত্থামা—(ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ওরে দুরাত্মা রাজার ভাঁড়, প্রগল্ভ সূতাধম অসংলগ্নপ্রলাপী—

আমার পিতা শোকে, ভয়ে বা অন্য-কোনো কারণেই হোক্ ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্যত হস্তকে নিবারণ করেন নি। কিন্তু আমি বাহুবলদর্পে-ক্ষেপে-ওঠা তোর মস্তকে এই বাম 'পা' রাখছি, ক্ষমতা থাকে সরিয়ে দে। ৪০॥

(অগ্রসর হলো)

কৃপ ও দুর্যোধন—গুরুপুত্র! এ কাজ করবেন না, করবেন না?

অশ্বত্থামা—(চরণাঘাত অভিনয় করলেন)

কর্ণ—(ক্রোধে অস্ত্র বের করে) ওরে দুরাত্মা বাচাল, আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণাধম!

তুই জাতিতে (ব্রাহ্মণ বলে) অবধ্য, কিন্তু তোর এই উদ্ধৃত চরণ খড়্গাঘাতে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে দেখতে পাবি। ৪১ ॥

অশ্বত্থামা—মূর্খ ! আমি জাতিতে অবধ্য ? নে এই জাতি ত্যাগ করলাম (পৈতা ছিঁড়ে) আজ সেই কিরীটীর[৪] প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করব, অস্ত্র ধরো, নয় তো মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করো। ৪২ ॥

(উভয়েই অস্ত্র নিয়ে পরস্পরকে বধ করতে উদ্যত হলো, দুর্যোধন ও কৃপ উভয়কে নিরস্ত করলেন)

দুর্যোধন—আচার্যপুত্র ! অস্ত্র নেবেন না।

কৃপ—বৎস সূতপুত্র ! অস্ত্র নিও না।

অশ্বত্থমা—মাতুল, মাতুল ! বাধা দেবেন না, পিতৃনিন্দা-মুখর এই সূতাধমও ধৃষ্টদ্যুম্নের পক্ষপাতী।

কর্ণ—রাজন্ ! আমায় নিষেধ করবেন না। ধীর ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে যদি ভয় না দেখায় অথবা তুচ্ছ মনে করে উপেক্ষা করে তবে মূর্খরা এই রকম আত্মশ্লাঘাই করে। ৪৩ ॥

অশ্বত্থামা—রাজন্ ! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে, আমার বাহুপেষণে ওর মৃত্যু হোক। তা ছাড়া স্নেহে বা কার্যতই হোক, আমার পিতৃনিন্দুক এই দুরাত্মাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা আপনার বিফল হবে। দেখুন—

আপনি গুণবান, আপনার জন্ম চন্দ্রবংশে ! এই নীচাশয় সূতপুত্র কী করে আপনার প্রিয় সখা হয় ? এই ব্যক্তি অর্জুনকে হত্যা করবে, তাই কী আপনি চান ? ওকে ছেড়ে দিন, (ক্রোধে) পৃথিবীকে আজ আমি কর্ণার্জুনশূন্য করব। ৪৪ ॥ (প্রহারে উদ্যত)

দুর্যোধন—কর্ণ ! গুরুপুত্র ! আপনাদের আজ মতিভ্রম হলো কেন ?

কৃপ—বৎস ! এক কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে, অন্য কাজে উদ্যম, এ কী তোমার মতিভ্রম ? রাজবংশে তোমাদের জন্যে যদি বিদ্রোহ হয়, সে তো বিরুদ্ধ পথ ॥

অশ্বত্থামা—মাতুল ! আপনার জন্যেই এই রথকার কুলকলঙ্ক কটুভাষীর গর্ব খর্ব করা গেল না।

কৃপ—বৎস ! নিজ সেনার মধ্যে প্রধানদের বিরোধের সময় এ নয়।

অশ্বত্থামা—মাতুল ! যদি এই হয়,

তবে শত্রুর শরে এই নীচাশয়ের যতক্ষণ মৃত্যু না হবে, ততক্ষণ যুদ্ধে আমার প্রিয় হলেও আমি অস্ত্র স্পর্শ করব না। কর্ণ সেনাপতি হলে, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ভীমার্জুন থেকে ভয় উপস্থিত হবে, তখন রাজা প্রিয় বন্ধুর কত শক্তি তা বুঝতে পারবেন। ৪৫ ॥ (অস্ত্রত্যাগ করলেন)

কর্ণ—(হেসে) অস্ত্রত্যাগ আপনাদের কৌলিক নিয়ম।

অশ্বত্থামা—ওরে ! তোদের মতো লোক অস্ত্রত্যাগ না করলেও তা চিরত্যাগের মতোই, কারণ এই অস্ত্রে কোনো ফল হয় না।

কর্ণ—ওরে মূর্খ !

হাতে যতক্ষণ আমার অস্ত্র আছে ততক্ষণ অন্য কোনো অস্ত্রেরই প্রয়োজন নেই, আমার অস্ত্রে যে কাজ হয় না, তা অন্য কোনো অস্ত্রেই হবে না। ৫৪ ॥

(নেপথ্যে) আঃ দুরাত্মা ! দ্রৌপদীর কেশ এবং বস্ত্র আকর্ষণে মহাপাতকী, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র পাষণ্ড ! বহুকাল পরে তোকে পেয়েছি, রে ক্ষুদ্র পশু, এখন যাবি কোথায় ? তা ছাড়া, ওহে গর্বিত ধনুর্ধর রাধেয়, দুর্যোধন সৌবল প্রভৃতি পাণ্ডবশত্রুগণ, শোনো—

যে নরপশু পাঞ্চাল রাজনন্দিনীর কেশ আকর্ষণ করেছিল, রাজমণ্ডলী ও গুরুজনের সামনে বস্ত্র অপহরণ করেছিল, আমি যার বক্ষরক্ত পানের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই দুঃশাসন আজ আমার ভুজপঞ্জরে আবদ্ধ হে কৌরবগণ, যদি শক্তি থাকে তাকে রক্ষা করো ! ৪৭ ॥

(সকলেই শুনল)

অশ্বত্থামা—ওহে অঙ্গরাজ ! সেনাপতি ! দ্রোণের উপহাসকারী, পরশুরাম-শিষ্য। বাহুবলে সকলের ত্রাণকর্তা ! 'হাতে যতক্ষণ আমার অস্ত্র আছে, ততক্ষণ অন্য অস্ত্রে প্রয়োজন নেই' বলেছিলে না ? সময় উপস্থিত, ভীমের হাত থেকে দুঃশাসনকে রক্ষা করো।

কর্ণ—আঃ, কী শক্তি আছে ভীমের। আমি জীবিত থাকতে দুঃশাসনের ছায়া মাড়াবারও ? যুবরাজ ! ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে আমি এসেছি। (প্রস্থান)

অশ্বত্থামা—মহারাজ ! কৌরবনাথ ! দ্রোণ-ভীষ্মহীন কৌরবসেনাগণ, ভীম ও অর্জুন করেছে বিচলিত। রাধেয় বা অন্য কেউ তা রোধ করতে পারবে না, সুতরাং ভাইকে রক্ষার জন্য মহারাজেরই যাওয়া উচিত।

দুর্যোধন—আঃ, কী শক্তি আছে দুরাত্মা পবনপুত্রের বা অন্যের ? সশস্ত্র আমি জীবিত থাকতে বৎস দুঃশাসনের ছায়াকেও স্পর্শ করতে পারে ? বৎস ! ভয় নেই, ভয় নেই, এই কে আছ ? রথ নিয়ে এসো। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে কলরব)

অশ্বত্থামা—(সামনে দেখে) মাতুল ! হায় ধিক্ ; কী দুঃখের বিষয়, যদি ভীমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এই সন্দেহে অর্জুন, একই সঙ্গে কর্ণ ও দুর্যোধনকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করেছে। হায় ! হায় ! ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করল। দুর্যোধনের কনিষ্ঠের এই দুর্দশা চোখে দেখা সহ্য করা যায় না, মিথ্যাকে স্বীকার করলাম, মাতুল অস্ত্র, অস্ত্র !

সত্য থেকে মিথ্যাই ভালো, স্বর্গে ধিক্, আমার নরকই হোক, ভীমের হাত থেকে দুঃশাসনকে বাঁচাবার জন্য যে অস্ত্র ত্যাগ করেছি তাই আবার গ্রহণ করব। ৪৮ ॥

(অস্ত্র গ্রহণ করতে গেল)

(নেপথ্যে)—মহাত্মন্ ভরদ্বাজপুত্র আপনি পূর্বে কখনও সত্যকে ত্যাগ করেন নি, আজও ত্যাগ করা উচিত নয়।

কৃপ—বৎস, দৈববাণী তোমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করছে।

অশ্বত্থামা—কী, দৈববাণী আমাকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছে ? খুব দুঃখের বিষয়, দেবতারাও পাণ্ডব পক্ষে, হায় হায় !

দুঃশাসনের রক্তপানে আমাকে থাকতে হলো উদাসীন, এই যুদ্ধে দুর্যোধনের আর প্রিয় কাজ কী ক'রতে পারি। মাতুল ! কর্ণের প্রতি ক্রোধে আমি

অন্যায় কাজ করলাম, আপনিও তাই রাজার কাছে যান। ৫৯ ॥

কৃপ—বৎস, দেখি কী প্রতিবিধান করতে পারি ; তুমিও শিবিরেই যাও।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(যুদ্ধে মূর্ছিত দুর্যোধনকে নিয়ে সারথির প্রবেশ)

সারথি—(উদ্বেগের সঙ্গে পাদচারণা করতে লাগল)

(নেপথ্যে)—বাহুবলদর্পে মহাসমরে উদ্যত কৌরবদের প্রতি স্নেহবশতঃ ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেছ যে নরপতিগণ ! তোমাদের সৈনিকরা, নিহত দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে অবশিষ্ট রক্তে রঞ্জিত বীভৎসদেহ ভীমকে দেখে ভয়ে অস্ত্রাদি ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছে, তাদের নিষেধ করো।

সূত—(দেখে) তাই তো ঐ যে রথে চড়ে এগিয়ে চলেছেন, কৃপাচার্য, শরবর্ষণে শত্রুসেনাদের স্তম্ভিত করতে করতে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধরত কর্ণের দিকে। সে রথের চূড়ায় রয়েছে শ্বেতবর্ণের চামরযুক্ত সোনার কমণ্ডলু ও পতাকা, সেই রথ চলেছে হাজার হাজার মৃত হাতি, ঘোড়া ও মানুষের দেহের উপর দিয়ে। মৃতদেহ ও রথের চাকার ঘর্ষণে হচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ। যাই হোক, আমাদের সৈনিকরা এক মস্ত অবলম্বন পেল !

(নেপথ্যে কলরবের পরে)

ভীম—ওহে কৌরববাহিনীর বীরগণ ! আমাকে দেখেই ভয়ে তোমাদের কার্মুক, কৃপাণ, তোমার ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রগুলি খসে পড়ছে কেন ? ওহে পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধাগণ ! ভয় নেই, ভয় নেই তোমাদের। আমি এইমাত্র দুঃশাসনের বক্ষ-শোণিতাসব পান ক'রে মত্ত হয়ে বেগে চলেছি। আমার প্রতিজ্ঞামহোৎসব আর অল্প মাত্র বাকি আছে। এই আমি কৌরবরাজের দ্যূত-পরাজিত দাস, মধ্যম কুন্তীপুত্র ভীমসেন। শোনো, তোমাদের সাক্ষী করে বলছি—

অভিমানী, ধনুর্ধর রাজা দুর্যোধন এবং কুরুবংশের বন্ধু কর্ণ ও শল্যের সামনে যে-দুঃশাসন পাণ্ডব-বধূর কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণ করেছিল, জীবিত সেই দুঃশাসনের বক্ষ তীক্ষ্ন নখরাঘাতে বিদীর্ণ ক'রে উষ্ণ রক্ত পান করেছি। ১ ॥

সূত—(শুনে সভয়ে) কুরুরাজপুত্ররাই যেন বন, আর সেই বনের উৎপাত বায়ুস্বরূপ দুরাত্মা ভীম এসে পড়ল দেখছি, এদিকে এখনও মহারাজের জ্ঞান ফেরে নি ; যাক্, রথ দূরে সরিয়ে ফেলি। নয় তো ঐ অনার্য, দুঃশাসনের মতো মহারাজের প্রতিও অনার্য আচরণ করতে পারে। (দ্রুত পরিক্রমণ ক'রে দেখে নিয়ে) ঐ তো একটি বটবৃক্ষ রয়েছে দেখছি, এর পত্রগুলি, সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের সংস্পর্শে সুগন্ধি ও শীতল হাওয়ায় দুলছে। যুদ্ধে পরিশ্রান্ত বীরের বিশ্রামের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

এখানে থাকলে অতিসহজে তালপাতার শাখায় বাতাসের মতো, হরিচন্দন-সুরভিত-শীতল এবং মূর্ছার উপযুক্ত সরোবরসম্পর্কিত বাতাসে মহারাজের ক্লান্তি দূর হবে। (উপরে দেখে) রথের পতাকা ভেঙে যাওয়ায় ছায়ায় প্রবেশে কোনো বাধাও হবে না। (চারিদিকে দেখে) কেউ নেই নাকি ? নিশ্চয়ই ভীমের বীভৎস চেহারা আর মহারাজের অজ্ঞান অবস্থা দেখে ভয়ে সবাই শিবিরে চলে গেছে। ওঃ বড়ই দুঃখ—'অর্জুনকে ভয় নেই" এই অভয় দিয়েও দ্রোণ সিন্ধুরাজকে করলেন না, ভীমসেন শত্রুর দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা অতি সহজে পূর্ণ করে দুঃশাসনের প্রতি এমন কদর্য আচরণ করল, যা পশুর প্রতিই করা যায়। এমন দেখে মনে হয়, কুরুবংশের প্রতি বিমুখ দৈব এত করেও তৃপ্ত নয়। ২ ॥ (রাজাকে দেখে) এখনও কেন মহারাজের জ্ঞান হলো না। বড়ই কষ্ট। (নিঃশ্বাস ছেড়ে মদমত্ত হস্তী বনের প্রায় সমস্ত গাছ ভেঙে ফেলার পর একটি মাত্র শালগাছ দাঁড়িয়ে থাকলে যে অবস্থা হয়, কুমারদের মৃত্যুর পর একমাত্র আপনি জীবিত থাকায়ও সেই অবস্থা, বিধাতার বোধ হয় তাও সহ্য হচ্ছে না[১]। ৩ ॥

(আকাশে লক্ষ্য ক'রে) হায় ভরতকুলবিমুখ হতবিধি! গদাধারী ভীম অক্ষত শরীরেই রইল, কোন বিপদেই পড়ল না, তথাপি ভীমের শেষপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলল। ৪ ॥

দুর্যোধন—(ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ করে) আঃ কী শক্তি আছে দুরাত্মা পবননন্দন ভীমের, আমি দুর্যোধন জীবিত থাকতে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে। বৎস দুঃশাসন, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি আসছি। সূত! যেখানে বৎস দুঃশাসন আছে সেখানে রথ নিয়ে চলো।

সূত—আয়ুষ্মন্! অশ্বগণ রথ টানতে আর সক্ষম নয়, (কিছুদূর সরে) মনের রথকে মনও টানতে চাইছে না।

দুর্যোধন—(রথ থেকে নেমে গর্বের এবং আগ্রহের সঙ্গে) রথ চলার জন্য সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

সূত—(লজ্জায় কাতরভাবে) আয়ুষ্মন্! আমায় ক্ষমা করুন।

দুর্যোধন—সূত। ধিক্ তোমায় ; রথের প্রয়োজন কী ? শত্রু ধ্বংসের জন্য বিচরণশীল দুর্যোধন আমি, গদামাত্র সহায়ে যুদ্ধে অবতরণ করব।

সূত—দেব, তাই বটে।

দুর্যোধন—তাই যদি তবে একথা বলছ কেন ? দেখো—

এই দুরাত্মা উদ্যত অস্ত্র নিয়ে স্বভাব-চঞ্চল বালক দুঃশাসনকে বধ করতে আসছে, আর আমি ভীমকে বধ করতে চাই তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন ? (যুবরাজকে বধে উদ্যত ভীম) তোমার ক্রোধ হয় না ? দয়া হয় না ? আমরা বেঁচে থাকতে শত্রু প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করছে দেখে লজ্জা হয় না তোমার ? ৫ ॥

সূত—(করুণভাবে পা জড়িয়ে) আমি বলতে চেয়েছিলাম যে হে আয়ুষ্মন্! হয়তো এতক্ষণে সেই দুরাত্মা ভীম তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করে চলে গেছে। তাই এরকম বলেছি।

দুর্যোধন—(সহসা মাটিতে পড়ে গিয়ে) হায় বৎস দুঃশাসন! আমার আদেশেই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করেছে। হায় বিক্রমশালী, আমার কোলের

সন্নিবেশ-চঞ্চল শিশু, হায় শত্রুগজ মধ্যে সিংহসম, হায় যুবরাজ, কোথায় তুমি ? উত্তর দাও। (মূর্ছিত হলেন)

(জ্ঞানলাভ করে) আমি কোনো দিনই তোমার ইচ্ছামতো ভোগ সুখে তোমাকে রাখতে পারি নি। আমি বৃথাই অগ্রজ, যথাযথভাবে তোমাকে পালন করি নি। আমিই তোমার এই বিপদের কারণ, আমার আদেশেই তুমি অন্যায় কাজ করেছিলে, কিন্তু আজ শত্রুর হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারলাম না। ৬ ॥

(মাটিতে পড়ে গেলেন)

সূত—আয়ুষ্মন্ ! শান্ত হোন।

দুর্যোধন—ধিক্ সূত, কী করলে তুমি !

সতত আজ্ঞানুবর্তী বালক দুঃশাসন, তাকে রক্ষা করা আমারই উচিত; আজ সেই বালককে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমায় রক্ষা করলে ? ৭ ॥

সূত—মহারাজ ! মর্মভেদী বাণ, তোমর, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র-বর্ষণে মহারথিগণ চেতনা হারালেন, আপনিও চেতনাহীন হলে তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রথসহ আপনাকে নিয়ে চলে এসেছি।

দুর্যোধন—অন্যায় করেছ তুমি সূত !

কনিষ্ঠের শত্রু সেই পান্ডব পশুর গদাঘাতে আমার চেতনা ফিরল না। যেহেতু আমি অথবা ভীম দুয়ের একজন দুঃশাসনের রুধিরশয্যায় শয়ন করতে পারলাম না। ৮ ॥

(নিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে দেখে)

হে নির্দয় দুরদৃষ্ট ! তুমি ভরতবংশের প্রতি বিমুখ।

আমার মৃত্যু হোক, কিন্তু ভীম যেন আমাকে বধ করতে না পারে।

সূত—অমঙ্গল দূর হোক, অমঙ্গল দূর হোক, মহারাজ, কী বলছেন ?

দুর্যোধন—বন্ধু-বান্ধব মৃত ! আমার রাজ্যে আর কী প্রয়োজন ? জয়েই বা লাভ কী ? ৯ ॥

(শরবর্ষণজনিত আঘাতস্থান আচ্ছাদন করে সুন্দরকের প্রবেশ)

সুন্দরক—মহাশয়রা ! আপনারা কি এখানে মাত্র সারথিসহ মহারাজ দুর্যোধনকে দেখেছেন ? কই, কেউ তো কথা বলে না, যাক। ঐ তো অনেক লোক জমা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এ কী ? এরা তো দেখছি নিজ নিজ গাঢ় প্রহরাহত অধিনায়কদের বুক থেকে শল্যোদ্ধার যন্ত্র দিয়ে শল্য উদ্ধার করছে - এরাও কিছু জানে না। অন্যদিকে খুঁজি, এখানে বহু বীরপুরুষ জমা হয়েছে দেখছি, তাহলে এখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

আপনারা কি জানেন কোথায় আছেন কৌরবেশ্বর ? নাকি এরা তো আমায় দেখে আরও কাঁদছে। থাক, এরাও জানে না। হায় ! আরও করুণ ব্যাপার দেখছি, বীরমাতা যুদ্ধে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সহমরণে প্রস্তুত রক্তবস্ত্র-পরিহিতা পুত্রবধূসহ প্রাণত্যাগে উদ্যত। ধন্য বীরজননী ধন্য ! জন্মান্তরে তোমার পুত্রের আর যুদ্ধে মৃত্যু হবে না। যাক্ অন্য জায়গায় দেখি এ আর-একদল যোদ্ধা, নিজ দেহক্ষতের প্রতিকার না ক'রে শূন্যাসন অশ্বকে নিয়ে কাঁদতে বসেছে। নিশ্চয়ই এদের নায়ক মারা গেছে। সুতরাং এরাও কিছুই

জানে না। যাক্ অন্য জায়গায় দেখি। (চারদিক দেখে) এ কী সকলেই দেখছি অবস্থানরূপ বিপদ বুঝতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, তবে এখানে জিজ্ঞাসা করি কাকে, নিন্দাই বা করি কার ? যাক্ নিজেই ভাল করে খুঁজে দেখি। (চলাফেরা ক'রে)

দৈবকেই নিন্দা করতে হয় তবে। হায় ভাগ্যদেবতা, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক, শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, আর ভীষ্ম জয়দ্রথ দ্রোণ কর্ণ শল্য কৃপ কৃতবর্মা প্রভৃতি রাজচক্রের পরিপোষক সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ দুর্যোধনেরও খোঁজ করছি, খোঁজ করেও জানি না তিনি কোথায়, (চিন্তা করে) অথবা দৈবকে নিন্দা করে লাভ কী ? অপমানিত বিদুরের হিতকথা যার বীজ, অবহেলিত ভীষ্মের হিতোপদেশ যার অংকুর, অনিষ্টকামী শকুনির উত্তেজনাদি যার মূল, জতুগৃহদাহ দ্যূতক্রীড়া বিষান্নদান যার শাখা-প্রশাখা, দীর্ঘকাল পরিপুষ্ট শত্রুভাব যার আলবাল[২], পাঞ্চাল রাজনন্দিনীর কেশাকর্ষণ যার পুষ্প সেই বৃক্ষের ফল ফলতে শুরু হয়েছে। (অন্যদিকে দেখে) রথে সন্নিবিষ্ট রত্নসমূহের প্রভার সঙ্গে সূর্যকিরণ মিশে সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনু দিক্ সমূহকে পূর্ণ করেছে— যার পতাকা-দণ্ড ছিন্ন ও ভগ্ন সেই রথ এখানে দেখতে পাচ্ছি ; মনে হয়, অবশ্যই মহারাজ বিশ্রামের জন্য এখানেই আছেন। যাই হোক দেখি। (এগিয়ে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে) এ কী, একাদশ অক্ষৌহিণীর নায়ক হয়ে মহারাজ দুর্যোধন প্রাকৃত জনের মতো যা-তা জাযগায মাটিতে বসে আছেন। অথবা এই সেই পাঞ্চালীব কেশগ্রহণফুলের ফল দেখা যাচ্ছে। (কাছে গিয়ে সূতকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করল)

সূত—(দেখে) আরে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুন্দরক এসেছে দেখছি।

সুন্দরক—জয় হোক, জয় হোক, মহারাজের !

দুর্যোধন—(দেখে) এই যে সুন্দরক, অঙ্গরাজের কুশল তো।

সুন্দরক—দেব ! শরীরমাত্রেরই কুশল।

দুর্যোধন—(উদ্বেগের সঙ্গে) সুন্দরক ! অর্জুন কি তার রথবাহক অশ্ব এবং সারথিকে হত্যা করেছে ? অথবা রথ ভেঙে গিয়েছে ?

সুন্দরক—দেব ! রথ ভাঙে নি, ও'র মনোরথ (ভেঙেছে)।

দুর্যোধন—(সক্রোধে) ওহে ! তোমার অস্পষ্ট কথা আমার চিন্তিত মনকে আরও বিচলিত করছে। বিচলিত হোয়ো না। গোড়া থেকে স্পষ্ট ক'রে সব বলো।

সুন্দরক—যে আজ্ঞে দেব ! মহারাজের মুকুটমণির প্রভাবে রণপ্রহার বেদনা আমার কমে গেছে। (সগর্বে পরিক্রমণ করে) শুনুন দেব ! আজ কুমার দুঃশাসনের বধ (মুখ চাপা দিয়ে শঙ্কা অভিনয়)।

সূত—সুন্দরক ! বলো তুমি, দৈবই মহারাজকে জানিয়েছে।

দুর্যোধন – সুন্দরক ! বলো তুমি, আমি শুনেছি।

সুন্দরক—(স্বগত) দুঃশাসনের বধ, মহারাজ শুনলেন কীভাবে ? (প্রকাশ্যে) শুনুন, দেব। দুঃশাসন-বধের সংবাদে ক্রুদ্ধ অঙ্গরাজের ললাটদেশ ভ্রূকুটিতে ভীষণ আকার ধারণ করে। বোঝা যায় না এত দ্রুত শরযোজনা ও বর্ষণ করে তিনি দুঃশাসন-শত্রু দুরাচারী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন।

উভয়ে—তারপর, তারপর ?

সুন্দরক—তারপর মহারাজ ! উভয় সেনার সম্মিলিত হস্তী-অশ্ব-পদাতি দ্বারা সমুত্থিত ধূলি সমই তথা বিপর্যস্ত হস্তিসমাবেশ সংঘাতে বিস্তারিত হতে থাকল, এমন অন্ধকার যে উভয় সেনাই আর দেখা গেল না। আকাশও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না।

উভয়ে—তারপর, তারপর !

সুন্দরক—ঐ ভীষণ অন্ধকারে জোরে-টানা ধনুকের গম্ভীর ভীষণ টঙ্কার শুনে মনে হলো যেন প্রলয়মেঘের গর্জন—

দুর্যোধন—তারপর ?

সুন্দরক—তারপর মহারাজ, যুদ্ধের এক বর্ষাকাল সৃষ্টি হল। যে বর্ষাকাল ছিল উভয় সেনার পরস্পরস্পর্ধী সিংহনাদের গর্জনে ভরা, বিবিধ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের বর্মের উপর আঘাতজনিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ বিদ্যুতের ছটায় উজ্জ্বল, গম্ভীর-শব্দকারী ধনুক স্বরূপ মেঘযুক্ত এবং সহস্র শরধারা স্বরূপ বর্ষণ যুক্ত।

দুর্যোধন—তারপর, তারপর ?

সুন্দরক—তাবপর দেব ! এই সময় ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমের পরাজয় আশঙ্কা ক'রে সেই রণাঙ্গনের দিকে রথ চালিত করলেন, সেই রথের চূড়ায় ছিল বিশাল বানর যে বজ্রপাত শব্দের মতো ভয়ঙ্কর ধ্বনি করছিল, অশ্ব পরিচালনে ব্যস্ত শ্রীকৃষ্ণের চার হাতে শংখ, চক্র, গদা ও অসি থাকায় তিনি বিষ্ণুর মতো দর্শনীয় হয়েছিলেন, এবং সেই থেকে পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত নামক দুটি শংখনাদের প্রতিধ্বনি চতুর্দিক পূর্ণ করেছিল।

দুর্যোধন—তারপর, তারপর ?

সুন্দরক—তারপর, ভীমসেন ও অর্জুন দুজনেই পিতাকে (কর্ণকে) আক্রমণ করেছে দেখে, অবিলম্বে বৃষসেন সেখানে উপস্থিত হলেন। অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য স্খলিত রত্নখচিত উষ্ণীষের উপেক্ষা করলেন। তিনি ধনুর্গুণ কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করেছিলেন ; দক্ষিণ হস্তে উৎক্ষিপ্ত বাণের মূল দিয়ে খোঁচা দিয়ে সারথিকেও করছিলেন ত্বরান্বিত।

দুর্যোধন—(সগর্বে) তারপর ?

সুন্দরক—তারপর দেব, কুমার বৃষসেন এসেই মুহূর্ত মধ্যে বাণসমূহ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথকে এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুসুমিত একটি বৃক্ষকে দেখছি। বৃষসেনের বাণগুলো ছিল শাণশিলায় শাণিত শ্যামল ফলাযুক্ত, কঠিনকঙ্কপত্রযুক্ত, মার্জিত অসিলতার মতো শ্যামল চকচকে পুংখযুক্ত এবং কৃষ্ণ-বর্ণ।

দুর্যোধন—(আনন্দে) তারপর, তারপর !

সুন্দরক—তারপর মহারাজ ! তীক্ষ্ন বিক্ষিপ্ত ধারালো ভল্লবাণবর্ষণকারী ধনঞ্জয় হেসে বললেন, বৃষসেন ! তোমার পিতাই কুপিত আমার সামনে দাঁড়াতে পারেন না, তুমি তো ছেলেমানুষ, যাও অন্যান্য কুমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করো গিয়ে। গুরুজনের নিন্দা শুনে কুমারের ক্রোধ উদ্দীপিত হলো, মুখমণ্ডল আরক্ত হলো, ভ্রূকুটী ভঙ্গিমায় হলো ভীষণ, তিনি কোনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করলেন না,

কিন্তু তিনি ধনুর্ধারণ পূর্বক কর্ণ পর্যন্ত মর্মভেদী কঠোর বাণ আকর্ষণ ক'রে নিক্ষেপের দ্বারাই গাণ্ডীবী অর্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন।

দুর্যোধন—সাধু বৃষসেন সাধু! সুন্দরক, তারপর?

সুন্দরক—তারপর, দেব! তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে তীব্র বেদনায় ক্রুদ্ধ হয়ে ধনঞ্জয় তাঁর শিক্ষা ও বলের উপযুক্ত এক আশ্চর্য যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, তাঁর গাণ্ডীবের তীব্রধ্বনি বজ্রপাতের শব্দকেও পরাভূত করেছিল, অবিরত বাণবর্ষণে তিনি সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিলেন।

দুর্যোধন—(সাগ্রহে) তারপর?

সুন্দরক—তারপর শত্রুর ঐরকম সেই সমর নৈপুণ্য দেখে বৃষসেনও এমনভাবে দ্রুত হস্ত সঞ্চালন ক'রে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর তূণ থেকে ধনুকে বাণ যোজনা ও নিক্ষেপ কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না।

দুর্যোধন—তারপর!

সুন্দরক—তারপর; তখন কুরু ও পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ দীর্ঘকালের শত্রুতা ভুলে গিয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে 'সাধু বৃষসেন সাধু' বলে চীৎকার ক'রে উঠল এবং বৃষসেন ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে লাগল।

দুর্যোধন—(বিস্ময়ে) তারপর?

সুন্দরক—তারপর দেব, এমন সময় সকল যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী পুত্রের অদ্ভুত সমরকৌশল দেখে যুগপৎ আনন্দ, ক্রোধ, করুণা, আশঙ্কা ও উদ্বেগ-যুক্ত হয়ে অঙ্গরাজের শরজাল ভীমসেনের উপরে ও বাষ্পাকুল দৃষ্টি কুমার বৃষসেনের উপরে নিক্ষিপ্ত হলো।

দুর্যোধন—(সভয়ে) তারপর?

সুন্দরক—তারপর মহারাজ! উভয় পক্ষের সৈনিকের সাধুবাদ শুনে ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয় অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, জ্যা এবং রাজচিহ্নশ্বেতচ্ছত্রে যুগপৎ বাণ বর্ষণ-আরম্ভ করলেন।

দুর্যোধন—(সভয়ে)—তারপর?

সুন্দরক—তারপর দেব, বৃষসেনের রথ গেল, ধনুর্গুণ ছিন্ন হলো, তিনি তখন আত্মরক্ষার জন্য খড়্গ হস্তে চতুর্দিকে বিচরণ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন—(আশঙ্কার সঙ্গে) তারপর?

সুন্দরক—তারপর দেব, পুত্রের রথ ভেঙে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে অঙ্গরাজ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ উপেক্ষা ক'রে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করলেন। কুমার পরিজনেরা অন্য রথ নিয়ে এলে সেই রথে চড়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পুনরায় প্রবৃত্ত হলেন।

দুর্যোধন—সাধু বৃষসেন সাধু! তারপর তারপর?

সুন্দরক—তারপর দেব, কুমার বললেন, 'ওরে রে পিতৃনিন্দুক বাচাল মধ্যম পাণ্ডব! আমার বাণ তোমার শরীর ভিন্ন অন্য স্থানে পড়বে না' এই বলে শরবর্ষণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করে সিংহনাদ ক'রে গর্জন করতে লাগলেন।

দুর্যোধন—(বিস্ময়ে) অহো! মুগ্ধস্বভাব বালকের কী পরাক্রম। তারপর?

সুন্দরক—তারপর, কিরীটী তীক্ষ্ণ শরাভিঘাত পেয়ে ক্রোধিত হয়ে বৃষসেনের সহস্র শরবর্ষণ উপেক্ষা করে রথের মধ্য থেকে শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ করলেন;

সেটা কনককিঙ্কিণীজালমালার মতো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। ঐ শক্তি মেঘমুক্ত আকাশের মতো নির্মল, এবং তার মুখ তীক্ষ্ণশ্যামল ও স্নিগ্ধ বিবিধরত্ন প্রভায় উজ্জ্বল; ভীষণ ও রমণীয়দর্শন সেই অস্ত্র বৃষসেনের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

দুর্যোধন—(বিষাদে) হায় হায়! তারপর তারপর।

সুন্দরক—তারপর মহারাজ! জ্বলন্ত শিখাযুক্ত সেই শক্তি দেখে অঙ্গরাজের হাত থেকে ধনুক বাণ খসে পড়ল, হৃদয় থেকে বীরসুলভ উৎসাহ লুপ্ত হয়ে গেল দুনয়নে নেমে এল অশ্রুধারা। বৃকোদর সিংহনাদ করলেন, কৌরবসেনা 'কী দুঃখের কী দুঃখের' ব'লে চিৎকার করে উঠল।

দুর্যোধন—(বিষাদসহ) তারপর?

সুন্দরক—তারপর, ভগবান্ শঙ্কর পতনশীলা ভাগীরথীকে যেমন ত্রিধাবিভক্ত করেছিলেন, বৃষসেনও তেমনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণ (অস্ত্রবিশেষ) আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে বিশেষ সন্ধানে নিক্ষেপ ক'রে অর্ধপথেই সেই শক্তিকে (অস্ত্রবিশেষ) তিন খণ্ড করলেন।

দুর্যোধন—সাধু বৃষসেন! সাধু! তারপর?

সুন্দরক—তারপর মহারাজ! ইতিমধ্যে বীরগণের উচ্চ সাধুবাদে সমরবাদ্যধ্বনি চাপা পড়ে গেল, এবং সিদ্ধচারণগণের পুষ্পবৃষ্টিতে সমারাঙ্গন ঢেকে গেল।

সেনাপতি অঙ্গরাজ বললেন, ওহে বৃকোদর তোমার আমার যুদ্ধ অসমাপ্ত আছে; একটু সময় দাও আমাকে, আমি পুত্র বৃষসেন ও তোমার ভ্রাতা অর্জুনের ধনুর্বেদশিক্ষায় নৈপুণ্য একবার দেখে নিই, তোমারও এটা দর্শনীয়।

দুর্যোধন—তারপর, তারপর?

সুন্দরক - তারপর ভীম এবং কর্ণ উভয়েই নিজ শত্রুতা ভুলে গিয়ে নিজেদের যুদ্ধ বন্ধ রেখে অর্জুন ও বৃষসেনের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

দুর্যোধন—(আগ্রহের সঙ্গে) তারপর?

সুন্দরক—তারপর মহারাজ? ইতিমধ্যে বৃষসেনের অস্ত্রে অর্জুনের শক্তি-অস্ত্র খণ্ডিত হওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধবশে অর্জুন বললেন ওরে দুর্যোধন প্রমুখ—(সঙ্কোচের অভিনয়)

দুর্যোধন—বলো সুন্দরক, এতো অন্যের কথা।

সুন্দরক—শুনুন দেব! ওরে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরব সেনার রক্ষকগণ! ওরে দুর্যোধনের অবিনয়রূপী নৌযানের কর্ণধার কর্ণ! তোমরা সবাই মিলে আমার অসাক্ষাতে অসহায় বালকপুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ, আমি তোমাদের সামনেই কুমার বৃষসেনকে বধ করব। এই বলে অর্জুন গর্বভরে বজ্রের শব্দের মতো ভীষণ জ্যা-শব্দে গাণ্ডীব আস্ফালন করলেন। অঙ্গরাজও 'কালপৃষ্ঠ' নামে ধনু গ্রহণ করলেন।

দুর্যোধন—(অভিপ্রায় গোপন রেখে তারপর?

সুন্দরক—হে মহারাজ! তারপর, গাণ্ডীবধারী অর্জুন ভীমসেনকে যুদ্ধ করতে নিষেধ ক'রে অঙ্গরাজ ও বৃষসেনের দুটি রথের দিকে দুটি বাণনদী রচনা ক'রে রথ আচ্ছন্ন করলেন। তাঁরা দুজনেও পরস্পরের শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন ক'রে সেই

দুরাচার মাধ্যম পাণ্ডবকে আক্রমণ করলেন।

দুর্যোধন—তারপর ?

সুন্দরক—তারপর অর্জুন তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন, তিনি বাণ নিচ্ছেন, ধনুকে যোজনা করছেন, নিক্ষেপ করছেন—এর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কেবল জ্যা-শব্দে অনুমান হচ্ছিল মাত্র, এমন-কি দ্রুতবাণবর্ষণে রথ,আরোহী, সৈন্য, সারথি, পতাকা, কুমার, আকাশ, পৃথিবী, দিঙ্‌মণ্ডল—কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

দুর্যোধন—(সবাষ্পরোধে) তারপর ?

সুন্দরক—তারপর অনেক ক্ষণ ধরে কুমারের সারথি ও অশ্ব নিহত, ছত্র ধনুক চামর পতাকাদণ্ড ছিন্ন, যেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার মর্মভেদী বাণে নিহত হয়ে রথমধ্যে পড়ে রয়েছেন দেখে আমি চলে এসেছি।

দুর্যোধন—(দুঃখিত হয়ে) হায় কুমার বৃষসেন ! এর পর আর শুনতে চাই না। হায় বৎস বৃষসেন, অতি দুঃখে আমার কোলে লালিত তুমি ! হায় গদাযুদ্ধ-প্রিয়, শৌর্যসাগর ! হায় রাধেয়বংশাঙ্কুর ! প্রিয়দর্শন, হায় ! দুঃশাসনসম প্রিয়, হায় গুরুজনপ্রিয়, আমার উত্তর দাও ! বিশাললোচন, নবোদিত চন্দ্রসম কান্তিমান্, নবযৌবনশোভায় রমণীয়, প্রাণহীন দৃষ্টিযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল কর্ণ দেখলেন কী ক'রে ? ১০ ॥

সূত আয়ুষ্মন্ ! শোকে অধীর হবেন না।

দুর্যোধন—সূত ! পুণ্যবানরাই দুঃখ পায়, কিন্তু—

আমাদের সামনেই জ্ঞাতিবান্ধবরা নিহত হলেন, সেই পরাজয়-অগ্নিতে হৃদয় পুড়ে গেছে, সুতরাং দুঃখই বা কি, ব্যথাই বা কী। ১১ ॥ (মূর্ছা)

সূত—আশ্বস্ত হোন মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

(কাপড়ের আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন)

দুর্যোধন—(জ্ঞান লাভ ক'রে) ভদ্র সুন্দরক, বয়স্য অঙ্গরাজ তখন কী করলেন ?

সুন্দরক—মহারাজ, তারপর সেইভাবে পুত্রকে নিহত দেখে চোখের জল মুছে নিজদেহ শত্রুর অস্ত্রাঘাত উপেক্ষা ক'রে অঙ্গরাজ ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন। পুত্র-বধের ক্রোধে জীবনের আশা ত্যাগ করে আক্রমণ দেখে ভীম নকুল সহদেব এবং পাঞ্চালরাজ সকলে মিলে ধনঞ্জয়ের রথ ঘিরে রাখলেন।

দুর্যোধন—তারপর ?

সুন্দরক—তারপর দেব, শল্য বললেন, 'অঙ্গরাজ, আপনার রথের অশ্বগুলি হত ও পাটাতন ভগ্ন হয়েছে, এটা আর ভীমার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত হবার যোগ্য নেই'। এই বলে শল্য রথের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন, প্রভুকে রথ থেকে নামিয়ে বহু প্রকারে আশ্বাস দিলেন। স্বামী তখন অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন, পরিজনেরা তাঁর জন্যে অন্য রথ নিয়ে এলে আমাকে দেখে বললেন সুন্দরক এসো। আমি নিকটে গেলে শীর্ষস্থান থেকে তালপত্র বের করে শরীরের রক্ত-বিন্দু ও বাণের অগ্রভাগ দিয়ে যা লিখলেন তা এই। (পত্রিকা দিলেন)

দুর্যোধন—(পত্রিকা নিয়ে পড়তে লাগলেন) "মহারাজ—দুর্যোধনের মঙ্গল হোক, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কর্ণ কণ্ঠে শেষ গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে জানাচ্ছে—

আপনি আমার প্রতি আশা পোষণ করতেন যে অস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ে কৃতী,

যুদ্ধে এর সমকক্ষ কেউ নেই, ভাইয়ের অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং এ-ই পারবে পাণ্ডবদের জয় করতে! কিন্তু আমি দুঃশাসন-শত্রু ভীমকে বধ করতে পারলাম না। আপনি বাহুবলেই হোক বা চোখের জলেই হোক এই দুঃখের প্রতিকার করুন।" ১২ ॥

হে কর্ণ, বয়স্য কর্ণ! শত ভাই তো আমার নিহত হয়েছে তার উপর কেন আমাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করছ? ভদ্র সুন্দরক! অঙ্গরাজ এখন কী করছেন?

সুন্দরক—দেব! এখনও আপনি তার উদ্যোগ কী জিজ্ঞাসা করছেন? তিনি শরীরাবরণ বর্ম ফেলে দিয়ে আত্মবধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পুনরায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ খুঁজছেন।

দুর্যোধন—(শুনে তাড়াতাড়ি উঠে) সুত, রথ নিয়ে এসো। সুন্দরক! তুমি খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার কথামতো বয়স্য অঙ্গরাজকে বোঝাও। আপনি অতি সাহসের কাজ করবেন না,

আমাদের উভয়ের সঙ্কল্পই সমান আপনি একলাই প্রাণপরিত্যাগাকাঙ্ক্ষী নন। কিন্তু—পাণ্ডবদের হত্যা করে বন্ধুবর্গকে অশুভ জলাঞ্জলি দিয়ে কতিপয় মন্ত্রী ও শত্রু সহ চোখের জল ফেলে আমরা দু'জন পরস্পর জীবনের শেষ গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে দুঃখের সঙ্গে এবং বিশ্রান্তভাবে এই অসার দেহ ত্যাগ করব। ১৩ ॥

অথবা শোক সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। বৃষসেন তোমার পুত্র নয়, দুঃশাসনও আমার ভাই নয়, তোমাকে আমি কী বোঝাব, তুমিই বা আমাকে কী সান্ত্বনা দেবে! ১৪ ॥

সুন্দরক—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দুর্যোধন—ওহে! শীগগির রথ নিয়ে এসো।

সুত—দেব, অশ্বের হ্রেষাসম্বলিত রথের নেমিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, মনে হয় নিশ্চয় পরিজনেরা রথ নিয়ে এসেছে।

দুর্যোধন—সুত, তুমি গিয়ে প্রস্তুত করো।

সুত—মহারাজের যে আদেশ। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

দুর্যোধন—সে কী? রথে উঠলে না?

সুত—এই-যে আপনার পিতা ও মাতা আপনাকে দেখবার জন্য সঞ্জয়ের সঙ্গে রথে ক'রে এসেছেন।

দুর্যোধন—কী বললে, তাত এবং অম্বা এসেছেন? ওঃ কী দুঃখের বিষয়, দৈবের কী ভীষণ বিড়ম্বনা। সুত! যাও তুমি শীগগির রথ নিয়ে এসো, আমিও পিতার দৃষ্টি এড়িয়ে একান্তে থাকি।

সুত—মহারাজ! আপনিই একমাত্র এঁদের শেষ বান্ধব, তবে কেন আপনি এঁদের আশ্বস্ত করবেন না?

দুর্যোধন—সুত! ভাগ্য আমার প্রতিকূল, কীভাবে আশ্বস্ত করব আমি? আজই আমরা দুজনে পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যুদ্ধে এসেছি, আমার আর দুঃশাসনের মস্তক আঘ্রাণ করলেন, শত্রুর হাতে বালক দুঃশাসনের

এই অবস্থা হলো, পিতা-মাতার কাছে গিয়ে কী বলব নির্লজ্জ আমি ? ১৫ ॥
কিন্তু তবুও গুরুজনদের বন্দনা করা উচিত। (প্রস্থান)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চম অংক** × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর রথে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস সঞ্জয় ! বলো বলো, কোথায় আমার কুরুকুলকাননের একমাত্র শেষ অঙ্কুর বৎস দুর্যোধন অবস্থান করছে। সে জীবিত আছে তো ?

গান্ধারী—বৎস ? সত্যিই যদি সে জীবিত থাকে, তবে বলো সে কোথায় ?

সঞ্জয়—এই তো মহারাজ একাই বটগাছের ছায়ায় বসে আছেন।

গান্ধারী—বৎস ! একাকী বলছ, শত ভাই কি এখুনি ওর পাশে হবে ?

সঞ্জয়—তাত। অম্ব ! ধীরে রথ থেকে নামুন।

(উভয়ে অবতরণ করলেন। সলজ্জ উপবিষ্ট দুর্যোধনের প্রবেশ)

সঞ্জয়—(সামনে গিয়ে) জয় হোক মহারাজের। আপনার পিতামাতা উভয়েই এসেছেন, আপনি কি দেখছেন না মহারাজ ?

(দুর্যোধনের অপ্রস্তুত ভাব অভিনয়)

ধৃতরাষ্ট্র—(যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে) বর্ম খুলে ফেলে, কঙ্কমুখ যন্ত্র দিয়ে (শল্যবিদ্ধ শরীর থেকে) শল্যগুলো তুলে ফেলে, ক্ষতস্থানে বস্ত্রখণ্ড ধীরে ধীরে বেঁধে নিয়ে, কর্ণকে আশ্রয় ক'রে দূর থেকে পরাজিত ও সাম-তোষিত রাজন্যবর্গকে খুশিভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলে—এমন অবস্থায়, পাপী আমি, তোমাকে প্রশ্ন করবার অবসর পাই নি,—আঘাত সহ্য করতে পারছ তো ? ১ ॥

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী স্পর্শের দ্বারা অনুমান ক'রে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন)

গান্ধারী—বৎস, প্রহারবেদনায় জর্জরিত তুমি, তাই বোধহয় আমাদের সঙ্গে কথা বলছ না ?

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস দুর্যোধন ! আমার কাছে তুমি মৌনী হয়ে আছ কেন ? আগে তো কখনও এমন হয় নি।

গান্ধারী—বৎস ! তুমিই যদি আমাদের সঙ্গে কথা না বল তবে দুঃশাসন, দুর্মর্ষণেরা এসে কী কথা বলবে ? (অশ্রু মোচন করতে লাগলেন)

দুর্যোধন—আমি কোনো প্রতিকার করতে পারলাম না, আমার সামনেই অনুজেরা নিহত হলো, পিতা-মাতার চোখের জলের আমিই কারণ। এই নিষ্কলঙ্ক ভরতবংশের অনিষ্টের জন্যই আমার জন্ম হয়েছে এবং আপনার পুত্রনাশের কারণ আমি, সুতরাং আমাকে পুত্ররূপে ভাবছেন কেন ? ২ ॥

গান্ধারী—বৎস, দুঃখ কোরো না, এই অন্ধ দুজনের তুমিই একমাত্র পথপ্রদর্শক, দীর্ঘজীবী হও তুমি, আমার রাজ্যে বা জয়ে কী প্রয়োজন ?

দুর্যোধন—মা ! আপনার কথা যেমন অসদৃশ, তেমনই বিরুদ্ধ, কোথায় সুক্ষত্রিয়া

আপনি আর কোথায় আপনার দীনতা? আপনার কি বাৎসল্য নেই, শতপুত্র ধ্বংসের কথা চিন্তা হয় না? আমি অযোগ্য—আমাকে রক্ষার চেষ্টা কেন? ৩॥ নিশ্চয়ই পুত্রশোকের জন্য আপনার এই বিরূপ চেষ্টা।

সঞ্জয়—মহারাজ? 'ঘট কূপে পড়ে গেলেও তার রজ্জু কূপে ফেলা উচিত নয়'।[২] —এই লোকাপবাদ কি অর্থহীন?

দুর্যোধন—এ কথা ঠিক নয়, যাদের উপকার করতে পারি তারাই যদি না থাকে, তবে উপকরণের (আমার) প্রয়োজন কী?

ধৃতরাষ্ট্র—(দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রে) বৎস! আশ্বস্ত হও, আমাকে ও তোমার দুঃখিতা মাতাকে আশ্বস্ত করো।

দুর্যোধন—পিতঃ! এখন আপনাদের আশ্বস্ত করা সম্ভব নয়,

কিন্তু যখন আমি ভীমকে বধ করব তখন পুত্রশোকোতুরা কুন্তী সহ শোকের মধ্যে অবস্থান ক'রেও আপনি নিজ পুত্রদের জন্য শোক করবেন? ৪॥

গান্ধারী—বৎস! এইটুকুই এখন যথেষ্ট যে একা তুমিই জীবিত রয়েছ। এখন তোমার যুদ্ধের সময় নয়। আমি হাত জোড় করছি তুমি প্রসন্ন হও, যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও। আমার কথা রাখো।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস! তোমার মার কথা শোনো, আমার অনেক বন্ধুবর্গ নিহত হয়েছে, আমার কথাও শোনো। দেখো—

যে ভীষ্ম-দ্রোণের বলে বলবান্ হয়ে অংশভাগী জ্ঞাতিদের তুচ্ছ করেছ সেই ভীষ্ম-দ্রোণ নিহত, কর্ণের সম্মুখে তার পুত্রকে বধ করায় সমস্ত জগৎ আজ অর্জুনকে ভয় করে। আমার পুত্রদের নিহত ক'রে শত্রু তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে চলেছে, একমাত্র অবশিষ্ট তুমি শত্রুর প্রতি অভিমান ত্যাগ ক'রে, অন্ধ পিতা-মাতাকে পালন করো। ৫॥

দুর্যোধন—যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে কী করব আমি?

গান্ধারী—তোমার পিতা অথবা বিদুর যা বলবেন তাই করবে।

সঞ্জয়—রাজন্! তাই করা উচিত।

দুর্যোধন—সঞ্জয়? এখনও কী উপদেশ দেওয়ার আছে?

সঞ্জয়—রাজন্! জয়াভিলাষী ব্যক্তি যতক্ষণ জীবিত থাকেন, জ্ঞানীর কর্তব্য ততক্ষণ উপদেশ দেওয়া।

দুর্যোধন—(সক্রোধে) শুনব, তবে আপনার মতো প্রজ্ঞাবানের আমার প্রতি এ বিরূপ উপদেশ!

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস! যথার্থ বলেছেন সঞ্জয় ক্রোধ করছ কেন? যদি তুমি শান্ত হও, তবে আমিই বলছি শোনো।

দুর্যোধন—বলুন পিতা।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস! বেশি কথায় প্রয়োজন নেই, তুমি যুধিষ্ঠিরের অভিমত পণে সন্ধি করো।

সুযোধন—পিতা! পুত্রস্নেহান্ধ মাতা, এবং অপরিণতবুদ্ধি সঞ্জয় যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আপনারও এই ভ্রান্তি! অথবা পুত্রনাশজনিত মনস্তাপই প্রভুত্ব করেছে? আরও আছে পিতা! যখন আমার শত ভ্রাতা জীবিত ছিল, তখনই

বাসুদেবের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আর আজ, ভীষ্ম দ্রোণ, ভ্রাতৃগণ ও বীর নৃপতিগণ যুদ্ধে নিহত, এই অবস্থায় কেবল মাত্র নিজ দেহের মমতায় মহনীয় পুরুষের লজ্জাজনক এবং অশুভপরিণামী সন্ধি পাণ্ডবের সঙ্গে দুর্যোধন করতে পারে কি ?

ওহে নীতিবিদ্ সঞ্জয় আরও শোনো—শত্রুর চাইতে দুর্বল হয়ে পড়লে নৃপেরা শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে ? দুঃশাসন আজ নেই, অনুজ সহ বর্তমান পাণ্ডবরা দুর্বল হল কী করে ? (সে শক্তিমান আর আমি দুর্বল স্থতরাং সে সন্ধি করবে না।) ৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস ! তোমার কথা ঠিক, তবুও আমার প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির কী না করতে পারে ? বিশেষতঃ সর্বদাই নিজেকে যুধিষ্ঠির অপকৃষ্ট মনে করে।

দুর্যোধন—কী রকম ?

ধৃতরাষ্ট্র—শোনো যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা—"আমার একটি ভাইও যদি নিহত হয় তবে আমি প্রাণ রাখব না," সংগ্রাম বহু ছলনাময়, স্থতবাং ভ্রাতৃনাশ আশঙ্কায় যখনই তোমার অভিরুচি তখনই যুধিষ্ঠিরকে সন্ধি করতে প্রস্তুত অবস্থায় পাবে।

সঞ্জয়—তাই বটে।

গান্ধারী—তোমার পিতার এই যুক্তিপূর্ণ বচন স্বীকার করো।

দুর্যোধন—পিতা, মাতা, সঞ্জয় ! একটি অনুজের বিনাশে যুধিষ্ঠির আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর দুর্যোধন শত ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও কি জীবিত থাকতে পারে ? দুঃশাসনের শোণিত পান করেছে ভীম, সেই শত্রুকে পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেব, নয়, দীনভাবে সন্ধি করব ? ৭ ॥

গান্ধারী—হায় বৎস দুঃশাসন, আমার কোলে লালিত হয়ে দুর্ভাগা তুমি, হায় যুবরাজ, এই সংসারে এমন বিপত্তি কেউ কখনো কারও শোনে নি। হায় বীরপ্রসবিনী গান্ধারী, তুমি শত দুঃখই প্রসব করেছ, শত পুত্র নয়। (সকলের ক্রন্দন)

সঞ্জয়—(চোখের জল ফেলে) তাত, মা, মহারাজকে বোঝাবার জন্য আপনারা এখানে এসেছিলেন, অন্তত নিজেরা তো স্থির হোন।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস ! বিধি বিমুখ। গান্ধারীর জীবনের অবলম্বন একমাত্র তুমি,—তাও শত্রুর প্রতি অভিমান ত্যাগ করছ না, তবে বলো তপস্বিনী গান্ধারী কাকে আশ্রয় করবে, আমিই বা কাকে আশ্রয় করব ?

দুর্যোধন—শুনুন—এখন যা বোঝবার সময় হয়েছে,—

আপনার পুত্রেরা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, ঐশ্বর্য ভোগ করেছে, শত্রু জয় করেছে, আনত মস্তকসহ নৃপচূড়ামণির পূজাও লাভ করেছে, সম্মুখ-সমরে শত্রু বধ ক'রে শতপুত্র আপনার প্রাণ দিয়েছে, তারপর আপনি মাতাসহ সগররাজ কর্তৃক একদা বাহিত পৃথিবীর ভারবহন করুন। যদি আপনি তা না করেন তবে ক্ষাত্রধর্ম অমান্য করা হবে।

(নেপথ্যে ভীষণ কলরব)

গান্ধারী—(শুনে সভয়ে) সঞ্জয় ! সঞ্জয় ! হাহাকারধ্বনির শব্দে তূর্যধ্বনিও শোনা যাচ্ছে—কোথায় এটা ?

সঞ্জয়—এ তো এমনি মহাকলরবেরই আশ্রয়ভূমি—ভীরুজনই এতে ভয় পেয়ে থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস সঞ্জয় ! একবার খোঁজ নাও, অতিভীষণ দিগন্তবিস্তৃত এই হাহাকার, নিশ্চয় এর কারণও গুরুতর কিছু হবে।

দুর্যোধন—পিতঃ ! আপনি প্রসন্ন হোন, দৈব আমাদের প্রতিকূল, এর পরেও যেন অপ্রিয় কিছু শুনতে না হয়, যুদ্ধে যাবার আদেশ দিন।

গান্ধারী—বৎস ! মুহূর্তের জন্য এই মন্দভাগিনীকে আশ্বস্ত করো।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস ! তুমি যদি যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় করে থাক, তবে গোপনে শত্রুহননের উপায় চিন্তা করো।

দুর্যোধন—যারা প্রকাশ্যে আমার বান্ধবদের হত্যা করেছে, গুপ্তভাবে তাদের হত্যা করা উচিত নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে তারা যা করে নি আমরাও তা করতে পারি না। ৮ ॥

গান্ধারী—বৎস ! তুমি যে একা, কে তোমার সহায়তা করবে ?

দুর্যোধন—মা ! আমি একাই তো আপনার পুত্রধ্বংসের কারণ, শত্রু আর কটা ? দৈব যদি প্রতিকূল না হয় তবে আমি একাই পৃথিবীকে পাণ্ডবহীন করতে পারি।৯।
(নেপথ্যে কলরবের পর) ওহে বীরগণ। আপনারা কৌরবরাজকে বলুন যে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেছে। অপ্রিয় সংবাদ শোনাতে হবে ব'লে বিরত থাকবেন না, সময়োপযোগী প্রতিবিধান এখনই করতে হবে।
কারণ—লাগাম ও চাবুক ছাড়াই চেনাপথে অশ্বগণ দ্বারা স্বতোবাহিত শূন্য রথ নিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছে শল্যরাজ, কৌরবশিবিরে কৌরবদের শল্যের মতোই। তার দেহ পার্থ-নামাঙ্কিত বাণের ক্ষত। অঙ্গরাজের সংবাদ জনগণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিচ্ছেন চোখের জলেই। ১০ ॥

দুর্যোধন—(শুনে শঙ্কিত হয়ে) সূত ! দেখ তো, কে এই বজ্রপাতের মতো দারুণ সংবাদ অস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, ওহে কে আছ এখানে ?

(বিমর্ষভাবে সূতের প্রবেশ)

সূত—হায় হায় মরে গেলাম। (পড়ে গেল)

দুর্যোধন—বলো, বলো !

সূত—আয়ুষ্মন্ ! কী বলব ?—
অস্ত্রাঘাতে জনসাধারণ যেমন চেতনাহীন হয়. তেমনই শূন্য মনোরথের মতো কর্ণহীন রথে শল্যরাজকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেখে কৌরবকুল চেতনা হারাল। ১১ ॥

দুর্যোধন—হা বয়স্য কর্ণ ! (জ্ঞান হারালেন)

গান্ধারী—আশ্বস্ত হও বৎস, আশ্বস্ত হও।

•সঞ্জয়—আশ্বস্ত হোন মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

ধৃতরাষ্ট্র—ওঃ বড় কষ্ট !
ভীষ্ম দ্রোণ নিহত হলে আমার পুত্রের যে ছিল একমাত্র অবলম্বন প্রিয়বন্ধু রাধেয় কর্ণ সেও আজ নিহত হলো। ১২ ॥
শান্ত হও বৎস, শান্ত হও। হা দুর্দৈব !
আমি অন্ধ, শতপুত্রশোকে অভিভূত হয়ে পত্নীসহ শোচনীয় দশায় পৌঁছেছি। একমাত্র পুত্র (অবশিষ্ট) তারও বন্ধু, গুরুজন ভ্রাতৃবর্গকে বিনাশ ক'রে

দুর্যোধনকে নিরাশ করল। বৎস দুর্যোধন! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও, তোমার অসহায় জননীকে আশ্বস্ত করো। ১৩ ॥

দুর্যোধন—(সংজ্ঞা লাভ ক'রে) ওহে কর্ণ, আমার কর্ণসুখকর কথা বলে আমাকে স্থায়ী আনন্দ দাও। ওহে বৃষসেনবৎসল! সব সময়ের প্রিয় সাথী তোমার, কখনও তো তোমার অপ্রিয় কিছু করি নি তবে কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ? ১৪ ॥ (আবার জ্ঞান হারালেন)

(সকলে দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করতে লাগলেন)

দুর্যোধন—(সংজ্ঞা লাভ ক'রে) ঐ প্রাণাধিক অঙ্গাধিপতি নিহত হলো, আর আমি বেঁচে আছি, এতেই আমি লজ্জিত; হে পিতা, আশ্বস্ত হওয়ার কথা আর ওঠে কি? ১৫ ॥

আরও—শত্রুরা বৎস দুঃশাসনকে বধ করল, বন্ধুবর্গেরও বিনাশ হলো! এ-সবে শোক করা উচিত ছিল কিন্তু শোক করি নি। তবে কর্ণের প্রতি শোনার অযোগ্য অন্যায় আচরণ যে করেছে তার বংশ আমি বিনাশ করব! ১৬ ॥

গান্ধারী—বৎস! কিছুক্ষণের জন্যও চোখের জল ফেলা থামাও।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস! অল্পক্ষণের জন্যও চোখের জল মুছে ফেলো।

দুর্যোধন—যখন কর্ণ আমার জন্য প্রাণবিসর্জন করতে প্রস্তুত হলো তখন কেউ তো তাকে নিষেধ করে নি আজ তার বিয়োগ-দুঃখে চোখের জল ফেলতে দীন আমায় নিষেধ করছেন কেন? ১৭ ॥

সূত! কে আমাদের বংশনাশক এই অসম্ভব কাজ করল?

সূত—আয়ুষ্মন! লোকে বলছে—

যখন কর্ণের রথচক্র পৃথিবী গ্রাস[৩] করছিল, সেই সময় আমাদের বংশের যমের মতো ইন্দ্রপুত্র অর্জুন শরাঘাতে তাকে হত্যা করল, অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন চক্রধারী স্বয়ং বাসুদেব। ১৮ ॥

দুর্যোধন—কর্ণের মুখচন্দ্র মনে হলে আমার শোকসাগর উথলে উঠছে কিন্তু ক্রোধ-বহ্নি বাড়বানলের মতো তাকে শুষে নিচ্ছে। পিতঃ! মাতঃ! আপনারা প্রসন্ন হোন। দুঃসহ এই শোকজন্মা বহ্নি আমাকে দগ্ধ করছে। শোক এবং যুদ্ধ উভয়ের পরিণাম যখন একই রকম তখন যুদ্ধই বাঞ্ছনীয়। কারণ যুদ্ধে মৃত্যুর সংশয় আছে। ১৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—(দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রে কাঁদতে কাঁদতে) ওরে পুত্র! সাহসে লক্ষ্মী থাকে একথা ঠিক, কিন্তু (তোমার সাহস থাকলেও) ভীষণ ভীমের কথা মনে হলে আমার বুক কেঁপে ওঠে! পুত্র!

তোমার অস্ত্র-চালনা ছলনা-নিপুণ নয়, কিন্তু শত্রুর যুদ্ধ ছলনাময়, হায় আমারই সর্বনাশ! ২১ ॥

গান্ধারী—বৎস! তুমি কি সেই শতপুত্রধ্বংসকারী ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ চাও?

দুর্যোধন—থাক্ এখন বৃকোদর,

কিন্তু মা! যে পাপিষ্ঠ আমার হৃদয়ের অভিলাষ-স্বরূপ, সর্বাঙ্গে চন্দনসম প্রীতিজনক নয়নের নির্মল চাঁদ,—মা, তোমার পুত্রের মতো, পিতা! আপনার

প্রধান নীতিশিষ্য কর্ণকে বধ করেছে তার প্রতি আমার বাণ শীঘ্র নিক্ষিপ্ত হোক। ২২ ॥

সূত! কালবিলম্ব নিষ্প্রয়োজন, আমার সজ্জিত রথ নিয়ে এসো ; আর তুমি যদি পাণ্ডবদের ভয় কর তবে থাক, একমাত্র গদাকে অবলম্বন করেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাব।

সূত—এর ব্যতিক্রম হবে না, এই আমি এলাম ব'লে।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস দুর্যোধন! আমাদের শোকে দগ্ধ করবে এই যদি স্থির করে থাক, তবে উপস্থিত বীরদের মধ্যে কাউকে সেনাপতিপদে নিয়োগ করো।

দুর্যোধন—অভিষেক তো হয়েই গেছে।

গান্ধারী—কে সে? যে আমাদের ভগ্নাশার অবলম্বন হতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র—সে কি শল্য, না, অশ্বত্থামা?

সঞ্জয়—হায় রে কষ্ট!

ভীষ্ম হত, দ্রোণ হত, কর্ণও বিনিপাতিত, এখন বলবতী আশা এই যে শল্য পাণ্ডবদের জয় করবে! ২৩ ॥

দুর্যোধন—শল্যকে দিয়েই বা কী হবে, অশ্বত্থামাকে দিয়েই বা কী? কর্ণকে করব আলিঙ্গন (মৃত্যুবরণ ক'রে) নয় তো পার্থের প্রাণ হরণ করব, সুতরাং চোখের অবিরল জলধারায় নিজেকেই সেনাপতিপদে বরণ করেছি। ২৪ ॥

(নেপথ্যে কলরব সহ) ওহে কৌরববলের প্রধান যোদ্ধাগণ! আমাদের দেখে ভয়ে পালাবার প্রয়োজন নেই, তোমরা বলো দুর্যোধন কোথায় আছে?

(সকলে সভয়ে শুনলেন)

সূত—(ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে) আয়ুষ্মন্! দুজনেই এক রথে চড়ে সকলকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে এসে পড়েছে।

সকলে—কে, কে?

সূত—সেই কর্ণের শত্রু, আর সেই ক্রুর হিংস্রকর্মা ভীম। ২৫ ॥

গান্ধারী—(সভয়ে) বৎস! এখন তবে কী করা উচিত?

দুর্যোধন—কেন; সামনে গদাই তো আছে।

গান্ধারী—হায়, মন্দভাগিনী আমার সর্বনাশ হলো।

দুর্যোধন—এ সময় বিচলিত হওয়া ঠিক নয় মা!

সঞ্জয়! মা ও বাবাকে রথে করে শিবিরে নিয়ে যাও। আমার শোক দূরীভূত করবে এমন জনও উপস্থিত।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস! একটু অপেক্ষা করো, আমি ওদের অভিপ্রায়টা বুঝে নি।

দুর্যোধন—পিতা! অভিপ্রায় বোঝার দরকার কী? আপনারা যান।

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কিছুটা গিয়ে থামলেন)

(তারপর রথে চড়ে ভীম ও অর্জুনের প্রবেশ)

ভীম—ওহে দুর্যোধনের সেবকগণ! তোমরা এখানে-ওখানে যাচ্ছ কেন? বল নিয়ে সেই তোমাদের প্রভু কুরুপতিকে বলো আমরা দু'জন এসেছি, আমাদের ভয় পেয়ো না!

কপট পাশাখেলার যে কর্তা, জতুগৃহ জ্বালিয়ে দেওয়ার যে অগ্নিস্বরূপ, দ্রৌপদীর

কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণের যে পবন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত ভাইয়ের যে জ্যেষ্ঠ, অঙ্গরাজের বন্ধু এবং পাণ্ডবরা যার দাস সেই রাজা দুর্যোধন কোথায় আছে বলো, ক্রুদ্ধ হয়ে আমরা তাকে দেখতে আসি নি। ২৬॥

ধৃতরাষ্ট্র - সঞ্জয়! পাপীর দারুণ ভর্ৎসনা।

সঞ্জয়—তাত! অপ্রিয় যা-কিছু সব ক'রে এখন তা কথায় প্রকাশ করছে।

দুর্যোধন—সূত। যাও বলো গিয়ে এখানেই আছে।

সূত—যথা আজ্ঞা দেব। (সামনে গিয়ে) ওহে ভীম, অর্জুন! মহারাজ পিতা-মাতাসহ বটগাছের ছায়ায় বসে আছেন।

অর্জুন—আর্য! প্রসন্ন হোন, এঁরা পুত্র-শোকার্ত, আমাদের দেখা দিয়ে আর এদের ব্যথা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। চলুন আমরা ফিরে যাই।

ভীম—মূর্খ! সদাচার লঙ্ঘন করা কি উচিত? গুরুজনদের অভিবাদন না ক'রে যাওয়াই উচিত নয়। (নিকটে গিয়ে) সঞ্জয়! পিতা-মাতাকে আমাদের প্রণাম জানাও, আচ্ছা থাক্‌ আমরাই যাই। গুরুজনদের অভিপ্রায় ও নাম ব'লে স্বয়ং বন্দনা করা উচিত।

অর্জুন—(কাছে গিয়ে) পিতঃ! মাতঃ!

আপনার পুত্ররা যার উপর সকল শত্রুজয়ের আশা করেছিল, যার গর্বে মানুষ তৃণের মতো তুচ্ছ ছিল, সেই রাধানন্দনের সম্মুখযুদ্ধে হন্তা মধ্যম পাণ্ডব আমি আপনাদের প্রণাম করছি। ২৭॥

ভীম—যে কৌরবদের নিঃশেষে চূর্ণ করেছে, দুঃশাসনের রক্তপানে যে প্রমত্ত, দুর্যোধনের উরুভঙ্গে প্রতিজ্ঞা যার সেই ভীম নতশিরে প্রণাম করছে। ২৮॥

ধৃতরাষ্ট্র—ওরে দুরাত্মা বৃকোদর! তুমিই শুধু শত্রুকে সংহার কর নি, যুদ্ধের জয়-পরাজয় ক্ষত্রিয় মাত্রেই বীরদের হয়ে থাকে, তবে কেন আত্ম-প্রশংসায় মুখর হয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন করছ -

ভীম—তাত! ক্রুদ্ধ হবেন না।

যে নৃপতিগণ পাণ্ডববধূ দ্রৌপদীকে আপনার সভায় কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে এসেছিল, তারা যেহেতু ক্রোধবহ্নিতে ক্ষুদ্র পতঙ্গপালের মতো অবজ্ঞাভরে দগ্ধ হয়েছে সেই হেতুই আপনাকে শোনালাম—বাহুবলের স্পর্ধা বা গর্বহেতু নয়। আপনার পুত্র ও পৌত্রগণই সেই গুরুতর কার্য করেছিল এবং আপনি ছিলেন তার সাক্ষী।

দুর্যোধন—ওরে পবননন্দন! এই বৃদ্ধ রাজার সামনে নিজ নিন্দিত কর্মের প্রশংসা করছিস্! শোন্—

পৃথিবীর অধীশ্বর আমি, আমারই আদেশে রাজমণ্ডলীর সামনে তোর সেই পশু রাজা যুধিষ্ঠির, বা নকুল-সহদেব-দুর্জনের ক্রীড়ালব্ধ দাসীর কেশ আকর্ষণ করায় যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য যে নরপতিদের তোরা হত্যা করলি তারা কী অপরাধ করেছিল, বল্? বাহুবলই আমার সম্পদ, সেই সম্পদে সমৃদ্ধ আমাকে জয় না করেই এত অহঙ্কার? ৩০॥

ভীম—(ক্রোধের অভিনয় করলেন)

অর্জুন -আর্য! এখানে ক্রোধের কী প্রয়োজন? এ তো অপ্রিয় করছে মুখের কথায়,

কাজে কিছু করার শক্তি নেই। শত ভাইকে হারিয়ে দুঃখী এর প্রলাপে ব্যথা পাবার কিছু নেই। ৩১ ॥

ভীম—ওরে ভরতকুলকলঙ্ক! নিরর্থক কটূক্তিপরায়ণ! তোর শরীরে আমার গদার ঘায়ে মটমট শব্দে হাড় ভাঙার শব্দ তুলতে যদি পূজ্য ধৃতরাষ্ট্র বাধা না দিতেন তবে এখানেই তোকে দুঃশাসনের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। মূর্খ আরও শোন্, তোর ভ্রাতা দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণের সময় তোকে সাক্ষী করলে স্ত্রীলোকের মতো অশ্রুমোচন করে শোকের শান্তি করতিস্। রে কুৎসিত নরপতি! কুরুকুলকমলবনে হস্তিসম এই ভীমের ক্রোধে তোর বেঁচে থাকার এটাই কারণ। ৩২ ॥

দুর্যোধন—রে দুরাত্মা! ভরতকুলাধম! দূতদাস! পাণ্ডবপশু! আমি তোর মতো আত্মপ্রশংসায় বাচাল নই—কিন্তু আমার গদাঘাতে তোর বক্ষবিদীর্ণ রক্তস্রোতভূষিত বীভৎস রূপে তোকে রণাঙ্গনে শুয়ে থাকতে পাণ্ডবরা অচিরেই দেখতে পাবে। ৩৩ ॥

ভীম—(হেসে) যদি তাই হয়, তবে তো তুমি আমার অশ্রুধার পাত্র নও, তবুও তোমার আসন্ন অবস্থাটা বলছি—

কাল প্রভাতে রণাঙ্গনে জনসাধারণের চোখের সামনে আমার বাহুবলে ঘূর্ণিত গদার আঘাতে তোমার উরুদ্বয় চূর্ণ করব, আর দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তকে পদাঘাত ক'রে যে ভ্রাতাদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ সেই ভ্রাতাদের গাঢ় ও আর্দ্র রক্তে চন্দনের মতো আনখাগ্র গায়ে মেখে আমি নিজেকেই তোমার ভীষণ-ভূষণ বলে অনুভব করব। ৩৪ ॥

(নেপথ্যে) হে ভীমার্জুন! শত্রুসমূহের ধ্বংসকারী পরশুরামসদৃশ যশস্বী, এবং বিজিত দেশসমূহে স্বজনগণের সংস্থাপক শ্রীমান্ ও অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির আদেশ করেছেন—

উভয়ে—আর্য কী আদেশ করেছেন? ৩৫ ॥

(নেপথ্যে) রণক্ষেত্রে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের আত্মীয়গণ মৃতদেহের বহ্নি-সৎকার করুন। এবং মৃতবান্ধবদের উদ্দেশে বান্ধবেরা সজল নয়নে উদকাঞ্জলি (তর্পণ) দান করুন। হত মানুষের স্তূপের আড়ালে গৃধ্র ও কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণ কর্তৃক খণ্ডবিখণ্ডিত জ্ঞাতিদের দেহ আত্মীয়গণ খুঁজে বার করুন। শত্রুর সঙ্গে সূর্যদেবও অস্তমিত। সুতরাং সৈন্যগণকে সংযত করুন। ৩৬ ॥

উভয়ে—আর্যের যেমন আদেশ। (উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) ওহে গাণ্ডীব-আকর্ষণে সিদ্ধহস্ত অর্জুন কোথায় যাচ্ছ? যে-ধনুক দিয়ে তোমাদের জয় করব, কর্ণের উপর রাগ ক'রে এতদিন সেই ধনুক ত্যাগ করেছিলাম, তাই বীরশূন্য বনের মতো রণক্ষেত্রে খুব শক্তি প্রকাশ করেছ, পিতৃদেব অপরাজিত অবস্থায় অস্ত্র ত্যাগ করলে, তাঁর মস্তক স্পর্শ করা হয়েছিল সেই কথা স্মরণ করে (পিতৃবধের প্রতিকারের ইচ্ছায়) পাণ্ডবদের কালাগ্নিস্বরূপ দ্রুপদনন্দনের সেনানাশক দ্রোণপুত্র-অশ্বত্থামা আমি উপস্থিত হয়েছি। ৩৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—(শুনে আনন্দে) বৎস দুর্যোধন ! পিতার বধজনিত পরাভবে অশ্বত্থামার ক্রোধবহ্নি আজ জ্বলে উঠেছে। এই অশ্বত্থামা পিতা অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান, শিক্ষিত ও দেবতুল্য, তিনি আজ উপস্থিত, সুতরাং এই বীরকে সসম্মানে নিয়ে এসো।

গান্ধারী—বৎস ! এই মহানুভবকে সসম্মানে নিয়ে এসো।

দুর্যোধন—মাতঃ ! পিতৃদেব ! যার মনে অঙ্গরাজের মৃত্যুকামনা, যার অস্ত্রসকল নিষ্ফল, সেই বৃথাযৌবনদর্পী অশ্বত্থামায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস ! এই সময় একজন পরাক্রমশালী বীরকে কটুকথা বলে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা—কৌরবাধিপতির জয় হোক।

দুর্যোধন—(উঠে) আসুন গুরুপুত্র ! এখানে বসুন। (বসালেন)

অশ্বত্থামা—হে রাজন্ দুর্যোধন ॥ কর্ণ শ্রুতিসুখকর যে সব কথা বলেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যত যা করলেন তা তো সবই আপনার জানা আছে। এখন আমি অশ্বত্থামার শত্রুব বিরুদ্ধে অধিজ্যধনু হয়ে (যুদ্ধ করবার জন্য) এসেছি, অতএব হে মহারাজ ! যার প্রতিকার হয় নি সে দুঃখ ত্যাগ করুন। ৩৮ ॥

দুর্যোধন—(বিরক্তিসহ) আচার্যপুত্র ! কর্ণের মৃত্যুর পরে আপনি যুদ্ধ করবেন তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ—কর্ণ-দুর্যোধনে কোনো ভেদ নেই। ৩৯ ॥

অশ্বত্থামা (স্বগত) কী ! এখনও সেই কর্ণের প্রতি পক্ষপাত, আর আমাকে অপমান (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কৌরবেশ্বর ! তবে তাই হোক। (প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র বৎস ! তোমার এ কী বুদ্ধিভ্রম ! এই দুঃসময়ে এইরকম মহাভাগ অশ্বত্থামাকে কটুকথায় রাগিয়ে দেওয়া সঙ্গত হলো ?

দুর্যোধন—আমি কি তাঁর অপ্রিয় মিথ্যা বলেছি, কিংবা এটা কী ক্রোধের ক্ষেত্র নয় ? দেখুন—

ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়েরা যার ক্ষমতার সীমা বুঝতে পারত না, আপনাদের ভাগ্যদোষে সে যুদ্ধে নিহত হয়েছে, আমার সামনে সেই অঙ্গরাজের যে নিন্দা করে—অর্জুন ও তাঁর মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কী, বলুন ? ৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—বৎস, তোমারই বা দোষ কী ? ভরতবংশের এখন শেষ সময় উপস্থিত, সঞ্জয়, হতভাগ্য আমি কী করি এখন। (চিন্তা ক'রে) আচ্ছা, সঞ্জয়, আমার কথামতো ভরদ্বাজ অশ্বত্থামাকে বলো—শৈশবে আপনি দুর্যোধনের সঙ্গে ভাগ ক'রে একই সঙ্গে স্তন্য পান করেছেন, আর বাল্যে আপনার গাত্র পরিবর্তনের দ্বারা আমার ক্ষৌমবসন দলিত হত—এসব কথা মনে ক'রে অনুজশোক ও কর্ণের প্রতি ভালবাসাবশত দুর্যোধন বিসদৃশ যেসব কথা বলেছে তার জন্য যেন ক্রোধ করে থাকবেন না। ৪১ ॥

সঞ্জয়—তাত, যা আদেশ করেন। (উঠলেন)

ধৃতরাষ্ট্র—আরও কথা বোলো—মিথ্যা কথা বলে আপনার পিতাকে যে অস্ত্র ত্যাগ করানো হয়েছিল এবং তাঁর মস্তক স্পর্শ করে যে অপমান করা হয়েছিল সেসব

কথা মনে ক'রে এবং দুর্যোধনের কথা ভুলে গিয়ে আপনার শক্তি-সামর্থ্য প্রদর্শন করুন। ৪২ ॥

সঞ্জয়—তাত, যেমন আদেশ করেন। (প্রস্থান)

দুর্যোধন—সূত! আমার যুদ্ধের রথ নিয়ে এসো।

সূত—যে আজ্ঞা আয়ুষ্মন্‌। (প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী—আমরা এখান থেকে মদ্ররাজ শল্যের শিবিরে যাই; বৎস! তুমিও তাই করো।

॥ পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × ×

(আসনস্থ যুধিষ্ঠির; দ্রৌপদী, চেটী ও পুরুষের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির—(চিন্তা ক'রে) ভীষ্ম যেন মহাসমুদ্র, তা পার হয়েছি, দ্রোণ-জ্বলন্ত অগ্নি,[১] কোনোরকমে নেভানো হয়েছে। বিষধর সর্প ছিলেন কর্ণ, তিনিও বিগত, শল্যও গেছেন স্বর্গে, জয়লাভের আর অল্পমাত্র বাকি, এই অবস্থায় দুঃসাহসী ভীম যা বলেন তাতে আমাদের সকলেরই জীবনেসংশয় উপস্থিত। ১ ॥

দ্রৌপদী—(সজল নেত্রে) মহারাজ? 'পাঞ্চালীর জন্যই' একথা বললেন না কেন?

যুধিষ্ঠির—কৃষ্ণা! তুমি কেন, আমিই কারণ। (পুরুষের দিকে তাকিয়ে) বুধক!

পুরুষ—দেব! আদেশ করুন।

যুধিষ্ঠির—সহদেবকে বলো, ভীম ক্রোধের বশে যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা শুনে অভিমানী কৌরবরাজ পালিয়েছেন, তাঁর অনুসন্ধানের জন্য সুচতুর এবং স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ গুপ্তচরদের নিয়োগ করা হোক! আর তাদের সঙ্গীরা যেন শ্রদ্ধাসহ বাদ্যসহযোগে ঘোষণা করে যে 'যারা দুর্যোধনের গতিবিধি আমাদের জানাবে তাদের ধনরত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি'—তারা চারদিকে সমস্ত পঞ্চক অনুসন্ধান করুক।

সূক্ষ্মপদ পদ্ধতিতে অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ জেলেরা পঙ্কিল জল ও সৈকত-ভূমিতে অন্বেষণ করুক! ছিন্নলতা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ গোপগণ লতাগুল্মোচ্ছন্ন স্থানে, পায়ের চিহ্নে সন্ধানে অভিজ্ঞ ব্যাধেরা ব্যাঘ্রসংকুল অরণ্যে, গহ্বর বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুহাতে এবং চরগণ সিদ্ধ পুরুষের ছদ্মবেশে মুনিদের আশ্রম অন্বেষণ করুক। ২ ॥

পুরুষ—যে আজ্ঞা দেব।

যুধিষ্ঠির—দাঁড়াও, সহদেবকে এইভাবে বলবে—যারা গোপনে শঙ্কিতভাবে আলাপ করে, যারা বনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে বা যারা রুগ্ন, যাদেকে মদ খাইয়ে বশ করা যায় তাদের সম্বন্ধে খোঁজ নেবে! যেখানে পশুরা সন্ত্রস্ত, পাখির শব্দ অথবা নৃপচিহ্নযুক্ত পদচিহ্ন দেখা যাবে সেসব জায়গায় বিশেষ অনুসন্ধান করতে হবে। ৩ ॥

পুরুষ—প্রভুর যেমন আদেশ! (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ। সহর্ষে) দেব! পাঞ্চালক উপস্থিত।

যুধিষ্ঠির—শীঘ্র নিয়ে এসো।

পুরুষ—(প্রস্থান ও পাঞ্চালক সহ পুনঃ প্রবেশ) ঐ যে মহারাজ—সামনে যান।

পাঞ্চালক—মহারাজের জয় হোক, মহারাজ ও মহারানীর এক প্রিয় সংবাদ দেব।

যুধিষ্ঠির—ভদ্র! পেয়েছ কি সেই দুরাত্মা কৌরবাধমের সন্ধান?

পাঞ্চালক—মহারাজ! কেবল সন্ধানই নয়, দেবীর কেশপাশস্পর্শে পাপের প্রধান-হেতু সেই দুরাত্মাকেই পাওয়া গেছে।

যুধিষ্ঠির—(আনন্দে পাঞ্চালককে জড়িয়ে ধরে) সাধু, ভদ্র সাধু, আনন্দের সংবাদই বলেছ, দেখতে পেয়েছ তাকে?

পাঞ্চালক—(দেখা কী মহারাজ) যুদ্ধ হচ্চে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

দ্রৌপদী—(সভয়ে) স্বামী কি যুদ্ধ আরম্ভ করেছে নাকি?

যুধিষ্ঠির—বৎস কি সত্যই যুদ্ধ আরম্ভ করেছে?

পাঞ্চালক—সত্যই, আমি কি মহারাজের কাছে অন্যরকম বলছি?

যুধিষ্ঠির—ভয়ের কারণ না থাকলেও বীরের চিত্ত ত্রস্ত থাকলে বুঝতে বিলম্ব করে। প্রবল পরাক্রমী বৃকোদরের হাতে গদা থাকলে তার গুরুত্বও জানি, তবুও মনে আশঙ্কা হয়। ৪ ॥ (দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে) অয়ি সুক্ষত্রিয়ে!

—গুরুজন, বন্ধুবর্গ এবং সহস্র নরপতিদের সামনে রাজসভায় আমাদের যে অপমান করা হয়েছিল সেই অপমানের সমাধান দুভাবে হতে পারে, এক আমাদের মৃত্যু, অথবা পশু কৌরবাধীশের মৃত্যু। ৫ ॥ অথবা সন্দেহেই বা ফল কী? আজ নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গভীরু সেই ভীমসেন তোমার কেশাকর্ষণের প্রভু দুর্যোধনকে বধ ক'রে তোমার কেশ বন্ধন করবে। ৬ ॥

পাঞ্চালক! বলো, বলো, সেই দুরাত্মাকে কীভাবে এবং কোথায় পাওয়া গেল? এখনই বা কী হচ্ছে?

দ্রৌপদী—ভদ্র! বলো, বলো।

পাঞ্চালক—মহারাজ এবং দেবি! শুনুন,—মহারাজ যখন মদ্রাধিপতি শল্যরাজকে নিহত করলেন এবং সহদেবের সমরানলে পতঙ্গের মতো গান্ধাররাজবংশ পুড়ে মারা গেল, আর সেনাপতি মদ্ররাজ নিহত হওয়ায় জনগণের ক্রন্দনে যা কিছু অল্প সেনা ছিল তারাও গেল পালিয়ে, সেই সময় সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের পরিচালনায় আপনার সেনাগণ বীরবিক্রমে পশ্চাৎপদ-শত্রু-সেনাদের আক্রমণ করল; তখন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা সকলে পালিয়ে গেল, এদিকে বৃকোদরের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে, দুর্যোধন যে কোথায় পালাল তা জানা গেল না।

যুধিষ্ঠির—তারপর, তারপর?

দ্রৌপদী—তারপর কী হলো বলো।

পাঞ্চালক—মন দিয়ে শুনুন—মহারাজ, মহারানীও শুনুন, একই রথে চ'ড়ে ভীম ও অর্জুন সমস্ত পঞ্চকের চারদিক খুঁজলেন, সারথি ছিলেন ভগবান বাসুদেব, কিন্তু দুর্যোধনকে পাওয়া গেল না। তারপর আমাদের মতো ভৃত্যগণ দৈবের অনুশোচনা করছিল, ধনঞ্জয় ফেলছিলেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, বর্ষাকালীন রাত্রিতে সঞ্চরণশীল জোনাকির ঝাঁকের মতো পিঙ্গল কটাক্ষ-নিঃক্ষেপে বৃকোদর নিজ গদাকে

উদ্ভাসিত করেছিলেন আর ভগবান নারায়ণ যখন বিধাতার কর্তব্য শৈথিল্যের নিন্দা করছিলেন, সেই সময় পরিচিত এক ব্যক্তি এসে মাংসের বোঝা নিচে রাখল, তার পা-কাপড় সব হলো সদ্যনিহত মৃগের রক্তে রঞ্জিত, ব্যস্তভাবে কুমার ভীমের কাছে এসে বলল, নিঃশ্বাসের বেগে তার বচনের বর্ণগুলো অর্ধেক শোনা যাচ্ছিল যার ফলে তার কথাগুলো অনুমান ক'রে ক'রে নিতে হচ্ছিল, সে বলল—এই বৃহৎ সরোবরের তীরে অবতরণের ছাপওয়ালা দুটো পদচিহ্ন-পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে, তাদের একটা স্থলে উঠে এসেছে, আর একটা নয়, এখন আপনারা বুঝে নিন। তখন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই ব্যক্তির সঙ্গে সরোবরতীরে গিয়ে দেখলাম দুর্যোধনের পায়েরই চিহ্ন বটে। তখন ভগবান বাসুদেব বললেন, বৃকোদর! দুর্যোধন জলস্তম্ভন বিদ্যা জানে, তোমার ভয়ে নিশ্চয় জলের তলায় শুয়ে আছে। কৃষ্ণের একথা শুনে ভীমসেন জলরাশিকে এমন আলোড়ন করলেন যে উপচে-ওঠা অতিরিক্ত জল সকল দিকের নিকুঞ্জগুলো ভরিয়ে তুলল, জলচর পাখিরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে উড়ে উঠল, আর জল-জন্তুরা উপরে ছিটকে পড়ল। ভীমসেন ভীষণ গর্জনে বললেন—রে বৃথা-আস্ফালিত-মিথ্যা-পৌরুষগর্বী, পাঞ্চালীর কেশবসনা-কর্ষণে মহাপাতকী!

তুই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশে জন্মের গৌরব করিস, এখনো করিস্ গদাধারণ, দুঃশাসনের উষ্ণ শোণিতসুধাপানে প্রমত্ত শত্রু বলে আমাকে অভিহিত করিস্, তুই এত দর্পান্ধ যে মধুকৈটভহারি বিষ্ণুর প্রতিও উদ্ধত আচরণে বাধে নি, হায় রে নরপশু! আমার ভয়ে যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে এখন পঙ্কে আত্মগোপন ক'রে আছিস? ৭ ॥

ওরে মানান্ধ কৌরবাধম! আরো শোন্, আমারই বাহুবলে পতিহারা কৌরব নারীর আজ মুক্ত কেশপাশ দেখে পাঞ্চালীর ক্রোধবহ্নি স্তিমিতপ্রায়, কিন্তু দুঃশাসনের গলিত বক্ষরক্ত পান নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে ক্রোধে ভীমের কী করতে পেরেছিস তুই? এমন অসময়ে তোর সকল গর্ব লুপ্ত হয়ে গেল? ৮ ॥

দ্রৌপদী—স্বামিন্! আমার ক্রোধ আর থাকবে না যদি তোমার দর্শন আবার পাই।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে! এ সময়ে অমঙ্গলসূচক কথা বোলো না। ভদ্র! তারপর—

পাঞ্চালক—মহারাজ! তারপর এই কথা বলেই বৃকোদর ক্রোধে এবং শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে জলে নেমে বিশাল সেই সরোবরে চারদিকে এমন আলোড়ন শুরু করলেন যে পদ্মবন শেষ হলো, জলজন্তুরা আহত-মূর্ছিত হলো, পাখিরা ভয়ে উড়তে লাগল জলরাশি ভয়ানক শব্দ করে ভ্রমিত হতে থাকল।

যুধিষ্ঠির—ভদ্র! তাতেও কি সে উঠল না?

পাঞ্চালক—কেন উঠবে না মহারাজ? তখন সে মন্দর পর্বতের মতো বাহু দিয়ে সরোবরের জলরাশি আলোড়ন করে উগ্র ক্রোধবহ্নির বিষময় স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে সরোবরের তলা থেকে উঠে এল, মনে হলো যেন মন্দরপর্বতের মন্থনে ক্ষীর-সমুদ্রে থেকে কালকূট বিষ উঠল। ৯ ॥

যুধিষ্ঠির—সাধু সুক্ষত্রিয়, সাধু।

দ্রৌপদী—তখন কি যুদ্ধ আরম্ভ হলো?

পাঞ্চালক—তারপর সেই জলাশয় থেকে দুহাতে তোরণের মতো গদা তুলে ধরে, বলল, ওহে বায়ুপুত্র ! তুমি কি মনে করেছ যে তোমার ভয়ে দুর্যোধন পালিয়েছে ? মূর্খ ! তা নয়, পাণ্ডবপুত্রদের বধ না করতে পেরে প্রকাশ্যে থাকতে লজ্জা হওয়ায় বিশ্রামের জন্য পাতালে প্রবেশ করেছিলাম। এ কথা বলার পর বাসুদেব ও অর্জুন, ভীম এবং দুর্যোধনকে জলের মধ্যে যুদ্ধ করতে নিষেধ ক'রে স্থলে উঠিয়ে আনলেন। কৌরবরাজ তখন মাটিতে বসে গদা রেখে দিলেন। তখন দুর্যোধন দেখলেন, কুরুক্ষেত্ররণাঙ্গনে সহস্র রথ ভেঙে পড়ে আছে, শত শত কুরুসৈন্য নিহত, সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও নরদেহের স্তূপের উপরে গৃধ্র, কঙ্ক ও শৃগালের সমারোহ ; দুর্যোধনের শক্তি অন্তর্হিত ! আমাদের বীরগণের সিংহনাদ তূর্যধ্বনিতে মিশ্রিত, মিত্রহীন বান্ধবহীন কৌরবহীন যুদ্ধক্ষেত্র দেখে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। বৃকোদর তখন বললেন, ওহে কৌরবরাজ ! বন্ধুনাশদর্শনে শোক ক'রে আর কী হবে ? পাণ্ডবরা সহায়সম্পন্ন আর আমি অসহায় একথা ভেবে বৃথা বিষাদ কোরো না। শোনো—দুর্যোধন ! আমাদের পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ মনে কর তার সঙ্গেই বর্মধারী এবং সশস্ত্র তোমার রণোৎসব হতে পারে। ১০ ॥ একথা শুনে অসূয়াপূর্ণ দৃষ্টিতে কুমার দুজনকে দেখে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বললেন—

কর্ণ ও দুঃশাসনকে বধ করার জন্য দুজনেই আমার সমান শত্রু, কিন্তু (তুমি) অপ্রিয় হলেও যুদ্ধ করতে তুমিই আমার প্রিয়, কারণ তুমি সাহস-প্রিয়। ১১ ॥ এই বলে উঠে পরস্পর ক্রোধাক্ষিপ্ত বাক্‌কলহ ও কঠোরবাক্য প্রয়োগের পর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো ; দুজনের হাতেই বিচিত্র গতিতে ঘোরানো গদা উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছিল, ভীম-দুর্যোধন গোল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। চক্রপাণি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন—

ভীম দিনের মধ্যেই দুর্যোধনকে বধ করবে, তা না হলে নিজের মৃত্যু প্রতিজ্ঞা করেছে। এদিকে কৌরবরাজ পলায়িত ছিলেন বলে আপনার বিষাদ হয়েছিল, কিন্তু এখন তাঁকে পাওয়া গেছে, আপনি এখন মনে করতে পারেন যে পৃথিবী নিষ্কণ্টক হলো। সুতরাং অভ্যুদয়ের অনুরূপ মাঙ্গলিক কার্য ও উৎসবাদি আরম্ভ করুন, তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

আপনার রাজ্যাভিষেকের জন্য সোনার কলসীতে জল ভরা হোক, পাঞ্চালী দীর্ঘদিনের মুক্তবেণীকে বাঁধবার আয়োজন করুক, কুঠার-হাতে ক্ষত্রিয়সংহারক পরশুরাম এবং ক্রোধান্ধ ভীম যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ? ১২ ॥

দ্রৌপদী—ত্রিভুবনপতি যা আদেশ করেন তার কি অন্যথা হয় ?

পাঞ্চালক—অসুরনিসূদনের কিন্তু এটি আশীর্বাদ নয়, আদেশও।

যুধিষ্ঠির—ভগবানের আদেশের অন্যথা কে করবে ? ওহে কে আছ ?

কঞ্চুকী—(প্রবেশ করে) আদেশ করুন দেব !

যুধিষ্ঠির—কঞ্চুকী ! ভগবান্ দেবকীনন্দনের সম্মানের জন্য এবং বৎস ভীমসেনের বিজয়-মঙ্গলের জন্য উৎসবের আয়োজন করো।

কঞ্চুকী—(উৎসাহের সঙ্গে) ওহে কর্মিগণের প্রধানেরা ! এবং প্রধান প্রধান

অন্তঃপুরচারী দৌবারিকেরা ! ভুজবলে যে কৌরব-সাগর পার হয়েছে, এবং দুর্জয় প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণপ্রায়, বায়ুসম দুর্যোধনের শত ভ্রাতাকে যে নিশ্চিহ্ন করেছে, নৃসিংহের মতো দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করেছে, সেই ভীমসেনের প্রতি স্নেহপ্রবণ যুধিষ্ঠির পক্ষপাতিত্ববশত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আদেশ দিচ্ছেন। (আকাশে) কী বলছ ? সর্বতোভাবে অধিক অনুষ্ঠান করা হয়েছে, দেখছ না ? সাধু, পুত্রগণ ! সাধু ! না ব'লে হিতকাজ করা মনোগত স্বামিভক্তিই প্রকাশ করে।

যুধিষ্ঠির—আর্য জয়ন্ধর !

কঞ্চুকী - আদেশ করুন দেব !

যুধিষ্ঠির—যাও প্রিয়সংবাদদাতা পাঞ্চালককে পুরস্কার দিয়ে খুশি করো।

কঞ্চুকী—মহারাজের যেমন আদেশ। (পাঞ্চালকসহ প্রস্থান)

দ্রৌপদী—মহারাজ ! কী কারণে প্রিয়তম ভীমসেন সেই দুরাচারকে বললেন 'আমাদের পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে খুশি যুদ্ধ করতে পার' ? যদি সে নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইত তবে তো অত্যন্ত বিপদ হতো।

যুধিষ্ঠির— কৃষ্ণে ! জরাসন্ধের হত্যাকারী ভীম বোধ হয় মনে করেছিলেন যে 'এর তো সব বন্ধু-বান্ধব, বীর ভাইয়েরা এবং বীর ক্ষত্রিয়রা নিহত হয়েছে, এক.দশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে অবশিষ্ট আছে মাত্র কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা, আর তো কোনো বন্ধু নেই। নিজের দেহ যা সহায় ; এই অবস্থায় হয় দুর্যোধন অভিমান ভুলে অস্ত্র ত্যাগ করতে পারে, যেতে তপোবনে পারে অথবা পিতার দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করতে পারে। তাই যদি হয়, তবে ভীমের সমস্ত শত্রু জয় করার প্রতিজ্ঞা সুদূরপরাহত হবে। আর পঞ্চপাণ্ডবের একজনের সঙ্গেও যুদ্ধে পেরে উঠবে না দুর্যোধন। আমার মনে হচ্ছে বৃকোদরের সঙ্গেই বোধ হয় গদা যুদ্ধ আরম্ভ হবে। অয়ি সুক্ষত্রিয়ে ! দেখো—সত্যই, পবনতনয় যখন যুদ্ধে ক্রোধে গদা ঘোরাতে আরম্ভ করে তখন এর সমকক্ষ আর কেউ থাকে না, গদাযুদ্ধে যেমন বলরাম সিদ্ধহস্ত, দুর্যোধনও সেই রকম। উদ্ধত কুরুকুল[৩]-নলিনীর হস্তিস্বরূপ বৎস ভীমের মঙ্গল হোক। মনে হয় ভীমের সঙ্গেই দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ হবে, অন্যের সঙ্গে নয়। ১৩॥

নেপথ্যে—ওহে ! পিপাসার্ত আমি, জল ও ছায়ার ব্যবস্থা ক'রে আমাকে তৃপ্ত করো।

যুধিষ্ঠির—(শুনে) ওহে কে আছ এখানে ?

কঞ্চুকী—(প্রবেশ করে) আদেশ করুন দেব।

যুধিষ্ঠির দেখো তো কে ?

কঞ্চুকী— যে আদেশ মহারাজ। (প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

দেব ! ক্ষুধার্ত এক অতিথি উপস্থিত।

যুধিষ্ঠির—শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও।

কঞ্চুকী—যথা আদেশ মহারাজ। (প্রস্থান)

(মুনির ছদ্মবেশে চার্বাক নামে রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস –(স্বগত) চার্বাক নামে রাক্ষস আমি দুর্যোধনের মিত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি পাণ্ডবদের বঞ্চনা করার জন্য। (প্রকাশ্যে) পিপাসার্ত আমি জল ও ছায়া দিয়ে আমাকে

তৃপ্ত করুন। (এই বলে রাজার কাছে গেল। সকলে উঠে দাঁড়াল)

যুধিষ্ঠির—মুনি! অভিবাদন করছি।

রাক্ষস—শিষ্টাচারের সময় এ নয়, জল দিয়ে আমাকে তৃপ্ত করুন।

যুধিষ্ঠির—মুনি! আসনে বসুন।

রাক্ষস—(আসনে বসে) আপনিও আসনে বসুন।

যুধিষ্ঠির—এখানে কে আছ? (উপবেশন)

কঞ্চুকী—(কমণ্ডলু নিয়ে প্রবেশ; রাজার কাছে গিয়ে) মহারাজ! এই যে সুগন্ধ শীতলজলপূর্ণ ভৃঙ্গার এবং এই যে পানপাত্র।

যুধিষ্ঠির—মুনি! পিপাসা নিবারণ করুন।

রাক্ষস—(পা ও মুখ ধুয়ে) ওহে! তুমি ক্ষত্রিয় ব'লে মনে হচ্ছে।

যুধিষ্ঠির—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি ক্ষত্রিয়।

রাক্ষস—প্রতিদিনই যুদ্ধে স্বজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং তোমার জল গ্রহণ করা যায় না। যাই হোক্, এই ছায়া আর সরস্বতীনদীর জলস্পর্শে ঠাণ্ডা-হাওয়াতেই বিশ্রাম করি।

দ্রৌপদী—বুদ্ধিমতিকে! তালপাখা দিয়ে মহর্ষিকে হাওয়া করো।

(চেটী তাই করল)

রাক্ষস—আমার প্রতি আপনার এই শিষ্টাচার অনুচিত।

যুধিষ্ঠির—মুনি! আপনি এত পরিশ্রান্ত হলেন কীভাবে?

রাক্ষস—মুনিজন-সুলভ কৌতূহলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য সমস্ত পঞ্চক ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজ এই শরতের প্রখর রৌদ্রে অর্জুন-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ অসম্পূর্ণই দেখে আসছি।

কঞ্চুকী—মুনি! এ নয়, ভীমদুর্যোধনের যুদ্ধ বলুন।

রাক্ষস - আঃ! সংবাদ না জেনে কেন আমার কথায় দোষ ধর।

যুধিষ্ঠির—মুনি! বসুন।

রাক্ষস—একটু বিশ্রাম করে তোমাকে সবই বলব, কিন্তু এ বৃদ্ধকে নয়।

যুধিষ্ঠির—বলুন, অর্জুন—দুর্যোধনের কী?

রাক্ষস—আগেই তো বলেছি অর্জুন এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ হচ্ছিল।

যুধিষ্ঠির—তা হলে ভীম-দুর্যোধনের নয়?

রাক্ষস—তা হয়েছিল।

(দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির মূর্ছা গেলেন)

কঞ্চুকী—(জল ছিটিয়ে) মহারানী আশ্বস্ত হোন। মহারাজ আশ্বস্ত হোন।

চেটী—দেবী আশ্বস্ত হোন। (উভয়ের জ্ঞানলাভ)

যুধিষ্ঠির—কী বললেন মুনি! ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়ে গেছে?

দ্রৌপদী—ভগবান্! বলুন আপনি, কী হয়েছিল।

রাক্ষস—কঞ্চুকী! এঁরা দুজন কে?

কঞ্চুকী—ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর ইনি পঞ্চাল রাজতনয়া।

রাক্ষস—আঃ! আমি অত্যন্ত নৃশংস, দারুণ কাজ করে ফেলেছি!

দ্রৌপদী—হা নাথ ভীমসেন! (মূর্ছিতা হলেন)

কণ্ডুকী—কী বললেন ?

চেটী—রানীমা শান্ত হন।

যুধিষ্ঠির—(সজল নয়নে) ব্রহ্মন্ ! যুধিষ্ঠির এই জয়-পরাজয়ের সন্দিগ্ধ অবস্থায় অতি কষ্টে কাল কাটাচ্ছি, বৎস ভীমের প্রকৃত সংবাদ জানতে পারলে আত্মহত্যা করে সুখী হতাম। ১৪ ॥

রাক্ষস—(আনন্দে স্বগত) এরই জন্য আমার চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) যদি বলতেই হয় তবে সংক্ষেপে বলি, বন্ধুর বিপদ বিস্তারিতভাবে বলা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠির—(চোখ মুছে) ব্রহ্মন্ ! সংক্ষেপেই হোক বা বিস্তৃতভাবেই হোক আপনি সবটাই বলুন, ভীমের সম্বন্ধে যা কিছু শোনবার জন্য আমি সময় দিচ্ছি। ১৫ ॥

রাক্ষস—শুনুন, ভীম ও দুর্যোধনের পরস্পর গদাঘাতের শব্দে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হলে—

দ্রৌপদী—(হঠাৎ উঠে), তারপর, তারপর ?

রাক্ষস—(স্বগত) কীভাবে এদের আবার অজ্ঞান করা যায় ? (প্রকাশ্যে) শীঘ্রই বলরাম এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর সামনেই অনেকক্ষণ যুদ্ধ হলো, কিন্তু প্রিয়শিষ্যের পক্ষপাতী বলরাম গোপনে কী-এক সঙ্কেত করলেন যাতে দুর্যোধন ভীমের প্রতি দুঃশাসনহত্যার প্রতিশোধ নিল। ১৬ ॥

যুধিষ্ঠির—হায় বৎস বৃকোদর ! (অজ্ঞান হলেন)

দ্রৌপদী—হায় নাথ ভীমসেন, হায় আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন ? হায় জটাসুর, বক, হিড়িম্ব, কির্মীর, কীচক ও জরাসন্ধের হত্যাকারী ! আমার প্রীতির জন্য সুগন্ধকমল আপনিই এনে দিতেন, আমার কথার উত্তর দিন। (মূর্ছিতা হলেন)

কণ্ডুকী—(সজল নয়নে) হা কুমার ভীমসেন ! ধৃতরাষ্ট্রকুল-কমলিনীর প্রলয় বর্ষণ স্বরূপ ! মহারাজ ! শান্ত হোন (চেটীর প্রতি) ভদ্রে ! মহারানীকে শান্ত করুন মহর্ষি ! আপনিও মহারাজকে শান্ত করুন।

রাক্ষস—(স্বগত) প্রাণবিয়োগ করবার জন্য আশ্বস্ত করছি। (প্রকাশ্যে) ওহে ভীমের অগ্রজ ! একটু শান্ত হও, কথা শেষ হয় নি।

যুধিষ্ঠির—(শান্ত হয়ে) মহর্ষি এখনও কী কথা বাকি আছে ?

দ্রৌপদী—(চেতনা ফিরে পেয়ে) ভগবন্, বলুন, কী সেই শেষ কথা।

কণ্ডুকী—বলুন, বলুন।

রাক্ষস—তারপর সেই সুক্ষত্রিয় নিহত হয়ে বীরোচিত গতি লাভ করলে ভ্রাতৃবধশোকে অশ্রুজল ত্যাগ করে অর্জুন গাণ্ডীব রেখে দিয়ে নবশোণিত-চিহ্নিত-গদা ভাইয়ের হাত থেকে সযত্নে নিলেন, সন্ধি করার ইচ্ছায় বাসুদেব নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবরাজ উপহাসের সঙ্গে 'এসো এসো' বলে গদা ঘুরিয়ে তোমার তৃতীয় ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। তখন গদাযুদ্ধে অপটু অর্জুনের মৃত্যু আশঙ্কা করে বলরাম অর্জুনপক্ষপাতী বাসুদেবকে বিশেষ চেষ্টায় রথে তুলে দ্বারকার দিকে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির—সাধু অর্জুন ! তখনই গাণ্ডীব ত্যাগ ক'রে যে বৃকোদরের পথ অনুসরণ

করেছ তা ভালই, কী উপায়ে আমি এখন প্রাণত্যাগের মহোৎসবে উৎসাহী হই ?

দ্রৌপদী—হায় ভ্রাতৃবৎসল স্বামী ! গদাযুদ্ধে অনভ্যস্ত ভাইকে শত্রুর মুখে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি। (মূর্ছা)

রাক্ষস—তারপর আমি—

যুধিষ্ঠির—মুনি ! থাক্ আর শুনে কী হবে ? হায় বৎস ভীমসেন ! জতুগৃহ-সমুদ্রের তরণি, হায় কির্মীর, হিড়িম্ব, জরাসন্ধ প্রভৃতি বিজয়ী, হায় কীচক-দুর্যোধনানুজ-কমলিনী-কুঞ্জর ; দ্যূত-পণের প্রণয়ি ! আমার দেহরক্ষার খেদনাশক ! হায় আমার আদেশপালক কৌরববনের দাবানল ! বৎস ! আমি নির্লজ্জভাবে দ্যূত-ক্রীড়ায় আসক্ত হলেও, শরীরে মত্তহস্তীর সদৃশ শক্তি সত্ত্বেও আমার প্রতি ভক্তিবশতঃ দাসত্বের কষ্ট স্বীকার করেছিল, এখন আমি তোমার কী-এমন অপকার করলাম যে বন্ধুহীন নাথহীন আমাকে নির্দয়ভাবে ছেড়ে চলে গেলে ? ১৭ ॥

দ্রৌপদী—(চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে) মহারাজ এটা কী ?

যুধিষ্ঠির—কৃষ্ণে ! কী আর, 'বজ্র, এই বজ্র দিয়েই কীচক, বক, হিড়িম্ব, কির্মীর প্রভৃতিকে বধ করা হয়েছিল, এবং মদমত্ত মগধ-রাজহস্তী জরাসন্ধের সন্ধিভেদ হয়েছিল। বজ্র, গদা, পরিঘ (অস্ত্রবিশেষ)-শোভিত সেই বাহুদ্বয়ের সঙ্গে তোমার প্রিয়তম-স্বামী, আমার কনিষ্ঠ, অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভীম আজ অস্তমিত। ১৮ ॥

দ্রৌপদী (আকাশের দিকে তাকিয়ে) প্রিয়তম ভীমসেন, তুমি আমার কেশ বন্ধন করবে, ক্ষত্রিয়-বীরের প্রতিজ্ঞারক্ষায় শৈথিল্য দেখানো উচিত নয়, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। (পুনরায় মূর্ছা)

যুধিষ্ঠির—(আকাশে দেখে) মা পৃথা দেবি ! দেখলে তো তোমার পুত্রের আচরণ, আমি একাকী অনাথ হয়ে কাঁদছি আর আমাকে ত্যাগ করে সে কোথায় গেল !

বৎস জরাসন্ধশত্রু, এই অল্প কালের মধ্যেই অল্পায়ু বিপরীতগতি জনসাধারণ দেখল নাকি ? থাক সে কথা আমি নিজেও বহুতর দেখলাম। দিগ্বিজয় ক'রে রাজাদের কাছে কর আদায় ক'রে পৃথিবী আমায় দান ক'রেও লজ্জিত হয়েছ (মনে করেছ অতি সামান্যই দিলাম) দ্যূত-ক্রীড়ায় তোমাকে পণ রাখার জন্যও রাগ কর নি, বরং খুশিই হয়েছ, আমার জন্য মৎস্যরাজ-গৃহে পাচকের বৃত্তি স্বীকার করেছ, হঠাৎ তুমি চলে গেলে আর তোমার সমস্ত চিহ্নই আমার কাছে পড়ে রইল। ১৯ ॥

কী বলছিলেন মুনিবর : 'সেই কৌরব ও ভীমের' (ইত্যাদি আবার বললেন)।

রাক্ষস—হ্যাঁ, এই রকমই !

যুধিষ্ঠির—ধিক্ আমার ভাগ্যকে (আকাশ দেখে) ভগবান্ বলরাম কৃষ্ণাগ্রজ সুভদ্রা-ভ্রাতা !—জ্ঞাতি-প্রীতি আপনার মনে হলো না ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ? আপনার অনুজের সঙ্গে অগ্রজের সেই দৃঢ়নিবন্ধ বন্ধুত্ব ? তাও ভাবলেন না ? ভীম দুর্যোধন দুজনেই আপনার শিষ্য, উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ থাকা উচিত ছিল ! দুর্ভাগ্য আমার, তাই আজ আপনি বিমুখ, এটা কোন্ পথ ? ২০ ॥

(দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে) পাঞ্চালি ! ওঠো, ওঠো তোমার ও আমার দুঃখ সমান, তবে কেন মূর্ছিত হয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ?

দ্রৌপদী—(জ্ঞান হয়ে) স্বামিন্ ! দুঃশাসন আমার যে-বেণী খুলে দিয়েছিল সেই-বেণী দুর্যোধনের রুধিরসিক্ত হাত দিয়ে বেঁধে দিন। (সখীর প্রতি) ওহে বুদ্ধিমতিকে ! তোমার সামনেই তো স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। (কঞ্চুকীর কাছে গিয়ে) দেবকীনন্দন আদেশ করেছেন 'কেশরচনা আরম্ভ করো' তাহলে পুষ্পস্তবক প্রভৃতি নিয়ে এসে বেণী বেঁধে দাও, ভগবানের আদেশ পালন করো, তাঁর আদেশ তো মিথ্যা হতে পারে না। অতিশোকে এসব আমি কী বলছি। আর্যপুত্র এখনও বেশিদূরে যান নি, আমি তাঁর অনুগমন করব। মহারাজ ! আমার চিতা জ্বালুন, আর আপনিও ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে প্রিয়তমের নাশকের দিকে অগ্রসর হোন ! অথবা আপনার যা অভিরুচি।

যুধিষ্ঠির—পাঞ্চালি, ঠিকই বলেছ, ওহে কঞ্চুকী, তুমি এই দুঃখিনীর চিতার ব্যবস্থা করো, তাতে দুঃখের উপশম হবে, আমার জ্যা-যুক্ত ধনু নিয়ে এসো। অথবা ধনুতেই বা কী প্রয়োজন ? যুদ্ধে অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ ক'রে ভীমের রুধির-লিপ্ত গদা গ্রহণ ক'রে প্রিয় ভ্রাতার জন্য যা করেছে, আমারও তাই করা উচিত, জয়েই বা আমার লাভ কী ? ২১ ॥

রাক্ষস—রাজন্, শত্রু জয় যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, তবে যেখানে ইচ্ছা প্রাণত্যাগ করতে পারেন, বৃথা রণক্ষেত্রে গিয়ে লাভ কি ?

কঞ্চুকী—(ক্রুদ্ধভাবে) ধিক্ ! আপনার কথা মুনিজন-বিরুদ্ধ রাক্ষসের মতো।

রাক্ষস—(সভয়ে স্বগত) আমাকে এ ব্যক্তি চিনে ফেললো না কী ?

(প্রকাশ্যে) ওহে কঞ্চুকী, আমি বলছিলাম যে অর্জুন ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ! গদাযুদ্ধে তাদের বাহুবল আমি জানি, রাজা শোকাচ্ছন্ন, আবার যদি কিছু অশুভ শোনেন, এ জন্যই ওই কথা বলেছি।

যুধিষ্ঠির—(সাশ্রুনয়নে) সাধু মহর্ষি সাধু, আপনি ভালই বলেছেন।

কঞ্চুকী—মহারাজ ! দেবকল্প আপনি, সাধারণ মানুষের মতো শোকান্ধ হয়ে ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করছেন ?

যুধিষ্ঠির—আর্য জয়ন্ধর ! কুবের, ইন্দ্র এবং বরুণ অপেক্ষা শক্তিমান, অসাধারণ বাহুবল যার সেই ভীম ও অর্জুন ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, আর শত্রুরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে এ আমি দেখতে পারছি না। ২২ ॥

হে পাঞ্চালরাজনন্দিনি ! আমার দুর্নীতির জন্যই তোমার এই দুর্দশা, অগ্নি প্রজ্বলিত হলেই আমরা দুজনেই বন্ধুজনের সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুত হব।

দ্রৌপদী–আর্য ! কাঠ সংগ্রহ করে চিতা প্রজ্বলিত করুন, প্রিয় ভীমসেনকে দেখার জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে। (চারিদিকে দেখে) কী ? নাথ (ভীম)-বিনা মহারাজের কথা কেউ শুনছে না হায় ভীমসেন, আপনার অভাবে এই রাজবংশ সম্প্রতি পরিজনও পরিহার করছে।

রাক্ষস—ভরতবংশের কুলবধূদের পতির সহমরণ গৌরবজনকই বটে।

যুধিষ্ঠির—মহর্ষি ! আমাদের কথা কেউ শুনছে না, সুতরাং পোড়াবার কাঠ দিয়ে অনুগ্রহ করুন।

রাক্ষস—মুনিজন-বিরুদ্ধ এই কাজ। (স্বগত) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে, এঁদের অলক্ষ্যেই আগুন জ্বালি। (প্রকাশ্যে) রাজন্‌ আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—কৃষ্ণে! কেউ আমাদের কথামতো কাজ করছে না, যাই হোক, আমি নিজেই কাঠ সংগ্রহ ক'রে চিতা জ্বালাই।

দ্রৌপদী—মহারাজ! তাড়াতাড়ি করুন। (নেপথ্যে কলরব, ভয়ের সঙ্গে, শুনে) মহারাজ! বলদর্পিত কোনো তেজস্বী ব্যক্তির বিষম শঙ্খ-নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে, আরো-কিছু অমঙ্গল সংবাদ শুনতে হবে, তাই অপেক্ষা করা যাক।

যুধিষ্ঠির—না আর দেরি নয় উঠে পড়ো। (সকলে চলতে লাগলেন) পাঞ্চালী! মা এবং তোমার সপত্নীদের কিছু উপদেশ দিয়ে পরিজনকে নিবৃত্ত করো।

দ্রৌপদী—মহারাজ! মাকে এই কথা বলি—যিনি বক-হিড়িম্ব-কির্মীর-জরাসন্ধ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন সেই আপনার মধ্যম পুত্র এই হতভাগিনীর অভিলাষ পূর্ণ করতে গিয়ে পরলোকে প্রস্থান করেছেন।

যুধিষ্ঠির—বুদ্ধিমতিকে! মাকে এই কথা বলো—সেই জতুগৃহে আগুন লেগেছিল, তখন যার বাহুবলে পুত্রসহ তুমি বেরিয়ে এসেছিলে, মা তোমার সেই বলবান প্রিয় পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ আমিই বলছি, আর কে তোমায় এ সংবাদ দেবে? ২৩॥

আর্য জয়ন্ধর! তুমি সহদেবের কাছে যাও এবং আমার ছোট ভাই মাদ্রীপুত্রকে বলো—আজ কুরুকুলসরোবরের বাড়বানল যুধিষ্ঠির পরলোকগমনে প্রস্তুত হয়ে তাঁর প্রতি অনুকূল, সর্বদা প্রশংসনীয়, সম্পদে বিপদে স্থিরচিত্ত প্রিয় অনুজ তোমাকে আলিঙ্গন এবং মস্তক আঘ্রাণ করে প্রার্থনা করছি—

বয়সে তুমি আমার ছোট হলেও শাস্ত্রজ্ঞানে আমার সমান, সহজাত বুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ, মনীষায় তুমি গুরু, সুতরাং যুক্তকর মাথায় রেখে প্রার্থনা করছি যে আমার প্রতি স্নেহ কমাও এবং পিতার তর্পণ করো। ২৪॥

আরও শোনো—আমার আজ্ঞায় নকুলের কথা (সব সময়) শুনবে। সে ছেলে-মানুষ এবং নিয়ত অভিমানী হলেও আমাদেরই মতো স্নেহকোমল। আমাদের পথ যেন অনুসরণ না করা হয়। বৎস! তোমার শাস্ত্রজ্ঞানবিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আমাকে এবং তোমার অগ্রজ ভীম ও অর্জুনকে ভুলে গিয়ে ক্ষীণপ্রায় পাণ্ডুকে অশ্রুজল-মিশ্রিত উদকাঞ্জলি দেবার জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, জ্ঞাতি কিংবা বন্ধুবান্ধবদের গৃহে অথবা যাদবদের নিকট, নয় তো বনে বাস করবে। যাও জয়ন্ধর, আমার দেহ স্পর্শ করে শপথ করেছ তুমি, কালবিলম্ব না করে এ সংবাদ অবশ্য বলবে। ২৫॥

দ্রৌপদী—বুদ্ধিমতিকে! তুমি প্রিয়সখী সুভদ্রাকে আমার কথা বলো যে স্নেহের উত্তরা চারমাস গর্ভবতী, সুতরাং এই বংশের প্রতিষ্ঠাপককে সাবধানে রক্ষা করো। হয়তো সে-ই একদিন পরলোকগত শ্বশুরকুল এবং আমাদের উদ্দেশে জলবিন্দু দান করবে।

যুধিষ্ঠির—(সজল নয়নে) ওঃ কতই কষ্ট! যে-তরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে ভূমণ্ডলে আচ্ছাদিত এবং দিক সকলকে করেছে অলংকৃত, যার কাণ্ডশীর্ষ স্ফীত, মহামূল পর্যন্ত যার বাঁধুনি সুবৃহৎ তরু যদি সহসা দগ্ধ হয় তখন আমার মতো

লোকে প্রার্থী হয়ে তারই একটু ক্ষুদ্রতম অংকুরের ছায়ায় কোনো রকমে আশার বাসা বাঁধে। ২৬ ॥

দ্রৌপদী, যা স্থির নিশ্চয় করেছি তাই করছি চলো। (কঞ্চুকীকে দেখে) জয়ন্ধর! আমার দেহ স্পর্শ করে শপথ করেও যাচ্ছ না যে।

কঞ্চুকী—(রোদন ক'রে) হায় মহারাজ পাণ্ডু! তোমার অজাতশত্রু, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সন্তানদের এই দারুণ পরিণাম। হায় দেবী কুন্তি! ভোজরাজ-ভবনের বৈজয়ন্তি! আপনার ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র, কৃষ্ণের দাদা অর্জুনের শ্যালক, ধৃতরাষ্ট্রকুল-কমল উৎসাদনে দন্তী (গজ)-স্বরূপ বৃকোদরের আচার্য, হলধর বলরাম প্রমত্ত অথবা মত্ত হয়ে তোমার তনয় বন দগ্ধ করল, যার আশ্রয়ে পৃথিবী ছিল শীতল। ২৭ ॥ (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—জয়ন্ধর! জয়ন্ধর!

কঞ্চুকী—(প্রবেশ ক'রে) আদেশ করুন।

যুধিষ্ঠির—বলা উচিত তাই বলছি, কিন্তু সেই সৌভাগ্য কি তোমাদের হবে? যদি বৎস অর্জুন কখনও বিজয়ী হয় তবে আমার এই কথা তাকে বলবে—আমার বৎস ভীমের মৃত্যুর কারণ সত্যই যদি বলরাম হয় তবুও সে তোমার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, সুতরাং তুমি তার প্রতি ক্রোধ কোরো না। আর যদি বেঁচে থাক তবে তুমি বনে চলে যেয়ো, কিন্তু নিষ্করুণ ক্ষত্রিয়-পন্থা অবলম্বন কোরো না। ২৮ ॥

কঞ্চুকী—যথা আদেশ মহারাজ। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—(আগুন দেখে সানন্দে) দ্রৌপদি, ভগবান্ অগ্নিদেব শিখারূপ হস্ত উত্তোলন করে আমাদের মতো বিপন্নকে আহ্বান করছে, আমি ঐ অগ্নিতে নিজেকে ইন্ধনে পরিণত করব।

দ্রৌপদী—দয়া করুন মহারাজ! আমার এই অপরিণত প্রণয়ের জন্য আমিই প্রথমে যাব।

যুধিষ্ঠির—তাই যদি হয়, ভালই দু'জনে একসঙ্গেই প্রিয়জন-মিলন আনন্দ অনুভব করব।

চেটী—হায়, ভগবান্ লোকপালগণ! সোমবংশের রাজর্ষিকে রক্ষা করুন, এই রাজা রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করেছিলেন এবং যিনি খাণ্ডবদাহে অগ্নির তৃপ্তিবিধান করেছিলেন সেই কিরীটীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুগৃহীতনামা যুধিষ্ঠির, এই দেবীও পাঞ্চালরাজকুলের দেবতা যজ্ঞবেদীসম্ভূতা যাজ্ঞসেনী, দুই জনেই নিষ্করুণ কালানলে সশরীরে প্রবেশ করছেন। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। (উভয়ের সামনে শুয়ে পড়ে) মহারাজ? মহারানী আপনারা এ কী করছেন?

যুধিষ্ঠির—অয়ি বুদ্ধিমতিকে! স্নেহশীল প্রিয় অনুজ না থাকলে যা করা উচিত তাই। ওঠো ওঠো ভদ্রে. জল নিয়ে এসো। (চেটী তাই করে)

যুধিষ্ঠির—(পা ধুয়ে আচমন ক'রে) এই উদকাঞ্জলি পূজনীয় গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে, এইটি প্রপিতামহ শান্তনুকে, এইটি পিতামহ বিচিত্রবীর্যকে। (সজল নেত্রে) পিতৃদেবের এখন পালা। এই অঞ্জলি স্বর্গস্থিত পূজনীয় সুগৃহীতনামা

পিতৃদেব পাণ্ডুরাজকে। পিতৃদেব! আজ থেকে আমাদের প্রদত্ত উদকাঞ্জলি আপনাদের পক্ষে দুর্লভ হলো, সুতরাং আমার প্রদত্ত উদকাঞ্জলি মাতা মাদ্রীর সঙ্গে পান করুন। ২৯ ॥

আর এই উদকাঞ্জলি নীলকমলসদৃশ নেত্রবিশিষ্ট ভীমকে দিলাম। বৎস! এই অঞ্জলি তোমার এবং আমার অভিন্ন হোক। যদি তুমি পিপাসু হয়ে থাক তবে একটু অপেক্ষা করো, তোমার সঙ্গে পান করবার জন্য আমি এখনই সবেগে যাচ্ছি। অথবা সুক্ষত্রিয়ের গতি পেয়েছ তুমি; অকৃতী আমি আত্মহত্যা করেও তোমাকে দেখার অযোগ্য। ৩০ ॥

বৎস ভীম! মাতৃস্তন্য প্রথমে আমি পান করেছি তুমি করেছ পরে, স্নেহবশতঃ আমার ভুক্তাবশিষ্ট দুগ্ধাদি রস পান ক'রে জীবনধারণ করেছ। যজ্ঞে ও সোমপানে এই ব্যবস্থাই ছিল, আজ তোয়াঞ্জলি কীভাবে আগেই পান করবে? ৩১ ॥

কৃষ্ণে! তুমিও ভীমকে উদকাঞ্জলি দাও।

দ্রৌপদী—ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমাকে জল দাও। (চেটী তাই করল)

(নিকটে এসে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে জল নিলেন) মহারাজ, কাকে জল দেব?

যুধিষ্ঠির—যে এইমাত্র স্বর্গে গেছে তাকেই আগে জল দাও, যে আমাদের মাকে গান্ধারীর সঙ্গে একইভাবে কাঁদিয়েছে। ৩২ ॥

দ্রৌপদী—হে নাথ! ভীমসেনসেবিকা প্রদত্ত এই জল তোমার পাদ-প্রক্ষালনের যোগ্য হোক।

যুধিষ্ঠির—ওহে অর্জুনের জ্যেষ্ঠ! প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ রেখেই তুমি চলে গেলে, সুতরাং মুক্তবেণী প্রিয়া তোমাকে উদকাঞ্জলি দিচ্ছে। ৩৩ ॥

দ্রৌপদী—উঠুন মহারাজ! আপনার ভ্রাতা অনেক দূরে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির—(ডান চোখের স্পন্দন সূচনা ক'রে) পাঞ্চালি! নিমিত্ত সকল সূচনা করছে যে বৃকোদরের সম্বর্ধনা তুমি করতে পারবে।

দ্রৌপদী মহারাজ, এই নিমিত্ত মঙ্গলজনক হোক।

(নেপথ্যে কলরব)

কঞ্চুকী—(সন্ত্রস্তভাবে প্রবেশ ক'রে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন মহারাজ, কৌরবাধম দুর্যোধন রক্তাক্ত বস্ত্রে আর শরীরে ভীষণ রক্তাক্ত গদা নিয়ে উদ্ধত দণ্ডে যমের মতো মাননীয়া পাঞ্চালীকে অন্বেষণ করতে করতে এ দিকেই আসছে।

যুধিষ্ঠির হায় ভগবান্! এতেই তো বোঝা গেল। হায়! গাণ্ডীবী অর্জুন।

(মূর্ছা)

দ্রৌপদী—হায় আর্যপুত্র! স্বয়ম্বরে তুমিই আমাকে গ্রহণ করে ভরণ-পোষণ করেছ, প্রিয় ভ্রাতাকে সম্বর্ধনার জন্য চলে গেলে, কিন্তু মহারাজ বা এই দাসীকে মনে পড়ল না? (মূর্ছা)

যুধিষ্ঠির—(সংজ্ঞা লাভ ক'রে) হায়! বৎস সব্যসাচী, তুমি ত্রিলোচন শিবের অঙ্গমর্দনকারী মল্ল! নিবাত কবচকে হত্যা করে তুমিই করেছিলে স্বর্গরাজ্যকে নিষ্কণ্টক, বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলেন যে দুজন মুনি তুমি তাঁদের একজন, হায় দ্রোণাচার্যের প্রিয়শিষ্য! তুমিই অস্ত্রশিক্ষাগুণে সন্তুষ্ট করেছিলে

ভীষ্মকে, হায়, রাধেয়কুল-কমলিনীর তুষারবর্ষ, তুমিই করেছিলে দুর্যোধনকে গন্ধর্ব-কবল মুক্ত, হায় পাণ্ডবকুল কমল-বনের রাজহংস !

স্নেহময়ী জননীকে বিনীতভাবে বন্দনা করলে না, আমাকে করলে না গাঢ় আলিঙ্গন, নিলে না আদেশ, স্বয়ম্বরে লব্ধ পত্নীকেও কিছু না ব'লে কেন চলে গেলে দীর্ঘ প্রবাসে ? ৩৪ ॥ (মূর্ছা)

কঞ্চুকী—(চেটীর প্রতি) উঃ বড়ই কষ্ট। এই দুরাত্মা দুর্যোধন ইচ্ছামতো এদিকেই আসছে, সুতরাং এখনই (অগ্নি)-প্রবেশের উপযুক্ত সময়। পাঞ্চালরাজনন্দিনীকে চিতার নিকটে নিয়ে যাই।

আমিও এইভাবেই অনুগমন করব। ভদ্রে, তুমিও দেবীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অথবা নকুল-সহদেবকে বলো মহারাজের এই অবস্থা, ভীম-অর্জুন অস্তমিত, সুতরাং রক্ষার উপায় কী ?

চেটী—বাঁচান, বাঁচান আর্যেরা।

(নেপথ্যে কলরবের পর) ওহে সমস্ত-পঞ্চক-সঞ্চারী যোদ্ধৃগণ ! রক্তের আস্বাদে প্রমত্ত যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভুত, বেতাল, কঙ্ক, গৃধ্র, শৃগাল, পেচক এবং কাকই যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক, তোমরা আছ অল্প, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না, যাজ্ঞসেনী কোথায় বলো, এখানে আছে কি ? তার লক্ষণ বলছি—বসাবার ছলে উরুতে হাত রেখে উরুতে বসবার জন্য ইঙ্গিত করেছিলে দুর্যোধন, তখন তাঁর সম্মুখে যার বস্ত্র অপহরণ করেছিল দুঃশাসন এবং কেশ আকর্ষণ করে কবরী-বন্ধন খুলে দিয়েছিল সেই দ্রৌপদী কোথায় বলো। ৩৫ ॥

কঞ্চুকী—হায় দেবী যাজ্ঞসেনী ! বর্তমানে আপনি অনাথা, কুরুকুলকলঙ্ক দুর্যোধন আবার তোমাকে অপমান করতে এসেছে।

যুধিষ্ঠির—(হঠাৎ উঠে) ভয় নেই, ভয় নেই পাঞ্চালী ! ওহে কে আছ এখানে, আমার সজ্জিত ধনুক নিয়ে এসো। দুরাত্মা পাপিষ্ঠ দুর্যোধন ! আয় আজ তোর গদাকৌশলেভরা বাহুবল চূর্ণ করব। শোন্ রে কুলাঙ্গার !—

জরাসন্ধের শত্রু, প্রিয় ভ্রাতা ভীম এবং কিরাত-বেশী শঙ্কর-বিজয়ী অর্জুনকে না দেখে, কঠিনহৃদয় তোর মতো বাঁচতে পারব না, কিন্তু বাণবর্ষণে তোর প্রাণ নিতে পারব। ৩৬ ॥

(গদাহস্তে রক্তাক্ত দেহে ভীমের প্রবেশ)

ভীম—(উদ্ধতভাবে চলাফেরা ক'রে) ওহে ওহে ! সমস্ত পঞ্চকে বিচরণশীল সেনাগণ ! ভয় কিসের ? আমি রাক্ষস নই, ভুতও নই, শত্রুর রক্তে দেহসিক্ত মাত্র, কঠিন প্রতিজ্ঞা-সাগর পার হয়েছি, ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয় আমি। ওহে সমরানলদগ্ধাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বীরগণ, তোমাদের এই ত্রাস থামাও তো—ঐ যে তোমরা নিহত হাতি-ঘোড়াকে পিছনে লুকিয়ে বসে আছ। ৩৭ ॥ তোমরা বলো পাঞ্চালী কোথায় আছে ?

দ্রৌপদী—(সংজ্ঞা লাভ ক'রে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন মহারাজ।

কঞ্চুকী—দেবী পাণ্ডু-পুত্রবধূ ! ওঠো ওঠো, এখন চিতাপ্রবেশই শ্রেয়।

দ্রৌপদী—(সহসা উঠে) এখনও কি চিতার নিকটে যাই নি ?

যুধিষ্ঠির—কে আছ এখানে ? তুণসহ ধনুক নিয়ে এসো। কী, কেউ নেই ? যাক্,

বাহুযুদ্ধেই দুরাত্মাকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে আগুনে ফেলে দেব।

(প্রস্তুত হলেন)

কঞ্চুকী—দেবি! দুঃশাসন কর্তৃক আকৃষ্ট আপনার কেশরাশি আপনার নয়ন ঢেকে ফেলেছে, পথ দেখতে দিচ্ছে না, বেঁধে নিন এখন প্রতীকারের কোনো আশা নেই, শীঘ্র চিতার নিকটে চলুন।

যুধিষ্ঠির—কৃষ্ণা, ঐ দুরাত্মা দুর্যোধন নিহত না হলে কেশ বাঁধা উচিত হবে না।

ভীম—পাঞ্চালি! ভীম বেঁচে থাকতে দুঃশাসন-কৃত মুক্তবেণী নিজে বেঁধো না, অপেক্ষা করো, আমি নিজ হাতে বেণী বেঁধে দিচ্ছি।

দ্রৌপদী—(স'রে গেলেন)

ভীম - দাঁড়াও দাঁড়াও, ভীরু। কোথায় যাও। (কেশ ধরতে গেলেন)

যুধিষ্ঠির—(সবলে আলিঙ্গন ক'রে) দুরাত্মা! ভীমার্জুনের শত্রু। পাপিষ্ঠ দুর্যোধন। এখন কোথায় যাবে? পাপিষ্ঠ! তুই রাজপুত্র দুজনকে হত্যা করেছিস, আশৈশব প্রতিদিন অপরাধ করেছিস্, বাহুবলে উন্মত্ত তুই, আজ আমার বাহু-পাশের ভিতরে ঢুকে আর প্রাণ নিয়ে এক পাও যেতে পারবি না। ৩৮ ॥

ভীম—অহো! আর্য, দুর্যোধন-আশঙ্কায় আমাকে আলিঙ্গন করছেন। দেব অজাতশত্রু, ভীমার্জুনগুরু, আপনি যেমন বলছেন এটা (আপনার কর্ম তো তেমন হচ্ছে না।

কঞ্চুকী—(ভালভাবে দেখে সহর্ষে) মহারাজ ভাগ্য আপনার সুপ্রসন্ন; ইনি আয়ুষ্মান্ ভীমসেন, দুর্যোধনের রক্তে রঞ্জিত দেহ, সে জন্যই চেনা যায় নি, এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

চেটী—ভর্ট্রিনি! থামুন, থামুন, ইনি আপনার স্বামী, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে বেণী-বন্ধনের জন্য আপনাকে অন্বেষণ করছেন।

দ্রৌপদী—সখি! কেন আমায় মিথ্যা আশ্বাস দাও।

যুধিষ্ঠির—জয়ন্ধর! কী বলছ, এ আমার ভ্রাতৃ-শত্রু পাপিষ্ঠ দুর্যোধন নয়?

ভীম—মহারাজ! অজাতশত্রু, পাপিষ্ঠ দুর্যোধন আজ কোথায়? আমি সেই পাণ্ডুকুলের চিরবৈরী দুর্যোধনের শরীর ভূমিতে নিক্ষেপ করেছি, আমার দেহে চন্দনের মতো মেখেছি তার রক্ত, সমুদ্রমেখলা পৃথিবীসহ রাজলক্ষ্মী মহারাজের অনুকূল ভৃত্য, মিত্র ও বীরগণসহ সমগ্র কুরুবংশ আজ সমরানলে দগ্ধ হয়েছে। মহারাজ! যে-ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের নাম উচ্চারণ করলেন, তার নামমাত্রই অবশিষ্ট। ৩৯ ॥

(যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে ভীমের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন)

ভীম—(যুধিষ্ঠিরের পায়ে প'ড়ে) আর্যের জয় হোক।

যুধিষ্ঠির—(সানন্দে আলিঙ্গন ক'রে সজল চোখে) বৎস ভীমসেন, বৃকোদর, পৃথানন্দন, ফাল্গুনির! পাণ্ডুকুলপ্রদীপ অগ্রজ,

ভীম—আজ্ঞা করুন।

যুধিষ্ঠির—বৎস! অশ্রুপূর্ণ চোখে তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাচ্ছি না? বলো, অর্জুনসহ তুমি বেঁচে আছ তো?

ভীম—শত্রুকুল সমস্ত নিহত এবং আপনি নরাধিপ, এ অবস্থায় ভীম ও অর্জুন জীবিতই আছে।

যুধিষ্ঠির— সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে) বৎস ভীম, থাক্ শত্রুসংহার শতবার বলো; বকাসুরনিহন্তা আমার প্রিয় ভ্রাতা তুমি ভীম –

ভীম—আর্য ! আমিই সেই।

যুধিষ্ঠির—শোণিতধারা-সলিলে জরাসন্ধের বক্ষসরোবরের মধ্যে যুদ্ধসময়ে তটাঘাত-ক্রীড়ায় নিপুণ মকরের মতো তুমিই সেই ভীম ? ৪০ ॥

ভীম—হ্যাঁ সেই আমি, হ্যাঁ আর্য, অল্প সময়ের জন্য আমাকে মুক্ত করুন।

যুধিষ্ঠির –আর কিছু অবশিষ্ট আছে, দুর্যোধনের রক্তরাঙা এই হাত দিয়ে পাঞ্চালীর বেণীবন্ধন করতে হবে, যে বেণী দুঃশাসন খুলে দিয়েছিল।

যুধিষ্ঠির শীঘ্র যাও, দুঃখিনী বেণীবন্ধন উৎসব অনুভব করুক।

ভীম –(দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হয়ে) পাঞ্চালরাজনন্দিনি। তোমার ভাগ্যবলে আজ বিপুলবংশ ধ্বংস হয়েছে।

রাজপুত্রি ! আমাকে এ রকম দেখে ভয় পেয়ো না। যে নরপশু দুঃশাসন রাজসভার মধ্যে তোমাকে নিয়ে এসেছিল তার সেই গাঢ় রক্ত পান করার পর আমাব হাতে মাথা রয়েছে, স্পর্শ ক'রে দেখো, দুর্যোধনের উরু ভগ্ন হয়েছে, সেই রক্ত আমার দেহে লিপ্ত রয়েছে, সেই রক্ত তোমার শত্রুজনিত অপমান-বহ্নি প্রশমিত করতে সমর্থ হবে। ৪১ ॥

বুদ্ধিমতিকে ! যে পান্ডব কুলবধূকে উপহাস করেছিল সেই ভানুমতী এখন কোথায় ? যজ্ঞবেদি-সম্ভবে যাজ্ঞসেনি !

দ্রৌপদী—আদেশ করুন প্রভু।

ভীম–মনে পড়ে কি তোমার ? আমি যা বলেছিলাম ? চঞ্চল ভুজম্বয় (ইত্যাদি বললেন)

দ্রৌপদী –নাথ ! মনে আছে, কেবল তা নয় নাথের কৃপায় অনুভবও করছি।

ভীম—(বেণী নাড়া দিয়ে) দেবি ! ধৃতরাষ্ট্র-বংশের কালরাত্রি-স্বরূপিণী দুঃশাসন-মুক্ত এই বেণী এখন তবে বন্ধন করো।

দ্রৌপদী—হে প্রিয়তম ! বেণীবন্ধন করতে ভুলেই গিয়েছি, আপনার কাছে নতুন ক'রে শিখতে হবে। (ভীমসেন-কর্তৃক বেণীবন্ধন)

(নেপথ্যে) মহাসমরাগ্নিদগ্ধ শেষ রাজন্যকুলের স্বস্তি হোক। কৌরবেশ্বরের আদেশে যে বেণী মুক্ত হওয়ায় পান্ডুপুত্রগণ ক্রোধান্ধ হয়ে অতুলনীয় বাহুবলে নরপতিগণকে নিহত ক'রে দিকে দিকে রাজ-অন্তঃপুরচারিণীদের বেণীমুক্ত করিয়েছিলেন, কুরুবংশের ধূমকেতু ক্রুদ্ধ ভীম পাঞ্চালনন্দিনীর সেই বেণী আজ বন্ধন করলেন। সুতরাং প্রজানিধন বন্ধ হোক, রাজকুলের মঙ্গল হোক। ৪২ ॥

যুধিষ্ঠির–দেবি ! আকাশগামী সিদ্ধজনেরা তোমার বেণীবন্ধনকে অভিনন্দিত করছেন।

(বাসুদেব ও অর্জুনের প্রবেশ)

বাসুদেব—(নিকটে এসে) অরাতিসমূহ নিহত ; সুতরাং অনুজগণসহ পান্ডুকুল-চন্দ্রমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় হোক !

অর্জুন—আচার্যের জয় হোক।

যুধিষ্ঠির—(দেখে) আরে ! ভগবান বাসুদেব আর বৎস অর্জুন ! ভগবন্, আমার

অভিবাদন গ্রহণ করুন। (অর্জুনের প্রতি) এসো, এসো বৎস। (অর্জুনের প্রণাম)

বাসুদেবের প্রতি) দেব! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ স্বয়ং যাকে মঙ্গল-আশীর্বাদ করেন তার বিজয় ছাড়া অন্য-কিছু সম্ভব কি? যার অংশে মৎস্যাদি দশাবতারগণের উৎপত্তি, যিনি সর্বগুণাধার যিনি প্রজাগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, যিনি জন্ম ও মৃত্যুরহিত, যিনি অচিন্ত্য, যাঁর স্মরণে জগৎ দুঃখকে অতিক্রম করে তার দর্শনে দুঃখের অবকাশ কোথায়? ৪৩॥

(অর্জুনকে আলিঙ্গন ক'রে) বৎস! আমায় আলিঙ্গন করো।

বাসুদেব—মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই যে ভগবান্ ব্যাস, আর ঐ বাল্মীকি-জামদগ্ন্য-জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, নকুল-সহদেব-অধিষ্ঠিত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ সেনাপতিগণ এবং যাদব মৎস্য ও মাগধবংশীয় আপনার আজ্ঞাধীন রাজকুমারগণ আপনার অভিষেকের জন্য স্কন্ধে তীর্থজল-পূর্ণ কলস নিয়ে উপস্থিত। ৪৪॥ রাক্ষস চার্বাক আপনাকে প্রতারণা করেছে জেনে অর্জুনকে নিয়ে আমি দ্রুত চলে এসেছি।

যুধিষ্ঠির—বটে, চার্বাক রাক্ষস আমাকে এইরকম প্রতারিত করেছে!

ভীম—(সরোষে) দুর্যোধনের বন্ধু তপস্বিজনের অধম সেই রাক্ষস গেল কোথায়? সেই তো আর্যের চিত্তবিভ্রম সৃষ্টি করেছিল।

বাসুদেব—সেই দুরাত্মাকে নকুল ধরেছে! বলুন মহারাজ, এরপর আপনার আর কী অভিলাষ সম্পাদন করব।

যুধিষ্ঠির—ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি অনুগ্রহ করে কী-না দিয়েছেন, এর পরেও কি অভিলাষ থাকে? সাধারণ বুদ্ধিতে আমি এতেই সন্তুষ্ট। আর অমার প্রার্থনার কিছু নেই। দেখুন—

ক্রোধবশত সমস্ত শত্রু ধ্বংস করেছি, আমরা পঞ্চপাণ্ডব জীবিতই আছি, আমার দুর্নীতির জন্য পাঞ্চালী যে অপমান-সমুদ্রে পড়েছিল তাও পার হয়েছে, আমি এত পুণ্যবান যে পুরুষোত্তম আপনি আমাকে সদর সম্ভাষণ করছেন, এর পরেও আর কী অভিলষিত বস্তু থাকতে পারে যা আপনার কাছে প্রার্থনা করব? ৪৫॥ তবুও যদি ভগবান্ সুপ্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই হোক—লোক সকল উদার-চিত্ত হয়ে পূর্ণ আয়ু ভোগ ক'রে বেঁচে থাকুক, রোগশান্তি হোক এবং হে ভগবন্, পুরুষোত্তম, আপনার প্রতি দ্বিধাহীন ভক্তি হোক। রাজা গুণজ্ঞ, পণ্ডিত-জনের বন্ধু, সদাপুণ্যশীল হোক, পৃথিবী তার প্রিয় হোক—রাজমণ্ডল তার অনুকূল হয়ে যাক। ৪৬॥

বাসুদেব—তাই হোক।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

॥ মহাকবি ভট্টনারায়ণ বিরচিত বেণীসংহার নাটকের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অংক

১. তুম্বুরু—ঋষির নাম। দৌত্যকার্যের সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ছিলেন পরাশর-পুত্র ব্যাস; নারদ, তুম্বুরু, পরশুরাম প্রভৃতি ঋষিগণ।

২ মারিষ—সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার পারিপার্শ্বককে 'মারিষ' শব্দে সম্বোধন করেন। অবশ্য নাটক ভিন্ন অন্যত্রও শব্দটির প্রয়োগ আছে।

৩. জরাসন্ধের পিতার নাম বৃহদ্রথ—মাতা কাশীরাজের দুই কন্যা। ইনি দুই জননীর গর্ভে দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর পরিত্যক্ত হলে জরা নামে এক রাক্ষসী দ্বিখণ্ডিত দেহ যুক্ত করে বৃহদ্রথকে দান করে। তাই সেই শিশুর নাম হয় জরাসন্ধ। জরা কর্তৃক সন্ধা (দেহ সংযোজন)। যার অঙ্গ কেটে ফেললে আবার তা পুনঃযোজিত হবে—এই বর জরাসন্ধ লাভ করেছিল। ভীম এঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেছিলেন, দেহ দ্বিখণ্ডিত করেন নি! ভীমের উক্তির তাৎপর্য এই, কৌরবদের সঙ্গে যত বার সন্ধি করা হোক না কেন সন্ধির কথাই উঠবে! একমাত্র কৌরব-নিধনই প্রকৃত পথ। তা না হলে সন্ধির প্রসঙ্গ বার বার আসবে।

৪. ভীমসেনের উক্তি। অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবগণ বিরাটরাজার গৃহে আত্মগোপনের জন্য যে হীনতা স্বীকার করেছিলেন তারই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'অনুচিতারম্ভ' অর্থ হীনকর্ম। যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়াবৃত্তি, ভীমের পাচকবৃত্তি, অর্জুনের ক্লীবরূপ, নকুলের ভৃত্যরূপ, সহদেবের গোপালকবৃত্তি, দ্রৌপদী প্রসাধিকা রমণী।

৫ ইন্দ্রপ্রস্থ—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির এখানে রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। ঐ স্থান হস্তিনা থেকে মথুরা পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। পূর্বে এখানে যে বন ছিল তাকে বলা হত খাণ্ডব বন। অগ্নিদেব কোনো এক সময় মন্দাগ্নিতে আক্রান্ত হলে এই বনকে দগ্ধ ক'রে ক'রে তিনি রোগমুক্ত হন। এই বনের যে অংশের আগুন ইন্দ্র নিভিয়েছিলেন সেই জায়গার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।

৬. বৃকপ্রস্থ—এই স্থানে পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্য হারান এবং কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণে দ্রৌপদী হন লাঞ্ছিতা।

৭. জয়ন্ত—এখানে পাশাখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৮. বারণাবত—এখানে জতুগৃহ দাহ হয়।

৯ ভানুমতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্রৌপদীকে 'অয়ি' সম্বোধন করলেন। দ্রৌপদীর দাসীও অবজ্ঞাসূচক 'অয়ি' সম্বোধন করল ভানুমতীকে।

১০. ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলে তোমাদের স্বামীরা ধরাধামে থাকবে না, তোমাদের কেশচর্যাও হবে না, কারণ বিধবার কেশচর্যা নিষিদ্ধ; তখন আমাদের দেবী কেশবন্ধন করবেন।

১১. সন্ধি করা হলে প্রতিজ্ঞা পালন হবে না, এটাই ভয়।

১২. যে দ্রৌপদী যুদ্ধের উৎসাহ দিতেন তিনিই এখন অমঙ্গল আশঙ্কায় বলছেন 'হরির মতো তোমার মঙ্গল হোক', কারণ অসুর সহ যুদ্ধে বিষ্ণু কখনও পরাভূত হয় নি।

১৩. চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—এই চার অঙ্গ-বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী।

দ্বিতীয় অংক

১. নিজ অন্যায় আচরণে মনোগত দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই এই উক্তি।

২. কাকের আগমন এবং সেই সময়ে বৃক্ষচ্যুত তালের পতন সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। দুই ঘটনার মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। সুতরাং পতনের ফলে যদি কাকের মৃত্যু ঘটে তার জন্য তালকে দায়ী করা অনুচিত। দুর্যোধনের বক্তব্য—গ্রহের গতি, স্বপ্ন, অপ্রাকৃত ঘটনা কাক তালের মতোই—বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাতে ভীত হন না।

৩. দুর্যোধনের প্রিয়ামিলন-অভিলাষ বুঝতে পেরে ভানুমতী ব্রতভঙ্গ-ভয়ে 'তোমার বিজয় অভিলাষকেই অভিনন্দিত করতে চাই' বলে প্রকারান্তরে দুর্যোধনকে প্রিয়াবিহারে নিবৃত্ত করতে চাইলেন।

তৃতীয় অংক

১. সেনাপতি না হয়েও প্রতিকারে আমি সক্ষম।

২. আশ্রমে পরশুরামের অনুপস্থিতির সুযোগে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে হত্যা ক'রে। পরশুরাম এসে দেখেন পিতা নিহত, তখন প্রতিজ্ঞা করেন একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করবেন।' কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি হ্রদ ক্ষত্রিয়রক্তে পূর্ণ করে ঐ রক্তে পরশুরাম পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছিলেন। এই কাহিনী মহাভারতের বনপর্বে ৯৮ অধ্যায়ে আছে।

৩. কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হন। এবং পরক্ষণেই অশ্বত্থামার বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালন কিছুতেই সহ্য করতে না পেয়ে অশ্বত্থামাকে "মূঢ়" বলে সম্বোধন করলেন।

৪. কিরীটী = অর্জুন। অর্জুন এক সময় কর্ণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ আমি তোমাকে বধ ক'রে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা প্রমাণ করব।

চতুর্থ অংক

১ সূতের বক্তব্য—মানুষ উন্নতির সময়ে নিজের পৌরুষের প্রতি অতিবিশ্বাসে দৈবের প্রতি উপেক্ষাই প্রকাশ করে আর পতনকালে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে দৈবের প্রতি দোষারোপ করে। দুর্যোধনেরও সেই অবস্থা।

২. আলবাল—গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখার জন্য মাটির বেষ্টনী।

বেণীসংহারম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

নিষিদ্ধৈরপ্যেভি লুলিত মকরন্দো মধুকরৈঃ
করৈরিন্দোরন্তশ্ছুরিত ইব সংভিন্নমুকুলঃ।
বিধত্তাং সিদ্ধিং নো নয়নসুভগামস্য সদসঃ
প্রকীর্ণঃ পুষ্পাণাং হরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ম্ ॥ ১ ॥

অপিচ

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলি-কুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিত-পদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ। ২ ॥

অপিচ

দৃষ্টঃ সপ্রেম দেব্যা কিমিদমিতিভয়াৎ সংভ্রমাচ্চাসুরীভিঃ
শান্তান্তস্তত্ত্বসারৈঃ সকরুণমৃষিভি র্বিষ্ণুনা সস্মিতেন।
আকৃষ্যাস্ত্রং সগর্বৈরুপশমিত বধূসংভ্রমৈর্দৈত্যবীরৈঃ
সানন্দং দেবতাভিমর্য়পুরদহনে ধূর্জটিঃ পাতু যুষ্মান্ ॥ ৩ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—অলমতিপ্রসঙ্গেন।

শ্রবণাঞ্জলিপুটপেয়ং বিরচিতবান্ ভারতাখ্যমমৃতং যঃ।
তমহমরাগমকৃষ্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং বন্দে ॥ ৪ ॥

(সমন্তাদবলোক্য)

তত্রভবতঃ পরিষদগ্রেসরান্ বিজ্ঞাপ্যং নঃ কিঞ্চিদস্তি।
কুসুমাঞ্জলিরপর ইব প্রকীর্যতে কাব্যবন্ধ এষোঽত্র।
মধুলিহ ইব মধুবিন্দূন্ বিরলানপি ভজত গুণলেশান্ ॥ ৫ ॥

তদিদং কবেমৃগরাজলক্ষ্মণো ভট্টনারায়ণস্য কৃতিং বেণীসংহারং নাম নাটকং প্রয়োক্তুমুদ্যতা বয়ম্। তদত্রকবিপরিশ্রমানুরোধাদ্বা উদাত্তকথাবস্তুগৌরবাদ্বা নবনাটকদর্শন কুতূহলাদ্বা ভবদ্ভিরবধানং দীয়মানমভ্যর্থয়ে।

(নেপথ্যে)

ভাব! ত্বর্যতাম্ ত্বর্যতাম্, এতে খল্বার্যবিদুরাজ্ঞয়া পুরুষাঃ সকলমেব শৈলূষজনং ব্যাহরন্তি—'প্রবর্ত্যন্তামপরিহীয়মাণমাতোদ্যবিন্যাসাদিকা বিধয়ঃ। প্রবেশকালঃ কিল তত্রভবতঃ পারাশর্যনারদতুম্বুরু-জামদগ্ন্যপ্রভৃতিভির্মুনি-বৃন্দারকৈরনুগম্যমানস্য ভরতকুলহিতকাময়া স্বয়ং প্রতিপন্নদৌত্যস্য দেবকীসূনো শ্চক্রপাণের্মহারাজদুর্যোধনশিবিরসংনিবেশং প্রতি প্রস্থাতুকামস্য ইতি।

সূত্রধারঃ—(আকর্ণ্য সানন্দং) অহো নু খলু ভোঃ! ভগবতা সকলজগৎপ্রভবস্থিতি

নিরোধপ্রভবিষ্ণুনা বিষ্ণুনাদ্যানুগৃহীতমিদং ভরতকুলং সকলং চ রাজচক্রমনয়োঃ কুরুপাণ্ডবরাজপুত্রয়োরাহবকল্পান্তানলপ্রশমহেতুনা স্বয়ং সন্ধিকারিণা কংসারিণা দূতেন।

(নেপথ্যে)

তৎ কিমিতি নারভয়সি কুশীলবৈঃ সহ সঙ্গীতকম্।

সূত্রধারঃ—ভবতু। আরভয়ামি। কতমং সময়মাশ্রিত্য গীয়তাম্।

(নেপথ্যে)

নম্বমুমেব তাবচ্ছন্দ্রাতপনক্ষত্রগ্রহক্রৌঞ্চহংসসপ্তচ্ছদকুমুদকোকনদকাশকুসুমপরাগ-ধবলিতদিঙ্মণ্ডলং স্বাদুজলজলাশয়ং শরৎসময়মাশ্রিত্য প্রবর্ত্যতাং সংগীতকম্। তথা হি অস্যাং শরদি—

সৎপক্ষা মধুরগিরঃ প্রসাধিতাশা মদোদ্ধতারম্ভাঃ।
নিপতন্তি ধার্তরাষ্ট্রাঃ কালবশান্মেদিনী পৃষ্ঠে ॥ ৬ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ—(প্রবিশ্য) ভাব! শান্তং পাপম্। প্রতিহতমমঙ্গলম্।

সূত্রধারঃ—(সবৈলক্ষ্যস্মিতম্) মারিষ, শরৎসময়বর্ণনাশংসয়া হংসা ধার্তরাষ্ট্রা ইতি ব্যপদিশ্যন্তে।

পারিপার্শ্বিকঃ—ন খলু ন জানে। কিন্ত্বমঙ্গলশংসয়া অস্য বো বচনস্য যৎ সত্যং কম্পিতমিব মে হৃদয়ম্।

সূত্রধারঃ—মারিষ, ননু সর্বমেবেদানীং প্রতিহতমমঙ্গলং স্বয়ং প্রতিপন্নদৌত্যেন সন্ধিকারিণা কংসারিণা। তথাহি—

নির্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাং নন্দন্তু পাণ্ডুতনয়াঃ সহ মাধবেন।
রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে সাধিক্ষেপম্)

আঃ! দুরাত্মন্ বৃথামঙ্গলপাঠক শৈলূষাপশদ,

লাক্ষাগৃহানলবিষান্নসভাপ্রবেশৈঃ
প্রাণেষু বিত্তনিচয়েষু চ নঃ প্রহৃত্য।
আকৃষ্য পাণ্ডববধূপরিধানকেশান্
স্বস্থা ভবন্তু ময়ি জীবতি ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৮ ॥

(সূত্রধারপারিপার্শ্বিকাবাকর্ণয়তঃ)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব, কুত এতৎ।

সূত্রধারঃ—(পৃষ্ঠতো বিলোক্য) অয়ে, কথময়ং বাসুদেবগমনাৎ কুরুসন্ধানমমৃষ্যমাণঃ পৃথুললাটতটঘটিত-বিকটভ্রূকুটিনা দৃষ্টিপাতেনাপিবন্নিব নঃ সর্বান্ সহদেবেনানুগম্যমানঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেন ইত এবাভিবর্ততে। তন্ন যুক্তমস্য পুরতঃ স্থাতুম্। তদিত আবাম্ অন্যত্র গচ্ছাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি সহদেবেনানুগম্যমানঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ।)

ভীমসেনঃ—আঃ! দুরাত্মন্ বৃথামঙ্গলপাঠক শৈলূষাপশদ। (লাক্ষাগৃহানল—১/৮) ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)

সহদেবঃ—(সানুনয়ং) আর্য, মর্ষয় মর্ষয়। অনুমতমেব নো ভরতপুত্রস্যাস্য বচনম্।
পশ্য—(নির্বাণ বৈরদহনাঃ - (১/৭) ইতি পাঠস্থানাথাভিনয়তি)

ভীমসেনঃ—(সোপালম্ভং) ন খলু ন খল্বমঙ্গলানি চিন্তয়িতুমর্হন্তি ভবন্তঃ কৌরবাণাম্। সন্ধেয়াস্তে ভ্রাতরো যুষ্মাকম্।

সহদেবঃ -(সরোষং) আর্য,

ধৃতরাষ্ট্রস্য তনয়ান্ কৃতবৈরান্ পদে পদে।
রাজা ন চেন্নিষেদ্ধা স্যাৎ কঃ ক্ষমেত তবানুজঃ ॥ ৯ ॥

ভীমসেনঃ—এবমিদম্ অতএবাহমদ্য প্রভৃতি ভিন্নো ভবদ্ভ্যঃ। পশ্য –

প্রবৃদ্ধং যদ্বৈরং মম খলু শিশোরেব কুরুভি
র্ন তত্রার্যো হেতুর্ভবতি কিরীটী ন চ যুবাম্।
জরাসন্ধস্যোরঃস্থলমিব বিরূঢ়ং পুনরপি
ক্রুধা সন্ধিং ভীমো বিঘটয়তি যূয়ং ঘটয়ত ॥ ১০ ॥

সহদেবঃ—(সানুনয়ং) আর্য, এবমতিসংভৃতক্রোধেষু যুষ্মাসু কদাচিৎ খিদ্যতে গুরুঃ।

ভীমসেনঃ—কিংনাম ময়ি খিদ্যতে গুরুঃ। গুরুঃ খেদমপি জানাতি। পশ্য—

তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং
বনে ব্যাধৈঃ সার্ধং সুচিরমুষিতং বল্কলধরৈঃ।
বিরাটস্যাবাসেস্থিতমনুচিতারম্ভনিভৃতং
গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু ॥ ১১ ॥

তৎ সহদেব, নিবর্তস্ব। এবং চাপি চির প্রবৃদ্ধামর্ষোদ্দীপিতস্য ভীমস্য বচনাদ্বিজ্ঞাপয় রাজানম্।

সহদেবঃ আর্য, কিমিতি।

ভীমসেনঃ—যুষ্মচ্ছাসনলঙ্ঘনাম্ভসি ময়া মগ্নেন নাম স্থিতং
প্রাপ্তা নাম বিগর্হণা স্থিতিমতাং মধ্যেঽনুজানামপি।
ক্রোধোল্লাসিতশোণিতারুণগদস্যোচ্ছিন্দতঃ কৌরবা-
নদ্যৈকং দিবসং মমাসি ন গুরুর্নাহং বিধেয়স্তব ॥ ১২ ॥

(ইত্যুদ্ধতং পরিক্রামতি।)

সহদেবঃ –(তমেবানুগচ্ছন্নাত্মগতম্) অয়ে, কথমার্যঃ পাঞ্চাল্যাশ্চতুঃশালকং প্রতিপ্রস্থিতঃ। ভবতু তাবদহমত্রৈব তিষ্ঠামি। (ইতি স্থিতঃ।)

ভীমসেনঃ—(প্রতিনিবৃত্ত্যাবলোক্য চ) সহদেব, গচ্ছ ত্বং গুরুমনুবর্তস্ব। অহমপ্যায়ুধাগারং প্রবিশ্যায়ুধসহায়ো ভবামি।

সহদেবঃ—আর্য, নেদমায়ুধাগারম্, পাঞ্চাল্যাশ্চতুঃশালকমিদম্।

ভীমসেনঃ—(সবিতর্কং) কিং নাম নেদমায়ুধাগারম্, পাঞ্চাল্যাশ্চতুঃশালকমিদম্? (বিচিন্ত্য সহর্ষং) আমন্ত্রয়িতব্যৈব ময়া পাঞ্চালী। (সপ্রণয়ং সহদেবং হস্তে গৃহীত্বা) বৎস, আগম্যতাম্। যদার্যঃ কুরুভিঃ সন্ধানমিচ্ছন্নস্মান্ পীড়য়তি তদ্ভবানপি পশ্যতু।

সহদেবঃ—যদাদিশত্যার্যঃ।

(উভৌ প্রবেশং নাটয়তঃ। ভীমসেনঃ সক্রোধং ভূমাবুপবিশতি।)

সহদেবঃ—(সসংভ্রমং) আর্য, ইদমাসনমাস্তীর্ণম্। অত্রোপবিশ্যার্যঃ পালয়তু কৃষ্ণাগমনম্।

ভীমসেনঃ—(উপবিশ্য স্মৃত্বা) বৎস, কৃষ্ণাগমননিত্যানেনোপোদ্ঘাতেন স্মৃতম্। অথ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কেন পণেন সন্ধিং কর্তুং দুর্যোধনং প্রতি প্রহিতঃ।

সহদেবঃ—আর্য, পঞ্চভির্গ্রামৈঃ।

ভীমসেনঃ—(কর্ণৌ পিধায়) অহহ, দেবস্যাজাতশত্রোরপ্যয়মীদৃশস্তেজোঽপকর্ষ ইতি যৎ সত্যং কম্পিতমিব মে হৃদয়ম্। (পরিবৃত্য স্থিত্বা) তদ্বৎস, ন ত্বয়া কথিতং ন চ ময়া ভীমেন শ্রুতম্।

যত্তদূর্জিতমত্যুগ্রং ক্ষাত্রং তেজোঽস্য ভূপতেঃ।
দীব্যতাক্ষৈস্তদানেন নূনং তদপি হারিতম্॥ ১৩॥

(নেপথ্যে)

সমস্সসদু সমস্সসদু ভট্টিনী।

সহদেবঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্যাত্মগতং) অয়ে, কথং যাজ্ঞসেনী মুহুর্মুহুরুপচীয়মানবাষ্পপটলস্থগিতনয়না আর্যসমীপমুপসর্পতি। তৎকষ্টতরমাপতিতম্।)

যচ্চৈবদ্যুতমিব জ্যোতিরার্যে ক্রুদ্ধেঽদ্য সংভৃতম্।
তৎ প্রাবৃড়িব কৃষ্ণেয়ং নূনং সংবর্ধয়িষ্যতি॥ ১৪॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টা দ্রৌপদী চেটী চ। দ্রৌপদী সাস্রং নিঃশ্বসিতি)

চেটী—সমাস্সসদু সমাস্সসদু ভট্টিণী। অবণইস্সদি দে মন্নুং ণিত্যানুবন্ধকুলুবেলো কুমালো ভীমসেণো। (সমশ্বসিতু সমশ্বসিতু ভট্টিনী। অপনেষ্যতি তে মন্যুং নিত্যানুবন্ধকুরুবৈরঃ কুমারো ভীমসেনঃ।)

দ্রৌপদী—হঞ্জে বুদ্ধিমদিএ, হোদি এদং জই মহারাও পড়িউলো ণ ভবে তা ণাহং পেক্খিদুং তুবরদি মে হিঅঅং আদেএহি ণাহস্স বাসভবণং। (হঞ্জে বুদ্ধিমতিকে, ভবত্যেতদ্ যদি মহারাজঃ প্রতিকুলো ন ভবেৎ। তৎ নাথং প্রেক্ষিতুং ত্বরতে মে হৃদয়ম্। আদেশয় মে নাথস্য বাসভবনম্)।

চেটী—এদং বাসভবনং। এত্থ পবিসদু ভট্টিণী। (এতদ্বাসভবনম্। অত্র প্রবিশতু ভট্টিনী)।

দ্রৌপদী—হঞ্জে, এব্বং করেহ্ম (হঞ্জে এবং কুর্বঃ)। (ইতি প্রবিশতঃ)

চেটী—এসো কুমালো চিট্ঠদি (এস কুমারস্তিষ্ঠতি) এদ্বেতু ভট্টিণী।

(ইতি পরিক্রামতঃ)

চেটী—জেদু জেদু কুমালো। (জয়তু জয়তু কুমারঃ)

(ভীমসেনোঽশৃণ্বন্ 'যত্তদূর্জিতম্' ১৷১৩ ইতি পুনঃ পঠতি)

চেটী—(পরিবৃত্য) ভট্টিণী, পিঅং দে ণিবেদেমি। পরিকুবিদো বিঅ কুমালো লক্খীঅদি। ভট্টিনি, প্রিয়ং তে নিবেদয়ামি। পরিকুপিত ইব কুমারো লক্ষ্যতে।

দ্রৌপদী—হঞ্জে, জহ এব্বং তা অবহীরণা বি এসা মং আসাসেদি। তা এ অংতে উববিট্ঠা ভবিঅ সুণুমো দাব ণাহস্স ববসিদং। (হঞ্জে, যদ্যেবং তদবধীরমাম্ ণাপোষ্য মাম্ আশ্বাসয়তি। তদেকান্ত উপবিষ্টা ভূত্বাশৃণুমস্তাবন্নাথস্য ব্যবসিতম্)। (উভে তথা কুরুতঃ)

ভীমসেনঃ—(সহদেবমধিকৃত্য) কিং নাম পঞ্চভির্গ্রামৈঃ সন্ধিঃ।

মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপা-
দ্দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।
সংচুর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরূ
সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন ॥ ১৫ ॥

দ্রৌপদী—(সহর্ষম্। জনান্তিকম্) ণাহ, অস্সুদপুব্বং ক্খু দে ঈরিসং বঅণং। তা পুণো পুণো দাব ভণাহি। (নাথ, অশ্রুতপূর্বং খলু তে ঈদৃশং বচনম্। তৎ পুনঃ পুনস্তাবদ্ভণ।)

ভীমসেনঃ—সহদেব! পশ্য মথ্নামি কৌরবশতং (১।১৫ ইতি পুনঃ পঠতি)।

সহদেবঃ—আর্য, কিং মহারাজস্য সন্দেশোঽয়মার্যেণাব্যুৎপন্নইব গৃহীতঃ।

ভীমসেনঃ—কা পুনরত্র ব্যুৎপত্তিঃ।

সহদেবঃ—আর্য, এবং গুরুণা সন্দিষ্টম্।

ভীমসেনঃ—কস্য।

সহদেবঃ—সুযোধনস্য।

ভীমসেনঃ—কিমিতি।

সহদেবঃ—
ইন্দ্রপ্রস্থং বৃকপ্রস্থং জয়ন্তং বারণাবতম্।
প্রযচ্ছ চতুরো গ্রামান্ কঞ্চিদেকং চ পঞ্চমম্ ॥ ১৬ ॥

ভীমসেনঃ—ততঃ কিম্।

সহদেবঃ—তদেবমনয়া প্রতিনাম-গ্রামপ্রার্থনয়া পঞ্চমস্য চাকীর্তনাদ্বিষভোজনজতুগৃহ-দাহদ্যূতসভাদ্যপকারস্থানোদ্ঘাটনমেবেদং মন্যে।

ভীমসেনঃ—(সাটোপং) বৎস, এবং কৃতে কিং কৃতং ভবতি!

সহদেবঃ—আর্য, এবং কৃতে, লোকে তাবৎ স্বগোত্রক্ষয়াশঙ্কি হৃদয়মাবিষ্কৃতং ভবতি। কুরুরাজস্য তাবদসন্ধেয়তা তদৈব প্রতিপাদিতা ভবতি।

ভীমসেনঃ—মূঢ়, সর্বমপ্যেতদনর্থকম্। কুরুরাজস্য তাবদসন্ধেযতা তদৈব প্রতিপাদিতা, যদৈবাস্মাভিরিতো বনং গচ্ছদ্ভিঃ সর্বৈরেব কুরুকুলস্য নিধনং প্রতিজ্ঞাতম্। লোকেঽপি চ ধার্তরাষ্ট্রকুলক্ষয়ঃ কিং লজ্জাকরো ভবতাম। অপিচ রে মূর্খ!

যুষ্মান্ হ্রেপয়তি ক্রোধোলোকে শত্রুকুলক্ষয়ঃ।
ন লজ্জয়তি দারাণাং সভায়াং কেশকর্ষণম্ ॥ ১৭ ॥

দ্রৌপদী—(জনান্তিকম্) ণাহ, ণ লজ্জন্তি এদে। তুমং বি দাব মা বিসুমরেহি। (নাথ ন লজ্জন্ত এতে। ত্বমপি তাবন্মাবিস্মার্ষীঃ)।

ভীমসেনঃ—বৎস, কথং চিরয়তি পাঞ্চালী।

সহদেবঃ—কা খলু বেলা তত্রভবত্যাঃ প্রাপ্তায়াঃ। কিন্তু রোষাবেশবশাদার্যেন নোপলক্ষিতা।

ভীমসেনঃ—(দৃষ্টবা সাদরং) দেবি, বর্ধিতামর্ষৈরস্মাভিরাগতাপি ভবতী নোপলক্ষিতা। অতো ন মন্যুং কর্তুমর্হসি।

দ্রৌপদী—নাহ, উদাসীণেসু তুম্হেসু মহমন্নু ণ উণ কুবিদেসু। (নাথ, উদাসীনেষু যুষ্মাসু মম মন্যুঃ, ন পুনঃ কুপিতেষু)।

ভীমসেনঃ—যদ্যেবমপগত-পরিভবমাত্মানং সমর্থয়স্ব। (হস্তে গৃহীত্বা পার্শ্বে সমুপবেশ্য,

মুখবলোক্য) কিং পুনরত্র ভবতীমুদ্বিগ্নামিবোপলক্ষয়ামি।

দ্রৌপদী—ণাহ, ণ ক্‌খু মিং বি উব্বেব অকালণং তুম্হেসু সান্নিহিদেসু! (নাথ, ন খলু কিমপ্যুদ্বেগকারণং যুষ্মাসু সন্নিহিতেষু)।

ভীমসেনঃ—কিমিতি নাবেদয়সি। (কেশানবলোক্য) অথবা কিমাবেদিতেন।

জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু দূরমপ্রোষিতেষু চ।
পাঞ্চালরাজতনয়া বহতে যদিমাং দশাম্‌ ॥ ১৮ ॥

দ্রৌপদী—হঞ্জে বুদ্ধিমদিএ, কহেহি ণাহস্স। কো অন্নোমহ পরিহবেণ খিজ্জই। (হঞ্জে বুদ্ধিমতিকে, কথয় নাথস্য। কোঽন্যো মম পরিভবেন খিদ্যতে)।

চেটী—জং দেবী আণবেদি। সুণাদু কুমালো। ইদো বি অহিঅদরং অজ্জ উব্বেঅকালণং আসী দেবীএ! (যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি)। (ভীমমুপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা) শৃণোতু কুমারঃ। ইতোঽপ্যধিকতরমদ্যোদ্বেগকারণমাসীদ্দেব্যাঃ।

ভীমসেনঃ—কিং নামাস্মাদপ্যধিকতরম্‌। বুদ্ধিমতিকে, কথয়।

কৌরব্যবংশদাবেঽস্মিন্‌ ক এষ শলভায়তে!
বদ্ধবেণীং স্পৃশন্নেনাং কৃষ্ণাং ধূমশিখামিব ॥ ১৯ ॥

চেটী—সুণাদু কুমালো। অজ্জ ক্‌খু দেবী অং বা সহিদা সুভদ্দাপমুহেণ সবত্তিবগ্গেণ পরিবুদা অজ্জাএ গান্ধালিএ পাদবন্দণং কাদুং গদা আসী। (শৃণোতু কুমারঃ। অদ্য খলু দেবী অম্বা সহিতা সুভদ্রাপ্রমুখেন সপত্নীবর্গেণ পরিবৃতা আর্যায়া গান্ধার্যাঃ পাদবন্দনং কর্তুং গতাসীৎ!)

ভীমসেনঃ—যুক্তমেতৎ। বন্দ্যাঃ খলু গুরবঃ। ততস্ততঃ।

চেটী—তদো পড়িণিবুত্তমাণা ভাণুমদীএ দেবী দিট্‌ঠা। (ততঃ প্রতিনিবর্তমানা ভানুমত্যা দেবী দৃষ্টা।)

ভীমসেনঃ—(সক্রোধং) আঃ শত্রোর্ভার্যয়া দৃষ্টা। হন্ত, স্থানং ক্রোধস্য দেব্যাঃ। ততস্ততঃ।

চেটী—তদো তাএ দেবীং পেক্‌খিঅ সহিজণদিন্নদিট্‌ঠিএ সগব্বং ঈসি বিহসিঅ ভণিঅং। (ততস্তয়া দেবীং প্রেক্ষ্য সখীজনদত্তদৃষ্ট্যা সগর্বমীষদ্বিহস্য ভণিতম্‌।)

ভীমসেনঃ—ন কেবলং দৃষ্টা, উক্তা চ। অহো কিং কুর্মঃ। ততস্ততঃ।

চেটী—অই জন্নসেণি, পঞ্চগামা পত্থীঅন্তি ত্তি সুণীঅদি। তা কীস উণ অজ্জ বিদে কেসা ণ সংজমীঅন্তি। (অয়ি যাজ্ঞসেনী, পঞ্চগ্রামাঃ প্রার্থ্যন্তে ইতি শ্রূয়তে। তৎ কস্মাৎ পুনরদ্যাপি তে কেশা ন সংযম্যন্তে।)

ভীমসেনঃ—সহদেব! শ্রুতম্‌?

সহদেবঃ—আর্য, উচিতমেবৈতত্তস্যাঃ। দুর্যোধনকলত্রং হি সা। পশ্য—

স্ত্রীণাং হি সাহচর্যাদ্ভবন্তি চেতাংসি ভর্তৃসদৃশানি।
মধুরাপি হি মূর্চ্ছয়তে বিষবিটপী সমাশ্রিতা বল্লী ॥ ২০ ॥

ভীমসেনঃ—বুদ্ধিমতিকে, ততো দেব্যা কিমভিহিতম্‌।

চেটী—কুমাল, জইপড়িজণহীণা ভবে তদো দেবী ভণাদি। (কুমার, যদি পরিজনহীনা ভবেত্তদা দেবী ভণতি।)

ভীমসেনঃ—কিং পুনরভিহিতং ভবত্যা।

চেটী তদো মএ এব্বং ভণিঅং—অই ভাণুমদি, তুম্মাণং অ মুক্কেসু কেসহত্থেসু কহং অম্মাণং দেবীএ কেসা সংজমীঅন্দি ত্তি। (ততো ময়া এবং ভণিতং—অয়ি ভানুমতি, যুস্মাকমমুক্তেষু কেশহস্তেষু কথমস্মাকং দেব্যাঃ কেশাঃ সংযম্যন্ত ইতি।)

ভীমসেনঃ—(সপরিতোষং) সাধু বুদ্ধিমতিকে, সাধু। ত্বয়া তদভিহিতং যদস্মৎ পরিজনোচিতম্। (অধীরমাসনাদুত্তিষ্ঠন্) অয়ি পাঞ্চালরাজতনয়ে, অলং বিষাদেন, কিং বহুনা, যৎ করিষ্যে তৎ শ্রূয়তাম্। অচিরেণৈব কালেন—

চঞ্চদ্ভুজভ্রমিচণ্ডগদাভিঘাতসংচুর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।
স্ত্যানাবনদ্ধঘনশোণিত শোণপাণিরুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ ॥ ২১ ॥

দ্রৌপদী—কিং ধাহ, দুক্করং তুএ পরিকুবিদেণ। সব্বহা অণুগেহন্তু এদং ববসিদং দে ভাদরো। (কিং নাথ, দুষ্করং ত্বয়া পরিকুপিতেন। সর্বথানুগৃহ্ণন্তু-ত্বদ্ব্যবসিতং তে ভ্রাতরঃ।)

সহদেবঃ—অনুগৃহীতমেতদস্মাভিঃ।

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ। সর্বে সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি)

ভীমসেনঃ—মন্থায়স্তার্ণবাম্ভঃপ্লুতকুহর চলন্মন্দরধ্বানধীরঃ
কোণাঘাতেষু গর্জৎ প্রলয়ঘনঘটান্যোন্যসংঘট্টচণ্ডঃ।
কৃষ্ণাক্রোধাগ্রদূতঃ কুরুকুলনিধনোৎপাতনির্ঘাতবাতঃ
কেনাস্মাৎ-সিংহনাদপ্রতিরসিত-সখো দুন্দুভিস্তাড্যতেঽয়ম্ ॥ ২২ ॥

(প্রবিশ্য সংভ্রান্তঃ কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—কুমারঃ, এষ খলু ভগবান্ বাসুদেবঃ।

(সর্বে কৃতাঞ্জলয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি)

ভীমসেনঃ—(সসংভ্রমম্) ক্বাসৌ ভগবান্।

কঞ্চুকী—পাণ্ডবপক্ষপাতামর্ষিতেন সুযোধনেন সংযন্তুমারব্ধঃ।

(সর্বে সংভ্রমং নাটয়ন্তি)

ভীমসেনঃ—কিং সংযতঃ।

কঞ্চুকী—নহি নহি, সংযন্তুমারব্ধঃ।

ভীমসেনঃ—কিং কৃতং দেবেন।

কঞ্চুকী—ততঃ স মহাত্মা দর্শিতবিশ্বরূপতেজঃসংপাতমূর্চ্ছিতমবধূয় কুরুকুলমস্মচ্ছিবিরসন্নিবেশমনুপ্রাপ্তঃ কুমারমবিলম্বিতং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

ভীমসেনঃ—(সোপহাসং) কিং নাম দুরাত্মা সুযোধনো ভগবন্তং সংযন্তুমিচ্ছতি। (আকাশে দত্তদৃষ্টিঃ) আঃ দুরাত্মন্ কুরুকুলপাংশুল, এবমতিক্রান্তমর্যাদে ত্বয়ি নিমিত্তমাত্রেণ পাণ্ডবক্রোধেন ভবিতব্যম্।

সহদেবঃ—আর্য কিমসৌ দুরাত্মা সুযোধনহতকো বাসদেবমপি ভগবন্তং স্বরূপেণ ন জানাতি।

ভীমসেনঃ—বৎস, মূঢ়ঃ খল্বয়ং দুরাত্মা কথং জানাতু। পশ্য—

আত্মারামা বিহিতরতয়ো নির্বিকল্পে সমাধৌ
জ্ঞানোদ্রেকাদ্বিঘটিততমোগ্রন্থয়ঃ সত্ত্বনিষ্ঠাঃ।

যং বীক্ষন্তে কমপি তমসাং জ্যোতিষাং বা পরস্তা-
ত্তং মোহান্ধঃ কথময়মমুং বেত্তু দেবং পুরাণম্ ॥ ২৩ ॥

আর্য জয়ন্ধর ; কিমিদানীমধ্যবস্যতি গুরুঃ।

কঞ্চুকী—স্বয়মেব গত্বা মহারাজস্যাধ্যবসিতং জ্ঞাস্যতি কুমারঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(নেপথ্যে কলকলানন্তরং) ভো ভোঃ! দ্রুপদবিরাটবৃষ্ণ্যন্ধক-সহদেব প্রভৃতয়ো-ঽস্মদক্ষৌহিণীপতয়ঃ কৌরব চমূপ্রধানযোধাশ্চ, শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

যৎসত্যব্রতভঙ্গভীরুমনসা যত্নেন মন্দীকৃতং
যদ্বিস্মর্তুমপীহিতং শমবতা শান্তিং কুলস্যেচ্ছতা।
তদ্দ্যূতারণি সংভৃতং নৃপসুতাকেশাম্বরাকর্ষণৈঃ
ক্রোধজ্যোতিরিদং মহৎকুরুবনে যৌধিষ্ঠিরং জৃম্ভতে ॥ ২৪ ॥

ভীমসেনঃ—(আকর্ণ্য সহর্ষং) জৃম্ভতাং জৃম্ভতামপ্রতিহতপ্রসরমার্যস্য ক্রোধজ্যোতিঃ।

দ্রৌপদী—ণাহ, কিং দাণিং এসো পলঅ জলহরথণিদমংসলোকেখণে কখণে সমরদুন্দুহী তাড়ীঅদি। (নাথ, কিমিদানীমেষ প্রলয়জলধরস্তনিত মাংসলঃ ক্ষণে ক্ষণে সমরদুন্দুভিস্তাড্যতে।)

ভীমসেনঃ—দেবি, কিমন্যৎ। যজ্ঞঃ প্রবর্ততে।

দ্রৌপদী—(সবিস্ময়ং) কো এসো জণ্ণো। (ক এষ যজ্ঞঃ।)

ভীমসেনঃ—রণযজ্ঞঃ। তথাহি—

চত্বারো বয়মৃত্বিজঃ স ভগবান্ কর্মোপদেষ্টা হরিঃ
সংগ্রামাধ্বরদীক্ষিতো নরপতিঃ পত্নী গৃহীতব্রতা।
কৌরব্যাঃ পশবঃ প্রিয়াপরিভবক্লেশোপশান্তিঃ ফলং
রাজন্যোপনিমন্ত্রণায় রসতি স্ফীতং যশোদুন্দুভিঃ ॥ ২৫ ॥

সহদেবঃ – আর্য, গচ্ছামো বয়মিদানীং গুরুজনানুজ্ঞাতা বিক্রমানুরূপমাচরিতুম্।

ভীমসেনঃ—বৎস, এতে বয়মুদ্যতা আর্যস্যানুজ্ঞামনুষ্ঠাতুমেব। (উত্থায়) তৎপাঞ্চালি, গচ্ছামো বয়মিদানীং কুরুকুলক্ষয়ায়।

দ্রৌপদী—(বাষ্পং ধারয়ন্তী) ণাহ, অসুরসমরাহিমুহস্স হরিণো বিঅ মঙ্গলং তুম্হাণং হোদু। (নাথ, অসুরসমরাভিমুখস্য হরেরিব মঙ্গলং যুষ্মাকং ভবতু।)

উভৌ – পরিগৃহীতং মঙ্গলবচনমস্মাভিঃ।

চেটী—অণ্ণং চ দেবী ভণাদি, ণাহ, পুণোবি তুম্হেহিং সমরাদো আ অচ্ছিঅ অহং আস্সাসইদব্বা! (অন্যচ্চ দেবী ভণতি, নাথ, পুনরপি যুষ্মাভিঃ সমরাদাগত্যাহং সমাশ্বাসয়িতব্যা।)

ভীমসেনঃ—ননু পাঞ্চালরাজতনয়ে, কিমদ্যাপ্যলীকাশ্বাসনয়া।

ভূয়ঃ পরিভবক্লান্তিলজ্জাবিধুরিতাননম্।
অনিঃশেষিত কৌরব্যং ন পশ্যসি বৃকোদরম্ ॥ ২৬ ॥

দ্রৌপদী—ণাহ, মা কখু জণ্ণসেণী পরিহবুদ্দীবিদকোবাণলা অণবেকখিদসরীরা সংচরিসসধ। জদো অপ্পমত্তসংচরণিজ্জাইং রিউবলাইং সুণীঅন্তি। (নাথ, মা খলু যাজ্ঞসেনী পরিভবোদ্দীপিতকোপানলা অনবেক্ষিতশরীরাঃ সংচরিষ্যথ। যতোঽপ্রমত্তসংচরণীয়ানি রিপুবলানি শ্রূয়ন্তে।)

ভীমসেনঃ—অয়ি সুক্ষত্রিয়ে,

অন্যোন্যাস্ফালভিন্নদ্বিপরুধিরবসামাংসমস্তিষ্কপঙ্কে
ভগ্নানাং স্যন্দনানামুপরিকৃতপদন্যাসবিক্রান্তপত্তৌ।
স্ফীতাসৃক্‌পানগোষ্ঠীরসদশিবশিবা তূর্যনৃত্যৎকবন্ধে
সংগ্রামৈকার্ণবান্তঃপয়সি বিচরিতুং পণ্ডিতাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ ॥ ২৭ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—আদিষ্টোঽস্মি মহারাজ দুর্যোধনেন 'বিনয়ন্ধর, সত্বরং গচ্ছ ত্বম্। অম্বিষ্যতাং দেবী ভানুমতী। অপি নিবৃত্তা অম্বায়াং পাদবন্দনং কৃত্বা ন বেতি। যতস্তাং বিলোক্য নিহতাভিমন্যবো রাধেয়-জয়দ্রথপ্রভৃতয়োঽস্মৎ সেনাপতয়ঃ সমরভূমিং গত্বা সভাজয়িতব্যা' ইতি। তন্ময়া দ্রুততরং গন্তব্যম্। অহো প্রভবিষ্ণুতা মহারাজস্য ; যন্মম জরসাভিভূতস্য মর্যাদামাত্রসেবাবরোধ নিবাসঃ। অথবা কিমিতি জরামুপালভমহে, যতঃ সর্বান্তঃপুরচারিণাময়মেব বৈহারিকো বেষশ্চেষ্টা চ। তথাহি—

নোচ্চৈঃ সত্যাপি চক্ষুষীক্ষিতুমলং শ্রুত্বাপি নাকর্ণিতং
শক্তেনাপ্যধিকার ইত্যধিকৃতা যষ্টিঃ সমালম্বিতা।
সর্বত্র স্খলিতেষু দত্তমনসা যাতং ময়া নোদ্ধতং
সেবান্ধীকৃতজীবিতস্য জরসা কিং নাম যন্মে কৃতম্ ॥ ১ ॥

(পরিক্রম্য দৃষ্টবা। আকাশে) বিহঙ্গিকে, অপি শ্বশ্রূজনপাদবন্দনং কৃত্বা প্রতিনিবৃত্তা ভানুমতী। (কর্ণং দত্বা) কিং কথয়সি আর্য, এষা ভানুমতী দেবী পত্যুঃ সমরবিজয়াশংসয়া নিবর্তিতগুরুজনপাদবন্দন। অদ্য প্রভৃত্যারব্ধ নিয়মা দেবগৃহে বালোদ্যানে তিষ্ঠতীতি! তদ্ভদ্রে, গচ্ছ ত্বমাত্মব্যাপারায়, যাবদহমপ্যত্রস্থাং দেবীং মহারাজস্য নিবেদয়ামি। (পরিক্রম্য) সাধু পতিব্রতে সাধু। স্ত্রীভাবেঽপি বর্তমানা বরং ভবতী ন পুন র্মহারাজঃ। যোঽয়মুদ্যতেষু বলবৎসু, অবলবৎসুবা, বাসুদেবসহায়েষু পাণ্ডুপুত্রেষ্বরিষু, অদ্যাপ্যন্তঃপুর বিহারসুখমনুভবতি। (বিচিন্ত্য) ইদমপরমযথাতথং স্বামিনশ্চেষ্টিতম্। কুতঃ।

আশস্ত্রগ্রহণাদকুণ্ঠপরশোস্তস্যাপি জেতা মুনে—
স্তাপায়াস্য ন পাণ্ডুসূনুভিরয়ং ভীষ্মঃ শরৈঃ শায়িতঃ।
প্রৌঢ়ানেক ধনুর্ধরারিবিজয়শ্রান্তস্য চৈকাকিনো
বালস্যায়মরাতিলূনধনুষঃ প্রীতোঽভিমন্যোবধাৎ ॥ ২ ॥

সর্বথা দৈবং নঃ স্বস্তি করিষ্যতি। তদ্‌যাবদত্রস্থাং দেবীং মহারাজস্য নিবেদয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থা দেবী ভানুমতী সখী চেটী চ।)

সখী—সহি ভাণুমদি, কীস দাণিং তুমং সিবিণঅদংসণমেত্তস্স কিদে অহিমাণিণো মহারাঅ দুজ্জোহণস্স মহিসী ভবিঅ এব্বং বিঅলিঅধীরভাবা অতিমেত্তং সন্তপ্পসি? (সখি ভানুমতি, কস্মাদিদানীং ত্বং স্বপ্নদর্শনমাত্রস্য কৃতেঽভিমানিনো মহারাজ-দুর্যোধনস্য মহিষী ভূত্বৈবং বিগলিতধীরভাবাতিমাত্রং সন্তপ্যসে?)

চটী—ভট্টিণি, সোহণং ভণাদি সুবঅণা। সিবিণংতো জণো কিং ণ ক্খু পলবদি। (শোভনং ভণতি সুবদনা। স্বপন্ জনঃ কিম্ ন খলু প্রলপতি)

ভানুমতী—হঞ্জে, এব্বং ণেদং। কিন্দু এদং সিবিণঅং অদিমেত্তং অকুসলদংসণং মে পড়িভাদি। (হঞ্জে, এবমেতৎ। কিন্ত্বয়ং স্বপ্নোঽতিমাত্রমকুশলদর্শনো মে প্রতিভাতি।)

সখী—পিঅসহি জই এব্বং তা কহেহি সিবিণঅং। জেণ অহ্মে বি পড়িট্ঠাবঅন্তীও ধম্মপ্পসংসাএ দেবদাসংকিত্তণেণ দুআদিপড়িগ্গহেণ অ পড়িহরিস্সামো। (প্রিয় সখি যদ্যেবং তৎকথয় স্বপ্নম্। যেনাবামপি প্রতিষ্ঠাপয়ন্ত্যৌ ধর্মপ্রশংসয়া দেবতাসংকীর্তনেন দ্বিজাতিপরিগ্রহেণ চ পরিহরিষ্যাবঃ।)

চেটী—দেবি, এব্বংণেদং। অকুসলদংসণা বি সিবিণআ পসংসাএ কুসল পরিণামা দেবদাণং হোন্তি ত্তি সুনীঅদি। (দেবি, এবমেতৎ। অকুশলদর্শনা অপি স্বপ্নাঃ দেবানাং প্রশংসয়া কুশলপরিণামা ভবন্তীতি শ্রূয়তে।)

ভানুমতী—জই এব্বং তা কহইস্সম্। অবহিদা হোধ। (যদ্যেবং তৎ কথয়িষ্যে। অবহিতে ভবতম্।)

সখী—কহেদু পিঅসহি। (কথয়তু প্রিয়সখী।)

ভানুমতী—মুহুত্তঅং চিট্ঠ জাধ সব্বং সুমরিস্সম্। (মহূর্তং তিষ্ঠ। যাবৎ সর্বং স্মরিষ্যামি।) (ইতি চিন্তাং নাটয়তি)

(ততঃ প্রবিশতি দুর্যোধনঃ কঞ্চুকী চ।)

দুর্যোধনঃ—সুক্তমিদং কস্যচিৎ—

> গুপ্ত্যা সাক্ষান্মহানল্পঃ স্বয়মন্যেন বা কৃতঃ।
> করোতি মহতীং প্রীতিমপকারোঽপকারিষু ॥ ৩ ॥

যেনাদ্য দ্রোণকর্ণজয়দ্রথাদিভির্তমভিমন্যুমুপশ্রুত্য সমুচ্ছ্বসিতমিব নশ্চেতসা।

কঞ্চুকী—দেব, নৈতদতিদুষ্করমাচার্যস্য শস্ত্রপ্রভাবাৎ কর্ণজয়দ্রথয়োর্বা। কা নামাত্র শ্লাঘা।

রাজা—বিনয়ন্ধর, কিমাহ ভবান্। একো বহুভির্বালো লূনশরাসনশ্চ নিহত ইত্যত্র কা শ্লাঘা কুরুপুঙ্গবানাম্। তদত্র ন খলু কশ্চিদ্দোষঃ। মূঢ় পশ্য—

> হতে জরতি গাঙ্গেয়ে পুরস্কৃত্য শিখণ্ডিনম্।
> যা শ্লাঘা পাণ্ডুপুত্রাণাং সৈবাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

কঞ্চুকী—(সবৈলক্ষ্যম্) দেব, ন মমায়ং সংকল্পঃ। কিন্তু বঃ পৌরুষপ্রতিঘাতোঽস্মাভিরনালোকিতপূর্ব ইত্যত এবং বিজ্ঞাপয়ামি।

রাজা—এবমিদং।

সহভৃত্যগণং সবান্ধবং সহমিত্রং সসুতং সহানুজম্।
স্ববলেন নিহন্তি সংযুগে ন চিরাৎ পাণ্ডুসুতঃ সুযোধনম্॥ ৫॥

কঞ্চুকী—(কর্ণৌ পিধায়। সভয়ং) শান্তং পাপম্। প্রতিহতমমঙ্গলম্।

রাজা—বিনয়ন্ধর, কিং ময়োক্তম্।

কঞ্চুকী—সহভৃত্যগণং সবান্ধবং সহমিত্রং সসুতং সহানুজম্।
স্ববলেন নিহন্তি সংযুগে ন চিরাৎ পাণ্ডুসুতান্ সুযোধনঃ॥ ৬॥
এতদ্বিপরীতমভিহিতং দেবেন।

রাজা—বিনয়ন্ধর, অদ্য খলু ভানুমতী যথা পূর্বং মামনামন্ত্র্য বাসভবনাৎ প্রাতরেব নিষ্ক্রান্তেতি ব্যাক্ষিপ্তং মে মনঃ। তদাদেশয় তমুদ্দেশং যত্রস্থা ভানুমতী।

কঞ্চুকী—ইত ইতো দেবঃ।

(উভৌ পরিক্রামতঃ।)

কঞ্চুকী—(পুরোঽবলোক্য সমন্ততো গন্ধমাঘ্রায়) দেব, পশ্য পশ্য। এতদ্ধি-নকণশিশির-সমীরণোদ্বেল্লিতবৃন্তবন্ধুর শেফালিকাবিরচিত কুসুমপ্রকরম্ ঈষদালোহিতমুগ্ধবধূকপোলপাণ্ডুফলিনীবিজিতশ্যামলতাসৌভাগ্যম্ উন্মীলিত-বকুলকুন্দকুসুমসুরভিশীতলং প্রভাতকালরমণীয়মগ্রতস্তে বালোদ্যানম্। তদবলোকয়তু দেবঃ। তথাহি—

প্রালেয়মিশ্রমকরন্দকরালকোষৈঃ
পুষ্পৈঃ সমং নিপতিতা রজনীপ্রবুদ্ধৈঃ।
অর্কাংশুভিন্নমুকুলোদরসান্দ্রগন্ধ-
সংসূচিতানি কমলান্যলয়ঃ পতন্তি॥ ৭॥

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য) বিনয়ন্ধর, ইদমমুষ্মিন্নুদ্দেশে রমণীয়তরম্। পশ্য—

জৃম্ভারম্ভপ্রবিততদলোপান্তজালপ্রবিষ্টৈঃ
হস্তৈর্ভানোনৃপতয় ইব স্পৃশ্যমানা বিবুদ্ধাঃ।
স্ত্রীভিঃ সার্ধং ঘনপরিমলস্তোকলক্ষ্যাঙ্গরাগা
মুঞ্চন্ত্যেতে বিকচনলিনীগর্ভশয্যাং দ্বিরেফাঃ॥ ৮॥

কঞ্চুকী—দেব, নন্বেষা ভানুমতী সুবদনয়া তরলিকয়া চ সহোপবিষ্টা তিষ্ঠতি। তদুপ-সর্পতু দেবঃ।

রাজা—(দৃষ্ট্বা) আর্য বিনয়ন্ধর, গচ্ছ ত্বং সাংগ্রামিকং মে রথমুপকল্পয়িতুম্। অহমপি দেবীং দৃষ্ট্বানুপদমাগত এব।

কঞ্চুকী—এষ কৃতো দেবাদেশঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

সখী—পিঅ সহি, অবি সুমরিদং তুএ। (প্রিয়সখি, অপি স্মৃতং ত্বয়া।)

ভানুমতী—সহি, সুমরিদম্। অজ্জ কিল পমদবণে আসীণাএ মম অগ্গদো এব্ব দিব্বরূবিণা ণউলেণ অহিসদং বাবাদিদম্। (সখি, স্মৃতম্। অদ্য কিল প্রমবদন আসীনায়া মমাগ্রত এব দিব্যরূপিনা নকুলেনাহিশতং ব্যাপাদিতম্।)

উভে—সন্তং পাবম্। পড়িহদং অমঙ্গলং। (প্রকাশং) তদো তদো। (অবধার্য আত্মগতম্) শান্তংপাপম্। প্রতিহতমমঙ্গলম্। (প্রকাশং) ততস্ততঃ।

ভানুমতী—সম্পাবোধ্বিথগ্গহিঅআএ বিসুমরিদং মএ। তা পুণোবি সুমরিঅ

কহইস্‌সম্‌। (অতিসন্তাপোদ্বিগ্নহৃদয়য়া বিস্মৃতং ময়া। তৎ পুনরপি স্মৃত্বা কথয়িষ্যে।)

রাজা—অহো, দেবী ভানুমতী সুবদনাতরলিকাভ্যাং সহ কিমপি মন্ত্রয়মাণা তিষ্ঠতি। ভবতু। অনেন লতাজালেনান্তরিতঃ শৃণোমি তাবদাসাং বিস্রব্ধালাপম্‌। (ইতি তথাস্থিতঃ।)

সখি—সহি, অলং সংদাবেণ। কহেদু পিঅসহী। (সখি, অলং সন্তাপেন। কথয়তু প্রিয়সখী।)

রাজা—কিংনু খল্বস্যাঃ সন্তাপকারণম্‌। অথবাঽনামন্ত্র্য ইমামদ্য বাসভবনান্নিষ্ক্রান্তোঽস্মি ইতি সমর্থিত এবাস্যা ময়ি কোপঃ। অয়ি ভানুমতী, অবিষয়ঃ খলু দুর্যোধনো ভবত্যাঃ কোপস্য।

কিং কণ্ঠে শিথিলীকৃতোভুজলতাপাশঃ প্রমাদান্ময়া
নিদ্রাচ্ছেদ বিবর্তনেষ্বভিমুখী নাদ্যাসি সম্ভাবিতা।
অন্য স্ত্রীজন সংকথালঘুরহং স্বপ্নে ত্বয়া লক্ষিতো
দোষং পশ্যসি কিংপ্রিয়ে পরিজনোপালম্ভযোগ্য ময়ি ॥ ৯ ॥

(বিচিন্ত্য) অথবা

ইয়মস্মদুপাশ্রয়ৈকচিত্তা মনসা প্রেমনিবন্ধমৎসরেণ।
নিয়তং কুপিতাতিবল্লভত্বাৎ স্বয়মুৎপ্রেক্ষ্য মমাপরাধলেশম্‌ ॥ ১০ ॥

তথাপি শৃণুমস্তাবৎ কিংনু বক্ষ্যতীতি।

ভানুমতী—তদো অহং তস্‌স অদিসইদদিব্বরূবিণো ণউলস্‌স দংসণেণ উচ্ছুআ জাদা হিদাহিঅআ অ। তদো উজ্ঝিঅ তং আসণট্‌ঠাণং লদামণ্ডবং পবিসিদুং আরদ্ধা। (ততোঽহং তস্যাতিশয়িত দিব্যরূপিণো নকুলস্য দর্শনেনোৎসুকা জাতা হৃতহৃদয়া চ। তত উজ্ঝিত্বা তদাসনস্থানং লতামণ্ডপং প্রবেষ্টুমারব্ধা।)

রাজা—(সবৈলক্ষ্যং) কিং নামাতিশয়িতদিব্যরূপিণো নকুলস্য দর্শনেনোৎসুকা জাতা হৃতহৃদয়া চ। তৎ কিমনয়া পাপয়া মাদ্রীসুতানুরক্তয়া বয়মেবং বিপ্রলব্ধাঃ। (সোৎপ্রেক্ষম্‌, ইয়মস্মদ্‌ (২।১০) ইতি পঠিত্বা।) মূঢ় দুর্যোধন, কুলটাবিপ্রলব্ধমাত্মানং বহুমন্যমানোঽধুনা কিং বক্ষ্যসি। (কিং কণ্ঠে (২।৯) ইত্যাদি পঠিত্বা দিশোঽবলোক্য) অহো, এতদর্থমেবাস্যাঃ প্রাতরেব বিবিক্তস্থানাভিলাষঃ সখীজনসংকথাসু চ পক্ষপাতঃ। দুর্যোধনস্তু মোহাদবিজ্ঞাতবন্ধকীহৃদয়সারঃ ক্বাপি পরিভ্রান্তঃ। আঃ পাপে সৎপরিগ্রহপাংসুলে।

তন্ভীরুত্বং তব মম পুরঃ সাহসানীদৃশানি
শ্লাঘা সাস্মদ্বপুষি বিনয়ব্যুৎক্রমেঽপ্যেষ রাগঃ।
তচ্চৌদার্যং ময়ি জড়মতো চাপলেঽপ্যেষ পন্থাঃ
খ্যাতে তস্মিন্‌ বিতমসি কুলে জন্মকৌলীনমেতৎ ॥ ১১ ॥

সখী—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

ভানুমতী—তদো সোবি মং অনুসরন্তো এব্ব লদামণ্ডবং পবিট্‌ঠো। (ততঃ সোঽপি মামনুসরন্নেব লতামণ্ডপং প্রবিষ্টঃ।)

রাজা—অহো, কুলটোচিতমস্যাঃ পাপায়া অশালীনত্বম্‌।

যস্মিংশ্চিরপ্রণয়নির্ভরবন্ধভাবমাবেদিতো রহসি যৎ সুরতোপভোগঃ।
তন্নৈব দুশ্চরিতমদ্য নিবেদয়ন্তী হ্রীণাসি পাপহৃদয়ে ন সখীজনেঽস্মিন্ ॥ ১২ ॥

উভে—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

ভানুমতী—তদো তেণ সম্পগব্ভম্পসারিঅকরেণ অবহিদং মে থণংসুঅম্। (ততস্তেনসপ্রগল্‌ভ প্রসারিতকরেণাপহৃতং মে স্তনাংশুকম্।)

রাজা—(সক্রোধং) অলমিদানীমতঃপরমাকর্ণনেন। ভবতু তাবত্তস্যপরবণিতাবস্কন্দন-প্রগল্ভস্য মাদ্রীসুতহতকস্য জীবিতমপহরামি। (কিঞ্চিদ্গত্বা বিচিন্ত্য) অথবা ইয়মেব তাবৎ পাপশীলা প্রথমলনুশাসনীয়া। (ইতি নিবর্ততে।)

উভে—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

ভানুমতী—তদো অজ্জউত্তস্স পভাদমঙ্গলতুররবমিস্সেণ বারবিলাসিণীজন সঙ্গীদরবেণ পড়িবোধিদম্হি। (তত আর্যপুত্রস্য প্রভাতমঙ্গলতূর্যরবমিশ্রেণ বারবিলাসিণী-জনসংগীতরবেণ প্রতিবোধিতাস্মি।)

রাজা—(সবিতর্কং) কিং নাম প্রতিবোধিতাস্মীতি স্বপ্নদর্শনমনয়া বর্ণিতং ভবেৎ। অথবা সখীবচনাদেব ব্যক্তীর্ভবিষ্যতি।

(উভে সবিষাদমন্যোন্যং পশ্যতঃ)

সুবদনা—জং এত্থ অচ্চাহিদং তং ভাঈরহীপমুহাণং ণঈণং সলিলেণ অবহারিঅদু। বম্হণাণং হুদাহুদিসুঅন্ধিনা জলণেণ অবহারীঅদু। (যদত্রাত্যহিতং তদ্‌ভাগীরথীপ্রমুখানাং নদীনাং সলিলেনাপহ্রিয়তাম্। ব্রাহ্মণানাং হুতাহুতি-সুগন্ধিনা জ্বলনেনাপহ্রিয়তাম্।)

রাজা—অলং বিকল্পেন। স্বপ্নদর্শনমেবৈতদনয়া বর্ণিতম্। ময়া পুনর্মন্দধিয়া অন্যথৈব সম্ভাবিতম্।

দিষ্ট্যার্ধশ্রুতবিপ্রলম্ভজনিতক্রোধাদহং নো গতো
দিষ্ট্যা নো পরুষং রুষার্ধকথনে কিঞ্চিন্ময়া ব্যাহৃতম্।
মাং প্রত্যায়য়িতুং বিমূঢ়হৃদয়ং দিষ্ট্যা কথান্তং গতা
মিথ্যাদূষিতয়ানয়া বিরহিতং দিষ্ট্যা ন জাতং জগৎ ॥ ১৩ ॥

ভানুমতী - হলা, কহেহি কিং এত্থ পসত্থং কিং বা অসুহসুঅং ত্তি। (হলা, কথয় কিমত্রপ্রশস্তং কিংবাশুভসূচকমিতি।)

সখী চেটী চ—(অন্যোন্যমবলোক্য। অপবার্য) ণত্থি এত্থ থোঅং বি সুহসুঅম্। তদো অলীঅং কহঅন্তী পিঅসহীএ অবরাহিণী ভবিস্সম্) সো দাণীং সিণিদ্ধো জণো জো পুচ্ছিদো পরুসং বি হিদং ভণাদি। (প্রকাশং) সহি, সব্বং এব্ব এদং অসুহণিবেদণম্। তা দেবদাণং পণামেণ দুজাদিজণপ্পড়িগ্গহেণ অ অন্তরীঅদু। ণ হুন্দাঢ়িণো ণউলস্স বা দংসণং অহিসদবহং অ সিবিণে পসংসন্তি বিঅক্‌খণাও। (নাস্ত্যত্রস্তোকমপি শুভসূচকম্। ততোঽলীকং কথয়ন্তী প্রিয়সখ্যা অপরাধিনী ভবিষ্যামি। স ইদানীং স্নিগ্ধোজনো যঃ স্পৃষ্টঃ পরুষমপি হিতং ভণতি। (প্রকাশং) সখি, সর্বমেবৈতদশুভনিবেদনম্। তদ্দেবতানাং প্রণামেন দ্বিজাতিজনপ্রতিগ্রহেণ চান্তর্যতাম্। ন খলু দংষ্ট্রিণো নকুলস্য বা দর্শনমহিশতবধং চ স্বপ্নে প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।)

রাজা—অবিতথমাহসুবদনা। নকুলেন পন্নগশতবধঃ স্তনাংশুকাপহরণং চ নিয়তমনিষ্টোদর্কং তর্কয়ামি।

পর্যায়েণ হি দৃশ্যন্তে স্বপ্নাঃ কামং শুভাশুভাঃ।
শতসংখ্যাপুনরিয়ং সানুজং স্পৃশতীব মাম্॥ ১৪॥

(বামাক্ষি স্পন্দনং সূচয়িত্বা) আঃ মমাপি নাম দুর্যোধনস্যানিমিত্তানি হৃদয়-ক্ষোভমাবেদয়ন্তি। (সাবষ্টম্ভং) অথবা ভীরুজনহৃদয়প্রকম্পনেষু কা গণনা দুর্যোধনস্যৈবংবিধেষু। গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা—

গ্রহাণাং চরিতং স্বপ্নোঽনিমিত্তোৎপাতিকং তথা।
ফলন্তি কাকতালীয়ং তেভ্যঃ প্রাজ্ঞা ন বিভ্যতি॥ ১৫॥

তদ্ভানুমত্যাঃ স্ত্রীস্বভাবসুলভামলীকাশঙ্কামপনয়ামি।

ভানুমতী—হলা সুবঅণে, পেক্খ দাব উদঅগিরিসহরান্তরবিমুক্করহবরো বিঅলন্ত সঞ্জারাঅপ্পসন্নদুরালোঅমণ্ডলো জাদো ভঅবং দিবহণাহো। (হলা সুবদনে, পশ্য তাবদুদয়গিরিশিখরান্তরবিমুক্তরথবরো বিগলৎসন্ধ্যারাগ প্রসন্নদুরালোক-মণ্ডলো জাতো ভগবান্ দিবসনাথঃ।)

সখি সহি, রোসাণিদকণঅপত্তসরিসেণ লদাজালন্তরাপড়িদকিরণনিবহেণ পিঞ্জরিদো-জ্জাণভূমিভাও পূরিদপড়িণ্ণো বিঅ রিউদুপ্পেক্খণিজ্জো জাদো ভঅবং সহস্সকিরণো! তা সমঅো দে কুসুমচন্দণ গব্ভেণ অগ্‌ঘেণ পজ্জুবট্ঠাদুম্। (সখি, রোষানিতকনকপত্রসদৃশেন লতাজালান্তরাপতিত কিরণনিবহেন পিঞ্জরিতোদ্যানভূমিভাগঃ পূরিতপ্রতিজ্ঞ ইব রিপুদুষ্প্রেক্ষণীয়ো জাতো ভগবান্ সহস্রকিরণঃ। তৎসময়স্তে কুসুমচন্দনগর্ভেনার্ঘেণ প্রর্যুপস্থাতুম্।)

ভানুমতী হঞ্জে তরলিএ, উবণেহি মে অগ্‌ঘভাঅনং জাব ভঅবদো সহস্‌সরস্‌সিণো সবরিঅং নিব্বট্টেমি। (হঞ্জে তরলিকে, উপনয় মেঽর্ঘভাজনং যাবদ্‌ভগবতঃ সহস্ররশ্মেঃ সপর্যাং নির্বর্তয়ামি।)

চেটী—জং দেবী আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি।)

রাজা—অয়মেব সাধুতরোঽবসরঃ সমীপ মুপগন্তুং দেব্যাঃ।

চেটী—(প্রবিশ্য) দেবি, এদং অগ্‌ঘ ভাঅণং। তা ণিব্বট্টিঅদু ভঅবদো সহস্‌স-রস্সিণো সবরিআ। (দেবি, এতদর্ঘভাজনম্। তন্নির্বর্ত্যতাং ভগবতঃ সহস্ররশ্মেঃ সপর্যা।) (রাজোপসৃত্য সংজ্ঞয়া পরিজন মুৎসার্য স্বয়মেবার্ঘপাত্রং গৃহীত্বা দদাতি।)

সখী—(স্বগতং) কহং মহারাও সমাঅদো! হন্ত, কিদো সে পিঅসহিএ নিঅমভঙ্গো রণ্ণা। (কথং মহারাজঃ সমাগতঃ। হন্ত, কৃতোঽস্যাঃ প্রিয়সখ্যা নিয়মভঙ্গো রাজ্ঞা।)

ভানুমতী—(দিনকরাভিমুখী ভূত্বা) ভঅবং, অম্বরমহাসরেক্কসহস্‌সপত্ত, পুব্বদিসা-বহূমুহমণ্ডলকুঙ্কুমবিসেসঅ, সঅলভুবণাঙ্গণদীবঅ, এথ সিবিণঅদংসণে জং কিং বি অচ্চাহিদং তং ভঅবদো পণামেণ কুসলপরিণামি সসদব্‌ভাদুঅস্‌স অজ্জউত্তস্‌স হোদু। (অর্ঘ্যং দত্ত্বা) হলা, উবণেহি মে কুসুমাইং জাব অবরাণং বি দেবদাণং সবরিঅং ণিব্বট্টেমি। (হস্তৌ প্রসারয়তি। রাজা পুষ্পাণ্যুপনয়তি। স্পর্শসুখমভিনীয় কুসুমানি ভূমৌ পাতয়তি।)

(ভগবন্, অম্বরমহাসর-একসহস্রপত্র, পূর্বদিশাবধূমুখমণ্ডলকুঙ্কুমবিশেষক, সকলভুবনাঙ্গণদীপক, অত্র স্বপ্নদর্শনে যৎ কিমপ্যত্যাহিতং তদ্ভগবতঃ প্রণামেন কুশলপরিণামি সশতভ্রাতৃকস্যার্য-পুত্রস্য ভবতু। ··· হলা, উপনয় মে কুসুমানি যাবদপরাসামপি দেবতানাং সপর্যাং নির্বর্তয়ামি। ···)

ভানুমতী—(সরোষং) অহো পমাদো পরিঅণস্স। (পরিবৃত্য দৃষ্ট্বা। সসংভ্রমম্।) কথং অজ্জ উত্তো। (অহো, প্রমাদোঃ পরিজনস্য। কথমার্যপুত্রঃ।)

রাজা—দেবি, অনিপুণঃ পরিজনোহয়মেবংবিধে সেবাবকাশে। তৎপ্রভবত্যনুশাসনে দেবী। (ভানুমতী লজ্জাং নাটয়তি।)

রাজা—অয়ি প্রিয়ে—

বিকির ধবলদীর্ঘাপাঙ্গসংসর্পি চক্ষুঃ
পরিজনপথবর্তিন্যত্র কিং সংভ্রমেণ।
স্মিতমধুরমুদারং দেবি মামালপোচ্চৈঃ
প্রভবতি মম পাণ্যোরঞ্জলিঃ সেবিতুং ত্বাম্ ॥ ১৬ ॥

ভানুমতী—অজ্জউত্ত, অব্ভণুণ্ণাদাএ দুএ অত্থি মে কস্মিং বি ণিঅমে অহিলাসো। (আর্যপুত্র, অভ্যনুজ্ঞাতায়াস্ত্বয়াস্তি মে কস্মিন্নপি নিয়মেঽভিলাষঃ।)

রাজা—শ্রুতবিস্তর এবাস্মি ভবত্যাঃ স্বপ্নবৃত্তান্তং প্রতি। তদলমেবং প্রকৃতিসুকুমারমাত্মানং খেদয়িত্বা।

ভানুমতী—অজ্জউত্ত, মে সঙ্কা বাহেই। তা অণুমন্নদু মং অজ্জউত্তো।
(আর্যপুত্র, মাং শঙ্কা বাধতে। তদনুমন্যতাং মামার্যপুত্রঃ।)

রাজা—দেবি, অলমনয়া শঙ্কয়া। পশ্য—

কিং নো ব্যাপ্তদিশাং প্রকম্পিতভুবামক্ষৌহিণীনাং ফলং
কিং দ্রোণেন কিমঙ্গরাজবিশিখৈরেবং যদি ক্লাম্যসি।
ভীরু ভ্রাতৃশতস্য মে ভুজবনচ্ছায়াং সুখোপাশ্রিতা
ত্বং দুর্যোধনকেসরীন্দ্রগৃহিণী শঙ্কাস্পদং কিং তব ॥ ১৭ ॥

ভানুমতী—অজ্জউত্ত, ণ হু মে কিং বি আসঙ্কাকালণং তুম্হেসু সণ্ণিহিদেসু। কিন্তু অজ্জউত্তস্স এব্ব মণোরহসংপত্তিং অহিণন্দামি। (আর্যপুত্র, ন খলু মে কিমপ্যাশঙ্কাকারণং যুষ্মাসু সন্নিহিতেষু। কিন্ত্বার্যপুত্রস্যৈব মনোরথসম্পত্তি-মভিনন্দামি।)

রাজা—অয়ি সুন্দরি, এতাবন্ত এব মনোরথা যদহং দয়িতয়া সঙ্গতঃ স্বেচ্ছয়া বিহরামীতি। পশ্য—

প্রেমাবন্ধস্তিমিতনয়না-পীয়মানাব্জশোভং
লজ্জাযোগাদবিশদকথং মন্দমন্দস্মিতং বা।
বক্ত্রেন্দুং তে নিয়মমুষিতালক্তকাগ্রাধরংবা
পাতুং বাঞ্ছা পরমসুলভং কিং নু দুর্যোধনস্য ॥ ১৮ ॥

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ। সর্বে আকর্ণয়ন্তি।)

ভানুমতী—(সভয়ং রাজানং পরিষ্বজ্য) পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু অজ্জউত্তো।
(পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তামার্যপুত্রঃ)।

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য।) প্রিয়ে, অলং সম্ভ্রমেণ। পশ্য—

দিক্ষু ব্যূঢ়াঙ্ঘ্রি পাঙ্গস্তৃণজটিলচলৎপাংসুদণ্ডোঽন্তরীক্ষে
ঝঙ্কারী শর্করালঃ পথিষু বিটপিনাং স্কন্ধকাষৈঃ সধূমঃ।
প্রাসাদানাং নিকুঞ্জেষ্বভিনবজলদোদ্গারগম্ভীরধীর
শ্চণ্ডারম্ভঃ সমীরো বহতি পরিদিশং ভীরু কিং সম্ভ্রমেণ ॥ ১৯ ॥

সখী—মহারাঅ, পবিসদু এদং দারুপব্বঅপ্পাসাদম্। উব্বেঅকারী ক্খু অঅং উত্থিদপরুষরঅকলুসীকিদণঅণো উম্মূলিদ তরুবর সদ্দাবিত্তথমন্থরা পরিব্ভট্ঠ বল্লহতুলঙ্গমপজ্জাউলীকিদ-জনপন্ধঈ ভীষণো সমীরণো। (মহারাজঃ প্রবিশত্বেতং দারুপর্বতপ্রাসাদম্। উদ্বেগকারী খল্বয়মুত্থিত পরুষরজঃকলুষীকৃতনয়ন উন্মূলিততরুবরশব্দাবিত্রস্তমন্দুরাপরিভ্রষ্ট বল্লভতুরঙ্গমপর্যাকুলীকৃতজনপদ্ধতি-ভীষণঃ সমীরণঃ।)

রাজা—(সহর্ষং) উপকারি খল্বিদং বাত্যাচক্রং সুযোধনস্য। যস্য প্রসাদাদযত্ন পরিত্যক্ত-নিয়ময়া দেব্যা সম্পাদিতোঽস্মন্মনোরথঃ। কথমিতি—

ন্যস্তান ভ্রূকুটির্নবাষ্পসলিলৈরাচ্ছাদিতে লোচনে
নীতং নাননমন্যতঃ সশপথং নাহং স্পৃশন্ বারিতঃ।
তন্ব্যা ভুগ্নপয়োধরং ভয়বশাদারব্ধমালিঙ্গিতুম্
ভঙ্‌ক্তাস্যা নিয়মস্য ভীষণ মরুন্নায়ং বয়স্যো ন মে ॥ ২০ ॥

তৎসংপূর্ণমনোরথস্য মে কামচারঃ সংপ্রতি বিহারেষু! তদিতো দারুপর্বত প্রাসাদমেব গচ্ছামঃ। (সর্বে বাত্যাবাধাং রূপয়ন্তঃ পরিক্রামন্তি)

রাজা— কুরু ঘনোরু পদানি শনৈঃ শনৈঃ রয়ি বিমুঞ্চ গতিং পরিবেপিনীম্।
সুতনু বাহুলতোপরিবন্ধনং মম নিপীড়য় গাঢ়মুরঃস্থলম্ ॥ ২১ ॥

(প্রবেশং রূপায়িত্বা) প্রিয়ে, অলব্ধাবকাশঃ সমীরণাসারঃ স্তিমিতত্বাদ্ গর্ভগৃহস্য। বিস্রব্ধমুন্মীলয় চক্ষুরুন্মৃষ্টরেণুনিকরম্।

ভানুমতী—(সহর্ষং) দিট্ঠিআ ইহ দাব উপ্পাদসমীরণো ণ বাহেই। (দিষ্ট্যেহ তাবদুৎপাত সমীরণো ন বাধতে)।

সখী—আরোহণসংভমণিস্সহং পিঅসহীএ উরুজুঅলম্। তা কীস দাণীং মহারাঅ আসনবেদীং ণ ভূসেদি। (আরোহণসংভ্রমনিঃসহং প্রিয়সখ্যা উরুযুগলম্। তৎকস্মাদিদানীং মহারাজ আসনবেদীং ন ভূষয়তি।)

রাজা—(দেবীমবলোক্য) ভবতি, অনল্পমেবাপকৃতং বাত্যাসংভ্রমেণ। তথাহি—

রেণুর্বাধাং বিধত্তে তনুরপি মহতীং নেত্রয়োরায়তত্বা
দুৎকম্পোঽল্পোঽপি পীনস্তনভরিতমুরঃ ক্ষিপ্তহারং দুনোতি।
ঊর্বোর্মন্দেঽপি যাতে পৃথুজঘনভরাদ্বেপথুর্বাধতেঽস্যা
বাত্যাখেদং মৃগাক্ষ্যাঃ সুচিরমবয়বৈর্দত্তহস্তা করোতি ॥ ২২ ॥

(সর্বে উপবিশন্তি)

রাজা—তৎ কিমিত্যনাস্তীর্ণং কঠিনশিলাতলমধ্যাস্তে দেবী।

লোলাংশুকস্য পবনাকুলিতাংশুকান্তং
ত্বদ্দৃষ্টিহারি মমলোচনবান্ধবস্য।
অধ্যাসিতুং তব চিরং জঘনস্থলস্য
পর্যাপ্তমেব করভোরু মমোরুযুগ্মম্ ॥ ২৩ ॥

(প্রবিশ্য পটাক্ষেপণসম্ভ্রান্তঃ ।)

কঞ্চুকী—দেব, ভগ্নং ভগ্নম্ । (সর্বে সাকূতং পশ্যন্তি ।)

রাজা – কেন ।

কঞ্চুকী—ভীমেন ।

রাজা—কস্য ।

কঞ্চুকী—ভবতঃ ।

রাজা—আঃ, কিং প্রলপসি ?

ভানুমতী—অজ্জ, কিং অনিট্ঠং মন্তেসি । (আর্য, কিমনিষ্টং মন্ত্রয়সে ।)

কঞ্চুকী—দেব, ভগ্নং ভীমেন ভবতঃ—

রাজা—ধিক্ প্রলাপিন্, বৃদ্ধাপশদ, কোঽয়মদ্য তে ব্যামোহঃ !

কঞ্চুকী—দেব, ন খলু কশ্চিদ্ ব্যামোহঃ । সত্যমেব ব্রবীমি ।

ভগ্নং ভীমেন ভবতো মরুতা রথ-কেতনম্ ।
পতিতং কিঙ্কিনীকাণবদ্ধাক্রন্দমিব ক্ষিতৌ ॥ ২৪ ॥

রাজা—বলবৎসমীরণবেগাৎ কম্পিতে ভুবনে ভগ্নঃ স্যন্দনকেতুঃ । তৎকিমিত্যুদ্ধতং প্রলপসি ভগ্নং ভগ্নমিতি ।

কঞ্চুকী—দেব, ন কিঞ্চিৎ । কিন্তু শমনার্থমস্যানিমিত্তস্য বিজ্ঞাপয়িতব্যো দেব ইতি স্বামিভক্তি মাং মুখরয়তি !

ভানুমতী—অজ্জউত্ত, অন্তরীঅদু এদং পসন্নবম্হণবেঅঘোসেণ । (আর্যপুত্র, অন্তর্যতামেতৎ প্রসন্নব্রাহ্মণবেদঘোষেণ ।)

রাজা · (সাবজ্ঞং) ননু গচ্ছ । পুরোহিতসুমিত্রায় নিবেদয় ।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।)

প্রতিহারী—(প্রবিশ্য) (সোদ্বেগমুপসৃত্য) জেদু জেদু মহারাও । মহারাঅ, এসা খু জামাদুণো সিন্ধুরাঅস্য মাদা দুস্সলা অ পড়িহারভূমিএ চিট্ঠদি । (জয়তু জয়তু মহারাজঃ । মহারাজ, এষা খলু জামাতুঃ সিন্ধুরাজস্য মাতা দুঃশলা চ প্রতহারভূমৌ তিষ্ঠতি ।)

রাজা—(কিঞ্চিদ্বিচিন্ত্যাত্মগতং) কিং জয়দ্রথমাতা দুঃশলা চেতি । কচ্চিদভিমন্যু-বধামর্ষিতৈঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্ন কিঞ্চিদত্যাহিতমাচেষ্টিতং ভবেৎ । (প্রকাশং) গচ্ছ । প্রবেশয় শীঘ্রম্ ।

প্রতিহারী জং দেবো আণবেদি । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।) (যদ্দেব আজ্ঞাপয়িত ।)

(ততঃ প্রবিশতি সংভ্রান্তা জয়দ্রথমাতা দুঃশলা চ । উভে সাস্রং দুর্যোধনস্য পাদয়োঃ পততঃ ।)

মাতা—পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু কুমালো । (দুঃশলা রোদিতি ।) (পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তা কুমারঃ । ।

রাজা—(সসংভ্রমমুত্থাপ্য । অম্ব, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । কিমত্যাহিতম্ । অপি কুশলং সমরাঙ্গণেষ্বপ্রতিরথস্য জয়দ্রথস্য ।

মাতা—জাদ, কুদো কুসলম্ । (জাত, কুতঃ কুশলম্ ।)

রাজা—কথমিব ।

মাতা—(সাশঙ্কং ।) অজ্জ কখু পুত্তবহামরিসিদেণ গণ্ডীবিণা অণত্থমিথে দিবহণাহে

তস্স বহো পড়িগ্গাদো। (অদ্য খলু পুত্রবধামর্ষিতেন গাণ্ডীবিনানস্তমিতে দিবসনাথে তস্য বধঃ প্রতিজ্ঞাতঃ।)

রাজা—(সস্মিতং।) ইদং তদস্রকারণমম্বায়া দুঃশলায়াশ্চ। পুত্রশোকাদুন্মত্তস্য কিরীটিনঃ প্রলাপৈরেবমবস্থা। অহো মুগ্ধত্বমবলানাং নাম। অম্ব, কৃতং বিষাদেন। বৎসে দুঃশলে, অলমশ্রুপাতেন। কুতশ্চায়ং তস্য ধনঞ্জয়স্য প্রভাবো দুর্যোধনবাহুপরিঘরক্ষিতস্য মহারথ-জয়দ্রথস্য বিপত্তিমুৎপাদয়িতুম্।

মাতা—জাদ, জাদ, দে হি পুত্তবন্ধুবহামরিসুদ্দীবিদকোবাণলা অণপেক্খিদসরীরা বীরা পরিক্কামন্তি। (জাত, জাত, তে হি পুত্রবন্ধুবধামর্ষোদ্দীপিতকোপানলা অনপেক্ষিতশরীরা বীরাঃ পরিক্রামন্তি।)

রাজা—(সোপহাসং) এবমেতৎ। সর্বজন প্রসিদ্ধৈবামর্ষিতা পাণ্ডবানাম্। পশ্য—

হস্তাকৃষ্টবিলোলকেশবসনা দুঃশাসনেনাজ্ঞয়া
পাঞ্চালী মম রাজচক্রমভিতো গো গৌরিতি ব্যাহৃতা।
তস্মিন্নেব ততজ্যগাণ্ডিবধরো নাসীৎ পৃথানন্দনো
যূনঃ ক্ষত্রিয়বংশজস্য কৃতিনঃ ক্রোধাস্পদং কিং ন তৎ ॥ ২৫ ॥

মাতা—অসমত্তপড়িগ্গাভারস্স অপ্পবহো সে পড়িগ্গাদো। (অসমাপ্তপ্রতিজ্ঞাভারস্যাত্ম-বধোঽস্য প্রতিজ্ঞাতঃ।)

রাজা—যদ্যেবমলমানন্দস্থানেঽপি তে বিষাদেন। ননু বক্তব্যমুৎসন্নঃ সানুজো যুধিষ্ঠির ইতি। অন্যচ্চ মাতঃ, কা শক্তিরস্তি ধনঞ্জয়স্যান্যস্য বা কুরুশত-পরিবার-বর্ধিতমহিম্নঃ কৃপকর্ণদ্রোণাশ্বত্থামাদিমহারথপরাক্রমদ্বিগুণীকৃত নিরা-বরণবিক্রমস্য নামাপি গ্রহীতুং তে তনয়স্য। অয়ি সুত পরাক্রমানভিজ্ঞে,

ধর্মাত্মজং প্রতি যমৌ চ কথৈব নাস্তি
মধ্যে বৃকোদরকিরীটভৃতোর্বলেন।
একোঽপি বিস্ফুরিত-মণ্ডল-চাপচক্রং
কঃ সিন্ধুরাজমভিষেণয়িতুং সমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভানুমতী—অজ্জউত্ত, জইবি এব্বং তহবি গুরুকিদপড়িগ্গাভারোট্‌ঠাণং ক্খু সঙ্কাএ। (আর্যপুত্র, যদ্যপ্যেবং তথাপি গুরুকৃতপ্রতিজ্ঞাভারঃ স্থানং খলু শঙ্কায়াঃ।)

মাতা—সাহু, কালোইদং ভণিঅং ভানুমদীএ। (সাধু, কালোচিতং ভণিতং ভানুমত্যা।)

রাজা—আঃ, মমাপি নাম দুর্যোধনস্য শঙ্কাস্থানং পাণ্ডবাঃ। পশ্য।

কোদণ্ডজ্যাকিণাঙ্কৈরগণিতরিপুভিঃ কঙ্কটোন্মুক্তদেহৈঃ
শ্লিষ্টান্যোন্যাতপত্রৈঃ সিতকমলবনভ্রান্তিমুৎপাদয়দ্ভিঃ।
রেণুগ্রস্তার্কভাসাং প্রচলদসিলতাদন্তুরাণাং বলানা
মাক্রান্তা ভ্রাতৃভির্মে দিশি দিশি সমরে কোটয়ঃ সম্পতন্তি ॥ ২৭ ॥

অপি চ ভানুমতি, বিজ্ঞাতপাণ্ডবপ্রভাবে, কিং ত্বমপ্যেবমাশঙ্কসে। পশ্য।

দুঃশাসনস্য হৃদয়ক্ষতজাম্বুপানে
দুর্যোধনস্য চ যথা গদয়োরুভঙ্গে।
তেজস্বিনাং সমরমূর্ধনি পাণ্ডবানাং
জ্ঞেয়া জয়দ্রথবধেঽপি তথা প্রতিজ্ঞা ॥ ২৮ ॥

কঃ কোহত্র ভোঃ। জৈত্রং মে রথমুপকল্পয় তাবৎ। যাবদহমপি তস্য প্রগল্ভ-পাণ্ডবস্য জয়দ্রথপরিরক্ষণেনৈব মিথ্যাপ্রতিজ্ঞাবৈলক্ষ্যসম্পাদিতমশস্ত্রপূতং মরণমুপদিশামি।

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য) দেব,

উদ্ঘাতক্বণিতবিলোলহেমঘণ্টঃ
প্রালম্ববদ্বিগুণিতচামরপ্রহাসঃ।
সজ্জোঽয়ং নিয়মিতবল্গিতাকুলাশ্বঃ
শত্রূণাং ক্ষপিতমনোরথো রথস্তে ॥ ২৯।

রাজা—দেবি, প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরমেব। (যাবদহমপি তস্য প্রগল্ভপাণ্ডবস্য ইত্যাদি পঠন্ পরিক্রামতি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বিকৃতবেষা রাক্ষসী)

রাক্ষসী—(বিকৃতং বিহস্য। সপরিতোষং !)

হদমাণুশমংশভোঅণে কুম্ভশহশ্শবশাহিং শংচিএ।
অণিশং অ পিবামি শোণিঅং বলিশশদং শমলে হুবীঅদু ॥ ১ ॥
হতমানুষমাংসভোজনং কুম্ভসহস্রবসাভিঃ সঞ্চিতম্।
অনিশং চ পিবামি শোণিতং বর্ষশতং সমরো ভবতু। ১ ॥)

(নৃত্যন্তী সপরিতোষং) জই শিন্ধুলাঅবহ দিঅহে বিঅ দিঅহে দিঅহে শমলকম্ম পাড়িবজ্জই অজ্জুণো তদো পজ্জত্তভলিদ কোট্ঠাগালে মংশ-শোণিএহিং মে গেহং হুবীঅদি ! (পরিক্রম্য দিশোঽবলোক্য) অহ কহিং ক্খু গদে মে লুহিলপ্পিএ হুবীঅদি। হোদু ! শদ্দাবইশ্শং দাব অলে লুহি-লপ্পিআ লুহিলপ্পিআ, ইদো এহি।

(নৃত্যন্তী সপরিতোষং) যদি সিন্ধুরাজবধদিবস ইব দিবসে দিবসে সমরকর্ম প্রতিপদ্যতেঽর্জুনস্ততঃ পর্যাপ্তভরিতকোষ্ঠাগারং মাংসশোণিতৈর্মে গৃহং ভবিষ্যতি। (পরিক্রম্য দিশোঽবলোক্য) অথ ক খলু গতো মে রুধিরপ্রিয়ো ভবিষ্যতি। ভবতু। শব্দাপয়িষ্যে তাবৎ। অরে রুধিরপ্রিয় রুধিরপ্রিয়, ইত এহি।)

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধো রাক্ষসঃ।)

রাক্ষসঃ—(শ্রমং নাটয়ন্)

পচ্চগ্গহদাণং মংশএ জই উণ্হে লুহিলে অ লব্ভই।
তা এশে মহ পলিশ্শমে ক্খণমেত্তং এব্ব লহু ণশ্শই ॥ ২ ॥
(প্রত্যগ্রহতানাং মাংসং যদ্যুষ্ণং রুধিরং চ লভ্যেত।
তদেষ মম পরিশ্রমঃ ক্ষণমাত্রমেব লঘু নশ্যেৎ ॥ ২ ॥)

(রাক্ষসী পুনর্ব্যাহরতি)

রাক্ষসঃ—(আকর্ণ্য) অলে কে মং শদ্দাবেদি। (বিলোক্য) কহং পিআ মে বশাগন্ধা

(উপসৃত্য) বশাগন্ধে, কীশ মং শদ্দাবেশি। (অরে কো মাং শব্দায়তে।··· কথং প্রিয়া মে বসাগন্ধা।···বসাগন্ধে, কস্মাস্মাং শব্দায়সে।)

লুহিলাশবপাণ মত্তিএ লণহিণ্ডক্তথলন্তগত্তিএ।
শদ্দাঅশি কীশ মং পিএ পুলিশ শহশ্শং হদং শুণীঅদি ॥ ৩ ॥
(রুধিরাসবপানমত্তে রণহিণ্ডনস্খলদ্‌গাত্রি।
শব্দায়সে কস্মাস্মাং প্রিয়ে পুরুষসহস্রং হতং শ্রূয়তে ॥ ৩ ॥)

রাক্ষসী—অলে লুহিলপ্পিআ, এদং ক্খু মএ তুহ কালণাদো পচ্চগ্‌গহদশ্শ কশ্শবি লাএশিণো পহুদবশাশিণেহচিক্কণং কোণ্হং ণবলুহিলং অগ্গমংশং অ আনীদম। তা পিবাহি ণম্। (অরে রুধিরপ্রিয়, ইদং খলু ময়া তব কারণাৎ প্রত্যগ্রহতস্য কস্যাপি রাজর্ষেঃ প্রভূতবসাস্নেহচিক্কণং কোষ্ণং নবরুধিরমগ্রমাংসং চানীতম্‌ তৎপিবৈতৎ।)

রাক্ষসঃ—(সপরিতোষং) বশাগন্ধে, শুট্ঠু শোহণং তুএ কিদম্। বলিঅম্হি পিবাশিএ। তা উ বণেহি। (বসাগন্ধে, সুষ্ঠু শোভনং ত্বয়া কৃতম্। বলবদস্মি পিপাসিতঃ। তদুপনয়।)

রাক্ষসী—অলে লুহিলপ্পিআ, এদিশে বি ণাম হদণলগঅতুলঙ্গমশোণিঅবশাশমুদ্দদুশংচলে শমলে পড়িব্ভমংতে তুমং পিবাশিএশিত্তি অচ্চলিঅম্ অচ্চলিঅম্। (অরে রুধিরপ্রিয়, ঈদৃশেঽপি নাম হতনরগজতুরঙ্গমশোণিতবসাসমুদ্রদুঃসঞ্চরে সমরে পরিভ্রমংস্তং পিপাসিতোঽসীত্যাশ্চর্যমাশ্চর্যম্)।

রাক্ষসঃ—ওই শুখিদে, ণং পুত্তশোঅশল্লত্তহিঅঅং শামিণীং হিড়িম্বাদেবীং পেক্খিদুং গদম্হি। (অয়ি সুস্থিতে, ননু পুত্রশোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বামিনীং হিড়িম্বাদেবীং প্রেক্ষিতুং গতোঽস্মি)।

রাক্ষসী—লুহলপ্পিআ, অজ্জবি শামিনীএ হিড়িম্বাদেবীএ ঘটুক্কঅশোএ ণ উপশমই। (রুধিরপ্রিয়, অদ্যাপি স্বামিন্যা হিড়িম্বাদেব্যা ঘটোৎকচশোকো নোপশাম্যতি)।

রাক্ষসঃ—বশাগন্ধে, কুদো শে উবশমে। কেবলং অহিমন্নুশোঅসমাণদুক্খাএ শুভদ্দাদেবিএ জন্নশেণিএ অ কধং কধং বি শমাশ্বাশীঅদে। (বসাগন্ধে, কুতোঽস্যোপশমঃ। কেবলমভিমন্যুশোকসমানদুঃখয়া সুভদ্রাদেব্যা যাজ্ঞসেন্যা চ কথং কথমপি সমাশ্বাস্যতে।)

রাক্ষসী—লুহিলপ্পিআ গেণ্হ এদং হত্থিশিলক্কবালশংচিতং অগ্গমংশোবদংশম্। পিবাহি শোণিআসবম্। (রুধিরপ্রিয়, গৃহাণৈতদ্ধস্তিশিরঃকপালসঞ্চিতমগ্রমাংসোপদংশম্। পিব শোণিতাসবম)।

রাক্ষসঃ—(তথা কৃত্বা) বশাগন্ধে, অহ কিঅপ্যহুদং তুএ শংচিতং লুহিলং অগ্গমংশং অ। (বসাগন্ধে, অথ কিয়ৎ প্রভূতং ত্বয়া সঞ্চিতং রুধিরমগ্রমাংসঞ্চ)।

রাক্ষসী—অলে লুহিলপ্পিআ, পুব্বসংচিঅং তুমং বি জাণাশি জেব্ব! ণব শংচিঅং শিণু দাব। ভঅদত্ত শোণিএহিং কুম্ভে শিন্ধুলাঅবশাহিং কুম্ভে দুবে দুবদ। মচ্ছাহিবভুলিশ্শবশোমদত্তবাহ্লিপমুহাণং ণলিন্দাণং অন্নাঅং বি পাকিদ পুলিশাণং লুহিলমংশেহিং পুলিদাইং ঘড়শদাইং অসংকখাইং শান্ত মে গেহে। (অরে রুধিরপ্রিয়, পূর্বসঞ্চিতং ত্বমপি জানাস্যেব। নবসঞ্চিতং শৃণু তাবৎ। ভগদত্তশোণিতৈঃ কুম্ভঃ, সিন্ধুরাজবসাভিঃ কুম্ভো দ্বৌ দ্রুপদমৎস্যাধিপভূরিশ্রবঃ-

সোমদত্তবাহ্লীকপ্রমুখানাং নরেন্দ্রাণামন্যেষামপি প্রাকৃতপুরুষাণাং রুধিরমাংসৈঃ পূরিতানি ঘটশতান্যসংখ্যানি সন্তি মে গেহে।

রাক্ষসঃ—(সপরিতোষমালিঙ্গ্য) শাহু শুঘলিণীএ শাহু। ইমিনা দে সুঘলিণিত্তণেণ অজ্জ উন শামিনীএ হিড়িম্বাদেবীএ শংবিহাণেণ অ ªপণট্টং মে জম্মদালিদ্দম্‌। (সাধু সুগৃহিণি, সাধু। অনেন তে সুগৃহিণীত্বেনাদ্য পুনঃ স্বামিন্যা হিড়িম্বাদেব্যাঃ সংবিধানেন চ প্রনষ্টং মে জন্মদারিদ্র্যম্‌)।

রাক্ষসী—লুহিলপ্পিআ, কেলিশে শামিণীএ শংবিহাণএ কিদে। (রুধিরপ্রিয়, কীদৃশং স্বামিন্যা সংবিধানং কৃতম্‌)।

রাক্ষসঃ—বশাগন্ধে, আণত্তে কখু হগ্গে শামিণীএ হিড়িম্বাদেবীএ জহ্‌ লুহিলপ্পিআ, অজ্জপ্পহুদি তুএ অজ্জউত্তভীমশেণস্‌স পিট্‌ঠদোহণুপিট্‌ঠং শমলে আহিণ্ডিদব্বং ত্তি। তা তশ্শ অণুমগ্গগামিণো হদমাণুশশোণিতণঈ দংশণপ্পনট্ঠ বুভুক্‌খা পিবাশ্‌শ ইহ এব্ব মে শগ্‌গলোআো হুবিআদি। তুমং বি বীশদ্ধা ভবিঅ লুহলবশাহিং কুম্ভশহশ্‌শং সংচেহি।

(বসাগন্ধে, আজ্ঞপ্তঃ খল্বহং স্বামিন্যা হিড়িম্বাদেব্যা যথা রুধিরপ্রিয়, অদ্য প্রভৃতি ত্বয়া আর্যপুত্রভীমসেনস্য পৃষ্ঠতোঽনুপৃষ্ঠং সমর আহিণ্ডিতব্যমিতি। তত্তস্যানুমার্গগামিনো হতমানুষশোণিতনদীদর্শনপ্রনষ্টবুভুক্ষাপিপাসস্যেহৈব মে স্বর্গলোকো ভবিষ্যতি। ত্বমপি বিস্রব্ধা ভূত্বা রুধিরবসাভিঃ কুম্ভসহস্রং সংচিনু)।

রাক্ষসী—লুহিলপ্পিআ, কিংণিমিত্তং কুমাল ভীমশেণশ্‌শ পিট্‌ঠদো আহিণ্ডীঅদি। (রুধিরপ্রিয়, কিং নিমিত্তং কুমারভীমসেনস্য পৃষ্ঠত আহিণ্ড্যতে)।

রাক্ষসঃ—বশাগন্ধে, তেণ হি শামিণা বিওদলেণ দুশ্শাশণশশলুহিলং পাদুং পড়িণ্ণাদম্‌। তং চ অম্হেহিং লক্‌খশেহিং হিং অনুপ্পবিশিঅ পাদব্বংত্তি। (বসাগন্ধে, তেন হি স্বামিনা বৃকোদরেণ দুঃশাসনস্য রুধিরং পাতুং প্রতিজ্ঞাতম্‌। তচ্চাস্মাভী রাক্ষসৈরনুপ্রবিশ্য পাতব্যমিতি)।

রাক্ষসী—শাহু শামিনীএ শাহু। শুশংবিহাণে মে ভত্তা তুএ কিদে!
(সহর্ষং) সাধু স্বামিনী সাধু। সুসংবিধানো মে ভর্তা ত্বয়া কৃতঃ।

(নেপথ্যে মহান্‌ কলকলঃ)

রাক্ষসী—(আকর্ণ্য সসংভ্রমং) অলে লুহিলপ্পিআ, কিং নু কখু এশে মহন্তে কলঅলে শুনীঅদি। (অরে রুধিরপ্রিয়, কিং নু খল্বেষ মহান্‌ কলকলঃ শ্রূয়তে)।

রাক্ষসঃ—(দৃষ্টবা) বশাগন্ধে, এশো কখু ধিট্ঠজ্জুম্নেণ দোণে কেশেশু আকড্ঢিঅ অশিবত্তেণ বাবাদীঅদি। (বসাগন্ধে, এষ খলু ধৃষ্টদ্যুম্নেন দ্রোণঃ কেশেষ্বাকৃষ্যাসিপত্রেণ ব্যাপাদ্যতে)।

রাক্ষসী—(সহর্ষং) লুহিলপ্পিআ, এহি। গচ্ছিঅ দোণশ্‌শ লুহিলং পিবহ্ম। (রুধিরপ্রিয়, এহি। গত্বা দ্রোণস্য রুধিরং পিবাবঃ)।

রাক্ষসঃ—(সভয়ং) বশাগন্ধে, বহ্মণ শোণিঅং কখু এদং গলঅং দহন্তে দহন্তে পবিশদি। তা কিং এদিণা। (বসাগন্ধে, ব্রাহ্মণশোণিতং খল্বেতদ্‌গলং দহদ্দহং প্রবিশতি। তং কিমেতেন)।

(নেপথ্যে পুনঃ কলকলঃ)

রাক্ষসী—লুহিলপ্পিআ, পুণো বি এশে মহন্তে, কলঅলে শুনীঅদি। (রুধিরপ্রিয়,

পুনরপ্যেষ মহান্ কলকলঃ শ্রূয়তে)।

রাক্ষসঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) বশাগন্ধে, এশে ক্খু অশ্শখামে আকট্টি-দাশিবত্তে ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। কদাবি দুবদশুদোলোশেণ অহ্মেবি বাবাদইশ্শই। তা এহি। অতিক্কমম্ব।

(বসাগন্ধে, এষ খল্বশ্বাথামা আকৃষ্টাসিপত্র ইত এবাগচ্ছতি। কদাচিদ্ দ্রুপদ-সুতোরোষেণাবামপি ব্যাপাদয়িষ্যতি। তদেহি অতিক্রামাবঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যাকৃষ্টখড়্গঃ কলকলমাকর্ণয়ন্নশ্বথামা)

অশ্বথামা—মহাপ্রলয়মারুতক্ষুভিতপুষ্কলাবর্ত্তক-
প্রচণ্ডঘনগর্জিতপ্রতিরবানুকারী মুহুঃ।
রবঃ শ্রবণভৈরবঃ স্থগিতরোদসীকন্দরঃ
কুতোঽদ্য সমরোদধেরয়মভূতপূর্বঃ পুরঃ॥ ৪॥

(বিচিন্ত্য) ধ্রুবং গাণ্ডীবিনা সাত্যকিনা বৃকোদরেণ বা যৌবনদর্পাদতিক্রান্ত-মর্যাদেন পরিকোপিতস্তাতঃ। যতঃ সমুল্লঙ্ঘ্য শিষ্যপ্রিয়তামাত্মপ্রভাব-সদৃশমাচেষ্টতে।

তথাহি

যদ্দুর্যোধনপক্ষপাতসদৃশং যুক্তং যদস্ত্রগ্রহে
রামাল্লব্ধসমস্তহেতিগুরুণো বীর্যস্য যৎ সাম্প্রতম্।
লোকে সর্বধনুষ্মতামধিপতের্যচ্চানুরূপং রুষঃ
প্রারব্ধং রিপুঘস্মরেণ নিয়তং তৎকর্ম তাতেন মে॥ ৫॥

(পৃষ্ঠতো বিলোক্য) কঃ কোঽত্র। রথমুপনয়তু। অথবা অলমিদানীং মম রথপ্রতীক্ষয়া। সশস্ত্র এবাস্মি সজলজলধরপ্রভাভাসুরেণ সুপ্রগ্রহবিমল-কলধৌতৎসরুণামুনা খড়্গেন। যাবৎ সমরভুবমবতরামি। (পরিক্রম্য বামাক্ষি-স্পন্দনং সূচয়িত্বা) অয়ে, মমাপি নামাশ্বথাম্নঃ সমরমহোৎসব-প্রমোদনির্ভরস্য তাতবিক্রমদর্শনলালসস্যানিমিত্তানি সমরগমনবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। ভবতু, গচ্ছামি। (সাবষ্টম্ভং পরিক্রম্যাগ্রতো বিলোক্য) কথমবধীরিতক্ষাত্র-ধর্মাণামুজ্ঝিতসৎপুরুষো-চিতলজ্জাবগুণ্ঠনানাং বিস্মৃতস্বামিসৎকারলঘুচেতসাং দ্বিরদতুরঙ্গমচরণচারিণাম-গণিতকুলযশঃসদৃশপরাক্রমব্রতানাং রণভূমেঃ সমন্তাদপক্রামতাময়ং মহান্নাদো বলানাম্। (নিরূপ্য) হা হা ধিক্ কষ্টম। কথমেতে মহারথাঃ কর্ণাদয়োঽপি সমারাৎ পরাঙ্মুখা ভবন্তি। কথং তু তাতাধিষ্ঠিতানামপি বলানামিয়মবস্থা ভবেৎ। ভবতু সংস্তম্ভয়ামি। ভো ভোঃ কৌরবসেনাসমুদ্রবেলাপরিপালনমহা-মহীধরা নরপতয়ঃ কৃতং কৃতমমুনা সমরপরিত্যাগসাহসেন।

যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রয়াতুম্।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বে॥ ৬॥

অপিচ

অস্ত্রজ্বালাবলীঢ়প্রতিবলজলধেরন্তরৌবার্যমাণে
সেনানাথে স্থিতেঽস্মিন্ মম পিতরি গুরৌ সর্বধন্বীশ্বরানাম্।
কর্ণালং সংভ্রমেণ ব্রজ কৃপ সমরং মুঞ্চ হার্দিক্য শঙ্কাং
তাতে চাপদ্বিতীয়ে বহতি রণধুরাং কো ভয়স্যাবকাশঃ ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে) কুতোঽদ্যাপি তে তাতঃ।

অশ্বত্থামা—(শ্রুত্বা) কিং ব্রূথ—'কুতোঽদ্যাপি তে তাত' ইতি। (সরোষং) আঃ ক্ষুদ্রা ভীরবঃ, কথমেবং প্রলপতাং বঃ সহস্রধা ন দীর্ণমনয়া জিহ্বয়া।

দগ্ধুং বিশ্বং দহনকিরণৈর্নোদিতা দ্বাদশার্কা
বাতা বাতা দিশি দিশি ন বা সপ্তধা সপ্তভিন্নাঃ।
ছন্নং মেঘৈর্ন গগনতলং পুষ্করাবর্তকাদ্যৈঃ
পাপং পাপাঃ কথয়ত কথং শৌর্যরাশেঃ পিতুর্মে ॥ ৮ ॥

(প্রবিশ্য সংভ্রান্তঃ সপ্রহারঃ)

সূতঃ—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং কুমারঃ (ইতি পাদয়োঃ পততি।)

অশ্বত্থামা—(বিলোক্য) অয়ে, কথং তাতস্য সারথিরশ্বসেনঃ। আর্য, ননু ত্রৈলোক্যত্রাণক্ষমস্য সারথিরসি। কিং মত্তঃ পরিত্রাণমিচ্ছসি।

সূতঃ—(সকরুণং) কুতোঽদ্যাপি তে তাতঃ।

অশ্বত্থামা—(সাবেগং) কিং তাতো নামাস্তমুপগতঃ।

সূতঃ—অথ কিম্।

অশ্বত্থামা—হা তাত। (ইতি মোহমুপগতঃ।)

সূতঃ—কুমার, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

অশ্বত্থামা—(লব্ধসংজ্ঞঃ সাস্রং) হা তাত, হা সুতবৎসল, হা লোকত্রয়ৈকধনুর্ধর, হা জামদগ্ন্যাস্ত্রসর্বস্বপ্রতিগ্রহ প্রণয়িন্, ক্বাসি। প্রযচ্ছ মে প্রতিবচনম্।

সূতঃ—কুমার, অলমত্যন্ত শোকাবেগেন। বীরপুরুষোচিতাং বিপত্তিমুপগতে পিতরি ত্বমপি তদনুরূপেণৈব বীর্যেণ শোকসাগরমুত্তীর্য সুখী ভব।

অশ্বত্থামা—(অশ্রূণি বিমুচ্য) আর্য, কথয় কথয় কথং তাদৃগ্ভুজবীর্যসাগরস্তাতোঽপি নামাস্তমুপগতঃ।

কিং ভীমাদ্গুরুদক্ষিণাং গুরুগদাভীমপ্রিয়ঃ প্রাপ্তবান্!

সূতঃ—শান্তং পাপম্।

অশ্বত্থামা—অন্তেবাসিদয়ালুরুজ্ঝিতনয়েনাসাদিতো জিষ্ণুনা।

সূতঃ—কথমেবং ভবিষ্যতি।

অশ্বত্থামা—গোবিন্দেন সুদর্শনস্য নিশিতং ধারাপথং প্রাপিতঃ।

সূতঃ—এতদপি নাস্তি।

অশ্বত্থামা—শঙ্কে নাপদমন্যতঃ খলু গুরোরেভ্যশ্চতুর্থাদহম্ ॥ ৯ ॥

সূতঃ—কুমার,

এতেঽপি তস্য কুপিতস্য মহাস্ত্রপাণেঃ
কিং ধূর্জটেরিব তুলামুপযান্তি সংখ্যে।
শোকোপরুদ্ধহৃদয়েন যদা তু শস্ত্রং
ত্যক্তং তদাস্য বিহিতং রিপুণাতিঘোরম্ ॥ ১০ ॥

অশ্বত্থামা—কিং পুনঃ কারণং শোকস্যাস্ত্র পরিত্যাগস্য বা।

সূতঃ—ননু কুমার এব কারণম্।

অশ্বত্থামা—কথমহমেব নাম।

সূতঃ—শ্রূয়তাম্। (অশ্রূণি বিমুচ্য)

অশ্বত্থামা হত ইতি পৃথাসূনুনা স্পষ্টমুক্ত্বা
স্বৈরং শেষে গজ ইতি কিল ব্যাহৃতং সত্যবাচা।
তচ্ছ্রুত্বাসৌ দয়িততনয়ঃ প্রত্যয়াত্তস্য রাজ্ঞঃ
শস্ত্রাণ্যাজৌ নয়নসলিলং চাপি তুল্যং মুমোচ॥ ১১॥

অশ্বত্থামা—হা তাত, হা সুতবৎসল, হা বৃথা মদর্থপরিত্যক্তজীবিত, হা শৌর্যরাশে, হা শিষ্যপ্রিয়, হা যুধিষ্ঠিরপক্ষপাতিন্। (ইতি রোদিতি)

সূতঃ—কুমার, অলমত্যন্তপরিদেবনয়া কার্পণ্যেন।

অশ্বত্থামা—শ্রুত্বা বধং মম মৃষা সুতবৎসলেন
তাত ত্বয়া সহ শরৈরসবো বিমুক্তাঃ।
জীবাম্যহং পুনরহো ভবতা বিনাপি
ক্রূরেঽপি তন্ময়ি মুধা তব পক্ষপাতঃ॥ ১২॥
(ইতি মোহমুপগতঃ)

সূতঃ—সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু কুমারঃ!

(ততঃ প্রবিশতি কৃপঃ)

কৃপঃ—(সোদ্বেগং নিঃশ্বস্য)

ধিক্ সানুজং কুরুপতিং ধিগজাতশত্রুং
ধিগ্ ভূপতীন্ বিফলশস্ত্রভৃতো ধিগস্মান্।
কেশগ্রহঃ খলু তদা দ্রুপদাত্মজায়া
দ্রোণস্য চাদ্য লিখিতৈরিব বীক্ষিতো যৈঃ॥ ১৩॥

তৎ কথং নু খলু বৎসমদ্য দ্রক্ষ্যাম্যশ্বত্থামানং। অথবা হিমবৎসারগুরুচেতসি জ্ঞাতলোকস্থিতৌ তস্মিন্ খলু শোকাবেগমহমাশঙ্কে। কিন্তু পিতুঃ পরিভবমসদৃশমুপশ্রুত্য ন জানে কিং ব্যবস্যতীতি! অথবা

একস্য তাবৎ পাকোঽয়ং দারুণো ভুবি বর্ততে।
কেশগ্রহে দ্বিতীয়েঽস্মিন্নূনং নিঃশেষিতাঃ প্রজাঃ॥ ১৪॥

(বিলোক্য) তদয়ং বৎসস্তিষ্ঠতি। যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য সসংভ্রমম্) বৎস, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

অশ্বত্থামা—(সংজ্ঞাং লব্ধা, সাস্রং) হা তাত, হা সকলভুবনৈকগুরো। (আকাশে) যুধিষ্ঠির, যুধিষ্ঠির,

আজন্মনো ন বিতথং ভবতা কিলোক্তং
ন দ্বেক্ষি যজ্জনমতস্ত্বমজাতশত্রুঃ।
তাতে গুরৌ দ্বিজবরে মম ভাগ্যদোষাৎ
সর্বং তদেকপদ এব কথং নিরস্তম্॥ ১৫॥

সূতঃ—কুমার, এষ তে মাতুলঃ পার্শ্বে শারদ্বতস্তিষ্ঠতি।

অশ্বত্থামা—(পার্শ্বে বিলোক্য। সবাষ্পং) মাতুল,

গতো যেনাদ্য ত্বং সহ রণভুবং সৈন্যপতিনা
য একঃ শূরাণাং গুরুসমরকণ্ডূনিকষণঃ।
পরীহাসাশ্চিত্রাঃ সততমভবন্ যেন ভবতঃ
স্বসুঃ শ্লাঘ্যো ভর্ত্তা ক নু খলু স তে মাতুল গতঃ॥ ১৬॥

কৃপঃ—পরিগতপরিগন্তব্য এব ভবান্। তদলমত্যন্তশোকাবেগেন।

অশ্বত্থামা—মাতুল, পরিত্যক্তমেব ময়া পরিদেবিতম্। এষোঽহং সুতবৎসলং তাতমেবানুগচ্ছামি।

কৃপঃ—বৎস, অনুপপন্নমীদৃশং ব্যবসিতম্ ভবদ্বিধানাম্।

সূতঃ—কুমার, অলমতিসাহসেন।

অশ্বত্থামা—আর্য শারদ্বত,

মদ্বিয়োগভয়াত্তাতঃ পরলোকমিতো গতঃ।
করোম্যবিরহং তস্য বৎসলস্য সদা পিতুঃ॥ ১৭॥

কৃপঃ—বৎস, যাবদয়ং সংসারস্তাবৎ প্রসিদ্ধেবেয়ং লোকযাত্রা যৎপুত্রৈঃ পিতরো লোকদ্বয়েপ্যনুবর্তনীয়া ইতি। পশ্য।

নিবাপাঞ্জলিদানেন কেতনৈঃ শ্রাদ্ধকর্মভিঃ।
তস্যোপকারে শক্তস্ত্বং কিং জীবন্ কিমুতান্যথা॥ ১৮॥

সূতঃ—আয়ুষ্মন্, যথৈব মাতুলস্তে শারদ্বতঃ কথয়তি তত্তথা।

অশ্বত্থামা—আর্য, সত্যমেবেদম্। কিন্ত্বতিদুর্বহত্বাচ্ছোকভারস্য ন শক্নোমি তাতবিরহিতঃ ক্ষণমপি প্রাণান্ ধারয়িতুম্। তদ্ গচ্ছামি তমেবোদ্দেশং যত্র তথাবিধমপি পিতরং দ্রক্ষ্যামি। (উত্তিষ্ঠন্ খড়্গমালোক্য, বিচিন্ত্য) কৃতমদ্যাপি শস্ত্রগ্রহণবিড়ম্বনয়া। ভগবন্ শস্ত্র,

গৃহীতং যেনাসীঃ পরিভবভয়ান্নোচিতমপি
প্রভাবাদ্যস্যাভূন্ন খলু তব কশ্চিন্ন বিষয়ঃ।
পরিত্যক্তং তেন ত্বমসি সুতশোকান্ন তু ভয়াদ্
বিমোক্ষ্যে শস্ত্র ত্বামহমপি যতঃ স্বস্তি ভবতে॥ ১৯॥

(ইত্যুৎসৃজতি।)

(নেপথ্যে) ভো ভো রাজানঃ, কথমিহ ভবন্তঃ সর্বে গুরোর্ভারদ্বাজস্য পরিভবমমুনা নৃশংসেন প্রযুক্তমুপেক্ষন্তে।

অশ্বত্থামা—(আকর্ণ্য, শনৈঃ শস্ত্রং স্পৃশন্) কিং গুরোর্ভারদ্বাজস্য পরিভবঃ।

(পুনর্নেপথ্যে) আচার্যস্য ত্রিভুবনগুরোর্ন্যস্তশস্ত্রস্য শোকাদ্
দ্রোণস্যাজৌ নয়নসলিলক্ষালিতার্দ্রাননস্য?
মৌলৌ পাণিং পলিতধবলে ন্যস্য কৃত্বা নৃশংসং
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্বশিবিরমযং যাতি সর্বে সহধ্বম্॥ ২০॥

(সক্রোধং সকম্পং চ কৃপসূতৌ দৃষ্ট্বা) কি নামেদম্

প্রত্যক্ষমাত্তধনুষাং মনুজেশ্বরাণাং
প্রায়োপবেশসদৃশং ব্রতমাস্থিতস্য।
তাতস্য মে পলিতমৌলিনিরস্তকাশে
ব্যাপারিতং শিরসি শস্ত্রমশস্ত্রপাণেঃ॥ ২১॥

কৃপঃ—বৎস, এবং কিল জনঃ কথয়তি।
অশ্বত্থামা—কিং তাতস্য দুরাত্মনা পরিমৃষ্টমভূচ্ছিরঃ।
সূতঃ—(সভয়ং) কুমার, আসীদয়ং তস্য তেজোরাশেদেবস্য নবঃ পরিভবাবতারঃ।
অশ্বত্থামা—হা তাত, হা পুত্রপ্রিয়, মম মন্দভাগধেয়স্য কৃতে শস্ত্রপরিত্যাগাৎ তথাবিধেন ক্ষুদ্রেণাত্মা পরিভাবিতঃ। অথবা

পরিত্যক্তেদেহে রণশিরসি শোকান্ধমনসা
শিরঃ শ্বা কাকো বা দ্রুপদতনয়ো বা পরিমৃশেৎ।
অসংখ্যাতাস্ত্রৌঘদ্রবিণমদমত্তস্য চ রিপো-
র্মমৈবায়ং পাদঃ শিরসি নিহিতস্তস্য ন করঃ ॥ ২২ ॥

আঃ দুরাত্মন্ পাঞ্চালাপসদ,

তাতং শস্ত্রগ্রহণবিমুখং নিশ্চয়েনোপলভ্য
ত্যক্ত্বা শঙ্কাং খলু বিদধতঃ পাণিমস্যোত্তমাঙ্গে।
অশ্বত্থামা করধৃতধনুঃ পাণ্ডুপাঞ্চালসেনা-
তুলোৎক্ষেপপ্রলয়পবনঃ কিং ন যাতঃ স্মৃতিং তে ॥ ২৩ ॥

যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির! অজাতশত্রো অমিথ্যাবাদিন্ ধর্মপুত্র, সানুজস্য তে কিমনেনাপকৃতম্। অথ বা কিমনেনালীক-প্রকৃতিজিহ্মচেতসা। অর্জুন, সাত্যকে, বাহুশালিন্ বৃকোদর, মাধব, যুক্তং নাম ভবতাং সুরাসুরমনুজলোকৈকধনুর্ধরস্য দ্বিজন্মনঃ পরিণতবয়সঃ সর্বাচার্যস্য বিশেষতো মম পিতুরমুনা দ্রুপদকুলকলঙ্কেন মনুজপশুনা স্পৃশ্যমানমুত্তমাঙ্গমুপেক্ষিতুম্। অথবা সর্ব এবৈতে পাতকিনঃ। কিমেতৈঃ।

কৃতমনুমতং দৃষ্টং বা যৈরিদং গুরুপাতকং
মনুজপশুভির্নির্মর্যাদৈর্ভবদ্ভিরুদায়ুধৈঃ।
নরকরিপুণা সার্ধং তেষাং সভীমকিরীটিনা
ময়মহমসৃঙ্মেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিম্ ॥ ২৪ ॥

কৃপঃ—বৎস, কিং ন সংভাব্যতে ভারদ্বাজতুল্যে বাহুশালিনি দিব্যাস্ত্রগ্রামকোবিদে ভবতি।
অশ্বত্থামা—ভো ভোঃ পাণ্ডবমৎস্যসোমকভাগধেয়াঃ ক্ষত্রিয়াপসদাঃ,

পিতুর্মূর্ধ্নি স্পৃষ্টে জ্বলদনলভাস্বৎপরশুনা
কৃতং যদ্রামেণ শ্রুতিমুপগতং তন্ন ভবতাম্।
কিমদ্যাশ্বত্থামা তদরিরুধিরাসারবিঘসং
ন কর্ম ক্রোধান্ধঃ প্রভবতি বিধাতুং রণমুখে ॥ ২৫ ॥

সূত, গচ্ছ ত্বং সর্বোপকরণৈঃ সাংগ্রামিকৈঃ সর্বায়ুধৈরুপেতং মহাহবলক্ষণং নামাস্মৎস্যন্দনমুপনয়।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)
কৃপঃ—বৎস, অবশ্যপ্রতিকর্তব্যেঽস্মিন্ দারুণে নিকারাগ্নৌ সর্বেষামস্মাকং কোঽন্যস্ত্বা-মন্তরেণ শক্তঃ প্রতিকর্তুম্। কিন্তু—
অশ্বত্থামা—কিমতঃ পরম্।
কৃপঃ—সৈনাপত্যেঽভিষিচ্য ভবন্তমিচ্ছামি সমরভুবমবতারয়িতুম্।
অশ্বত্থামা—মাতুল, পরতন্ত্রমিদমাকিঞ্চিৎকরং চ।

কৃপঃ—বৎস, ন খলু পরতন্ত্রং নাকিঞ্চিৎকরং চ। পশ্য—

ভবেদভীষ্মমদ্রোণং ধার্তরাষ্ট্রবলং কথম্।
যদি তত্তুল্যকক্ষোঽত্র ভবান্ ধুরি ন যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

কৃতপরিকরস্য ভবাদৃশস্য ত্রৈলোক্যমপি ন ক্ষমং পরিপন্থী ভবিতুম্। কিং পুনর্যৌধিষ্ঠিরবলম্। তদেবং মন্যে পরিকল্পিতাভিষেকোপকরণঃ কৌরবরাজো ন চিরাত্ত্বামেবাভ্যপেক্ষমাণস্তিষ্ঠতীতি।

অশ্বত্থামা—যদ্যেবং ত্বরতে মে তাতপরিভবানলদহ্যমানমিদং চেতস্তৎপ্রতীকার জলাবগাহনায়। তদহং গত্বা তাতবধবিষন্নমানসং কুরুপতিং সৈনাপত্যস্বয়ংগ্রহণপ্রণয়সমাশ্বাসনয়া মন্দসন্তাপং করোমি।

কৃপঃ—বৎস, এবমিদম্। অতস্তমেবোদ্দেশং গচ্ছাবঃ! (ইতি পরিক্রামতঃ)

(ততঃ প্রবিশতঃ কর্ণদুর্যোধনৌ)

দুর্যোধনঃ—অঙ্গরাজ,

তেজস্বী রিপুহতবন্ধুদুঃখপারং
বাহুভ্যাং ব্রজতি ধৃতায়ুধপ্লবাভ্যাম্।
আচার্যঃ সুতনিধনং নিশম্য সংখ্যে
কিং শস্ত্রগ্রহসময়ে বিশস্ত্র আসীৎ ॥ ২৭ ॥

অথবা সুক্তমিদমভিযুক্তৈঃ প্রকৃতিদুস্ত্যজেতি। যতঃ শোকান্ধমনসা তেন বিমুচ্য ক্ষত্রধর্মকার্কশ্যং দ্বিজাতিধর্মসুলভো দৈন্যপরিগ্রহঃ কৃতঃ।

কর্ণঃ—রাজন্, ন খল্বিদমেবম্।

দুর্যোধনঃ—কথং তর্হি।

কর্ণঃ—এবং কিলাস্যাভিপ্রায়ো যথা—অশ্বত্থামা ময়া পৃথিবীরাজ্যেঽভিষেক্তব্য ইতি। তদভাবাদ্ বৃদ্ধস্য মে ব্রাহ্মণস্য বৃথাশস্ত্রগ্রহণমিতি তথা কৃতবান্।

দুর্যোধনঃ—(সশিরঃকম্পম্) এবমিদম্।

কর্ণঃ—এতদর্থং চ কৌরবপাণ্ডবপক্ষপাতপ্রবৃত্তমহাসংগ্রামস্য রাজকস্য পরস্পরক্ষয়মপেক্ষমাণেন তেন প্রধানপুরুষবধোপেক্ষা কৃতা।

দুর্যোধন—উপপন্নমিদম্।

কর্ণঃ—অন্যচ্চ রাজন্, দ্রুপদেনাপ্যস্য বাল্যাৎ প্রভৃত্যভিপ্রায়বেদিনা ন স্বরাষ্ট্রে বাসো দত্তঃ।

দুর্যোধনঃ—সাধু অঙ্গরাজ, সাধু। নিপুণমভিহিতম্।

কর্ণঃ—ন চায়ং মমৈকস্যাভিপ্রায়ঃ, অন্যেঽভিযুক্তা অপি নৈবেদমন্যথা মন্যন্তে।

দুর্যোধনঃ—এবমেতৎ। কঃ সন্দেহঃ।

দত্ত্বাঽভয়ং সোঽতিরথো বধ্যমানং কিরীটিনা।
সিন্ধুরাজমুপেক্ষেত নৈবং চেৎ কথমন্যথা ॥ ২৮ ॥

কৃপঃ—(বিলোক্য) বৎস, এষ দুর্যোধনঃ সুতপুত্রেণ সহাস্যাং ন্যগ্রোধচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি। তদুপসর্পাবঃ। (তথা কৃত্বা)

উভৌ—বিজয়তাং কৌরবেশ্বরঃ।

দুর্যোধনঃ—(দৃষ্টা) অয়ে, কথং কৃপোঽশ্বত্থামা চ। (আসনাদবতীর্য কৃপং প্রতি) গুরো, অভিবাদয়ে। (অশ্বত্থামানমুদ্দিশ্য) আচার্যপুত্র,

এহ্যস্মদর্থহতভাত পরিষ্বজস্ব
কান্তৈরিমৈর্মম নিরন্তরমঙ্গমঙ্গৈঃ।
স্পর্শস্তবৈষ ভুজয়োঃ সদৃশঃ পিতুস্তে
শোকেঽপি যো বিকৃতিমেতি তনূরুহেষু ॥ ২৯ ॥

(আলিঙ্গ্য পার্শ্বে উপবেশয়তি। অশ্বত্থামা বাষ্পমুৎসৃজতি)

কর্ণঃ—দ্রোণায়নে, অলমত্যর্থমাত্মানং শোকানলে প্রক্ষেপ্তুম্।

দুর্যোধনঃ—আচার্যপুত্র, কো বিশেষ আবয়োরস্মিন্ ব্যসনমহার্ণবে। পশ্য—

তাতস্তব প্রণয়বান্ স পিতুঃ সখা মে
শস্ত্রে যথা তব গুরুঃ স তথা মমাপি।
কিং তস্য দেহনিধনে কথয়ামি দুঃখং
জানীহি তদ্গুরুশুচা মনসা ত্বমেব ॥ ৩০ ॥

কৃপঃ—বৎস, যথাহ কুরুপতিস্তথৈবৈতৎ।

অশ্বত্থামা—রাজন্, এবং পক্ষপাতিনি ত্বয়ি যুক্তমেব শোকভারং লঘূকর্তুম্। কিন্তু—

ময়ি জীবতি যত্তাতঃ কেশগ্রহমবাপ্তবান্।
কথমন্যে করিষ্যন্তি পুত্রেভ্যঃ পুত্রিণঃ স্পৃহাম্ ॥ ৩১ ॥

কর্ণঃ—দ্রোণায়নে, কিমত্র ক্রিয়তে যদনেনৈব সর্বপরিভবপরিত্রাণহেতুনা শস্ত্রমুৎসৃজতা তাদৃশীমবস্থামাত্মা নীতঃ।

অশ্বত্থামা—অঙ্গরাজ, কিমাহ ভবান্ কিমত্র ক্রিয়ত ইতি। শ্রূয়তাং যৎ ক্রিয়তে।

যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাং গতো বা।
যো যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মপি জগতামন্তকস্যান্তকোঽহম্ ॥ ৩২ ॥

অপিচ। ভো জামদগ্ন্যশিষ্য কর্ণ,

দেশঃ সোঽয়মরাতিশোণিতজলৈর্যস্মিন্ হ্রদাঃ পূরিতাঃ
ক্ষত্রাদেব তথাবিধঃ পরিভবস্তাতস্য কেশগ্রহঃ।
তান্যেবাহিতশস্ত্রঘস্মরগুরূণ্যস্ত্রাণি ভাস্বন্তি মে
যদ্রামেণ কৃতং তদেব কুরুতে দ্রোণায়নঃ ক্রোধনঃ ॥ ৩৩ ॥

দুর্যোধনঃ—আচার্যপুত্র, তস্য তথাবিধস্যানন্যসাধারণস্য তে বীরভাবস্য কিমন্যৎ সদৃশম্।

কৃপঃ—রাজন্, সুমহান্ খলু দ্রোণপুত্রেণ বোঢ়ুমধ্যবসিতঃ সমরভারঃ। তদহমেবং মন্যে ভবতা কৃতপরিকরোঽয়মুচ্ছেত্তুং লোকত্রয়মপি সমর্থঃ, কিং পুনর্যৌধিষ্ঠিরবলম্। অতোঽভিষিচ্যতাং সৈনাপত্যে।

দুর্যোধনঃ—সুষ্ঠু যুজ্যমানমভিহিতং যুষ্মাভিঃ, কিন্তু প্রাক্প্রতিপন্নোঽয়মর্থোঽঙ্গরাজস্য।

কৃপঃ—রাজন্, অসদৃশপরিভবশোকসাগরে নিমজ্জন্তমেনমঙ্গরাজস্যার্থে নৈবোপেক্ষিতুং যুক্তম্।

দুর্যোধনঃ—অস্যাপি তদেবারিকুলমনুশাসনীয়ম্। অতঃ কিমস্য পীড়া ন ভবিষ্যতি।

অশ্বত্থামা—রাজন্, কৌরবেশ্বর! কিমদ্যাপি যুক্তাযুক্তবিচারণয়া।

প্রযত্নপরিবোধিতঃ স্তুতিভিরদ্য শেষে নিশা-
মকেশবমপাণ্ডবং ভুবনমদ্য নিঃসোমকম্‌।
ইয়ং পরিসমাপ্যতে রণকথাদ্য দোঃশালিনা-
মপৈতু নৃপকাননাতিগুরুরদ্য ভারো ভুবঃ ॥ ৩৪ ॥

কর্ণঃ—(বিহস্য) বক্তুং সুকরমিদং দুষ্করমধ্যবসাতুম্‌। বহবঃ কৌরববলেঽস্য কর্মণঃ শক্তাঃ।

অশ্বত্থামা—অঙ্গরাজ এবমিদম্‌। বহবঃ কৌরববলেঽত্র শক্তাঃ। কিন্তু দুঃখোপহত-চিত্তঃ শোকাবেগবশাদ্‌ ব্রবীমি, ন পুনর্বীরজনাধিক্ষেপেণ।

কর্ণঃ—মূঢ়, দুঃখিতস্যাশ্রুপাতঃ, কুপিতস্য চায়ুধদ্বিতীয়স্য সংগ্রামাবতরণমুচিতং, নৈবংবিধাঃ প্রলাপাঃ।

অশ্বত্থামা—(সক্রোধং) অরে রে রাধাগর্ভভারভূত, সূতাপসদ, মমাপি নামাশ্বত্থাম্নো দুঃখিতস্যাশ্রুভিঃ প্রতিক্রিয়ামুপদিশসি, ন শস্ত্রেণ। পশ্য।

নির্বীর্যং গুরুশাপভাষিতবশাৎ কিং মে তবেবায়ুধং
সংপ্রত্যেব ভয়াদ্বিহায় সমরং প্রাপ্তোঽস্মি কিং ত্বং যথা।
জাতোঽহং স্তুতিবংশকীর্তনবিদাং কিং সারথীনাং কুলে
ক্ষুদ্রারাতিকৃতাপ্রিয়ং প্রতিকরোম্যস্রেণ নাস্ত্রেণ যৎ ॥ ৩৫ ॥

কর্ণঃ—(সক্রোধং) অরে রে বাচাট, বৃথাশস্ত্রগ্রহণদুর্বিদগ্ধ, বটো,
নির্বীর্যং বা সবীর্যং বা ময়া নোৎসৃষ্টমায়ুধম্‌।
যথা পাঞ্চালভীতেন পিত্রা তে বাহুশালিনা ॥ ৩৬ ॥

অপিচ

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্‌।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্‌ ॥ ৩৭ ॥

অশ্বত্থামা—(সক্রোধং) অরে রে রথকারকুলকলঙ্ক, অরে রাধাগর্ভভারভূত, অরে আয়ুধানভিজ্ঞ, তাতমপ্যধিক্ষিপসি। অথবা

স ভীরুঃ শূরো বা প্রথিতভুজসারস্ত্রিভুবনে
কৃতং যত্তেনাজৌ প্রতিদিনমিয়ং বেত্তি বসুধা।
পরিত্যক্তং শস্ত্রং কথমিতি স সত্যব্রতধরঃ
পৃথাসূনুঃ সাক্ষী ত্বমসিরণভীরো ক ননু তদা ॥ ৩৮ ॥

কর্ণঃ—(বিহস্য) এবং ভীরুরহম্‌। ত্বং পুনর্বিক্রমৈকরসং স্বপিতরমনুস্মৃত্য ন জানে কিং করিষ্যসীতি মহান্‌ মে সংশয়ো জাতঃ। অপিচ রে মূঢ়,

যদি শস্ত্রমুজ্ঝিতমশস্ত্রপাণয়ো
ন নিবারয়ন্তি কিমরীনুদায়ুধান্‌।
যদনেন মৌলিদলনেঽপ্যুদাসিতং
সুচিরং স্ত্রিয়েব নৃপচক্রসন্নিধৌ ॥ ৩৯ ॥

অশ্বত্থামা—(সক্রোধং সকম্পং চ) দুরাত্মন্‌, রাজবল্লভ, প্রগল্‌ভ সূতাপশদ, অসংবন্ধ-প্রলাপিন্‌—

কথমপি ন নিষিদ্ধো দুঃখিনা ভীরুণা বা
দ্রুপদতনয়পাণিস্তেন পিত্রা মমাদ্য।

তব ভুজবলদর্পাধ্মায়মানস্য বামঃ
শিরসি চরণ এষ ন্যস্যতে বারয়ৈনম্ ॥ ৪০ ॥

কৃপদুর্যোধনৌ—গুরুপুত্র, মর্ষয় মর্ষয় ॥ (ইতি নিবারয়তঃ ।)

(অশ্বত্থামা চরণপ্রহারং নাটয়তি)

কর্ণঃ—(সক্রোধমুত্থায় খড়্গমাকৃষ্য) অরে দুরাত্মন্, বাচাল, ব্রহ্মবন্ধো, আত্মশ্লাঘ !
জাত্যা কামমবধ্যোঽসি চরণং ত্বিদমুদ্ধৃতম্ ।
অনেন লূনং খড়্গেন পতিতং দ্রক্ষ্যসি ক্ষিতৌ ॥ ৪১ ॥

অশ্বত্থামা—অরে মূঢ় জাত্যা কামমবধ্যোঽহম্ । ইয়ং সা জাতিঃ পরিত্যক্তা ।
(ইতি যজ্ঞোপবীতং ছিনত্তি । পুনশ্চ সক্রোধম্ ।)
অদ্য মিথ্যাপ্রতিজ্ঞোঽসৌ কিরীটী ক্রিয়তে ময়া ।
শস্ত্রং গৃহাণ বা ত্যক্তা মৌলৌ বা রচয়াঞ্জলিম্ ॥ ৪২ ॥

(উভাবপি খড়্গমাকৃষ্যান্যোন্যং প্রহর্তুমুদ্যতৌ । কৃপদুর্যোধনৌ নিবারয়তঃ ।)

দুর্যোধন—আচার্যপুত্র, শস্ত্রগ্রহণেনালম্ ।

কৃপঃ—বৎস, সূতপুত্র, শস্ত্রগ্রহণেনালম্ ।

অশ্বত্থামা—মাতুল, মাতুল, কিং নিবারয়সি । অয়মপি তাতনিন্দাপ্রগল্ভঃ সূতাপসদো ধৃষ্টদ্যুম্নপক্ষপাত্যেব ।

কর্ণঃ—রাজন্, ন খল্বহং নিবারয়িতব্যঃ ।
উপেক্ষিতানাং মন্দানাং ধীরসত্ত্বৈরবজ্ঞয়া !
অত্রাসিতানাং ক্রোধান্ধৈর্ভবত্যেষা বিকত্থনা ॥ ৪৩ ॥

অশ্বত্থামা—রাজন্ মুঞ্চ মুঞ্চৈনম্ । আসাদয়তু মদ্ভুজান্তরনিষ্পেষসুলভমসূনামবসাদনম্ । অন্যচ্চ রাজন্ স্নেহেন বা কার্যেণ বা যত্ত্বমেনং তাতাধিক্ষেপকারিণং দুরাত্মানং মত্তঃ পরিরক্ষিতুমিচ্ছসি তদ্ভয়মপি বৃথৈব তে । পশ্য—
পাপঃ প্রিয়স্তব কথং গুণিনঃ সখায়ং
সূতান্বয়ঃ শশধরান্বয়সম্ভবস্য ।
হত্বা কিরীটিনমহং নৃপ মুঞ্চ কুর্যাং
ক্রোধাদকর্ণমপৃথাত্মজমদ্য লোকম্ ॥ ৪৪ ॥

(ইতি প্রহর্তুমিচ্ছতি)

কর্ণঃ—(খড়্গমুদ্যম্য) অরে বাচাট, ব্রাহ্মণাধম, অয়ং ন ভবসি । রাজন্, মুঞ্চ মুঞ্চ । ন খল্বহং বারয়িতব্যঃ । (হন্তুমিচ্ছতি । দুর্যোধনকৃপৌ নিবারয়তঃ)

দুর্যোধনঃ—কর্ণ, গুরুপুত্র, কোঽয়মদ্য যুবয়োর্ব্যামোহঃ ।

কৃপঃ—বৎস, অন্যদেব প্রস্তুতমন্যত্রাবেগ ইতি কোঽয়ং ব্যামোহঃ । স্ববলব্যসনং চেদস্মিন্ কালে রাজকুলস্যাস্য যুষ্মত্ত এব ভবতীতি বামঃ পন্থাঃ ।

অশ্বত্থামা—মাতুল, ন লভ্যতেঽস্য কটুপ্রলাপিনো রথকারকুলকলঙ্কস্য দর্পঃ শাতয়িতুম্ ।

কৃপঃ—বৎস, অকালঃ খলু স্ববলপ্রধানবিরোধস্য ।

অশ্বত্থামা—মাতুল, যদ্যেবম্
অয়ং পাপো যাবন্ন নিধনমুপেয়াদরিশরৈঃ
পরিত্যক্তং তাবৎ প্রিয়মপি ময়াস্ত্রং রণমুখে ।

বলানাং নাথেঽস্মিন্ পরিকুপিতভীমার্জুনভয়ে
সমুৎপন্নে রাজা প্রিয়সখবলং বেত্তু সমরে ॥ ৪৫ ॥

(ইতি খড়্গমুৎসৃজতি ।)

কর্ণঃ—(বিহস্য) কুলক্রমাগতমেবৈতদ্ ভবাদৃশাং যদস্ত্রপরিত্যাগো নাম।

অশ্বত্থামা—ননু রে, অপরিত্যক্তমপি ভবাদৃশৈরায়ুধং চিরপরিত্যক্তমেব নিষ্ফলত্বাৎ।

কর্ণঃ—অরে মূঢ়,

ধৃতায়ুধো যাবদহং তাবদন্যৈঃ কিমায়ুধৈঃ।
যদ্বা ন সিদ্ধমস্ত্রেণ মম তৎ কেন সেৎস্যতি ॥ ৪৬ ॥

(নেপথ্যে)

আঃ দুরাত্মন্, দ্রৌপদীকেশাম্বরাকর্ষণমহাপাতকিন্, ধার্তরাষ্ট্রাপসদ, চিরস্য খলু কালস্য মৎসম্মুখীনমাগতোঽসি। ক্ষুদ্রপশো, ক্বেদানীং গম্যতে। অপি চ। ভো ভো রাধেয়দুর্যোধনসৌবলপ্রভৃতয়ঃ পাণ্ডববিদ্বেষিণশ্চাপপাণয়ো মানধনাঃ, শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

কৃষ্টা যেন শিরোরুহে নৃপশুনা পাঞ্চালরাজাত্মজা
যেনাস্যাঃ পরিধানমপ্যপহৃতং রাজ্ঞাং গুরূণাং পুরঃ।
যস্যোরঃস্থলশোণিতাসবমহং পাতুং প্রতিজ্ঞাতবান্
সোঽয়ং মদ্ভুজপঞ্জরে নিপতিতঃ সংরক্ষ্যতাং কৌরবাঃ ॥ ৪৭ ॥

অশ্বত্থামা—(সোৎপ্রাসং) অঙ্গরাজ, সেনাপতে, জামদগ্ন্যশিষ্য, দ্রোণোপহাসিন্, ভুজবলপরিরক্ষিতসকললোক, (ধৃতায়ুধঃ ৩।৪৬ ইতি পঠিত্বা) ইদং তদাসন্নতরমেব সংবৃত্তম্। রক্ষৈনং সাম্প্রতং ভীমাদ্দুঃশাসনম্।

কর্ণঃ—আঃ, কা শক্তির্বৃকোদরস্য ময়ি জীবতি দুঃশাসনস্য ছায়ামপ্যাক্রমিতুম্। যুবরাজ, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। অয়মহমাগতোঽস্মি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

অশ্বত্থামা—রাজন্ কৌরবনাথ, অভীষ্মদ্রোণং সংপ্রতি কৌরববলমালোড়য়ন্তৌ ভীমার্জুনৌ রাধেয়েনৈবংবিধেনান্যেন বা ন শক্যেতে নিবারয়িতুম্। অতঃ স্বয়মেব ভ্রাতুঃ প্রতীকারপরো ভব।

দুর্যোধনঃ—আঃ, শক্তিরস্তি দুরাত্মনঃ পবনতনয়স্যান্যস্য বা ময়ি জীবতি শস্ত্রপাণৌ বৎসস্য ছায়ামপ্যাক্রমিতুম্। বৎস, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। কঃ কোঽত্র ভোঃ। রথমুপনয়। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(নেপথ্যে কলকলঃ।)

অশ্বত্থামা—(সসংভ্রমম্) মাতুল, কষ্টম্ কষ্টম্। এষ ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুঃ কিরীটী সমং দুর্যোধনরাধেয়ৌ শরবর্ষৈরভিদ্রবতি। সর্বথা পীতং দুঃশাসনশোণিতং ভীমেন। ন খলু বিষহে দুর্যোধনানুজস্যৈনাং বিপত্তিমবলোকয়িতুম্। অনৃতমনুমতং নাম। মাতুল, শস্ত্রং শস্ত্রম্ ॥

সত্যাদপ্যনৃতং শ্রেয়ো ধিক্ স্বর্গং নরকোঽস্তু মে।
ভীমাদ্দুঃশাসনং ত্রাতুং ত্যক্তমত্যক্তমায়ুধম্ ॥ ৪৮ ॥

(ইতি খড়্গং গ্রহীতুমিচ্ছতি।)

(নেপথ্যে) মহাত্মন্, ভারদ্বাজসূনো ন খলু সত্যবচনমুল্লঙ্ঘয়িতুমর্হসি।

কৃপঃ—বৎস, অশরীরিণী ভারতী ভবন্তমনৃতাদভিরক্ষতি।

অশ্বত্থামা—কথমিয়মমানুষী বাগনুমনুতে সংগ্রামাবতরণং মম। সর্বথা পাণ্ডবপক্ষপাতিনো দেবাঃ! ভোঃ, কষ্টং কষ্টম্।

দুঃশাসনস্য রুধিরে পীয়মানেঽপ্যুদাসিতম্।
দুর্যোধনস্য কর্তাস্মি কিমন্যং প্রিয়মাহবে ॥ ৪৯ ॥

মাতুল, রাধেয়ক্রোধবশাদনার্যমস্মাভিরাচরিতম্। অতস্ত্বমপি তাবদস্য রাজ্ঞঃ পার্শ্ববর্তী ভব।

কৃপঃ—গচ্ছাম্যহমত্র প্রতিবিধাতুম্। ভবানপি শিবিরসন্নিবেশমেব প্রতিষ্ঠতাম্। (পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তৌ।)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি প্রহারমূর্চ্ছিতং রথস্থং দুর্যোধনমপহরন্ সূতঃ। সূতঃ সসংভ্রমম্ পরিক্রামতি।) (নেপথ্যে।)

ভো ভোঃ বাহুবলাবলেপপ্রবর্তিতমহাসমরদোহদাঃ কৌরবপক্ষপাত পণীকৃতপ্রাণদ্রবিণসঞ্চয়া নরপতয়ঃ, সংস্তভ্যস্তাং সংস্তভ্যস্তাং নিহতদুঃশাসনপীতাবশেষশোণিতস্নপিতবীভৎসবেষবৃকোদরদর্শন ভয় পরিস্খলৎপ্রহরণানি রণাৎ প্রদ্রবন্তি বলানি।

সূতঃ—(বিলোক্য) কথমেষ ধবলচপলচামরচুম্বিতকনককমণ্ডলুনা শিখরাববন্ধবৈজয়ন্তীসূচিতেন হতগজবাজিনরকলেবরসহস্রসংমর্দবিষমোৎখাতকৃতকলকলকিঙ্কিনীজালমালিনা রথেন শরবর্ষস্তম্ভিতপরচক্রপরাক্রমপ্রসরঃ প্রদ্রুতানাত্মবলমাশ্বাসয়ন্ কৃপঃ কিরীটিনাভয়ুক্তমঙ্গরাজমনুসরতি হন্ত জাতমস্মদ্বলানামবলম্বনম। (নেপথ্যে কলকলানন্তরম্)

ভো ভোঃ অস্মদ্দর্শনভয়স্খলিতকার্মুককৃপাণতোমরশক্তয়ঃ কৌরবচমূভটাঃ পাণ্ডবপক্ষপাতিনশ্চ যোধাঃ, ন ভেতব্যম্। অয়মহং নিহতদুঃশাসনপীবরোরঃস্থলক্ষত জাসবপানমদোদ্ধতো রভসগামী স্তোকাবশিষ্ট-প্রতিজ্ঞামহোৎসবঃ কৌরবরাজস্য দ্যূতনির্জিতো দাসঃ পার্থমধ্যমো ভীমসেনঃ সর্বান্ ভবতঃ সাক্ষীকরোমি। শ্রূয়তাম্।

রাজ্ঞো মানধনস্য কার্মুকভৃতো দুর্যোধনস্যাগ্রতঃ
প্রত্যক্ষং কুরুবান্ধবস্য মিষতঃ কর্ণস্য শল্যস্য বা।
পীতং তস্য ময়াদ্য পাণ্ডববধূকেশাম্বরাকর্ষিণঃ
কোষ্ণং জীবত এব তীক্ষ্ণকরজক্ষুণ্ণাদসৃগ্ বক্ষসঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ—(শ্রুত্বা সভয়ং) কথমাসন্ন এব দুরাত্মা কৌরবরাজপুত্র মহাবনোৎপাতমারুতো মারুতিঃ। অনুপলব্ধসংজ্ঞশ্চ মহারাজঃ। ভবতু। দূরমপহরামি স্যন্দনম্। কদাচিদ্দুঃশাসন ইবাস্মিন্নপ্যয়মনার্যোঽনার্যমাচরিষ্যতি। (ত্বরিতং পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) অয়ে অয়মসৌ সরসীসরোজবিলোলনসুরভিশীতলমাতরিশ্বসংবাহিতসান্দ্রকিসলয়ো ন্যগ্রোধপাদপঃ। উচিতা বিশ্রামভূমিরিয়ং সমরব্যাপারখিন্নস্যবীরজনস্য। অত্রস্থিতশ্চায়মুচিততালবৃন্তেন হরিচন্দনচ্ছটাশীতলেনাপ্রযত্নসুরভিণা দশাপরিণাম-

যোগ্যেন সরসীসমীরণেনায়ুনা গতক্লমো ভবিষ্যতি মহারাজঃ। ল্যুনকেতুশ্চায়ং রথোঽনিবারিত এব প্রবেক্ষ্যতি ছায়াম্। (ইতি প্রবেশং রূপয়িত্বা।) কঃ কোঽত্র ভোঃ। (সমন্তাদবলোক্য) কথং ন কশ্চিদত্র পরিজনঃ। নূনং তথাবিধস্য বৃকোদরস্য দর্শনাদেবংবিধস্য চ স্বামিনস্ত্রাসেন শিবিরসন্নিবেশমেব প্রবিষ্টঃ। কষ্টং ভো কষ্টম্।

দত্ত্বা দ্রোণেন পার্থাদভয়মপি ন সংরক্ষিতঃ সিন্ধুরাজঃ
ক্রূরং দুঃশাসনেঽস্মিন্ হরিণ ইব কৃতং ভীমসেনেন কর্ম।
দুঃসাধ্যামপ্যরীণাং লঘুমিব সমরে পূরয়িত্বা প্রতিজ্ঞাং
নাহং মন্যে সকামং কুরুকুলবিমুখং দৈবমেতাবতাপি ॥ ২ ॥

(রাজানমবলোক্য) কথমদ্যাপি চেতনং ন লভতে মহারাজঃ। ভোঃ কষ্টম্। (নিশ্বস্য—)

মদকলিতকরেণুভজ্যমানে
বিপিন ইব প্রকটৈকসালশেষে।
হতসকলকুমারকে কুলেঽস্মিং-
স্ত্বমপি বিধেরবলোকিতঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৩ ॥

(আকাশে লক্ষ্যং দত্ত্বা) ননু ভো হতবিধে, ভরতকুলবিমুখ,

অক্ষতস্য গদাপাণেরনারূঢ়স্য সংশয়ম্।
এষাপি ভীমসেনস্য প্রতিজ্ঞা পূর্যতে ত্বয়া ॥ ৪ ॥

দুর্যোধনঃ—(শনৈরুপলব্ধসংজ্ঞঃ) আঃ, শান্তিরস্তি দুরাত্মনো বৃকোদরহতকস্য ময়ি জীবতি দুর্যোধনে প্রতিজ্ঞাং পূরয়িতুম্। বৎস, দুঃশাসন, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। অয়মহমাগতোঽস্মি ননু। সূত, প্রাপয় রথং তমেবোদ্দেশং যত্র বৎসো মে দুঃশাসনঃ।

সূতঃ—আয়ুষ্মন্, অক্ষমাঃ সম্প্রতি বাহাস্তে রথমুদ্বোঢুম্। (অপবার্য) মনোরথং চ।

দুর্যোধনঃ—(রথাদবতীর্য, সগর্বং সাকূতং চ) কৃতং স্যন্দনগমনকালাতিপাতেন।

সূতঃ—(সবৈলক্ষ্যং সকরুণং চ) মর্ষয়তু মর্ষয়তু দেবঃ।

দুর্যোধনঃ—ধিক্ সূত, কিং রথেন। কেবলমরাতিবিমর্দসংঘট্টসঞ্চারো দুর্যোধনঃ খল্বহম্। তদ্গদামাত্রসহায়ং সমরভুবমবতরামি।

সূতঃ—দেব, এবমেতৎ।

দুর্যোধনঃ—যদ্যেবং কিমেবং ভাষসে। পশ্য—

বালস্য মে প্রকৃতিদুর্ললিতস্য পাপঃ
পাপং ব্যবস্যতি সমক্ষমুদায়ুধোঽসৌ।
অস্মিন্নিবারয়সি কিং ব্যবসায়িনং মাং
ক্রোধো ন নাম করুণাঽপি ন চ তেঽস্তি লজ্জা ॥ ৫ ॥

সূতঃ—(সকরুণং পাদয়োর্নিপত্য) এতদ্বিজ্ঞাপয়ামি। আয়ুষ্মন্, সম্পূর্ণপ্রতিজ্ঞেন নিবৃত্তেন ভবিতব্যমিদানীং দুরাত্মনা বৃকোদরহতকেন। অত এবং ব্রবীমি।

দুর্যোধনঃ—(সহসা ভূমৌ পতন্) হা বৎস দুঃশাসন, হা মদাজ্ঞাবিরোধিতপাণ্ডব, হা বিক্রমৈকরস, হা মদঙ্কদুর্ললিত, হা অরাতিকুলগজঘটামৃগেন্দ্র, হা যুবরাজ,

ক্বাসি। প্রযচ্ছ মে প্রতিবচনম্। (ইতি নিঃশ্বস্য মোহমুপগতঃ।)

সূতঃ—রাজন্ সমাশ্বাসিহি সমাশ্বাসিহি।

দুর্যোধনঃ—(সংজ্ঞাং লব্ধা নিঃশ্বস্য)

যুক্তো যথেষ্টমুপভোগসুখেষু নৈব
ত্বং লালিতোঽপি হি ময়া ন বৃথাগ্রজেন।
অস্যাস্তু বৎস তব হেতুরহং বিপত্তে-
র্যৎকারিতোঽস্যবিনয়ং ন চ রক্ষিতোঽসি ॥ ৬ ॥

(ইতি পততি)

সূতঃ—আয়ুষ্মন্, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

দুর্যোধনঃ—ধিক্ সূত, কিমনুষ্ঠিতং ভবতা।

রক্ষণীয়েন সততং বালেনাজ্ঞানুবর্তিনা।
দুঃশাসনেন ভ্রাত্রাহমুপহারেণ রক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

সূতঃ—মহারাজ, মর্মভেদিভিরিষুতোমরশক্তিপ্রাসবর্ষৈর্মহারথানামপহৃতচেতনস্ত্বামিনিশ্চেষ্টঃ কৃতো মহারাজ ইত্যপহৃতো ময়া রথঃ।

দুর্যোধনঃ—সূত, বিরূপং কৃতনবানসি।

তস্যৈব পাণ্ডবপশোরনুজদ্বিষো মে
ক্ষৌভৈর্গদাশনিকৃতৈর্ন বিবোধিতোঽস্মি।
তামেব নাধিশয়িতো রুধিরার্দ্রশয্যাং
দৌঃশাসনীং যদহমাশু বৃকোদরো বা ॥ ৮ ॥

(নিঃশ্বস্য নভো বিলোক্য) ননু ভো হতবিধে, কৃপাবিরহিত, ভরতকুলবিমুখ, অপি নাম ভবেন্মৃত্যুর্ন চ হন্তা বৃকোদরঃ।

সূতঃ—শান্তং পাপং, শান্তং পাপম্। মহারাজ, কিমিদম্।

দুর্যোধনঃ—ঘাতিতাশেষবন্ধোর্মে কিং রাজ্যেন জয়েন বা ॥ ৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি শরপ্রহারব্রণবন্ধপট্টিকালঙ্কৃতকায়ঃ সুন্দরকঃ।)

সুন্দরকঃ—অজ্জা, অবি ণাম ইমস্সিং উদ্দেসে সারহিদুইও দিঠ্ঠো তুম্হেহি মহারাজদুজ্জোহণো ণ বেত্তি। (নিরূপ্য) কহং ণ কোবি মন্তেদি। হোদু। এদাণং বন্ধ পরিঅরাণং পুরিসাণং সমূহো দীসই। এত্থ গদুঅ পুচ্ছিস্সম্। (পরিক্রম্য বিলোক্য চ) কহং এদে ক্খু সামিণো গাঢ়প্পহারহদস্স ঘণসন্নাহ জালদুব্ভেজ্জমুহেহিং কঙ্কবত্তেহিং হিঅআদো সল্লাঈ উদ্ধরন্তি। তা ণ ক্খু এদে জাণন্তি। হোদু। অন্নদো বিচিণইস্সম্। (অগ্রতোঽবলোক্য কিঞ্চিৎ পরিক্রম্য) ইমে ক্খু অবরে পহুদদরা সংগদা বীরমনুস্সা দীসন্তি। এত্থ গদুঅ পুচ্ছিস্সম্। (উপগম্য) হংহো জাণহ তুম্হে কস্সিং উদ্দেসে কুরুণাহো বট্টই ত্তি। (দৃষ্টা) কহং এদেবিমং পেক্খিঅ অহিঅদরং রোঅন্তি। তা ণ ক্খু এদে বি জাণন্তি। হা, অদিকরুণং ক্খু এত্থ বট্টই। এসা বীলমাদা সমলাবিণিহদং পুত্তঅং সুণিঅ রত্তংসুঅনিবসণাএ বসণাএ সমগ্গভূসণাএ বহুএ সহ অণুমরদি। (সশ্লাঘং) সাহু বীরমাদে, সাহু। অন্নস্সিং বি জম্মন্তরে অণিহদপুত্তআ হুবিস্সদি। হোদু। অন্নদো পুচ্ছিস্সম্। (অন্যতো বিলোক্য) অঅং অবরো বহুপ্পহারণিহদকাও আকন্দশ্বণবন্ধো এত্থ

জোহসমূহো ইমং সুণ্ণাসণং তুলংগমং উবলহিঅ রোইদি। ণূণং এদাণং এত্থ এব্ব সামী বাবাসিদো। তাণ ক্‌খু এদে বি জাণন্দি। হোদু। অণ্ণদো গদুঅ পুচ্ছিস্‌সম্‌। (সর্বতো বিলোক্য) কহং সব্বো এব্ব অবত্থাণুরূবং ব্বসণং অণুভবন্তো ভাঅধেঅ বিসমসীলদাএ পজ্জাউলো জণো। তা কং দাণী এত্থ পুচ্ছিস্‌সম্‌। কং বা উবালহিস্‌সম্‌। হোদু। সঅং এব্ব এত্থ বিচিণইস্‌সম্‌। (পরিক্রম্য) হোদু। দেব্বং দাণীং উবালহিস্‌সম্‌। হংহো দেব্ব, এআদসাণং অক্‌খোহিণীণং ণাহো জেট্‌ঠো ভাদুসদস্‌স ভত্তা গঙ্গেঅদ্দোণঙ্গরাঅসল্লকিবকিদবম্মঅস্‌সত্থামপ্পমুহস্‌স রাঅচক্কস্‌স সঅলপ্পুহবীমণ্ডলেক্কণাহো মহারাঅদুজ্জোহণো বি অণ্ণীসীঅদি। অণ্ণেসীঅন্তো বি ণ জাণীঅদি কস্‌সিং উদ্দেসে বট্টই ত্তি। (বিচিন্ত্য নিঃশ্বস্য চ) অহবা কিং এত্থ দেবং উবালহামি। তস্‌স ক্‌খু এদং ণিব্‌ভচ্ছিঅবিউরবঅণবীঅস্‌স অবধীরিদপিদামহহিদোবদেসংকুরস্‌স সউণিপ্পোচ্ছাহণাদিবিরূঢমূলস্‌স জদুগেহজূদবিসসাহিণো সংভূদচিরআলসংবদ্ধবৈরালবালস্‌স পঞ্চালীকেসগ্‌গহণকুসুমস্‌স ফলং পরিণমদি। (অন্যতো বিলোক্য) জহা এত্থ এসো বিবিহরদিণপ্পহাসংবলিদসুরকিরণপ্পসুদসক্কচাবসহস্‌স সংপূরিদদসদিসামুহো লূণকেদবংসো রহো দীসই, তা অহং তক্কেমি অবস্‌সং এদিণা মহারাঅদুজ্জোহণস্‌স বিস্‌সামুদ্দেসেণ হোদব্বং ত্তি। জাব ণিরূবেমি। (উপগম্য দৃষ্ট্বা নিঃশ্বস্য চ) কধং এআধহাণং অক্‌খোহিণীণং ণাঅকো ভবিঅ মহারাও দুজ্জোহণো পইদ্রপুরিসো বিঅ অসালহণীএ ভূমিএ উববিট্ঠো চিট্‌ঠদি। অধ বা তস্‌স ক্‌খু এদং পঞ্চালী কেসগ্‌গহকুসুমস্‌স ফলং পরিণমদি।

(উপসৃত্য সূতং সংজ্ঞয়া পৃচ্ছতি)

(আর্যা অপি নামাস্মিন্নুদ্দেশে সারথিদ্বিতীয়ো দৃষ্টো যুষ্মাভির্মহারাজদুর্যোধনো ন বেতি। (নিরূপ্য) কথং ন কোঽপি মন্ত্রয়তে। ভবতু। এতেষাং বদ্ধপরিকরাণাং পুরুষাণাং সমূহো দৃশ্যতে। অত্র গত্বা প্রক্ষ্যামি। (পরিক্রম্য বিলোক্য চ) কথমেতে খলু স্বামিনো গাঢ়প্রহতস্য ঘনসন্নাহজালদুর্ভেদ্যমুখৈঃ কঙ্কপত্রৈর্হৃদয়াচ্ছল্যানুদ্ধরন্তি। তন্নেবেতে জানন্তি। ভবতু। অন্যতো বিচেষ্যামি। (অগ্রহতোঽবলোক্য কিঞ্চিৎ পরিক্রম্য) ইমে খল্বপরে প্রভূততরাঃ সংগতা বীরমনুষ্যা দৃশ্যন্তে। তদত্র গত্বা প্রক্ষ্যামি। (উপগম্য) হংহো জানীথ যূয়ং কস্মিন্নুদ্দেশে কুরুনাথো বর্ততে ইতি। (দৃষ্ট্বা) কথমেতেঽপি মাং প্রেক্ষ্যাধিকতরং রুদন্তি। তন্ন খল্বেতেঽপি জানন্তি! হা অতিকরুণং খল্বত্র বর্ততে। এষা বীরমাতা সমরবিনিহতং পুত্রকং শ্রুত্বা রক্তাংশুকনিবসনয়া সমগ্রভূষণয়া বধ্বা সহানুম্রিয়তে। (সশ্লাঘং) সাধু বীরমাতঃ সাধু। অন্যাস্মিন্নপি জন্মান্তরে অনিহতপুত্রকা ভবিষ্যসি। ভবতু। অন্যতঃ প্রক্ষ্যামি। (অন্যতো বিলোক্য) অয়মপরো বহুপ্রহারনিহতকায়োঽকৃতব্রণবন্ধ এব যোধসমূহ ইমং শূন্যাসনং তুরঙ্গমমুপলভ্য রোদিতি। নূনমেতেষামত্রৈব স্বামী ব্যাপাদিতঃ। তন্ন খল্বেতেঽপি জানন্তি। ভবতু। অন্যতো গত্বা প্রক্ষ্যামি। (সর্বতো বিলোক্য) কথং সর্ব এবাবস্থানুরূপং ব্যসনমনুভবন্ ভাগধেয়বিষমশীলতয়া পর্যাকুলো জনঃ। তৎ কমিদানীমত্র প্রক্ষ্যামি।

কং বোপালপ্স্যে। ভবতু। স্বয়মেবাত্র বিচেষ্যামি। (পরিক্রম্য) ভবতু দেবমিদানীমুপালপ্স্যে। হং হো দেব, একাদশানামক্ষৌহিণীনাং নাথো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃশতস্য ভর্তা গাঙ্গেয়দ্রোণাঙ্গরাজশল্যকৃপকৃতবর্মাশ্বত্থামপ্রমুখস্য রাজচক্রস্য সকলপৃথ্বীমণ্ডলৈকনাথো মহারাজদুর্যোধনোঽপ্যন্বিষ্যতে। অন্বিষ্যমাণেঽপি ন জ্ঞায়তে কস্মিন্নুদ্দেশে বর্ত্ত ইতি। (বিচিন্ত্য নিঃশ্বস্য চ) অথবা কিমত্র দৈবমুপালভে। তস্য খল্বিদং নির্ভর্ৎসিতবিদুরবচনবীজস্যাধীরিতপিতামহহিতোদেশাঙ্কুরস্য শকুনিপ্রোৎসাহনাদিবিরূঢ়মূলস্য জতুগৃহদ্যূতবিষশাখিনঃ সম্ভূতচিরকালসংবন্ধবৈরাবৈরালবালস্য পাঞ্চালীকেশগ্রহণকুসুমস্য ফলং পরিণমতি। (অন্যতো বিলোক্য) যথাত্রৈব বিবিধরত্নপ্রভাসংবলিত-সূর্যকিরণপ্রসূতশক্রচাপসহস্র-সংপূরিত-দশাদিশামুখো লূনকেতুবংশো রথো দৃশ্যতে, তদহং তর্কয়াম্যবশ্যমেতেন মহারাজদুর্যোধনস্য বিশ্রামোদ্দেশেন ভবিতব্যমিতি। যাবন্নিরূপয়ামি। (উপগম্য দৃষ্ট্বা নিঃশ্বস্য চ) কথমেকাদশানামক্ষৌহিণীনাং নায়কো ভূত্বা মহারাজো দুর্যোধনঃ প্রাকৃতপুরুষ ইবাশ্লাঘনীয়ায়াং ভূমাবুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি। অথ বা তস্য খল্বিদং পাঞ্চালীকেশগ্রহকুসুমস্য ফলং পরিণমতি।

(উপসৃত্য সূতং সংজ্ঞয়া পৃচ্ছতি)

সূতঃ—(দৃষ্ট্বা) অয়ে কথং সংগ্রামাৎ সুন্দরকঃ প্রাপ্তঃ।

সুন্দরকঃ—(উপগম্য) জঅদু জঅদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ।)

দুর্যোধনঃ—(বিলোক্য) অয়ে সুন্দরকঃ, কচ্চিৎ কুশলমঙ্গরাজস্য।

সুন্দরকঃ—দেব, কুসলং সরীরমেত্তকেণ। (দেব, কুশলং শরীরমাত্রকেণ।)

দুর্যোধনঃ—কিং কিরীটিনাস্য নিহতা ধৌরেয়া হতঃ সারথির্ভগ্নো বা রথঃ।

সুন্দরকঃ—দেব, ণ ভগ্গো রহো।' সে মণোরহো। (দেব, ন রথঃ। অস্য মনোরথঃ।

দুর্যোধনঃ—কিমবিস্পষ্টকথিতৈরাকুলমপি পর্যাকুলয়সি মে হৃদয়ম্। তদলং সম্ভ্রমেণ। অশেষতো বিস্পষ্টং কথ্যতাম্।

সুন্দরকঃ—জং দেবো আণবেদি। দেবস্স মউড়মণিপ্পহাবেণ অবণীদা মে রণপ্পহারবেঅণা (ইতি সাটোপং পরিক্রম্য) সুণাদু দেবো। অজ্জীদানীং কুমালদুস্সাসণবহ (ইত্যর্ধোক্তে মুখমাচ্ছাদ্য শঙ্কাং নাটয়তি।) (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। মুকুটমণিপ্রভাবেণাপনীতা মে রণপ্রহারবেদনা। শৃণোতু দেবঃ। অদ্যেদানীং কুমারদুঃশাসনবধ—(ইত্যর্ধোক্তে মুখমাচ্ছাদ্য শঙ্কাং নাটয়তি)

সূতঃ—সুন্দরক কথয় কথিতমেব দেবেন।

দুর্যোধনঃ—কথ্যতাম্। শ্রুতমস্মাভিঃ।

সুন্দরকঃ—(স্বগতং) কথং দুস্সাসণবহো সুদো দেবেণ। (প্রকাশং) সুণাদু দেবো। অজ্জ দাব কুমালদুস্সাসণবহামরিসিদেণ সামিণা অঙ্গরাএণ কিদকুডিলভিউডিভঙ্গভীসণললাডবট্টেণ অবিণ্ণাদসন্ধান তীক্খমোক্খনিক্খিও সরধারবরিসিণা অভিজুত্তো সো দুরাচারো দুস্সাসণ বৈরিও মজ্ঝমপণ্ডবো। (স্বগতং) কথং দুঃশাসনবধঃ শ্রুতো দেবেন। (প্রকাশং) শৃণোতু দেবঃ। অদ্য তাবৎ কুমারদুঃশাসনবধামর্ষিতেন স্বামিনাঙ্গরাজেন কৃতকুটিলভ্রূকুটীভঙ্গভীষণললাটপট্টেনাবিজ্ঞাতসন্ধানতীক্ষ্ণমোক্ষনিক্ষিপ্তশরধারাবর্ষিণাভি-

যুক্তঃ স দুরাচারো দুঃশাসনবৈরী মধ্যমপাণ্ডবঃ।

উভৌ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, উহঅবলভিলন্ত দীপ্পন্তকরিতুরঅপদাদিসমুব্ভূদধূলিণিঅরেণ পজ্জত্থগঅঘড়া সংঘাদেণ অ বিত্থরন্তেন অন্ধআরেণ অন্ধীকিদং উহঅবলম্। ণহু গগণতলং লক্খীঅদি। (ততো দেব, উভয়-বল-মিলদ্দীপ্যমান-করি-তুরগ-পদাতি-সমুদ্ভূত-ধূলিনিকরেণ পর্যস্তস্তদ্গজঘটাসংঘাতেন স বিস্তীর্যমাণে নান্ধকারেণান্ধীকৃতমুভয়বলম্। ন খ্খু গগনতলং লক্ষ্যতে।)

উভৌ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, দুরাকড্টিঅধনুগ্গুণাচ্ছোটণটংকারেণ গম্ভীরভীসণেণ জানীঅদি গজ্জিদং পলঅজলহণেণ ত্তি।

(ততো দেব, দুরাকৃষ্টধনুর্গুণাচ্ছোটনটংকারেণ গম্ভীরভীষণেন জ্ঞায়তে গর্জিতং প্রলয়জলধরেণেতি।)

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব দোহিণং বি তাণং অণ্ণোণ্ণসিংহণ্ণাদগজ্জিদপিসুণং বিবিহ পরিমুক্কপহরণাহদকবঅসংসালিদজলণবিজ্জুচ্ছডাভসুরং গম্ভীরত্থণিও চাপজলহুরং পসরন্ত সরধারা সহস্স বরিসং জাদং সমরদুদ্দিণং। (ততোদেব, দ্বয়োরপি তয়োরন্যোন্যসিংহনাদগর্জিতপিশুনং বিবিধপরিমুক্ত-প্রহরণাহতকবচসংগলিতজ্জলনবিদ্যুচ্ছটাভাসুরং গম্ভীরস্তনিতচাপজলধরং প্রসবচ্ছরধারা-সহস্রবর্ষি জাতং সমরদুর্দিনম্।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, এদস্সিং অন্তরে জেট্‌ঠসসু ভাদুণো পরিভবসঙ্কিণা ধনঞ্জএণ বজ্জণিগ্ঘাদণিঘোসবিসমরসিন্ধঅঅগ্গটিঠদমহাবাণরো তুরঙ্গমসংবাহণবাপিদবাসুদেবসংখচক্কাসিগদালঞ্ছিদচউব্বাহুদণ্ডো আপূরিঅ পঞ্চজন্নদেঅদত্ত তার-রসিদপ্পড়িরব ভরিদ দসদিসামুহকুহুরো ধাবিদো তং উদ্দেসং রহবরো!

(ততো দেব, এতস্মিন্নন্তরে জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ পরিভবশঙ্কিনা ধনঞ্জয়েন বজ্রনির্ঘাতনির্ঘোষ-বিষম-রসিত-ধ্বজাগ্রস্থিত-মহাবানরঃ তুরঙ্গম-সংবাহনব্যাপৃতবাসুদেবশঙ্খচক্রাসিগদালাঞ্ছিতচতুর্বাহুদণ্ড আপূরিতপাঞ্চজন্যদেবদত্ত। তাররসিতপ্রতিরবভরিতদশদিশামুখকুহরো ধাবিতস্তমুদ্দেশং রথবরঃ)।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো ভীমসেন ধনঞ্জএহিং অভিজুত্তং পিদরং পেক্খিঅ সসংভমং বিঅলিঅং অবধূণিঅ রঅণসীসঅং আকণ্ণাকড্টিঠদকঠিণকোদণ্ডজীঁআো দাহিণ হত্তুক্খিও সরপুংখবিঘট্টণ-তুবরাইদসারহিআো তং দেসং উবগদো কুমাল বিসসেণো। (ততো ভীমসেনধনঞ্জয়াভ্যামভিযুক্তং পিতরং প্রেক্ষ্য সসম্ভ্রমং বিগলিতমবধূয় রত্নশীর্ষকম্, আকর্ণাকৃষ্ট-কঠিনকোদণ্ডজীবো দক্ষিণহস্তোৎক্ষিপ্তশরপুঙ্খবিঘট্টনত্বরায়িতসারথিকস্তং দেশমুপগতঃ কুমার-বৃষসেনঃ)!

দুর্যোধনঃ—(সাবষ্টম্ভং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, তেণ আঅচ্ছন্তেন এব্ব কুমাল বিসসেণেণ বিদালিদাসিলদা সমলাসিনেদ্ধপুঙ্খেহিং কঠিণকঙ্কবত্তেহিং কিসণবণ্ণেহিং সানাসিলাণিসিদসামলসল্ল-বন্ধেহিং কুসুমিদো বিঅ তরূ মুহুত্তএণ সিলীমুহেহিং পচ্ছাদিদো ধনঞ্জঅস্স রহবরো। (ততশ্চ দেব, তেনাগচ্ছতৈব কুমারবৃষসেনেন বিদালিতাসিলতাশ্যামল-স্নিগ্ধপুঙ্খৈঃ কঠিনকঙ্কপত্রৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ শাণশিলানিশিতশ্যামলশল্যবন্ধৈঃ কুসুমিত ইব তরূ মুহূর্তেন শিলীমুখৈঃ প্রচ্ছাদিতো ধনঞ্জয়স্য রথবরঃ)।

উভৌ—(সহর্ষং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, তীক্খবিক্খিত্তণিসিদভল্লবাণ বরিসিণা ধনঞ্জএণ ঈসি বিহসিঅ ভণিদমু 'অরে রে বিসসেণ, পিদুণোবিদাবদেণ জত্তং মহকুবিদস্স অভিমুহ ঠাদুমু। কিং উণ ভবদো বালস্স। তা গচ্ছ। অবরেহিং কুমারেহিং সহ আঅোধেহি' ত্তি। এব্বং বাঅংণিসমিঅ গুরুঅণাহিক্খেবেণ উদ্দীবি অকোবো-পরত্তমুহমণ্ডল বিঅম্ভিতঅ ভিউডিঙ্গভীসণেণ চাবধারিণা কুমালবিসসেণেণ মম্ম-ভেদএহিং পরুসবিসমেহিং সুদিবহকিদপ্পণএহিং ণিব্‌ভচ্ছিদো গণ্ডীবী বাণেহিং ণ উণ দুট্ঠ বঅণেহিং। (ততো দেব, তীক্ষ্ণবিক্ষিপ্তনিশিতভল্লবাণবর্ষিণা ধনঞ্জয়েনেষদ্বিহস্য ভণিতম্—অরে রে বৃষসেন, পিতুরপি তাবত্তেন যুক্তং মম কুপিতস্যাভিমুখং স্থাতুম্। কিং পুনর্ভবতো বালস্য। তদ্‌গচ্ছ অপরৈঃ কুমারৈঃ সহায়ুধ্যস্ব' ইতি। এবং বাচং নিশম্য গুরুজনাধিক্ষেপেণোদ্দীপিতকোপোপরক্ত-মুখমণ্ডল বিজৃম্ভিত ভ্রূকুটীভঙ্গ ভীষণেন চাপধারিণা কুমাব-বৃষসেনেন মর্ম-ভেদকৈঃ পরুষবিষমৈঃ শ্রুতিপথকৃত-প্রণয়ৈনিভর্ংসিতো গাণ্ডীবী বাণৈর্ন পুনর্দুষ্টবচনৈঃ।

দুর্যোধনঃ—সাধু বৃষসেন, সাধু। সুন্দরক, ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, নিসিদসরাভিঘাদবেঅণোবজাদমন্নুণা কিরীটিনা চণ্ডগণ্ডীব-জীআসদ্দণিজিদবজ্জণিগ্ঘাদঘোসেণ বাণণিপড় ণ পড়িসিদ্ধদংসণপ্পসরেণ পত্থুদং সিক্খাবলাণুরুবংকিং বি অচ্চরিঅমু। (ততো দেব, নিশিতশরাভি-ঘাতবেদনোপজাতমন্যুনাকিরীটিনা চণ্ডগাণ্ডীবজীবাশব্দ-নির্জিত-বজ্রনির্ঘাত-ঘোষেণ বাণ-নিপতনপ্রতিবিদ্ধদর্শনপ্রসরেণ প্রস্তুতং শিক্ষাবলানুরূপং কিমপ্যাশ্চর্যম্)।

দুর্যোধনঃ—(সাকূতং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, তং তারিসং পেক্খিঅ সত্তুণো সমরব্যাবার চউরত্তণং আবিভাবি-দতূণীর মুহধণুগুণগমণাগমণ সরসন্ধাণমোক্খচতুলকরঅলেণ কুমাল বিসসে-ণেণ বি সবিসেসং পত্থুদং সমলকম্ম। (তদো দেব, তত্তাদৃশং প্রেক্ষ্য শত্রোঃ সমরব্যাপারচতুরত্বমাবিভাবিততূণীরমুখধনুর্গুণগমনাগমনশরসন্ধানমোক্ষচটুলকর-তলেন কুমারবৃষসেনেনাপি প্রস্তুতং সমরকর্ম)।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, এত্থন্তরে বিমুক্কসমরব্যাবারো মুহুত্তবিসসামিতবৈরাণুবন্দো দোণং বিকুরুরাঅপণ্ডববলাণং 'সাহু কুমালবিসসেণ, সাহু' ত্তি কিদ কলঅলো বীরলো আে অবলোইদুং পউত্তো। (ততো দেব, অত্রান্তরে বিমুক্ত-সমরব্যাপারো মুহূর্তবিশ্রমিতবৈরানুবন্ধো দ্বয়োরপি কুরুরাজপাণ্ডববলয়োঃ 'সাধু কুমার-

বৃষসেন সাধু' ইতি কৃতকলকলো বীরলোকোঽবলোকয়িতুং প্রবৃত্তঃ)।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অদেব, অবজীরিদসঅলরাঅ ধাণুক্কচক্কপরাক্কমসালিণো সুদস্স তহাবিহেণ সমলকম্মালম্ভেণ হরিসরোসকরুণা সঙ্কটে বট্টমানস্স সামিণো অঙ্গরাঅস্স নিবড়িআ সরপন্ধই ভীমসেণে বপ্ফপজ্জাউলা দিট্‌ঠি কুমালবিসসেণে। (ততশ্চ দেব, অবধীরিত-সকলরাজ-ধানুষ্কচক্রপরামশালিনঃ সুতস্য তথাবিধেন সমরকর্মারম্ভেণ হর্ষরোষকরুণাসংকটে বর্তমানস্য স্বামিনোঽঙ্গরাজস্য নিপতিতা শরপদ্ধতি-ভীমসেনে; বাষ্পপর্যাকুলা দৃষ্টিঃ কুমারবৃষসেনে)।

দুর্যোধনঃ—(সভয়ং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, উভঅ বলপ্পউত্তসাহুকারামরিসিদেণ গাণ্ডীবিণা তুরগেসু সারহিং বি রহবরে ধণুবি জীআইং বি ণলিন্দনচ্ছণে সিদাদবত্তে বি অ ব্যাব্যরিদো সমং সিলীমুহাসারো। (ততশ্চ দেব, উভয়বলপ্রবৃত্তসাধুকারামর্ষিতেন গাণ্ডীবিনা তুরগেষু সারথাবপি রথবরেধনুর্ষ্যপি জীবায়ামপি নরেন্দ্রলাঞ্ছনে সিতাতপত্রেঽপি চ ব্যাপারিতঃ সমং শিলীমুখাসারঃ)।

দুর্যোধনঃ—(সভয়ং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, বিরহো লুণগুণকোদণ্ডো পরিব্ভমণমেত্তব্যাবারো মণ্ডলাগেগেণ বিঅরিদুংপউত্তো কুমালবিসসেণো। (ততো দেব, বিরথো লূনগুণ-কোদণ্ডঃ পরিভ্রমণ-মাত্রাব্যাপারো মণ্ডলাগ্রেণ বিচরিতুং প্রবৃত্তঃ কুমারবৃষসেনঃ।)

দুর্যোধনঃ—(সাশংকং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, সুদরহবিদ্ধংসণামরিসিদেণ সামিণা অঙ্গরাএণ অগণিদভীমনেণাভিজোএণ পড়িমুক্কো ধনংজঅস্স উবরি সিলীমুহাসারো। কুমালো বি পরিজণোবেদীনং অন্নং রহং আরুহিঅ পুণো বিপ্পউত্তো ধণংজএণ সহ আওোধেদুম্। (ততো দেব, সুতরথবিধ্বংসনামর্ষিতেন স্বামিনাঙ্গরাজেনাগণিতভীমসেনাভিযোগেন পরিমুক্তো ধনঞ্জয়স্যোপরি শিলীমুখাসারঃ। কুমারোঽপি পরিজনোপনীতমন্যং রথমারুহ্য পুনরপি প্রবৃত্তো ধনঞ্জয়েন সহাযোদ্ধুম্।)

উভৌ—সাধু বৃষসেন, সাধু। ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, ভণিদং অ কুমালেণ 'রে রে তাদাহিকেখবুহল মজ্ঝমপণ্ডব, মম সরা তুহ সরীরং উজ্ঝিঅ অন্নস্মিনং ণ নিবড়ন্তি' ত্তি ভণিঅ সরসহস্সে হিং পণ্ডবসরীরঃ পচ্ছাদিঅ সংহণাদেব গজ্জিদুং পউত্তো। (ততো দেব, ভণিতং চ কুমারেণ—'রে রে তাতাধিক্ষেপমুখর মধ্যমপাণ্ডব, মম শরাস্তব শরীরমুজ্ঝিত্বান্যস্মিন্ন নিপতন্তি' ইতি ভণিত্বা শরসহস্রৈঃ পাণ্ডবশরীরং প্রচ্ছাদ্য সিংহনাদেন গর্জিতুং প্রবৃত্তঃ।

দুর্যোধনঃ—(সবিস্ময়ং) অহো, বালস্য পরাক্রমো মৃধস্বভাবেঽপি। ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, তং সরসংপাদং সমবধূণিঅণিসিদসরাভিঘাদজাদমন্নুণো কিরীটিণা গহিদা রহুচ্ছঙ্গাদো কুণণ্ডকণঅকিঙ্কিণী জালঝঙ্কারবিরাইণো সেহোবরোহবিমুক্কণহথলনিম্মলানিসিদসামলসিণিদ্ধমুহী বিবিহ রঅণপ্পহাভাসুরভীসণরমণি অদংসণাসত্তী বিমুক্কা কুমালাহিমুহো। (ততশ্চ দেব,

তং শরসম্পাতং সমবধূয় নিশিতশরাভিঘাতজাতমন্যুনা কিরীটিনা গৃহীতা রথোৎসঙ্গাৎ ক্বনৎকনককিঙ্কিণীজালঝংকারবিরাবিণী মেঘোপরোধবিমুক্ত-নভস্তলনির্মলা নিশিতশ্যামলস্নিগ্ধমুখী বিবিধরত্নপ্রভাভাসুরভীষণরমণীয়দর্শনা শক্তির্বিমুক্তা কুমারাভিমুখী।)

দুর্যোধনঃ—(সবিষাদং) অহহ, ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, পজ্জলন্তীং সত্তিং পেক্খিঅ বিঅলিঅং অঙ্গরাঅস্স হত্থাদো সসরং ধণু হিঅ আদো বীরসুলহো উচ্ছাহো ণ অণাদো বাপ্পসলিলং পি। রসিদং অ সিংহণাদং বিওদরেণ। দুক্করং দুক্করং ত্তি আক্কন্দিদং কুরুবলেণ। (ততো দেব, প্রজ্বলন্তীং শক্তিং প্রেক্ষ্য বিগলিতমঙ্গরাজস্য হস্তাৎ সশরং ধনুর্হৃদয়াদ্বীর-সুলভ উৎসাহো নয়নাদ্বাষ্পসলিলমপি। রসিতং চ সিংহনাদং বৃকোদরেণ। দুষ্করং দুষ্করমিত্যাক্রন্দিতং কুরুবলেন।

দুর্যোধনঃ—(সবিষাদং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, কুমাল বিসসেণেণ আকণ্ণুরিদোহিং ণিসিদকখুরপ্পবাণে হিং চিরং ণিজ্ঝইঅ অন্ধপহে এব্ব ভাইরহী বিঅ আঅচ্ছন্তী জধা ভঅবদা বিসমলোঅণেণ তধা তিধা কিদা সত্তী। (ততো দেব, কুমারবৃষসেননাকর্ণ-পূরিতৈর্নিশিতক্ষুরপ্রবাণৈশ্চিরং নির্বাধিপথ এব ভাগীরথীব গচ্ছন্তী যথা ভগবতা বিষম-লোচনেন তথা ত্রিধা কৃতা শক্তিঃ।)

দর্যোধনঃ—সাধু বৃষসেন, সাধু।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, এদস্সিং অন্তরে কলমুহরেণ জীবলোঅ সাহুবাদেশ অন্তরিদো সমরতূরণিগঘোসো। সিদ্ধচালণগণবিমুক্কুসুমপ্পঅরেণ পচ্ছাদিদং সমলঙ্গণম্। ভণিঅং অং অ সামিণা অঙ্গরাএণ 'ভো বীরবিকোল, অসমত্তো তুহ মহ বি সমলব্যাবারে। তা অণমন্নমংমুহুত্তঅম্। পেক্খাবো দাব বচ্ছস্স তুহভাদুণোঅ ধণুবেদ্দ শিক্খা চউরত্তণম্। তুহ হি এদং পেক্খিদব্বং' ত্তি। (ততশ্চ দেব, এতস্মিন্নন্তরে কলমুখরেণ বীরলোক-সাধুবাদেনান্তরিতঃ সমরতূর্যনির্ঘোষঃ। সিদ্ধচারণগণবিমুক্তকুসুমপ্রকরেণ প্রচ্ছাদিতং সমরাঙ্গনম্। ভণিতং চ স্বামিণাঙ্গরাজেন 'ভো বীর বৃকোদর, অসমাপ্তস্তব মমাপি সমরব্যাপারঃ। তদনুমন্যস্ব মাং মুহূর্তম্। প্রেক্ষাবহে তাবদ্বৎসস্য তব ভ্রাতুশ্চ ধনুর্বেদ-শিক্ষাচতুরত্বম্! তবাপ্যেতৎ প্রেক্ষণীয়' মিতি।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, বিসস্সিমিদাঅোধণব্যাবারা মুহুত্তবিসস্সিমিদণিঅবৈরাণুবন্ধা দুবে বি পেক্খআ ভীমসেণাঙ্গরাআ। (ততো দেব, বিশ্রমিতায়োধনব্যাপারৌ মুহূর্তবিশ্রমিতনিজবৈরানুবন্ধৌ দ্বাবপি প্রেক্ষকৌ জাতৌ ভীমসেনাঙ্গরাজৌ।)

দুর্যোধনঃ—(সাভিপ্রায়ং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, সত্তিখণ্ডণামরিসিদেন গণ্ডীবিণাভণিদম্ অরে রে দুজ্জোহণপ্পমুহা'—(ইত্যাধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি।)

(ততশ্চদেব, শক্তিখণ্ডনামর্ষিতেন গাণ্ডীবিনা ভণিতম্ 'অরে রে দুর্যোধন-প্রমুখাঃ—)

দুর্যোধনঃ—সুন্দরক কথ্যতাম্। পরবচনমেতৎ।

সুন্দরকঃ—সুণাদু দেবো। দুজ্জোহণপমুছা কুরুবলসেণা পহুণো, অরে অবিণয়েণৌ কণ্ণধার কণ্ণ, তুহ্মেহিং মহপরোক্খং বহূহিং মহারহেহিং পড়িবারিঅ এআই মম পুত্তও অহিমণ্ণু ব্বাবাদিদো। অহনং উন তুহ্মাণং পেক্খন্তাণং এব্ব এদং কুমালবিসসেণং সুমরিদব্বসেসং করোমি' ত্তি ভণিঅ সগব্বং আস্ফালিদং ণেণ বজ্জনিগ্ঘাদণিগ্ঘোসভীসণজ্জীআরবং গণ্ডীবম্। সামিণা বি সজ্জীকিদং কালপুট্টম্।

(শৃণোতু দেবঃ। 'অরে দুর্যোধনপ্রমুখাঃ কুরুবলসেনাপ্রভবঃ, অরে অবিনয়-নৌকর্ণধার কর্ণ, যুষ্মাভির্মম পরোক্ষং বহুভির্মহারথৈঃ পরিবৃত্যৈকাকী মম পুত্রকোঽভিমন্যুর্ব্যাপাদিতঃ। অহং পুনর্যুষ্মাকং প্রেক্ষমাণানামেবৈতং কুমার-বৃষসেনং স্মর্তব্যশেষং করোমি'। ইতি ভণিত্বা সগর্বমাস্ফালিতমনেন বজ্রনির্ঘাত-নির্ঘোষভীষণজ্যারবং গাণ্ডীবম্। স্বামিনাপি সজ্জীকৃতং কালপৃষ্ঠম্।

দুর্যোধনঃ—(সাবহিত্থং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, পড়িসিন্ধ ভীমসেণ সমর কম্মারম্ভেণ গাণ্ডীবিনা বিরইদো অঙ্গরা অবিসেণ রহকুলংকসাও দুবে বাণণদী আো। তে হিং বিদুবেহিং অণ্ণোণ্ণদপ্পসদ সিক্খা বিসেসেহিং অভিজুত্তো সো দুরাআরো মজ্ঝমপাণ্ডবো।

(ততশ্চ দেব, প্রতিসিদ্ধ-ভীমসেন-সমর-কর্মারম্ভেণ গাণ্ডীবিনা বিরচিতে অঙ্গরাজ-বৃষসেনরথকুলংকষে দ্বে বাণনদ্যৌ। তাভ্যামপি দ্বাভ্যামন্যোন্যদর্পিতশিক্ষা-বিশেষাভ্যামভিযুক্তঃ স দুরাচারো মধ্যমপাণ্ডবঃ।

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, গণ্ডীবিনা তাররসিদজীআণিগ্ঘোসমেত্তবিণ্ণাদবাণ বরিসেন তহ আআরিদং পত্তিহিং জহ ণ ণহত্তলং ণ সামী ণ রহো ণ ধরণী ণ কুমালো ণ কেদুবংসো ণ বলাইং ণ সারহী ণ তুলঙ্গমা ণ দিসাও ণ বীরলোও অ লক্খীঅদি।

(ততশ্চ দেব, গাণ্ডীবিনা তাররসিতজ্যানির্ঘোষমাত্র-বিজ্ঞাতবাণবর্ষেণ তথা চরিতং পাত্রিভির্যথা ন নভস্তলং ন স্বামী ন রথো ন ধরণী ন কুমারো ন কেতুবংশো ন বলানি ন সারথি র্ন তুরঙ্গমা ন দিশো ন বীরলোকশ্চ লক্ষ্যতে)।

দুর্যোধনঃ—(সবিস্ময়ং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, অদিক্কন্দে সরবরিসে কখণমেত্তং সসিংহণাদে পণ্ডববলে বিমুক্কাক্কন্দে কোরবাদলে উত্থিদো মহন্তো কলঅলো হা হতঃ কুমার বৃষসেনো হা হদো ত্তি।

(ততশ্চ দেব, অতিক্রান্তে শরবর্ষে ক্ষণমাত্রং সসিংহনাদে পাণ্ডববলে বিমুক্তাক্রন্দে কৌরবদল উত্থিতো মহান্ কলকলো হা হতঃ কুমার বৃষসেনো হা হত ইতি)।

দুর্যোধন—(সবাষ্পরোধং) ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, মহন্তী এ বেলাএ পেক্খিঅ হদসারহিতুলঙ্গং লূণাদবত্তবেদুবংসং সগ্গপব্ভট্টং বিঅ সুলকুমালং এক্কেণ েব মম্মভেদিনা সিলীমুহেণ ভিণ্ণদেহং রহমজ্ঝে পবিট্ঠিদং কুমালং আঅদো।

(ততো দেব, মহত্যা বেলয়া প্রেক্ষ্য হতসারথিতুরঙ্গং লূনাতপত্রকেতুবংশং স্বর্গভ্রষ্টমিব সুরকুমারমেকেনৈব মর্মভেদিনা শিলীমুখেন ভিন্নদেহং রথমধ্যে পরিষ্ঠিতং কুমারমাগতঃ।

দুর্যোধনঃ—(সাস্রং) অহহ কুমার বৃষসেন। অলমতঃপরং শ্রুত্বা। হা বৎস বৃষসেন, হা মদঙ্কদুর্ললিত, হা গদাযুদ্ধপ্রিয়, হা রাধেয়কুলপ্ররোহ, হা প্রিয়দর্শন, হা দুঃশাসননির্বিশেষ, হা সর্বগুরুবৎসল, প্রযচ্ছ মে প্রতিবচনম্ !

পর্যাপ্তনেত্রমচিরোদিতচন্দ্রকান্ত
মুদ্ভিদ্যমাননবযৌবনরম্যশোভম্।
প্রাণাপহারপরিবর্তিতদৃষ্টি দৃষ্টং
কর্ণেন তৎ কথমিবাননপঙ্কজং তে ॥১০॥

সূতঃ—আয়ুষ্মন্, অলমত্যন্তদুঃখাবেগেন।

দুর্যোধনঃ—সূত, পুণ্যবন্তো হি দুঃখভাজো ভবন্তি। অস্মাকং পুনঃ—

প্রত্যক্ষং হতবন্ধুনামেতৎপরিভবাগ্নিনা।
হৃদয়ং দহ্যতেঽত্যর্থং কুতোঽদুঃখং কুতো ব্যথা ॥১১॥

(ইতি মোহমুপগতঃ)

সূত—সমাশ্বসিতু সমশ্বেসিতু মহারাজঃ। (ইতি পটান্তেন বীজয়তি)

দুর্যোধনঃ—(লব্ধসংজ্ঞঃ) ভদ্র সুন্দরক, ততো বয়স্যেন কিং প্রতিপন্নমঙ্গরাজেন।

সুন্দরকঃ—তদো অ দেব, তধাবিধস্স পুত্তস্স দংসণেণ সংগলিদং অসুস্তজাদং উজ্ঝিঅ অণবেক্খিদপরপ্পহরণাভিওএণ সামিণা অঙ্গরাএণ অভিজুত্তো ধনঞ্জও। তং অ সুদবহামরিসুদ্দী বিদপরক্কমং তহ পরিক্কমন্তং পেক্খিঅ ণউলসহদেব পঞ্চাল-প্পমুহেহিং অন্তরিদো ধণঞ্জঅস্স রহবরো।

(ততশ্চ দেব, তথাবিধস্য পুত্রস্য দর্শনেন সংগলিতমশ্রুজাতমুজ্ঝিত্বা অনবেক্ষিতপরপ্রহরণাভিযোগেন স্বামিনাঙ্গরাজেনাভিযুক্তো ধনঞ্জয়ঃ। তং চ সুতবধামর্ষোদ্দীপিতপরাক্রমং তথা পরিক্রামন্তং প্রেক্ষ্য নকুলসহদেবপাঞ্চাল-প্রমুখৈরন্তরিতো ধনঞ্জয়স্য রথবরঃ ॥

দুর্যোধনঃ—ততস্ততঃ।

সুন্দরকঃ—তদো দেব, সল্লেণ ভণিদম্, 'অঙ্গরাঅ, হদজলঙ্গমো ভগ্গকুবরো দে রহো ণ জোগ্গো ভীমাজ্জুণে হিং শহ আজুজিঝদুম্' ত্তি পড়িবট্টি দো রহো ওদারিদো সামী সন্দণাদো বহুপ্পআরং অ সমস্সাসিদো। তদো অ সামিণ ণা সুইরং বিলবিঅ পরিঅণোপনীদং অন্নং রহং পেক্খিঅ দীহং ণিস্সসিঅ মই দিট্টি বিণিক্খিত্তা। সুন্দরঅ, এহি ত্তি ভণিদং অ। তদো অহং উবষদো সামি সমীবম্। তদো অবণিঅ সীসট্ঠাণাদো পাট্টিঅং সরীরসংগলিদেহিং সোণিঅ-বিন্দুহিং লিক্তমুহং বাণং কদুঅ অহিলিহিঅ পেসিদো দেবস্স সন্দেসো।

(ততো দেব, শল্যেন ভণিতম্—'অঙ্গরাজ, হততুরঙ্গমো ভগ্নকুবরস্তে রথো ন যোগ্যো ভীমার্জুনাভ্যাং সহাযোদ্ধুম্' ইতি পরিবর্তিতো রথঃ, অবতারিতঃ স্বামী স্যন্দনাদ্বহু প্রকারং চ সমাশ্বাসিতঃ। ততশ্চ স্বামিনা সুচিরং বিলপ্য পরিজনোপনীতমন্যাং রথং প্রেক্ষ্য দীর্ঘং নিঃশ্বস্য ময়ি দৃষ্টির্বিনিক্ষিপ্তা। 'সুন্দরক, এহী'তি ভণিতং চ। ততোঽহমুপগতঃ স্বামিসমীপম্। ততোঽপনীয় শীর্ষস্থানাৎ পট্টিকাং শরীরসংগলিতৈঃ শোণিতবিন্দুভির্লিপ্তমুখং বাণং কৃত্বাভিলিখ্য প্রেষিতো দেবস্য সন্দেশঃ।) (ইতি পট্টিকামর্পয়তি।)

(দুর্যোধনো গৃহীত্বা বাচয়তি।)

যথা—'স্বস্তি মহারাজদুর্যোধনং সমরাঙ্গনাৎ কর্ণ এতদস্তং কণ্ঠে গাঢ়মালিঙ্গ্য বিজ্ঞাপয়তি।

অস্ত্রগ্রামবিধৌ কৃতী ন সমরেষ্বস্যাস্তি তুল্যঃ পুমান্
ভ্রাতৃভ্যোঽপি সমাধিকোঽয়মমুনা জেয়াঃ পৃথাসূনবঃ।
যৎ সম্ভাবিত ইত্যহং ন চ হতো দুঃশাসনারি র্ময়া
ত্বং দুঃখপ্রতিকারমেহি ভুজয়ো র্বীর্ষেণ বাষ্পেণ বা ॥ ১২ ॥

দুর্যোধনঃ—বয়স্য কর্ণ, কিমিদং ভ্রাতৃশতবধদুঃখিতং মামপরেণ বাক্শল্যেন ঘট্টয়সি। ভদ্র সুন্দরক, অথেদানীং কিমারম্ভোঽঙ্গরাজঃ।

সুন্দরকঃ—দেব, অজ্জবি আরম্ভো পুচ্ছীঅদি। অবণীদসরীরাবরণো অপ্পবহকিদণিচ্চও পুণোবি পত্থেণ সহ সমলং মগ্গেদি।

(দেব, অদ্যাপ্যারম্ভঃ পৃচ্ছ্যতে। অপনীতশরীরাবরণ আত্মবধকৃতনিশ্চয়ঃ পুনরপি পার্থেন সহ সমরং মার্গয়তে।)

দুর্যোধনঃ—(আবেগাদাসনাদুত্তিষ্ঠন্) সূত, রথমুপনয়। সুন্দরক, ত্বমপি মদ্বচনাত্ত্বরিততরং গত্বা বয়স্যমঙ্গরাজং প্রতিবোধয়। অলমতিসাহসেন। অভিন্ন এবায়মাবয়োঃ সংকল্পঃ। ন খলু ভবানেকো জীবিতপরিত্যাগাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু—

হত্বা পার্থান্ সলিলমশিবং বন্ধুবর্গায় দত্বা
মুক্ত্বা বাষ্পং সহ কতিপয়ৈর্মন্ত্রিভি শ্চারিভিশ্চ।
কৃত্বান্যোন্যং সুচিরমপুনর্ভাবি গাঢ়োপগূঢ়ং
সন্ত্যক্ষ্যাবো হততনুমিমাং দুঃখিতো নিবৃর্তৌ চ ॥ ১৩ ॥

অথবা শোকং প্রতি ময়া ন কিঞ্চিৎ সন্দেষ্টব্যম্।
বৃষসেনো ন তে পুত্রো ন মে দুঃশাসনোঽনুজঃ।
ত্বাং বোধয়ামি কিমহং ত্বং মাং সংস্থাপয়িষ্যসি ॥ ১৪ ॥

সুন্দরকঃ—জং দেবো আণবেদি। (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

দুর্যোধনঃ—তূর্ণমেব রথমুপস্থাপয়।

সূতঃ—(কর্ণং দত্বা) দেব, হ্রেষাসংবলিতো নেমিধ্বনিঃ শ্রূয়তে। তথা তর্কয়ামি নূনং পরিজনোপনীতো রথঃ।

দুর্যোধনঃ—সূত, গচ্ছ ত্বং সজ্জীকুরু।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশতি।)

দুর্যোধনঃ—(বিলোক্য) কিমিতি নারূঢ়োঽসি।

সূতঃ—এষ খলু তাতোঽম্বা চ সঞ্জয়াধিষ্ঠিতং রথমারুহ্য দেবস্য সমীপমুপাগতৌ।

দুর্যোধনঃ—কিং নাম তাতোঽম্বা চ সম্প্রাপ্তৌ। কষ্টমতিবীভৎসমাচরিতং দৈবেন। সূত, গচ্ছ ত্বং স্যন্দনং তূর্ণমুপহর। অহমপি তাতদর্শনং পরিহরন্নেকান্তে তিষ্ঠামি।

সূতঃ—দেব, ত্বদেকশেষবান্ধবাবেতৌ কথমিব ন সমাশ্বাসয়সি।

দুর্যোধনঃ—সূত, কথমিব সমাশ্বাসয়ামি বিমুখভাগধেয়ঃ। পশ্য—

অদ্যৈবাবাং রণমুপগতৌ তাতমম্বাং চ দৃষ্টা
ঘ্রাতস্তাভ্যাং শিরসি বিনতোঽহং চ দুঃশাসনশ্চ।

তস্মিন্ বালে প্রসভমরিণা প্রাপিতে তামবস্থাং
পার্শ্বং পিত্রোরপগতঘৃণঃ কিং নু বক্ষ্যামি গত্বা ॥ ১৫ ॥

তথাপ্যবশ্যং বন্দনীয়ৌ গুরূ ! (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ।)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি রথযানেন গান্ধারী, সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস সঞ্জয়, কথয় কথয় কস্মিন্নুদ্দেশে কুরুকুলকাননৈকশেষপ্রবালো বৎসো মে দুর্যোধনস্তিষ্ঠতি। কশ্চিজ্জীবতি বা ন বা।

গান্ধারী—জাদ, জই সচ্চং জীবদি মে বচ্ছো তা কহেহি কস্সিং দেসে বট্টই।
(জাত, যদি সত্যং জীবতি মে বৎসস্তৎ কথয় কস্মিন্ দেশে বর্ততে)

সঞ্জয়ঃ—নন্বেষ মহারাজ এক এব ন্যগ্রোধচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি !

গান্ধারী—(সকরুণং) জাদ, এআইত্তিভণাসি। কিং ণুক্খু সংপদং ভাদুসদংসে পস্সে ভবিস্সদি।
(জাত, একাকীতি ভর্ণসি। কিং নু খলু সাম্প্রতং ভ্রাতৃশতমস্য পার্শ্বে ভবিষ্যতি।)

সঞ্জয়ঃ—তাত, অম্ব, অবতরতং স্বৈরং রথাৎ। (সর্বেঽবতরণং নাটয়ন্তি)।
(ততঃ প্রবিশতি সব্রীড়মুপবিষ্টো দুর্যোধনঃ।)

সঞ্জয়ঃ—(উপসৃত্য) বিজয়তাং মহারাজঃ। নন্বেষ তাতোঽম্বয়া সহ প্রাপ্তঃ। কিং ন পশ্যতি মহারাজঃ। (দুর্যোধনো বৈলক্ষ্যং নাটয়তি)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—শল্যানি ব্যপনীয় কঙ্কবদনৈরুন্মোচিতে কঙ্কটে
বন্ধেষু ব্রণপট্টকেষু শনকৈঃ কর্ণে কৃতাপাশ্রয়ঃ।
দূরান্নির্জিতসাশ্বিতান্নরপতীনালোকয়ল্লীলয়া
সহ্যা পুত্রক বেদনেতি ন ময়া পাপেন পৃষ্টো ভবান্ ॥ ১ ॥

গান্ধারী—বচ্ছ, অদিগাঢ়প্পহারবেঅণাপজ্জাউলস্স অম্হেসু সণ্ণিহিদেসু বি ণপসরদি দে বাণী।
(বৎস, অতিগাঢ়প্রহারবেদনাপর্যাকুলস্যাস্মাসু সন্নিহিতেষ্বপি ন প্রসরতি তে বাণী।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস দুর্যোধন, কিমকৃতপূর্বঃ সম্প্রতি মষ্যপ্যয়মব্যাহারঃ।

গান্ধারী—বচ্ছ, জই তুমং বি অম্হেণালবসি তা কিং সংপদং বচ্ছো দুস্সাসণো আলবদি অধ দুম্মরিসণো বা অণ্ণো বা।
(বৎস, যদি ত্বমস্মান্নালপসি তৎ কিং সাম্প্রতং বৎসো দুঃশাসন আলপত্যথ দুর্মর্ষণো বান্যো বা।) (ইতি রোদিতি)

দুর্যোধনঃ— পাপোঽহমপ্রতিকৃতানুজনাশদর্শী
তাতস্য বাষ্পপয়সাং তব চাম্ব হেতুঃ।
দুর্জাতমত্র বিমলে ভরতান্বয়ে বঃ
কিং মাং সুতক্ষয়করং সুত ইত্যবৈষি ॥ ২ ॥

গান্ধারী—জাদ, অলং পরিদেবিদেণ ! তুমং বি দাব একো ইমস্স অন্ধজুঅলস্য মগ্গোবদেশও। তা চিরং জীব। কিং মে রজ্জেণ জএণ বা।
(জাত, অলং পরিদেবিতেন। ত্বমপি একোঽস্যান্ধযুগলস্য মার্গোপদেশকঃ। তচ্চিরং জীব। কিং মে রাজ্যেন জয়েন বা।)

দুর্যোধনঃ— মাতঃ কিমপ্যসদৃশং বিকৃতং বচস্তে
সুক্ষত্রিয়া ক্ব ভবতী ক্ব চ দীনতৈষা।
নির্বৎসলে সুতশতস্য বিপত্তিমেতাং
ত্বং নানুচিন্তয়সি রক্ষসি মামযোগ্যম্ ॥ ৩ ॥

নূনং বিচেষ্টিতমিদং সুতশোকস্য।

সঞ্জয়ঃ—মহারাজ, কিং বায়ং লোকবাদো বিতথঃ—'ন ঘটস্য কূপপাতনে রজ্জুস্তত্রৈব প্রক্ষেপ্তব্যা' ইতি।

দুর্যোধনঃ—অপুষ্কলমিদম্। উপক্রিয়মাণাভাবে কিমুপকরণে ন।
(ইতি রোদিতি)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—(দুর্যোধনং পরিষ্বজ্য) বৎস, সমাশ্বসিহি। সমাশ্বাসয় চাস্মানিমামতি-দীনাং মাতরং চ।

দুর্যোধনঃ—তাত, দুর্লভঃ সমাশ্বাস ইদানীং যুষ্মাকম্। কিন্তু
কুন্ত্যা সহ যুবামদ্য ময়া নিহতপুত্রয়া।
বিরাজমানৌ শোকেঽপি তনয়াননুশোচতম্ ॥ ৪ ॥

গান্ধারী—জাদ, এদং এব্ব সম্পদং প্পহুদং জং তুমং বি বাব একো জীবসি। তা জাদ, অকালো দে সমরস্স। প্পসীদ। এসো দে অঞ্জলী। ণিবট্টেহি সমরব্যাবারাদো। অপচ্ছিমং করেহি মে বঅণম্।
(জাত, এতদেব সাম্প্রতম্ প্রভুতং যত্ত্বমপি তাবদেকো জীবসি। তজ্জাত, অকালস্তে সমরস্য। প্রসীদ। এষ তেঽঞ্জলিঃ। নিবর্তস্ব সমরব্যাপারাৎ। অপশ্চিমং কুরু মে বচনম্।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, শৃণু বচনং তবাম্বায়া মম চ নিহতাশেষবন্ধুবর্গস্য। পশ্য—
দায়াদা ন যয়োর্বলেন গণিতাস্তৌ দ্রোণভীষ্মৌ হতৌ
কর্ণস্যাত্মজমগ্রতঃ শময়তো ভীতং জগৎ ফাল্গুনাৎ।
বৎসানাং নিধনেন মে ত্বয়ি রিপুঃ শেষপ্রতিজ্ঞোঽধুনা
মানং বৈরিষু মুঞ্চ তাত পিতরাবন্ধাবিমৌ পালয় ॥ ৫ ॥

দুর্যোধনঃ—সমরাৎ প্রতিনিবৃত্য কিং ময়া কর্তব্যম্।

গান্ধারী—জাদ, জং পিদা দে বিউরো বা ভণাদি। (জাত, যৎ পিতা তে বিদুরো বা ভণতি।)

সঞ্জয়ঃ—দেব, এবমিদম্।

দুর্যোধনঃ—সঞ্জয়, অদ্যাপ্যুপদেষ্টব্যমস্তি।

সঞ্জয়ঃ—দেব, যাবৎ প্রাণিতি তাবদুপদেষ্টব্যভূমির্বিজিগীষুঃ প্রজ্ঞাবতাম্।

দুর্যোধনঃ—(সক্রোধং) শৃণুমস্তাবদ্ভবত এব প্রজ্ঞাবতোঽস্মান্ প্রতি প্রতিরূপমুপদেশম্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, যুক্তবাদিনি সঞ্জয়ে কিমত্র ক্রোধেন। যদি প্রকৃতিমাপদ্যতে তদহমেব ভবন্তং ব্রবীমি। শ্রূয়তাম্।

দুর্যোধনঃ—কথয়তু তাতঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, কিং বিস্তরেণ। সন্ধত্তাং ভবানিদানীমপি যুধিষ্ঠিরমীপ্সিতপণবন্ধেন।

দুর্যোধনঃ—তাত, তনয়স্নেহবৈক্লব্যাদম্বা বালিশত্বেন সঞ্জয়শ্চ কামমেবং ব্রবীতু। যুস্মাকমপ্যেবং ব্যামোহঃ। অথ বা প্রভবতি পুত্রনাশজন্মা হৃদয়জ্বরঃ। অন্যচ্চ। তাত, অস্খলিতভ্রাতৃশতোঽহং যদা তদাঽবধীরিতবাসুদেবসামোপন্যাসঃ। সম্প্রতি হি দৃষ্টপিতামহাচার্যানুজরাজচক্রবিপত্তিঃ স্বশরীরমাত্রস্নেহাদুদাত্তপুরুষব্রীড়াবহমসুখাবসানং চ কথমিব করিষ্যতি দুর্যোধনঃ সহ পাণ্ডবৈঃ সন্ধিম্। অন্যচ্চ। নয়বেদিন্ সঞ্জয়,

হীয়মানাঃ কিল রিপোনৃপাঃ সন্দধতে পরান্।
দুঃশাসনে হতেঽহীনাঃ সানুজাঃ পাণ্ডবাঃ কথম্॥ ৬॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, এবং গতেঽপি মৎপ্রার্থনয়া ন কিঞ্চিন্ন করোতি যুধিষ্ঠিরঃ। অন্যচ্চ। সর্বদৈবাপকৃষ্টমাত্মানং মন্যতে যুধিষ্ঠিরঃ।

দুর্যোধনঃ—কথমিব।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, শ্রূয়তাং প্রতিজ্ঞা যুধিষ্ঠিরস্য। নাহমেকস্যাপি ভ্রাতুর্বিপত্তৌ প্রাণান্ ধারয়ামীতি। বহুচ্ছলত্বাৎসংগ্রামস্যানুজনাশমাশঙ্কমানো যদৈব ভবতে রোচতে তদৈবাসৌ সজ্জঃ সংঘাতুম্।

সঞ্জয়ঃ—এবমিদম্।

গান্ধারী—জাদ, উপপত্তিজুত্তং দাঁড়িবজ্জস্স পিদুণো ব অণম। (তাত, উপপত্তিযুক্তং প্রতিপদ্যস্ব পিতুর্বচনম্।)

দুর্যোধনঃ—তাত, অম্ব, সঞ্জয়,

একেনাপি বিনাঽনুজেন মরণং পার্থঃ প্রতিজ্ঞাতবান্
ভ্রাতৄণাং নিহতে শতে বিষহতে দুর্যোধনো জীবিতুম্।
তং দুঃশাসনশোণিতাশনমরিং ভিন্নং যদা কোটিনা
ভীমং দিক্ষু ন বিক্ষিপামি কৃপণং সন্ধিং বিদধাম্যহম্॥ ৭॥

গান্ধারী—হা জাদ দুস্সাসণ, হা মদঙ্কদুল্ললিত, হাজুঅরাঅ, অস্সুদপুব্ধা কখু কস্স বি লোএ ইদিসী বিপত্তী। হা বীরসদপ্পসবিণি হদে গান্ধারি, দুক্খসদংপ্পসূদাসি ণ উণ সুদসদম্।

(হা জাত দুঃশাসন, হা মদঙ্কদুর্ললিত, হা যুবরাজ, অশ্রুতপূর্বা খলু কস্যাপি লোক ঈদৃশী বিপত্তিঃ। হা বীরশতপ্রসবিনি হস্ত গান্ধারি; দুঃখশতং প্রসূতাসি; ন পুনঃ সুতশতম্।) (সর্বে রুদন্তি)

সঞ্জয়ঃ—(বাষ্পমুৎসৃজ্য) তাত, অম্ব, প্রতিবোধয়িতুং মহারাজমিমাং ভূমিং যুবামাগতৌ। তদাত্মাপি তাবৎ সংস্তভ্যতাম্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, দুর্যোধন, এবং বিমুখেষু ভাগধেয়েষু ত্বয়ি চামুঞ্চতি সহজং মানমরিষু ত্বদেকশেষজীবিতালম্বনেয়ং তপস্বিনী গান্ধারী কমবলম্বতাং শরণমহং চ।

দুর্যোধনঃ—শ্রূয়তাং যৎপ্রতিপত্তুমিদানীং প্রাপ্তকালম্।

কলিতভুবনা ভুক্তৈশ্বর্যাস্তিরস্কৃতবিদ্বিষঃ
প্রণতশিরসাং রাজ্ঞাং চূড়াসহস্রকৃতার্চনাঃ।
অভিমুখমরীন্ ক্রুদ্ধান্ ঘ্নন্তো হতাঃ শতমাত্মজা
বহতু সগরেণোঢ়াং তাতো ধুরং সহিতোঽম্বয়া ॥ ৮ ॥

বিপর্যয়ে ত্বস্যাধিপতেরুল্লঙ্ঘিতঃ ক্ষাত্রধর্মঃ স্যাৎ।

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ।)

গান্ধারী—(আকর্ণ্য সভয়ং) জাদ, কহিং এদং হাহাকারমিস্সং তুররসিদং সুনীঅদি। (জাত, কুত্রৈতৎ হাহাকারমিশ্রং তূর্যরসিতং শ্রূয়তে।

সঞ্জয়ঃ—অম্ব, ভূমিরিয়মেবংবিধানাং ভীরুজনত্রাসজননী মহানিনাদামাম্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস সঞ্জয়, জ্ঞায়তামতিভৈরবঃ খলু বিস্তারী হাহারবঃ। কারণেনাস্য মহতা ভবিতব্যম্।

দুর্যোধনঃ—তাত, প্রসীদ। পরাঙ্মুখং খলু দৈবমস্মাকম্। যাবদপরমপি কিঞ্চিদত্যাহিতং ন শ্রাবয়তি তাবদেবাজ্ঞাপয় মাং সংগ্রামাবতরণায়।

গান্ধারী—জাদ, মুহুত্তঅং দাব মং মন্দাভাইণীং সমস্সেহি। (জাত, মুহূর্তকং তাবন্মাং মন্দভাগ্যাং সমাশ্বাসয়।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, যদ্যপি ভবান্ সমরায় কৃতনিশ্চয়স্তথাপি রহঃ পরপ্রতিঘাতোপায়শ্চিন্ত্যতাম্।

দুর্যোধনঃ—প্রত্যক্ষং হতবান্ধবস্য ন পরান্ হন্তুং রহো মে ক্ষমং
কিং বা কৃতেন তৈরিব কৃতং যন্ন প্রকাশং রণে।

গান্ধারী—জাদ, এআঈ তুমম্। কো দে সহা অত্তণং করিস্সদি। (জাত, একাকী ত্বম্। কস্তে সাহায্যং করিষ্যতি।)

দুর্যোধনঃ— একোঽহং ভবতী সুতক্ষয়করো মাতঃ কিয়ন্তোঽরয়ঃ।
সাম্যং কেবলমেতু দৈবমধুনা নিষ্পাণ্ডবা মেদিনী ॥ ৯ ॥

(নেপথ্যে কলকলানন্তরম্।)

ভো ভো যোধাঃ, নিবেদয়ন্তু ভবন্তঃ কৌরবেশ্বরায়, ইদং মহৎ কদনং প্রবৃত্তম্। অলমপ্রিয়শ্রবণপরাঙ্মুখতয়া। যতঃ কালানুরূপং প্রতিবিধাতব্যমিদানীম্। তথাহি।

ত্যক্তপ্রজনরশ্মিরঙ্কিততনুঃ পার্থাঙ্কিতৈর্মার্গণৈ-
র্বাহৈঃ স্যন্দনবর্ত্মনাং পরিচয়াদাকৃষ্যমাণঃ শনৈঃ।
বার্তামঙ্গপতের্বিলোচনজলৈরাবেদয়ন্ পৃচ্ছতাং
শূন্যেনৈব রথেন যাতি শিবিরং শল্যঃ কুরূন্ শল্যবৎ ॥ ১০ ॥

দুর্যোধনঃ—(শ্রুত্বা সাশঙ্কং) আঃ কেনেদমবিস্পষ্টমশনিপাতদারুণমুদ্ঘোষিতম্। কঃ কোঽত্রভোঃ।

সূতঃ—(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তঃ) হা হতাঃ স্মঃ। (ইত্যাত্মানং পাতয়তি।)

দুর্যোধনঃ—অয়ি, কথয়।

ধৃতরাষ্ট্রসঞ্জয়ৌ—কথ্যতাং কথ্যতাম্।

সূতঃ—আয়ুষ্মন্ কিমন্যৎ

শল্যেন যথা শল্যেন মূর্ছিতঃ প্রবিশতা জনৌঘোঽয়ম্ ।
শূন্যং কর্ণস্য রথং মনোরথমিবাধিরূঢ়েন ॥ ১১ ॥

দুর্যোধনঃ হাব য়স্য কর্ণ । (ইতি মোহমুপগতঃ ।)
গান্ধারী—জাদ্ সমস্সস সমস্সস । (জাত, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।)
সঞ্জয়ঃ—সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু দেব ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—ভোঃ কষ্টং কষ্টম্ ।

ভীষ্মে দ্রোণে চ নিহতে য আসীদবলম্বম্ ।
বৎসস্য মে সুহৃচ্ছূরো রাধেয়ঃ সোঽপ্যয়ং গতঃ ॥ ১২ ॥

বৎস, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । ননু ভো হতবিধে,

অন্ধোঽনুভূতশতপুত্রবিপত্তিদুঃখঃ
শোচ্যাং দশামুপগতঃ সহ ভার্যয়াঽহম্ ।
অস্মিন্নশেষিতসুহৃদ্গুরুবন্ধুবর্গে
দুর্যোধনেঽপি হি কৃতো ভবতা নিরাশঃ ॥ ১৩ ॥

বৎস দুর্যোধন, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । সমাশ্বাসয় তপস্বিনীং মাতরম্ ।

দুর্যোধনঃ—(লব্ধসংজ্ঞঃ) অয়ি কর্ণ কর্ণসুখদাং প্রযচ্ছ মে
গিরমুদ্গিরন্নিব মুদং ময়ি স্থিরাম্ ।
সততাবিযুক্তমকৃতাপ্রিয়ং প্রিয়ং
বৃষসেনবৎসল বিহায় যাসি মাম্ ॥ ১৪ ॥

(পুনর্মোহমুপগতঃ ।) (সর্বে সমাশ্বাসয়ন্তি ।)

দুর্যোধনঃ—(সমাশ্বস্য) মম প্রাণাধিকে তস্মিন্নঙ্গানামধিপে হতে ।
উচ্ছ্বসন্নপি লজ্জেঽহমাশ্বাসে তাত কা কথা ॥ ১৫ ॥

অপি চ
শোচামি শোচ্যমপি শত্রুহতং ন বৎসং
দুঃশাসনং তমধুনা ন চ বন্ধুবর্গম্ ।
যেনাতিদুঃশ্রবমসাধু কৃতং তু কর্ণে
কর্তাস্মি তস্য সমরে নিধনং জনস্য ॥ ১৬ ॥

গান্ধারী—জাদ, সিঢ়িলেহি দাব কৃখণমেত্তং বপ্পমোক্খম্ । (জাত, শিথিলয় তাবৎ ক্ষণমাত্রং বাষ্পমোক্ষম্ ।)
ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, ক্ষণমাত্রং পরিমার্জয়াশ্রূণি ।

দুর্যোধনঃ— মামুদ্দিশ্য ত্যজন্প্রাণান্ কেনচিন্ন নিবারিতঃ ।
তৎকৃতে ত্যজতো বাষ্পং কিং মে দীনস্য বার্যতে ॥ ১৭ ॥

'সূত, কেনৈতদসম্ভাবনীয়মস্মৎকুলান্তকরং কর্ম কৃতং স্যাৎ ।
সূতঃ—আয়ুষ্মন্, এবং কিল জনঃ কথয়তি ।

ভূমৌ নিমগ্নচক্রশ্চক্রায়ুধসারথেঃ শরৈস্তস্য ।
নিহতঃ কিলেন্দ্রসূনোরস্মৎসেনাকৃতান্তস্য ॥ ১৮ ॥

দুর্যোধনঃ—কর্ণাননেন্দুস্মরণাৎক্ষুভিতঃ শোকসাগরঃ ।
বাড়বেনেব শিখিনা পীয়তে ক্রোধজেন মে ॥ ১৯ ॥

তাত, অম্ব, প্রসীদতম্ ।

জ্বলনং শোকজন্মা মাময়ং দহতি দুঃসহঃ।
সমানায়াং বিপত্তৌ মে বরং সংশয়িতো রণঃ॥ ২০॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—(দুর্যোধনং পরিষ্বজ্য রুদন্)

ভবতি তনয় লক্ষ্মীঃ সাহসেষ্বীদৃশেষু
দ্রবতি হৃদয়মেতদ্ভীমমুৎপ্রেক্ষ্য ভীমম্।
অনিকৃতিনিপুণং তে চেষ্টিতং মানশৌণ্ড
চ্ছলবহুলমরীণাং সংগরং হা হতোঽস্মি॥ ২১॥

গান্ধারী—জাদ, তেণ এব সুদসদ কিদন্তেণ বিওদরেণ সমংসমলং সগ্গসি। (জাত, তেনৈব সুতশতকৃতান্তেন বৃকোদরেণ সমং সমরং মার্গয়সে।)

দুর্যোধনঃ—তিষ্ঠতু তাবদ্বৃকোদরঃ।

পাপেন যেন হৃদয়স্য মনোরথো মে
সর্বাঙ্গচন্দনরসো নয়নামলেন্দুঃ।
পুত্রস্তবাম্ব তব তাত নয়ৈকশিষ্যঃ
কর্ণো হতঃ সপদি তত্র শরাঃ পতন্তু॥ ২২॥

সূত, অলমিদানীং কালাতিপাতেন। সজ্জং মে রথমুপাহর। ভয়ং চেৎ-পাণ্ডবেভ্যস্তিষ্ঠ। গদামাত্রসহায় এব সমরভুবনবতরামি।

সূতঃ—অলমন্যথা সম্ভাবিতেন। অয়মহমাগত এব। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, দুর্যোধন, যদি স্থির এবাস্মান্ দগ্ধুময়ং তে ব্যবসায়স্তৎসন্নিহিতেষু বীরেষু সেনাপতিঃ কশ্চিদভিষিচ্যতাম্।

দুর্যোধনঃ—নন্বভিষিক্ত এব।

গান্ধারী—জাদ, কদরো উণ সো জম্মিসং আসং ওলম্বিসসং। (জাত, কতরঃ পুনঃ স যস্মিন্নাশামবলম্বিষ্যে।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কিং বা শল্য উত বাহ্ণবথামা।

সঞ্জয়ঃ—হা কষ্টম্!

হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে।
আশা বলবতী রাজঞ্ছল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্॥ ২৩॥

দুর্যোধনঃ—কিংবা শল্যেনোত বাহ্ণবথামা।

কর্ণালিঙ্গনদায়ী বা পার্থপ্রাণহরোঽপি বা।
অনিবারিত-সম্পাতৈরয়মাত্মাশ্রুবারিভিঃ॥ ২৪॥

(নেপথ্যে কলকলং কৃত্বা)

ভো ভো কৌরববলপ্রধানযোধাঃ, অলমস্মানবলোক্য ভয়াদিতো গন্তুম্। কথয়ন্তু ভবন্তঃ কস্মিন্নুদ্দেশে সুযোধনস্তিষ্ঠতীতি। (সর্বে সসম্ভ্রমমাকর্ণয়ন্তি।)

সূতঃ—(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তঃ) আয়ুষ্মন্,

প্রাপ্তাবেকরথারূঢৌ পৃচ্ছতৌ ত্বামিতস্ততঃ।

সর্বে—কশ্চ কশ্চ।

সূতঃ— স কর্ণারিঃ স চ ক্রূরো বৃকবর্মা বৃকোদরঃ॥ ২৫॥

গান্ধারী—(সভয়ং) জাদ, কিংএত্থ পড়িপজ্জিদব্যং। (জাদ, কিমত্র প্রতিপত্তব্যম্।)

দুর্যোধনঃ—ননু সন্নিহিতৈবেয়ং গদা।

গান্ধারী—হা হদম্হি মন্দভাইণী। (হা হতাস্মি মন্দভাগিনী।)

দুর্যোধনঃ—অম্ব, অলমিদানীং কার্পণ্যেন। সঞ্জয়, রথমারোপ্য পিতরৌ শিবিরং প্রতিষ্ঠস্ব। সমাগতোঽস্মাকং শোকাপনোদী জনঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, ক্ষণমেকং প্রতীক্ষস্ব যাবদনয়োর্ভাবমুপলভে!

দুর্যোধনঃ—তাত, কিমনেনোপলব্ধেন।

(ততঃ প্রবিশতো ভীমার্জুনৌ।)

ভীমঃ—ভো ভোঃ সুযোধনানুজীবিনঃ কিমিতি সম্ভ্রমাদযথাযথং চরন্তি ভবন্তঃ। কথয়ত তাবদিদমাবয়োরাগমনং স্বামিনস্তস্য কুরুপতেঃ। অলমাবয়োঃ শংকয়া।

কর্তা দ্যূতচ্ছলানাং জতুময়শরণোদ্দীপনঃ সোঽভিমানী।
কৃষ্ণাকেশোত্তরীয়ব্যপনয়নমরুৎ পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ।
রাজা দুঃশাসনাদেগুরুরনুজশতস্যাঙ্গরাজস্য মিত্রং
ক্বাস্তে দুর্যোধনোঽসৌ কথয়ত ন রুষা দ্রষ্টুমভ্যাগতৌ স্বঃ॥ ২৬॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—সঞ্জয়, দারুণঃ খলূপক্ষেপঃ পাপস্য।

সঞ্জয়ঃ—তাত, কর্মণা কৃতনিঃশেষবিপ্রিয়াঃ সম্প্রতি বাচা ব্যবস্যন্তি।

দুর্যোধনঃ—সূত, কথয় গত্বোভয়োরত্র তিষ্ঠতীতি।

সূতঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (তাবুপসৃত্য) ননু বৃকোদরার্জুনৌ, এষ মহারাজজাতেনাম্বয়া চ সহ ন্যগ্রোধচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি।

অর্জুনঃ—আর্য প্রসীদ। ন যুক্তং পুত্রশোকোপপীড়িতৌ পিতরৌ পুনরস্মদ্দর্শনেন ভৃশমুদ্বেজয়িতুম্। তদ্গচ্ছাবঃ।

ভীমঃ—মূঢ়, অনুল্লংঘনীয়ঃ সদাচারঃ। ন যুক্তমনভিবাদ্য গুরূন্ গন্তুম্। (উপসৃত্য) সঞ্জয়, পিত্রোর্নমস্কৃতিং শ্রাবয়। অথবা তিষ্ঠ। স্বয়ং বিশ্রাব্য নামকর্মণী বন্দনীয়া গুরবঃ।

অর্জুনঃ—(উপগম্য) তাত, অম্ব,

সকলরিপুজয়াশা যত্র বদ্ধা সুতৈস্তে
তৃণমিব পরিভূতো যস্য গর্বেণ লোকঃ।
রণশিরসি নিহন্তা তস্য রাধাসুতস্য
প্রণমতি পিতরৌ বাং মধ্যমঃ পাণ্ডবোঽয়ম্॥ ২৭॥

ভীমঃ— চূর্ণিতাশেষকৌরব্যঃ ক্ষীবো দুঃশাসনাসৃজা।
ভঙ্‌ক্তা সুযোধনস্যোর্বোর্ভীমোঽয়ং শিরসাঞ্চতি॥ ২৮॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—দুরাত্মন্ বৃকোদর, খল্বিদং ভবতৈব কেবলং সপত্নানামপকৃতম্, যাবৎ ক্ষত্রং তাবৎ সমরবিজয়িনো জিতা হতাশ্চ বীরাঃ তৎ কিমেবং বিকত্থনাভিরস্মানুদ্বেজয়সি।

ভীমঃ—তাত, অলং মন্যুনা।

কৃষ্ণা কেশেষু কৃষ্টা তব সদসি বধূঃ পাণ্ডবানাং নৃপৈর্যৈঃ
সর্বে তে ক্রোধবহ্নৌ কৃশশলভকুলাবজ্ঞয়া যেন দগ্ধাঃ।
এতস্মাচ্ছ্রাবয়েঽহং ন খলু ভুজবলশ্লাঘয়া নাপি দর্পাৎ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ কর্মণ্যতিগুরুণি কৃতে তাত সাক্ষী ত্বমেব॥ ২৯॥

দুর্যোধনঃ—অরে রে মরুত্তনয়, কিমেবং বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরতো নিন্দিতব্যমাত্মকর্ম শ্লাঘসে। অপি চ—

কৃষ্টা কেশেষু ভার্যা তব তব চ পশোস্তস্য রাজ্ঞস্তয়োর্বা
প্রত্যক্ষং ক্ষ্মাপতীনাং মম ভুবনপতে রাজ্ঞয়া দ্যূতদাসী।
অস্মিন্ বৈরানুবন্ধে বদ কিমপকৃতং তৈ হ'তা যে নরেন্দ্রা
বাহ্বো বীর্যাতিরেকদ্রবিণগুরুমদং মামজিত্বৈব দর্পঃ ॥ ৩০ ॥

(ভীমঃ ক্রোধং নাটয়তি।)

অর্জুনঃ—আর্য প্রসীদ। কিমত্র ক্রোধেন।

অপ্রিয়াণি করোত্যেষ বাচা শক্তো ন কর্মণা।
হত ভ্রাতৃশতো দুঃখী প্রলাপৈরস্য কা ব্যথা ॥ ৩১ ॥

ভীমঃ—অরে রে ভরত কুলকলঙ্ক,

অত্রৈব কি ন বিশসেয়মহং ভবন্তং
দুঃশাসনানুগমনায় কটুপ্রলাপিন্।
বিঘ্নং গুরুর্ন কুরুতে যদি মদ্গদাগ্র-
নির্ভিদ্যমানরণিতাস্থিনি তে শরীরে ॥ ৩২ ॥

অন্যচ্চ মূঢ়,

শোকং স্ত্রীবন্নয়নসলিলৈর্যৎপরিত্যাজিতোঽসি
ভ্রাতুর্বক্ষঃস্থলবিঘটনে যচ্চ সাক্ষীকৃতোঽসি।
আসীদেতত্তব কুনৃপতেঃ কারণং জীবিতস্য
ক্রুদ্ধে যুষ্মৎ-কুলকমলিনীকুঞ্জরে ভীমসেনে ॥ ৩৩ ॥

দুর্যোধনঃ—দুরাত্মন্, ভরতকুলাপশদ, পাণ্ডবপশো, নাহং ভবানিব বিকত্থনাপ্রগল্ভঃ। কিন্তু,

দ্রক্ষ্যন্তি ন চিরাৎ সুপ্তং বান্ধবাস্ত্বাং রণাঙ্গণে।
মদ্গদাভিন্নবক্ষোঽস্থিবেণিকাভীমভূষণম্ ॥ ৩৪ ॥

ভীমঃ—(বিহস্য) যদ্যেবং নাশ্রদ্ধেয়ো ভবান্। তথাপি প্রত্যাসন্নমেব কথয়ামি।

পীনাভ্যাং মদ্ভুজাভ্যাং ভ্রমিতগুরুগদাঘাতসংচূর্ণিতোরোঃ
ক্রূরস্যাধায় পাদং তব শিরসি নৃণাং পশ্যতাং শ্বঃ প্রভাতে।
ত্বন্মুখ্যভ্রাতৃচক্রোন্দলনগলদসৃক্চন্দনেনানখাগ্রং
স্ত্যানেনার্দ্রেণ চারুঃ স্বয়মনুভবিতা ভূষণং ভীমমস্মি ॥ ৩৫ ॥

(নেপথ্যে)

ভো ভো ভীমসেনার্জুনৌ, এষ খলু নিহতশেষারাতিচক্র আক্রান্ত-পরশুরামাভিরামযশাঃ প্রতাপতাপিতদিঙ্মণ্ডলস্থাপিতস্বজনঃ শ্রীমানজাতশত্রুর্দেবো যুধিষ্ঠিরঃ সমাজ্ঞাপয়তি।

উভৌ—কিমাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

(পুনর্নেপথ্যে)

কুর্বন্ত্বাপ্তা হতানাং রণশিরসি জনা বহ্নিসাদ্দেহভারা-
নশ্রূন্মিশ্রং কথঞ্চিদ্দদতু জলমমী বান্ধবা বান্ধবেভ্যঃ।

মার্গন্ত্বাং জ্ঞাতিদেহান্ হতনরগহনে খণ্ডিতান্ গৃধ্রকঙ্ক-
মুক্তং ভাস্বান্ প্রযাতঃ সহরিপুভিরয়ং সংহ্রিয়ন্তাং বলানি ॥ ৩৬ ॥

উভৌ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(নেপথ্যে)

আরে রে গাণ্ডীবাকর্ষণবাহুশালিন্, অর্জুন, অর্জুন, ক্বেদানীং গম্যতে।

কর্ণক্রোধেন যুষ্মদ্বিজয়ি ধনুরিদং ত্যক্তমেতান্যহানি
প্রৌঢ়ং বিক্রান্তমাসীদ্বন ইব ভবতা শূরশূন্যে রণেঽস্মিন্।
স্পর্শং স্মৃত্বোত্তমাঙ্গে পিতুরনবজিতন্যস্তহেতেরুপেতঃ
কল্পাগ্নিঃ পাণ্ডবানাং দ্রুপদসুতচমূঘস্মরো দ্রৌণিরস্মি ॥ ৩৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—(আকর্ণ্য সহর্ষং) বৎস, দুর্যোধন, দ্রোণবধপরিভবোদ্দীপিতক্রোধপাবকঃ পিতুরপি সমধিকবলঃ শিক্ষাবানমরোপমস্তায়মশ্বত্থামা প্রাপ্তঃ। তৎপ্রত্যুপগমনেন তাবদয়ং সম্ভাব্যতাং বীরঃ।

গান্ধারী—জাদ, পচ্চুগ্গচ্ছ এদং মহাভাঅম্। (জাত, প্রত্যুদ্গচ্ছৈনং মহাভাগম্।)

দুর্যোধনঃ—তাত, অম্ব, কিমনেনাঙ্গরাজবধাশংসিনা বৃথায়ুধযৌবনশস্ত্রবলভরেণ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, ন খল্বস্মিন্ কালে পরাক্রমবতামেবংবিধানাং বাঙ্মাত্রেণাপি বিরাগমুৎপাদয়িতুমর্হসি।

অশ্বত্থামা—(প্রবিশ্য) বিজয়তাং কৌরবাধিপতিঃ।

দুর্যোধনঃ—(উত্থায়) গুরুপুত্র, ইত আস্যতাম্। (ইত্যুপবেশয়তি।)

অশ্বত্থামা—রাজন্ দুর্যোধন,

কর্ণেন কর্ণসুভগং বহু যত্তদুক্তা
যৎসঙ্গরেষু বিহিতং বিদিতং ত্বয়া তৎ।
দ্রৌণিস্ত্বধিজ্যধনুরাপতিতোঽভ্যমিত্র-
মেষোঽধুনা ত্যজ নৃপ প্রতিকারচিন্তাম্ ॥ ৩৮ ॥

দুর্যোধনঃ—(সাভ্যসূয়ং) আর্যপুত্র,

অবসানেঽঙ্গরাজস্য যোদ্ধব্যং ভবতা কিল।
মমাপ্যন্তং প্রতীক্ষস্ব কঃ কর্ণঃ কঃ সুযোধনঃ ॥ ৩৯ ॥

অশ্বত্থামা—(স্বগতং) কথমদ্যাপি স এব কর্ণপক্ষপাতঃ। অস্মাসু চ পরিভবঃ। (প্রকাশং) রাজন্ কৌরবেশ্বর, এবং ভবতু। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, ক এষ তে ব্যামোহো যদস্মিন্নরিকালে এবংবিধস্য মহাভাগস্যাশ্বত্থাম্নো বাক্পারুষ্যেণাপরাগমুৎপাদয়সি।

দুর্যোধনঃ—কিমস্যাপ্রিয়মনৃতঞ্চ ময়োক্তম্। কিং বা নেদং ক্রোধস্থানম্। পশ্য—

অকলিতমহিমানং ক্ষত্রিয়ৈরাত্তচাপৈঃ
স্মরশিরসি যুষ্মদ্ভাগ্যদোষাদ্বিপন্নম্।
পরিবদতি সমক্ষং মিত্রমঙ্গাধিরাজং
মম খলু কথয়াস্মিন্ কো বিশেষোঽর্জুনে বা ॥ ৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, তবাপি কোঽত্র দোষঃ। অবসানমিদানীং ভরতকুলস্য। সঞ্জয়, কিমিদানীং করোমি মন্দভাগ্যঃ। (বিচিন্ত্য) ভবত্বেবং তাবৎ। সঞ্জয়, মদ্বচনাদ্ ব্রূহি ভারদ্বাজমশ্বত্থামানম্।

স্মরতি ন ভবান্ পীতং স্তন্যং বিভজ্য সহামুনা
মম চ মৃদিতং ক্ষৌমং বাল্যে ত্বদঙ্গবিবর্তনৈঃ।
অনুজনিধনস্ফীতাচ্ছোকাদতিপ্রণয়াচ্চ যদ্
বচনবিকৃতিস্তস্য ক্রোধো মুধা ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ৪১ ॥

সঞ্জয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি তাতঃ। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—অপি চেদমন্যত্ত্বয়া বক্তব্যম্।

যস্মোচিতস্তব পিতা বিতথেন শস্ত্রং
যত্তাদৃশঃ পরিভবঃ স তথাবিধেঽভূৎ।
এতদ্বিচিন্ত্য বলমাত্মনি পৌরুষং চ
দুর্যোধনোক্তমপহায় বিধাস্যসীতি ॥ ৪২ ॥

সঞ্জয়ঃ – যদাজ্ঞাপয়তি তাতঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

দুর্যোধনঃ—সূত, সাংগ্রামিকং মে রথমুপকল্পয়।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি, ইতো বয়ং মদ্রাধিপতেঃ শল্যস্য শিবিরমেব গচ্ছাবঃ। বৎস, স্বমপেয়ং কুরু।

(ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো যুধিষ্ঠিরো দ্রৌপদী চেটী পুরুষশ্চ।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(বিচিন্ত্য নিঃশ্বস্য চ)

তীর্ণে ভীষ্মমহার্ণবে কথমপি দ্রোণানলে নির্বৃতে
কর্ণাশীবিষভোগিনি প্রশমিতে শল্যে চ যাতে দিবম্।
ভীমেন প্রিয়সাহসেন রভসাৎ স্বল্পাবশেষে জয়ে
সর্বে জীবিতসংশয়ং বয়মমী বাচা সমারোপিতাঃ ॥ ১ ॥

দ্রৌপদী —(সবাষ্পং) মহারাঅ, পঞ্চালিএ ত্তি কিং ণ ভণিদম্। (মহারাজ, পাঞ্চাল্যেতি কিং ন ভণিতম্।)

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, ননু ময়া! (পুরুষমবলোক্য) বুধক।

পুরুষঃ—দেব, আজ্ঞাপয়।

যুধিষ্ঠিরঃ—উচ্যতাং সহদেবঃ—ক্রুদ্ধস্য বৃকোদরস্যাপর্যুষিতাং প্রতিজ্ঞামুপলভ্য প্রনষ্টস্য মানিনঃ কৌরবরাজস্য পদবীমন্বেষ্টুমতিনিপুণমতয়স্তেষু তেষু স্থানেষু পরমার্থাভিজ্ঞাশ্চারাঃ সুসচিবাশ্চ ভক্তিমন্তঃ পটুপটহরবব্যক্তঘোষণাঃ সুযোধনসঞ্চারবেদিনঃ প্রতিশ্রুতধনপূজাপ্রত্যুপক্রিয়াশ্চরন্তু সমন্তাৎ সমন্তপঞ্চকম্। অপি চ

পঙ্কে বা সৈকতে বা সুনিভৃতপদবীবেদিনো যান্তু দাশাঃ
কক্ষেষু ক্ষুণ্ণবীরুদ্বিচয়পরিচয়া বল্লবাঃ সঞ্চরন্তু।
ব্যাধা ব্যাঘ্রাটবীষু স্বপরপদবিদো যে চ রন্ধ্রেষ্বভিজ্ঞা
যে সিদ্ধব্যঞ্জনা বা প্রতিমুনিনিলয়ং তে চ চারাশ্চরন্তু ॥ ২ ॥

পুরুষঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—তিষ্ঠ। এবং চ বক্তব্যঃ সহদেবঃ।

জ্ঞেয়া রহঃ শঙ্কিতমালপন্তঃ
সুপ্তা রুগার্তা মদিরাবিধেয়াঃ।
ত্রাসো মৃগাণাং বয়সাং বিরাবো
নৃপাঙ্কপাদপ্রতিমাশ্চ যত্র ॥ ৩ ॥

পুরুষঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য সহর্ষং) দেব, পাঞ্চালকঃ প্রাপ্তঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ ত্বরিতং প্রবেশয়।

পুরুষঃ—(নিষ্ক্রম্য, পাঞ্চালকেন সহ প্রবিশ্য) এষ দেবঃ। উপসর্পতু পাঞ্চালকঃ।

পাঞ্চালকঃ—জয়তু জয়তু দেবঃ। প্রিয়মাবেদয়ামি মহারাজায় দেব্যৈ চ।

যুধিষ্ঠিরঃ—পাঞ্চালক, কচ্চিদাসাদিতা তস্য দুরাত্মনঃ কৌরবাধমস্য পদবী।

পাঞ্চালকঃ—ন কেবলং পদবী। স এব দুরাত্মা দেবীকেশপাশস্পর্শপাতকপ্রধানহেতুরুপলব্ধঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—সাধু। ভদ্র, প্রিয়মাবেদিতম্। অথ দর্শনগোচরং গতঃ।

পাঞ্চালকঃ—দেব সমরগোচরং পৃচ্ছ।

দ্রৌপদী—(সভয়ং) কহং সমরগোঅরো বট্টই মে ণাহো। (কথং সমরগোচরো বর্ততে মে নাথঃ।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(সশঙ্কং) সত্যং সমরগোচরো মে বৎসঃ।

পাঞ্চালকঃ—সত্যম্। কিমন্যথা বক্ষ্যতে মহারাজায়।

যুধিষ্ঠিরঃ— ত্রস্তং বিনাপি বিষয়াদুরুবিক্রমস্য
চেতো বিবেকপরিমন্থরতাং প্রয়াতি।
জানামি চোদ্যতগদস্য বৃকোদরস্য
সারং রণেষু ভুজয়োঃ পরিশঙ্কিতশ্চ ॥ ৪ ॥

(দ্রৌপদীমবলোক্য) অয়ি সুক্ষত্রিয়ে,

গুরূণাং বন্ধূনাং ক্ষিতিপতিসহস্রস্য চ পুরঃ
পুরাভুদস্মাকং নৃপসদসি যোঽয়ং পরিভবঃ।
প্রিয়ে প্রায়স্তস্য দ্বিতয়মপি পারং গময়তি
ক্ষয়ঃ প্রাণানাং নঃ কুরুপতিপশোর্বাদ্য নিধনম্ ॥ ৫ ॥

অথবা কৃতং সন্দেহেন।

নূনং তেনাদ্য বীরেণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুণা।
বধ্যতে কেশপাশস্তে স চাস্যাকর্ষণক্ষমঃ ॥ ৬ ॥

পাঞ্চালক, কথয় কথয় কথমুপলব্ধঃ স দুরাত্মা কস্মিন্নুদ্দেশে কিং বাধুনা প্রবৃত্তমিতি।

দ্রৌপদী—ভদ্দ, কহেহি কহেহি। (ভদ্র, কথয় কথয়।)

পাঞ্চালকঃ—শৃণোতু দেবো দেবী চ। অস্তীহ দেবেন হতে মদ্রাধিপতৌ শল্যে, গান্ধাররাজকুলশলভে সহদেবশস্ত্রানলপ্রবিষ্টে, সেনাপতিনিধননিরাক্রন্দবিরলযোধোজ্ঝিতাসু সমরভুমিষু, রিপুবলপরাজয়োদ্ধতবল্গিতবিচিত্র-

পরাক্রমাসাদিতবিমুখারাতিচক্রাসু ধৃষ্টদ্যুম্নাধিষ্ঠিতাসু চ যুষ্মৎসেনাসু, প্রনষ্টেষু কৃপকৃতবর্মাশ্বত্থামসু, তথা দারুণামপর্যুষিতাং প্রতিজ্ঞামুপলভ্য কুমারবৃকোদরস্য, ন জ্ঞায়তে ক্বাপি প্রলীনঃ স দুরাত্মা কৌরবাধমঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—ততস্ততঃ।

দ্রৌপদী—অয়ি, পরদো কহেহি। (অয়ি, পরতঃ কথয়।)

পাঞ্চালকঃ—অবধত্তাং দেবো দেবী চ। ততশ্চ ভগবতা বাসুদেবেনাধিষ্ঠিতমেকরথমারূঢৌ কুমারভীমার্জুনৌ সমন্তাৎ সমন্তপঞ্চকং পর্যটিতুমারব্ধৌ, তমনাসাদিতবন্তৌ চ। অনন্তরং দৈবমনুশোচতি মাদৃশে ভৃত্যবর্গে, দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বসতি কুমারে বীভৎসৌ, জলধরসময়নিশাসঞ্চারিত-খদ্যোতপ্রকরপিঙ্গলৈঃ কটাক্ষৈরাদীপয়তি গদাং বৃকোদরে, যৎকিঞ্চনকারিতামধিক্ষিপতি বিধের্গর্বতি নারায়ণে, কশ্চিৎ সর্ববিদিতঃ কুমারস্য মারুতেরুজ্ঝিতমাংসভারঃ প্রত্যগ্রবিশসিতমৃগলোহিতরক্তচরণনিবসনস্ত্বরমাণোঽস্তিকমুপেত্য পুরুষঃ শ্বাসগ্রস্তার্ধশ্রুতবর্ণানুমেয়পদয়া বাচা কথিতবান্ 'অস্মিন্ মহতোঽস্য সরসস্তীরে দ্বে পদপদ্ধতী সমবতীর্ণপ্রতিবিম্বে। তয়োরেকা স্থলমুত্তীর্ণা, ন দ্বিতীয়া। পরত্র কুমারঃ প্রমাণম্' ইতি। ততঃ সসম্ভ্রমং প্রস্থিতাঃ সর্বে বয়ং তমেব পুরস্কৃত্য। গত্বা চ সরস্তীরং পরিজ্ঞায়মানসুযোধনপদলাঞ্ছনাং পদবীমাসাদ্য ভগবতা বাসুদেবেনোক্তম্—'ভো বীর বৃকোদর, জানাতি কিল সুযোধনঃ সলিলস্তম্ভনীং বিদ্যাম্। তন্নূনং তেন ত্বদ্ভয়াৎ সরসীমেনামধিশয়িতেন ভবিতব্যম্।' এতচ্চ বচনমুপশ্রুত্য রামানুজস্য সকলদিঙ্নিকুঞ্জপূরিতাতিরিক্তমুদ্ভ্রান্তসলিলচরশকুন্তকুলং ত্রাসোদ্ধতনক্রগ্রাহমালোড্য সরঃসলিলং ভৈরবং চ গর্জিত্বা কুমারবৃকোদরেণাভিহিতম্ 'অরে রে বৃথাপ্রখ্যাপিতালীকপৌরুষাভিমানিন্, পাঞ্চালরাজতনয়া কেশাম্বরাকর্ষণমহাপাতকিন্,

জন্মেন্দোরমলে কুলে ব্যপদিশস্যদ্যাপি ধৎসে গদাং
মাং দুঃশাসনকোষ্ণশোণিতসুরাক্ষীবং রিপুং ভাষসে।
দর্পান্ধো মধুকৈটভদ্বিষি হরাবপ্যুদ্ধতং চেষ্টসে
মত্ত্রাসান্নৃপশো বিহায় সমরং পঙ্কেঽধুনা লীয়সে ॥ ৭ ॥

অপি চ। ভো মানান্ধ,

পাঞ্চাল্যা মন্যুবহ্নিঃ স্ফুটমুপহসিতপ্রায় এব প্রসহ্য
প্রোন্মুক্তৈঃ কেশপাশৈ হৃতপতিষু ময়া কৌরবান্তঃপুরেষু।
ভ্রাতু দুঃশাসনস্য স্রবদসৃগুরসঃ পীয়মানং নিরীক্ষ্য
ক্রোধাৎ কিং ভীমসেনে বিহিতমসময়ে যত্ত্বয়াস্তোঽভিমানঃ ॥৮॥

দ্রৌপদী—ণাহ, অবণীদো মে মণ্ণু জই পুণো বি সুলহং দংসণং ভবিস্সদি।* (নাথ, অপনীতো মে মন্যুর্যদি পুনরপি সুলভং দর্শনং ভবিষ্যতি)।

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, নামঙ্গলানি ব্যাহর্তুমর্হস্যস্মিন্ কালে। ভদ্র, ততস্ততঃ।

পাঞ্চালকঃ—ততশ্চৈবং ভাষমাণেন বৃকোদরেণাবতীর্য ক্রোধোদ্ধতং গদাপরিঘপাণিনা সহসৈবোল্লঙ্ঘিততীরমুৎসন্নলিনীবনমপবিদ্ধমুচ্ছিন্নগ্রাহমুদ্ভ্রান্তমৎস্যশকুন্তমতিভৈরবারবভ্রমিতবারিসঞ্চয়মায়তমপি তৎসরঃ সমন্তাদালোড়িতম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—ভদ্র, তথাপি কিং নোত্থিতঃ।

পাঞ্চালকঃ—দেব, ত্বামেবাখিতঃ সরভসং সরসঃসমূল-

মুদ্ভূতকোপদহনোগ্রবিষস্ফুলিঙ্গঃ।

আয়স্তভীমভুজমন্দরবেল্লনাভিঃ

ক্ষীরোদধেঃ সুমথনাদিব কালকূটঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠিরঃ—সাধু, সুক্ষত্রিয় সাধু।

দ্রৌপদী—পড়িবন্নো সমরো ণ বা। (প্রতিপন্নঃ সমরো ন বা)।

পাঞ্চালকঃ—উত্থায় চ তস্মাৎ সলিলাশয়াৎ করযুগলোত্তম্ভিততোরণীকৃতভীমগদঃ কথয়তি স্ম—অরে রে মারুতে, কিং ভয়েন প্রলীনং দুর্যোধনং মন্যতে ভবান্। মূঢ়, অনিহতপাণ্ডুপুত্রঃ প্রকাশং লজ্জমানো বিশ্রমিতুমধ্যবসিতবানস্মি পাতালম্।' এবং চোক্তে বাসুদেবাকিরীটিভ্যাং দ্বাবপ্যস্তঃসলিলং নিষিদ্ধসমরারম্ভৌ স্থলমুত্তারিতৌ। আসীনশ্চ কৌরবরাজঃ ক্ষিতিতলে গদাং নিক্ষিপ্য বিশীর্ণরথসহস্রং নিহতকুরুসহস্রগজবাজিনরসহস্রকলেবরসংমর্দ সম্পতদ্গৃধ্রকঙ্কজম্বুকমস্মদ্বীরমুক্তসিংহনাদমপমিত্রবান্ধবমকৌরবং রণস্থানমবলোক্যায়তমুষ্ণং চ নিঃশ্বসিতবান্। ততশ্চ বৃকোদরেণাভিহিতম্ 'অয়ি ভোঃ কৌরবরাজ, কৃতং বন্ধুনাশদর্শনমন্যুনা। মৈবং বিষাদং কৃথাঃ 'পর্যাপ্তাঃ পাণ্ডবা সমরায়াহমসহায়' ইতি।

পঞ্চানাং মন্যসেঽস্মাকং যং সুযোধং সুযোধন।

দংশিতস্যাত্তশস্ত্রস্য তেন তেঽস্তু রণোৎসবঃ ॥১০॥

ইত্থং শ্রুত্বাঽসূয়ান্বিতাং দৃষ্টিং কুমারয়োর্নিক্ষিপ্যোক্তবান্ ধার্তরাষ্ট্রঃ।

কর্ণদুঃশাসনবধাত্তুল্যাবেব যুবাং মম।

অপ্রিয়োঽপি প্রিয়ো যোদ্ধুং ত্বমেব প্রিয়সাহসঃ ॥১১॥

ইত্যুত্থায় চ পরস্পর-ক্রোধাধিক্ষেপে-পরুষ-বাক্‌কলহপ্রস্তাবিতঘোরসংগ্রামৌ বিচিত্রবিভ্রমভ্রমিতগদাপরিভাসুরভুজদণ্ডৌ মণ্ডলৈর্বিচরিতুমারব্ধৌ ভীম-দুর্যোধনৌ। অহং চ দেবেন চক্রপাণিনা দেবসকাশমনুপ্রেষিতঃ। আহ চ দেবো দেবকীনন্দনঃ। অপর্যুষিতপ্রতিজ্ঞে চ মারুতৌ প্রনষ্টে কৌরবরাজে মহানাসীন্নো বিষাদঃ। সম্প্রতি পুনর্ভীমসেনেনাসাদিতে সুযোধনে নিষ্কণ্টকীভূতং ভুবনতলং পরিকলয়তু ভবান্। অভ্যুদয়োচিতাশ্চ প্রবর্ত্যন্তাং সমারম্ভাঃ। কৃতং সন্দেহেন।

পূর্যন্তাং সলিলেন রত্নকলশা রাজ্যাভিষেকায় তে

কৃষ্ণাত্যন্তচিরোজ্‌ঝিতে চ করবীবন্ধে করোতু ক্ষণম্।

রামে শাতকুঠারভাসুরকরে ক্ষত্রদ্রুমোচ্ছেদিনি

ক্রোধান্ধে চ বৃকোদরে পরিপতত্যাজৌ কুতঃ সংশয়ঃ ॥১২॥

দ্রৌপদী—(সবাষ্পং) জং দেবো তিহুঅণণাহো ভণদি তং কহং অণ্ণহা ভবিস্‌সদি। (যদ্দেবস্ত্রিভুবনন্নাথো ভণতি তৎকথমন্যথা ভবিষ্যতি)।

পাঞ্চালকঃ—ন কেবলমিয়মাশীঃ। অসুরনিষূদনস্যাদেশোঽপি।

যুধিষ্ঠিরঃ—কো হি নাম ভগবতা সন্দিষ্টং বিকল্পয়তি। কঃ কোঽত্র ভোঃ।

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—দেবস্য দেবকীনন্দনস্য বহুমানাদ্বৎসস্য মে বিজয়মঙ্গলায় প্রবর্ত্যন্তাং তদুচিতাঃ সমারম্ভাঃ।

কঞ্চুকী—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (সোৎসাহং পরিক্রম্য) ভো ভোঃ সংবিধাতৃণাং

পুরঃসরাঃ, যথাপ্রধানমন্তর্বেশিমকা দৌবারিকাশ্চ এষ খলু ভুজবলপরী-ক্ষেপোত্তীর্ণকৌরবপরিভবসাগরস্য নিব্যূঢ়দুর্বহপ্রতিজ্ঞাভারস্য সুযোধনানুজশতোন্মূলনপ্রভঞ্জনস্য দুঃশাসনোরঃস্থলবিদলননরসিংহস্য দুর্যোধনোরুস্তম্ভভঙ্গবিনিশ্চিতবিজয়স্য বলিনঃ প্রাভঞ্জনেবৃকোদরস্য স্নেহপক্ষপাতিনা মনসা মঙ্গলানি কর্তুমাজ্ঞাপয়তি দেবো যুধিষ্ঠিরঃ। (আকাশে) কিং ব্রূথ 'সর্বতোঽধিকতরমপি প্রবৃত্তং কিং নালোকয়সি' ইতি। সাধু পুরকাঃ, সাধু। অনুষ্ঠিতকারিতা হি প্রকাশয়তি মনোগতাং স্বামিভক্তিম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—আর্য জয়ন্ধর।

কঞ্চুকী—আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—গচ্ছ প্রিয়খ্যাপকং পাঞ্চালকং পারিতোষিকেণ পরিতোষয়।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি পাঞ্চালকেন সহ নিষ্ক্রান্তঃ।)

দ্রৌপদী—মহারাঅ, কিং ণিমিত্তং উণ ণাহভীমসেণেণ সো দুরাআরো ভণিদো 'পঞ্চাণং বি অহ্মাণং মজ্ঝে জেণ দে রোঅদি তেণ সহ দে সংগামো হোদু'ত্তি। জই মদ্দীসুদাণং একদরেণ সহ সংগামো তেণ পত্থিদো ভবে তদো অচ্চাহিদং ভবে। (মহারাজ, কিংনিমিত্তং পুনর্নাথ ভীমসেনেন স দুরাচারো ভণিতঃ—পঞ্চানামপ্যস্মাকং মধ্যে যেন তে রোচতে তেন সহ সংগ্রামো ভবতু' ইতি। মাদ্রীসুতয়োরেকতরেণ সহ সংগ্রামস্তেন প্রার্থিতো ভবেত্তদোঽত্যাহিতং ভবেৎ।)

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, এবং মন্যতে জরাসন্ধঘাতী! হতসকলসুহৃদ্বন্ধুবীরানুজরাজন্যাসু কৃপকৃতবর্মাশ্বত্থামশেষাস্বেকাদশস্বক্ষৌহিণীষ্ববান্ধবঃ শরীরমাত্রবিভবঃ কদাচিদুৎসৃষ্টনিজাভিমানো ধার্তরাষ্ট্রঃ পরিত্যজেদায়ুধং তপোবনং বা ব্রজেৎ সন্ধিং বা পিতৃমুখেন যাচেত। এবং সতি সুদূরমতিক্রান্তঃ প্রতিজ্ঞাভারো ভবেৎ সকলরিপুজয়শ্চাতি। সমরং প্রতিপত্তুং পঞ্চানামপি পাণ্ডবানামেকস্যাপি নৈব ক্ষমঃ সুযোধনঃ। শঙ্কে চাহং গদাযুদ্ধং বৃকোদরস্যৈবানেন। অয়ি সুক্ষত্রিয়ে, পশ্য—

> ক্রোধোদ্ঘূর্ণগদস্য নাস্তি সদৃশঃ সত্যং রণে মারুতেঃ
> কৌরব্যে কৃতহস্ততা পুনরিয়ং দেবে যথা সীরিণি।
> স্বস্ত্যস্তুদ্ভুতধার্তরাষ্ট্রনলিনীনাগায় বৎসায় মে
> শঙ্কে তস্য সুযোধনেন সমরং নৈবেতরেষামহম্ ॥ ১৩ ॥

(নেপথ্যে)

তৃষিতোঽস্মি ভোস্তৃষিতোঽস্মি। সম্ভাবয়তু কশ্চিৎ সলিলচ্ছায়াসম্প্রদানেন মাম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—(আকর্ণ্য) কঃ কোঽত্র ভোঃ!

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—জ্ঞায়তাং কিমেতৎ!

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইত নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য) দেব, ক্ষুধ্মানতিথিরুপস্থিতঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—শীঘ্রং প্রবেশয়।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি মুনিবেষধারী চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ)

রাক্ষসঃ—(আত্মগতং) এষোঽস্মি চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ সুযোধনস্য মিত্রং পাণ্ডবান্ বঞ্চয়িতুং ভ্রমামি। (প্রকাশং) তৃষিতোঽস্মি। সম্ভাবয়তু মাং কশ্চিজ্জলচ্ছায়াপ্রদানেন। (ইতি রাজ্ঞঃ সমীপমুপসর্পতি।)

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি।)

যুধিষ্ঠিরঃ—মুনে, অভিবাদয়ে।

রাক্ষসঃ—অকালোঽয়ং সমুদাচারস্য। জলপ্রদানেন সম্ভাবয়তু মাম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—মুনে, ইদমাসনম্। উপবিশ্যতাম্।

রাক্ষসঃ—(উপবিশ্য) ননু ভবতাঽপি ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—(উপবিশ্য) কঃ কোঽত্র ভোঃ, সলিলমুপনয়।

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য গৃহীতভৃঙ্গারঃ) (উপসৃত্য) মহারাজ, শিশিরসুরভিসলিলসম্পূর্ণোঽয়ং ভৃঙ্গারঃ। পানভাজনং চেদম্!

যুধিষ্ঠিরঃ—মুনে, নির্বর্ত্যতামুদন্যাপ্রতীকারঃ।

রাক্ষসঃ—(পাদৌ প্রক্ষাল্য উপস্পৃশন্ বিচিন্ত্য) ভোঃ ক্ষত্রিয়স্ত্বমিতি মন্যে।

যুধিষ্ঠিরঃ—সম্যগ্‌বেদী ভবান্।

রাক্ষসঃ—সুলভশ্চ স্বজনবিনাশঃ সংগ্রামেষু প্রতিদিনমতো নাদেয়ং ভবদ্ভ্যো জলাদিকম্। ভবতু। ছায়য়ৈবানয়া সরস্বতী শিশিরতরঙ্গস্পৃশা মরুতা চানেন বিগতক্লমো ভবিষ্যামি।

দ্রৌপদী—বুদ্ধিমদিএ, বীএহি মহেসিং ইমিণা তালবিন্তেণ। (বুদ্ধিমতিকে, বীজয় মহর্ষিমনেন তালবৃন্তেন।) (চেটী তথা করোতি।)

রাক্ষসঃ—ভবতি, অনুচিতেঽয়মস্মাসু সমুদাচারঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—মুনে, কথয় কথমেবং ভবান্ পরিশ্রান্তঃ!

রাক্ষসঃ—মুনিজনসুলভেন কৌতূহলেন তত্রভবতাং মহাক্ষত্রিয়াণাং স্বচ্ছন্দযুদ্ধমবলোকয়িতুং পর্যটামি সমন্তপঞ্চকম্। অদ্য তু বলবত্তয়া শরদাতপস্যাপর্যাপ্তমেবালোক্য গদাযুদ্ধমর্জুনসুযোধনয়োরাগতোঽস্মি। (সর্বে বিষাদং নাটয়ন্তি।)

কঞ্চুকী—মুনে, ন খল্বেবম্। ভীমসুযোধনয়োরিতি কথয়।

রাক্ষসঃ—আঃ অবিদিতবৃত্তান্ত এব কথং মামাক্ষিপসি।

যুধিষ্ঠিরঃ—মহর্ষে, কথক কথয়।

রাক্ষসঃ—ক্ষণমাত্রং বিশ্রম্য সর্বং কথয়ামি ভবতো ন পুনরস্য বৃদ্ধস্য।

যুধিষ্ঠিরঃ—কথয় কিমর্জুনসুযোধনয়োরিতি।

রাক্ষসঃ—পূর্বমেব কথিতং ময়া—প্রবৃত্তং গদাযুদ্ধমর্জুনসুযোধনয়োরিতি।

যুধিষ্ঠিরঃ—ন ভীমসুযোধনয়োরিতি।

রাক্ষসঃ—বৃত্তং তৎ। (যুধিষ্ঠিরো দ্রৌপদী চ মোহমুপগতঃ।)

কঞ্চুকী—(সলিলেনাসিচ্য) সমাশ্বসিতু দেবো দেবী চ।

চেটী—সমস্সসদু সমস্সসদু দেবী। (সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু দেবী।) (উভৌ সংজ্ঞাং লভেতে।)

যুধিষ্ঠিরঃ—কিং কথয়সি মুনে, বৃত্তং ভীমসুযোধনয়োর্গদাযুদ্ধমিতি।

দ্রৌপদী—ভঅবং, কহেহি কহেহি কিং বুত্তং ত্তি। (ভগবন্, কথয় কথয় কিং বৃত্তমিতি।)

রাক্ষসঃ—কঞ্চুকিন্, কো পুনরেতৌ।

কঞ্চুকী—এষ দেবো যুধিষ্ঠিরঃ। ইয়মপি পাঞ্চালতনয়া।

রাক্ষসঃ—আঃ, দারুণমুপক্রান্তং ময়া।

দ্রৌপদী—হা ণাহ ভীমসেণ। (হা নাথ ভীমসেন।) (ইতি মোহমুপগতা।)

কঞ্চুকী—কিং নাম কথিতম্।

চেটী—সমস্সসদু সমস্সদু দেবী। (সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু দেবী।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(সাস্রং) ব্রহ্মন্,

পদে সন্দিগ্ধ এবাস্মিন্ দুঃখমাস্তে যুধিষ্ঠিরঃ।
বৎসস্য নিশ্চিতে তত্ত্বে প্রাণত্যাগাদয়ং সুখী ॥ ১৪ ॥

রাক্ষসঃ—(সানন্দমাত্মগতং) অয়মেব মে যত্নঃ। (প্রকাশং) যদি অবশ্যং কথনীয়ং তদা সংক্ষেপতঃ কথয়ামি। ন যুক্তং বন্ধুব্যসনং বিস্তরেণাবেদয়িতুম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—(অশ্রূণি মুঞ্চন্)

সর্বথা কথয় ব্রহ্মন্ সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
বৎসস্য কিমপি শ্রোতুমেষ দত্তঃ ক্ষণো ময়া ॥ ১৫ ॥

রাক্ষসঃ—শ্রূয়তাম্।

তস্মিন্ কৌরবভীময়োর্গুরুগদাঘোরধ্বনৌ সংযুগে—

দ্রৌপদী—(সহসোত্থায়) তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

রাক্ষসঃ— (স্বগতং) কথং পুনরনয়োর্লব্ধসংজ্ঞতামপনয়ামি। (প্রকাশং)

সীরী সত্বরমাগতশ্চিরমভুক্তস্যাগ্রতঃ সংগরঃ।
আলম্ব্য প্রিয়শিষ্যতাং তু হলিনা সংজ্ঞা রহস্যাহিতা
যামাসাদ্য কুরূত্তমঃ প্রতিকৃতিং দুঃশাসনারৌ গতঃ ॥ ১৬ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—হা বৎস বৃকোদর। (ইতি মোহমুপগতঃ।)

দ্রৌপদী—হা ণাহ ভীমসেন, হা মহপরিভইপড়ীআর অরিচ্চাত্ত জীবিঅ, জড়াসুর বঅ হিড়িম্বকিম্মীরকিচঅ জরাসন্ধণিসূদন, সৌঅন্ধিআহরণচাডুআর, দেহি মে পড়িবঅণম্।

(হা নাথ ভীমসেন, হা মম পরিভবপ্রতীকারপরিত্যক্তজীবিত, জটাসুর-বকহিড়িম্বকির্মীরকীচকজরাসন্ধনিষূদন, সৌগন্ধিকাহরণচাটুকার, দেহি মে প্রতিবচনম্।) (ইতি মোহমুপগতা।)

কঞ্চুকী—(সাস্রং) হা কুমার ভীমসেন, ধার্তরাষ্ট্রকুলকমলিনীপ্রালেয়বর্ষ। (সসম্ভ্রমং) সমাশ্বসিতু মহারাজঃ। ভদ্রে, সমাশ্বাসয় স্বামিনীম্। মহর্ষে, ত্বমপি তাবদাশ্বাসয় রাজানম্।

রাক্ষসঃ—(স্বগতং) আশ্বাসয়ামি প্রাণান্ পরিত্যাজয়িতুম্! (প্রকাশং) ভো ভীমাগ্রজ, ক্ষণমেকং চীয়তাং সমাশ্বাসঃ। কথাশেষোঽস্তি।

যুধিষ্ঠিরঃ—(সমাশ্বস্য) মহর্ষে, কিমস্তি কথাশেষঃ।

দ্রৌপদী—(প্রতিবুদ্ধা) ভঅবং, কহেহি কীদিসো কহাসেসো ত্তি। (ভগবন্, কথয় কীদৃশঃ কথাশেষ ইতি।)

কঞ্চুকী—কথয় কথয়।

রাক্ষসঃ—ততশ্চ হতে তস্মিন্ সুক্ষত্রিয়ে বীরসুলভাং গতিমুপগতে সমগ্র-সংগলিতং ভ্রাতৃবধশোকজং বাষ্পং প্রমৃজ্য ভ্রাতৃবধশোকাদপহায় গাণ্ডীবং প্রত্যগ্রক্ষতজচ্ছটা-চর্চিতাং তামেব গদাং ভ্রাতৃহস্তাদাকৃষ্য নিবার্যমাণোঽপি সন্ধিৎসুনা বাসুদেবেন, আগচ্ছাগচ্ছেতি সোপহাসম্ভ্রমিতগদাঝংকারমূর্ছিতগম্ভীরবচনধ্বনিনাহূয়মানং কৌরবরাজেন তৃতীয়োঽনুজস্তে কিরীটী যোদ্ধুমারব্ধঃ। অকৃতিনস্তস্য গদাঘাতান্নিধনমুৎপ্রেক্ষমাণেন কামপালেনার্জুনপক্ষপাতী দেবকীসূনুরতি-প্রযত্নাৎ স্বরথমারোপ্য দ্বারকাং নীতঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—সাধু ভো অর্জুন, তদৈব প্রতিপন্না বৃকোদরপদবী গাণ্ডীবং পরিত্যজতা। অহং পুনঃ কেনোপায়েন প্রাণপরিত্যাগাদ্ধুদয়মুৎসাহয়িষ্যে।

দ্রৌপদী—হা ণাহ ভীমসেণ, ণ জুত্তং দাণিং দে কণী অসং ভাদরং অসিক্খিদং গদাএ দারুণস্স সত্তুণো অহিমুহং গচ্ছন্তং উবেক্খিদুম্।

(হা নাথ ভীমসেন, ন যুক্তমিদানীং তে কনীয়াংসং ভ্রাতরমশিক্ষিতং গদায়াং দারুণস্য শত্রোরভিমুখং গচ্ছন্তমুপেক্ষিতুম্) (মোহমুপগতা।)

রাক্ষসঃ—ততশ্চাহং—

যুধিষ্ঠিরঃ—ভবতু মুনে, কিমতঃপরং শ্রুতেন! হা তাত ভীমসেন, কান্তারব্যসন-বান্ধব, হা মচ্ছরীরস্থিতিবিচ্ছেদকাতর, জতুগৃহবিপৎ-সমুদ্রতরণযানপাত্র, হা কির্মীরহিড়িম্বাসুরজরাসন্ধবিজয়মল্ল, হা কীচকসুযোধনানুজ কমলিনীকুঞ্জর—

নিলর্জ্জস্য দুরোদরব্যসনিনো বৎস ত্বয়া সা তদা
ভক্ত্যা মে সমদর্দ্বিপাযুতবলেনাঙ্গীকৃতা দাসতা।
কিং নামাপকৃতং ময়া তদধিকং ত্বয্যদ্য যদ্গম্যতে
ত্যক্ত্বা নাথ সবান্ধবং সপদি বাং প্রীতিঃ ক্ব তে সাধুনা॥ ১৭।

দ্রৌপদী—(সংজ্ঞামুপলভ্যোত্থায় চ) মহারাঅ, কিং এদং বট্টই। মহারাজ, কিমেতদ্বর্ততে।)

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, কিমন্যৎ!

স কীচকনিষূদনো বকহিড়ম্বকির্মীরহা
মদান্ধমগধাধিপাদ্বিরদসন্ধিভেদশনিঃ।
গদাপরিঘশোভিনা ভুজযুগেন তেনান্বিতঃ
প্রিয়স্তব মনানুজোঽর্জুনগুরুর্গতোঽস্তং কিল॥ ১৮॥

দ্রৌপদী—ণাহ ভীমসেণ, তুএ কিল মে কেসা সংজমিদব্বা। ণ জুত্তং বীরস্স ক্ষত্তিঅস্স পড়িণ্ণাদংসিঢ়িলেদুং। তা পড়িবালুহনংজাব উপসপ্পামি। (নাথ ভীমসেন, ত্বয়া কিল মে কেশাঃ সংযময়িতব্যাঃ। ন যুক্তং বীরস্য ক্ষত্রিয়স্য প্রতিজ্ঞাতং শিথিলয়িতুম্। তৎ প্রতিপালয় মাং যাবদুপসর্পামি।)

(পুনর্মোহগতা)

যুধিষ্ঠিরঃ—(আকাশে) অম্ব পৃথে, শ্রুতোঽয়ং তব পুত্রস্য সমুদাচারঃ। মামেকনাথং বিলপন্তমুৎসৃজ্য ক্বাপি গতঃ। তাত জরাসন্ধশত্রো, কিং নাম বৈপরীত্য-মেতবতা কালেনাল্পায়ুষি ত্বয়ি সমালোকিতং জনেন, অথবা ময়ৈব বহুপলব্ধম্।

দত্বা মে করদীকৃতাখিলনৃপাং যন্মেদিনীং লজ্জসে
দ্যূতে যচ্চ পণীকৃতোঽপি হি ময়া ন ক্রুধ্যসি প্রীয়সে।
স্থিত্যর্থং মম মৎস্যরাজভবনে প্রাপ্তোঽসি যৎসূদতাং
বৎসৈতানি বিনশ্বরস্য সহসা দৃষ্টানি চিহ্নানি তে ॥ ১৯ ॥

মুনে, কিং কথয়সি। (তস্মিন্ কৌরবভীময়োঃ’ ৬।১৬ ইত্যাদি পঠতি।)

রাক্ষসঃ—এবমেতৎ।

যুধিষ্ঠিরঃ—ধিগস্মদ্ভাগধেয়ানি, ভগবন্ কামপাল, কৃষ্ণাগ্রজ, সুভদ্রাভ্রাতঃ,

জ্ঞাতিপ্রীতির্মনসি ন কৃতা ক্ষত্রিয়াণাং ন ধর্মো
রূঢ়ং সখ্যং তদপি গণিতং নানুজস্যার্জুনেন।
তুল্যঃ কামং ভবতু ভবতঃ শিষ্যয়োঃ স্নেহবন্ধঃ
কোঽয়ং পন্থা যদসি বিমুখো মন্দভাগ্যে ময়ীত্থম্ ॥ ২০ ॥

(দ্রৌপদীমুপগম্য) অয়ি পাঞ্চালি, উত্তিষ্ঠ। সমানদুঃখাবেবাবাং ভবাবঃ। মূর্ছয়া কিং মামেবমতিসন্ধৎসে।

দ্রৌপদী—(লব্ধসংজ্ঞা) বন্ধেদু ণাহো দুজ্জোহণরুহিরাদ্দেণ হত্থেণ দুস্সাসণবিমুক্কং মে কেসহত্থম্। হঞ্জে বুদ্ধিমদীএ, তব পচ্চক্খং এব্ব ণাহেণ পড়িণ্ণাদম্। (কঞ্চুকিনমুপেত্য) অজ্জ, কিং সংদিট্ঠং দাব মে দেবেণ দেবকীণন্দণেন পুণোবি কেসবন্ধণং আরম্ভীঅদুত্তি। তা উবণেহি মে পুপ্ফদামাইং বিরএহি দাব কবরীম্। করেহি তঅবদো ণারাঅণস্স বঅণম্। ণ ক্খু সো অলীঅং সংদিসদি। অহবা কিং মএ সংততাএ ভণিদম্। অচিরগদং অজ্জউত্তং অণুগমিস্সম্। (যুধিষ্ঠিরমুপগম্য) মহারাঅ, আদীবঅ চিদাম্। তুমং বি খত্তধম্মং অণুবন্ধন্তো এব্ব ণাহস্স জীবিদহরস্স অহিমুহো হোহি। অহবা জং দে রোঅদি। (বধ্নাতু নাথো দুর্যোধনরুধিরার্দ্রেণ হস্তেন দুঃশাসনবিমুক্তং মে কেশহস্তম্। হঞ্জে বুদ্ধিমতিকে, তব প্রত্যক্ষমেব নাথেন প্রতিজ্ঞাতম্। (কঞ্চুকিনমুপেত্য) আর্য, কিং সন্দিষ্টং তাবন্মে দেবেন দেবকীনন্দনেন পুনরপি কেশবন্ধনমারভ্যতামিতি। তদুপনয় মে পুষ্পদামানি। বিরচয় তাবৎ কবরীম্। কুরু ভগবতো নারায়ণস্য বচনম্। ন খলু সোঽলীকং সন্দিশতি। অথবা কিং ময়া সন্তপ্তয়া ভণিতম্। অচিরগতমার্যপুত্রমনুগমিষ্যামি। (যুধিষ্ঠিরমুপগম্য) মহারাজ, আদীপয় চিতাম্। ত্বমপি ক্ষত্রধর্মমনুবধ্নন্নেব নাথস্য জীবিতহরস্যাভিমুখো ভব। অথবা যত্তে রোচতে।

যুধিষ্ঠিরঃ—যুক্তমাহ পাঞ্চালী। কঞ্চুকিন্, ক্রিয়তামিয়ং তপস্বিনী চিতাসংবিভাগেন সহ্যবেদনা। মমাপি সজ্জং ধনুরুপনয়। অলমথবা ধনুষা।

তস্যৈব দেহরুধিরোক্ষিতপাটলাঙ্গী-
মাদায় সম্প্রতি গদামপবিদ্ধচাপম্।
ভ্রাতৃপ্রিয়েণ কৃতমদ্য যদর্জুনেন
শ্রেয়ো মমাপি হি তদেব কৃতং জয়েন ॥ ২১ ॥

রাক্ষসঃ—রাজন্, রিপুজয়বিমুখং তে যদি চেতস্তদা যত্র কুত্র বা প্রাণত্যাগং কুরু। বৃথা তত্র গমনম্।

কঞ্চুকী—ধিঙ্ মুনে, রাক্ষসসদৃশং হৃদয়ং ভবতঃ।

রাক্ষসঃ—(সভয়ং স্বগতং) কিং জ্ঞাতোঽহমনেন। (প্রকাশং) ভোঃ কঞ্চুকিন্, তয়োর্গতয়া খলু যুদ্ধং প্রবৃত্তমর্জুনদুর্যোধনয়োঃ। জানামি চ তয়োর্গদায়াং ভুজসারম্। দুঃখিতস্য পুনরস্য রাজর্ষেরপরমনিষ্টশ্রবণং পরিহরন্নেবং ব্রবীমি।

যুধিষ্ঠিরঃ—(বাষ্পং বিসৃজন্) সাধু মহর্ষে, সাধু। সুস্নিগ্ধমভিহিতম্।

কঞ্চুকী—মহারাজ, কিং নাম শোকান্ধতয়া দেবেন দেবকল্পেনাপি প্রাকৃতমেব ত্যজ্যতে ক্ষাত্রধর্মঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—আর্য জয়ন্ধর,

শক্ষ্যামি তৌ পরিঘপীবরবাহুদণ্ডৌ
বিত্তেশশক্রপুরদর্শিতবীর্যসারৌ।
ভীমার্জুনৌ ক্ষিতিতলে প্রবিচেষ্টমানৌ
দ্রষ্টুং তয়োশ্চ নিধনেন রিপুং কৃতার্থম্ ॥২২॥

অয়ি পাঞ্চালরাজতনয়ে, মন্দুর্নপ্রাপ্তশোচ্যদশে, যথা সন্দীপ্যতে পাবকস্তথা সহিতাবেব বন্ধুজনং সম্ভাবয়াবঃ।

দ্রৌপদী—অজ্জ, করেহি দারুসঞ্চঅম্। পজ্জলীঅদু চিদা। তুবরদি মে হিঅঅং ণাধং পেক্খিদুম্। (সর্বতোঽবলোক্য) কহং ণ কোবি ণাধেণ বিণা মহারাঅস্স বঅণং করেদি। হা ণাহ ভীমসেণ, তং এব্ব এদং রাঅউলং তুএ বিরহিদং পড়িঅণো বি সংপদং পরিহরদি।

(আর্য, কুরু দারুসঞ্চয়ম্। প্রজ্জ্বাল্যতাং চিতা। ত্বরতে মে হৃদয়ং নাথং প্রেক্ষিতুম্। সর্বতোঽবলোক্য)। কথং ন কোঽপি নাথেন বিনা মহারাজস্য বচনং করোতি। হা নাথ ভীমসেন, তদেবেদং রাজকুলং ত্বয়া বিরহিতং পরিজনোঽপি সাম্প্রতং পরিহরতি।

রাক্ষসঃ—সদৃশমিদং ভরতকুলবধূনাং যৎপত্যুরনুমরণম্।

যুধিষ্ঠিরঃ—মহর্ষে, ন কশ্চিচ্ছৃণোতি তাবদাবয়োর্বচনম্। তদিন্ধপ্রদানেন প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্।

রাক্ষসঃ—মুনিজনবিরুদ্ধমিদম্। (স্বগতং) পূর্ণো মে মনোরথঃ। যাবদনুপলক্ষিতঃ সমিন্ধয়ামি বহ্নিম্। (প্রকাশং) রাজন্, ন শক্নুমো বয়মিহৈব স্থাতুম্।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, ন কশ্চিদস্মদ্বচনং করোতি। ভবতু। স্বয়মেবাহং দারুসঞ্চয়ং কৃত্বা চিতামাদীপয়ামি।

দ্রৌপদী—তুবরদু তুবরদু মহারাও। (ত্বরতাং ত্বরতাং মহারাজঃ)।

(নেপথ্যে কলকলঃ)

দ্রৌপদী—(সভয়মাকর্ণ্য) মহারাঅ, কস্স বি এসো বলদপ্পিদস্স বিসমো সংখণিগ্ঘোসো সুণিঅদি। অবরং বি অপ্পিঅং সুণিদুং অত্থি ণিব্বন্ধো তদো বিলম্বীঅদু।

(মহারাজ, কস্যাপ্যেষ বলদর্পিতস্য বিষমঃ শঙ্খনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে। অপরমপ্যপ্রিয়ং শ্রোতুমস্তি নির্বন্ধস্ততো বিলম্ব্যতাম্)।

যুধিষ্ঠিরঃ—ন খলু বিলম্ব্যতে। উত্তিষ্ঠ। (ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি)

অয়ি পাঞ্চালি, অম্বায়াঃ সপত্নীজনস্য চ কিঞ্চিৎ সন্দিশ্য নিবর্তয় পরিজনম্।

দ্রৌপদী—মহারাজ, অম্বায়াঃ এম্বং সন্দিসিস্সম্ জো সো বঅহিড়িম্বকিম্মীরজডাসুর জরাসন্ধবিজঅমল্লো বি দে মজ্ঝমপুত্তো মম হদা সা এ পক্খবাদেণ পরলোঅং গদো ত্তি। (মহারাজ, অম্বায়ৈ এবং সন্দেক্ষ্যামি যঃ স বকহিড়িম্বকির্মীরজটাসুরজরাসন্ধবিজয়মল্লোঽপি তে মধ্যমপুত্রো মম হতাশায়াঃ পক্ষপাতেন পরলোকং গত ইতি।

যুধিষ্ঠিরঃ—ভদ্রে বুদ্ধিমতিকে, উচ্যতামস্মদ্বচনাদম্বা।

যেনাসি তত্র জতুবেশ্মনি দীপ্যমানে
নির্বাসিতা সহ সুতৈর্ভুজয়োর্বলেন।
তস্য প্রিয়স্য বলিনস্তনয়স্য পাপ-
মাখ্যামি তেঽম্ব কথয়েৎ কথমীদৃগন্যঃ ॥২৩॥

আর্য জয়ন্ধর, ত্বয়া সহদেবসকাশং গন্তব্যম্। বক্তব্যশ্চ তত্র-ভবান্মাদ্রেয়ঃ কনীয়ান্ সকলকুরুকুলকমলাকরদাবানলো যুধিষ্ঠিরঃ পরলোকমভিপ্রস্থিতঃ প্রিয়ানুজমপ্রতিকূলং সততমাশংসনীয়মসংমূঢ়ং ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ ভবন্তমবিরলমালিঙ্গ্য শিরসি চাঘ্রায়েদং প্রার্থয়তে।

মম হি বয়সা দূরেণাল্পঃ শ্রুতেন সমো ভবান্
কৃতসহজয়া বুদ্ধ্যা জ্যেষ্ঠো মণীষিতয়া গুরুঃ।
শিরসি মুকুলৌ পাণী কৃত্বা ভবন্তমতোঽর্থয়ে
ময়ি বিরলতাং নেয়ঃ স্নেহঃ পিতুর্ভব বারিদঃ ॥২৪॥

অপি চ বালিশচরিতস্যা নিত্যাভিমানিনোঽস্মসদৃশস্যনয়সারস্যাপি নকুলস্য মমাজ্ঞয়া বচনে স্থাতব্যম্। নানুগন্তব্যাঽস্মৎ পদবী। ত্বয়া হি বৎস,

বিস্মৃত্যাস্মান্ শ্রুতিবিশদয়া স্বাগ্রজৌ চাত্মবুদ্ধ্যা
পিণ্ডান্ পাণ্ডোরুদকপৃষতানশ্রুগর্ভান্ প্রদাতুম্।
দায়াদানামপি তু ভবনে যাদবানাং কুলে বা
কান্তারে বা কৃতবসতিনা রক্ষণীয়ং শরীরম্ ॥২৫॥

গচ্ছ জয়ন্ধর, অস্মৎশরীর-স্পৃষ্টিকয়া শাপিতোঽসি। ভবতাঽকালহীনমিদমবশ্যমাবেদনীয়ম্।

দ্রৌপদী—হলা বুদ্ধিমদিএ, ভণাহি মম বঅনেণ পিঅসহীং সুভদ্দাং—'অজ্জ বচ্ছাএ উত্তরাএ আবন্নসত্তাও চউত্থো মাসো বট্টদি! সব্বধা ণাদিউলে তং ণিক্খিবেসি। কদা বি ইদো পরলোঅ গদস্স সস্সুরউলস্স অহ্মাণং বি সলিলবিন্দুদো ভবিস্সদি' ত্তি। (হলা বুদ্ধিমতিকে, ভণ মম বচনেন প্রিয়সখীং সুভদ্রাম্—'অদ্য বৎসায়া উত্তরায়া আপন্নসত্ত্বায়াশ্চতুর্থো মাসো বর্ততে। সর্বথা জ্ঞাতিকুলে তাং নিক্ষিপসি। কদাপীতঃ পরলোকগতস্য শ্বশুরকুলস্যাস্মাকমপি সলিলবিন্দুদো ভবিষ্যতি' ইতি)।

যুধিষ্ঠিরঃ—(সাস্রং) ভোঃ কষ্টম্।

শাখারোধস্থগিতবসুধামণ্ডলে মণ্ডিতাশে
পীনস্কন্ধে সুসদৃশমহামূলপর্যন্তবন্ধে।
দগ্ধে দৈবাৎ সুমহতি তরৌ তস্য সূক্ষ্মাঙ্কুরেঽস্মি-
ন্নাশাবন্ধং কমপি কুরুতে ছায়য়ার্থী জনোঽয়ম্ ॥ ২৬ ॥

দ্রৌপদি, সাধয়েদানীমধ্যবসিতম্। (কঞ্চুকিনমবলোক্য) আর্য জয়ন্ধর, অস্মচ্ছরীরেণ শাপিতোঽসি তথাপি ন গম্যতে।

কঞ্চুকী—(সাক্রন্দং) হা দেব পাণ্ডো, তব সুতানামজাতশত্রুভীমার্জুননকুলসহদেবানাময়ং দারুণঃ পরিণামঃ। হা দেবি কুন্তিভোজরাজভবনপতাকে,

ভ্রাতুস্তে তনয়েন শৌরিগুরুণা শ্যালেন গাণ্ডীবিন
স্তস্যোবাখিলধার্তরাষ্ট্রনলিনীব্যালোলনে দন্তিনঃ।
আচার্যেণ বৃকোদরস্য হলিনোঽমত্তেন মত্তেন বা
দগ্ধং ত্বৎ-সুতকাননং ননু মহী যস্যাশ্রয়াচ্ছীতলা ॥ ২৭ ॥

(ইতি রুদন্ নিষ্ক্রান্তঃ)

যুধিষ্ঠিরঃ—জয়ন্ধর, জয়ন্ধর।

কঞ্চুকী—(প্রবিশ্য) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—বক্তব্যমিতি ব্রবীমি। ন পুনরেতাবন্তি ভাগধেয়ানি নঃ। যদি কদাচিদ্বিজয়ী স্যাদ্বৎসোঽর্জুনস্তদ্বক্তব্যোঽস্মদ্বচনাদ্ভবতা।

হলী হেতুঃ সত্যং ভবতি মম বৎসস্য নিধনে
তথাপ্যেষ ভ্রাতা সহজসুহৃদস্তে মধুরিপোঃ।
অতঃ ক্রোধঃ কার্যো ন খলু যদি চ প্রাণিষি ততো
বনং গচ্ছের্মাগাঃ পুনরকরুণাং ক্ষাত্রপদবীম্ ॥ ২৮ ॥

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

যুধিষ্ঠিরঃ—(অগ্নিং দৃষ্ট্বা সহর্ষং) কৃষ্ণ, ননূদ্ধতশিখাহস্তাহূতোঽস্মদ্বিধব্যসনিজনঃ সমিদ্ধো ভগবান্ হুতাশনঃ। তত্রেন্ধনীকরোম্যাত্মানম্।

দ্রৌপদী—পসীদদু পসীদদু মহারাতো ইমিণা অপচ্ছিমেণ পণএণ। অহং দাব অগ্গদো পবিসামি।

(প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজো অনেনাপশ্চিমেন প্রণয়েন। অহং তাবদগ্রতঃ প্রবিশামি)।

যুধিষ্ঠিরঃ—সহিতাবেবাভ্যুদয়মুপভোক্ষ্যাবহে।

চেটী—হা ভঅবন্তোলোঅবালা, পরিত্তাহঅহ পরিত্তাঅহ। এসো কখু সোমবংস রাএসী রাঅসূঅসন্তপ্পিদহব্ববাহো খণ্ডবসংতপ্পিদ হুদবহস্‌স কিরীডিণো জেটঠোভাদা সুগহীদণাম হেঅোমহারাঅ জুহিট্ঠিরো। এসা বি পাঞ্চালরাঅ তণআ দেবীবেদিমজ্ঝসংভবা জন্নসেণী। দুবে বিণিক্করুণজলণস্‌স পবেসেণ ইন্ধণীহোন্তি। তা পরিত্তাঅহ অজ্জা, পরিত্তাঅহ। কধং ণ কো বি পরিত্তাঅদি! (তয়োরগ্রতঃ পতিত্বা) কিং ববসিদং দেবীএ দেবেণ অ।

(হা ভগবন্তো লোকপালাঃ, পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বম্। এষ খলু সোমবংশরাজর্ষী রাজসূয়সন্তর্পিতহব্যবাহঃ খাণ্ডবসন্তর্পিতহুতবহস্য কিরীটিনো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুগৃহীতনামধেয়ো মহারাজযুধিষ্ঠিরঃ। এষাপি পাঞ্চালরাজতনয়া। দেবী বেদিমধ্যসম্ভবা যাজ্ঞসেনী। দ্বাবপি নিষ্করুণজ্বলনস্য প্রবেশেনেন্ধনী ভবতঃ। তৎ পরিত্রায়ধ্বমার্যাঃ, পরিত্রায়ধ্বম্। কথং ন কোঽপি পরিত্রায়তে। (তয়োরগ্রতঃ পতিত্বা) কিং ব্যবসিতং দেব্যা দেবেন চ।

যুধিষ্ঠিরঃ—অয়ি বুদ্ধিমতিকে, যদ্বৎসলেন প্রিয়ানুজেন বিনা সদৃশং তৎ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ, ভদ্রে উদকমুপানয়। (চেটী তথা করোতি)

যুধিষ্ঠিরঃ—(পাদৌ প্রক্ষাল্যোপস্পৃশ্য চ) এষ তাবৎ সলিলাঞ্জলির্গাঙ্গেয়ায় ভীষ্মায় গুরবে। অয়ং প্রপিতামহায় শান্তনবে। অয়মপি পিতামহায় বিচিত্রবীর্যায়। (সাস্রং) তাতস্যাধুনাবসরঃ। অয়ং তাবৎ স্বর্গস্থিতায় সুগৃহীতনাম্নে পিত্রে পাণ্ডবে।

অদ্য প্রভৃতি বারীদমস্মত্তো দুর্লভং পুনঃ।
তাত মাদ্র্যম্বয়া সার্ধং ময়া দত্তং নিপীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

এতজ্জলং জলজনীলবিলোচনস্য
ভীমস্য তস্য মম চাপ্যবিভক্তমস্তু।
একং ক্ষণং বিরম বৎস পিপাসিতোঽপি
পাতুং ত্বয়া সহ জবাদয়মাগতোঽস্মি ॥ ৩০ ॥

অথবা সুক্ষত্রিয়াণাং গতিমুপগতং বৎসমহমুপগতোঽপ্যকৃতী দ্রষ্টুম্। বৎস ভীমসেন,

ময়া পীতং পীতং ভবতাম্বাস্তনযুগং
মদুচ্ছিষ্টৈর্বৃত্তিং জনয়সি রবৈর্বৎসলতয়া।
বিতানেঽবপ্যেবং তব মম চ সোমে বিধিরভূ-
ন্নিবাপাম্ভঃ পূর্বং পিবসি কথমেবং ত্বমধুনা ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণে, ত্বমপি দেহি সলিলাঞ্জলিম্।

দ্রৌপদী—হঞ্জে বুদ্ধিমদিএ, উবণেহি মে সলিলম্। (হঞ্জে বুদ্ধিমতিকে, উপনয় মে সলিলম্)। (চেটী তথা করোতি)

দ্রৌপদী—(উপসৃত্য জলাঞ্জলিং পূরয়িত্বা) মহারাঅ, কস্স সলিলং দেম্মি।
(মহারাজ, কস্য সলিলং দদামি)

যুধিষ্ঠিরঃ— তস্মৈ দেহি জলং কৃষ্ণে সহসা গচ্ছতে দিবম্।
অম্বাপি যেন গান্ধারী রুদিতেন সখীকৃতা ॥ ৩২ ॥

দ্রৌপদী—ণাহ ভীমসেণ, পরিঅণোবণীদং উদঅং সগ্গগদস্স দে পাদোদঅং হোদু এবং। (নাথ ভীমসেন, পরিজনোপনীতমুদকং স্বর্গগতস্য তে পাদোদকং ভবত্বেতৎ।

যুধিষ্ঠিরঃ—ফাল্গুনাগ্রজ,

অসমাপ্তপ্রতিজ্ঞেঽপি যাতে ত্বয়ি মহাভুজে।
মুক্তকেশ্যেব দত্তস্তে প্রিয়য়া সলিলাঞ্জলিঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্রৌপদী—উট্‌ঠেহি মহারাঅ, দূরং গচ্ছদি দে ভাদা।
(উত্তিষ্ঠ মহারাজ, দূরং গচ্ছতি তে ভ্রাতা।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(দক্ষিণাক্ষিস্পন্দনং সূচয়িত্বা) পাঞ্চালি, নিমিত্তানি কথয়ন্তি সম্ভাবয়িষ্যসি বৃকোদরমিতি।)

দ্রৌপদী—মহারাঅ, সুণিমিত্তং ভোদু। (মহারাজ, সুনিমিত্তং ভবতু।)
(নেপথ্যে কলকলঃ) (প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তঃ)

কঞ্চুকী—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং মহারাজঃ। এষ খলু দুরাত্মা কৌরবাপশদঃ- ক্ষতজাভিষেকপাটলিতাম্বরশরীরঃ সমুচ্ছ্রিত-দিগ্ধভীষণগদাশক্তিরুদ্যতকালদণ্ড

ইব কৃতান্তোঽত্রভবতীং পাঞ্চালরাজতনয়ামিতস্ততঃ পরিমার্গমাণ ইত এবাভিবর্ততে।

যুধিষ্ঠিরঃ—হা দৈব, তে নির্ণয়ো জাতঃ। হা গাণ্ডীবধন্বন্। (ইতি মুহ্যতি)

দ্রৌপদী—হা অজ্জউত্ত হা মম স অংবর স অংগাহ দুল্লালিদ, পিঅংভাদুঅং অণুগদোহসি। ণ উণ মহারাঅং ইমং দাসঅণং অ। -

(হা আর্যপুত্র, হা মম স্বয়ংবর-স্বয়ংগ্রাহ-দুর্ললিত, প্রিয়ং ভ্রাতরমনুগতোঽসি। ন পুনর্মহারাজমিমং দাসজনং চ।) (ইতি মোহমুপগতা।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) হা বৎস সব্যসাচিন্, হা ত্রিলোচনাঙ্গনিষ্পেষমল্ল, হা নিবাতকবচোদ্ধরণনিষ্কণ্টকী-কৃতামরলোক, হা বদর্যাশ্রমমুনিদ্বিতীয়তাপস, হা দ্রোণাচার্যপ্রিয়শিষ্য, হা অস্ত্রশিক্ষাবলপরিতোষিতগাঙ্গেয়, হা রাধেয়কুলকমলিনী-প্রালেয়বর্ষ, হা গন্ধর্বনির্বাসিতদুর্যোধন, হা পাণ্ডবকুলকমলিনীরাজহংস,

তাং বৎসলামনভিবাদ্য বিনীতমম্বাং
গাঢ়ং চ মামনুপগূহ্য ময়াপ্যনুক্তঃ।
এতাং স্বয়ংবরবধূং দয়িতামদৃষ্ট্বা
দীর্ঘপ্রবাসময়ি তাত কথং গতোঽসি ॥ ৩৪ ॥

(মোহমুপগতঃ)

কঞ্চুকী—(চেটীং প্রতি) ইদানীং ভোঃ কষ্টম্। এষ কৌরবাধমো যথেষ্টমিহৈব প্রবর্ততে। সর্বথায়ং প্রবেশকালঃ। চিতাসমীপমুপনয়াম্যত্রভবতীং পাঞ্চাল-রাজতনয়াম্। অহমপ্যেবমেবানুগচ্ছামি। ভদ্রে, ত্বমপি দেব্যা ভ্রাতরং ধৃষ্টদ্যুম্নং নকুলসহদেবৌ বাহবাপ্নুহি। এবমবস্থিতে মহারাজেঽস্তমিতয়ো ভীমার্জুনয়োঃ কুতোঽত্রপরিত্রাণাশা।

চেটী—পরিত্তাতহ পরিত্তাতহ অজ্জা। (পরিত্রায়ধবং পরিত্রায়ধবমার্যাঃ।)

(নেপথ্যে কলকলানন্তরম্।)

ভো ভোঃ, সমন্তপঞ্চকসঞ্চারিণঃ ক্ষতজাসবমত্তযক্ষরাক্ষসপিশাচগৃধ্রজম্বুকোলূকবায়সভূয়িষ্ঠাবশিষ্টাবিরলাশ্চ যোধাঃ, কৃতমস্মদ্দর্শনত্রাসেন। কথয়ত কস্মিন্নুদ্দেশে যাজ্ঞসেনী সন্নিহিতেতি। কথয়াম্যুপলক্ষণং তস্যাঃ।

উরূ করেণ পরিঘট্টয়তঃ সলীলং
দুর্যোধনস্য পুরতোঽপহৃতাম্বরা যা।
দুঃশাসনেন কচকর্ষণভিন্নমৌলিঃ
সা দ্রৌপদী কথয়ত ক্ব পুনঃ প্রদেশে ॥ ৩৫ ॥

কঞ্চুকী—হা দেবি যজ্ঞবেদিসম্ভবে, পরিভূয়সে সম্প্রত্যনাথা কুরুকুলকলঙ্কেন।

যুধিষ্ঠিরঃ—(সহসোত্থায়) পাঞ্চালি, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। (সসম্ভ্রমং) কঃ কোঽত্র ভোঃ। সনিষঙ্গং মে ধনুরুপনয়। দুরাত্মন্ দুর্যোধনহতক, আগচ্ছাগচ্ছ। উপনয়ামি তে গদাকৌশলসম্ভূতং ভুজদর্পং শিলীমুখাসারেণ। অন্যচ্চ রে কুরুকুলাঙ্গার,

প্রিয়মনুজমপশ্যংস্তং জরাসন্ধমল্লং
কুপিতহরকিরাতদ্বেষিনং তং চ বৎসম্।

ত্বামিব কঠিনচেতাঃ প্রাণিতুং নাস্মি শক্তো
ননু পুনরপহর্তুং বাণবর্ষৈস্তবাসূন্ ॥ ৩৬ ॥
(ততঃ প্রবিশতি গদাপাণিঃ ক্ষতজসিক্তসর্বাঙ্গো ভীমসেনঃ।)

ভীমসেনঃ—ননু ভোঃ সমন্তপঞ্চকসঞ্চারিণঃ,
রক্ষো নাহং ন ভূতং রিপুরুধিরজলপ্লাবিতাঙ্গঃ প্রকামং
নিস্তীর্ণোরুপ্রতিজ্ঞাজলনিধিগহনঃ ক্রোধনঃ ক্ষত্রিয়োঽস্মি।
ভো ভো রাজন্যবীরাঃ সমরশিখিশিখাদগ্ধশেষাঃ কৃতং ব—
স্ত্রাসেনানেন লীনৈর্হতকরিতুরগান্তর্হিতৈরাস্যতে যৎ ॥ ৩৭ ॥
কথয়ন্তু ভবন্তঃ কস্মিন্নুদ্দেশে পাঞ্চালী তিষ্ঠতি।

দ্রৌপদী—(লব্ধসংজ্ঞা) পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু মহারাও।
(পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং মহারাজঃ।)

কঞ্চুকী—দেবি পাণ্ডুস্নুষে, উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। সম্প্রতি ঝটিতি চিতাপ্রবেশ এব শ্রেয়ান্।

দ্রৌপদী—(সহসোত্থায়) কহং ণ সংভাবেমি অজ্জবি চিদাসমীবম্।
(কথং ন সম্ভাবয়াম্যদ্যাপি চিতাসমীপম্।)

যুধিষ্ঠিরঃ—কঃ কোঽত্র ভোঃ। সনিষঙ্গং ধনুরুপনয়। কথং ন কশ্চিৎ পরিজনঃ। ভবতু। বাহুযুদ্ধেন সম্ভাবনাবিহস্তমেনং গাঢ়মালিঙ্গ্য জ্বলনমভিপাতয়ামি। (পরিকরং বধ্নাতি।)

কঞ্চুকী—দেবি পাণ্ডুস্নুষে, সংযম্যতামিদানীং নয়নপথাবরোধিনো দুঃশাসনাবকৃষ্টা মূর্ধজাঃ। অস্তমিতা সম্প্রতি প্রতীকারাশা। দ্রুতং চিতাসমীপং সম্ভাবয়।

যুধিষ্ঠিরঃ—কৃষ্ণে, ন খল্বনিহতে তস্মিন্ দুরাত্মনি দুর্যোধনে সংহর্তব্যাঃ কেশাঃ।

ভীমসেনঃ—পঞ্চালি, ন খলু ময়ি জীবতি সংহর্তব্যা দুঃশাসনবিলুলিতা বেণিরাত্মপাণিনা। তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু! স্বয়মেবাহং সংহরামি। (দ্রৌপদী ভয়াদপসর্পতি।)

ভীমসেনঃ—তিষ্ঠ তিষ্ঠ ভীরু, ক্বাধুনা গম্যতে। (ইতি কেশেষু গ্রহীতুমিচ্ছতি।)

যুধিষ্ঠিরঃ—(বেগাদ্ভীমমালিঙ্গ্য) দুরাত্মন্, ভীমার্জুনশত্রো, সুযোধনহতক,
আশৈশবাদনুদিনং জনিতাপরাধো
মত্তো বলেন ভুজয়োর্হতরাজপুত্রঃ।
আসাদ্য মেঽন্তরমিদং ভুজপঞ্জরস্য
জীবন্ প্রযাসি ন পদাৎ পদমদ্য পাপঃ ॥ ৩৮ ॥

ভীমসেনঃ—কথমার্যঃ সুযোধনশঙ্কয়া ক্রোধান্নির্দয়ং মামালিঙ্গতি। দেব অজাতশত্রো, ভীমার্জুনগুরো, যথৈবাজ্ঞাপয়সি ন তথৈবৈতৎ।

কঞ্চুকী—(নিরূপ্য সহর্ষং) মহারাজ, বর্ধসে। অয়ং খল্বায়ুষ্মান্ ভীমসেনঃ সুযোধনক্ষতজারুণীকৃতসকলশরীরো দুর্লক্ষব্যক্তিঃ। অলমধুনা সন্দেহেন।

চেটী - দেবী ণিবট্টীঅদু ণিবট্টীঅদু। এসো ক্খু পূড়িদপরিণ্ণাভারে ণা হো দে বেণী সংহারং কাদুং তুমং এব্ব অণ্ণেসেদি।
(দেবি, নিবর্ত্যতাম্। এষ খলু পূরিতপ্রতিজ্ঞাভারো নাথস্তে বেণীসংহারং কর্তুং ত্বামেবান্বিষ্যতি।)

দ্রৌপদী—হঞ্জে, কিং মং অলীঅ বঅণেহিং আসাসেসি।

(হঞ্জে, কিং মামলীকবচনৈরাশ্বাসয়সি ।)

যুধিষ্ঠিরঃ জয়ন্ধর, কিং কথয়সি নায়মনুজদ্বেষী দুর্যোধনহতকঃ ।

ভীমসেনঃ—দেব অজাতশত্রো, কুতোঽদ্যাপি দুর্যোধনহতকঃ । ময়াহিতস্য দুরাত্মনঃ—

ভূমৌ ক্ষিপ্তং শরীরং নিহিতমিদমসৃক্ চন্দনাভং নিজাঙ্গে
লক্ষ্মীরার্যে নিষণ্ণা চতুরুদধিপয়ঃ সীময়া সার্ধমুর্ব্যা ।
ভৃত্যা মিত্রাণি যোধাঃ কুরুকুলমখিলং দগ্ধমেতদ্রণাগ্নৌ
নামৈকং যদ্ব্রবীষি ক্ষিতিপ তদধুনা ধার্তরাষ্ট্রস্য শেষম্ ॥ ৩৯ ॥

(যুধিষ্ঠিরঃ স্বৈরং মুক্ত্বা ভীমমবলোক্যনশ্রূণি প্রমার্জয়তি ।)

ভীমসেনঃ (পাদয়োঃ পতিত্বা) জয়ত্বার্যঃ ।

যুধিষ্ঠিরঃ—(সহর্ষমালিঙ্গ্য সবাষ্পং তাত ভীমসেন বৃকোদর পৃথানন্দন ফল্গুন্যাগ্রজ পাণ্ডুকুলপ্রদীপ ।

ভীমসেনঃ—আজ্ঞাপয় ।

যুধিষ্ঠিরঃ—বৎস, বাষ্পজলান্তরিতনয়নত্বান্ন পশ্যামি তে মুখচন্দ্রম্ । কথয় কচ্চিজ্জীবতি ভবান্ সমং কিরীটিনা ।

ভীমসেনঃ—নিহতসকলরিপুপক্ষে ত্বয়ি নরাধিপে, জীবতি ভীমোঽর্জুনশ্চ ।

যুধিষ্ঠিরঃ—(পুনর্গাঢ়মালিঙ্গ্য) তাত ভীম,

রিপোরাস্তাং তাবন্নিধনমিদমাখ্যাহি শতশঃ
প্রিয়ো ভ্রাতা সত্যং ত্বমসি মম যোঽসৌ বকরিপুঃ ।

ভীমসেনঃ আর্য, সোঽহম্ ।

যুধিষ্ঠিরঃ— জরাসন্ধস্যোরঃসরসি রুধিরাসারসলিলে
তটাঘাতক্রীড়াললিতমকরঃ সংযতি ভবান্ ॥ ৪০ ॥

ভীমসেনঃ—আর্য, স এবাহম্ । তন্মুঞ্চতু মামার্যঃক্ষণমেকম্ ।

যুধিষ্ঠিরঃ—কিমপরমবশিষ্টম্ ।

ভীমসেনঃ—সুমহদবশিষ্টম্ । সংযয়ামি তাবদনেন সুযোধনশোণিতোক্ষিতেন পাণিনা পাঞ্চাল্যা দুঃশাসনাবকৃষ্টং কেশহস্তম্ ।

যুধিষ্ঠিরঃ—গচ্ছতু ভবান্ । অনুভবতু তপস্বিনী বেণীসংহারম্ ।

ভীমসেনঃ—(দ্রৌপদীমুপসৃত্য) দেবি পাঞ্চালরাজতনয়ে, দিষ্ট্যা বর্ধসে রিপুকুলক্ষয়েণ । অলমলমেবংবিধং সামালোক্য ত্রাসেন ।

কৃষ্টা যেনাসি রাজ্ঞাং সদসি নৃপশুনা তেন দুঃশাসনেন
স্ত্যানান্যেতানি তস্য স্পৃশ মম করয়োঃ পীতশেষাণ্যসৃঞ্জি ।
কান্তে রাজ্ঞঃ কুরূণামতিসরসমিদং মদ্গদাচূর্ণিতোরো-
রঙ্গেঽঙ্গেঽসৃঙ্নিষক্তং তব রিপুজনিতস্যানলস্যোপশান্ত্যৈ ॥ ৪১ ॥

বুদ্ধিমতিকে ক সা ভানুমতী যাঽপহসতি পাণ্ডবদারাম্ । ভবতি যজ্ঞবেদিসম্ভবে—

দ্রৌপদী—আণবেদু ণাহো (আজ্ঞাপয়তু নাথঃ ।)

ভীমসেনঃ—স্মরতি ভবতী যত্তন্ময়োক্তম্ । (চঞ্চদ্ভুজ ১।২১ ইত্যাদি পঠতি ।)

দ্রৌপদী—ণাহ, ণ কেবলং সুমরামি । অণুভবামি অণাধসুস্পসাদেণ । (নাথ, ন কেবলং স্মরামি । অনুভবামি চ নাথস্য প্রসাদেন ।)

ভীমসেনঃ—(বেণীমবধ্য়) ভবতি, সংযম্যতামিদানীং ধার্তরাষ্ট্রকুলকালরাত্রি-দুঃশাসনাবিলুলিতেয়ং বেণী।)

দ্রৌপদী—ণাহ, বিসুমরিদম্হি এদংবাবারম্। ণাহস্স পদাদেন পুণো বি সি ক্খিস্সম্। (নাথ, বিস্মৃতাস্ম্যেতং ব্যাপরম্। নাথস্য প্রসাদেন পুনরপি শিক্ষিষ্যে। (ভীমসেনো বেণীং বধ্নাতি।)

(নেপথ্যে

মহাসমরানলদগ্ধশেষায় স্বস্তি ভবতু রাজন্যকুলায় !

ক্রোধান্ধৈর্যস্য মোক্ষাৎ ক্ষতনরপতিভিঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ কৃতানি
প্রত্যাশং মুক্তকেশান্যনুদিনমধুনা পার্থিবান্তঃপুরাণি।
কৃষ্ণায়াঃ কেশপাশঃ কুপিতযমসখো ধূমকেতুঃ কুরূণাং
দিষ্ট্যা বদ্ধঃ প্রজানাং বিরমতু নিধনং স্বস্তি রাজ্ঞাং কুলেভ্যঃ ॥৪২॥

যুধিষ্ঠিরঃ—দেবি, এ ষতে মূর্ধজানাং সংহারোঽভিনন্দিতো নভস্তলচারিণা সিদ্ধজনেন।

(ততঃ প্রবিশতঃ কৃষ্ণার্জুনৌ)

কৃষ্ণঃ—(যুধিষ্ঠিরমুপগম্য) বিজয়তাং নিহিতসকলারাতিমণ্ডলঃ সানুজো যুধিষ্ঠিরঃ।

অর্জুনঃ—জয়ত্বার্যঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—(বিলোক্য) অয়ে, ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষো বৎসশ্চ কিরীটী। ভগবন্, অভিবাদয়ে। (কিরীটিনং প্রতি) এহি এহি বৎস। (অর্জুনঃ প্রণমতি) (বাসুদেবং প্রতি) কুতস্তস্য বিজয়াদন্যদ্যস্য ভগবান্ পুরাণপুরুষো নারায়ণঃ স্বয়ং মঙ্গলান্যাশাস্তে।

কৃতগুরুমহদাদিক্ষোভ-সংভূত-মূর্তিং
গুণিনমুদয়নাশ-স্থানহেতুং প্রজানাম্।
অজমমরমচিন্ত্যং চিন্তয়িত্বাপি ন ত্বাং •
ভবতি জগতি দুঃখো কিং পুনর্দেব দৃষ্ট্বা ॥৪৩॥

(অর্জুনমালিঙ্গ্য) বৎস, পরিষ্বজস্ব মাম্।

কৃষ্ণঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির,

ব্যাসোঽয়ং ভগবানমী চ মুনয়ো বাল্মীকিরামাদয়ো
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাশ্চ সৈন্যপতয়ো মাদ্রী সুতাধিষ্ঠিতাঃ।
প্রাপ্তা মাগধমৎস-যাদব-কুলৈরাজ্ঞাবিধেয়ৈঃ সমং
স্কন্ধোত্তম্ভিততীর্থবারিকলশা রাজ্যাভিষেকায় তে ॥৪৪॥

অহং পুনশ্চার্বাকেণ রক্ষসা ব্যাকুলীকৃতং ভবন্তমুপলভ্যার্জুনেন সহ ত্বরিততরমায়াতঃ।

যুধিষ্ঠিরঃ—কথং চার্বাকেণ রক্ষসা বয়মেবং বিপ্রলব্ধাঃ।

ভীমসেনঃ—(সরোষং) ক্বাসৌ ধার্তরাষ্ট্রসখো রাক্ষসঃ পুণ্যজন্যপশদো যেনার্যস্য মহাংশ্চিত্তবিভ্রমঃ কৃতঃ।

কৃষ্ণঃ—নিগৃহীতঃ স দুরাত্মা নকুলেন। তৎ কথয় মহারাজ, কিমস্মাৎ পরং সমীহিতং সম্পাদয়ামি।

যুধিষ্ঠিরঃ—ন কিঞ্চিন্ন দদাতি ভগবান্ প্রসন্নঃ। অহং তু পুরুষসাধারণয়া বুদ্ধ্যা সন্তুষ্যামি। ন খল্বতঃ পরমভ্যর্থয়িতুং ক্ষমঃ। পশ্যতু দেবঃ !

ক্রোধান্ধৈঃ সকলং হতং রিপুকুলং পঞ্চাক্ষতাস্তে বয়ং
পাঞ্চাল্যা মম দুর্নয়োপজনিতস্তীর্ণো নিকারার্ণবঃ।
ত্বং দেবঃ পুরুষোত্তমঃ সুকৃতিনং মা মাদৃতো ভাষসে
কিং নামান্যদতঃপরং ভগবতো যাচে প্রসন্নাদহম্ ॥৪৫॥

তথাপি প্রীততরশ্চেদ্ ভগবাংস্তদিদমস্তু।

(ভরতবাক্যম্)

অকৃপণমরুক্ শ্রান্তং জীব্যাজ্জনঃ পুরুষায়ুষং
ভবতু ভগবন্ ভক্তির্দ্বৈতং বিনা পুরুষোত্তমে।
দয়িতভুবনো বিদ্বদ্বন্ধুর্গুণেষু বিশেষবিৎ-
সততসুকৃতী ভূয়াদ্ ভূপঃ প্রসাধিতমণ্ডলঃ ॥৪৬॥

কৃষ্ণঃ—এবমস্তু। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

॥ সমাপ্তমিদং বেণীসংহারম্ নাম নাটকম্ ॥